বসুমতী-শাস্ত্রপ্রচার-গ্রন্থমালা

SADHARAN GRANTHAGAR * NADIA
ESTD.

বাশিষ্ঠ মহারামায়ণম্

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীতম্

নির্ব্বাণ-প্রকরণম্—উত্তরার্দ্ধস্য বঙ্গানুবাদ-খণ্ডম্

শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতম্

সৎসাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারব্রত
উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন-প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ
শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

কলিকাতা, ১৬৬ সংখ্যক বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে
বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্

[মূল্য রূপ্যকত্রয়মাত্রম্

GRANTHAGAR

নিবেদন

শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদে এত দিনে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল। জ্ঞানপিপাসু, মুমুক্ষু, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে পাইবার আশায় বহুদিন অধীর-আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছেন ;—আমাদের মত অক্ষমের দ্বারা এরূপ দুরূহ পরমজ্ঞান-গ্রন্থ সুসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া, শত তাগিদে উৎসাহিত করিয়াছেন ;—আজ আমরা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিয়া সাধনা সফল—অনুষ্ঠান সার্থক মনে করিতেছি।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ—জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার—সাধনার সপ্তর্ষি-মণ্ডল—বেদান্তসিদ্ধান্তের অভ্রভেদী হিমালয় ;—সর্ব্ব-উপনিষদ—সর্ব্ব-দর্শন—সর্ব্ববিধ সাধনা—সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞানের আকর ;—ভক্তির অলকনন্দা-প্রবাহ—আর্য্য-অবদানের সুমেরু—ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম মীমাংসার—সত্যসিদ্ধান্তরাশির প্রকৃষ্ট আলোচনার—জ্ঞানগবেষণার তপোবন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—জ্ঞানভক্তিত্যাগ-সম্মিলনের ত্রিবেণী ;—ভক্তের জপমালা—সংসারীর শান্তিধারা—সন্ন্যাসীর সম্বল—ত্যাগীর মুক্তি—যোগীর বিভূতি—সাধকের সিদ্ধি—ত্রিতাপদগ্ধ মুমুক্ষুর ব্রহ্মানন্দলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা—দিব্যজ্ঞানের বিমল জ্যোৎস্না—মানব-মঙ্গলের পাঞ্চজন্য-নিনাদ।

যদি শান্তি ও মুক্তির ভিখারী হইয়া, কর্ম্মজীবনে বেদান্ত-নির্ণীত সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে—সেই সত্যে আত্মজীবন অনুপ্রাণিত উদ্দীপিত সমুজ্জ্বল করিতে—জ্ঞানের বিমল প্রভায় বিলাসদগ্ধ হৃদয় অনুরঞ্জিত করিতে চান ;—যদি অনাম, অরূপ, অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সোহংভাবে উদ্দীপিত হইয়া জীবন পূর্ণ করিতে চান ;—যদি এই অনিত্য সংসারে মিথ্যা মায়াঘোরে বদ্ধ না হইয়া সেই নিত্যসত্য অনন্ত সুন্দর পরম ব্রহ্মের ধ্যানে লীন হইয়া, নির্ব্বাণমুক্তি-লাভের প্রয়াসী হন ;—যদি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, মায়া, ভ্রান্তি, প্রপঞ্চ, মুক্তি, নির্ব্বাণ, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, কর্ত্তা, কারণ, কর্ম্ম, সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, লয়, প্রলয় প্রভৃতির সূক্ষ্ম মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আত্মজীবন সার্থক করিতে চান ;—যদি জগৎ মিথ্যা জানিয়া, সংসার মায়ার খেলা বুঝিয়া তত্ত্বমসি, সোহং, চিদানন্দরূপশিবোহহং ভাবের অনুভূতিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মত্ত হইয়া, ব্রহ্মপদে বিলীন হইবার বাসনা থাকে ;—যদি জ্ঞানসূর্য্যের সমুদয়ে অজ্ঞান-তিমিরঘোর নাশের

আগ্রহ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে ;—তবে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি—জগতে শান্তি ও মুক্তির প্রবর্ত্তক, ভগবান বাল্মীকির অমর অবদান—জ্ঞান-প্রভাকর বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ পাঠে—অনুশীলনে আত্মনিবেদন করুন।

স্বয়ং শুদ্ধব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের অসার সংসারে জন্মজনিত সুমহান্ পরিতাপ দূর করিবার সূচনায় মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠের ব্রহ্মোপদেশ—দিব্যজ্ঞান প্রদান। শ্রীভগবানের মুখবিনির্গত এই ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃত-রসাধারে পাপী, তাপী, বিলাসী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই সমান অধিকারী। দুর্দ্দমনীয় ষড়রিপুর প্রবল তাণ্ডবে মানব-হৃদয় ক্রমাগত ব্যথিত—যোগবাশিষ্ঠ পাঠে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের প্রচণ্ড প্রকোপ নাশ হইয়া বৈরাগ্য-সঞ্চারে মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত।

উপনিষদ—বেদান্ত স্তরে স্তরে ব্রহ্মজ্ঞান বিভাসিত করিয়া, চরম সিদ্ধান্তে মোক্ষলাভের পথিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠের প্রথমেই বৈরাগ্য—অসার সংসার ত্যাগ—মায়া-মোহ কাটাইয়া দিব্যজ্ঞানের—অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা—অনন্ত আনন্দরূপী ব্রহ্মের সন্ধান। পরে পরম ব্রহ্মেব সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুলতা—বিহ্বলতা—তন্ময়তা—তিতিক্ষা—সাধনা—তদ্গতপ্রাণতায় সর্ব্বত্যাগ—উৎকণ্ঠার অধীরতায় প্রাণ যায়। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার—ব্রহ্ম-লাভ—দিব্যজ্ঞানের অনুভূতিতে পরমানন্দের উপলব্ধি। সেই জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশে সচ্চিদানন্দময় জগৎ আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে—স্বর্গের আনন্দধারা, জ্ঞানভক্তির মন্দাকিনী লহরিত হইতেছে। স্থির সে আনন্দ—সে আনন্দ-তরঙ্গে পুলকের স্পন্দন নাই—সে অসীম আনন্দের অনুভূতির ভিতর জ্ঞানের অভিমান নাই—আত্মত্যাগের গৌরবগর্ব্ব নাই—আমিত্ব নাই। ক্রমে সোহং-ভাবের অবসান—নির্ব্বাণ-মুক্তি—মোক্ষলাভ—আত্মা ব্রহ্মে বিলীন।

সৃষ্টি-রহস্য—সৃষ্টিমাধুর্য্য—সৃষ্টি-লীলাবৈচিত্র্য—জগতে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান—চরাচর উৎপত্তি-বিজ্ঞান—উৎপন্ন উৎপাদকের অভিন্নতা নিরাকরণের প্রজ্ঞান যোগবাশিষ্ঠে সমাহিত। মায়াবাদের এমন সুমীমাংসা—ভ্রান্তি অপনোদন—প্রপঞ্চ-ছলনা-নাশকারী অদ্বৈতবাদেব এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাস—বেদান্ত-সিদ্ধান্তের চরম বিকাশ—জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের ত্যাগের সামঞ্জস্য-পূর্ণ সুচিন্তিত—সুযুক্তিপূর্ণ বিচার-বিতর্ক—সচ্চিদানন্দ লাভের লক্ষ্য-নির্দ্দেশ—শুদ্ধা ভক্তির এমন মাধুরিমাময় প্রভাব-বিস্তার—রূপকচ্ছলে মহাসত্যের সুপ্রতিষ্ঠা জগতে আর কোন্ গ্রন্থে পাইবেন ?

ব্রহ্মজ্ঞানের এই দ্বাদশ সূর্য্য সম মহাজ্ঞানগ্রন্থ সরল-প্রাঞ্জল বিশদ অনুবাদে—সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিয়া, দশ বৎসর সুকঠোর সাধনায়—প্রাণপাত পরিশ্রমে একনিষ্ঠ হইয়া—মহাত্মা কালীবর বেদান্তবাগীশ পৃথিবীতে অতুল্য কীর্ত্তি

রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অকালে পরমব্রহ্মে বিলীন হওয়ায় যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মজগতে এই উল্কাপাতের বিনিময়ে আমরা এই কালজয়ী মহারত্ন লাভ করিয়াছি। বঙ্গের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক বেদান্তবাগীশ মহাশয় আত্ম-জীবনে বেদান্ত-নির্ণীত সত্যরাজি উপলব্ধি করিয়া, জলপ্রবাহের মত সরলভাবে যোগবাশিষ্ঠের দুরূহ ভাবরাশি সুব্যাখ্যা করিয়া, কূটতর্কের সুমীমাংসায় সর্ব্বজন-বোধগম্য—সুখপাঠ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত জ্ঞানী অজ্ঞানী ত্যাগী ভোগী সর্ব্বসম্প্রদায়কে বেদান্তের সারসত্য উপলব্ধি করাইবার মত অদ্ভুত ক্ষমতা—অলৌকিক প্রতিভা—অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য অন্য কোন মহাপণ্ডিতের পক্ষেও সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের এই চরম অংশের সরল অনুবাদ করা অতীব দুরূহ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্র-নিপুণ সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী মহাত্মা কালীবরের ভাষার যথাসাধ্য অনুসরণে সমবেত চেষ্টায়—বহু আয়াসে—ঐকান্তিক যত্নে নির্ব্বাণ প্রকরণের শেষার্দ্ধের সরল অনুবাদ করিয়া, এই মহাজ্ঞানগ্রন্থ সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন।

আর্য্য-কীর্ত্তির হিমালয় সদৃশ এই চরম ও পরম জ্ঞানগ্রন্থের সমগ্র বিরাট সংস্করণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুধীজন-সমাজের করকমলে সাদরে অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া, যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, তেমনি বঙ্গগৌরব বৈদান্তিক—মহাত্মা কালীবর বেদান্তবাগীশের প্রাণপাত সাধনায় সম্পাদিত অসম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ—অনুপ্রেরণা লাভে ধন্য হইয়াছি।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
ঝুলন-পূর্ণিমা
১৩৪১ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ

নির্ব্বাণ-প্রকরণ

উত্তরার্দ্ধ

প্রথম সর্গ

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! দেহ ও প্রাণাদির উপর যদি অহংভাবাদি কল্পনা ত্যাগ করা যায় এবং যদি সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন করা হয়, তাহা হইলে ত দেহীর দেহ থাকাই অসম্ভব; সুতরাং জীবিতাবস্থায় কল্পনা পরিত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—জীবদ্দশাতেই ত কল্পনা-পরিহার হয়, অজীবিতের পক্ষে তাহা অসম্ভব। রামচন্দ্র! কল্পনাপরিহারের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা তুমি এখনও অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। যাহা হউক, অধুনা সেই কথাই বলি, তুমি সেই শ্রুতিমধুর তত্ত্ব শ্রবণ কর। ২। যে সমস্ত ধীমান্ ব্যক্তি কল্পনাতত্ত্ব বিদিত আছেন, অহংভাবকেই তাঁহারা কল্পনা নামে নির্দ্দেশ করেন। সেই অহংভাবকে যে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশরূপে চিন্তা, তাহাকেই কল্পনা বলা যায়। যে সকল মনীষী কল্পনাতত্ত্ববিৎ, তাঁহাদের মতে বাহ্য পদার্থের অনুভবই কল্পনা এবং ঐ বাহ্যপদার্থের অনুভবকে আকাশরূপে নিশ্চয় করাকেই কল্পনা-পরিহার কহে। এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থের উপর যে একটা আত্মাভিমান, তাহাই সাধু মনীষীদিগের মতে কল্পনা। এই কল্পনাপরিহার—কেবলমাত্র সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিন্ন শূন্য ব্রহ্মভাবে চিন্তা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা বর্ত্তমান দৃশ্য পদার্থের চিন্তাই যে কল্পনা বা সঙ্কল্প, তাহা নহে। ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ন্যায় তুমি

অপরোক্ষজ্ঞান-স্মৃতিকেও কল্পনা বা সঙ্কল্প বলিয়া স্থির করিও। সাধুগণ জানেন যে, উক্ত স্মৃতির অভাবই শিবব্রহ্ম। স্মৃতি কি? অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তাকেই স্মৃতি কহে। ৩৬। হে মহাবুদ্ধে! তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা সমূলেই বিসর্জ্জন কর এবং সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মাকারে বিলীন করত একেবারে কাষ্ঠবৎ অটলভাবে সংস্থিত হও। ৭। যাবতীয় পদার্থের বিস্মৃতিই তোমার রূপস্বরূপ হউক। অর্দ্ধসুপ্ত শিশু যেমন স্পন্দনক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, তুমিও তদবস্থায় সেইরূপ অযত্নোপস্থিত অভ্যস্ত নিত্য কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়া যাও। ৮

হে নিষ্কলুষ! যেমন কুম্ভকারচক্রের কোনই কল্পনা নাই, অথচ অভ্যাসবশে প্রত্যহই সে ঘূর্ণ্যমান হয়, তুমিও সেইরূপ কোন সঙ্কল্প না করিয়া অভ্যাসবশে অথবা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে নিত্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাক। ৯। তোমাতে চিত্তের বিদ্যমানতা নাই; বাসনাশূন্য চিত্তের সংস্কারমাত্রই তোমাতে বিদ্যমান। ঐ সংস্কারপ্রবাহে যে সমস্ত কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তুমি তত্তৎস্বকর্ম্ম-করণেই কেবল স্পন্দশালী হইও। ১০। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, তথাচ আমার এ হিতকথা বোধ হয় কাহারও শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইতেছে না। যাহা হউক, আমি এ কথা বলিতে বিরত হইব না যে, সঙ্কল্পবিসর্জ্জনই পরম মঙ্গলকর। এই মঙ্গলজনক বিষয় অন্তরে চিন্তা করিতেছ না কেন? ১১। অহো! মোহই এইরূপ চিন্তার একমাত্র বিঘ্ন। মোহের কি এ আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! যাবতীয় দুরিত-দুঃখনাশন বিচার-চিন্তামণি হৃদয়ে বিরাজমান থাকিলেও লোকে তাহা দূরে বিসর্জ্জন করিতেছে। ১২

হে রামচন্দ্র! তুমি সঙ্কল্প ও ভাবনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবস্থিত হও। এ যাবৎ আমি যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা সত্য সত্যই মঙ্গলজনক কি না, তাহা স্বয়ংই একবার মনোমন্দিরে অনুভব করিয়া দেখ।১৩। ভাবিয়া দেখ, যে পরম পদের নিকট সাম্রাজ্য-উপভোগও তৃণতুল্য অসার—অকিঞ্চিৎকর, মৌনভাবে থাকিলেই যদি তাহা লাভ করা যায়, তাহা হইলে কে না তদ্রূপ আচরণ করে?১৪। দেশান্তর-গমনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া পথিক পদসঞ্চালন করে; কিন্তু সেই পদসঞ্চালনে যেমন কিছুমাত্র সঙ্কল্প নাই, তদ্রূপ সেই পথিক-পদসঞ্চালন-বৎ বিনা সঙ্কল্পে তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। ১৫। সমস্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় কেবল সংস্কারবশে আপতিত কর্ম্মমাত্রেরই অনুষ্ঠান করিতে থাক; কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি স্থাপন করিও না। সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশই

বুদ্ধি স্থাপনের একমাত্র পাত্র। তৃণাদি যেমন অন্য বস্তুর সংযোগ হেতু অথবা বায়ুসঞ্চালনবশে স্পন্দিত হয়, আপনা হইতে তাহার কোনরূপ স্পন্দন-চেষ্টা নাই, তদ্রূপ তুমি কোন সঙ্কল্প বা সুখদুঃখাদির চিন্তা না করিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক সংস্কারবশে উপস্থিত কর্ম্মেই কেবল স্পন্দিত হও। কাষ্ঠপুত্তলিকা দর্শকের কৌতূহলপূরণার্থ নৃত্য করে বটে, কিন্তু নর্ত্তকের ন্যায় যেরূপ তাহাতে তাহার রস-বোধ হয় না, তদ্রূপ তোমাকেও বলি, তুমি যখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখন মূঢ়বৎ তোমারও যেন রসবোধ না হয়। ১৬ ১৮। তোমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল হেমন্তকালীন বৃক্ষসমূহের ন্যায় নীরস হইয়া যাউক, তাহারা আকারমাত্রেই লক্ষিত হউক। ১৯। বৃক্ষ যেরূপ শীতে বা সূর্য্যকিরণে নীরস লতায় জড়িত হইয়া নিজেও নীরস হইয়া পড়ে, তুমিও তদ্রূপ জ্ঞানসূর্য্যের উত্তাপ-শুষ্ক প্রাণাদি ষড়্‌বর্গের সত্তামাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সম্পন্দে বিরাজ কর। ২০। হেমন্তঋতু যেরূপ বাহ্য-রসশূন্য অন্তঃসরস বৃক্ষসমূহ ধারণ করে, তুমিও সেইরূপ নিরাবরণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে অন্তরে চিৎরসে সরস করিয়া ধারণ করিতে থাক। তোমার ইন্দ্রিয় বাহ্যরসে সরস হইলে তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান করা বা না করা, কিছুতেই এই সংসারের অনর্থসার্থ নিবৃত্ত হইবে না। ২১-২২

বায়ু, অগ্নি ও জলাদি অচেতন বস্তুর ন্যায় যদি তুমি সঙ্কল্প পরিহার পূর্ব্বক স্পন্দশালী হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত মঙ্গললাভ হইবে। ২৩। বাসনাশূন্য অবস্থায় অভ্যাস-বশে স্বীয় ব্যবহারকর্ম্মে কর্ত্তৃত্বই পরম ধৈর্য্য নামে অভিহিত। এইরূপ ধৈর্য্য দ্বারাই জন্ম-জ্বরের শান্তি হয়। বাসনা ও সঙ্কল্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথোপস্থিত কার্য্যের অনুসরণ পূর্ব্বক কুলালচক্রভ্রমের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মে স্পন্দশালী হও। ২৪-২৫। কর্ম্মফলের দিকে যেন তোমার বুদ্ধি আকৃষ্ট হয় না। কর্ম্মত্যাগ-জনিত ফলেরও তুমি ইচ্ছা করিও না। ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম করা না করা দুই-ই তুল্য বলিয়া গণনীয়। সুতরাং যদি ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে কর্ম্ম করিতে থাক বা পরিহার কর, যাহা ইচ্ছা তদ্রূপই তোমার কর্ত্তব্য হইতে পারে। অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে এইমাত্র বলি, সঙ্কল্পই মনের বন্ধন এবং সঙ্কল্পের অভাবকেই মোক্ষ কহে। ২৬-২৭

এ ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই নাই ; আছেন একমাত্র অদ্বয় আত্মা। তিনি শিব, শান্ত, অজ, সর্ব্বময় ও অনন্ত ; সুতরাং তুমি নূতন আর কি হইবে ? তুমি যেমন, তেমনই ভাবে অবস্থিতি কর। ২৮। তুমি কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্মরূপে

চিন্তা করিতে থাক। বস্তুতঃ কর্ম্মই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই প্রকার বোধ করিয়া তুমি যথাস্থিত চিৎস্বরূপেই সুখে বিরাজমান থাক। ২৯। সাধুগণ জানেন,—দৃশ্য বস্তুর ভাবনা না করাই চিত্তক্ষয় এবং তাহাই অকৃত্রিম যোগ; সুতরাং তুমি একান্তে তাদৃশ যোগেই তন্ময় হইয়া থাক। ৩০। এ জগতে একত্ব-দ্বিত্ব-বর্জ্জিত, সম, শান্ত, বিশুদ্ধ, অনন্ত আত্মতত্ত্বই যখন বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই যখন নাই, তখন কাহার আর কি পরিতাপের বিষয় থাকিতে পারে? ৩১

মরুভূমিতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ তোমাতেও সঙ্কল্পোদয় না হউক, অথবা পাষাণগর্ভে যেমন লতিকার উদ্ভব অসম্ভব, তোমাতেও তদ্রূপ ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভবই হউক। ৩২। তুমি যখন দৃশ্য বস্তুর চিন্তাবিরহিত শান্ত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নও, তখন তুমি জীবিত বা অজীবিত, যে কোন অবস্থাতেই থাক, কোন কার্য্যে বা অকার্য্যে তোমার কিছুই প্রয়োজন নাই। ৩৩। কর্ম্ম অকর্ম্ম দুইয়েরই যখন তুমি বাধস্বরূপ এবং নিত্য অভেদরূপ, যখন প্রাতিভাসিক কর্ম্মস্বরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তোমাতে কোন কর্ম্মত্ব বিদ্যমান নাই এবং কর্ত্তৃরূপে বিবর্ত্তমান হইলেও বাস্তবপক্ষে তোমাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। ৩৪। সত্য কথা বলিতে কি, যাবৎ 'আমি' 'আমার' এইরূপ জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ কিছুতেই তুমি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। ঐ জ্ঞান বিদূরিত হইলেই তোমার দুঃখমুক্তি ঘটিবে। সুতরাং এখন তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর। ৩৫

হে রাম! সত্যই বলিতেছি, 'আমি' বা আমার' বলিয়া কোন পদার্থই নাই,—আছেন কেবল সেই এক পরমাত্মা; তিনি অদ্বিতীয়, পরাৎপর, শান্ত, শিব। ৩৬। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রাতিভাসিক দৃশ্যপদার্থের আবির্ভাব; কিন্তু এই দৃশ্য অলীক বস্তু; ইহার স্বরূপ কিছুই নাই। এই যে জগৎ নামে দৃশ্যপদার্থ, ইহা প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণের কেয়ূরাদিবৎ সেই শান্ত শিব আত্মা হইতে অভিন্ন। ইহাকে পৃথক্‌রূপে অবিদিত হওয়াই ইহার ক্ষয়; সাধুগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। এই জগদাখ্য পদার্থের ক্ষয় ঘটিলেই একমাত্র সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। ৩৭

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা অদ্বৈত, একত্ববিশিষ্ট, শান্ত ও মনন-বর্জ্জিত, তাহাই আত্মস্বভাবে সংস্থিত। পঙ্কময় সৈন্য অর্থাৎ পঙ্কময়ী পুত্তলিকা যেরূপ পঙ্কেরই রূপান্তর, সেই জগৎও তদ্রূপ শান্ত শিব আত্মারই বিবর্ত্তমাত্র। ১। মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধ্যাদি রূপসম্পন্ন চিত্ত,—সমস্তই আত্মময়। এই কাল, আকার, ক্রিয়া ও শব্দশক্তি প্রভৃতি সকলই ঐ শিবাত্মায় নিবদ্ধ। ২। রূপ, আলোক ও মন প্রভৃতি সকলই সেই শিবাত্মরূপ পঙ্কময় অর্থাৎ আত্ম-পঙ্কেরই বিকার-মাত্র; সুতরাং রূপাদি তন্ময় অনন্ত বলিয়া উহার কে কিরূপ অনুভব করিবে? ৩

প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, দেশ, কাল, দিক্, ভাব, অভাব ও বিবর্ত্তাদি সমস্তই সেই শিবাত্ম-পঙ্কময়। ৪। সুতরাং সর্ব্বসার আত্মস্বরূপ পরমেশ হইতে পৃথগ্‌ভূত 'অহং' 'মম' ইত্যাকার আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। এই জন্যই বলিতেছি, তুমি তোমার চিত্ত হইতে আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া শিলাখণ্ডবৎ অটলভাবে অবস্থান কর। ৫

রামচন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! যিনি 'অহং' 'মম' ইত্যাকার অলীক চিন্তা-বিসর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ যদি কর্ম্ম করেন, তাহা হইলেই বা কি অশুভ ঘটিবে আর না করিলেই বা কি শুভসংঘটন হইবার সম্ভাবনা? আমার বিবেচনায় কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মকরণ, এই উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান। ৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে অনঘ! আমি ত্বৎসকাশে একটা তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করি। যদি জান, তবে বল দেখি, কর্ম্ম কি? কর্ম্মের বিস্তারই বা কিরূপ আর তাহার মূলই বা কি? আর সেই মূলকে বিনষ্ট করিতে হইলে কিরূপেই বা তাহার বিনাশসাধন করিবে? ৭-৮

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহা বিনাশের যোগ্য, তাহা সমূলেই নাশ করিতে হয়, তাহার শাখাদিচ্ছেদনে কোন ফল নাই। ৯। যিনি সুবুদ্ধি, তিনি নিজ শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম সমূলেই নাশ করিয়া থাকেন, আর তাঁহার সেই কর্ম্ম অনায়াসেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১০। হে ভগবন্! কর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূল যদি সমুৎপাটিত হয়, তাহা হইলে ঐ বৃক্ষ হইতে কদাচ আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না। ১১। ঐ কর্ম্মবৃক্ষের মূল কি, এখন তাহা বলি, অবধান করুন। ভগবন্!

আমি এই বুঝিয়াছি যে, এই দেহই কর্ম্ম-বৃক্ষ। এই বৃক্ষের উৎপত্তি-স্থল সংসার-কানন। হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ইহার শাখা-প্রশাখা। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এ দেহের বীজ আর সুখদুঃখ ইহার ফল। যখন দেহে যৌবন-শোভার সঞ্চার হয়, তখন এই দেহ-বৃক্ষ ক্ষণেকের জন্য মনোরম হয়, এবং জরারূপ পুষ্পরাজিতে উহা বিকসিত হইয়া উঠে। ১২-১৩। এই বৃক্ষে একটা মর্কট আছে, তাহাকেই কাল কহে। সেই কাল-মর্কট অতীব উদ্ধত; তাহার দ্বারাই প্রতি মুহূর্ত্তে এই বৃক্ষ ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইতেছে। নিদ্রা যেন হেমন্তকাল; সেই সময়ে উহার স্বপ্নরূপ দলরাজি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; বার্দ্ধক্য যেন শরৎ-ঋতু, সেই সময়ে এ দেহ-বৃক্ষের চেষ্টারূপ পর্ণদল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে থাকে। এই জগৎসংসার একটা বৃহৎ অরণ্য; এই অরণ্যমধ্যেই ঐ দেহ-তরুর উদ্ভব। ১৪-১৫। কলত্র সকল যেন উপতৃণ; তাহারা এই তরুকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজমান থাকে। কর, চরণ ও পৃষ্ঠাদি ইহার অরুণবর্ণ পল্লবদল এবং উহাদের তলদেশই ঈষদারক্ত সুরেখান্বিত চঞ্চল পত্র। যাহার মধ্যে স্নায়ু ও অস্থি জড়িত, সেইরূপ মৃদু মসৃণ অঙ্গুলীসমূহ এই দেহ-তরুর বায়ু-সঞ্চালিত বাল-পল্লব। ১৬-১৭

এই যে দ্বিতীয় চন্দ্রতুল্য রমণীয়দর্শন কোমল মসৃণ তীক্ষ্ণাগ্র নখরপঙ্ক্তি, এ সমস্ত ইহার কলিকারাজি। এই কলিকাগুলি এক একবার জন্মে, আবার ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দেহ-বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন কর্ম্ম-সমূহের মূল। ১৮-১৯। ঐ মূলসমূহের মধ্যে যাহারা ছিদ্রবিশিষ্ট, তাহারা কামাদি সর্প-সমূহে দূষিত এবং যে সকল মূল নিশ্ছিদ্র, তাহারা গ্রন্থিশালী; ইহাদের মধ্যে কোন কোন মূল সুদৃঢ় অস্থি-গ্রন্থি-যোগে সম্বদ্ধ এবং কোন কোন মূল পঙ্ক-মগ্ন। উহার আপন রক্তরূপ রসধারা বাসনা দ্বারা পীত হয়। ফল কথা, দেহীরা বাসনাবশেই কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং তাহাতেই দেহস্থ শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। উহার কতিপয় মূল গুল্‌ফসমন্বিত পদেন্দ্রিয়; তাহারা বিলক্ষণ সুদৃঢ়, সুত্বক্‌বিশিষ্ট ও মসৃণ। এই সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ মূল সকলেরও অনেকগুলি মূল বিদ্যমান; তাহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। ২০-২১। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক মূলসমূহ বহু দূরস্থ বিষয়ে সঞ্জাত হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। চক্ষুর্গোলকাদি যে পাঁচটি স্থান আছে, ঐ ইন্দ্রিয়মূল-সমূহ তত্তৎস্থান আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করে। উহারা বাসনারূপ পঙ্ক-মধ্যে নিমগ্ন থাকে, উহারা সরস ও বিপুল। ২২

এই সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক মূলেরও আবার মূল আছে, সে মূল ত্রিলোকব্যাপী

মন। ইহা বিপুল শুণ্ডাকারে অবস্থিত। এই মূল জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকরূপ শিরার সহায়তায় রূপাদি কত অনন্ত রস আকর্ষণ পূর্ব্বক ভোগ করে এবং পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই যে মনোমূলের বিষয় কথিত হইল, ইহারও আবার মূল বিদ্যমান আছে; সেই মূলকে জীব কহে। বিষয়োন্মুখ চিদাত্মাই ঐ জীব নামে নির্ব্বাচিত। যত কিছু মূল আছে, সকলেরই একমাত্র কারণ ঐ চেতন। ২৩-২৪। উহা নিখিল চিত্তের নিদান। যাহাকে চেত্যোন্মুখী চিৎ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাও নির্ম্মূল নহে; তাহারও মূল আছে। সেই মূল পরাৎপর ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কি মূল আছে?—নাই—তিনি সম্পূর্ণ নির্ম্মূল। তিনি আদি-অন্ত-হীন; তাঁহার নাম নাই, তিনি বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ। ২৫-২৬

বিষয়োন্মুখী চিৎই যাবতীয় কর্ম্মের বীজ। এই বীজের বিদ্যমানতাতেই দেহাকার বিশাল শাল্মলী-বৃক্ষের আবির্ভাব। ২৭। জীবচৈতন্য অহঙ্কারাদিযোগে যখন কর্ত্তা হইয়া 'অহং' চিন্তায় আবলিত হয়, তখনই উহা কর্ম্মের বীজস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। নতুবা উহা সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপই শোভমান থাকে। ২৮। চৈতন্য যখন চেত্যাকারভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়েন, তখনই কর্ম্মের বীজরূপে প্রতিভাত হন। নচেৎ তিনি যে পরম পদ, সেই পরমপদরূপেই বিরাজ করেন। ২৯। হে ঋষি শ্রেষ্ঠ! দেহাদি অহংভাবাকার স্বীয় বেদনই কর্ম্মসমূহের হেতু; এই কারণ-তত্ত্ব আপনিও আমাকে উপদেশসময়ে বলিয়া দিয়াছেন। ফলে আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মমূল আপনারই অভিমত। ৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! যত দিন দেহের স্থিতি থাকে, তাবৎ এই বেদনাত্মক সূক্ষ্ম কর্ম্মের ত্যাগই বা কি, আর অনুষ্ঠানই বা কি প্রকার? ৩১। চিৎ অন্তরে বাহিরে যেরূপ অনুভব করেন, তাহা অসত্য হইলেও ভ্রান্তিবশে তদাকারে দৃশ্যমান হন এবং তৎক্ষণাৎ সত্য হইয়া পড়েন। ৩২। তিনি যদি তদ্রূপ অনুভব না করেন, তাহা হইলে আর ঈদৃশ ভ্রম ঘটে না। চিতের এইরূপ ভ্রম সত্য কি অলীক, বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। ৩৩। কারণ, ঐ চিৎই উক্ত ভ্রান্তিরূপে বিকসিত হইয়া উঠেন। কি বাসনা, কি ইচ্ছা, কি মন, কি কর্ম্ম, কি সঙ্কল্প, এ সকল ঐ চিতেরই নামান্তরমাত্র। ৩৪। দেহীর এই দেহাগার যত দিন বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ঐ দেহী প্রবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ যাহাই কেন হউক না, উহার চিত্ত থাকিবেই থাকিবে। চিত্তকে বিসর্জ্জন করা কিছুতেই হইয়া উঠিবে না। ৩৫

অধিকন্তু চিত্ত লইয়াই যখন জীবন, তখন জীবিতাবস্থাতেই বা তাহার পরিত্যাগ কি প্রকারে সম্ভবে? তবে এইমাত্র হয় যে, আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয়

কূটস্থ চৈতন্য—আমি নিষ্ক্রিয়, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কর্ম্মশব্দের প্রতিপাদ্য যে বিষয়, তাহার চিন্তা যদি বিসর্জ্জন করা যায়, তবেই কর্ম্ম বা কর্ম্মরূপ বিকল্প পরিহার পূর্ব্বক ক্রমশঃ নিজেই অজ আত্মরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব। ইহা ব্যতীত আর যতই উপায় থাকুক, কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর নহে। অন্য কোনও প্রকার উপায়ে যদি কর্ম্মত্যাগ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কিছুতেই হইবার নহে। এই দৃশ্য প্রতিভাসের যখন আপনা হইতে বাধ-ঘটনা হয়, ব্রহ্মাণ্ডের একান্ত অসত্তা তখনই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তৎকালেই প্রকৃত চিত্তত্যাগ ঘটে। ৩৬-৩৮

সেই ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, আর তাহাই প্রকৃত মোক্ষ; সাধুদিগের ইহাই মত। অনুভবযোগ্য দৃশ্য বস্তু থাকিলেই তাহার অনুভব হয়; নতুবা হইবার নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনুভাব্য বস্তুর জ্ঞান মোটেই ছিল না। সুতরাং অনুভবযোগ্য পদার্থের বিলয় ঘটিবার পর তাহার অনুভব বা জ্ঞানের থাকিবার স্থান কোথায়? অতএব জ্ঞানের যে জ্ঞেয়োন্মুখ ভাব, তাহাকে পরিহার করিলে তাহার যে স্বরূপ-স্থিতি, তাহা জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই নহে; তাহা শান্ত ব্রহ্মশব্দেই কথিত হইয়া থাকে। চিদাভাসাত্মক চেতনকেই কর্ম্ম কহে। কারণ, তাহারই বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকর ব্যাপারে জল-বিম্বিত অভ্রবৎ এই জগৎ-নামক মিথ্যা প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়া থাকে। ৩৯-৪১

সুতরাং বিজ্ঞ লোককে উপদেশ দিতে হইলে মোক্ষকে অচেতনস্বরূপ বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের ইহাই অভিমত। কাজেই যাবৎ দেহের স্থিতি, তাবৎ কর্ম্মবিসর্জ্জন কিছুতেই হইতে পারে না। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কর্ম্মকে গ্রহণ করে, কর্ম্মের মূলত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। বাসনাত্মক মনের সম্বিৎই স্ব স্ব কর্ম্মের মূল। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন দেহস্থিতিকালযাবৎ ঐ সম্বিৎত্যাগ অসম্ভব। হে রামচন্দ্র! উক্ত সম্বিৎ হইতেই বাসনাদি অন্যান্য কর্ম্মমূল-সমূহের উৎপত্তি হয়। ৪২-৪৪

হে রাম! প্রযত্নবলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি মূল অজ্ঞান সহ চিদাভাসরূপা সম্বিৎকে বিচালিত করিতে সমর্থ হন, তিনি স্বীয় যত্নে অননুসন্ধানযোগেই উহাকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ। ফল কথা, সম্বিদের অনুসন্ধান ব্যতীত উহা আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যায়। এই সংসারতরুর মূলোচ্ছেদও উক্ত ব্যক্তি দ্বারা সহজেই নিষ্পাদিত হইতে পারে। যাহাতে চিদাভাস নাই, স্বজাতীয় ভেদ-ভিন্নতা নাই, বা কোনরূপ দৃশ্য নাই, একমাত্র সেই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান। সেই আকাশই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবেত্তারা বলেন,—তিনিই চেতনসমূহের সারস্বরূপ। ৪৫-৪৭

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—হে ঋষিপ্রবর! কি প্রকারে অবেদনের বেদন করা হয়? অসতের ভাব ও সতের অভাব ত কিছুতেই সম্ভব নহে? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! যখন অসতের ভাব নাই আর সতেরও অভাব নাই, তখন বেদনের অবেদনত্ব সুকর হওয়াই সম্ভব। বেদন-শব্দ ও তদর্থ রজ্জুতে সর্পভ্রমও মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রান্তির ন্যায় অলীক। উহার জ্ঞানই দুঃখের হেতু আর অজ্ঞানই মঙ্গলকর। হে রামচন্দ্র! এই জন্যই বলিতেছি, যিনি কূটস্থ আত্মরূপ, তাঁহাকেই জ্ঞাত হইতে যত্নশীল হও। যাহা অসৎ দৃশ্য, তাহাকে আত্মরূপে বিদিত হইও না। বেদন বা জ্ঞান-শব্দের অর্থাববোধ করাই জীবের দুঃখহেতু; সুতরাং উহার অর্থাববোধ পরিহার পূর্ব্বক তুমি যথাস্থিতভাবেই অবস্থান কর। ২-৫

নিখিল দৃশ্য বস্তুর বোধরূপ ব্যবহারদশায় যদি উক্ত অর্থাববোধের উচ্ছেদসাধন করিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি ব্যবহারিক জ্ঞপ্তি-শব্দার্থকে চিৎস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ও তাহাতেই মুক্তির অভ্যুদয় নিরূপণ পূর্ব্বক বিক্ষেপ-বিরহিত-ভাবে ব্যবহার-পরায়ণ হও। ৬। বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম নাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। 'নাস্তি' ইত্যাকার জ্ঞানে যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই ঐ কর্ম্মনাশও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৭। কর্ম্মের মূল যখন সমূলে উন্মূলিত হয়, তখনই সংসারশান্তি হয়, যাবৎ তাহার মূলোচ্ছেদ না ঘটে, তাবৎ নিরন্তর তত্ত্ববিচারে নিরত থাকাই উচিত। ৮। বিল্বের মধ্যগত মজ্জা তদভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, তাহা যেরূপ বিল্ব হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ চিদাকার আত্মা আপনাতে যে চিত্তাখ্য ত্রিপুটী করেন, তাহা চিদাত্মা হইতে বিন্দুমাত্রও পৃথক্ নহে। ৯। ভূলোকান্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি বিভাগ যেরূপ ভূর্লোক হইতে অপৃথক্, তদ্রূপ আকাশান্তর্গত ক্ষিত্যাদি বস্তুসকলও পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। ১০। জল ও জলান্তর্গত দ্রবত্ব যেমন পরস্পর একই পদার্থ, তদ্রূপ চিন্ময়ত্ব ও চিত্ত এই দুই একই বস্তু। ১১। জলে দ্রবত্ব ও তেজে আলোকের ন্যায় পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুই-ই বিদ্যমান। ১২। দৃশ্য-সমূহের প্রকাশ করাই চিতের কর্ম্ম। ঐ দৃশ্যোদয় কূটস্থ চিৎ হইতে ভ্রমপ্রতীত যক্ষবৎ বৃথাই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অনুদয়ই প্রথিত;

সুতরাং কর্ম্ম নাই, ইহাই স্থিরনিশ্চয়। ১৩। যেরূপ চেতন ও দৃশ্যপ্রকাশ পবন ও পবনস্পন্দবৎ অভিন্ন, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায় প্রতীয়মান পদার্থ-সমূহও আত্মা হইতে অপৃথক্। বস্তুতঃ ফলে ঐ সকল আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে।১৪। দেহই সর্ব্বকর্ম্মের বিস্তার আর অহম্ভাবই সংসার। চিদাভাসাত্মক ক্রিয়ার সমূলে সমুচ্ছেদ করিতে পারিলেই নিস্পন্দ পবনবৎ উহা শান্ত হয়। ১৫

এই প্রকারে এই চিদাভাস সমূলে উচ্ছিন্ন হইলেই তত্ত্বজ্ঞানী অনন্ত আত্মা হইয়া উপলবৎ অটলভাবে বিরাজিত হয়েন হে রামচন্দ্র! এই জন্যই বলিতেছি, বরাহ যেরূপ তাহার সুবৃহৎ দন্তযোগে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক মুস্তাদির মূল উত্তোলন করে, তদ্রূপ তুমি সংসারের মূল সমূলে উচ্ছেদ করিয়া ফেল। উহাতে সমর্থ হইলেই কর্ম্মবীজের মূলোচ্ছেদ করা হইবে। ইহাই এ পক্ষে শ্রেষ্ঠতম উপায়; এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ১৬-১৭

হে রঘুকুলতিলক! ঐরূপ প্রযত্নশীল হইতে হইতে নিত্য তোমার অন্তরস্থিত দৃশ্য বস্তুসকলের অনুভূতিরূপ কর্ম্মবীজ সম্পূর্ণই প্রশান্ত হইয়া যাউক। উক্ত কর্ম্মবীজের বিনাশে ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত চিদাভাসাত্মক নিখিল দৃশ্যই প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া থাকে। তখন এমন ভাবটা ঘটে যে, আর তত্ত্বজ্ঞানীর গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য কোন কিছুই বিদ্যমান থাকে না; তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি তখন শান্তভাবে বিরাজমান থাকেন। ত্যাগ অথবা গ্রহণ যে কি, তাহাও তিনি আদৌ বিদিত হইতে পারেন না। ১৮-১৯। তিনি আকাশবৎ শূন্যহৃদয়ে বিরাজমান থাকেন। যখন যে কর্ম্ম আপতিত হয়, তাহাই তখন তিনি অনুষ্ঠান করিয়া যান। ঐ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মও তিনি এতদূর সতর্কতার সহিত সম্পাদন করেন যে, ক্ষণমাত্র পরে সে কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আর মনেই হয় না। নদীর স্রোতের উপর কাষ্ঠখণ্ডাদি কত কি দ্রব্য পতিত হয়; কিন্তু তাহারা যেরূপ নিজ নিজ চেষ্টার অভাব সত্ত্বেও স্পন্দিত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহারও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ মনোবিকার ব্যতিরেকে নিদ্রিত বালকবৎ স্পন্দনশীল হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা যখন বাহ্যিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত তাহাতে নির্লিপ্ত থাকে, মনের গতি তখন স্থিরভাব অবলম্বন করে। তিনি কি করিলেন বা না করিলেন, তাহা তাঁহাদের মন মোটেই জানিতে সমর্থ হয় না। ২০-২১

যখন বিষয়-বিরহিত প্রচুর আনন্দরস অনুভূত হয়, তখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল আনন্দোপভোগের জন্য প্রধাবিত হইলেও রাগসম্পর্ক না থাকায় তাহারা স্ব স্ব বিষয় প্রকাশে অক্ষমতা হেতু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ অনির্ব্বচনীয়

আনন্দের উপলব্ধিই কর্ম্মত্যাগ ; তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে এই ত্যাগ আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়। তখন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দেহস্পন্দরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান দুই-ই সমান হইয়া দাঁড়ায়। বাহ্যজ্ঞান ও জ্ঞেয়শূন্য হইয়া বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কৃতাকৃত কর্ম্মের অনুস্মরণ করত শান্তভাবে যে অবস্থিতি, তাহারই নাম কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের চির-বিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভ-মধ্যবৎ অটল নিস্পন্দভাবে অবস্থিতিকেই কর্ম্মত্যাগ কহে। ২১-২৫। যাহারা বিপরীত বোধে অত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া বুঝে, কর্ম্মত্যাগরূপ পিশাচী আসিয়া সেই সকল পশুবৎ মূঢ়দিগকে গ্রাস করিয়া থাকে।২৬। যাহারা কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করে, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ২৭

যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম কর্ম্মবীজ সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক সমাহিতভাবে পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন।২৮। তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রবাহ-পতিত কর্ম্মে 'আমার' ইত্যাকার অভিমান রাখেন না। তাঁহারা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র স্পন্দিত হইয়া থাকেন।২৯। যখন তাঁহারা মুক্তিলক্ষ্মীরূপিণী কামিনীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন, তখন তাহাদের আনন্দের উন্মাদন এতই বলবতী হইয়া উঠে যে, বোধ হয়, যেন তাঁহারা মদিরাপানেই মত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দ শনৈঃ শনৈঃ এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহারা তাহাতে তন্ময় হইয়া পড়েন ; তাঁহাদের দেহাদির অস্তিত্ব-বোধ একেবারে বিলুপ্ত বলিয়াই তখন মনে হয়। অর্দ্ধপ্রসুপ্ত ব্যক্তির যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাঁহারাও যেন সেইরূপ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ভূমিতেই উপনীত হইয়া থাকেন। ৩০। যাহাকে সমূলে বিসর্জ্জন করা হয়, তাহাই প্রকৃত পরিত্যক্ত, আর মূলোচ্ছেদ না করিয়া যে বিসর্জ্জন, তাহা কেবল শাখাচ্ছেদ-মাত্রবৎ অসম্পূর্ণ। ৩১। কর্ম্মতরুর শাখা হইতে আরম্ভ করিয়া মূলদেশ যাবৎ সমস্ত অবয়ব যদি সমূলে সমুৎপাটিত করিতে না পারা যায়, তবে উহা পুনরায় সহস্র সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দুঃখের নিমিত্তই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৩২

হে রঘুনাথ! বেদনত্যাগের যে প্রকার ক্রম কথিত হইল, ঐ ভাবে ত্যাগ সম্পন্ন হইলেই কর্ম্মত্যাগ সুসিদ্ধ হয়। বেদনত্যাগ ব্যতীত এই কর্ম্মত্যাগসিদ্ধির অন্য উপায় নাই। তাই বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! তুমি ঐরূপ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। ৩৩। এই প্রকারে যাহারা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হয় এবং যাহা ত্যাগযোগ্য নহে, তাহাই করিতে উদ্যত হয়, তাহারা আকাশের বিনাশকার্য্যেই লিপ্ত হইয়া থাকে। ৩৪। জীবন্মুক্তগণের কোন বিষয়ে কোনরূপ ইচ্ছাই নাই ; তাঁহারা মহাড়ম্বরে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিলেও তাহা অক্রিয়াস্বরূপ হয়। কেন না, বাসনা কর্ম্মের বীজ। সে বাসনা তাঁহাদের কৃত কর্ম্মে একেবারেই নাই, তাহা পূর্ব্বেই তাঁহারা দগ্ধ করিয়াছেন। ৩৫। বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ভোগাসক্তির সঙ্গে রসভাবনায় যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। উত্তম রজ্জুযোগে জড়িত কূপবটী যদি জল উত্তোলন পূর্ব্বক শস্যক্ষেত্রে জল-সেচনানন্তর শস্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাহার সাফল্য হইয়া থাকে; নচেৎ অনর্থক দৈহিক প্রচেষ্টারূপ কর্ম্ম নিষ্ফলই হইয়া যায়। ৩৬

তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে একবার যখন কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়, তখন সেই বাসনারহিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি গৃহে বা বনে যেখানেই অবস্থিতি করুন, কিংবা দীন বা ধনীই হউন, তিনি একভাবেই অবস্থান করেন। ৩৭। যিনি উপশান্তপদে উপনীত, তাঁহার নিকট গৃহই জনসমাগমবিরহিত সুদূরকানন-স্থানীয়; আর যে ব্যক্তি শমত্ব লাভ করে নাই, তাহার পক্ষে যাহা বিজন গভীর অরণ্যময়, তাহাও জনতাপূর্ণ নগরীবৎ প্রতীয়মান হয়। ৩৮। যাঁহার চিত্ত শান্তিপদে অধিষ্ঠিত, যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়েই নির্ম্মল বিশাল অরণ্যভূমি; সে ভূমি অতীব চিত্তবিনোদিনী। তাহাতে স্বপ্নেও প্রবেশ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। ৩৯। যাহার জ্ঞানাগ্নি-সন্তাপে দৃশ্য প্রপঞ্চ ভস্মীভূত ও তৎসহ সেই জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পক্ষে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই শূন্যময় অবিস্পন্দ মহারণ্যস্বরূপ। সেই যে তাহাদের অরণ্য—সংসারের কোন পদার্থের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ-সম্পর্ক থাকে না। ৪০। যাহার বিন্দুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান নাই, যে নিতান্তই মূঢ়মতি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অখিল ব্যাপারই তাহার অন্তরে অবস্থিত। অনন্ত সঙ্কল্প-কল্পনাই ঐরূপ অবস্থিতির মূল। এই সসাগরা সমগ্র ধরণী উল্লিখিত মূঢ়মতির হৃদয়েই বিরাজিত। ৪১। যে ব্যক্তি অজ্ঞান এবং দীন, তাহার হৃদয়েই এই সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বপরিপূর্ণ আড়ম্বরযুত নানা গ্রামশ্রেণী বিদ্যমান। ৪২। এই বিবিধ কার্য্য-বিকার-দশাময়ী বিবিধ নগর-পত্তন-গিরিসমাকুলা পৃথিবী অজ্ঞ ব্যক্তির মলিন-হৃদয়েই আদর্শতল-গতা প্রতিকৃতির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ৪৩

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুনাথ! তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অহন্তাবাদি জড়পদার্থরাজির আর পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। তৈলক্ষয় হইলে দীপ যেরূপ নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত দৃশ্য বস্তুর যে ত্যাগ, তাহাকেই মোক্ষ কহে। ১। কর্ম্মত্যাগকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না; যাহাতে জগৎস্ফূর্ত্তি নাই, অহঙ্কারাদি নিখিল জড়বস্তুর যিনি অতীত, তথাবিধ অবিনশ্বর জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই সম্যক্ ত্যাগপদার্থ। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত মুক্তিস্বরূপ। ২। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি আর জাগতিক দ্রব্যে আত্মার ভোগ্য বলিয়া ধারণা একেবারে বিদূরিত হইলে—তৈলহীন দীপবৎ সম্পূর্ণ নির্ব্বাণপথে উপনীত হইলে একমাত্র নিত্যোদিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। এই অবস্থাকেই পরম নির্ব্বাণাবস্থা কহে। ৩। দেহে আত্মবুদ্ধি এবং জগতে মমত্বজ্ঞান যাহার না সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায়, তাহার ভাগ্যে কি জ্ঞান, কি শান্তি, কি ত্যাগ, কি নির্ব্বৃতি, কিছুই ঘটে না। ৪। দেহে আত্মবুদ্ধির অপগম এবং জগতে মমত্বজ্ঞানের যে অবসান, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই শিবাত্মরূপে পরিণাম। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেই আশার শেষ হইয়া যায়। ৫। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব বিনষ্ট হইলে জগতের প্রতি মমত্ববুদ্ধি বিদূরিত হইয়া থাকে। তখন জগতের স্বতঃ অস্তিত্ববোধ অপগত হইয়া যায়; এ জগৎ তখন নির্ব্বাণঘন চিদাকারে বিরাজমান হয়, কোথাও কিঞ্চিৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৬। নিরহন্তাবের চিন্তা করিতে করিতে তাহা হইতেই সহজে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়। এই অহঙ্কারনাশই মুক্তির উপায়। এই বিষয়ে আর বহুতর শ্রম বা কষ্টসাধ্য উপায়স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ৭

অহংবোধই বল আর নিরহংবোধই বল, দুই-ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে চিৎস্বভাবের অতিরিক্ত সত্তা উহার নাই। চিৎস্বরূপ আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল। কি প্রকারে তাহাতে ভ্রমের সম্ভাব হইবে? ৮। ভ্রম, ভ্রমের কারণ, ভ্রমের কার্য্য ও ভ্রমের কর্ত্তা কিছুই নাই। এ সমস্তই কেবল অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইলে তখন আর ঐ সমস্ত তোমার কিছুই থাকিবে না। ৯। সকলই চিদাকার। সেই সত্য চিন্মূর্ত্তিই অসদাকারে প্রতীয়মান হয়; এই জন্য বলিতেছি, তুমি মৌনভাবে অবস্থান কর। সকলই সত্যচিদাকার; সুতরাং সকলই নির্ব্বাণস্বরূপ। ১০।

যে নিমেষে অহংবুদ্ধির অভ্যুদয় হয়, সেই নিমেষেই যদি নিরহং-বুদ্ধির উপস্থিতি ঘটে, তাহা হইলেই আর শোক করিতে হয় না। এই প্রকারে নিয়ত সতর্কতার সহিত নিরহংভাব আনয়ন করিতে হয়। সেই নিরহংভাবের প্রভাবেই অহংবুদ্ধিকে আকাশ-কুসুমবৎ করিয়া লইয়া সংগ্রামে শরাসনারূঢ় অর্জ্জুন-শরবৎ অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মপদ দৃঢ়রূপে আশ্রয় পূর্ব্বক নিশ্চলা স্থিতি লাভ কর। ১১-১২। আকাশকুসুম যেরূপ অলীক বস্তু, এই অহংবুদ্ধিকেও তুমি তদ্রূপ অলীক বলিয়া জ্ঞান করিবে; কোনরূপেই কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইবে না। এই ভাবেই তুমি ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হও। ১৩

স্বীয় স্বভাবের জয়কার্য্যেই যাহার বীরত্ব নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বভাবকে জয় করিয়া নিজ বশীভূত করিতে না পারে, বল দেখি, তাদৃশ পশুর উত্তমপদলাভবিষয়ে কি কথা আছে? ১৪। যে ব্যক্তি ধীমান্, স্বয়ং কামাদি রিপুষট্‌ককে জয় করিতে সমর্থ, তিনিই কেবল পরমফলের অধিকারী। কামাদি-জয়ে যাহার সামর্থ্য নাই, সে ত গর্দ্দভসদৃশ, পরমফলের অধিকারী হওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। ১৫। অন্তঃকরণের বলপ্রভাবে যিনি মনোজয় করিতে উদ্যুক্ত কিংবা যিনি স্বীয় মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, বিবেকের আশ্রয় লইয়া তিনিই প্রকৃত পুরুষ নামে অভিহিত হয়েন। ১৬

সমুদ্রজলে প্রস্তরখণ্ডবৎ যে যে বিষয়ই তোমাতে নিক্ষিপ্ত হউক, আত্মার নির্লিপ্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া সেই সকল হইতে নিজেই তুমি দূরে অবস্থান করিবে। ১৭। যখন যুক্তিতর্কের বলে—বিচারালোচনায় অহংভাব অপহৃত হয়, তখনই চিদানন্দ-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। তাদৃশী অবস্থায় মোহের কবলে পতিত হইবার আর কোনই হেতু উপস্থিত হয় না। ১৮। কটকাদি অলঙ্কার-সমূহের কাঞ্চনভাব ভিন্ন যেরূপ স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যতীত দৃশ্য পদার্থ-সমূহেরও পৃথক্ সত্তা নাই। দৃশ্য পদার্থসমূহের স্মরণ-বর্জ্জনেই তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে। বায়ুতে যেরূপ চাঞ্চল্যের উদয় হয়, তোমাতে সেইরূপ যখন যে ভাবের উদয় হইবে, অহংভাবের পরিহাররূপ জ্ঞানের প্রভাবে তৎসমুদায়ের আশ্রয় তুমি নষ্ট করিয়া ফেল। ১৯-২০।

যে ব্যক্তি লোভ, লজ্জা, মদ ও মোহ এই সমস্ত জয় করিতে সমর্থ নহে, অধ্যাত্মশাস্ত্র অনুশীলন করা তাহার পক্ষে নিষ্ফল। ২১। বায়ুতে যেরূপ স্পন্দশক্তি, তদ্রূপ তোমাতে এখন যে অহম্ভাব বিদ্যমান আছে, যদি পরমাত্মভাব

লাভ করিতে পার, তাহা হইলে বায়ু হইতে স্পন্দশক্তির বাস্তব অভিন্নতার ন্যায় অহন্তাবেরও তোমা হইতে পার্থক্য থাকিবে না। ২২। মাল্যমধ্যে বিলীন ভ্রান্ত সর্পের ন্যায় কূটস্থ চিন্মাত্রের প্রভাবে এই জাগতী সৃষ্টি পরমাত্মায় লীন ও আশ্রয়াকারে পর্য্যবসিত হইয়া প্রতিভাত হয়। পরমাত্মার উদয় নাই, অস্তও নাই। তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তুও কিছুই নাই। সুতরাং ভাবাভাব বা উৎপত্তি-লয় আত্মার থাকিবে কিরূপে? জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত ভাব তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইলে সেই শান্ত শিব পূর্ণ পরতত্ত্বই অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। সূর্য্যে নিশাসম্পর্ক নাই; সূর্য্যে নিশাসম্পর্ক যেমন ভ্রান্তি-বিলসিত, নির্ব্বাণহীন ব্রহ্মে নির্ব্বাণসম্বন্ধও তদ্রূপ ভ্রম-কল্পিত। ফল কথা, নির্ব্বাণ হইল ব্রহ্মেরই স্বরূপ; কিন্তু তাহা তাঁহার ধর্ম্ম বা ফল নহে। শান্ত ব্রহ্মে যে শান্তিলাভ, তাহাও নূতন ব্যাপার নহে; ব্রহ্ম পরমানন্দরূপ, তাঁহাতেও আনন্দাবাপ্তি নূতন নহে, ফলে ব্রহ্মের স্বরূপ সকলই। আকাশাদি সমস্ত বস্তুই অসত্য; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণও অনির্ব্বাণই। শস্ত্র-প্রহার সহনীয় হইয়া থাকে, রোগ-যাতনাও সহ্য করা যায়; কিন্তু মনস্তাপের নিবৃত্তিমাত্র কি এতই কষ্ট-দায়ক যে, তাহা কোনক্রমেই সহ্য করা যাইবে না? ২৩-২৭

অহংভাবই জগৎ পদার্থের অঙ্কুর, সেই ভাবটাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিতে পারিলেই জগৎও নির্ম্মূল হইয়া যায়। ২৮। বাষ্প অসার হইলেও তাহা যেরূপ সারবান্ পদার্থবৎ আদর্শকে মলিন করিয়া দেয়, আবার সেই বাষ্প বিদূরিত হইলে আদর্শ যেরূপ সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার অসার হইয়াও স-সার বস্তুর ন্যায় জীবকে মলিন করিয়া ফেলে; কিন্তু ঐ অহঙ্কারের অপগম হইলে আত্মা প্রসন্ন হইয়া উঠেন। ২৯। পরমাত্মা পবনস্বরূপ; অহন্তাবই যেন তাহার স্পন্দশক্তি। এই শক্তি দূর হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অনাভাস, অনির্দ্দেশ্য, অজ, অব্যয়, অনন্ত আকাশমাত্র। ৩০

প্রথমতঃ অহন্তাবই চিদাত্মায় দ্রব্যাভাস প্রতিভাসিত করে, পরে সেই অহন্তাবের অপগমে ঐ চিৎশক্তি নিরাভাস, অজ, অনন্ত, অব্যয়রূপেই প্রতিভাত হন। ৩১। অহন্তাবরূপ ঘন মেঘ অপসৃত হইলে পরমাত্মরূপ শারদীয় বিমল আকাশমণ্ডল মহতী শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠে। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্ম যেন সুবর্ণের ন্যায়; উহা চিরদিন অহন্তাবরূপ তাম্রমলের সংসর্গে থাকিয়া জীবভাবাকারে তাম্রভাব লাভ করে; তদীয় যথার্থ স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়; পরন্তু যখন ঐ অহন্তাবরূপ তাম্রমল বিদূরিত হয়,

তখন তিনি পরমোজ্জ্বল কান্তিতে কান্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। ৩২-৩৩

যেরূপ সৈন্ধব-করকাদি নামের নিবৃত্তিঘটনায় সেই সেই নামের অর্থ সম্পত্তিও অনির্দ্দেশ্য হয়, তদ্রূপ অহম্ভাব অন্তর্হিত হইলে, চিৎশক্তিও অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৩৪। অহম্ভাবস্থ ব্রহ্মেরই পদার্থান্তরবৎ নাম-সম্বন্ধ হয়। যেরূপ বিলুপ্ত তরঙ্গমালা কারণাকারে পর্য্যবসিত হইয়া জল নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও বিশেষ বিশেষ নামসমূহে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ৩৫

অহম্ভাবই জগতের মূল; যদি বাসনার অভাবে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কি তুমি, কি আমি, কি জগৎ, কি বন্ধন, ঈদৃশ বিচার নিরর্থক হইয়াই পড়ে। ৩৬। যদি ঘটাকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঘটের উপাদান মৃত্তিকাদির যেরূপ বিস্মৃতি ঘটে, অহম্ভাবের উদয়ে সদ্ব্রহ্ম, শিব ও আত্মভাবাদিরও তদ্রূপ ঘটনা হয়। ৩৭

অহম্ভাব যেন বীজ; তাহা হইতে সত্তারূপিণী বিষলতার উদ্ভব; এই চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ঐ লতার ফলস্বরূপ। এই সকল একবার আসিতেছে, একবার যাইতেছে। ৩৮। পর্ব্বত, সমুদ্র, ধরা, নদী, বহিরিন্দ্রিয়, মন, রূপ, আলোক ও কামনা প্রভৃতি সমস্তই অহম্ভাবরূপ উল্লিখিত মরীচবীজের চমৎকার কৃতি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, দিঙ্মণ্ডল এই সমস্তই অহম্ভাবরূপ প্রস্ফুটিত কুসুমের উৎকট সৌরভ। ৯·৪০। রূপদর্শন ও চেতনা, এই দুইটির কারণ যেরূপ দিনপ্রবৃত্তি, তদ্রূপ এই জগৎসৃষ্টির হেতুও অহম্ভাব-বিস্তৃতি। দিবসের সমাগমে যেমন পদার্থ প্রকাশ হয়, অহম্ভাব হইতেই তদ্রূপ এই অসৎ জগৎ বিকাশ পাইতে থাকে। ৪১-৪২। ব্রহ্ম যেন সলিলরাশি, তাহাতে অহম্ভাবরূপ তৈলবিন্দু পতিত হইয়া হঠাৎ বিস্তৃতিলাভ করে। এই বিস্তৃতি-প্রকারই এই ত্রিজগৎচক্র। অহম্ভাবের উন্মেষ হইলেই এই অসত্য জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু উহার তিরোভাব ঘটিলেই আর কিছুই প্রতীতি হয় না। নিত্যজ্ঞানের মহিমায় এই অহম্ভাব নির্ম্মূল হইলেই এই সংসারমরীচিকা সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হইয়া যায়। ৪৩-৪৬। নিত্যসিদ্ধ আত্মচৈতন্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু; তাহাই একমাত্র প্রার্থনীয় এবং ভাবনামাত্রেই তাহা প্রাপ্তব্য। ইহার জন্য তুমি অনুতাপ করিও না বা ভ্রম প্রাপ্ত হইও না। ৪৭

হে নিষ্কলুষ রাম! ঐ অহম্ভাব পরিহার করিবার জন্য সহায়াদি সাধনসামগ্রীর

আবশ্যকতা নাই; স্বীয় যত্নমাত্রেই ঐ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। আমি দেখিতেছি, উক্ত অহম্ভাবত্যাগ অপেক্ষা তোমার পক্ষে আর মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই নাই। ৪৮। তুমি প্রথমতঃ ব্যষ্টি অহম্ভাব বিস্মৃত হও, তৎপরে বিশ্ব-বিশ্রুত শৈল, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, সাগর, বায়ু, বায়ুপথ আকাশ ইত্যাদিরূপে অশেষ বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া সমষ্টিভাবে বিরাজমান থাক; তদনন্তর 'এই সমস্ত ব্যস্ত স্থাবর জঙ্গম অখিল বিশ্ব একমাত্র ব্রহ্মই' ইত্যাকার চিন্তায় তন্ময় হইয়া তুমি প্রপঞ্চাতীত, কারণরহিত, নির্ম্মল, অখণ্ড চিদাত্মভাবে অবস্থান কর—সুস্থ, শান্ত ও শোকরহিত হও। ৪৯

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! প্রথমে মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামের স্বভাব জয় করিয়া যে ব্যক্তি বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার সমস্ত যত্নই বিফল হইয়া যায়। ১। যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, অন্তঃকরণের স্বভাবমাত্র জয়ে যাহার শক্তি নাই, তাহার পক্ষে উত্তমপদলাভ নিতান্তই অসম্ভব। বালুকা-নিষ্পীড়ন করিলে যেরূপ তৈললাভ হয় না, তদ্রূপ উত্তমপদলাভও তাহার ভাগ্যে ঘটে না। ২। শুভ্র সুবিমল বস্ত্রাদিতে তৈলবিন্দু পতিত হইলে তাহা যেরূপ সহজেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ-হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র উপদেশও লব্ধপ্রবেশ হইয়া থাকে। কিন্তু মনোবৃত্তি বহির্মুখী বা অবিশুদ্ধ থাকিলে, আদর্শতলে মুক্তা যেমন লগ্ন হয় না, তদ্রূপ কোনও প্রকারে ধর্ম্মোপদেশও তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। ৩। এই বিষয়ে একটা পৌরাণিক ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ ইতিহাস পূর্ব্বে মেরুশিখরে ভুষুণ্ড মৎসকাশে বর্ণন করিয়াছিলেন। ৪

কোন সময়ে নির্জ্জন সুমেরুশিখরের কোটরে অবস্থিত ভুষুণ্ডকে আমি কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—ভুষুণ্ড! আত্মজ্ঞান-বর্জ্জিত কোনও মূঢ়বুদ্ধি দীর্ঘজীবী ব্যক্তির কথা তোমার মনে পড়ে কি? হে রামচন্দ্র! আমার প্রশ্নে ভুষুণ্ড তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—অতি পূর্ব্বকালে লোকালোক-পর্ব্বতের শিখরদেশে এক বিদ্যাধর বাস করিতেন। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর বিক্ষিপ্ত; কাজেই তাঁহাকে নিত্যই দুঃখভোগ করিতে হইত। তিনি সদাচারনিষ্ঠ ছিলেন বটে; কিন্তু

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক তাঁহার ঘটে নাই। নানারূপ তপস্যা এবং যম-নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি নিজ দেহ শুষ্ক করিয়াছিলেন, উৎকট তপস্যার ফলে তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তিনি চারিকল্পকাল জীবিত থাকিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি চারিকল্প যাবৎ তপস্যা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহার হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইল না। ৫-৮

ক্রমে চতুর্থ কল্পেরও অবসান হইল। বিদূরভূমি হইতে জলদনাদে সহসা মণির আবির্ভাবের ন্যায় তখন সেই বিদ্যাধরের বিবেক বিকসিত হইল। ৯। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—জন্মের পর জরা, জরার পর মৃত্যু, পুনরায় জন্ম, পুনশ্চ জরা, আবার মৃত্যু, এই ভাবেই জনন-মরণ-প্রবাহ ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এ প্রবাহে পতিত হইয়া আমার ফল ত কিছুই নাই। আমি এই সমস্ত যতই আলোচনা করি, ততই কৃতাকৃত কার্য্যের জন্য লজ্জা বা নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই। ১০। বিদ্যাধর এই প্রকার চিন্তা করিয়া, যে একমাত্র নির্ব্বিকার শাশ্বত সনাতন বস্তু আছেন, তাহা জানিবার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন আমার নিকট আসিলেন, তখন তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের প্রতি মমতা নাই, সংসারের প্রতি অনুরাগ নাই, তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন। ১১

আমার নিকট আসিয়া বিদ্যাধর যথাযোগ্য প্রণাম করিলে আমিও তাহার সৎকার করিলাম। তৎপরে অবসরক্রমে তিনি এই সমস্ত সার কথা কহিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রিয় শত্রুস্বরূপ; উহা আপাততঃ কোমলস্পর্শ হইলেও পরিণামে বড়ই দুঃখদায়ক। ঐ ইন্দ্রিয়-শত্রু পাষাণবৎ একান্তই দুর্ভেদ্য এবং ছেদ-ভেদ-ব্যাপারে যার-পর-নাই পটু। ঐ ইন্দ্রিয়-শত্রু দ্বারাই আত্মার নিপাত ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন হৃদয়-মধ্যস্থিত তিমিরগর্ভ অরণ্য; কামাদি ঐ অরণ্যচারী মর্কট-কুল; ঐ ইন্দ্রিয়ারণ্য ক্লেশরূপ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গায়িত ও দাবাগ্নি-যোগে সঙ্কট-সঙ্কুল। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ দুঃখ-দাবানলে ইন্দ্রিয়ারণ্য দগ্ধ হয় না; কেবলমাত্র কদাচিৎ শমাদি গুণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাম অজ্ঞানরূপ ঘনান্ধকারে ব্যাপ্ত; ইহাদিগকে জয় করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ভোগ দ্বারা কখনও প্রকৃত সুখলাভের আশা নাই, সুতরাং ভোগে আমার কি প্রয়োজন? ১২-১৪

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

বিদ্যাধর বলিলেন,—হে বায়সপতে ভুষুণ্ড! তপ্তমস্তিষ্ক লোক যেরূপ জলরাশির দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এ সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ আমি বিলম্ব সহ্য করিতে পারি না, যাহা নিত্য নিষ্কলুষ পরম পদ, তাহাই লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব যাহা উদার, যাহার ক্ষয় নাই, আদি অন্ত নাই, পরম পবিত্র, পরমপদ, তাহারই সন্ধান আমায় বলিয়া দিন। ১। আমি এত কাল নিদ্রিত জড়স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম। হে মুনে! এখন আত্মার প্রসাদে প্রবুদ্ধ হইয়াছি। ২। আমি কামপীড়ায় উপতপ্ত, দুর্বাসনায় বিক্ষুব্ধ ও দুশ্ছেদ্য কর্ম্মজালে জড়িত। 'আমি' এইরূপ অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপ অজ্ঞান হইতে আমাকে এখন আপনি পরিত্রাণ করুন। ৩। বিপুলদলসম্পন্ন পদ্ম রম্য গুণের আধার হইলেও তদুপরি যেরূপ তুষারপাত হয়, তদ্রূপ শ্রীমান্ গুণশীল ব্যক্তিকেও দুঃখপ্রদ কামাদি আসিয়া আক্রমণ করে। তাই বলিতেছি, আমি বিদ্যাধর—সর্ববিদ্যার আধার হইলেও ঐ সমস্ত দোষ আসিয়া আমায় বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে; উহাদের আক্রমণে আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। ৪। এই ত দেখিতেছি, পদ্মকোষের মধ্যে যেরূপ মশককুল, তদ্রূপ কত শত শত জীর্ণ জন্তু জন্মিতেছে, মরিতেছে,—হায়! তাহারা ত ধর্ম্ম বা মোক্ষ কিছুরই আস্পদ হইতেছে না। ঐরূপ আমিও ত অসার বিষয়-ভোগ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মুহুর্মুহুঃ কতই না ক্লেশ ভোগ করিয়া—বিষয়সমূহের নিকট কতবারই না প্রতারিত হইয়াছি। ৫-৬। বুঝিয়াছি, ভোগ সমস্তই বিনশ্বর; কিন্তু তাহাদেরই আশায় এত দিন আমি অবিরাম গতিতে কত দিকে কত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এই সংসার পদ্ধতি যেন মরুভূমি; তথাপি এখানে ভ্রমণ করিতে আমার বিরাম হয় নাই; অনবরতই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কিন্তু কি বলিব, উহার অন্ত বা স্থৈর্য্য আমি কোথাও দেখিতে পাই না। ফলে, এ সংসারের অন্ত ও স্থিরত্ব নিশ্চিতই নাই। ৭। এই যে সংসারস্থ আপাত-মধুর ভোগ্যদ্রব্য, ইহা ক্ষণবিধ্বংসী; বারম্বার সংসারকষ্ট ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়। ভোগ্যদ্রব্য আপাততঃ মধুর বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা অতীব বিরস এবং অতি ভীষণ। ৮

তাত! এই ছার বিদ্যাধর-সম্পদে আমার আর স্পৃহা নাই। ইহাতে আমার আনন্দানুভব হইতেছে না। উহা আমার কাছে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য

বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। নিজের উৎকর্ষসম্পাদন ও পরের অপকর্ষসাধন যাহাদের প্রধান কার্য্য, তাদৃশ দুরভিমানী লোকের নিকটই উহা পরম মধুর বলিয়া বোধ হয়। আমি যথেষ্ট বিষয়ভোগ করিয়াছি, কুসুম-কোমল চৈত্ররথ-কানন দেখিয়াছি। তথায় কত কল্পবৃক্ষ কতই না ঐশ্বর্য্য দান করিতেছে। ৯-১০। আমি সুমেরু-পর্ব্বতের কুঞ্জে কুঞ্জে, বিদ্যাধরগণের গৃহ-সমূহে, মনোহর বিমানোপরি এবং কত কত বাতস্কন্ধ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। ১১। কতবার আমি দেবাসনার সহিত বিশ্রাম করিয়াছি এবং কতবার কত রমণীর বাহুপাশে আশ্রয় লইয়াছি। ঐ সমস্ত রমণী নিরন্তর মনোহর হার-ভূষণে অলঙ্কৃত থাকিত। আমি বহুবার অনেক লোকপাল-পুরেও বিহার করিয়াছি। অধুনা সে সমুদয়ের কিছুই আমার নিকট ভাল বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। আমি বুঝিতেছি, সে সকলই আমার মানসী ব্যথারূপ বিষতাপে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে। ১২-১৩। আমি কান্তাকুলের মনোহর রূপরাশি দেখিবার বাসনা পোষণ করিয়া, কামিনীর মুখচন্দ্রমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিব বলিয়া নিরন্তর সমুৎসুক-নেত্রে কালহরণ করিয়াছি। সে সময় আমার দুঃখে দুঃখেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তখন ত আমি ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, ঐ রমণীজনের বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির সৌন্দর্য্য আপাতমাত্রেই দৃষ্টিহারী; কিন্তু ইহার ঐ রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতিতে ত কমনীয়তার বিন্দুমাত্রও নাই। ১৪-১৫। তখন ঐরূপ বিবেকবিকল্পনা ছিল না, তাই ঐ দিকে আমার চক্ষু ধাবিত হইত। মন অনর্থ-চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া যাবৎ না বিবেক-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আপদের আস্পদ হইয়া পড়ে, তাবৎ অনর্থচেষ্টা হইতে কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। ১৬

অহো! মদীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনর্থ-লাভের জন্য ইতস্ততঃ ছুটিয়া যাইতেছে, উন্মত্ত ঘোটকের গতি যেরূপ রুদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ উহারও গতিরোধে আমি সমর্থ হইতেছি না। ১৭। দুর্ব্বৃত্ত দুরাশয় অরির কবলে পড়িয়া লোক যেরূপ তাহার প্ররোচনাক্রমে দুর্গন্ধপূর্ণ পয়ঃপ্রণালী-পথে নীত হয়, আমিও তদ্রূপ এই দুষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বলে শ্লেষ্মাদি দুর্গন্ধপূরিত জলবাহী বিলপথে নিয়োজিত হইতেছি। ১৮। আমার এই জিহ্বা কোনও প্রকার নীতির ধার ধারে না; ইহার প্রেরণায় আমি অধিকাংশ সময় হস্তি-শৃগালাদি হিংস্র শ্বাপদগণের আবাসভূমি—কত ক্লেশপূর্ণ গিরিকন্দরে কতবার নীত হইয়া কত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯। সূর্য্যের ক্রম-বর্দ্ধমান নিদাঘতাপবৎ কিছুতেই আমি ত্বগিন্দ্রিয়ের

স্পর্শলোলুপতা প্রতিহত করিতে সমর্থ হইতেছি না। ২০। মৃগ তৃণভক্ষণের ইচ্ছা করে; তাহার সেই ইচ্ছাই যেরূপ তাহাকে অতি দুরধিগম কান্তারপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ আমার এই শ্রবণেন্দ্রিয়ও শ্রুতিসুখকর শুভ-শব্দাস্বাদে প্রলুব্ধ হইয়া আমাকে বিপথে চালিত করিতেছে। ২১। জিজ্ঞাসা করিতে পার,—তবে কি রূপাদি বিষয় তোমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, তাই তাহাদিগকে তুমি পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? সে প্রশ্নের উত্তর,—না, রূপাদি বিষয় দুষ্প্রাপ্য নহে। তাহারা নিরন্তর মৎসন্নিধানে প্রণত হইয়াছে, আমার প্রিয়কার্য্য করিয়াছে এবং বিনীত কিঙ্করের ন্যায় নিরন্তর আমার অনুগত রহিয়াছে। গীতবাদ্য-জনিত কত মধুর শব্দ আমি শ্রবণ করিয়াছি, কত শত সুন্দরী কামিনী, কত ক্বণিত-মণি-ভূষণা বিভবহারিণী রমণী, কত মনোহর গিরিদরী, কত রমণীয় সাগরবেলাভূমি এবং কত শত মনোহর পদার্থপুঞ্জ আমি দেখিয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি।২২-২৩। বিনীত কান্তাকুল কত স্বাদু রমণীয় ষড়্বিধ রস আনিয়া দিয়াছে; আমি বহুদিন ধরিয়া তৎসমস্ত আস্বাদন করিয়াছি। আমি কত দিন কত বিশাল অট্টালিকা-কুট্টিমে বসিয়া বসিয়া কত পট্টবসন, কত রমণী, কত হারগুচ্ছ, কত দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যাতল ও কত মৃদু স্নিগ্ধ বায়ু নিরাপদে ত্বগিন্দ্রিয়-যোগে সেবা করিয়াছি। ২৪ ২৫। আমি বহুদিন যাবৎ মন্দমারুতানীত বধূ-মুখ-সৌরভ, চন্দনাদির সুমিষ্ট গন্ধ ও পুষ্পাদির আমোদ স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে উপভোগ করিয়াছি। ২৬। কতবার আমি বিষয়ধ্বনি শ্রবণ, বিষয়রাশি স্পর্শ, বিষয়-সকল দর্শন ও উপভোগ করিয়াছি, তাহাদের আঘ্রাণও লইয়াছি; কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এখন সে সকল মৎসকাশে নীরস কর্কশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সুতরাং বলুন দেখি, আমি কি আর সে সমগ্র অধুনা উপভোগ করিব? ২৭। এই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমস্তই আমি ভূরিপরিমাণে উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি জন্মে নাই। ২৮। বহুকাল যাবৎ সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য, অঙ্গনাকুলের উপভোগ ও বৈরিকুলের দলন, এ সকল করিয়া কি যে একটা লাভ হয়, তাহা ত অধুনা কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বিবেচনায় ঐ সকল করিয়া কোন লাভ নাই। ২৯। এই ত্রিসংসারের উপর যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন, এক সময়ে যাঁহাদের বিনাশসম্ভাবনা আদৌ ছিল না, কালে এমন ঘটিয়াছে যে, তাঁহারাও ভস্মীভূত হইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। ৩০। সুতরাং যাহা প্রাপ্ত হইলে ও যাহা দর্শন করিলে আর কিছুই প্রাপ্তব্য বা দ্রষ্টব্য

থাকে না, তাদৃশ দ্রব্যলাভের জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সে যত্ন যদি অতি ক্লেশপ্রদও হয়, তথাপি তাহাও অকর্ত্তব্য নহে। ৩১। চিরদিন যাহারা মনোহর ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতেছে, কৈ, তাহাদের মধ্যে ত এমন কাহাকেও দৃষ্ট হয় না,—যাহার মস্তকে কল্পতরুর আবির্ভাব হইয়াছে, আর সেই কল্পতরুর প্রসাদে তাহার মনোভীষ্ট চিরদিনের জন্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা ঐ সমস্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমনও ত এক জন নাই যে, যাহার একটা বিমান চির-বশীভূত আছে, আর সে তাহার সহায়তায় মনের সুখে অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন দুষ্ট বালক যেরূপ কোন শিষ্ট-শান্ত বালককে প্রতারিত করে, তদ্রূপ দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়-সমূহ এই দুরধিগম বিষম কাননে আমাকে প্রতারিত করিয়া পরিচালিত করিতেছে। ৩২-৩৩

আমি এমনই মূর্খ ছিলাম যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রামকে আমি এত দিন শত্রু বা প্রতারক বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম,—ইহারা আমার পরম বৈরি। এই বৈরিদলই এক দিন আমায় পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করিয়া যার-পর-নাই কষ্ট দিয়াছে। ৩৪। ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি দুষ্ট ব্যাধস্বরূপ: ইহারা হতভাগ্য মনুষ্যরূপ মৃগদলকে বঞ্চিত করিয়া শূন্য সংসাররূপ ঘোর অরণ্যে লইয়া যায়। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, উহারা পুনঃ পুনঃ কত আশার আশ্বাস দেয়; কিন্তু সুযোগ পাইলেই একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ৩৫। ইন্দ্রিয়রূপ সর্পেরা বিষম দৃষ্টি-বিষধর; তাহারা যাহাদিগকে দর্শন বা দগ্ধ করে নাই, তাদৃশ লোক সংসারে অতি বিরল। ৩৬। যাহারা দেহরূপ নগরের সীমান্ত যাবৎ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিত, দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়-সৈন্যদিগকে পরাভূত করিবার শক্তি যাহাদের আছে, তাহারাই প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া গণনীয়। কারণ, এই ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুরা অত্যন্ত প্রবল; অহঙ্কার উহাদের নেতা; শীত ও উষ্ণাদি রথস্থানীয়; ভোগরূপ ভীষণ মত্ত-গজ দ্বারা উহারা সমৃদ্ধ; পিপাসা উহাদের তরল বাগুরা; উহারা লোভরূপ ভয়ঙ্কর খড়্গধারী; ক্রোধরূপ কুন্তসকল উহাদের ভীষণ অস্ত্র; চেষ্টারূপ অশ্ব দ্বারা উহারা নিরন্তর সুসজ্জিত। এই সৈন্য-সঙ্ঘ হইতে সর্ব্বদাই কাম-কোলাহল উত্থিত হইতেছে। মদমত্ত ঐরাবত হস্তীর গণ্ডস্থল ভেদ করা বরং সহজ, কিন্তু উৎপথ-প্রধাবিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগৃহীত করা যার-পর-নাই কঠিন। ৩৭-৪০

হে সাধু! তত্ত্বজ্ঞান যাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও একমাত্র ইন্দ্রিয়-জয়-কার্য্যই মহত্ত্ব, বীরত্ব, পুরুষত্ব ও বিশ্রাম-সম্পত্তির সীমান্ত। ৪১। কৃপণ

ইন্দ্রিয়গ্রাম যখন পুরুষকে তৃণবৎ অবশভাবে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তৎকালেই তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। ৪২। যে সমস্ত মহাসত্ত্বশালী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিয়াছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডতলে তাঁহারাই প্রকৃত পুরুষ-পদ-বাচ্য। তাহা ছাড়া অন্য পুরুষকে আমি স্পন্দশীল মাংসযন্ত্রমাত্র বলিয়াই জ্ঞান করি। ৪৩। মানুষের মন সেনানীস্বরূপ; পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার অধীনস্থ সেনা। যদি এই সমস্ত সেনা জয় করিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহা মৎসকাশে প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি উহাদিগকে জয় করিয়া লই। ৪৪। আমার বেশ বোধ হইতেছে, যদি ভোগাশা বিসর্জ্জন করা না যায়, তাহা হইলে কি ঔষধ, কি তীর্থপর্য্যটন, কি মন্ত্র কিছুতেই এই ইন্দ্রিয়রূপ মহাব্যাধি প্রশান্ত হয় না। ৪৫। এরূপ ঘটনাও শ্রুত আছি যে, চোরেরা যদি পথিমধ্যে কোন পথিককে অসহায় অবস্থায় পায়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোর কাননপথে লইয়া গিয়া তৎপ্রতি উৎপীড়ন করিতে থাকে। আমারও এই দশা ঘটিয়াছে। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাকে সংসার-কাননে গভীরতার দিকে লইয়া গিয়া যার-পর-নাই প্রপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। ৪৬। ইন্দ্রিয় পাপ-পঙ্কময় কলুষিত পল্বলস্বরূপ; উহা দুর্গন্ধময় শৈবালে আচ্ছাদিত এবং মহা দৈন্য-দুর্ভাগ্যের আধার। ৪৭। জাড্য যেন হিমরাশি; তাহা দ্বারা উহা নিবিড়তম; কাজেই অতীব দুর্গম। ৪৮। ইন্দ্রিয়রূপ পঙ্কোদ্‌ভূত মৃণাল সচ্ছিদ্র ও গ্রন্থিবিশিষ্ট। ইহার অন্তর্গত গুণ অতীব সূক্ষ্ম; কাজেই তাহারা দুর্লক্ষ্য। ৪৯। ইন্দ্রিয়স্বরূপ লবণাক্ত জল রুক্ষ, তরঙ্গ-ভঙ্গসঙ্কুল ও ভয়াবহ। এই দুগ্রাহরূপ ভীষণ কুম্ভীরেরা ঐ ইন্দ্রিয়রূপ লবণাক্ত জলে অবস্থান করে; এই জন্য ঐ ঘোর লবণসলিল মোহ-রাত্রিযোগে রত্নবৎ সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুমিত হয়। এই কারণেই উহা মনুষ্যের হৃদয়ে রত্নলোভ জন্মাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়গ্রামকে মৃত্যুস্বরূপ বলিয়াও বিবেচনা করা যায়। কারণ, মৃত্যু দ্বারা বন্ধুজন উদ্বেগ ভোগ করে, ইন্দ্রিয়গ্রামও অকার্য্য-সাধনে বন্ধুজনদিগের উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকে। যাবৎ বাসনা বিলীন না হয়, তাবৎ আত্যন্তিক দেহলয় ঘটিতে পারে না। এ দিকে আবার যাবৎ ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে, তাবৎ বাসনাবিলয়ের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ইন্দ্রিয়ই পুনর্দেহপ্রাপ্তির হেতু। মরিলে আত্মীয়বন্ধুরা কাতরকণ্ঠে রোদন করে, মৃত্যু হইবে বলিয়া মুমূর্ষুর নয়নেও অশ্রু পতিত হয়। এইভাবে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাম-রূপ মৃত্যু নানা অনিষ্ট উৎপাদন পূর্ব্বক মনুষ্যকে করুণভাবে রোদন করাইয়া থাকে। ৫০-৫১

এই ইন্দ্রিয়গ্রাম বহুবিস্তৃত কানন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ এ কানন অনন্ত,

ইহা অবিবেকী ব্যক্তিদিগের শত্রুস্থানীয় এবং বিবেকিগণের মিত্রস্বরূপ ।৫২। ভীষণ মেঘ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম এ উভয়ও সমধর্ম্মা । কারণ, উহারা উভয়েই ঘনাস্ফোট, সারশূন্য, মালিন্যবিশিষ্ট ও তড়িৎপ্রকাশ । ইন্দ্রিয়সমূহ ও গর্ত্তময় ভূভাগ দুই-ই তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ, উহারা উভয়েই ক্ষুদ্র জীবের আশ্রয়স্থল, কৃতার্থদিগের পরিত্যক্ত এবং রজস্তমঃপ্রসারে আক্রান্ত। পুরাতন বিলদ্বার ও ইন্দ্রিয়গ্রাম এ উভয়কেও তুল্য বলা যায়। কারণ, পাতিত করিবার সামর্থ্য দুয়েরই আছে। দোষরূপ সর্পযোগে উভয়েই পরিপূর্ণ ; লক্ষ লক্ষ কর্কশ কণ্টক দ্বারা উভয়েই সমাকীর্ণ ।৫৩-৫৫

রাক্ষস ও ইন্দ্রিয়, এ উভয়েও সমধর্ম্মা । কারণ, সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে, আত্মম্ভরিতা, অনার্য্যতা, সাহসিকতা ও তমঃপ্রিয়তা এ সমস্ত ধর্ম্ম উভয়েরই সমান । ৫৬ । জীর্ণ বংশস্তম্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাম ইহারা উভয়েও সমানধর্ম্মা । কারণ, উভয়েই শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, কুটিল, গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং দগ্ধ হইবার উপযুক্ত। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী ও বন্ধনসমর্থ ; উহাদিগকে দগ্ধ করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভ অসম্ভব । ৫৭ । ইন্দ্রিয় এবং অসজ্জন-সঙ্কুল নগর, এ দুইটিরও তুল্যতা বিদ্যমান । কেন না, মোহান্ধ ব্যক্তিরা যে সকল দুষ্কার্য্য করে, সে সকলই উক্ত উভয়ের সমভিব্যাহারা এবং উহারা দুষ্কূপ-গহন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বার দেহবিকারে পূর্ণ । পক্ষান্তরে, কু-নগরের কূপ অপরিষ্কৃত ও গহন । ৫৮ । এ দিকে আবার কুলালচক্র এবং ইন্দ্রিয় এ দুইটিকেও তুল্য বলা যায়। কারণ, ঘটাদি নানা বস্তুর কারণ উভয়ই এবং ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ—উভয়েই বিদ্যমান । বিশেষ কথা এই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি না থাকিলে ঘটাদির অস্তিত্ব থাকে না। জীবের সুষুপ্তিকালে ঘটাদির অভাব হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইলেই ঘটাদির উদ্ভব উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যই ইন্দ্রিয়কে ঘটাদির মূল বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। ইন্দ্রিয়ের ফল—ভ্রমজ্ঞান এবং পঙ্ক বা পাপসঙ্কল্পও ইন্দ্রিয় হইতেই সমুৎপন্ন ; সুতরাং ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ তথায় বর্ত্তমান। এ দিকে ঘটের কারণ কুলালচক্র, আর তাহার ভ্রম ও পঙ্কসংযোগ, এ সমস্তই প্রত্যক্ষ । ৫৯

হে বিপদুদ্ধারকারিন্ ! আমি ত ইন্দ্রিয়রূপ বিপৎসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছি। আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, আমাকে আপনি কৃপাপুরঃসর জ্ঞানোপদেশে উদ্ধার করুন। জগতীতলে যে সমস্ত সাধুপুরুষ প্রধান পদে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের সংসর্গ-ই পরম শোকনাশক বলিয়া কীর্ত্তিত । ৬০

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ

ভূষুণ্ড কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি সেই বিদ্যাধরের পবিত্র কথা শুনিয়া স্পষ্টবাক্যে তদীয় প্রশ্নানুরূপ এইরূপ উত্তর দিলাম যে, হে বিদ্যাধরপতে! সাধু সাধু! ভাগ্যবশে পরমমঙ্গলের পথে তোমার মতি ধাবিত হইয়াছে; তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। এই সংসার একটা গভীর অন্ধকূপ সদৃশ; তুমি যে বহুকাল পরে ইহা হইতে উত্থিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে তোমার পরমমঙ্গল সাধিত হইবে। ১-২। তোমার এই বিবেক-বিধৌত অবিচল বুদ্ধি অগ্নিবিশুদ্ধ স্বর্ণলেখার ন্যায় একান্তই সুশোভন হইয়াছে। নির্ম্মলতাগুণে তোমার অন্তর সুশোভন হইয়াছে; তাই ইহা উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, দ্রব্যপ্রতিবিম্ব সহজেই স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৩-৪

এখন শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিয়া যাই, তুমি তৎসমস্তই অঙ্গীকার করিয়া লও; এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে উদ্যত হইও না। আমরা বহুদিন ধরিয়া বহু বিচার-বিতর্ক ও গবেষণা সহকারে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ৫। দেখ, তোমার হৃদয়ে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা আত্মা নহেন। তুমি চিরদিন ধরিয়া হৃদয়ে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ৬। আত্মা নির্ম্মল পদার্থেরই অতীত পদার্থ। আত্মার সম্বন্ধে তোমার যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানবিষয়ে আমি যেরূপ উপদেশ দিই, তাহাতেই আস্থাবান্ হও। তুমি যে সময় এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবে যে, তুমি, আমি বা জগৎ কিছুই নাই, তখন তোমার সকলই থাকিবে, কিন্তু তাহার কিছুই তোমার দুঃখের মূল হইবে না। বস্তুতঃ তাহা সুখ ও মঙ্গলেরই হেতু হইয়া দাঁড়াইবে। ৭। অজ্ঞান হইতে জগতের উদ্ভব কি অজ্ঞানের উদ্ভব জগৎ হইতে, ইহা আমরা বিচার-বিতর্ক করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই? তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞান ও জগৎ একই। ৮। মরীচিকা দর্শনে যেরূপ জলভ্রান্তি ঘটে, ব্রহ্মপদার্থেই তদ্রূপ জগদ্ভ্রম হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ে বস্তুত্ব কিছুই নাই। সুতরাং উহা ভ্রমদৃষ্টির বিষয় হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই জগৎ অসত্য; সুতরাং অকিঞ্চিৎ। পক্ষান্তরে, ইহাকে কিঞ্চিৎ বলাও অসঙ্গত

নহে। কারণ, ইহা ত ব্রহ্মই। মরীচিকায় যে জলবোধ হয়, বস্তুতঃ তাহা জল নয়—ভ্রান্তিমাত্র ; এই প্রকার ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম অর্থাৎ ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘সে’ ইত্যাকার ভ্রম লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিলে জগৎ—‘তুমি’ ‘আমি’ বা ‘সে’ এ সকল এক একটা পৃথক্ পদার্থ কিছুই নয় ;—কেবল ব্রহ্মই। যাহাতে জগতের অবিদ্যমানতাজ্ঞান ঘটে, তাহাতে জগতের প্রতিভাস বা ভ্রান্তিজ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। ৯-১০। জগতের বীজ কি, তাহা যদি তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জানিবে—অহম্ভাবই জগতের বীজ। সেই বীজ হইতেই এই নদ-নদী-ভূধর-সাগরাদি-সমাকুল জগন্মণ্ডলরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহের আবির্ভাব হইয়াছে। ১১। অহম্ভাব—বীজ সূক্ষ্ম ; তাহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব তরুর উৎপত্তি। বিষয়রস-সমন্বিত পাতালাদি অধোভুবন ঐ বিশ্বতরুর মূলস্থান।১২। অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র উহার প্রশস্ত কলিকা ; অন্যান্য নক্ষত্ররাজি উহার কোরক-সমূহ ; জীবকুলের ধর্ম্মাধর্ম্ম-স্পৃহা উহার পুষ্পগুচ্ছ এবং পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রমা উহার ফলসমষ্টি। ১৩। স্বর্গাদি লোক সকল ঐ বিশ্বতরুর শাখাস্থিত প্রশস্ত কোটর এবং সুমেরু, সহ্য ও মন্দরাদি ভূধর সমূহ উহার পত্ররাজি। ১৪। ভূ-বলয়-সমাকীর্ণ সপ্ত সমুদ্র ঐ বিশ্বতরুর আলবাল ; পাতাল উহার মূলকোটর এবং কৃত ও ত্রেতাদি চতুর্যুগ উহার ঘুণস্বরূপ ; বর্ষ ও মাসাদি কাল-বিভাগ-সমূহ ঐ বিশ্বতরুর শাখাদি পর্ব্ববিস্তার ; অজ্ঞান উহার উদ্ভবক্ষেত্র ; জীবকুল পক্ষিসঙ্ঘ ; ভ্রমজ্ঞান মধ্যস্তম্ভ এবং নির্ব্বাণলাভই উহার দাব-দহন। ১৫-১৬। ঐ মহামহীরুহের পুষ্পসৌরভ রূপালোক ও মনস্কার ; সুবিস্তৃত সূক্ষ্মাকাশ ঐ বিশ্বতরুর বনভূমি ; ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু শক্তি আছে, তৎসমস্ত উহার আদ্য আবরণত্বক্। ১৭। বসন্তাদি ঋতু-সমূহ ঐ বিশ্বতরুর বিচিত্র শাখা ; দশদিক্ উহার উপশাখা ; ঐ বিশ্বতরু জ্ঞান-রূপ রসসঞ্চারে পুষ্ট ; অহর্নিশ গতিশীল বায়ু উহার নিত্য স্পন্দ। ১৮। চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মিমালাই ঐ বৃক্ষের নতোন্নত-স্বভাব মনোহর কুসুমমঞ্জরী এবং অন্ধকার-রাশি ঐ তরুশ্রেষ্ঠের কুসুমলোভাকৃষ্ট ভ্রান্ত ভ্রমরপংক্তি। ১৯। ঐ তরু অসত্য হইলেও আকাশ, পাতাল ও দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সত্যবৃক্ষবৎ শোভা পাইতেছে। ঐ বিশ্বতরুর অহম্ভাবরূপ বীজ যদি অনহম্ভাবরূপ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হয়, তাহা হইলে উহার বিবর্ত্তোপাদান সদ্ব্রহ্ম হইতেও পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। ২০

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—বিদ্যাধর! এই দৃশ্যমান সংসারবৃক্ষ অহঙ্কারাখ্য অঙ্কুর হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। পাতালাদি সপ্তলোকাশ্রয় ভূলোক ঐ অহঙ্কার-বৃক্ষের মূল এবং লোকালোকাচলের গভীর কন্দর উহার আলবাল-স্বরূপ। দিগন্তরে ও গগনমার্গে সঞ্চরণশীল বিবিধ জীবকুলরূপ শাখা-পল্লবাদি বিস্তৃত হওয়ায় ঐ সংসার বৃক্ষ নিরন্তরই অতীব চঞ্চল। ১। যিনি জ্ঞানাগ্নিযোগে ঐ অহঙ্কার-বীজকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, এই বিশ্ব তাঁহার নিকট প্রকাশ পায় না। ২। যে পরীক্ষক বিশেষভাবে বিচার-বিতর্ক করিয়া পরীক্ষা করেন, 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি ভাবগুলি তৎসকাশে কিছুতেই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞানবলেই সংসারবীজ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৩। যত দিন অহংজ্ঞান বিদূরিত না হয়, তাবৎ তোমার সংসারবীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। অহংজ্ঞানের অভাব হইলেই 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি কোন কিছুই থাকিবে না। 'অনহং'জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। ৪। যখন দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বোৎপত্তিই নাই, তখন 'আমি' 'তুমি'ই বা কোথায় আর একত্ব-দ্বিত্বাদির বিচার-বিতর্কই বা কি? বস্তুতঃ এ সমস্তই ভ্রম। ৫। প্রথমে যাঁহারা হৃদয়পটে গুরূপদেশ ধারণ করেন, পরে তদনুসারে সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগের জন্য ঐকান্তিক যত্ন সহকারে উদ্‌যোগী হইয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারাই মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬। পাচক প্রথমে পাকশাস্ত্র অভ্যাস করে, পরে প্রযত্ন সহকারে পাককার্য্যে একান্ত নৈপুণ্য দেখায়, তৎপরে উত্তম পাককার্য্য করিয়া রাজসম্মানাদি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকারে অধিকারী ব্যক্তি যত্ন করিলেই বিবেকিতা লাভ করিতে পারেন; নচেৎ ইহার সম্ভাবনা নাই। ৭

হে বিদ্যাধর! এই ব্রহ্মাণ্ডকে তুমি চিচ্চমৎকারমাত্র বলিয়াই জানিবে। তাহা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে! কাজেই কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি দিগন্তে, কুত্রাপি ঐ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নাই। বাসনার বিকাশ হইলেই জগদাকার চিত্ত বিলোকিত হইয়া থাকে। পরে চিত্রপট-লিখিত চিত্রকরের চিত্র যেরূপ কালে নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ উহা নিমেষমধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৯। এই সংসার একটা প্রকাণ্ড মণ্ডপস্বরূপ; ইহা বহুলক্ষ যোজন প্রসারিত ও স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-জালে খচিত। উহার বহু স্তম্ভ বিদ্যমান; সে সকল সুমেরুতুল্য সুবিপুল ও মণিময়।

উহা অসংখ্য ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা রঞ্জিত; তাই কল্পান্ত ও সন্ধ্যার জলদ-পটলবৎ পরম মনোহর। ১০-১১। ঐ মণ্ডপের স্থানে স্থানে কত আবালবৃদ্ধ-বনিতা নিয়ত অবস্থিতি করে। তাহাদের ক্রীড়াসাধন স্বর্গ-পাতালাদি যাবতীয় লোক যেন সমুদ্গক-সমূহের ন্যায় ঐ মণ্ডপাভ্যন্তরে স্থাপিত। উহার অভ্যন্তরে কত পর্ব্বত, নদী, বন, উপবন বিদ্যমান; সুতরাং উহা পরম সুন্দর। কত জীবকুল-রূপ বীজ উহার স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত; অন্ধকারনাশক চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতির ব্যবহারক্রমে উহা নিত্য সশব্দ হইয়া আছে। উহার কোন স্থান অন্ধকারময় এবং কোন স্থান বা তেজঃপ্রকর্ষে সমুদ্ভাসিত। ঐ ক্রীড়াকৌতুকভবন মণ্ডপ-মধ্যে রমণীগণের ভূষণসাধন কল্পতরু সকল সুরক্ষিত; তাঁহাদের সৌরভ-বিস্তারে দশদিক্ আমোদিত। ১২-১৪। কুলাচল সকল ঐ স্থানের শিশুক্রীড়াবস্তু কন্দুকবৎ প্রতিভাত। শিশুজনের অতি লঘু নিশ্বাসপতনযোগেও উহারা পরিচালিত। সন্ধ্যার জলদজল কর্ণভূষণের, শরতের মেঘ চামরের এবং প্রলয়ের মেঘরাজি ঐ মণ্ডপে তালবৃন্তের ন্যায় শোভমান। এই ভূতল উহার দ্যূতক্রীড়ার যোগ্য। চিত্রিত পত্র এবং নক্ষত্ররাজিলাঞ্ছিত অন্তরীক্ষ উহার বিতান। ঐ মণ্ডপের পরিষ্কৃত চত্বর হইল আকাশ; তাহাতে গৃহী লোকেরা এই জগতের উদ্ভব-বিলয়-জ্ঞান পণস্বরূপে ধরিয়া নিত্য দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত। অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জের নিরন্তর জনন-মরণাদিই ঐ ক্রীড়ার শারিকা; ঐ সকল শারিকা অহরহঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আগমন করিতেছে এবং চন্দ্র-সূর্য্য-প্রমুখ নবগ্রহগণ উহাতে নয়টি শারিকা-রূপে বিরাজমান হইতেছে। ১৫-১৭

হে বিদ্যাধর! যাহা বলিলাম, এইরূপ সঙ্কল্পকর্ত্তার হৃদয়ে নিত্যই ভাবনাবলে সত্যবৎ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই যে চিচ্চমৎকাররূপ জগদ্‌বিস্তার, ইহার স্বরূপলক্ষণ ঐ মণ্ডপও সঙ্কল্পানুবলে চিত্রকরের চিত্রিত চিত্রবৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। বস্তুতঃ সমস্তই মিথ্যাপ্রকাশ এবং সকলই প্রতিভাসবলে বিদ্যমান। পরমার্থপক্ষে কিছুরই বিদ্যমানতা নাই। যেরূপ অকস্মাজ্জাত মায়াকৃত গজাশ্বাদি, তদ্রূপ সমস্ত অসদাকারেই পরিদৃশ্যমান। যেমন স্বর্ণ ও কেয়ূরাদি পদার্থ সকলই কনকে বিদ্যমান, তদ্রূপ সেই একমাত্র চিচ্চমৎকারের অভ্যন্তরেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। ২০-২১। এইপ্রকার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞ-দিগেরই একমাত্র আয়ত্ত। অতএব যেরূপে যত্ন করিতে চাও—কর। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঐহিক অন্নপানাদি ও পারলৌকিক যজ্ঞদানাদি সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন, এই বর্ত্তমান জন্মই তাঁহার চরম জন্ম; আর

তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। কারণ, তিনি কর্ম্মকে অতিক্রম করেন; সুতরাং তাঁহার বন্ধন কিছুই থাকে না। ২২

হে শুদ্ধমতে! তুমি পতনসাধনী অবিবেকপদবী হইতে এখন ত্রিভুবন-পাবন দ্বিতীয় বিবেকপথে আগমন করিয়াছ। তোমার মনের যেমন পবিত্রতা জন্মিয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয়, তুমি আর কখনও অধঃপাতের পথে যাইবে না। অতএব এখন নিশ্চেষ্ট নির্ম্মল চিন্ময় পদ আশ্রয় করত মন প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য পদার্থকে দূরে পরিহার কর। ২৩

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—হে নিষ্কলুষ! কি চেত্য, কি চিৎস্বরূপ, তাহার তত্ত্ব তুমি যথাযথ পরিজ্ঞাত হইলেও জলমধ্যস্থ সৌর-রশ্মিবৎ তাপশূন্য হইয়াই প্রশান্তভাবে অবস্থিত থাক। ১। বাহ্যদর্শনে যদিও আপনার সম্পূর্ণ অসদৃশ, তথাচ অগ্নি যেরূপ সলিলরাশিমধ্যে অবস্থিত, তদ্রূপ যাহা চেত্য, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে অচেতন বোধ হইলেও চেতন বলিয়াই চিন্মাত্রের অভ্যন্তরে শোভমান। ২। আরও দেখ, একমাত্র বায়ু যেরূপ অগ্নিশিখার উদ্ভাবক ও বিলয়-কারক, তদ্রূপ একমাত্র চিৎশক্তিই চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ বৃত্তিরই হেতু। সুতরাং তোমার অহংজ্ঞানাদি-স্বরূপ চেতনাংশ চিন্মাত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক। ঐ অবস্থায় যেমন হওয়া উচিত, তুমি সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াই থাক। ৩-৪। যেরূপ দুগ্ধমিশ্রিত স্বচ্ছ সলিলরাশির অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই দুগ্ধাকার, তদ্রূপ চিৎ-স্বরূপে সর্ব্বভাবেরই অন্তরে বাহিরে সকল স্থানেই তুমি তখন বিরাজ করিবে। ৫

তোমার অহংজ্ঞান-শূন্য চিদ্‌ভাব যে সময় চিতের সহিত মিশ্রিত হইবে, তৎকালে ব্রহ্মস্বরূপ তুমি—কাহার সহিত তোমার উপমাসঙ্গতি হইবে? তৎকালে তুমি ভিন্ন ত আর কিছুই থাকিবে না। ৬। যেরূপ চিত্র-চিত্রিত দেবদৈত্যপরিবৃত স্বর্গ-পাতালরূপ সংসারসন্নিবেশ,—প্রীতি, আনন্দ, রোষ, যুদ্ধ, জয় ও পরাজয় ইত্যাদি নানাভাবে সমাকুল হইয়াও কুড্যস্বরূপে মুনিশরীরবৎ নির্ব্যাপাররূপেই সংস্থিত, তদ্রূপ এই মায়াশবল দৃশ্য সংসারও শুদ্ধ চিদাকাশে অদ্বয় ব্রহ্মের অভিন্নভাবেই

শোভমান; প্রকৃতপক্ষে জগদ্ভাবে নহে। ৭-৮। যে সময় এই অসত্য জগৎ ও সত্য চেতন ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকারে প্রতিভাসিত হইবে, তৎকালে চেতন ও অচেতন এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যাহাতে আস্থা, তাহাই অধিকার করিয়া লইবে। ৯। দেখ, মরুভূমিতে সৌর-কিরণ দর্শন করিয়া মূর্খ ব্যক্তিরা উহাকে মহানদীরূপে জ্ঞাত হয়, পরে ঐ নদী পার হইবার উপায় না দেখিয়া তটপ্রদেশে অবস্থান করে; কিন্তু যাহারা উহাকে সূর্য্যেরই কিরণ বলিয়া জানে, তাহাদের ধারণায় ঐ প্রদেশ প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই সংসারভাব তত্ত্বজ্ঞগণের সকাশে বিস্ময়কর ব্যাপার হইলেও তাঁহারা ইহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া কদাচ বিবেচনা করেন না। ১০। যাহাদের দৃষ্টি দোষান্ধকারে আবৃত, তাহারা যেরূপ গগনপটে কেশগুচ্ছ দর্শন করে, তদ্রূপ যাহারা মূঢ় এবং সংসারেই মগ্ন, তাহাদের নিকটই এই অসত্য জগৎস্বরূপ বিলসিত হইয়া থাকে। ১১। এই বৃথা জ্ঞানময় বিশ্ব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানিগণের কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই; অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণেরই একটা কল্পনা মাত্র। যেরূপ সূর্য্যরশ্মিমালায় অলীক গন্ধর্ব্ব-নগরাদি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ এই জগৎ স্ফুরিত হইতেছে। ১২

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—বিদ্যাধর! এ জগৎ চেতন নহে; কিন্তু চেতন ব্রহ্ম হইতেই ইহার প্রকাশ; কাজেই ইহা চেতন বলিয়াই জ্ঞেয়। সলিলবিম্বিত অগ্নি যেমন সলিল হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই যে জগৎ, ইহারও চৈতন্য ভিন্ন জড়ত্ব অসম্ভব। ১। সেই হেতু বলিতেছি, তুমি চেতন ও অচেতনকে অভিন্ন জ্ঞানে স্বস্থভাবে অবস্থিত থাক। অক্ষুব্ধ সমুদ্রজলে যেরূপ ভাবী ফেনবিন্দু বিদ্যমান, তদ্রূপ প্রলয়ে সূক্ষ্ম অচিদাকারে ব্রহ্মে বিশ্বের অবস্থিতিজ্ঞাপক শ্রুতি-খ্যাতি প্রভৃতি বিরাজমান; কিন্তু ইহা হইলেও তাহার চিদাকারতার বিলোপ ঘটে না। ২-৩। স্বচ্ছ সলিলে কারণ বিনা ফেনবিন্দুর যেরূপ বিকাশ নাই, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে কারণাভাবে কি প্রকারে এই জড় জগৎসৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইবে? ৪। এই যে অকারণ সৃষ্টিব্যাপার, ইহাতে ত কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। অতএব এই যে

জগদাদি লক্ষিত হয়, ইহা জন্মে না; কাহারও যে বিনাশ আছে—তাহাও নাই। ৫। কারণের একান্তই অভাব; সেই হেতু এই দৃশ্য জগৎ কিছুই জন্মে না। মরুভূমিতে জলবৎ এ ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখভাগে পরিদৃশ্যমান হইলেও ইহা যে কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬। যিনি অজ, যাঁহার অন্ত নাই, সেই একমাত্র প্রশান্ত ব্রহ্মই বিরাজমান। কারণাভাবে সৃষ্টিব্যাপার নাই; সুতরাং একমাত্র অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। একমাত্র তিনিই বিদ্যমান। সুতরাং তুমি আকাশবৎ ব্রহ্ম বলিয়া অজ; তুমিই একমাত্র জ্ঞাণাধার; অতএব তুমি নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অচেতন চিদাভাসরূপে স্বয়ংই উপশান্ত হইয়া শোভমান হও। ব্রহ্ম নিত্যানন্দময়; সুতরাং তদীয় কার্য্যকর কারণ কিছুই নাই। অতএব সৃষ্ট্যাদির একান্ত অসম্ভাবনা বশতঃ একমাত্র অজ অনাদি শিবই বিরাজমান। কিন্তু সেই যিনি একমাত্র অজ চিন্ময় পদার্থ, তাঁহার সত্তা যাহারা অজ্ঞতার বশে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সৃষ্টির অভাবে তাহাদের যে বন্ধনদশা কিরূপ হইতে পারে, তাহা কি তোমার ধারণা হইতেছে না? ৭-১১। যেখানে যেখানে পরব্রহ্ম, সেখানে সেখানেই এই জগৎ; এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিশ্চিতই অর্দ্ধমুক্ত। তাঁহারা বিবেচনা করেন,—তৃণে, কাষ্ঠে, সলিলে, কুড্যে সর্ব্বত্রই পরব্রহ্ম বিদ্যমান। ১২-১৩। সৃষ্টিপরম্পরা পরস্পর সর্ব্বস্থানে অন্তরে অন্তরে সংশ্লিষ্ট। পরব্রহ্মের অন্ত নাই; তাঁহাতে স্বত্ব অস্বত্ব কিছুই দৃষ্ট হয় না; তাই তাঁহার স্বভাব নির্ণয় করা যার-পর-নাই অসম্ভব। ১৪। পরব্রহ্মে অভাববিরোধী ভাবের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহাতে স্বভাবাদি-দৃষ্ট বাগ্‌বিন্যাস আশ্রয় লইতে সমর্থ নহে। ফল কথা, তাঁহার স্বভাবনিরূপণ অযৌক্তিক ব্যাপার। ১৫

এই প্রকারে নিত্য অনন্ত ব্রহ্মে অস্বত্ব ও অভাবের একান্তই অসম্ভাবনা; তাঁহাতে স্বত্বভাব স্বতঃ প্রসিদ্ধ, অতএব স্বভাবোক্তি অসম্ভব। পূর্ব্বকথিত যুক্তিমতে এ সংসারে শুদ্ধবোধযোগে অহম্ভাব সম্পূর্ণ-ই দুরাপ। কাজেই বালকসকাশে যক্ষবাক্যবৎ উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ১৬-১৭। অহং-শব্দার্থ হইতে মুক্ত হইলেই পরমপদ লাভ করা যায়। এই অহম্ভাবপূর্ণ দৃশ্যনিচয় সম্যক্ অনুভবযোগে বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা যদি বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলেই বিলয় পাইয়া থাকে। ১৮। জগৎ ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের ভেদাভেদ শব্দেরই একটা পর্য্যায়-স্ফুরণমাত্র। ফলতঃ কাঞ্চন ও কটক এই দুই যেরূপ পরমার্থতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ উহাদের ভেদও মাত্র সঙ্কল্প বলিয়াই কীর্ত্তিত। প্রকৃতপক্ষে জগৎ-ব্রহ্মের ভেদ কিছুমাত্র নাই। ১৯

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—যিনি অনাবৃত দেহে তীক্ষ্ণাস্ত্রাঘাত সহ্য করেন এবং তরুণীর পীনপয়োধরের দিব্য স্পর্শসুখ অনুভব করেন, এই সমস্ত করিয়াও নির্ব্বিকার-চিত্তে অবস্থিত থাকেন, তাঁহারই পরমপদে প্রতিষ্ঠালাভ হয়। ১। যাবৎ পুরুষের শস্ত্র-কান্তাদি বাহ্যবস্তু হইতে বিকার বিদূরিত না হয় এবং যাবৎ না সুখশ্রান্তি-রূপিণী সুষুপ্তি আসিয়া সমাগত হয়, তাবৎ পুরুষ যত্ন ও ধৈর্য্য সহকারে অভ্যাস করিতে থাকিবে। ২। পদ্ম জলগর্ভে মগ্ন হইলেও তাহাতে যেরূপ জল সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত তত্ত্বস্বরূপজ্ঞকে কোন প্রকার ক্লেশ আসিয়াই অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। ৩। মূর্খ লোকেরই মনে হইয়া থাকে যে, স্বীয় শরীরে অস্ত্রাদি সংলগ্ন হইতেছে; কিন্তু যে শান্তমনা ব্যক্তি অস্ত্রাদি সমস্তই অসংলগ্ন বলিয়া দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা; তিনিই পরমজ্ঞানবান্। ৪। বিষ অন্তরে স্বয়ং ঘুণাকারে পর্য্যবসিত হইলেও স্বরূপ-পর্য্যালোচনায় তাহাকে বিষ ভিন্ন ঘুণতানামক কোন বিশিষ্ট বস্তু বলা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মও বাস্তব স্বরূপ পরিবর্জ্জন না করিয়া জীবভাবে বিরাজমান থাকিলেও আপাত-দৃষ্টিতে ঐ ভাব তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিরোধী বলিয়াই নিরূপণ করা হয়। উল্লিখিত বিষ মরণধর্ম্মা না হইয়াও যেরূপ মরণধর্ম্মা ক্ষুদ্র জীবাকারে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের চিতিশক্তিও স্ব স্ব ভাবের অপরিবর্জ্জনে জড়াকার আশ্রয় করেন। ৫-৭

ঘুণ যেরূপ বিষ হইতে অভিন্ন হইয়াও তদ্‌ভিন্নবৎ অনুমিত হয়, তদ্রূপ এই যে সংসারবিস্তার, ইহাও বাস্তবিক ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মাবস্থিত হইলেও তদ্‌ভিন্ন বা তদনধিষ্ঠিতবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। বিষ যে সময় তাহার বিষস্বভাব ত্যাগ না করে, তৎকালে তাহার স্বভাব দর্শনে জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাবনা করা যায় না, কিন্তু অন্তর্গত কৃমি প্রভৃতি দেহধর্ম্মার স্বভাব প্রত্যক্ষ করিলে জন্ম-মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা যেরূপ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জীবেরও যখন ব্রহ্মস্বভাব লক্ষিত হয়, তখন তাহার জন্ম-মৃত্যুর একান্তই অসম্ভাবনা; কিন্তু উহাতে যে সময় জীবস্বভাব থাকে, তৎকালে তাহার জন্ম-মৃত্যু অবশ্যম্ভাব্যই হয়। ৮-৯। যে সমস্ত পদার্থ দেহেন্দ্রিয়াদির বিষয়, তাহাতে 'অহং' 'মম' ইত্যাদি জ্ঞানে যিনি একেবারেই বিষয়ে উন্মত্ত না হন, তিনিই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন; নচেৎ কেবল দৈবের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে পরিত্রাণের পথ পাওয়া যায় না। ১০।

তাই বলিতেছি,—হে মহাভাগ! যাবতীয় প্রিয়ভাবের অন্তঃসুখময়ী সর্ব্বাতিশায়িনী স্নিগ্ধ অবস্থা যে পূর্ণব্রহ্মে সংস্থিত, তাদৃশ ব্রহ্মের প্রতি অবহেলা করিবে কেন ? ১১

যে সময় জগৎ-বস্তুর সত্তাজ্ঞান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে হইবে, সেই সময়ে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইত্যাদি কলঙ্কনির্ম্মল আত্মাকে স্পর্শ করিবে না। ১২। স্বীয় দৃষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক তুমি যেরূপ ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ কর, তদ্রূপ স্বশরীরকে সন্দর্শন করিতে থাক। পরন্তু কি অহম্ভাব, কি মমত্বাদি জ্ঞান, এ সকলের সঙ্গে একযোগে কখনও দেখিও না। ১৩। তুমি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপে বাহিরে জাগতিক পদার্থ-সমূহের এবং অন্তরে মনোবুদ্ধি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া যাহা স্বাভাবিক সংস্থান, তাহাতেই পরিভ্রমণ কর। ১৪। ঐ প্রকার সংস্থানে কি সম্পদ, কি বিপদ, এই উভয় হইতে সুখ বা দুঃখমূলক কোনপ্রকার দোষ-গুণ কাহারই কদাচ হইবার নহে। কারণ, তখন বিবেকী ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিছুতেই থাকে না; সুতরাং কিছুরই ভোক্তা তিনি হন না। ১৫

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—বিদ্যাধর! আরও অবধান কর। আকাশে আরও একটা আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা যখন ভ্রান্তিমূলক, অদ্বয় সূক্ষ্ম আত্মায় প্রপঞ্চাকার অহম্ভাবের কল্পনাও তদ্রূপ ভ্রান্তিমাত্র। ১। আকাশে দ্বিতীয়াকাশের উৎপত্তি এই ভ্রান্তির যেরূপ বিধানকর্ত্তা আমিই, তদ্রূপ অবিদ্যাবৃত হইয়া এই অসদাকারে সমুদিত ব্রহ্মাণ্ডকে আমিই সদাকারে ব্যবহার করিতেছি। ২। অদ্বয় আকাশাত্মাই যেরূপ আকাশে বর্ত্তমান, দ্বিতীয় আকাশের কল্পনাকারী ব্যক্তিরই কল্পনা আকাশদেহে প্রতিভাসমান, তদ্রূপ অবিদ্যোপহিত চিদাত্মা 'স্বদেহ অবিদ্যাই আমি' এইরূপ অভিমন্তব্যরূপে কল্পনা পূর্ব্বক প্রতিভাসিত হন। সুতরাং অহং বা অনহং নামে কোন পদার্থ-ই নাই। ৩। পরমাণুর ভিতরে সুবিশাল সুমেরুর যেরূপ অধ্যাহার হয়, তদ্রূপ যিনি পরম সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকার স্থূল-কল্পনার আধার বলা হয়। ৪। আকাশ অপেক্ষাও যাহা সূক্ষ্ম, সেই চৈতন্যকে অজ্ঞানলক্ষণ চিদ্‌ঘনই অহম্ভাবাদির অধ্যাসে পর পর

স্থূলত্ব-কল্পনায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন। আত্মচৈতন্য অহন্তাবাদির আশ্রয় লয়েন, তাহাতেই পাঞ্চভৌতিক বিশ্বের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সলিলের বিস্তার হইতেই আবর্ত্তাদির উদ্ভব দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত জলরাশির ন্যায় অচিদাকার ব্রহ্মাণ্ডের যখন বিশ্রাম বা প্রলয় ঘটে, তখন নিস্পন্দ বায়ু ও চিদাকাশসহ উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ৫-৭। কাজেই দেশ-কালাত্মক বিশ্বের প্রকাশ-ব্যাপারে নিরাভাস চিন্মাত্রের বিকাশই প্রধান হেতু। আকাশ, কাল, জল, স্থল, নিদ্রা, জাগরণ বা স্বপ্নাবস্থা, যাহাতেই যে সময়ে ঐ চিন্মাত্র উন্মুখ হইয়া উঠেন, তৎকালেই পরিদৃশ্যমান চেত্য বিষয়ের প্রকাশঘটনা হয়। ৮-৯। চিদাকাশ অতীব স্বচ্ছ বিকারবিহীন; তাহা হইতে প্রসারণ বা অপ্রসারণ কিছুই সম্ভব নহে। ১০। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন না। জলের যেরূপ দ্রবত্ব, তদ্রূপ তিনি কূটস্থ পরব্রহ্মেই বিরাজ করেন, তাঁহার কোনই সঙ্কল্প নাই। ১১। এই জন্য অন্ধকারে যেরূপ সর্পগতি-চিহ্ন লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি, হ্রী, হর্ষাত্মিকা মনোবৃত্তি, ভয়, স্মৃতি, কীর্ত্তি বা ইচ্ছার বিষয় তিনি দর্শন করেন না। ১২। ব্রহ্ম যেন শশাঙ্কমণ্ডল; তাহা হইতে বিনিঃসৃত জীবচৈতন্য যেন জ্যোৎস্না আর তদংশ চাক্ষুষাদি জ্ঞান যেন সুধাদ্রব; এই যে সৃষ্টি, ইহা সেই সুধাদ্রবময়; ইহাকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলা অসম্ভব। ১৩

এই প্রকারে পরমেশ ব্রহ্ম আত্মা ব্যতীত জগদাকারে পরিস্ফুরিত হন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যখন সচ্চিদানন্দরূপে জাজ্বল্যমান, তখন আত্মাভিমানরূপী অহন্তাবরূপে অন্য যাহা কিছু দেহাদিতে পরিস্ফুরিত হয়,—যাহা সর্ব্ব জগৎজীব ও জীবের বন্ধন-মোচনকল্পনারূপে সলিলে তরঙ্গাদিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহা কল্পিত চিত্তমাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১৪

এই সংসারসৃষ্টি যেন তরঙ্গ, আবর্ত্ত ও ফেনবুদ্‌বুদাদিময়ী তরঙ্গিণী; ইহা জীবকুলের উন্মজ্জন ও নিমজ্জনজাত কলকল-কল্লোলসহকারে নিরন্তর প্রবাহিত হয়, আবার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে ঐ নদী বিলীন হইয়া যায়। ১৫। জলের আবর্ত্তাকারে এবং ধূমের মেঘাকারে পরিণতিবৎ ব্রহ্ম ও মন হইতে ভিন্নাকারে প্রতীত এই জড়স্বরূপ সৃষ্টিও ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক দেখা যাইবে, এই সৃষ্টিও ব্রহ্ম ও মন হইতে পৃথক্ নহে। ১৬। কোন কাষ্ঠখণ্ড করপত্র দ্বারা কর্ত্তিত করিলে তাহা যেরূপ বৃক্ষকাণ্ড হইতে অপৃথক্ হইলেও পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ এই সৃষ্টি দিক্, দেশ ও কালাদির অতীত ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অনুমিত হইয়া থাকে। ১৭

এই সংসারনামক কদলীকাণ্ড কোমল হইলেও প্রস্তরতুল্য সুদৃঢ়; ইহা আদি অন্ত এক প্রকার হইলেও সঙ্কল্পরূপ পল্লবরাজিতে কিয়ৎপরিমাণ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি সঙ্কল্পরূপ পল্লবদল ছিন্ন করা যায়, তবে বিবেকদর্শনে উহা তুল্য বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। ১৮। এই জগৎ একটা চিত্রলিখিত প্রকাণ্ড রাজ্যরূপে প্রতিভাত। সহস্র সহস্র খুর, মস্তক, চক্ষু, মুখ ও হস্তের ব্যাপার ইহাতে সুসম্পন্ন; ইহা দেখিতে অতীব মনোহর; কত কত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সর্প ইহাতে অবস্থিত; ইহার প্রাদেশ-প্রমাণবৎ অতি সঙ্কীর্ণ অবসরে কত কত গিরি, কত কত দেহ, কত কত দেশ ও কত কত নদী কেমন সুবিস্তৃত-ভাবে বিরাজমান। ১৯

এই জগৎচিত্র নানাবর্ণে চিত্রিত; কিন্তু ইহাতে বিরাগ আসিয়াও ইহার কোন কোন অংশ মার্জ্জিত ও প্রোঞ্ছিত করিতে নিরন্তর উদ্যত। জড়াকার সমীরণ-হিল্লোলে নিয়তই ইহা স্পন্দনশীল এবং অন্তঃসারহীন। এই জগৎচিত্র অত্যধিক উপর্দ্দম সহনে অক্ষম অর্থাৎ যদি বিচার সহকারে দেখা যায়, তাহা হইলে এ চিত্রের আর কিছুই থাকিবার নয়; সম্পূর্ণই বিলোপ প্রাপ্ত হয়। রম্য রম্য কল্পনাগুণে ইহা বড়ই শোভাসম্পন্ন, এই চিত্রের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা সেই একমাত্র চেতন—ব্রহ্ম। জলে তৈলবিন্দু পতিত হইলে উহা যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ বিকল্পাত্মক অসত্য অন্তরমধ্যে প্রতিবিম্বরূপে পতিত হইয়া সম্বিৎ ও সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ২০-২৩। ঐ সম্বিৎ মনোমধ্যে প্রতিবিম্বপ্রায় সমুদিত হইয়া হৃদয়-ক্ষোভকরী কামনা ও বাসনা ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং পুত্র-কলত্রাদির প্রতি মমতা করিয়া অকিঞ্চিৎকর অসত্য বিষয়রাশির আস্বাদ লইতে লইতে ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠে। ২৪। যেরূপ জলত্ব হইতে বারিত্ব পৃথক্ পদার্থ নহে, তদ্রূপ উক্ত আদ্য সম্বিৎ এইরূপে 'আমি' ইত্যাকার বিকল্পনায় বহির্ম্মুখী হইলেও প্রকৃত-পক্ষে পরমাত্মা হইতে অপৃথক্। ফলে জলত্ব ও বারিত্ব দুই-ই যেমন একই, তদ্রূপ জীবভাবগত সম্বিৎ ও ব্রহ্মসম্বিৎ দুই-ই এক অভিন্ন পদার্থ। ২৫

চিৎপ্রভাকরস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ংই প্রথমে 'অহং' ইত্যাকারে সৃষ্টিরূপে প্রসিদ্ধ হন। সুতরাং এ কথা স্থির যে, সৃষ্টি বা স্রষ্টা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ অনতিরিক্ত। ২৬। সলিল স্পন্দিত হয়, এইরূপ কথায় সলিলকে যদি স্পন্দরূপে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পন্দনের কর্তৃত্ব জলে সম্ভবপর হয় না; সুতরাং বলা যায়, জল স্পন্দ নহে; ইহা হইল কল্পনামাত্র, ফল কথা, স্পন্দ একটি জলদ্রব হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এই প্রকারে বলা যায়, আকাশাদি প্রপঞ্চের

নির্ম্মাণকালে চিদাত্মা আকাশরূপে অধিষ্ঠান করেন না, আকাশের কর্ত্তৃরূপে বিরাজমান থাকেন না, অথবা অন্য কাহারও আকাশাদি ভাব বিদিত হইতেও পারেন না। চিদাত্মায় যখন আকাশাদি বিকল্প-কল্পনার বর্ণন করা হয়, তৎকালে অগ্রে কল্পনার সহায়তায় আকাশাদি বিভাগ-কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সুতরাং জল-দ্রবের সঙ্গে চিদাত্মার কল্পনা অসম্ভাব্য নহে; ফলে তুমি ইহা জানিয়া রাখিবে যে, মন, অহম্ভাব ও বুদ্ধি ইত্যাদি যাহা কিছু বলা যায়, সমস্তই অবিদ্যা। রীতিমত চেষ্টা করিলে এই অবিদ্যার উচ্ছেদ-সাধন আশু হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ২৭-২৯। শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ঐ অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ বিদূরিত হয়; পরে তত্ত্ব-বিচার করিতে করিতে উহার কিয়দংশ বিনাশ পায় এবং অবশিষ্টাংশ আত্ম-সাক্ষাৎকারে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ যখন একেবারেই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা নামহীন, রূপহীন, সৎস্বরূপ। ৩০-৩১

শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! সাধু ব্যক্তির সহিত আলাপে অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববিচারে উহার কিয়দংশ এবং আত্মসাক্ষাৎকারে উহার অবশিষ্টাংশ বিদূরিত হয় কি প্রকারে, তাহা মৎসকাশে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করুন। ৩২। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে ঐ অবিদ্যার ক্রমে একই কালে উচ্ছেদের কথা বলিলেন, ইহাই বা কি, তাহাও আমার বোধগম্য হয় নাই। অপিচ নামহীন, রূপহীন সদ্বস্তুই বা কি, আর অসদংশই বা তাহাতে কি, তাহাও আমার নিকট বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলুন। ৩৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! অবিদ্যার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংসারের প্রতি বিরাগী হইবে। যাঁহারা এই সংসার হইতে পরিত্রাণলাভে ইচ্ছুক, তাদৃশ সাধুসজ্জনের এবং আত্মদর্শী পণ্ডিতের সঙ্গে এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে। যিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করেন না, সংসারে যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এতাদৃশ আত্মজ্ঞ সাধুজন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে তথা হইতে অন্বেষণ করিয়া লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিবেন। ৩৪-৩৫

হে তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ রাম! এই প্রকারে যখন সাধু-সহবাস সুসম্পন্ন হইবে, তখন বিশিষ্ট যোগভূমিকায় আরূঢ় হইতে পারিবে। তাদৃশ ভূমিকারূঢ় হইতে পারিলে, জানিবে, তখনই অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ বিদূরিত হইয়াছে। ৩৬। সাধু ব্যক্তির সংসর্গে অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ বিলয়প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রার্থের বিচার-বিতর্কে

উহার চারি অংশের এক অংশ নষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট অংশ স্বকীয় যত্নে বিদূরিত হইয়া থাকে। ৩৭। পুরুষ যখন মুমুক্ষু হয়, তখন তাহার বিষয়ভোগ-স্পৃহা বিদূরিত হয়। অধিক কি, বৈরাগ্য-ভোগেও তাহার বাসনা থাকে না। তৎকালে তাহার নিজের প্রযত্নেই অবিদ্যার অবশিষ্টাংশ সে দূর করিতে পারে। ৩৮। সুতরাং জানিয়া রাখ, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রার্থানুশীলন এবং নিজের অধ্যবসায় এই সমস্ত দ্বারাই অবিদ্যাকলুষ বিধৌত হইয়া যায়। উক্ত তিনটি কারণ যদি যথাক্রমে লব্ধ হয়, তবে উহার ক্রমিক নাশই ঘটিবে, আর যদি যুগপৎ ঐ তিনটি কারণত্রয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একইকালে উহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে। ৩৯। অবিদ্যা-বিনাশের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নামহীন ও রূপহীন; সুতরাং অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপ। ৪০। এই অবশিষ্ট সৎপদার্থ আর কেহই নহেন—উনি জরামরণহীন, আদ্যন্তরহিত, অনন্ত, অদ্বয় ব্রহ্ম। তাঁহাতে সঙ্কল্প-কল্পনার স্ফুরণমাত্রও নাই। হে রাম! তুমি এই প্রকার ব্রহ্মকে দর্শন পূর্ব্বক নির্ব্বাণপদ লাভ কর এবং নিঃশোক হইয়া অবস্থান করিতে থাক। ৪১

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—বিদ্যাধর! ঐ দেখ, সৌররশ্মিজাল এককালে আকাশে-বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উহাকে ধারণ করিয়া রাখে, এমন কোন স্তম্ভ বা আধার যেরূপ নাই এবং তাহা যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ এই যে জগৎ মায়ার বশে প্রসূত হইতেছে, ইহারও ধারণজন্য কোন পূর্ব্বপ্রথিত দেশ বা কোন সীমা-নির্দ্দেশক কাল নাই, আর হওয়াও সম্ভব নহে। কারণ, যখনই জগৎকল্পনা হয়, দেশ-কালাদি-কল্পনার প্রবর্ত্তনাও তৎ-সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। এই যে ত্রিজগৎ-প্রসার দেখিতেছ, ইহা মনেরই সঙ্কল্প, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই হেতু বায়ুর মধ্যগত যেমন সৌরভকণা, তদ্রূপ ইহা অতি নির্ম্মল, অতি লঘু ও অতি শান্ত। ১-২।

হে সাধুচরিত! ঐ যে চিদ্বৈচিত্র্য জগদণু, ইহার নিকট বায়ুমধ্যস্থ গন্ধকণিকাও সুমেরু পর্ব্বততুল্য সুবিশাল। কারণ, বায়ুর গর্ভে যে গন্ধকণা সঞ্চরণশীল, তাহা আঘ্রাণ দ্বারা অপরে অনুভব করিতে পারে; কিন্তু জগদণুকে অনুভব করা

কিছুতেই সম্ভব নহে। ৩। লোকে যেরূপ নিজদৃষ্ট স্বপ্ন স্বয়ংই অনুভব করিতে পারে, অন্যের তাহা দেখিবার বা অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই এবং নিজের মনোরথ দ্বারা যাহা কল্পনা করা যায়, তাহা যেরূপ কল্পনাকারীর স্বকীয় নেত্রেই কেবল প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই জগৎও যাঁহা হইতে সম্ভূত, কেবল তিনিই ইহার অনুভব করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র। গন্ধকণার সহিত প্রভেদ এই যে, তাহা সর্ব্বসাধারণেরই অনুভাব্য; কিন্তু তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম এই জগদণু তদ্রূপ নহে। ৪। এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। এই ইতিহাসে ত্রসরেণুমধ্যে ইন্দ্রের অবস্থিতিঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৫

কোন সময়ে এক কল্পবৃক্ষের কোন একটা সুগল শাখায় একটি উডুম্বরফল জন্মে। ৬। দেবদৈত্যাদি যাবতীয় প্রাণী সেই ফলগর্ভে অবস্থিত হইয়া মশকবৎ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল এই তিন স্থান ঐ উডুম্বরের ভীষণ কপাট; চিত্তের বৈচিত্র্যগুণে ঐ ফলটি অতি মনোরম এবং বাসনা-ধনে পূর্ণ। সর্ব্ববিধ অনুভব উহার সৌরভ এবং চিত্ত উহার সুমিষ্ট স্বাদ। ৭-৮। ঐ উডুম্বর তরু ব্রহ্ম-স্বরূপ; উহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবী জগৎসত্তারূপ অনেক শাখা বিদ্যমান। সেই সমস্ত শাখার মধ্যে ঐ ফলটি বিরাজমান। যাহা অহঙ্কার, তাহাই উহার বিশাল বৃন্তস্বরূপ এবং নিরন্তর সমান আলোকে উহা উদ্ভাসিত।৯। ঐ ফলের প্রকট প্রফুল্ল বদন—জ্ঞান; উহা সমুদ্র ও নদীরূপ শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং পঞ্চতন্মাত্র-কোষ দ্বারা বেষ্টিত। উর্দ্ধে যে তারকাস্তবক সমুদ্যোতিত, তাহারা উহার অঙ্গনিঃসৃত হিমকণা। ১০। মহাকল্পের অবসানে উহা পাকিয়া পড়িয়া যায়। ঐ উডুম্বর দেব-দৈত্যাদিরূপ মশক-সমূহে পূর্ণ; উহার মধ্যে ত্রিভুবননাথ সুরেন্দ্র বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মধুপূর্ণ কুম্ভের উপর মধুমক্ষিকাগণের রাজা সমাসীন রহিয়াছেন। ১১ ১২। গুরুনির্দ্দিষ্ট উপদেশের অভ্যাসে তদীয় কিঞ্চিদাবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সুরেন্দ্র মহাত্মা; তিনি যাবতীয় কল্পনার সীমান্তস্বরূপ আত্মপদার্থের চিন্তা করেন। পূর্ব্বাপর বিচারে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। ১৩

কিছু দিন গত হইলে একদা মহাবীর্য্য নারায়ণপ্রমুখ সুরগণ কোন এক নিভৃত স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রসহ মহাবলপরাক্রম অসুরগণের সংগ্রাম আরব্ধ হইল। ১৪। যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরেরা অস্ত্রানল-জ্বালা উদ্গিরণ করিতে আরম্ভ করিল। শেষে সেই সংগ্রামে ইন্দ্র অপরিমেয়বীর্য্য অসুরগণের হস্তে পরাভূত হইলেন এবং যুদ্ধাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে

লাগিলেন। অসুরদলও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। পাপবুদ্ধি ক্ষুদ্রলোক যেরূপ কোথাও শান্তিলাভ করে না, তদ্রূপ ইন্দ্র অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াও সুর-শত্রুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না অথবা কুত্রাপি স্বীয় বিশ্রাম-স্থানলাভে সমর্থ হইলেন না। ১৫-১৬। শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া যখন কিঞ্চিৎ দিগ্‌ভ্রান্ত হইল, তখন ইন্দ্র সেই অবসরে আত্মস্থূলদেহের সঙ্কল্প আপনাতে লীন করিয়া সৌরকিরণপুঞ্জের মধ্যস্থ কোন একটি ত্রসরেণুর অন্তরালে সম্বিদাকারে প্রবেশ করিলেন। সেই অবস্থা দর্শনে বোধ হইল, যেন কোন পদ্ম-কোষের মধ্যে গিয়া মধুকর লুক্কায়িত হইল। ১৭-১৮। ইন্দ্র তথায় প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিগত হইলে তিনি সমাশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে ইন্দ্র সেই ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধবৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া একেবারে নিবৃত্তিপথ আশ্রয় করিয়া রহিলেন; অন্যত্র কোথাও আর তিনি গমন করিলেন না। ১৯

অবশেষে কল্পনার সাহায্যে দেবেন্দ্র সেই স্থানেই গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং আপনাকে গৃহমধ্যস্থ বোধ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যগ্রে ইন্দ্র স্বীয় সিংহাসনে বসিতেন; তথায় বসিলে তাঁহার অন্তরে যেমন আনন্দ অনুভূত হইত, এখন স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত গৃহমধ্যে কল্পিত পদ্মাসনে বসিয়াও তাঁহার তদ্রূপ আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। ২০। পরে ইন্দ্র তথায় এক কল্পনাময় নগর দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—সেই নগরের প্রাচীর ও তত্রত্য মন্দিররাজি মণি, মুক্তা ও প্রবালদলে বিনির্ম্মিত। তিনি সেই নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ২১। তথায় যাইয়া দেখিলেন,—সেখানে এক বিশাল জনপদ শোভমান। সেই জনপদের মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার পর্ব্বত, বন, গ্রাম, পুরী ও গোশালা শোভা পাইতেছে। তথাবিধ স্থিরসঙ্কল্প ইন্দ্র এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে তথায় সমস্ত জগদ্‌বিস্তারই দর্শন করিলেন, দেখিলেন,—সেই জগতের মধ্যেও নানা নদ-নদী ভূধর-সাগর শোভা পাইতেছে। বর্ষ-মাসাদি কালভেদ এবং যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই সেই জগতে চলিতেছে। ২২-২৩

তদনন্তর ইন্দ্র সঙ্কল্পের সাহায্যে তথায় ত্রিবিধ জগৎ কল্পনা করিলেন। দেখিলেন, তথায় পাতাল, পৃথ্বী, আকাশ, স্বর্গ, চন্দ্র, সূর্য্য সমস্তই বিদ্যমান। ২৪। সুরাধি-পতি ইন্দ্র এইবার সেই ত্রিজগতের অভ্যন্তরে একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া নানারূপ বিভূতিভোগে সময়যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম কুন্দ। এই পুত্র মহাবলবীর্য্যশালী। ২৫। ক্রমে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ইন্দ্র তথায় রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল, তখন তিনি নিজ দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্নেহশূন্য প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইলেন। ২৬। তাঁহার নির্ব্বাণলাভের পর তৎপুত্র কুন্দ ত্রৈলোক্যের অধিপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র জন্মিল। তিনিও যথাসময়ে আয়ুঃশেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৭। কুন্দের যিনি পুত্র হইলেন, তিনিও পিতৃবৎ রাজ্যপালন পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিলেন। শেষে যখন তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল, তখন তিনি পরমপদ লাভ করিলেন। ২৮

হে সুন্দর বিদ্যাধর! এইপ্রকারে ইন্দ্রের সেই কল্পিত রাজ্যে তাঁহারই পুত্র-পৌত্রগণ রাজা হইয়া আসিতেছেন। ক্রমে সহস্র পুরুষ বিগত হইয়াছে; এখনও সেই ইন্দ্রের বংশধরেরাই উত্তরোত্তর রাজা হইয়া সেই রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। ২৯। সেই ত্রসরেণুর মধ্যে সেই যে সঙ্কল্প-কল্পিত জগৎ বিদ্যমান, তাহাতে এখনও ইন্দ্রবংশধরগণই ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেছেন। জানিবে,—সেই আকাশমধ্যস্থ সৌরকরপূত ত্রসরেণু ক্ষত বা বিগলিত হইয়া গেলেও সেই যে ইন্দ্ররাজ্য, তাহা এখনও বিলোপপ্রাপ্ত হয় নাই। ৩০

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ

ভুসুণ্ড বলিলেন,—ঐ যে ত্রসরেণুর মধ্যস্থ জগতের কথা বলিলাম, ঐ জগতে ইন্দ্রের বংশধর একটি সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজা একদা সুরাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই জন্মই তাঁহার শেষ জন্ম। ঐ দেহের বিলয় ঘটিলে তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না; তিনি একেবারেই নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশবলে তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। ১-২। ঐ রাজা বিদিতবেদ্য হবির্ভোজী অমরকুলের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ইন্দ্রবংশে রাজা হইয়া সর্ব্বদা কেবল যথালব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ৩

কোন সময়ে দানবদিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম বাধিল। সেই যুদ্ধে দানবদল পরাভূত হইল। অনন্তর, অজ্ঞানোত্তীর্ণ দেবরাজ এক শত যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিলেন। ৪। পরে কোন কার্য্যব্যপদেশে তিনি মৃণালতন্তুব গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সূক্ষ্ম মৃণালতন্তুর গর্ভে থাকিয়াও সংগ্রামে জয় কিম্বা পরাজয় প্রভৃতি অশেষবিধ ঘটনার অনুভব তিনি করিতে লাগিলেন। ৫। ঐ দেবরাজ পরম জ্ঞানী। কোন সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইল, আমি বিধিমত ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করি। ইচ্ছামাত্র তিনি একান্তে সমাসীন হইয়া ধ্যানযোগে তাহাই দর্শন করিতে লাগিলেন। ৬। তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর বিক্ষেপের যাবতীয় হেতু তিনি বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রশান্ত হইল। যিনি সর্ব্বশক্তিশালী ও সর্ব্বদ্রব্যময় পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। ৭। সেই ধ্যানমগ্ন ইন্দ্র তখন দেখিলেন—পরব্রহ্ম সর্ব্বময়; তিনি সকল বস্তুতে বিরাজমান; তাঁহার অসংখ্য হস্তপদ সর্ব্বত্র সুপ্রসারিত; তাঁহার মস্তক, মুখ ও চক্ষু সর্ব্বদিকেই বিরাজিত; তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংখ্যা নাই। ৮

সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া শোভমান। তাঁহাতে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে, তাঁহাদের রূপাদি বিষয় গ্রহণের কোনই সামর্থ্য নাই; অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রূপাদি বিষয়-গ্রহণের নিখিল শক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বত্র অনাসক্ত, অথচ তিনিই সকলের ধারণকর্ত্তা; তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। চরাচর যাবতীয় ভূতগ্রামের অন্তরে বাহিরে তিনি সদা অধিষ্ঠিত। ৯-১০। তিনি অতীব সূক্ষ্ম; কাজেই তাঁহাকে বিদিত হওয়া অসম্ভব। তিনি দূরস্থ হইলেও সমীপস্থ চন্দ্র-সূর্য্যরূপে তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজিত এবং পৃথ্বীরূপে সর্ব্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান। তিনি পর্ব্বতাকারে সকল স্থানেই প্রতিভাত এবং সাগরাকারে সর্ব্বত্রই সংস্থিত। ১১-১২। সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থের সাররূপে তাঁহার অধিষ্ঠান। আকাশরূপে সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজ করিতেছেন। তিনি সংসাররূপে—এই বিশাল জগদাকারে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত। ১৩। তিনি সর্ব্বত্র মোক্ষরূপে বিরাজমান, আদ্য চিদাকারে তিনি স্ফুরিত এবং সকল পদার্থের রূপধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; অথচ এ সকলের কিছুই তাঁহাতে নাই; তিনি সর্ব্ব-বিবর্জ্জিত। ১৪। ঘট, পট, অগ্নি, বায়ু, বৃক্ষ, ভূধর, সাগরে তিনি আছেন, পটে আছেন, অনলে আছেন, অনিলে আছেন, তরু, গিরি, আকাশ কোথায় তিনি নাই? সর্ব্বত্রই তাঁহার বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫

এইভাবে পরব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে দেখিতে দেবরাজ ইন্দ্র সেই সূক্ষ্ম পরমাণু-গর্ভেই নানাবিধ প্রাণীর নানা চেষ্টা ও স্বর্গ-নরকাদিসঙ্কুল ত্রিভুবন প্রত্যক্ষ করিলেন। ১৬। আবির্ভাব ও তিরোভাব-কালাত্মক চিন্ময়-আত্মার গর্ভেই মরীচের

মধ্যস্থ তীক্ষ্ণতার ন্যায় এবং আকাশস্থ শূন্যতার ন্যায় এই ত্রিভুবন শোভমান। ১৭। জীবভাব-শূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানে এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে করিতে ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। ১৮। তৎপরে তিনি ধ্যানযোগে সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মে দর্শন করত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এ সৃষ্টি আমারই। ১৯। এইপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্র প্রথমে পাতাল হইতে স্বর্লোকান্ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করত শেষে ইন্দ্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ইন্দ্রদর্শনে স্বীয় ‘ইন্দ্র’ ইত্যাকার অহং-সংস্কারের উদ্বোধনে, স্বয়ংই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রত্বলাভের পর তিনি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ত্রিজগৎ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০

হে বিদ্যাধরগণশ্রেষ্ঠ! সেই দেবরাজ পূর্ব্বতন ইন্দ্রের বংশে সঞ্জাত হইয়া অদ্যাপি সেই ভাবেই অধিষ্ঠিত আছেন। ২১। সেই যে তিনি মৃণালসূত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানযোগাভ্যাস বশতঃ সে ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। ২২। ত্রসরেণুর মধ্যস্থ ইন্দ্র আর মৃণালসূত্রের মধ্যস্থ ইন্দ্র, এই যে উভয় ইন্দ্রের উল্লেখ করা গেল, এই আকাশমধ্যে ঐরূপ শত সহস্র ইন্দ্রের ঐরূপ শত সহস্র ঘটনা চলিয়া গিয়াছে এবং এই বর্ত্তমান সময়েও চলিতেছে। ২৩-২৪। যখন যোগভূমিকাগুলি ক্রমে ক্রমে সমস্তই অধিগত হয়, তখন ব্রহ্মপদ অর্দ্ধসাক্ষাৎকৃত অবস্থায় সমাগত হইতে থাকে। এই যে অতিদীর্ঘা মায়া-নদী দৃশ্যরূপ তরঙ্গভঙ্গিমায় চঞ্চল হইতেছে, ইহাও তখন সেই ব্রহ্মপদের অনুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই সত্যস্বরূপ পূর্ণালোকে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। ২৫-২৬

হে নিষ্কলুষ! আত্মদর্শন ঘটিলে মায়ার যে এইভাবে মূলে চ্ছেদ সাধিত হয়, ইহা বড় একটা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মায়ার উদ্ভবও আকস্মিক দেখা যায়; কারণ, বাস্তবিক তো মায়া নাই অথচ যে কোন সময়ে যথা তথা হইতে মায়ার আবির্ভাব ঘটে। মায়ার যেমন আবির্ভাব ঘটে, অমনি উহা দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া প্রকাশ পায়। মেঘ হইতে যেরূপ বৃষ্টি, অহম্ভাবরূপ বৈচিত্র্য হইতেই তদ্রূপ ঐ মায়ার উদ্ভব। যদি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা স্বরূপনির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে রৌদ্রতাপে হিমবিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ উহা বিনাশ পাইয়া থাকে। ২৭-২৮। ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষিভূত এবং পরমার্থ-দর্শনে সর্ব্ববিধ বিকল্পবিহীন; এই জন্য অহম্ভাববশে বিতত মানস বিকল্প বা ইন্দ্রিয়বিকল্প কিছুই তাঁহাতে নাই। এইভাবে বিচার সহকারে সমস্ত শেষ করিলে, পরে যাহা অবশেষ থাকে, তাহাও আকাশ ও চিদাভাসস্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ২৯

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশ সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—হে বিদ্যাধর! 'আমি' 'তুমি' ভাব যেখানে বিদ্যমান, পূর্ব্ব হইতেই তথায় জগৎ বিরাজ করে। এই জন্য পরমাণু ও ত্রসরেণু এই দুইয়ের মধ্যেও ইন্দ্রের জগৎপ্রকাশ ঘটিল। ১। এই জগদ্ভ্রান্তি আকাশ-নীলিমার ন্যায় সমুদ্ভূত; অহংভাব ইহার মূল। যিনি অহন্তাবাভিমানী আত্মা, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই এই ত্রিজগতের মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত। ২। অহন্তাব যেন বৃক্ষ বীজ; সে বীজ ব্রহ্ম-গিরির আকাশ-বনে বাসনারসে পরিষিক্ত হয়; তৎপরে তাহা হইতেই এই জগত্তরুর আবির্ভাব ঘটে। ৩। ঐ যে নক্ষত্রসমূহ দৃষ্ট হয়, উহারাই সেই জগত্তরুর পুষ্পসমূহ; মেঘ-নীহারিকাময় পর্ব্বতরাজি উহার পল্লবদল; নদীসমূহ উহার শিরাপংক্তি এবং বাসনামূলক ভোগরাশি উহার ফলসমষ্টি। ৪। অহন্তাব যেন সলিল; এই জগৎ সেই সলিলের স্পন্দন। চিত্তের চমৎকারিতা উহার মধুরিমা; পরপর বাসনা-বিস্তার ঐ অহন্তাবরূপ সলিলের স্পন্দরূপ জগত্তরঙ্গমালার দ্রব পদার্থ। ৫। তারকাসমূহ ঐ অহন্তাব-জলের বিন্দুরাজি; অনন্ত গগন উহার অসীম-খাত; এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব ঐ অহন্তাবরূপ জলাশয়ের ঘোর আবর্ত্ত। পর্ব্বতশ্রেণী উহার তরঙ্গ-বুদ্বুদাবলী; এ জগতে যত জীব বিদ্যমান, তাহারা উহার আলেখ্য-চিহ্নবৎ রেখারাজি; চন্দ্র ও সৌরালোকসমূহ উহার ফেননিকর; এই ব্রহ্মাণ্ড ঐ অহন্তাবরূপ জলাশয়ের বুদ্বুদমালা। ৬-৭। এই জলাশয়ের উপর একটা বৃহৎ সেতু আছে, উহাকে মোহসেতু বলে। এই সেতুই মুক্তি-নগরীতে প্রবেশের অন্তরায়। এই যে ভূভাগ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ঐ অহন্তাব-জলাধারের পঙ্কপিণ্ড। চিদাভাসক জীব সকল এই জলাশয়ের বাসনা। পবনস্পন্দনের ন্যায় ঐ অহন্তাব কদাচিৎ অনুভূত হয়, আবার কখন কখন বা দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে। ৮-৯। তোমায় স্পষ্টই বলিয়াছি যে, এই অহন্তাবই জগৎ। অপিচ, এই অহন্তাব যেন একটা পদ্ম; ইহার গন্ধকেই তুমি জগৎ বলিয়া জানিবে। ১০। বায়ু ও বায়ুস্পন্দ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহন্তাব ও জগৎ পরস্পরে অভিন্ন। উভয়ে একই পদার্থ। দ্রবত্ব যেরূপ জলের এবং উষ্ণত্ব যেরূপ অগ্নির, তদ্রূপ এই জগদ্ভাব অহন্তাবেরই। জগৎ ও অহন্তাব এই উভয়ের মধ্যেই উভয় বর্ত্তমান। ১১। এই অহন্তাব ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়তাতেই প্রাদুর্ভূত; ইহারা উভয়ে আধার ও আধেয়ভাবে

পরিব্যক্ত। ১২। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত বাহ্য বস্তুসমূহের অভাব দ্বারা জগতের বীজভূত অহন্তাবের ক্ষালন করিতে সমর্থ, জল-সহযোগে যেরূপ চিত্র ধৌত করে, তিনিও তদ্রূপ এই জগৎমূলকে ধৌত করিতে পারেন। ১৩

স্পষ্ট কথা এই যে, অহং বা ত্বং নামে কোন বস্তুই নাই, সুতরাং এই যে 'ত্বং' অহংভাব, ইহাও কিছুই নহে। উহা শশশৃঙ্গবৎ অলীক পদার্থ। ১৪। ব্রহ্মপদ অতীব বিস্তৃত ও অনন্ত; তাহাতে সঙ্কল্পের লেশমাত্র নাই; অহন্তাবেরও কোন বীজ নাই, সুতরাং ঐ অহন্তাব—অবস্তু অসত্য। ১৫। লৌকিক ব্যবহারে সম্ভবপর হইলেও উহার হেতু কিছুই নাই। বন্ধ্যার পুত্র যেরূপ অলীক, ইহা তদ্রূপ অলীক বস্তু। অহন্তাব কোথাও নাই; যখন উহা নাই, তখন জগতের অস্তিত্ব কোথাও নাই। এ জগতের অভাবই যখন সিদ্ধ, তখন যে যৎকিঞ্চিদবশিষ্ট, তাহাই চিন্ময় নির্ব্বাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি শান্ত হও—সুখে অবস্থিতি কর। ১৬-১৭। এখন বুঝিয়া দেখ, ঐরূপ যুক্তিযোজনায় এই জগৎ ও অহন্তাব দুইয়েরই অভাব প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং বাহ্যিক রূপের কথাই বল, আর মনের কথাই বল, কিছুই ত তোমার নাই। যাহার অভাব, তাহার একেবারেই অভাব; সুতরাং অবশিষ্ট কেবল তুমিই;— তুমিই শান্তভাবে অধিষ্ঠিত। হে বিদ্যাধর! তোমার সমীচীন জ্ঞানলাভ হইয়াছে, সাবধানে থাক, আর কদাচ মিথ্যা ভ্রান্তি অর্জ্জন করিও না। জানিও— তুমি কল্পনাকলুষ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত;—তুমি শুদ্ধ, শান্ত, শিবময়, নিত্য ঈশ্বর। এই আকাশ অধ্যারোপক্রমে ভূধরবৎ হইয়া উঠে, আবার অপবাদক্রমে এ জগৎ-প্রপঞ্চ পরমাত্মবৎ সূক্ষ্ম আকাশরূপে প্রতিভাত হন। ১৮-২০

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ

ভুষুণ্ড বলিলেন,—আমি এই পর্য্যন্ত বলিবার পর নেত্রপাত করিয়া দেখি,—বিদ্যাধরপতি সমাধি-মগ্ন হইয়াছেন ; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ১। ঐরূপ দেখিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ যত্নপর হইলাম ; কিন্তু সে যত্নে কোন ফল দর্শিল না ; বিদ্যাধরপতি কোনমতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। তিনি তখন পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইলেন। ২। তৎকালে বাহ্যদৃশ্যবিষয়ে তাঁহার আর দৃষ্টি নাই। আমি যেটুকু উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহাতেই তিনি পরমপদ লাভ করত কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার জন্য আমাকে আর বিশেষ যত্নস্বীকার করিতে হইল না। ৩

তখন বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাম ! এই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে, জলে তৈলবিন্দু পতিত হইলে যেমন তাহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ সুনির্ম্মল চিত্তে উপদেশ দিলেও তাহা প্রসৃত হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাদৃশ উপদেশ সহজেই ফলোপধায়ক হয়। ৪। অহম্ভাব বলিয়া কোন একটা বস্তু নাই ; সুতরাং তুমি আর চিত্তমন্দিরে অলীক অহম্ভাবনা পোষণ করিও না। যাহাতে শান্তিসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই জন্য যত্নশীল হও। ইহা ছাড়া তোমাকে আর কি উপদেশ দিব ? জানিও,—ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ৫। মসৃণ মুকুরের উপর যদি নির্ম্মল মুক্তাফল স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেরূপ গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়, এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ তদ্রূপ অভব্য অধম লোকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া থাকে ; ফল কিছুই হয় না। ৬। সূর্য্যকান্তমণির উপর সৌরকিরণ পড়িলে তাহা যেমন অগ্নি উদ্গিরণ করে, এই উপদেশ তদ্রূপ যখন ভব্য সভ্য পুরুষের চিত্তে পতিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়, তাহাতে বিচার উপস্থিত হয় ; সে বিচারে মোহনাশক অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। ৭। দুঃখ যেন কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী তরু। একমাত্র অহম্ভাবনাই উহার বীজস্বরূপ। মমত্বভাব উহার মূল-স্কন্ধাদি ; এই সমস্ত হইতেই অনুরাগাদি কত শত শাখার উদ্ভব হয়। ৮

রামচন্দ্র বলিলেন,—হে ঋষিপ্রবর ! ঐ প্রকার তত্ত্বজ্ঞান যে ব্যক্তির নাই, তাদৃশ লোকও ত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই যে দীর্ঘজীবিত্বের কারণ, এরূপ নিয়ম অবশ্য নাই। যাঁহারা বহুদিনকৃত অভ্যাসবলে

চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, স্বল্পমাত্র উপদেশদানেই অভয়জনক পরমপদ তাঁহাদের করতলগত হয়। ৯-১১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—পক্ষিশ্রেষ্ঠ ভুষুণ্ড জীবন্মুক্ত; তিনি আমাকে পূর্ব্বকথিত বৃত্তান্ত সকল বলিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন; বোধ হইল, যেন জলদপটল ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রতিভাত হইল। ১২। হে রাম! সেই জীবন্মুক্ত ভুষুণ্ড কাক এবং তদ্বর্ণিত সেই বিদ্যাধর, এই দুইয়ের সঙ্গেই পরে আমি বিদায়-সম্ভাষণ করিলাম; তৎপরে ঋষিকুল-পরিশোভিত আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ১৩। হে রাম! উপদেশবলে বিদ্যাধরের যে প্রকারে আশু তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক ভুষুণ্ড কাকের উক্তি-প্রত্যুক্তি ত্বৎসকাশে এই আমি প্রকাশ করিয়া কহিলাম। ভুষুণ্ডের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারাদি কেবল অল্পদিনের কথা নহে, সে সময় হইতে অদ্যাবধি প্রায় একাদশ দিব্য যুগ সমতীত হইল। ১৪

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! যে ইচ্ছা শুভাশুভ ফলের জনয়িত্রী, যাহাতে সংসারফল জন্মায়, অহংভাব পরিত্যক্ত হইলে অন্তরেই তাহা উপশান্ত হইয়া থাকে। ১। অহম্ভাবের অভাববোধ অভ্যাস করিতে হয়; পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সর্ব্বত্রই তুল্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে সংসার-রোগের অবসান হয়, আর কদাচ সংসার-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে হয় না। ২

পরমাত্মজ্ঞান অগ্নিচূর্ণ বা বারুদস্বরূপ; তাহাতে অগ্নিসংযোগ হইলে, তাহার প্রভাবে এই অহংভাবাদি দৃশ্য পদার্থসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যত কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, এই দেহযন্ত্রও তন্মধ্যে অন্যতম; নলীকাস্ত্রের মধ্যস্থ অগ্নিচূর্ণে বহ্নি সংযুক্ত হইলে তদন্তর্গত পাষাণগুলিকাদি যেরূপ কোথায় চলিয়া যায়, তদ্রূপ এই দেহযন্ত্র পরমাত্মজ্ঞানের উদয়ে অহম্ভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাহা হইতে বহুদূরে প্রস্থান করে। অহংভাবের অভাবভাবনায় চৈতন্য-জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়; তাহার প্রভাবে অহম্ভাবরূপ নীহাররাজি কোথায় যেন উড়িয়া সহসা বিলীন হইয়া পড়ে। উল্লিখিত চৈতন্যজ্যোতিতে অহঙ্কাররস

শুষ্ক হয়; তাহাতে শরীররূপ পত্র বিবর্ণ হইয়া যায়। পরন্তু ঐ অহন্তাবরস তখন যে কোথায় প্রস্থান করে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। ৩-৭। অহন্তাবের অভাবভাবনা যেন সূর্য্যরশ্মিস্বরূপ; উহা যখন শরীরপত্র হইতে অহন্তাবরসকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, তখন তাহা পরভাগ বা ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া থাকে। ৮

দেহ যেন বটবীজ; উহা শয্যা, পঙ্ক, গিরি, গৃহ, আকাশ, জল, স্থল, যেখানেই থাকুক,—স্থূল, সূক্ষ্ম, নিরাকার, রূপান্তরিত, নিদ্রিত, জাগরিত, ভস্মীভূত, গৃহীত, স্থানান্তর-নীত, নিমগ্ন, দূরস্থ বা নিকটস্থ যাহাই না কেন হউক—অন্তরে অহন্তাবরূপ অঙ্কুর রাখিয়া তাহা হইতে সংসারাখ্য শাখা-প্রশাখা ক্ষণকালমধ্যেই প্রকাশিত করিয়া থাকে। ৯-১১। অহন্তাবকে বটবীজ বলিয়া বর্ণন করা যায়। কারণ, এই বীজের মধ্যেই তো দেহাকার বৃহৎ বৃক্ষ বর্ত্তমান। ১২। এই বৃক্ষই যেখানে সেখানে সংসারাখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া থাকে। বীজগর্ভেই শত শত শাখা, পত্র ও পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধ তরু শোভমান। ইহা যেরূপ প্রত্যক্ষ, এই নিখিল প্রপঞ্চজ্ঞানযুত শরীর যে সূক্ষ্ম অহন্তাবের অন্তর্নিহিত, তাহাও তদ্রূপ জ্ঞান-নেত্রের বিষয়ীভূত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত চিদাকাশকেই নিজের স্বরূপ বলিয়া স্থির করেন, শরীর বিদ্যমানেও অহন্তাবের সত্তা তাঁহার থাকে না; সে ব্যক্তি 'জীবন্মুক্ত,—বিদেহ-মুক্ত হইয়া থাকেন। অলীক অহন্তাববীজ তদীয় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়; কাজেই সে বীজের গর্ভ হইতে আর কদাচ সংসারতরু জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। ১৩-১৪

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! মূঢ় ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে যে, মৃত্যু ঘটিলেই মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ কথা সম্পূর্ণই অলীক। পণ্ডিতদিগের মত এই যে, যত দিন পূর্ব্বভাবের বিস্মরণ ও তত্তদ্ভোগাদৃষ্ট-ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল যে সঙ্কল্পান্তরের দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহাকেই মৃত্যু বলে। ১। তোমার সমক্ষেই দেখ, ঐ মেরু, মন্দর আদি ভূধররাজি জলবিম্বিত শৈলজালবৎ অলীক হইলেও যেন দিগ্মারুত-যোগে সমন্তাৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে। একই প্রকার ভোগাদৃষ্ট লইয়া যাহারা বর্ত্তমান, তাহাদিগের অন্তরে

অনন্ত সংসার-পরম্পরা কদলীত্বক্‌বৎ পর পর সমাকারে একত্রীভূত আর যাহারা ভিন্নাকার ভোগাদৃষ্টশালী, তাহাদিগের সংসারসংস্থান তাদৃশ নহে; তাহা শূন্যে শূন্যাকারেই বিরাজ করে। ২-৩

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনি কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত যেন বায়ুবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। আপনার এ কথার তাৎপর্য্য কি, আমার বোধগম্য হইল না। ৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বীজগর্ভে যেরূপ বিশাল বৃক্ষ বিদ্যমান, প্রাণের মধ্যে তদ্রূপ চিত্ত এবং চিত্তমধ্যে এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরাজমান। নদীজল স্বভাবতঃ তরল; তাহা যেরূপ সাগর-সলিলে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ জীবের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির পর তাহার প্রাণবায়ুও গগনতলস্থ মহাবায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। ৫। প্রাণবায়ু যৎকালে গগনে বায়ুবেগে পরিচালিত হয়, তখন উহাদের অন্তরালে সঙ্কল্পময় জগৎ সকলও সমন্তাৎ সঞ্চরণ করিতে থাকে। ৬-৭। জ্ঞান-দৃষ্টিযোগে স্পষ্টই আমার উপলব্ধি হইতেছে, অখিল দিগ্‌বলয়ই সঙ্কল্পাত্মক অনন্ত জগতে প্রাণ-বায়ুময় আকাশ-বায়ু দ্বারা পূর্ণ। আমার ন্যায় তুমিও জ্ঞাননেত্র বিস্ফারিত করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে,—ঐ সঙ্কল্পময় বিশ্বপ্রপঞ্চে মেরু-মন্দরাদি ভূধরশ্রেষ্ঠ সকল অহর্নিশ ঘূর্ণিত হইতেছে। ৮-৯। তৈল যেরূপ তিলমধ্যে প্রগাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট, আকাশ-বায়ুর অভ্যন্তরে তদ্রূপ প্রাণবায়ু, প্রাণবায়ুর অন্তরালে মন এবং মনের অন্তরালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরাজমান। ১০। গগনপ্রায় মনোময় প্রাণবায়ু যেরূপ গগন-বায়ুর বেগভরে সমন্তাৎ পরিচালিত হয়, জানিবে,—তাহার অঙ্গীভূত জগৎপুঞ্জও তদ্রূপ পরিচালিত হইয়া থাকে। ১১। এই জগত্রয় স্বেদজাদি চারিপ্রকার প্রাণিপুঞ্জে পূর্ণ এবং ব্যোম ও ক্ষিতি প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোনই পদার্থ নহে; ইহার বস্তুত্ব না থাকিলেও ভ্রান্তিবশে পুষ্পাদির সৌরভবৎ ইহা সর্ব্বত্রই সঞ্চরণশীল বলিয়া অনুমিত হয়। ১২

হে রাম! স্বপ্নদৃষ্ট নগর-সমূহ যেরূপ অলীক, এই সঙ্কল্পময় জগৎপ্রপঞ্চ তদ্রূপ অলীক ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এই জগৎপুঞ্জের অলীকত্ব জ্ঞাননেত্রেই লক্ষিত হয়; বাহ্য-দৃষ্টিতে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩। ঐ জগজ্জাল গগন অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম এবং সর্ব্বত্র নিরন্তরই উহা বর্ত্তমান। কিন্তু কল্পনা হইতে সঞ্জাত বলিয়া উহারা কিছুই নহে; সুতরাং সম্পূর্ণই অচালিত। ১৪। বায়ুগত শূন্যময় সৌরভ যেরূপ সর্ব্বত্র চালিত হয়, এই শূন্যস্বরূপ জগজ্জালও তদ্রূপ চালিত হইতেছে। ঘটাদি পাত্র স্থানান্তরে নীত হইলেও তন্মধ্যস্থ আকাশের

যেরূপ বিপর্য্যয় ঘটে না, তদ্রূপ এই ত্রিজগৎ-ভ্রমময় চিত্তের স্পন্দনাদি হইতে থাকিলেও আত্মার স্পন্দন নাই, তিনি নিশ্চলভাবেই বিরাজিত। মৃত ব্যক্তিদিগের নিকট এ জগৎ কেবল সঙ্কল্পময় বলিয়া যেরূপ অলীক ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ তোমার দৃষ্ট জগৎও অলীক বলিয়াই বুঝিবে। জগৎ বলিয়া এই যাহা সমুদিত হইতেছে, উহা কেবল অলীক ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরন্তু ঐ যে জগদ্ভ্রম, উহারও প্রকৃতপক্ষে উদয় বা লয় কিছুই নাই। যে সময় জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, তৎকালে ঐ ভ্রমই আবার ব্রহ্মরূপ বলিয়া বিবেচনাস্থল হইয়া দাঁড়াইবে। ১৫-১৯। ঐ জগৎ বাস্তবপক্ষে ভ্রান্তিসঙ্কুল; তথাচ উহাকে যদি তুমি সমুদিত বা আকাশবায়ুবেগে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তরণীমধ্যস্থ আরোহিগণ যেরূপ নৌকার চলন অনুভব করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ জীবকুল পৃথিবীস্থ হইলেও উহার স্পন্দনাদি লক্ষ্য করিতে অক্ষম। চিত্রণ-পটু ব্যক্তি সাধারণ কাষ্ঠস্তম্ভে যোজনবিস্তৃত বিশাল প্রাসাদ চিত্রিত করে, কিন্তু উহার ক্ষুদ্রত্ব-কল্পনায় উহা যেরূপ ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমিত হয়, তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তরালেও বিপুলত্ব কল্পনায় বিপুল জগৎ উপলব্ধ করিয়া থাকে। ২০-২২

মূষিকেরা রত্নগৃহে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা যেরূপ রত্ন অপেক্ষা ধান্যাদি দ্রব্যকেই সমধিক অভীষ্ট জ্ঞান করে এবং শিশুরা যেরূপ কনকময় অলঙ্কারাদি অপেক্ষা মৃৎপুত্তলিকা প্রভৃতিতেই বিশেষ আদর দেখায়, তদ্রূপ ক্ষুদ্রাশয় অজ্ঞ ব্যক্তিরা ক্ষুদ্রতম দ্রব্যকেই মহৎ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। চিত্তের যে ইহকাল, পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলের ভাবনা হয়, মোহান্ধ জীবাত্মার অলীক ভ্রমবশেই তাহা ঘটে। ২৩-২৪। এইটি ঘৃণার্হ আর এইটি উপাদেয়, এইরূপ বোধই আন্তরিক অজ্ঞতা; মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হউক, তথাপি যাবৎ না তাহার ঐ প্রকার ব্যবহারিক প্রারব্ধ ক্ষয় পায়, তাবৎ কিছু না কিছু মূঢ়তা তাহার থাকিবেই। ২৫। এই জন্যই সাধারণ লোকের স্বীয় অবয়বদর্শনের ন্যায় সমষ্টি-জীবরূপ হিরণ্যগর্ভনামা পুরুষ স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞতা বিদ্যমানেও অন্তরে বিশাল জগৎ দর্শন করিয়া থাকেন। ২৬

আত্মাকাশ শুদ্ধ চৈতন্যময়, অজ, অনন্ত, অব্যয়। তিনি মায়াবৃত হইয়া পড়েন বলিয়াই এই নিখিল জগৎ আত্মাকাশেরই অবয়বরূপে প্রকাশমান। ২৭। লৌহপিণ্ড যদি কোনকালে চৈতন্য লাভ করে, তবে সে দেখিতে পায়, তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাকারে ক্ষুর ও সূচী প্রভৃতি দ্রব্যগুলি বিরাজিত আছে।

এইপ্রকার দৃষ্টান্তে বলা যায়, জীবও নিজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ফলেই এই ভ্রমময় জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করিতেছে। ২৮। মৃৎপিণ্ড বাহ্যদৃষ্টিতে অচেতন হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সকল পদার্থই আত্মময় বলিয়া সচেতন; শরাবাদি পাত্র যেরূপ উহার নিজের অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ জীবও এই জগদ্বিস্তারকে নিজ অঙ্গরূপে অবধারণ করিতেছেন। ২৯। ঐভাবে আরও বলা যায় যে, অঙ্কুর সচেতন হউক অথবা অচেতন হউক, সে যেরূপ বৃক্ষ-পদার্থ বৃক্ষত্বকে এবং দর্পণ যেরূপ বাহ্য ও অভ্যন্তর দর্শনে প্রতিবিম্বিত ও অপ্রতিবিম্বিত নগরকে ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত দর্শনে অনুভব ও অননুভব করিতে থাকে, তদ্রূপ যিনি অখণ্ড অদ্বয় শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্ম,—তিনিই মাত্র ত্রিজগৎ দর্শন করিতেছেন। ৩৭-৩১

তাত! এই জগত্রয় যেরূপ কেবল অসত্য দেশ, কাল, ক্রিয়া ও বস্তুময়, এই অহম্ভাব বা আমিত্বও তদ্রূপ; প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, উক্ত উভয়ই আত্মা; তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই হেতু অহম্ভাব ও জগৎ এ দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্রই নাই। ৩২। অচেতন মৃত্তিকাপিণ্ডাদি কল্পনামাত্র; তাহা দ্বারা উপমা দেখাইয়া আমি তোমাকে যে বুঝাইবার যত্ন করিয়াছি, তাহাতে উপমার একাংশ লইয়াই উপমেয়ের সমতা অনুভব করিতে হইবে। ৩৩। এই যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছ, ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপে অতি সূক্ষ্ম জীবেরই শরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং যে সময় জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, তৎকালে বুঝিতে পারিবে,—যাহা সকল প্রকার বিবর্ত্ত-জ্ঞানশূন্য, বিশুদ্ধ, পরম পদার্থ, তাহাতে পদার্থান্তরের সংশ্লেষহীন নির্ম্মল হীরকের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ৩৪-৩৫। মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে জন্য যথায় যখন যে ভাবে যাদৃশ বিকল্পজ্ঞান উদ্ভাবিত করিয়া বসে, চিন্ময় আত্মা তদর্থ সেখানে সেই সময়ে সে ভাবে সেইরূপেই বিরাজমান থাকেন। ৩৬

গগনে যেরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ মন অচৈতন্য বলিয়া তাহাতে স্বতই সঙ্কল্পোদয় অসম্ভব। সুতরাং দেখা যায়, মনে যে সময় চৈতন্যময় আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হন, তৎকালেই তাহাতে সঙ্কল্পোদয় ঘটে। ৩৭। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চিত্তে যে যেরূপ বিকল্পজ্ঞানই সমুদিত হয়, সকলই অসৎ; চিদাকাশ অনন্ত ও সর্ব্বপরিব্যাপ্ত, তাই সকলই চিদাকাশের,—মনের কিছুই নহে। কিন্তু অন্তরে জ্ঞানোদয় হইলে কোনপ্রকার বিকল্পযোগই তাহাতে পরিস্ফুরিত হইতে পারে না। সঙ্কল্প-কল্পিত যাবতীয় অলীক বস্তু যে কখনও কল্পনাযোগ্য অলীক বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না, ইহা তো

শিশু-প্রকৃতির হৃদয়েও সত্য বলিয়াই উপলব্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে, যেরূপ স্বপ্নলব্ধ বস্তু, তদ্রূপ উহা সত্যস্বরূপে অনুভবযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণই অলীক। তাহার হেতু এই প্রত্যক্ষ কর যে, কেহ কদাচ কি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়া থাকে? ৩৮-৪০। কূটস্থ সত্যাত্মা সঙ্কল্প, বাসনা ও জীব, এই তিন বস্তুকেই চিত্রিত রাখিয়াছেন। সুতরাং বলা যায়, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যেরূপ স্বপ্নপুরুষেরই বাহন, পরন্তু সত্য পুরুষের নহে, তদ্রূপ অসত্য চিত্রিত জীব, এই সঙ্কল্পময় চিত্রিত অলীক সংসারকে সত্য জ্ঞান করিলেও তাহা যে বস্তুতঃ অলীক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ অসত্য সংসার অসত্য জীবের ;—পরন্তু যিনি সত্য কূটস্থ আত্মা, তাঁহার নহে। ইহা নিঃসন্দেহ বুঝিবে। ৪১

হে রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানের অগ্রে সত্য সনাতন ব্রহ্ম যেরূপ এ জগতে জগৎরূপে স্বীয় সত্তা বিস্তার করত সত্যনামে নির্দ্দিষ্ট হন, তদ্রূপ যৎকালে তত্ত্বজ্ঞানের দয় হয়, সেই সময়ে তাঁহার জগৎস্বরূপতার বিলয়ে তিনি অসত্যনামের আস্পদ ইয়া থাকেন। ঐ সত্য ব্রহ্ম যদিও অবিদ্যার আবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসার-ালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তথাপি তিনি যে নিত্যমুক্ত, এ কথা নিশ্চিত সত্য। ারণ, যখন আতিবাহিক শরীরের মধ্যে একমাত্র অবিদ্যার বিলোপসাধন ঘটে, খনই জীবস্বরূপ আত্মা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এ সংসার হইতে হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন। এই জন্যই বলিয়া আসিতেছি, এ জগতের বিস্ত-ানতা কল্পনাবশেই; প্রকৃতপক্ষে উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ৪২

এই জগৎপুঞ্জ যে গগনাঙ্গনে পবনবেগে শাল্মলী-তূলার ন্যায় পরিচালিত হইতেছে, হা কেবল অজ্ঞানদৃষ্টিতেই নির্ণীত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত রিয়া দেখিলে ইহাই বিপুল অচলখণ্ডবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। এই তু বলা যায়, এই শূন্যময় বিশাল জগৎ যাবতীয় বস্তুর ভাণ্ডস্বরূপ; অবিদ্যার শেই ইহাতে অসীম অনন্ত জগৎ-পরম্পরা বিরাজমান। ইহার মধ্যে কতিপয় াত্র জীবের ভোগাদৃষ্ট তুল্য; সেই হেতু কতকগুলি জগতের সাম্য এবং কতকলির ভোগাদৃষ্ট অসমান, তাই কতকগুলি জগতের অনৈক্য। ৪৩

হে রামচন্দ্র! এই জগৎপুঞ্জ নিজেরই অন্তরস্থ নিখিল ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ ইয়া স্বর্গাদি লোকের তুল্য এবং বিবিধ কর্ম্ম-পরম্পরাসমাকুল দিগ্‌দিগন্তস্থ বায়ে সমাকীর্ণ। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিশালী; সেই হেতু এ সকল জগৎ অনন্ত-পে বিকাশমান। উহারা বদ্ধমূল বলিয়া জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ল জলমধ্যগত প্রতিবিম্বের ন্যায় যার-পর-নাই ক্ষণবিনশ্বর। উহারা চি[illegible]য়

মহাসাগরের তরঙ্গরাজির ন্যায় স্ফুরণশীল। উহাদিগকে অনেক সময় চিরস্থির বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা যে নশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত জগৎ জাগ্রদবস্থায় উন্মীলিত সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা নিমীলিতই ; অন্য দিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসমান থাকিলেও অজ্ঞানান্ধকারে সমাহিত। ৪৪-৪৬। দেখ, নানা নদী-সমূহের বারিরাশি যেরূপ নানা নদীতে বিভিন্নভাবে অবস্থান করিলেও সাগরসলিলে বিশেষভাবে বিমিশ্রিত এবং নভঃ-প্রাঙ্গণে ঐ যে একই সময়ে উদীয়মান চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্যোতি সম্যক্ সম্মিলিত থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে যেরূপ অসম্মিলিত, ঐ যে জগৎ-পরম্পরার কথা বলিলাম, উহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। ৪৭

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—তপোধন! জীবের স্বরূপ, তাঁহার স্থূলদেহ-ধারণের প্রকার, তদীয় পরমাত্মতা এবং তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারের উপায়, এই সমস্ত কীদৃশ, তাহা মৎসকাশে ব্যক্ত করিয়া বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যিনি আপনার সঙ্কল্পবশে চেত্যনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহার এক নাম চিৎ এবং যিনি অনন্ত চেতনাকাশ, সেই ব্রহ্মকেই পণ্ডিতেরা জীব নামে নির্দ্দেশ করেন। ২। তিনি সূক্ষ্ম নহেন, স্থূল নহেন ; শূন্য নহেন, শূন্যান্তর্গত আকাশ নহেন ; কিছুই নহেন। ব্রহ্ম একমাত্র চিৎস্বরূপ এবং সর্ব্বগত ; তিনি স্বকীয় অনুভবযোগেই প্রকাশমান। ৩। যত কিছু সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্মতম এবং যত কিছু স্থূল বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও তিনি স্থূলতম। তিনি কোন পদার্থস্বরূপ নহেন ; অথচ তিনি সর্ব্বদ্রব্যস্বরূপ। মনীষিগণ বলেন, তিনিই অবস্থাভেদে জীব নাম ধারণ করিয়া থাকেন। ৪

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, যে যে পদার্থে যে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপাদি *নেত্রগোচর হয়, একমাত্র ব্রহ্মই আপনাকে সেই সেই রূপে চিন্তা করিতে করিতে* সেই সেই রূপে প্রকাশমান হইতেছেন। ৫। জীব-ব্রহ্ম যে যে সময়ে যে যে ভাবে যে যে দ্রব্য চিন্তা করেন, সেই সেই সময়ে সেই সেই ভাবে সেই সেই সঙ্কল্পাত্মক

দ্রব্যরূপেই বিরাজমান থাকেন। ৬। স্পন্দন দ্বারা যেরূপ বায়ুর স্বরূপ অনুমান করা যায়, তদ্রূপ জীবেরও স্বরূপ স্বীয় অনুভব দ্বারাই অনুমেয়। ঐ অনুভবযোগে জীবনিরূপণ যে কি প্রকার, বালকের অনুভূত যক্ষবৎ তাহা আমি বুঝাইয়া দিতে সমর্থ নহি। ৭। সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকিলেও স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর অস্তিত্ব যেরূপ বিলুপ্তবৎ বিবেচিত হয়, তদ্রূপ সুষুপ্তি অথবা মুক্তিকালেও বাহ্যপদার্থের অনুভবলোপে উল্লিখিত জীবের জীবত্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়; তখন তিনি স্বীয় ব্রহ্মতা লাভ করিয়া থাকেন। ৮। জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেই 'অহং'-ভাবনাবশে দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও তত্তৎ সকলের শক্তি সমুদ্ভাবিত করিয়া নিজেই বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। ৯। তৎকালে তিনি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও বস্তু-সমূহে পরিব্যাপ্ত হন; অথচ অলীক হইয়াও সত্যবৎ স্ফুরণবিশিষ্ট সেই সেই দেশ-কালাদি দেহময় নিজ সমষ্টিচিত্ততা অনুভব করেন। ঐ সমষ্টি-চিত্ত বস্তুতঃ অসংখ্যেয় নহে, তথাচ উহা হিমবিন্দুর ন্যায় অসংখ্যরূপেই প্রকাশময়। জীবন থাকিতেও স্বপ্নসময়ে যেরূপ নিজ মৃত্যু অনুভবগম্য হয় এবং ঐ স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে কদাচিৎ ব্যাঘ্রাদিরূপে চিন্তা করিলে স্বীয় অবয়বসমূহও যেরূপ ব্যাঘ্রাদির অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ বোধ হইয়া থাকে, জীবের সমষ্টি-চিত্তজ্ঞানও তদ্রূপ অলীক। জীব স্বীয় বিমল চিন্ময়তা বিস্মৃত হইয়া যখনই ঐরূপ অবস্থা চিন্তা করিতে থাকেন, তখনই তদবস্থ হইয়া উঠেন। ১০-১২। পরে তথাভূত জীব আপনাকে স্থূলসমষ্টি বিরাড়াত্মরূপে স্ফীতাকার চিন্তা করিতে থাকেন। তাহাতে তিনি স্বয়ংই মনঃসমষ্টিস্বরূপ দ্রবময় শশাঙ্কবিম্ববৎ অনুভব করেন। ১৩। ক্রমে আত্মা যখন চন্দ্রবিম্বাকারে পরিণত হয়, তখন কাকতালীয় ন্যায়ে হঠাৎ ভিন্ন ভিন্নরূপে সমুদিত যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাকে তিনি নিজেই অনুভব করিতে থাকেন। ১৪। রন্ধ্রময় স্থানপঞ্চক পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপরসাদি ভোগের দ্বারস্বরূপ; জীব-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানুভবের পর আপনা হইতেই ঐ পঞ্চস্থানাত্মক পঞ্চাঙ্গের অনুভব করিতে থাকেন। ১৫। তৎপরে অব্যক্ত আত্মা এই প্রকারে পঞ্চপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট হইয়া নিজদেহের অনন্তত্ব অনুভব করিতে করিতে পূর্ণ বিরাট্‌পুরুষরূপে শোভমান হয়েন। ১৬

আত্মা গগনবৎ সুনির্ম্মল, নিত্যানন্দ, শান্ত ও জ্যোতির্বিশিষ্ট; তিনি এই প্রকারে মনঃসমষ্টি কল্পনা করিতে করিতে প্রথমে মনোময়রূপেই প্রকটিত হন। সুতরাং অধুনা ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, স্থূলসমষ্টিস্বরূপ বিরাড়াত্মা আর কেহই নহেন; তিনি সেই অদ্বয়, অনন্ত, আনন্দময়, পরমপুরুষ পরমেশ্বর। তিনি

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চভূতাত্মক নহেন ; অপিচ তিনি পঞ্চভূতাত্মরূপে অনুভূত।১৭-১৮। তিনি আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হন, আপনা হইতেই অন্তর্হিত হন, আপনা হইতেই বিস্তারপ্রাপ্ত হন এবং আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। ১৯। তাঁহার নিজ সঙ্কল্পবলেই ক্ষণলবাদি অসংখ্য কল্পকালের উদ্ভব হইয়া থাকে। তিনি স্বেচ্ছাবশে কখনও অনন্ত কল্পকাল এবং কখনও ক্ষণকালমাত্র প্রকটিত থাকিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া পড়েন। এই প্রকারে তিনি পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশের পর পুনঃ পুনঃ বিলয়প্রাপ্ত হন। সেই মনোময় বিরাট্ পুরুষই সর্ব্বমূলীভূত, ঈশ্বরের শরীরস্বরূপ। বুধমণ্ডলী তাহাকে আতিবাহিক শরীর নামে নির্দ্দেশ করেন। সমগ্র জীবের পুর্য্যষ্টক বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়। ২০-২১। তিনি গগনস্বরূপ; তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত সকলই তিনি এবং তিনিই সমুদায়ের বহিরন্তরচারী সকল পদার্থ। তাঁহার কোনই রূপ নাই। তিনি স্বয়ং কিছুই নহেন ; তথাপি তিনিই যেন কিছু বলিয়া প্রতীয়মান। ২২

হে রামচন্দ্র! পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই আটটি তাঁহার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহা ব্যতীত অখিল ভাবাভাবময়ই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনিই শব্দ ও শব্দার্থের কল্পনা করিতে করিতে চতুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তৎকর্তৃক সংস্থাপিত মর্য্যাদা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত আছে। ২৩-২৪। ঐ যে অসীম উদ্ধাকাশ, উহাই তাঁহার মস্তক ; বসুন্ধরা তাঁহার চরণ ; স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যাবকাশ তাঁহার উদরস্থান ; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার অবয়ব ; অন্যান্য যে কিছু লোক, সমস্তই তাঁহার পার্শ্বদেশ ; বারিরাশি তাঁহার রুধির ; রাশি রাশি ভূধর তাঁহার মাংসপেশী ; যাবতীয় নদ-নদী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গবাহিনী শিরাজাল ; উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার প্রখর নেত্র ; বাড়বানল তাঁহার পিত্তস্থানীয় ; শশধরমণ্ডল তাঁহার জীব ; শ্লেষ্মা, শুক্র, বসা, বল ও সঙ্কল্পনিলয় মন ; আর যিনি পরাৎপর পরব্রহ্ম, তিনিই তাঁহার আত্মা। ২৫-২৯

উক্ত মনোময় শশাঙ্কমণ্ডল অন্নাদিরূপে আনন্দনিদান, দেহবৃক্ষের মূলীভূত এবং কর্ম্মতরুর বীজসমষ্টি। যাবতীয় বস্তুই মন হইতে আবির্ভূত হয়। বুধগণ বলেন, —দেহ, কর্ম্ম ও ব্যষ্টি মনঃসমূহের হেতুভূত মনোময় শশাঙ্কমণ্ডলই বিরাট্ জীব। ঐ বিরাট্ চন্দ্রমণ্ডলনামক বীজ হইতেই লোকত্রয়ে সকল জীব, নিখিল মন, নিখিল কর্ম্ম, নিখিল সুখ এবং নিখিল মোক্ষ প্রথিত। ৩০-৩২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহারই কল্পনাময় চিত্র এবং দেব ও দৈত্যাদি সকলই

তাঁহার চমৎকার চিত্তবিকার বলিয়া নিরূপিত। ৩৩। চিন্মূর্ত্তি বিরাট্‌দেহ প্রজাপতি যখন সাক্ষিস্বরূপে বিরাজমান থাকিয়া উল্লিখিত শশাঙ্কমণ্ডলে সূক্ষ্মতম হিমকণাসমূহের ন্যায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অমৃতকলাংশ সকল অনুভব করিতে করিতে প্রথমে দেবাদির আকার চিন্তা করিতে থাকেন, তখন নিজেই সেই সেই রূপে প্রকাশিত হন এবং আজি পর্য্যন্ত সেইরূপেই শোভা পাইতেছেন। ৩৪

তাই বলিতেছি, হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি জানিয়া রাখ, উল্লিখিত শশাঙ্কমণ্ডলই জীবসমষ্টিস্বরূপ বিরাট্ জীবের আস্পদ এবং উহাই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট দেহ, এইভাবেই সকলের অনুভবগম্য হয়। ৩৫। ঐ চন্দ্রমণ্ডলরূপ বিরাট্ জীবশরীর হইতেই যে সমস্ত পীযূষকণিকা ওষধিসমূহে পতিত হয়, তাহা হইতেই অন্নোদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ অন্ন হইতেই প্রাণিগণের জীবনোপকরণ সকল আবির্ভূত হইয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ৩৬। যাহারা সজীব শরীরী, তাহাদিগের শরীরে ঐ সমস্ত জীবনোপকরণই জীবরূপে শোভমান এবং উহাই অশেষবিধ জন্ম-কর্ম্মের হেতুভূত মনঃস্বরূপে প্রকট হইয়া নানাভাবে চেষ্টমান। ৩৭। ঐরূপ বিরাট্ জীব এত বিগত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ এবং কত যে মহাকল্প অতীত হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা করা দুষ্কর। ইহা ব্যতীত ভবিষ্যতে যে কত হইবে এবং অধুনাও যে কত আছে, নির্ণয় করা অতীব কঠিন। ৩৮

হে রাম! ঐ সঙ্কল্পাত্মক মহান্ বিরাট্ পুরুষ মহান্ অবয়ববিশিষ্ট; ব্রহ্ম হইতে তাঁহার এই অবয়বের পার্থক্য নাই এবং ইহা সমষ্টি ও ব্যষ্টিশরীররূপ। তিনি পূর্ব্বকথিতভাবে নিরন্তর সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৯

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুকুলবর্দ্ধন! যে সঙ্কল্পাত্মক বিরাট্ জীবের কথা বলিলাম, উনি যখন যে ভাবে যে দ্রব্যের কল্পনা করেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকাশই তখন সেই প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই হেতু মনীষিগণ বলেন,—এই নিখিল বিশ্বই তদীয় সঙ্কল্পস্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভসময়ে সেই ব্রহ্মই পূর্ব্বতন বাসনার অনুসরণক্রমে পঞ্চভূতাত্মক বিরাটাকারে প্রকটিত হইয়া ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্মক বিষয়োপভোগ করিতে থাকেন। ১-২। যিনি বিরাট্ পুরুষ, তিনিই এই

জাগতিক যাবতীয় পদার্থের হেতু জানিবে। কার্য্যমাত্র কারণের তুল্য গুণবিশিষ্ট, সুতরাং ঐ বিরাট্ জীবেরও জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ে যেমন শক্তি, সামর্থ্য, প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবেরও আপনাতে তদ্রূপ সর্ব্ববিষয়ক সৃষ্টিসামর্থ্য ; ঐ বিষয়ে কি আর সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে? যখন বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির অনুসারে আপন জ্ঞানই অন্তরে বাহিরে অশেষপ্রকার বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, বিরাট্ জীববৎ ব্যষ্টি-জীবও তখন সেই পদার্থকে সেই সেই রূপে অনুভব করে। বোধগম্য হইল না, এতাদৃশ কোন বিষয়ই যখন আর তাঁহার থাকে না, তখন যথার্থ দর্শনে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব উভয়ই যে সমান, এ কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। ৩-৪। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজকোষের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের স্থিতি, তদ্রূপ তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মহেশ্বরান্ত যাবতীয় জীবের অন্তরেই এই বিশাল জগদ্‌ভ্রম বিদ্যমান।৫। এই প্রকারে ভ্রান্তিবশে সরীসৃপ হইতে রুদ্রাবধি প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ অসীম জ্ঞানে অনন্ত বিষয়ের সৃষ্টি করিতেছে। বস্তুতঃ বিরাট্ আত্মাতেও এই বিশ্বসংসার যেমন বিস্তৃতভাবে বিরাজমান, অতি ক্ষুদ্র অখিল ব্যষ্টি-জীবেও তদ্রূপ বিস্তৃতরূপে অবস্থিত জানিবে ; কিন্তু পরমার্থভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে, এ জগৎ স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে। উহার কোন প্রকার আকৃতিই নাই। তবে জগতের যে বিভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল ভ্রমেরই মাহাত্ম্য। বস্তুতঃ ভ্রমই উহাকে যথায় যেরূপে বিস্তার করে, উহা সেখানে সেই ভাবেই অনুভবগম্য হয়। ৬-৮

হে রাম! মনের কল্পনায় এ জগৎ আবির্ভূত ; মন চন্দ্র হইতে সঞ্জাত এবং চন্দ্রও মন হইতেই সমুৎপন্ন। এইপ্রকারে বলা যায় যে, উক্ত বিরাট্ সমষ্টি-জীব হইতেই ব্যষ্টি-জীব আবির্ভূত, কিংবা উহাদের কেহই কাহারও উৎপত্তির প্রতি হেতু নহে ; সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়ে কোন ভেদ নাই। বস্তুতঃ এ কথা অসঙ্গতও নহে যে, সলিল ও সলিলতরঙ্গ যেরূপ এক, তদ্রূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীব উভয়েই অভিন্ন। ৯

মনীষিগণ বলেন, শুক্রই জীবের সার অংশ। সেই শুক্রসার জীব হইতেই মাতাপিতার সম্ভোগকালে আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দকণা বিস্তৃত হয়। ১০। শুক্রসারবৎ জীবচৈতন্য শুক্রতন্ময়তা লাভ করেন এবং আপনিই আপনাতে তন্ময়রূপে যে ব্রহ্মাভাসরূপ আনন্দ ভোগ করেন ও আপনা হইতেই যে পাঞ্চভৌতিক শরীররূপতা অধিগত হন, সে সম্বন্ধে বস্তুতঃ যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, তাহাতে কার্য্য-কারণভাব কিছুই বিদ্যমান নাই। ১১-১২। ফলে ঐ প্রকারই জীবের স্বভাব। যদি স্বভাবই এইরূপ হয়, তবে তাহা তো

কিছুতেই দূরীভূত হইবার নহে; সুতরাং জীবের মুক্তি ত কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। ১৩। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এরূপ মনে করিবার হেতু কিছুই নাই; কারণ, নিজ স্বভাবের অর্থ-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখা যাইবে, স্ব—জীব এবং স্বভাব—জীবত্ব। কাজেই ঐ স্ব ও স্বভাব শব্দের মধ্যে যদি স্ব শব্দের অর্থ আত্মা বা শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্তেরই সার্ব্বকালিকী অস্থিতির নিশ্চয়ত্ব বশতঃ স্ব ও স্বভাব একই পদার্থ হইয়া পড়ে। উক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনটিকেই ভেদ্য, ভেদক বা ভেদ পদার্থ বলিতে পারা যায় না। সুতরাং 'স্ব' শব্দের যে অর্থ, তদ্ব্যতীত স্বভাব শব্দের প্রকৃতপক্ষে অপর অর্থ নাই। পক্ষান্তরে, স্ব শব্দের অর্থ যদি অবিদ্যাবৃত জীব ধরা যায়, তাহা হইলে স্বভাব শব্দের অর্থ জীবত্বে পর্য্যবসিত হয়। জীব ও জীবত্ব আপনা হইতে এক হইয়া দাঁড়ায়। কি আভ্যন্তরিক, কি বাহ্যিক, কোন প্রকারেই ঐ শব্দদ্বয়ের ভেদ কিছুই উপলব্ধ হয় না। দেখ, সমীরণ নিরন্তর সঞ্চরণক্রিয়াত্মক, তথাচ বিকল্পবোধে সঞ্চরণক্রিয়া হইতে তাহার ভেদ কল্পনা করিয়া তৎসঙ্গে সঞ্চরণক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে, এই প্রকার ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যায়, বিকল্প-জ্ঞানের বলেই স্ব ও স্বভাব শব্দের ভেদকল্পনা হয়; নতুবা ভেদ কিছুই নাই।১৪। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন পথাদি দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্যময় বিমল ব্রহ্ম অবিদ্যারূপ নীহারে আবৃত হইয়া পড়েন বলিয়াই আত্মদর্শনে অসমর্থ হন এবং প্রাণেন্দ্রিয়রূপ জড়ময় ভাব লাভ করেন। পরে তাঁহার বিবিধ পদার্থ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ১৫। স্পন্দনশক্তি-সম্পন্ন বায়ু যেরূপ স্পন্দ হইতে অভিন্ন হইয়াও লোকের চক্ষুতে ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মই জগদ্বিকাশিনী অবিদ্যাশক্তির আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া একমাত্র আপনাকেই দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যভেদে বিবিধভাবে কল্পনা করেন এবং তাহাতে অভিনিবেশ সহকারে স্বীয় স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। এই হেতু পণ্ডিতেরা কহেন যে, যাহা 'অহং'-জ্ঞানময় মিথ্যা অজ্ঞানগ্রন্থি, তাহার উচ্ছেদই মোক্ষ। ১৬-১৭। তাই বলিতেছি, হে রঘুবর! তুমি অজ্ঞানরূপ মেঘাবরণ অপসারণ পূর্ব্বক মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যাবতীয় বস্তুকেই মিথ্যা বলিয়া স্থির কর এবং 'অহং'-জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে নিরুপাধিক স্বচ্ছ ঘনচৈতন্যময় জ্ঞান করত নিরন্তর সুখে অবস্থিত হও। ১৮

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! জ্ঞানী হইতে নিরন্তর যত্নবান্ হও, কিন্তু কখনও জ্ঞানবন্ধু হইও না। আমি অজ্ঞানীকেও বরং উত্তম জ্ঞান করি, তথাপি জ্ঞানবন্ধুতা কদাচ শ্রেষ্ঠ মনে করি না। ১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষে! জ্ঞানবন্ধু কাহার নাম এবং জ্ঞানীই বা কাহাকে কহে, আর জ্ঞানবন্ধুত্ব ও জ্ঞানিত্ব এই দুইয়ের ফলই বা কি, তৎসমস্ত মৎসকাশে ব্যক্ত করুন। ২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগার্থ অভিনেতৃবৎ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে অথবা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, পরন্তু কদাচ শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াও অনুষ্ঠান করিতে যত্নশীল না হয়, পণ্ডিতেরা তাদৃশ ব্যক্তিকেই জ্ঞানবন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৩। যে ব্যক্তির শাস্ত্রাভ্যাসজন্য জ্ঞান ভোগব্যাপারেই নিরত; পরন্তু বৈরাগ্যাদি ফলে যিনি বঞ্চিত এবং তত্ত্বকথায় পরপ্রতারণার চাতুরীবোধ যাঁহার উপজীবিকা, তাদৃশ ব্যক্তিই জ্ঞনাবন্ধু নামে অভিহিত। ৪। পক্ষান্তরে, যাহা বর্ণোচিত. বেদসঙ্গত ও কুলাচারবিহিত, তাদৃশ নিষ্কাম অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াতে যিনি নিরন্তর সম্প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিও জ্ঞানবন্ধু নামে অভিহিত। পূর্ব্বকথিত জ্ঞানবন্ধুতা অপেক্ষা এইরূপ জ্ঞানবন্ধুতা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং প্রার্থনীয়। কারণ, ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সময় চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তখনই তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইবার সম্ভাবনা। ৫-৬। বুধগণ কহেন—যাহা আত্মজ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, আর তদ্‌ভিন্ন জ্ঞান জ্ঞানাবভাসমাত্র। কেন না, অপরাপর জ্ঞানের উদয়ে যাহা প্রকৃত সার ব্রহ্মানন্দরস, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ৭। যে সকল ব্যক্তি আত্মজ্ঞানরসের আস্বাদ না লইয়াই অল্পমাত্র অন্য বৃথা জ্ঞানের স্বাদেই তুষ্ট থাকিয়া নিরন্তর ক্লেশবহুল কর্ম্মে নিরত, তাহারাই নিকৃষ্ট জ্ঞানবন্ধু নামে কথিত হয় জানিবে। ৮। যিনি মুমক্ষু, তাঁহার যাবৎ না জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়াদি ভেদজ্ঞান প্রশান্ত হয়, তাবৎ সন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। ফলে ব্রহ্মের সঙ্গে যখন একত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তখনই তৃপ্তচিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই জন্য বলিতেছি, হে রাম! তুমি বিষয়ভোগরূপ ভবব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিও না; যেন তোমাকে জ্ঞানবন্ধু হইতে না হয়। ৯। এ সংসারে যে ব্যক্তি মুক্তিকামী, পরিমিত পথ্য ও পবিত্র ভোজ্য বস্তু সংগ্রহের জন্যই তাঁহার অনিন্দিত কার্য্য

করা কর্ত্তব্য। প্রাণ-ধারণার্থ ভোজন করিতে হয় এবং তত্ত্বপদার্থ-পরিজ্ঞানের জন্যই প্রাণধারণের আবশ্যকতা; অধিকন্তু এই সংসারক্লেশে পুনরায় আর যাহাতে না আক্রান্ত হইতে হয়, সেই জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হওয়াই কর্ত্তব্য। ১০

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় ব্রহ্ম-তন্ময়তা-হেতু বোধগম্য করিয়াছেন,—শব্দাদি বিষয় ও চিত্ত, এ সমস্ত অসদ্‌বস্তু এবং উহারা কেবল সঙ্কল্পাদিরই পরিণাম, অপিচ, যাহার হৃদয়ে কর্ম্মফল অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহে, বুধগণ বলেন,—তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ১। অন্তঃকরণ-ভোগ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান—চাক্ষুষাদি; সে বিষয়ে যিনি সাক্ষিরূপে অবস্থিত এবং যিনি একাদ্বয় চিদাকার ব্রহ্মকে প্রকৃতভাবে জ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল দৃশ্য বস্তুকেই অসৎ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ২। যিনি অকৃত্রিম একাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহার যাবতীয় ব্যবহারকার্য্যেই একটা স্নিগ্ধভাব পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই জ্ঞানী নামে অভিহিত। ৩। যাহার প্রভাবে পুনর্জ্জন্ম-বন্ধন দূর হয়, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তদ্‌ব্যতীত অন্য জ্ঞান কেবল ভোগ্যপদার্থপ্রদ। সুতরাং সে জ্ঞান সাধারণ শিল্পবৎ জীবিকামাত্র; উহাকে প্রকৃত জ্ঞান শব্দে অভিহিত করা যায় না। যিনি কামনাশূন্য হইয়া শারদীয় নভোমণ্ডলবৎ নিরাবরণ বিমল-চিত্তে ব্যবহারিক কার্য্য-পরম্পরা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত নামের যোগ্য। ৪-৫। এই দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই যখন ভ্রান্তিসঙ্কুল, কাহারও যখন কোনই সত্তা নাই, তখন উহাদের উদ্ভব বা উদ্ভবহেতু কি থাকিতে পারে? উহারা বিনা কারণে অনুৎপন্ন অথচ যেন উৎপন্ন, এবং প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যমান হইলেও যেন বিদ্যমান বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। ৬

বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম দৃষ্ট হয় বলিয়া বিবেচনা করিও না যে, বীজই অঙ্কুরের হেতু। কারণ, প্রলয়ে বীজ বা অঙ্কুরের যখন কিছুই থাকে না, তখন সৃষ্টির প্রারম্ভে বীজ আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের ফলে বীজাদি

ভাববস্তুর প্রাদুর্ভাবেই উহার উৎপত্তি এবং যাহা তিরোভাব, তাহাই উহার ক্ষয় ; এই প্রকারে যে পদার্থ হইতে যে দ্রব্যের উৎপত্তিভ্রম, তাহাই তাহার হেতু বলিয়া ব্যবহৃত। এইরূপ হেতু ব্যবহারে বীজাদি ভাববস্তু পর পর পরস্পরের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। ৭। শশশৃঙ্গ ও মরুমরীচিকার বারি এ দুই পদার্থ প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইলেও ভ্রমজ্ঞান যখন বিদূরিত হয়, তখন যেমন উহাদের আর সত্তা বিদ্যমান থাকে না, উহারা যে তখন একেবারেই অলীক পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে পক্ষে আর সংশয় কি ? অতএব উহাদের উদ্ভব বা উৎপত্তিকারণ কি প্রকার ? যাঁহারা ঐ শশশৃঙ্গাদি দ্রব্যের হেতু অন্বেষণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে বন্ধ্যার পুত্রপৌত্রাদির স্কন্ধেই আরোহণ করা হয়। বস্তুতঃ উক্ত উভয় ব্যাপারই ভ্রান্তির কার্য্য। বীজাদি বস্তু প্রকৃতপক্ষে অলীক, অথচ সত্যরূপে দৃশ্যমান ; নিতান্তপক্ষে উহাদের কারণ কল্পনা করিতে হইলে জানিয়া রাখ, অজ্ঞানই উহাদের হেতু। কারণ, জ্ঞানের বিকাশ হইবামাত্রই ত উহারা বিলীন হইয়া যায়। ৮-১০। জীব যে সময় বুদ্ধিচিদাভাসাদি পরিহার করত আপনাকে কূটস্থ চিন্ময় আত্মরূপে বিদিত হইতে পারেন, তৎকালেই তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া উঠেন। নচেৎ বুদ্ধি প্রভৃতিকে যদি আত্মরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে জীবের অবস্থান্তর ঘটে না, তিনি যে জীব—সেই জীবই থাকিয়া যান। ১১।

হেমন্তে আম্রবৃক্ষ সুপ্তপ্রায় থাকে, বসন্তাগমে তাহার রসসঞ্চার ঘটে ; তাহাতে পুনর্ব্বার তাহার পল্লবোৎপত্তি হওয়ায় সে যেন জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়াই সহকার নাম ধারণ করে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বলিতে পারা যায়, জীব স্বপ্নাবস্থা লাভ করাতেই অচেতন থাকে, পরে পরমাত্মরূপ রসসঞ্চার হইলে সে বিমলভাবে উদ্ভাসিত ও জাগরিত হইয়া 'পরমাত্মা' নাম গ্রহণ করে। জীব ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মবোধে জীবরূপেই অধিষ্ঠান করে ; তদবস্থায় তাহাকে নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় ; তাহাতে সে নানা প্রকার ক্লেশপরম্পরায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। ১২-১৩। বারিরাশির দৃশ্যদর্শন-জ্ঞান নাই এবং "আমি করিতেছি" বলিয়া কোন প্রকার অভিমানাদিও নাই, সেই হেতু তাহাদের নিম্নদিকে গতি প্রভৃতি কার্য্য যেমন স্বভাবের কার্য্য ভিন্ন তাহাদের নিজ কার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না, তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী সাধু ব্যক্তিরাও যে কিছু কার্য্য করেন, তত্তৎকর্ম্মে তাঁহাদের মননাদি অভিমান বিদ্যমান থাকে বলিয়া সে সকল কর্ম্ম বা কর্ম্মচেষ্টা প্রকৃতভাবে গণনীয় হয় না। ১৪। দৃশ্যসমূহের সৌন্দর্য্যের মূল সীমা কি, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ

করিতে পারিয়াছেন, সেই সমস্ত তত্ত্বদর্শীর সমন্তাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গোচর যাবতীয় বস্তু থাকিলেও জানিবে,—তাঁহাদিগের পক্ষে সে সমস্ত না থাকারই তুল্য। কারণ, তাঁহারা তত্ত্বদ্বস্তুকে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন দ্রব্যরূপে বিদিত নহেন। ১৫। যেরূপ স্পন্দনজ্ঞান নাই বলিয়া সলিলস্পন্দ হইলেও সে স্পন্দন তাহার অস্পন্দনেরই তুল্য, তদ্রূপ যাহাদিগের ব্রহ্মাতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের অভাব, সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম বা কর্ম্মচেষ্টা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণীয় নহে। ১৬। 'এই আমার কর্ম্ম, আমি ইহা করিতেছি' এইরূপ অভিমান যাঁহাদিগের দূরীভূত হইয়াছে, উৎসৃষ্ট ষণ্ডের ন্যায় তাঁহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বায়ু বৃক্ষ-পল্লবাদিকে পরিচালিত করে,—করিলেও তৎসমুদায়ের সঙ্গে সে যেরূপ নির্লিপ্ত, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সে কর্ম্মে তাঁহারা লিপ্ত থাকেন না। ১৭। যে ব্যক্তি নদীতটে অবস্থিতি করে, সে যেরূপ কূপের প্রশংসা করে না, তদ্রূপ যাঁহারা পরমদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগরের পরপার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও পারত্রিক স্বর্গাদি ফলের সুখ্যাতি কখন করেন না। ১৮

হে নিষ্কলুষ! যাহাদের চিত্ত বাসনায় সমাকুল, তাদৃশ মূর্খ ব্যক্তিরাই কর্ম্মের সুখ্যাতি করে। প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের থাকে না, কাজেই শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহারা তত্তৎকর্ম্মফল ভোগ করে। ১৯। অধঃপতিত আমিষোপরি শকুনপতনবৎ ইন্দ্রিয়গ্রামও স্বস্বগ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়োপরি সবেগে পতিত হইয়া থাকে; সুতরাং যোগাসক্ত ব্যক্তি মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বন্ধন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদে চিত্ত সমাহিত করিয়া তন্ময়ভাবে অধিষ্ঠান করিবেন। ২০

হে তাত! কোনও প্রকার গঠনসন্নিবেশ নাই, ঈদৃশ কনক যেরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মপদও জগৎ-সংস্থান-সন্নিবেশ-শূন্যরূপে প্রত্যক্ষ হইবার বস্তু নহেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মতন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসকাশে সেই শিবময় ব্রহ্ম সর্গাদি শব্দার্থ-শূন্য, জগৎ-সন্নিবেশ-বিরহিত বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকেন। ২১। প্রলয়কাল গভীর তিমিরময়; অন্ধকার ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। তৎকালে যেরূপ কোন একটা বিভাগাদি ব্যবহার হইয়া উঠে না, যিনি ঘন-চিন্ময় পরব্রহ্ম, তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ তাঁহাতে কোনও বিভাগাদির ব্যবহার হয় না; হইবার সম্ভাবনাও নাই। বায়ুর প্রেরণায় জলদখণ্ড পরিচালিত হয়; কিন্তু তাহার চলনসময়ে তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ অবকাশাংশ

যেরূপ নিশ্চল হইলেও দিগ-বিভাগক্রমে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ প্রলয়ে ভূতগ্রামের স্বীয় জ্ঞানাত্মিকা ঐশ্বরী সত্তাও প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল হইলেও সচল বলিয়াই সম্ভাবনা করা হয়। ২২-২৩। একটা নিস্পন্দ জলাশয়ের কিয়দংশের বারি স্পন্দিত হইলে তাহা যেরূপ নিস্পন্দ সলিলাংশ হইতে অপৃথক্ হইলেও পৃথক্ প্রতীয়মান হয়, পরন্তু তাহা প্রকৃতই ভিন্ন কি অভিন্ন, সে কথা মীমাংসার অতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মসম্বিদাত্মা চিদাভাস, তিনিও ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতপক্ষে অভিন্নস্বভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ২৪

একই আকাশ—দিগ্‌বিভাগক্রমে পৃথক্ অথচ ফলিতাংশে অপৃথক্; এরূপ হইলেও যেমন পূর্ব্বকথিতক্রমে বহুল আকাশাংশের অনুভূতি অনিবার্য্য, তদ্রূপ নিরবয়ব পরব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে অপৃথক্ হইলেও পৃথক্‌বৎ প্রতীত হওয়ায় কল্পনার বশে তাঁহাতে এই নানা অবয়ব-বিশিষ্ট অপূর্ব্ব জগৎসৃষ্টি প্রকটিত। ২৫। এইরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের ফলেই জগদভ্যন্তরে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারমধ্যে জগৎ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে অধিষ্ঠিত। ২৬। হিমালয়াদি গিরির গাত্ররন্ধ্র হইতে জলরাশি বিগলিত হইলেও তাহারা যেরূপ উহাদিগকে আপনা হইতে পৃথক্ মানসসরোবরাদিরূপে প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ অহম্ভাবময় জীবও বাহ্য ও মানস দৃশ্য দর্শনের অভিমানবশে ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রের সহায়তায় স্বীয় অন্তর্গত জগৎকেই যেন বহির্নির্গত বাহ্যপদার্থরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। ২৭। একটা কাঞ্চন-পিণ্ডের যদি অতীত ও ভাবী গঠনঘটনা অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে যেরূপ কটকাদিরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরন্তু কেবল কাঞ্চনরূপ যদি দেখা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ অহম্ভাবপূর্ণ জীবও ভ্রান্তিবশে বিনা হেতুতে নিজেকেই জগদাকারে দর্শন করিয়া থাকে। ২৮। সেই জন্য বলিতেছি, জগতের যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাদৃশ জীবন্মুক্ত জনগণের জীবন বিদ্যমানেও তাঁহারা জীবিত নহেন। গোষ্ঠস্থিত ভাণ্ডের প্রতিই যে গোপের মন আসক্ত, সে গৃহে থাকিয়া অন্যান্য গৃহকার্য্য করিলেও তাহার দৃষ্টি যেরূপ তত্তৎকার্য্যের প্রতি সংঘবদ্ধ থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মাসক্তচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী লোক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিলেও তত্তৎকার্য্যে তিনি প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টি দান করেন না। ২৯-৩০

ব্রহ্মাণ্ডময় বিরাট্ পুরুষের হৃদয়মধ্যে যেরূপ বিরাট্ জীবচন্দ্র বিরাজমান, দ্রূপ প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহেই রেতোময় নীহারকণায় ব্যষ্টি-জীব সংস্থিত। ৩১। এই

জীব স্থূলশরীরে শূন্যাকারে এবং সূক্ষ্মশরীরে সূক্ষ্মাকারে বিরাজমান জানিবে। ৩২। অহঙ্কারাত্মা জীব পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অধিষ্ঠান করেন। তিনি প্রথমে মাতার জননেন্দ্রিয়ে নিক্ষিপ্ত হন; তৎপরে আপনাকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে কল্পনা পূর্ব্বক অহংজ্ঞানবশে ক্রমশঃ অসত্য হইলেও সত্যস্বরূপে প্রকটিত আত্মদেহ অনুভব করিতে থাকেন। পুষ্পে যেরূপ গন্ধ থাকে, তদ্রূপ অহম্ভাবময় জীব পূর্ব্বকথিতভাবে অগ্রে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয় ও নানা কার্য্যের আধারভূত শুক্রসারময় দেহে অধিষ্ঠান করিতে থাকে। ৩৩। চন্দ্রমণ্ডলস্থিতা জ্যোৎস্না যেরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শুক্রস্থিত অহম্ভাবনাই জননী-জঠরগত জীবের আপাদ-মস্তক সমস্ত অঙ্গে পরিসৃত হয়। ৩৪। ধূম যেরূপ মেঘাকারে নভঃপ্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণময় বাহ্যজ্ঞানরূপ সলিল ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্ররূপ প্রণালীযোগে বাহিরে নির্গত হইয়া এই ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। ৩৫। অহং-জ্ঞান যদিও অন্তরে বাহিরে সমস্ত শরীরমধ্যে বিরাজমান, তথাপি হৃদয়স্থ শুক্রে ঐ জ্ঞান বিশেষভাবেই অবস্থিত। ৩৬। জীব সঙ্কল্পময় হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে যেরূপে অধিষ্ঠান করে, তথাবিধ সঙ্কল্পানুরূপ শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক আশু বহির্নিঃসৃত হয়। ৩৭

সমাধির পরিপাকাবস্থায় মন চিরস্থির ব্রহ্মাকারে অধিষ্ঠান করে। চিত্তের ব্রহ্মাকারে অবস্থানই নিশ্চিত্ততা। এই নিশ্চিত্ততা ব্যতীত আর কোনও প্রকারেই ‘অহং’মিত্যাকার ভ্রান্তি অপসারিত হইবার নহে। ৩৮। ই জন্য বলি, হে তাত! ঐ ‘অহং’-ভ্রান্তিকে যদি তুমি প্রশান্ত করিতে চ্ছা কর, তবে মনন-নিদিধ্যাসনাদি যে সমস্ত প্রথিত শান্তির উপায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত উপায়যোগে ব্রহ্মচিন্তাকে শনৈঃ শনৈঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা গগনরূপে পরিণামিত করা তোমার উচিত। অধিকন্তু কথা এই যে, যে সময়ে ব্রহ্ম-পদার্থকে তুমি সর্ব্বব্যাপী গগনাকারে ভাবিতে পারিবে, তখন একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই তোমার অনুভূতির বিষয় ইবে না। তোমার অহংজ্ঞান সেই মুহূর্ত্তেই বিদূরিত হইবে। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, এ সংসারে বাহ্যিক বা মানসিক দৃশ্য পদার্থরাশির দর্শনাভিমান ও বাহ্য চিন্তনীয় পদার্থের চিন্তা তাঁহারা একেবারেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ যাবতীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিতভাবে অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। ৩৯-৪০। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই যাঁহার চিন্তা নাই, তিনি ক্ত নামে অভিহিত। তিনি নিরন্তর জীবনধারী এবং নিরন্তর গগনবৎ

বিশুদ্ধচেতা। তাঁহার প্রতি নেত্রপাতমাত্র মনে হয়, তিনি যেন বন্ধনবিমুক্ত হইয়া কি এক স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করিতেছেন। ৪১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুক্রস্থিত 'অহং'-জ্ঞানই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে সৌরী প্রভাবৎ শরীরের আপাদমস্তক সর্ব্বাংশেই পরিব্যাপ্ত। ৪২। দর্শনেন্দ্রিয় ও চক্ষুর্গোলক, আস্বাদেন্দ্রিয় ও জিহ্বা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিবিবর, এই সকলরূপে একমাত্র শুক্রস্থ জীবচৈতন্যই আপনাকে চিন্তা করেন, চিন্তা করিতে করিতে নিজেই তিনি সেই সেইরূপে প্রকটিত হন এবং নিজেই বাসনাজাল বন্ধন করত তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ৪৩। ভূতলব্যাপ্ত ভূমিরসের কিয়দংশ যেরূপ বসন্তে অঙ্কুরাকারে উদ্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানাবৃত হওয়া নিবন্ধন প্রথমে মনোরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া পরে কিয়দংশ হইতে ইন্দ্রিয়াকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৪৪

এই সংসার, এই শরীর প্রভৃতি দ্রব্যে যে ব্যক্তি অভাবরূপতা ভাবনা করিতে সমর্থ নহে এবং মুক্তিলাভেও যত্নশীল না হয়, তাদৃশ মূঢ়মতি ব্যক্তির অশেষ দুঃখ কদাচ উপশমপ্রাপ্ত হয় না। ৪৫। এ সংসারের অখিল পদার্থকেই যিনি ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তিনি যে কোনরূপ বস্ত্রই পরিধান করুন, যে কোন দ্রব্যই ভক্ষণ করুন অথবা যে কোন শয্যাতেই শয়ান থাকুন, তাঁহার অন্তর নিরন্তর বাসনারসে পরিপ্লুত থাকে বলিয়া তিনি সর্ব্বদা রাজাধিরাজবৎ বিরাজ করেন। ৪৬। তাদৃশ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাসনাযুক্ত হইলেও তিনি সম্পূর্ণই বাসনাবিরহিত বলিয় জানিবে। তাঁহার অন্তঃকরণ গগনবৎ শূন্য হইলেও অশূন্য। তিনি আকাশবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ু-ক্রিয়াময়। তাঁহার মননক্রিয়ার শে হওয়ায় তদীয় অন্তর কেবল ব্রহ্মানন্দরসেই পরিতৃপ্ত; শয়ন, উপবেশন ও গমন যে কোন কর্ম্মে সেই মহাপুরুষ নিযুক্ত হউন, যেমন কোন ঘোর-নিদ্রিত ব্যক্তিকে সহজে জাগাইয়া তোলা কঠিন, তদ্রূপ বহু যত্ন করিয়াও তাঁহাকে বাহ্যবিষয়ে প্রবুদ্ধ করা অসম্ভব। ৪৭-৪৮। জ্ঞানময় জীবপুরুষ সর্ব্বত্র অবস্থান করিলেও পদ্ম কেশরে গন্ধবৎ শরীরস্থ শুক্রমধ্যেই সুদৃঢ়রূপে তাঁহার অধিষ্ঠান। ৪৯। পণ্ডিতদিগের স্থির-সিদ্ধান্ত এই যে, যাবতীয় প্রাণীই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। সেই জ্ঞানের যে বাহ্য প্রসরণ, তাহাই এই ভ্রমসঙ্কুল জগৎ; পরন্তু যৎকালে ঐ জ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে জগদ্‌ভ্রমের শেষ হইয়া যায়। হে রাম! ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিয়া জানিও। ৫০

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মানন্দ এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য; সে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত্যর্থ নিত

হৃদয়কে তুমি প্রস্তরতুল্য কঠিন ও নিশ্ছিদ্র করিয়া, বিভবাদি যাবতীয় বাহ্যবিষয়েই যাহাতে তৃষ্ণাবিরহিত হইতে পার, তাহার জন্য যত্নশীল থাক। ৫১। হে সাধুচরিত! এত কাল ধরিয়া তোমার হৃদয় চিদাত্মজ্ঞানে রঞ্জিত ছিল, আজি তাহার অভিলাষরূপ ছিদ্র অনন্ত ব্রহ্মানন্দরসে পরিপ্লুতবৎ প্রকাশিত হউক। স্ফটিকশিলার মধ্যে যেরূপ শূন্যময় কল্পিত ছিদ্র, স্বরূপতঃ তাহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন, ঐ অভিলাষরূপ ছিদ্রও তদ্রূপ। যাহা হউক, যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার জগত্তত্ত্ব বিদিত আছেন, আর যিনি কিছুই জানেন না, এই দুই জনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, এক জন ভাবাভাবময় সমস্ত কর্ম্মে সত্যতা-বুদ্ধি পোষণ করেন না, অপর ব্যক্তি তাহাতে সত্যতা-বুদ্ধি স্থাপন করেন। অধিক কি বলিব, বিজ্ঞ ব্যক্তিরই সত্যতাজ্ঞানের অভাব, আর অজ্ঞেরই সত্যতাজ্ঞানের সদ্ভাব। কেবলমাত্র চৈতন্যসত্তাই যখন বাসনা দ্বারা উন্মেষিত হন, তখন ব্রহ্মাণ্ডরূপে, আর যখন বাসনার অভাবে নিমেষিত হন, তৎকালে অনাখ্য অপরিচ্ছিন্ন পরতত্ত্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ৫২-৫৪

সমগ্র দৃশ্য বস্তুই পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট ও সঞ্জাত হয়; এই হেতু ঐ সকল অসৎ বলিয়া কথিত, আর যাহা কদাচ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই একমাত্র সৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ভাবিয়া দেখ, তুমিই সেই সৎ। আত্মাকে 'সৎ' বলিয়া জ্ঞান করায় সে সময় জগতের মূল-কারণ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, এই জগদ্ভ্রম সেই কালেই সম্পূর্ণ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। তখন যদি তাহাকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা যায়, তথাপি লাভ করা যায় না। মরুমরীচিকার যেমন জলদানের শক্তি নাই, তদ্রূপ তাহারও তখন আর জগদঙ্কুর উৎপাদনের সামর্থ্য থাকে না। বস্তুতঃ প্রকৃত তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটিলে যখন 'অহং'-জ্ঞান ছিন্ন হইয়া যায়, তখন দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে অক্ষমতার ন্যায় অহং-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তরে সংসারাঙ্কুর সমুৎপাদনে তাহার সামর্থ্য থাকে না। ৫৫-৫৭। বিষয়মাত্রেই আসক্তিনিবন্ধন যাঁহার চিত্ত নষ্টপ্রায় হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মানন্দরস পান পূর্ব্বক পরম স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ নিত্যমুক্ত পুরুষ কোন কার্য্য করুন আর নাই করুন, তিনি নিরন্তর ব্রহ্মপদেই বিরাজমান থাকেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, চিত্তের শান্তিই প্রকৃত শান্তি, নচেৎ যোগী ব্যক্তির কেবল শমদমাদিনিষ্ঠ হইলেই যে তাঁহাদিগকে শান্ত বলা যাইবে, এমন নহে। কারণ, চিত্তই যখন ভোগবাসনার মূল, তখন চিত্তশান্তি ভিন্ন প্রকৃত শান্তি কিছুতেই সম্ভবে না।৫৮-৫৯ জীব যৎকালে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও শরীরাদিরূপ

মূর্ত্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হন, সেই কালেই মেঘাবরণ-হীন সূর্য্যবৎ বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহার রূপান্তর না ঘটিলেও যেন অন্য ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। ৬০। এতদবস্থাপন্ন পুরুষের মন যখন তাঁহার শরীর হইতে সুদূর চন্দ্রমণ্ডলাদি স্থানে নেত্রাদিযোগে প্রস্থান করে, তখন সেই পুরুষ ও চন্দ্রমণ্ডলাদির অন্তরালে যে একটি জ্যোতির্ম্ময় রূপ উদ্ভাসিত হয়, সেই রূপ পরমাত্মারই জানিবে। ৬১। চিদাকাশ কর্পূরের ন্যায় সুবিমল, অনন্ত, অব্যক্ত ও রমণীয়। তিনি মায়াবশে আপনাতে যে চমৎকারিত্ব অনুভব করেন, তাহাই তাঁহার জগদাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৬২

হে রামচন্দ্র! এই জগৎ যদিও বিদিতবেদ্য পুরুষের কাছে ভ্রমাগমে উপেক্ষিত হয়, দীপবৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং উজ্জ্বল অবিনশ্বর ব্রহ্মাকারে প্রাদুর্ভূত হয়, তথাপি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে ইহা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত নানারূপ নিয়তি-নিয়মে ও অশেষ ভোগানন্দে পূর্ণ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। ৬৩

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—তাত! দ্বিজশ্রেষ্ঠ মঙ্কি যেরূপ বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ বৈরাগ্যের শরণ লইয়া যাবতীয় ভবচিন্তা বিসর্জ্জন করত এই প্রত্যক্ষ সংসার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মপদে প্রস্থান কর। শুন,—পূর্ব্বে মঙ্কি নামে এক চরিতব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মৎসকাশে উপদেশ পাইয়া কি প্রকারে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। ১-২

এক দিন তোমার পিতামহ কোন প্রয়োজনব্যপদেশে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি আহূত হইয়া সপ্তর্ষিলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করিলাম এবং তোমার পিতামহ-ভবনে উপস্থিত হইবার জন্য ভূতলের পথে চলিতে চলিতে ক্রমে মরুদেশস্থ কোন এক তীক্ষ্ণ-সূর্য্য-করোত্তপ্ত ভীষণ বনমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ৩-৪। দেখিলাম, তত্রত্য বালুকারাশি ভীষণ উত্তপ্ত এবং তাহার সমন্তাৎ ধূলিপটলে ধূসরিত। তাত! সেই বন এত দীর্ঘ যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। ৫। সেই মহাবনের কোন কোন প্রান্তে দুই একটি ছোট ছোট গ্রাম দৃষ্ট হয়। তত্রত্য আকাশ নিয়ত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন; অবিরাম ঝঞ্ঝাবায়ু

প্রবাহিত এবং সূর্য্যের তীক্ষ্ণ উত্তাপ অপ্রতিহত; তত্রত্য ভূভাগ সূর্য্য-করে একান্ত উত্তপ্ত বলিয়া স্থানে স্থানে মরীচিকা জীবকুলকে সন্তাপিত করে; বলিতে কি, তথায় শান্তির লেশমাত্রও নাই। পথিকেরা তথায় অতি ক্লেশে পথ অতিক্রম করে। সেই শূন্য মহাবন এতই বিশাল—এতই বিস্তৃত যে, তাহাকে ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক বলিলেও বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবে না। সেই বনভূভাগ দেখিলে অবিদ্যার কথা স্মৃতিপটে উদিত হয়। অবিদ্যা যেমন মোহময়ী মৃগতৃষ্ণিকায় পরিব্যাপ্ত, তাহাও তদ্রূপ মরীচিকা-মণ্ডিত; অবিদ্যা যেরূপ ভ্রমরূপ হিমানী-পটলে সমাকীর্ণ, শূন্য, জড়াকার ও বহুব্যাপিনী, তদ্রূপ ঐ প্রদেশও দিগ্‌ভ্রান্তিকর, শূন্য, জড়প্রায় ও অতীব দীর্ঘ। ৬-৭।

আমি সেই বনপথ ধরিয়া চলিয়াছি, ইত্যবসরে অদূরে এক পরিশ্রান্ত পথিক আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। সেই পথিক তৎকালে যে সমস্ত কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাও আমার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। পথিক বলিতেছিলেন,—অহো! পাপাবহ দুর্জ্জনসংসর্গের ন্যায় এই মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্য যার-পর-নাই সন্তাপপ্রদ। ৮-৯। উঃ! সৌরকর-তাপে আমার মর্ম্মস্থল যেন গলিয়া যাইতেছে। খরতর সূর্য্যকিরণসমূহের মধ্য হইতে যেন অগ্নিকণা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ সকল কাননরাজির শিরোভূষণ পল্লবদল রৌদ্রতাপে পরিম্লান ও সঙ্কুচিত হইতেছে। আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না; যাই, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে গমন করি। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে, বোধ হয়, ত্বরিতপদে পথ চলিতে পারিব। ১০-১১

পথিক মনে মনে এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া সম্মুখস্থ কোন এক কিরাত-গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলেন। আমি তাঁহাকে তখন বলিলাম,—সখে! তোমাকে এক জন মঙ্গলাকার লোক বলিয়া বোধ হইতেছে; পরন্তু যে পথ সংসারবিরাগী লোকদিগের যোগ্য, তাহা তুমি বিদিত হও নাই। ওহে মরুভূমির মহাবনচর পথিক! তুমি যে জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা পূর্ণ হউক, তোমার মঙ্গল হউক। ওহে অনভিজ্ঞ পান্থ! এই পৃথিবীর পথে যে গ্রাম তোমার দৃষ্ট হইতেছে, এই স্থানে অতিথি-সংকার করে, তাদৃশ লোক একটিও নাই। আর যদিই বা ঐ গ্রামে যাইয়া তুমি অন্ন-পানাদি দ্বারা শান্তিলাভ করিতে পার, তথাচ যাহা প্রকৃত বিশ্রামসুখ, তাহা ত তুমি পাইবে না। তুমি জানিয়া রাখ,—যাহারা কাম-রোষাদির আয়ত্ত, তাদৃশ পাপিষ্ঠ জনগণের আবাসস্থলে গমন করিলে প্রকৃত বিশ্রামসুখের আশা নাই। লবণাম্বু পান করিলে যেরূপ তৃষ্ণার উপশম

না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়োপভোগের সুখ হইতে বিশ্রাম ত ঘটেই না; তাহার পরিবর্ত্তে শ্রান্তিভোগই অনিবার্য্য। ১২-১৫।

ঐ যে গ্রাম পুরোভাগে দৃষ্ট হইতেছে, কতকগুলি পুলিন্দজাতীয় বন্য মনুষ্যের উহা বাসভূমি। উহারা মানুষের পদচালন-শব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ। কুপথেই উহারা ভ্রমণ করে, উহারা অতীব দুর্বৃত্ত। উহাদের হৃদয় যেন পাষাণে গঠিত; কিছুতেই সে হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয় না। উহারা কোনই বিষয় বিচার করে না; জ্ঞানের কথা উহাদের নিকট বলিতে গেলে উহারা জ্বলিয়া উঠে। জলভার-ভুগ্ন স্নিগ্ধ মেঘের যেরূপ মরুভূমিতে প্রত্যয় হয় না, তদ্রূপ যাহা অতি বড় প্রশস্ত উদারবুদ্ধি, তাহাও উহাদিগের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে ইচ্ছা করে না। ফল কথা এই যে, যদি তিমিরাবৃত পর্ব্বতগুহাবিবরে সর্প হইয়া থাকিতে হয় বা শিলাভ্যন্তরে কীটরূপে যাপন করিতে হয় অথবা মরুভূমিতে পঙ্গু কুরঙ্গ হইয়া অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাও বরং উত্তম; তথাপি এ সমস্ত গ্রাম্য লোকের সঙ্গ কখনও প্রশস্ত নহে। ১৬-২০। মধুমিশ্রিত বিষকণার আস্বাদ কিঞ্চিৎকাল মধুর; কিন্তু পরক্ষণেই উহা যেরূপ শরীরের বিকৃত অবস্থা উদ্ভাবন পূর্ব্বক আস্বাদকর্ত্তার প্রাণনাশ করে, ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের সংসর্গফলও তদ্রূপ। ২১। গ্রামের অধর্ম্মপরায়ণ লোক যেন প্রচণ্ডবায়ু; উহা ধূলিপটলে ধূসরিত হইয়া শীর্ণ বাসগৃহে জীর্ণ হয় এবং তৃণপর্ণাদি-পরিস্তৃত বনান্তপ্রদেশে ব্যগ্রতার সহিত প্রবাহিত হইতে থাকে। ২২

হে নিষ্কলুষ! আমি সেই পথিকের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা কহিলে, তিনি যেন অমৃততুল্য স্নিগ্ধজলে অবগাহন করিয়াই সুস্থ ও আশ্বস্ত হইলেন এবং আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার বিবেচনা হয়, আপনি এক জন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। বলিতে কি, আমার মনে হয়, আপনি স্বয়ংই পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ। যাহার মন ঔৎসুক্যহীন, অব্যাকুল, তাদৃশ পান্থ জন যেরূপ চলিতে চলিতে পথিমধ্যে গ্রাম্য উৎসব দর্শন করে, আমার বিশ্বাস, আপনিও তদ্রূপ অব্যাকুলচিত্তে যাবতীয় লোক প্রত্যক্ষ করেন। ২৩-২৪। আপনি কি অমৃতপানে তৃপ্ত হইয়াছেন? কিংবা আপনিই কি নিখিল লোকের অধিপতি? আপনার সহায়-সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি আপনি পরিপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় সুশোভন। ২৫। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনাকে শূন্যময় বলিয়া অনুমিত হইলেও আপনি সবল বস্তুতেই পরিপূর্ণ;—যেন আনন্দে উন্মত্ত হইয়াও নিশ্চল-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল জাগতিক দৃশ্য পদার্থের মধ্যে আপনি যেন কোন কিছুই নহেন; অথচ সমস্তই যেন আপনি। আপনি কিছুই

নহেন বলিয়া অনুমিত হন ; অথচ আবার আপনিই যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ২৬। আপনাকে দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণা হয়, যেন আপনি সর্ব্ববিষয়েই উপশান্ত, অথচ পরম মোহন ; যেন আপনি যার-পর-নাই সমুদ্দীপ্ত অথচ সুদৃশ্য ; যেন যাবতীয় বিষয় হইতেই উপরত অথচ যেন তেজঃসম্পন্ন ও উৎসাহপূর্ণ। তাই জিজ্ঞাসা করি, কি প্রকারে আপনার এরূপ ভাব হইল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ২৭। আপনি যদিও এই ভূলোকেই বর্ত্তমান, তথাচ বোধ হয়, যেন যাবতীয় লোকোপরি নভোমার্গেই আপনি উপবিষ্ট। আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন আপনি স্থিত অথচ অস্থিত, যেন সর্ব্ববিষয়েই আস্থাহীন অথচ যেন মাদৃশ ব্যক্তির পরিত্রাণ-কার্য্যে অতীব আস্থাবান্।২৮। আপনার হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ ; উহা নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলবৎ পীযূষময় ; তথাপি চন্দ্রামৃতবৎ কোন কিছুতেই লিপ্ত বা ওষধি প্রভৃতি কোন দ্রব্যাকারে বিরাজমান নহে। ২৯। স্বয়ং আপনি অমৃতময় সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমাবৎ বিবেক-রসায়নে সংযুক্ত, চতুঃষষ্টিসংখ্য বিদ্যাকলায় পরিপূর্ণ ও শীতলতায় সমাকীর্ণ হইলেও আপনার যে কলঙ্কহীন, তেজঃপ্রদীপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আত্মা, তাহাতে আমি এই সংসারমণ্ডলকে অঙ্কুরমধ্যস্থ বিশাল কাণ্ডফলাদিপূর্ণ মহীরুহবৎ দর্শন করিতেছি, আর আপনারই ইচ্ছাবশে এই ভাবাভাবময় সমস্ত পদার্থ যেন আমার নেত্রগোচর হইতেছে। বিবেচনা হয়, আপনি যেন হিরণ্যগর্ভ ; ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় দ্রব্য আপনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ। ৩০-৩১

হে ব্রহ্মন্! আমি শাণ্ডিল্য-বংশজাত ব্রাহ্মণ ; আমার নাম মঙ্কি। আমি বহুদূরদেশে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলাম। ৩২। তথায় অনেকানেক তীর্থ দেখিয়া বহুকালের পর এখন আত্মীয়-স্বজন-সকাশে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। ৩৩। কিন্তু দেখিতেছি, এ সংসারের যাবতীয় জীবই বিদ্যুত্তুল্য ক্ষণবিনশ্বর ; এ ভাব দেখিয়া সংসারে আমার বিরাগ জন্মিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া যাইতে আমার আর বিন্দুমাত্র অনুরাগসঞ্চার হইতেছে না। ৩৪। ভগবন্! আপনি কৃপা পুরঃসর আপনার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া আমাকে কৃতার্থম্মন্য করুন। সজ্জনবৃন্দের মানস-সরোবর অতীব গম্ভীর এবং উহা যার-পর-নাই প্রশান্ত। ৩৫। দর্শনমাত্রেই তাঁহারা সকলকে সূর্য্যবৎ মিত্র মনে করেন। তাদৃশ সজ্জনরূপ সরোবরের প্রান্তে প্রাণিগণ পদ্মপুষ্পের ন্যায় বিকসিত ও সমাশ্বাসিত হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ৩৬

হে পুরুষপ্রবর! আমার বোধ হইতেছে, আমার মন মোহে মগ্ন আছে।

স্বয়ং কিছুতেই সংসার-ভ্রম-জন্য দুঃখমোচনে সমর্থ নহে। অতএব আপনি মৎপ্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন; আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়া সেই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ দূরীভূত করিয়া দিন। ৩৭

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! আমি বশিষ্ঠ ঋষি; আকাশতলে আমার বাস। অযোধ্যারাজ অজের কি একটা প্রয়োজন আছে, তাই তাঁহার আহ্বানে আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। ৩৮। তোমায় যাহা বলি, শ্রবণ কর। তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; মনীষিগণ যে পথে গমন করেন, তুমি সেই পথেই উপস্থিত হইয়াছ। ভবপারাবারের পরপার তোমার প্রায় সন্নিহিত হইয়াছে।৩৯। আত্মা মহৎ না হইলে কদাচ এই প্রকার বৈরাগ্যবতী উদার মতি, এরূপ বাক্যবিন্যাস বা ঈদৃশী শক্তিমতী আকৃতি নিতান্তই অসম্ভব। তুমি যে এক জন মহাপুরুষ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।৪০। মণি যেরূপ সামান্য শাণঘর্ষণেই বিমলদীপ্তি ধারণ করে, তদ্রূপ বৈরাগ্যরূপ রঞ্জনের যোগেই মন বিবেকসম্পন্ন হয়। ৪১। যাহা হউক, এখন তোমার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি কিসের জন্য এই সংসার-বর্জ্জনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছ? আর কোন্ বিষয়টি জানিবারই বা তোমার কামনা, তাহা মৎসমীপে ব্যক্ত কর। কারণ, গুরু শিষ্যকে যাহা উপদেশ দেন, শিষ্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া তাহা স্থির করিয়া লন। শিষ্যের হৃদয়ে যদি রোষ-দ্বেষাদির লেশ না থাকে, তাঁহার অন্তঃকরণ যদি বৈরাগ্য ও বিবেকাদির দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে গুরুজনের উপদেশবলে সেই ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। আমি যে তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়াছি, তাহাতেই তোমার পরীক্ষা হইয়াছে; তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, তুমি প্রকৃত জন্মাদি-ক্লেশ হইতে পরিত্রাণলাভের বাসনা কর; সুতরাং উপদেশলাভের তুমি সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। ৪২-৪৩

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—আমি এই কথা বলিবামাত্র সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ মঙ্কি আমার পাদমূলে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে সেই পথিমধ্যে আমাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি চঞ্চল নেত্রের ন্যায় বহুবার দিকে দিকে পর্য্যটন করিয়াছি; কিন্তু এ যাবৎ এমন কোন সাধুর দেখা পাইলাম না, যিনি আমার সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ। ১-২। এখন আমি আপনার অনুগ্রহে জ্ঞানলেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহাতে আমার এই শরীরকে আমি সমস্ত দেবাদিদেহ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেহের সার বলিয়া বোধ করিতেছি। শরীর-পরিগ্রহের যে একটা সাফল্য, তাহা প্রকৃত অন্তই আমার বোধ হইল। হে বিভো! জীবকুলের এই সংসারদুঃখকরী অশেষ দশা দেখিয়া আমি অতীব কাতর হইয়াছি। এই ত সংসারের জীবকুল পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে, পুনঃ পুনঃ মরিতেছে এবং নিরন্তরই সুখ-দুঃখ-ভ্রম ঘটিতেছে। দেখা যায়, সংসারের যে কিছু সুখজনক কর্ম্ম, সকলই পরিণামে সত্য সত্যই ক্লেশপ্রদ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং সুখাবস্থা হইতে দুঃখাবস্থাই মৎসকাশে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। ৩-৪

হে ভদ্র! দুঃখকে যেরূপ সুখ বলিয়া আমি মনে করি, তদ্রূপ আমার বিবেচিত সমস্ত সুখও পরিণামে ভয়াবহ ক্লেশসঙ্কুল হইয়া আমায় কষ্ট প্রদান করে। ৫। আমার দন্ত, লোম ও শিরাদির সঙ্গে আমার বয়ঃক্রম শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি আমার উত্তরোত্তর ভোগ্য বিষয়েই অনুরক্ত, তাই তাহা কোনরূপেই মুক্তি-সাধনায় সচেষ্ট হয় না। বিষয়াসক্তি দিন দিন বর্দ্ধমান; অন্তঃকরণ শনৈঃ শনৈঃ তাহাতেই জড়িত। আমার নয়নাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম বাসনারূপ দুর্গন্ধপূর্ণ বিষয়ামিষ-লুব্ধ; তাহাদের চেষ্টাতেই জীবিকা আমার সর্ব্বদা পাপময়ী। ৬-৮। যেরূপ কণ্টক-সঙ্কীর্ণ লতা, তদ্রূপ বুদ্ধি আমার কুটিল ও ভীষণ দীপালোকের অভাবে জীবকুলের নয়ন যেরূপ তিমিরময়ী রজনীতে বৃথা সময়যাপন করে, তদ্রূপ আমার এই জীবনকালও অজ্ঞানান্ধকারময়ী ক্লেশবহুল অনন্ত চিন্তায় বৃথা ক্ষয় পাইতেছে। ৯-১০। ফলহীন, পুষ্পহীন, শুষ্কপ্রায় লতার ন্যায় মদীয় বিষয়পিপাসা কিছুমাত্র রসগ্রহণে সমর্থ নহে; অথচ ইহা বিনষ্টপ্রায় হইয়াও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতেছে না। আমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া কিছু কিছু করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এত পাপ সঞ্চিত ছিল যে, তাহারই জন্য তাহারা মাত্র কিয়ৎপরিমাণ দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় করিয়াই

বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার বাসনাখ্য কর্ম্মবীজ কিছুতেই বিনাশ পাইতেছে না; উহা অনর্থ উৎপাদনের জন্যই আমাকে ক্রমে ক্রমে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। ১১। পুত্র-কলত্রাদিতে অনুরাগ আছে; তাহাতে এ জীবন জীর্ণ হইয়া গেল। আমি সংসার সাগর পার হইতে পারিলাম না। ভোগাশা কেবল সংসারদুঃখ প্রদান করে; ভাগ্যে আমার তাহাই দিন দিন উপচিত হইতেছে। ১২। পুত্র-কলত্রাদি গর্ভজাত কণ্টক-তরুর ন্যায়; তাহাতে আমার গৃহ কখন পূর্ণ, কখন অপূর্ণ, আমার অর্থোপার্জ্জনের যত কিছু যত্ন, সকলই যেন মহাপদ; উহা চিন্তাজ্বরে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ আমার ঐ গৃহেই ক্ষয় পাইতেছে। ১৩। সর্পের ফণামণি-প্রজ্বলিত গর্ত্ত যেমন রত্নলোভী দুর্ম্মতি লোককে প্রতারিত করে, তদ্রূপ অর্থস্পৃহাও ধনলোভীকে বিবিধ বিপদে নিপাতিত করত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ১৪। আমার কলুষ চিত্ত অশেষ আশারূপ কল্লোলজালে ব্যাপ্ত; তাই বিশুষ্ক সাগরের ন্যায় কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে; সুতরাং তাহার যার-যার-নাই দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। আমি ইন্দ্রিয়ের বশ বুঝিয়া বিবেকিগণ আমায় স্পর্শ করেন না। ১৫। শ্লেষ্মাতক তরুর ন্যায় আমার চিত্ত নিরন্তর বাসনা-কণ্টকে সমাকীর্ণ ও অমেধ্য বিষয়ে সমাসক্ত। ঐ মন অতীব অসৎ; অথচ উহার আড়ম্বর অতি বিশাল এবং শরীরগত অর্জ্জুন নামক বাতের ন্যায় উহা অত্যন্ত চপলপ্রকৃতি।১৬। নিশ্চয়ই আমি অনেকবার মারিয়াছি; কিন্তু আমার মন কখনই মরে নাই। উহা অভীষ্ট পদার্থশূন্য হইয়া কেবল দুঃখদানের জন্যই জীবিত আছে। আমার অজ্ঞান যেন রজনী, এ রজনীর শেষ কিছুতেই ত হইতেছে না। অহঙ্কার যক্ষের ন্যায় সর্ব্বদা ঐ রজনীতে সুখ-বিহার করিতেছে। শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসহবাস যেন চন্দ্র-তারা; উহারা সমুদিত হইলেও বিবেকসূর্য্যের উদয় ভিন্ন ঘোর অজ্ঞানান্ধকাররাশি কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আমার বিবেক-ভাস্কর কিছুতেই প্রকাশিত হইল না। ঐ সূর্য্য সিংহের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকাররূপ মদমত্ত হস্তীর দমনকর্ত্তা, কর্ম্মজালরূপ তৃণরাশির অগ্নিসম দহনকারক এবং বাসনাময়ী রাত্রির ভ্রান্তিসঙ্কুল অন্ধকারের বিনাশক। আমি ঐ বাসনা-যামিনীর অন্ধকারে প্রকৃতই দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছি, তাই নিরন্তর অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করিতেছি। আমার মনোমাতঙ্গ নিয়তই উন্মত্ত; ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরন্তর আমায় যাতনা দিতেছে। জানি না, আমার অদৃষ্টে আরও কি আছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সংসার হইতে উদ্ধারার্থ অজ্ঞান-দৃষ্টিকে দূরে বিসর্জ্জন দেন। আমার ভাগ্যদোষে শাস্ত্রদৃষ্টিও আমায় অন্ধ করিয়া বাসনা-জালে বেষ্টিত

করিতেছে। তাই বলিতেছি,—হে ভগবন্! এইরূপ মোহবিপদে পড়িয়া আমার যাহা করা কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমার মঙ্গল সাধিত হয়, আপনি কৃপা পুরঃসর তাহা মৎসকাশে প্রকাশ করুন। ১৭-২১

হে ব্রহ্মন্! আমি জানি, সজ্জনবৃন্দের উক্তি এই যে, সাধুসঙ্গ ঘটিলে মোহরূপ অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয় এবং যাবতীয় মনোরথ যখন রাগাদি-দোষমুক্ত হয়, তখন শারদীয় দিঙ্মণ্ডলের ন্যায় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! যাহা সংসারের শান্তিজনক উপদেশ, আপনি তাহা প্রদান পূর্ব্বক সাধু ব্যক্তিদিগের মুখনির্গত ঐ বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করুন। ২২

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়সংযোগ, বিষয়-ভোগরূপ জ্ঞান বা সম্বেদন, গত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা, তদ্রূপ চিন্তা হইতে মনোমধ্যে তদনুরূপ সুদৃঢ় বাসনা এবং সেই বাসনা নিবন্ধন মরণাদি-সময়েও ভবিষ্য শরীরাদির স্মৃতি, এই চারিটি প্রকৃতপক্ষে অলীক; কিন্তু অলীক হইয়াও ইহারা এ সংসারে যাবতীয় অনর্থের মূল। ঐ চারিটি বস্তু জন্মান্তরাদি-ঘটনারও নিদান। ঐ চারিটি বস্তুর মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি শেষোক্ত দুইটি অপেক্ষা অধিক দোষাবহ। প্রথমোক্ত দুইটির মধ্যে আবার প্রথমটিই অধিকতর গুরু। বসন্ত ঋতুর ভূমিরসে লতা যেরূপ অনুৎপন্নাকারে সংস্থিত, তদ্রূপ ঐ আদ্য উল্লিখিত সম্বেদনাভ্যন্তরেই নিখিল আপদ অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে। ১-২

যাহারা বাসনার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অতি গহন সংসারপথে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের সকাশে বিগত ঘটনা-সমূহ নানারূপ আড়ম্বরসহকারে আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু বসন্তান্তে ভূমিরস যেরূপ বিলীন হয়, তদ্রূপ যিনি বিবেকবান্, তাঁহার সংসারভ্রান্তি যাবতীয় বাসনার সহিত ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৩-৪

এ সংসার যেন শল্লকীনামক কণ্টকগুল্ম; বসন্তঋতুর মৃত্তিকারসে কদলী প্রভৃতির যেরূপ পরিপুষ্টি হয়, তদ্রূপ একমাত্র বাসনা দ্বারাই উহার স্ফীতভাব ঘটে। ৫। চৈত্রমাসের ভূরস যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ-লতাময় বনাকারে ভূতলে

আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ এই যে অশেষ পদার্থপূর্ণ মিথ্যা সংসার, ইহারই আকারে একমাত্র বাসনাবসই জীবচৈতন্যে অভ্যুদিত হইয়া থাকে। ৬। সীমাহীন অন্তহীন মহাশূন্য—মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা; শূন্যতা ব্যতীত তাহাতে যেরূপ আর কিছুই নাই, তদ্রূপ এই যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহাতে সেই একমাত্র শূন্যময় সুনির্ম্মল ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ৭

ইত্যগ্রে যে ভোগজ্ঞান বা ভোগসম্বেদনের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মচৈতন্য সেই সম্বেদনস্বরূপ নহেন; তিনি তাহা হইতে ভিন্ন—এইরূপ একটা অনাদি স্থির-বিশ্বাসই অবিদ্যাজন্য ভ্রান্তি এবং সেই অবিদ্যাভ্রান্তিই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে বিকাশমান। সুতরাং যেরূপ শিশু-বুদ্ধিতে পরিজ্ঞায়মান বেতাল, তদ্রূপ সদাকারে প্রকাশমান এই সংসার। এই সংসারে যখন অজ্ঞানান্ধকারেরই প্রাদুর্ভাব, তখন একমাত্র জ্ঞানালোকেই উহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ৮-৯। ভূতলবাহিত যাবতীয় নদীসলিল যেরূপ সাগরোদকে মিলিত হইয়া তৎসঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের প্রভাবে নিখিল দৃশ্য পদার্থের স্বাতন্ত্র্য যে সময় ঘুচিয়া যায়, সেই কালে কোন কিছুর ভেদভিন্নতা প্রতীত হয় না, সকলই জ্ঞানময় আত্মাকারে প্রতিভাসিত হয়; সুতরাং তৎকালে সকলই এক হইয়া যায়। ১০

মৃৎকুম্ভ যেরূপ মৃত্তিকা হইতে অপৃথক্, তদ্রূপ এই জ্ঞায়মান যাবতীয় বস্তুই জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; সমস্তই ব্রহ্মাভিন্নরূপে উপলভ্যমান। ১১। যে পদার্থ বোধ-বোধিত, পণ্ডিতেরা তাহাকে বোধরূপেই কীর্ত্তন করেন। কারণ, বোধ ও জড় এ দুইয়ের যদি আলোক ও অন্ধকারবৎ পরস্পর বিরুদ্ধভাব থাকিত, তাহা হইলে বোধশূন্য জড় পদার্থকে বোধময় আত্মা কদাচ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন না। এই হেতু বলা যায়, যাহা জড় বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, সেই জড় ও বোধ এ উভয়ের বিভিন্নতা কিছুই নাই। ১২। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সকলই বোধময়; সুতরাং আকাশপুষ্পবৎ বোধভিন্নতা বলিয়া কোন একটা পৃথক্ বস্তু নাই। ১৩। যেরূপ জলের সঙ্গে জল, তদ্রূপ সজাতীয় বস্তু যখন সজাতীয় বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই তদুভয়ের একত্বলাভ ঘটে; সুতরাং ইহা নিশ্চিত বুঝিবে যে, এই যে নিজের অনুভবাত্মক জগৎ, ইহার সঙ্গে নিজানুভবেরও পরস্পর একত্ব বিদ্যমান। ১৪। পাষাণ-কাষ্ঠাদি দ্রব্য যদি বোধময় না হইত, তবে অলীক শশশৃঙ্গাদিবৎ নিয়ত উহাদের অনুভব অসম্ভব হইয়া পড়িত। ১৫। এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বোধ হইতে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন, তথাপি যে অন্য বস্তুবৎ উপলব্ধ হয়, তাহার হেতু কেবল ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত যদি বোধময় না

হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রভাবে কদাচ উহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া যাইত না।১৬। বায়ুর স্বরূপ যেরূপ একমাত্র স্পন্দন এবং জলাশয়ের স্বরূপ যেরূপ একমাত্র জল, তদ্রূপ এই বিশাল বিশ্বগত যাবতীয় দৃশ্য বস্তুরই স্বরূপ সেই একমাত্র বোধ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি করিয়া এ সংসারে যত কিছু বস্তু লক্ষিত হয়, তৎসমস্ত একই পদার্থ; জ্ঞানোদয় ঘটিলেই উহাদের ঐক্যানুভব হইয়া থাকে। পরস্পর সংশ্লিষ্ট জতুকাষ্ঠের একত্রীভাব যথার্থ জ্ঞানের অভাববশে বাহ্যদর্শনেই দেখা যায়; পরন্তু প্রকৃত জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিলে উহাদের পরস্পর সংযোগভেদ ব্যতীত ঐ একত্রীভাব প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ বলা যায়, দ্রষ্টা বা দৃশ্যাদির যে মিশ্রণ, তাহা তদ্রূপ সংযোগ নহে। অজ্ঞানে দৃষ্ট হয় বটে যে, উহারা জতুকাষ্ঠাদির ন্যায় সংযোগতঃ সম্মিশ্রিত; কিন্তু যদি জ্ঞানচক্ষুতে দেখা যায়, তবে জতুকাষ্ঠাদিবৎ উহাদের পার্থক্য থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তখন উহারা একই হইয়া যায়। দুই পাত্রস্থ সলিল ও দুই পাত্রস্থ ক্ষীর যেরূপ পরস্পর একই পদার্থ, উহাদের প্রত্যেক বস্তুদ্বয়ের একত্ব যেরূপ অনুভবসিদ্ধ; দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের একত্ব তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ উহাদের একত্ব জতুকাষ্ঠাদির ন্যায় সংযোগমাত্র-রূপ নহে। ১৭-১৯

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! এই যাবতীয় পদার্থই একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং তুমিই বা কে আর আমিই বা কে? সকলেই ত সেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্ম। সুতরাং বলা যায়, 'তুমি' 'আমি' ইত্যাকার পার্থক্যজ্ঞানই সংসারবন্ধনের হেতু। আর 'অহং'-জ্ঞানের যে ক্ষয়, তাহাই মোক্ষের কারণ। উল্লিখিত প্রকার সংসারবন্ধন খণ্ডন করিতে যখন স্বয়ংই পার, ইচ্ছা হইলে যখন অহঙ্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষপদে উপনীত হইতে সমর্থ হও, তখন আর ঐ বিষয়ে তোমার শক্তি নাই, এ কথা কি প্রকারে বলা যায়? ইহা যার-পর-নাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অহঙ্কার অলীক, উহা প্রকৃতপক্ষে অনুৎপন্ন; তথাচ দ্বিতীয় চন্দ্র ও মরীচিকাবারির ন্যায় কেন যে উহা উৎপন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়, তাহা বুঝি না। ২০-২১। 'ইহা আমার, ইহা আমার নহে' এই প্রকার ভ্রমজ্ঞানই ভববন্ধনের হেতু; কিন্তু 'আমি কিছুই নই, আমারও কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম', এইরূপ যে জ্ঞান—যাহাতে মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে, এরূপ জ্ঞানও ত নিজেরই করায়ত্ত। ফলে এই প্রকার নিজায়ত্ত উপায় বিদ্যমানে অপার ভবযন্ত্রণা নীরবে ভোগ করিয়া যাওয়া কি কম মূর্খতার বিষয়? ২২

কুণ্ড-মধ্য-গত ক্ষুদ্র বদরীফল যেরূপ অননুভূত ও কুম্ভগর্ভেই অদৃশ্য হয়, আর ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে ঘট দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ

নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য যে অহঙ্কার দ্বারা অন্তরিত বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন, তাহা কদাচ ভাবিও না। কারণ, পূর্ণ আত্মচৈতন্যের এবংবিধ কোনও সম্বন্ধ নাই—যাহাতে বদরীফলবৎ অন্তর্ধান বা ঘটাকাশবৎ অবচ্ছেদ সম্ভবে। ২৩। আত্মা অদ্বিতীয়; অবিদ্যাপ্রভাবেই তাঁহার ভিন্নরূপে কল্পনা হয়। অতএব যদি প্রকৃত আত্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের পরস্পর জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই ঐ দুইয়ের একাত্মতা প্রতীত হইয়া থাকে। জৈমিনি-মতাবলম্বীরা কহেন, জড় ও অজড় দুইয়েরই একত্ব বিদ্যমান। ঐ একত্ব সম্যক্ অপরিজ্ঞান হইতেই সংঘটিত হয় জানিবে। কারণ, যাহা কিছু জড়াংশগত, তৎসমস্তই জড় বলিয়া জড়াংশগত ঐক্যও জড় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব কি প্রকারে জড়াকার ঐক্যের স্ফুরণ হইবে? এ দিকে চৈতন্যাংশ যখন চৈতন্যই, তখন চৈতন্যাংশগত যে একত্ব, তাহাও চৈতন্যস্বরূপই; সুতরাং চৈতন্যময় ঐক্যের বিষয় চৈতন্য হওয়া অসম্ভব; কাজেই উহাদের একত্বও সম্ভবে না। আরও একটি কথা আছে। যদিও অংশগত হউক, তথাচ জড় বা অজড় কোন কিছুই স্বীয় রূপ ত্যাগ করে না; এই জন্য অংশী ও অংশের উভয়রূপতাও কদাচ সম্ভাব্য নহে। যে দ্রব্যের যে স্বভাব, তাহা সর্ব্বথা অনপনেয়; কাজেই যে দ্রব্য স্বভাবতই অজড়, তাহা নিজ স্বভাবগুণে নিজ অজড়তারূপ ত্যাগ করত কিছুতেই জড়তা প্রাপ্ত হয় না। চৈতন্যময় দৃশ্য অজড় দ্রব্যকে জড়াকারে দেখিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার হেতু উহাতে দ্বৈতভ্রান্তি মাত্র; এই দ্বৈতভ্রান্তি আছে বলিয়াই এই প্রকার প্রতীতি হয়। নচেৎ যাহাতে অজড়কে জড় বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, তাদৃশ একত্ব জড়াজড়ে প্রকৃতপক্ষে নাই। ২৪-২৫

মনের অনন্ত কুৎসিত-বিকার হইতেই নানারূপ বাসনায় ও অভিমানে জড়িত হইতে হয়; তদবস্থাপন্ন হইয়াই উল্লিখিত অসম্যক্ দৃষ্টিতে ব্রহ্মতত্ত্বসমন্বয় করিতে করিতে অনেকে পর্ব্বতচ্যুত পাষাণখণ্ডবৎ অত্যধিক অধঃপতিত হইয়া যায়। ২৬। মনুষ্যেরা যেন তৃণরাশি তুল্য, তাহারা বাসনানিলপ্রবাহে চালিত হইয়া জন্মজন্মান্তরে অশেষ কষ্ট উপভোগ করে; তাহাদের ঐ সমস্ত কষ্ট অনির্ব্বচনীয়।২৭ তাহারা বিষয়রসে রঞ্জিত হইয়া রমণীগণের করতলাহত কন্দুকবৎ একান্ত বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে যৎকালে দেহলয় ঘটে, তখন নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। তথায় তাহারা যার-পর-নাই ক্লেশে জর্জ্জরিত হয়, এবং পুনরায় অন্যপ্রকার শরীর গ্রহণ করে। ২৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে দ্বিজ! বর্ষার প্রারম্ভে যেরূপ কীটকুল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ যাহারা বিষম সংসারপথে পতিত, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের লক্ষ লক্ষ কষ্টপ্রদ কর্ম্ম পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ১। সংসারী ব্যক্তির পুত্র-কলত্রাদি পদার্থপুঞ্জ যেন মহারণ্য-গত প্রস্তরখণ্ডাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান; উহাদের পরস্পর কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি একমাত্র চিন্তাই উহাদিগকে শৃঙ্খলাবৎ পরস্পর গ্রথিত রাখিতেছে। ২। বসন্তঋতু উপস্থিত হইলে ভূমির রসসঞ্চার হয়; সেই হেতু কানন যেরূপ বৃক্ষলতাদি দ্বারা অগম্য ও অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ মনুষ্যগণের যে মনক্ষেত্র, তাহাতে বিষয়রস সঞ্চারিত হয়; সেই হেতু উহা নানারূপ ঘটনাপরম্পরারূপ বৃক্ষসমূহে নিবিড় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ৩

আহা, কি দুঃখের কথা, জীবকুল একমাত্র বাসনার বশেই অবশ হইয়া পড়ে; কাজেই তাহারা নানা জন্মে নানারূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ৪। হায়, কি বিষম পদার্থ-বাসনা! এই সংসারস্থ যাবতীয় ব্যক্তির স্বীয় সত্তা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই, তথাচ কেবলমাত্র বাসনা নিবন্ধনই অন্তরে এই সংসারভ্রান্তি অনুভব করে। ৫। আত্মায় এবং চন্দ্রমণ্ডলে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কারণ, উভয়ই অশেষ আনন্দ ও সুধাময় শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং উভয়ই নিখিল বস্তুতে সুস্নিগ্ধ। সুতরাং শান্তির জন্য সেই শান্ত আত্মপদার্থের প্রতিই প্রয়াসী হওয়া বিধেয়। ৬। যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়াই যে কোন তুচ্ছ বিষয়ের বাসনা করে, সেই ব্যক্তি মর্য্যাদাহীন, মূর্খ এবং যে কোন শিশু, এ দুইয়ে প্রভেদ কিছুই নাই। মৎস্য যেরূপ নিজের শুভাশুভ বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াই যাবৎ প্রাণ থাকে, তাবৎ কিছুতেই আমিষগ্রথিত বঁড়িশ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ যে মূঢ়ের শুভাশুভ-বোধ নাই, সে তাহার লব্ধ বিষয়ামিষ আজীবনান্ত কিছুতেই পরিহার করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং এইরূপ মূঢ় ও কীটজাতীয় মীন এই উভয়ের আর পার্থক্য কি? ৭-৮

শরীরই বল, আর পুত্রকলত্র ও অর্থাদি যাবতীয় দ্রব্যের কথাই বল, সমস্তই বালুকাময় শুষ্ক শরীরবৎ একান্তই ক্ষণভঙ্গুর।৯। আব্রহ্ম স্তম্ব যাবৎ শত শত যোনিতে আকল্পকাল বিচরণ কর, একমাত্র শান্তিগুণ ব্যতীত কিছুতেই চিত্তের শান্তি হইবে

না। ১০। পথ বন্ধুর হইলেও যদি পথ দেখিয়া চলে, তবে উহার বন্ধুরতা যেরূপ পথিকের কষ্ট জন্মাইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যদি তত্ত্বপদ বিচার করা যায়, তাহা হইলেই আর ভববন্ধনে কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নাই। ১১। যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া থাকে, পিশাচে যেরূপ তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার মন যখন বিবেক-বিষয়ে আশ্রিত হইবে, তখন আর বাসনা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। ১২। দৃষ্টি প্রসারণ করিলেই যেরূপ রূপালোক প্রকাশ পায়, তদ্রূপ চৈতন্যময় আত্মার প্রসরণক্রমেই এই অহম্ভাবময় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩

হে কামক্রোধাদিরিপু-দমনকারিন্! চক্ষু বুজিলে যেরূপ অখিল রূপদর্শনের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ যে সময়ে জীবচৈতন্য নিমীলিত হন, সেই কালেই নিখিল দৃশ্য পদার্থের উপশম ঘটিয়া যায়। ১৩। এই যে অহম্ভাবময় ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছ, ইহা একটা নিতান্তই অসৎ পদার্থ; বায়ু যেরূপ গগনাঙ্গনে স্পন্দ বিস্তার করে, তদ্রূপ সেই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য আত্মাই অবিবেক নিবন্ধন কিঞ্চিৎ প্রসৃত হইয়া নিজেই নিজের শূন্যময়াত্মায় ঐ অসৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার করিতেছেন। ১৫। ব্রহ্মচৈতন্য পরম নির্ম্মল, তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই না করিলেও অন্তরে মৃৎকাঞ্চনাদি-কল্পিত কুম্ভবৎ অলীক হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত এই জগতের আকারে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতেছেন। ১৬। আকাশ যেরূপ শূন্য, বায়ু যেরূপ স্পন্দ এবং তরঙ্গ যেরূপ জলমাত্র, তদ্রূপ এই যে জগৎ, ইহাও ব্রহ্মচৈতন্যমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ জল-গত সলিলাব্যতিরিক্ত শৈলাকার তরঙ্গততি, এই ত্রিজগৎই তদ্রূপ সেই নিরবচ্ছিন্ন, নির্ব্বিভাগ, শান্ত ব্রহ্মাকাশ জানিবে। ১৭-১৮

যাঁহার সর্ব্ববাসনা-নিবৃত্তি হইয়াছে, তথাবিধ শান্ত তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তরে এইরূপ একটা শীতলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাতে দহন-কণোপম সাংসারিক যাবতীয় সন্তাপ চন্দ্রবৎ শীতল হইয়া যায়। ১৯। সমগ্র জগৎ যখন নিরতিশয় শান্ত সর্ব্বগত কল্যাণময় আত্মরূপে প্রকটিত, তখন কি কার্য্যে বা কি সাধনযোগে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কি বস্তু উৎপাদিত হইতে পারে? একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সমস্ত বস্তুর স্ব স্ব স্বরূপ। ২০। যাহাতে ব্রহ্মসত্তার স্ফূর্ত্তির কোনই ব্যাঘাত নাই, তৎসমুদায়ই অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশমান। মূর্খ লোকদিগের অনুভবে যে যে পদার্থসত্তা বা উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার সিদ্ধবৎ প্রতিপন্ন হয়, তৎসমস্তই বাধারূপে অনুভূত হইয়া থাকে। পরন্তু আমি ত বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উহাদের সত্তা ত কৈ উপলব্ধি হয় নাই। আমি বুঝিয়াছি,—ঐ সমস্ত

আকাশ-পুষ্পবৎ অলীক। হে দ্বিজ! যে কিছু বাধক পদার্থ দর্শন করিতেছ, তৎসমস্তই মনের কল্পিত; মন যখন বিনষ্ট হয়, তখন উহাদেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য বলিতেছি,—তুমি মনকে পরিত্যাগ করত জ্ঞানী হইয়া মহোপলখণ্ডবৎ শান্তভাবে অধিষ্ঠান কর। চিত্তের বিলোপ ঘটিলেই রূপাদি মনন ও রূপাদির প্রকাশক নেত্রাদির বিলোপ হইবে; সুতরাং জ্ঞানীরও বিলোপ নিশ্চয়ই ঘটিবে; কাজেই মনঃশূন্য হইয়া অবস্থিতি করা কি প্রকারে সম্ভবে? এরূপ আশঙ্কা কদাচ করিও না; কারণ, এই জ্ঞানী তাদৃশ চিত্তশূন্য নহেন; ইনি সেই অজ অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ। ২১-২৩

হে বিপ্র! যিনি চিত্ত পরিহার পূর্ব্বক শূন্যকল্প আত্মভাবে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার নামরূপের উপলব্ধিই হয় না। তথাবিধ ভাবে অধিষ্ঠানের দৃঢ়াভ্যাস না থাকায় সমস্তই স্বপ্নবিকারবৎ প্রতীত হয়। ২৪। ব্রাহ্ম কর্ত্তা কেহই নাই; অথবা জগচ্চিত্রও কিছুই নাই। কোনপ্রকার উপাদান ও দ্রব্যসত্তার ব্যতিরেকে শূন্যমার্গেই সঙ্কল্পবলে এই জগচ্চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। মন যে সময় যাঁহার কল্পনা করে, একমাত্র সেই চিন্ময় আত্মাই তৎকালে মনঃকল্পিত সেই পদার্থে তদাভাসাকারে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং আত্মা ব্যতীত দৃশ্য যখন কিছুই নাই, তখন আত্মা ভিন্ন বলিয়া যে কোন দৃশ্যকে নিশ্চয় করিতেছ, তত্তাবৎই অলীক। বস্তুতঃ কে কোথায় কি প্রকারে কি কার্য্য করিবে? ২৫-২৬। 'আমি সুখী' এই প্রকার অববোধই সুখ আর 'আমি দুঃখী' এই প্রকার অনুভবই দুঃখ; ইহা ব্যতীত সুখ বা দুঃখের হেতু অন্য কোন বস্তুই নাই; কারণ, যে যৎকিঞ্চিৎ পার্থিব বস্তু লক্ষিত হইতেছে, সমস্তই সেই ব্যোমাত্মা এবং সমস্তই আত্মভাবে বিরাজমান। ফলে যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট শৈলাদি অলীক, যাবতীয় পার্থিব পদার্থে পার্থিবত্ব তদ্রূপ মথ্যা। অহঙ্কারের বশেই ঐ সমুদায়ে ভ্রান্তিসঙ্কুল অস্তিত্ব অনুভূত হয়, আর অহঙ্কার বিলুপ্ত হইলেই শান্তিরূপিণী ব্রহ্মস্বরূপতা অনুভূত হইয়া থাকে।২৭-২৮। কনকবলয় যেরূপ কাঞ্চন হইতে বস্তুতঃ বিভিন্ন না হইলেও তাহাতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান বলয়রূপতা বিদ্যমান, তদ্রূপ তোমারও অসত্য অহম্ভাব. অবস্থিত জানিবে। যিনি শান্তিমার্গে অধিরোহণ করেন, তথাভূত মহাত্মায় অহম্ভাব বিদ্যমান থাকে না। শমগুণ-শালী জ্ঞানী ব্যক্তি যদিও শূন্যময়, তথাপি তিনি ব্রহ্মানন্দরসে পূর্ণ হইয়াই বিরাজমান। ৩০। হৃদয় তাঁহার সুশীতল থাকে; তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বলিয়া তিনি নির্ম্মনস্কভাবে অধিষ্ঠান করেন। তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মেই উদাসীনতা, তাই তিনি যদিও কোন কর্ম্ম করেন, তথাপি

তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াই আহ্বান করা হইয়া থাকে। কোনওপ্রকার বাসনা তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, সুতরাং তিনি চেষ্টাভিমান-শূন্য হইয়াই বিরাজমান থাকেন। তাঁহাকে দেখিলে যেন একটা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। কাজেই তিনি যদি কোনওপ্রকার ব্যবহাররত হন, তথাপি বোধ হয়, যেন তিনি কিছুই করিতেছেন না; যেন তিনি সমভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ৩১-৩২

দোলার উপর যখন শিশু নিদ্রিত থাকে, তখন সেই দোলা দোদুল্যমান হইতে থাকিলে নিদ্রিত শিশুর অঙ্গ যেরূপ স্পন্দিত হইলেও তাহাতে তাহার আত্মাভিমান থাকে না, সে নিস্পন্দভাবেই অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্যরত হইলেও তাহাতে তাঁহার আত্মাভিমান থাকে না; তিনি যেন নিত্য নিশ্চলভাবেই বিরাজ করেন; বাহ্যজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায় যিনি পূর্ণ জ্ঞানময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার আশা, ইচ্ছা, প্রযত্ন, মমতা বা শুভেচ্ছা, কোন কিছুই নাই; তথাবিধ ব্যক্তি শান্ত অনন্ত আত্মময় বলিয়া কি প্রকারে তাঁহার আত্মাভিমান সম্ভবপর হইতে পারিবে? ৩৩-৩৪। দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন কিছুরই জ্ঞান নাই বলিয়া যিনি একরূপ নিরাকার—নির্ব্বিকার, তাদৃশ নিরপেক্ষ লোক যদি কোন বিষয় দেখেনও, তথাপি তাঁহার আত্মাভিমান প্রকট হইবে কি প্রকারে? ৩৫। সর্ব্ববিধ বিষয়ের জন্য উপেক্ষা, তাহাই সংসারমুক্তি নামে অভিহিত। উক্ত প্রকার উপেক্ষার মধ্যে যিনি বিশ্রাম করেন, তিনি আর কোন্ পদার্থ দেখিবেন? ফলে তিনি দেখিয়া কিছুই দেখেন না। ৩৬। ভ্রমাত্মিকা স্বপ্নাঙ্গনার ন্যায় এই শরীরের পার্থিবত যখন অলীক, তখন কে কাহার প্রতি কিসের জন্য সাপেক্ষ হইবে? ফল কথা জ্ঞানী ব্যক্তি সকল প্রকার চেষ্টা, সর্ব্ববিধ কৌতুকব্যাপার বা নিখিল কা পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র জ্ঞানময় হইয়াই বিরাজমান থাকেন। ৩৭-৩৮

হে রাম! সর্প যেরূপ কঞ্চুক ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ মঙ্কি এই সক কথা শুনিয়া স্বীয় সুবিস্তৃত মোহজাল সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিলেন। ৩৯। প তিনি বীতস্পৃহ-চিত্তে শত বর্ষ যাবৎ অবিচ্ছেদে কর্ত্তব্যক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠা করিতে লাগিলেন। অতঃপর শতবর্ষ বিগত হইলে সেই মঙ্কি কোন এক নির্জ্জ পার্ব্বত্যপ্রদেশে সমাধি আশ্রয় করত অধিষ্ঠিত হইলেন। মঙ্কি যোগিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান তিরোভূত হইল; শনৈঃ শনৈ তিনি প্রস্তরপ্রায় অবস্থাপন্ন হইলেন। তদবস্থায় আজিও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন যদি কখন কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করা যায়, তবে তিনি প্রবোধি হন। ৪০-৪১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি ঐ মক্ষির তুল্য হও। ঐরূপ উপায়ে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থ তোমার চিত্ত সমুদ্যোগী হউক। তুমি বিবেকের প্রসাদে আত্মানন্দে বিচরণ করিবার জন্য প্রকৃত শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার মতি যেন বিষয়োপভোগে আসক্ত না হয় এবং তাহা যেন বিবেকবর্জ্জিত হইয়া শারদীয় নীরস মেঘমালার ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যেই দীনদশায় উপস্থিত না হয়। ৪২

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে সৌম্য! তোমার বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ যাবতীয় বৃত্তি অপসারিত হউক। তুমি প্রশান্তচেতা হইয়া যথালব্ধ ক্রিয়া-কলাপের অনুগামী হইয়া থাক। যেরূপ স্ফটিক-মণিময়ী প্রতিমা, তদ্রূপ তুমি সৎ হইয়াও অসদাকারে অনুমিত হইতে যত্নশীল হও। ১। চিদাকাশ এক হইয়াও অনেকরূপে ব্যাপ্ত এবং যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন তিনি ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন কিছু বলিয়াই প্রতীত হন না; সুতরাং তথাবিধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা কি প্রকারে সম্ভবে? ২। নিখিল শূন্যমার্গ আদি-অন্তবিহীন এবং উহা পরমাত্মা দ্বারাই সমাকীর্ণ; সুতরাং এই ভ্রমাত্মক শরীরের উদ্ভব-বিলয় দর্শন করিয়া উল্লিখিত নির্ব্বিকার পূর্ণ-পরমাত্মার বিকারাদি আছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? ৩। জড় বস্তুর সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য মনেরই চপলতা নিবন্ধন পরিস্ফুরিত হয় এবং মনের চপলতা যে সময় তিরোভূত হইয়া যায়, তৎকালেই ঐ সমস্ত বস্তু জলে তরঙ্গরাজির ন্যায় এক পরমাত্মাতেই অপৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৪। শুভ্র মেঘপটলে বসনাশঙ্কা যেরূপ একেবারেই নিষ্ফল ও মিথ্যা, এ শরীরে 'অহম্ভাবনা'ও তদ্রূপ জানিবে। এই জন্য বলিতেছি, তুমি এই শরীরাদি অলীক বস্তুতে 'অহং'-জ্ঞান করিয়া মজিও না। ঐরূপ অহং-জ্ঞান নিবন্ধনই পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতে হয়; সুতরাং যাহা সেই পরম মঙ্গলকর পরমপদ, অসীম সুখ ও অশেষ ঐশ্বর্য্যলাভার্থ তাহারই চিন্তা করিতে থাক। ৫-৬

যিনি চির-সমভাবাপন্ন চিদাকাশময় ব্রহ্ম, এ ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই একমাত্র পরম পদার্থ। তিনি আদি ও অন্তহীন; তোমার চিত্ত সেই পরমপদ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হউক। ৭। তুমি ব্রহ্ম-পদার্থ নিরূপণ পূর্ব্বক তাঁহাতেই

যদি একনিষ্ঠ হইতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সেই নিরঞ্জন পরমাত্মরূপেই তোমার অবস্থিতি হইবে। ধ্যাতা, ধ্যান বা ধ্যেয় বলিয়া যে পদার্থকে স্থির করিতেছ, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধ্যাতা, ধ্যেয় সমস্তই সেই ব্রহ্ম; উহাদের প্রভেদ কিছুই নাই। ৮। কি দ্রষ্টা, কি দৃশ্য, কি দর্শন, সমস্তই চিদ্‌বিলাসমাত্র; আর যাহাকে জড় পদার্থ বলিয়া স্থির করিতেছ, উহা চৈতন্যময় পরমাত্মা হইতে অপৃথক্। বস্তুতঃ সকলই একমাত্র সেই চৈতন্য-মূর্ত্তি ব্রহ্ম। ধ্যান ও ধ্যেয় ইত্যাদি সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র; ধ্যেয় বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনি ধ্যান বিনা নিরন্তর সমানভাবেই সমুদ্‌ভাসিত। ৯

হে রাম! আত্মা চিন্ময়; তিনি নিরন্তর শান্তিময় ও সমাবস্থ। প্রতিপচ্চন্দ্র উদিত হউক কিংবা প্রলয়ের বাত্যা প্রবাহিত হউক, সাগর যেরূপ তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ ঐ আত্মতত্ত্বও ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহে। ১০। যে ব্যক্তি তরণীযোগে দ্রুত গমন করে, তাহার চক্ষুতে যেরূপ তীরস্থিত পর্ব্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি সচল বলিয়া অনুমিত হয় এবং শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রান্তি ঘটে, তদ্রূপ চিত্তের ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মেই দেহাদি ও তৎসমুদায়ের সচলতা উপলব্ধ হয়। ১১। সেই পরমপদার্থ ব্রহ্মে দ্বৈতভাব সম্ভবে না। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, তৎসমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তিনি জ্ঞানময়; তাই সকলে তাঁহাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। সেই ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের আদি কিছুই বিদ্যমান নাই। অধিক কি বলিব, এমন যে ভ্রম, তাহাও তাঁহা হইতে পৃথক্ অন্য কোন বস্তু নহে। আকাশে যেরূপ বন, সিকতাময় প্রদেশে জল যেরূপ ও চন্দ্রমামণ্ডলে তড়িল্লতার যেরূপ অসদ্ভাব, তদ্রূপ তত্ত্বদর্শনেও শরীরাদির বিদ্যমানতা সম্ভবে না। ১২-১৪

হে সত্যজ্ঞশ্রেষ্ঠ! এই অলীক জাগতিক ভ্রান্তিতে তুমি ভীত হইও না। আমি তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহাই সত্য পরম পদার্থ জানিবে। ১৫। এই জগৎই সত্য, ব্রহ্মের বিদ্যমানতা মিথ্যা, পূর্ব্বে তোমার এইপ্রকার ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল;, এক্ষণে তোমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহাতে সে ভ্রম অবশ্য বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, সংসারবন্ধনের অন্য কি কারণ আছে? ১৬। কি স্থালী, কি কুম্ভাদি, যাহার কথাই বল, তাহা যেরূপ একমাত্র মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এই জগতে চিত্তমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই জানিবে। বিচার করিয়া দেখিলে এই জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭

হে রাম! যে সকল শান্তিময় উপদেশ তোমার নিকট কথিত হইল, ইঁহাতে নিরহম্ভাব হইয়া তুমি কি সম্পদ, কি বিপদ, কি উন্নতি, কি অবনতি সর্ব্বকালেই হর্ষবিষাদাদি বিসর্জ্জন করত সমভাবে অধিষ্ঠান কর। মৎপ্রদত্ত এই উপদেশ বিস্মৃত হইয়া তুমি যে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নাত্মা, ইহা ভুলিয়া যাইও না। ১৮। হে রঘুকুলগগনচন্দ্র রাম! ব্রহ্মের সঙ্গে স্বীয় একাত্মতা সম্যক্ বিদিত হইয়া তুমি যদি থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে চিত্তের সন্তাপজনক হর্ষ-শোকাদি পরিহার কর, কিংবা উদাসীনবৎ তাহাদের অনুসরণ করত পরমসুখে বিরাজমান থাক। ১৯

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বীজ, অঙ্কুর, পুরুষ ও কর্ম্ম এইগুলি অদৃষ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, উহাদের প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট পুনরায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। ১

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই কাহারও উৎপাদক বা উৎপাদ্য নহে। এ সংসারে অদৃষ্ট, পুরুষ, পুরুষকার ও ঘটপটত্বাদি যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে বা যে কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, তৎসমস্তই চিন্ময়ের স্পন্দন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ২। কি পুরুষ, কি পুরুষক্রিয়া ঘট-পটাদি, চিন্ময়ের স্পন্দন ভিন্ন তাহাদের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবে? ৩। সেই চিৎস্পন্দন দ্বারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। চিৎস্পন্দন যখন বাসনাপরায়ণ হয়, তখনই এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরন্তু যখন বাসনার সমাপ্তি ঘটে, তৎকালেই এ সংসার তিরোভূত হইয়া যায়। সুধীগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সাগরের তরঙ্গ যেরূপ স্পন্দনশীল হইলেও বস্তুতঃ নিস্পন্দ বলিয়াই প্রতীত, তদ্রূপ চিৎস্পন্দ যে সময় বাসনা-শূন্য হয়, তখন অস্পন্দনমধ্যেই গণনীয় হইয়া থাকে। ৪-৫

হে রাম! চিৎস্পন্দময় পুরুষ ও কর্ম্মের সৃষ্টিব্যাপারে পার্থক্যমত কল্পনাংশ; কল্পনাংশ নিবন্ধনই সলিল ও জলতরঙ্গবৎ পুরুষ ও কর্ম্মের দ্বিত্ববোধ হইয়া থাকে। হিম ও শৈত্যের যেরূপ অভিন্নতা, তদ্রূপ কর্ম্মেরই পুরুষতা এবং পুরুষতারই কর্ম্মতা। য [illegible] ।, হিম ও শৈত্য দুয়েরই যেরূপ পরস্পর একত্ব,

তদ্রূপ কর্ম্ম ও পুরুষ উভয়ই পরস্পর অপৃথক্। অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও পুরুষাদি সমস্তই চিন্ময়ের স্পন্দরসের পরিণতি জানিবে; নতুবা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মাদি পৃথক্ কিছুই নহে। স্পন্দন জন্য একমাত্র সেই ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ; স্পন্দনের অসদ্ভাবে উহার বীজত্ব অপসারিত হয়। ঐ বীজই অভ্যন্তরে অঙ্কুরাকারে বিরাজমান; তাই উহা অঙ্কুরস্বরূপ। মহাসাগর যেরূপ কখন কোথাও স্পন্দশীল এবং কখন কোথাও স্পন্দরহিত, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মচৈতন্যও কখন সস্পন্দ এবং কদাচিৎ স্পন্দবিরহিত। এই প্রকারই ব্রহ্মচৈতন্যের স্বভাব। ৬-১২। চিৎস্পন্দ বাসনাবিষ্ট হইলেই অকারণে বীজরূপে শরীরাদি অঙ্কুরের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১৩। তৃণ, গুল্ম ও লতা ইত্যাদির মধ্যস্থ যথাযথ কার্য্য বীজ—ঐ চিৎস্পন্দই। তদ্ভিন্ন উহার অন্য বীজ নাই। ১৪। বস্তুতঃ অগ্নি ও উষ্ণতা যেরূপ ভিন্ন নহে, বীজ ও অঙ্কুরও তদ্রূপ অভিন্ন। বীজ ও কর্ম্ম যেরূপ অপৃথক্, বীজ ও অঙ্কুর তদ্রূপ এক। ১৫। জল যেরূপ স্পন্দশীল হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম বুদ্‌বুদাদির উৎপাদক হয়, তদ্রূপ সেই একাদ্বয় চিৎই ভূগর্ভে স্পন্দমান হইয়া নানারূপ স্থাবরাঙ্কুর প্রকাশ করেন।১৬। বিবেচনা করিয়া দেখ, ভূগর্ভ অতি কোমল; ইহা হইতে অশনি তুল্য কঠিন অঙ্কুর-সমূহ উৎপাদন করিবার শক্তি চিদ্ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে? ১৭। লতা ইত্যাদির গর্ভে যে রস থাকে, সে যেরূপ স্বীয় ভাবান্তর পুষ্প-ফলাদি প্রসারিত করে, জীবকুলের শুক্ররসের মধ্যে যে চিৎশক্তি, তিনিই এই সমগ্র জঙ্গমাকারে বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন। ১৮। ঐ চিৎ সর্ব্বস্থানে সমভাবেই অধিষ্ঠিত; একমাত্র তাঁহারই প্রাধান্য না থাকিলে দেবদানবাদির উদ্ভাবনশক্তি আর কাহার সম্ভবিতে পারে? ১৯

ব্রহ্ম জ্ঞানময়; তাঁহার বিস্ফুরণই সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থের আদ্য বীজ। এই বীজের আর বীজ কিছুই বিদ্যমান নাই। ২০। ঊর্ম্মি, বীচি ও তরঙ্গাদিবৎ বীজ ও অঙ্কুর এবং পুরুষ ও পুরুষকার্য্যের পরস্পর পার্থক্য কিছুই নাই। ২১। পুরুষে ও পুরুষকর্ম্মে এবং বীজ ও অঙ্কুরে দ্বিত্বজ্ঞান যাঁহা হইতে হয়, তাদৃশ মহানুভব বিজ্ঞ পশুর উদ্দেশে আমি নিরন্তর প্রণাম করি। ২২। বীজচৈতন্যই বার বার জন্মধারণের বীজভূত; উহারই অন্তরে যে বাসনারস বিদ্যমান, ঐ রস হইতেই শরীরাদি অঙ্কুর উল্লসিত হয়। সুতরাং অসঙ্গনামক অগ্নি দ্বারা উহাকে অঙ্গীভূত করিয়া ফেল। ২৩। লোকে কোন কর্ম্ম করুক বা নাই করুক, শুভ বা অশুভ কর্ম্মে তাহাদের মনে যে আসক্তিহীনতা, উহাই পণ্ডিতগণের মতে অসঙ্গ। ২৪। পক্ষান্তরে, বাসনার উচ্ছেদকেই অসঙ্গ

কহে; অতএব যে কোনরূপেই হউক, তুমি চিত্ত হইতে বাসনাকে দূর করিয়া দেও কিংবা যদি ইচ্ছা কর যে, পুরুষকার সহকারে হঠযোগাদি অবলম্বন করত যে কোনপ্রকারে বাসনার উচ্ছেদ সুকর হইতে পারে, তবে তাহাই কর—পরে বাসনাঙ্কুর সমূলে উৎপাটন করিতে যত্নবান্ হও; তাহা হইলেই পরমমঙ্গল সাধিত হইবে। ২৫-২৬। অহম্ভাবকেই বাসনার মূল কারণ বলিয়া জানিবে। এই জন্য বলিতেছি, তুমি পুরুষকার অথবা অন্য কোন সুপরিজ্ঞাত উপায়ে ঐ অহম্ভাবকে দূরীকৃত কর। উহাকে দূর করিতে পারিলেই বাসনাক্ষয় হইবে জানিও। ২৭। অহঙ্কারকে ত্যাগ পূর্ব্বক বাসনাকে ক্ষয় করিতে না পারিলে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাহাতে অহঙ্কার বিদুরিত ও বাসনার ক্ষয় হয়, এবম্বিধ পুরুষকার অবলম্বন করাই উচিত। নচেৎ এই ভীষণ ভব-পারাবারের পরপারে যাইবার উপায়ান্তর নাই। ২৮

পূর্ব্বে যে আত্মচৈতন্যের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই জগতের আদিভূত এবং তিনিই বীজস্বরূপ জানিবে। অঙ্কুর, অদৃষ্ট, পুরুষ ও শুভাশুভ নিখিল পুরুষকর্ম্ম একমাত্র তিনিই। ২৯। কি বীজ, কি অঙ্কুর, কি দৈব, কি কর্ম্ম, কি মনুষ্য প্রভৃতি কিছুই সর্ব্বপ্রথমে ছিল না; একমাত্র সেই একাদ্বয় অনাদি অনন্ত চৈতন্যময় আত্মা বিদ্যমান ছিলেন। ৩০

হে সাধুচরিত! এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাতে বস্তুতঃ বীজ ও অঙ্কুর এবং পুরুষ বা পুরুষকর্ম্মাদি কিছুরই সদ্ভাব নাই। নট যেরূপ দেবমনুষ্যাদির বিবিধ বেশ পরিধান পূর্ব্বক রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, একমাত্র ব্রহ্মই তদ্রূপ এই দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চাকারে বিকাশ পাইতেছেন। ৩১। হে নিরাময় রাম! তুমি এইরূপ স্থির করিয়া অনর্থক পুরুষ ও পুরুষকর্ম্মাদির বিচারাশঙ্কা বিসর্জ্জন কর এবং বাসনাশূন্য ও সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মরূপে বিরাজমান থাক। তুমি যাবতীয় ইচ্ছা ও সর্ব্বশঙ্কা পরিত্যাগ কর; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাও এবং ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাক। তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তুমি ভয়শূন্য হও, তোমার হৃদয় শান্তিপূর্ণ হউক, তুমি ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান কর। ৩২-৩৩

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! তুমি বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীতরাগ হও। বাহ্যবস্তু হইতে ত্বদীয় দৃষ্টি বিরত হইয়া অন্তর্মুখী হউক। তুমি সকল স্থানে যাবতীয় কর্ম্মকে সুবিমল শান্ত চিন্মাত্রাকারে দর্শন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাক। ১। চিন্মূর্ত্তি আকাশসদৃশ বিমল ভাববিশিষ্ট, প্রাজ্ঞ ও অদ্বিতীয়; তুমি তদভিন্নাকারেই অধিষ্ঠিত থাক, নিরন্তর সমভাবে বিরাজ কর, সৌম্য হও, শান্ত হও, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সম, আনন্দময় ও মহাশয় হও; ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখে অধিষ্ঠান কর। ২। সামান্য বা অসামান্য যে কোনরূপ শোক বা আপদ্ উপস্থিত হউক, কিংবা বিষম সঙ্কটসম্ভাবনাই হউক, তত্তৎসময়ে তুমি অন্তরে দুঃখানুভব করিও না; তবে কেবল দেশকালাদির অনুসরণক্রমে বাহ্যিক অশ্রু-বর্ষণ ও রোদনাদি করিয়া লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করত সেই সেই কালে তোমার মৌখিক দুঃখ প্রকাশ তুমি করিবে। ৩-৪। শীত বা গ্রীষ্মাগমে বস্ত্র বা চন্দনাদির ব্যবহার হইতে যে সুখ-সন্তোষ জন্মে, বাহ্যতঃ তাহা হইতেও তুমি ক্ষান্ত হইবে না। তোমার চরিত্র যেন নিয়ত বিমল থাকে। প্রিয়জন বা প্রিয়দ্রব্যের সমাগমে, কোন উৎসবে অথবা কোনরূপ অভ্যুদয়ে তুমি বাহ্যিক আনন্দ দেখাইবে। তৎকালে তুমি বাসনাবিষ্ট মূর্খ ব্যক্তির ভাণ করিয়া থাকিবে। ৫

হে রামচন্দ্র! তুমি আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিবে এবং বাহ্যতঃ বাসনার অধীন হইয়া মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিবে। ঐ অবস্থায় দাবাগ্নিকৃত তৃণরাশিদহনের ন্যায় যুদ্ধে অস্ত্রাগ্নিবর্ষণে শত্রুকুলকে তুমি ভস্মসাৎ করিয়া ফেল। অর্থোপার্জ্জনের যে সমস্ত ক্রমিক কার্য্য আছে, তাহাতে স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট হইয়া বকবৎ একাগ্রমনে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাক। ৬ ৭

হে শত্রুনাশন! জলসম্পর্কবিরহিত জলধরদিগকে বায়ু যেরূপ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তুমিও পরমপদে একাগ্রহৃদয় ও নির্ব্বিকল্প হইয়া বাসনাবিষ্ট মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় অশেষ শত্রু-সমূহকে সবলে বিদলিত করিবে এবং যাহারা দয়ার আস্পদ, তাহাদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিবে। ৮-৯। যাহা আনন্দ-জনক কর্ম্ম, তাহাতে তুমি বাহ্যিক আনন্দিত হইবে এবং যাহা দুঃখপ্রদ, তাহাতে তুমি বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করিবে। দরিদ্রের প্রতি দয়াবান্ হইবে; বীরসমাজে বীরত্ব প্রকাশ করিবে। ১০। যাঁহার হৃদয় উদার ও শান্তিপূর্ণ,

তিনি অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক সদানন্দভাবে আত্মসুখে বিহার করিতে করিতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। হে নিষ্কলুষ! তাদৃশ মহাশয় পুরুষ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত নহেন, তদ্রূপ তুমিও যদি আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আর তোমাতে কর্ম্ম-লোপের সম্ভাবনা থাকিবে না। ১০-১১

হে সাধুশীল! যখন তুমি আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, তখন তোমার দেহে বজ্রপাত হইলেও তাহা কুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। ১২। যিনি সর্ব্বসঙ্কল্প বিসর্জ্জন করিয়া আকাশস্বরূপ পরমাত্মায় যথেচ্ছ বিরাজ করেন, তিনিই ত আত্মারাম—তিনিই ত মহেশ্বর। ১৩। তাদৃশ আত্মারাম ব্যক্তি কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হন না; অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে; জল তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার শক্তি রাখে না এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য বলিতেছি, যিনি জরামরণরহিত, যিনি নিত্য, নিরতিশয়, আনন্দস্বরূপ, অনাদি অনন্ত ব্রহ্মময়, তাদৃশ আত্মাকে তুমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্তে স্থিরভাবে বিরাজ কর। ১৪-১৫

এই ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বৃহৎ বৃক্ষ; বিবিধ পদার্থরাশি যেন তাহার পুষ্পরাজি; সেই সকল পুষ্পের সারভূত সৌরভস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যকেই তুমি অবলম্বন কর এবং যাবতীয় বাহ্যবস্তুসমূহকে অবিনশ্বর ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে করিতে অপার সুখে অধিষ্ঠিত হও। ১৬। যাঁহারা দ্বৈতবোধহীন, যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লইয়াই বাহ্যিক সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের জীবন বিদ্যমানেও তাঁহারা পাষাণবৎ বিরাজিত; তাঁহাদের বিন্দুমাত্র বাসনার উদয় হয় না। ১৭

হে রাম! তুমি কূর্ম্মাঙ্গবৎ অন্তরে বাহিরে বৃত্তি-শূন্য হইয়া অবস্থান কর। তদবস্থায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক এবং মনকে অপ্রসারিত ও অন্তঃসুপ্ত করিয়া রাখ। ১৮। এইভাবে যে চিত্তের অন্তর্বৃত্তি নাই, অথচ বাহিরে বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া যাহা সুপ্ত ও প্রবুদ্ধপ্রায়, তাদৃশ চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তুমি যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা কর। ১৯। যদি অন্তরে বাসনা-রহিত হইয়া বলাকা প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার মন গগনবৎ নিয়ত নির্লিপ্ত হইয়াই রহিবে। ২০

হে রঘুনন্দন! তুমি নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস কর; মনকে অন্তরে বিলীনপ্রায় করিয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট রাখ। এই অবস্থায় সুখে সংস্থিত হও। ২১। হে অনঘ! জ্ঞানের বলে চিত্তকে তুমি নষ্ট করিয়া ফেল। যাহা

সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত, তাদৃশ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে তুমি অধিষ্ঠিত থাক। এই অবস্থায় তোমা দ্বারা কোন কর্ম্ম করা হউক বা না হউক, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। ২২। তুমি জাগ্রদবস্থায় যে কর্ম্মই কর বা সুষুপ্তাবস্থাতেই থাক, তাহাতে কোন কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করিও না। তুমি যদি জাগ্রদবস্থাতেই নিদ্রিতবৎ বা সুষুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রতের প্রায় অধিষ্ঠান করিতে পার, তাহা হইলে জাগ্রৎ-সুষুপ্তি অবস্থার একত্ব জন্য নিরাময় হইয়া সর্ব্বাতিবর্ত্তী পরমপদরূপেই বিরাজ করিতে পারিবে। ২৩-২৪

হে তাত! এইপ্রকারে অভ্যাস করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ তুমি অনাদি অনন্ত পরমপদলাভে যত্নশীল হও। এ জগতে পার্থক্য বা একত্ব কিছুই নাই, এইরূপ স্থির করিয়া তুমি আকাশবৎ নির্ম্মলচিত্তে অত্যুৎকৃষ্ট বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতে থাক। ২৫-২৬

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—হে তাপসপ্রবর! এইরূপই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে আমি যে রাম, আমিই বা কে, এবং আপনিই বা কি প্রকারে আমায় 'রাম' বলিয়া বিদিত হইতেছেন? আপনার নাম বশিষ্ঠ, আপনাকেই বা কি প্রকারে এ স্থানে অবস্থিত বলিয়া বুঝিব? ২৭

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! শ্রীরাম এই কথা কহিলে ব্যক্তিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষি অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। ২৮। মহর্ষি বশিষ্ঠ মৌনাবলম্বন করিলে সভাস্থ সমস্ত মহাজন 'এ কি হইল' ভাবিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন শ্রীরাম বশিষ্ঠকে পুনরায় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি কি জন্য আমার ন্যায় মৌনাবলম্বন করিলেন? এ ত্রিসংসারে শিষ্যদিগের উদ্ভাবনীয় এমন ত কোন পূর্ব্বপক্ষই আছে বলিয়া মনে হয় না, যাহার উত্তর গুরু দিতে সমর্থ নহেন। ২৯-৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে অনঘ! আমার আর শক্তি নাই, যুক্তি নিঃশেষ হইয়াছে, ইহা অবশ্য তুমি বিবেচনা করিও না। তোমার প্রশ্ন চরম-সীমায় পৌঁছিয়াছে; মৌনাবলম্বনই উহার একমাত্র উত্তর জানিবে। ৩১। বিজ্ঞ ও অজ্ঞভেদে প্রশ্নকর্ত্তা দ্বিবিধ; উহাদের মধ্যে বিজ্ঞকে জ্ঞানগর্ভ এবং অজ্ঞকে অজ্ঞতাপূর্ণ উত্তর দেওয়াই কর্ত্তব্য। ৩২

হে মতিমন্! এত দিন তুমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলে; তোমার প্রশ্নে নানারূপ বিকল্প-জ্ঞানময় প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি। ৩৩। এখন তুমি পরম-পদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে যে আর বিকল্প

ত্তর প্রদান করিব, তাদৃশ অবসর এখন আর নাই। তদ্রূপ উত্তর পাইবার মি আর উপযুক্ত নহ। ৩৩-৩৪। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! হে সাধো! গবাক্ষ-বিব- াদির অভ্যন্তর দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট সৌররশ্মি যেরূপ অসীম ত্রসরেণুযোগে পরিপূর্ণ, দ্রূপ কি সূক্ষ্মার্থ, কি পরমার্থ, কি অল্প, কি বহু, যত বাঙ্ময় বিদ্যমান, তৎসমস্ত- াক্য-ব্যবহারেই প্রতিযোগী, ব্যবচ্ছেদ, সংখ্যা ও পরমার্থ ইত্যাদি ভ্রান্তি প্রতি- াত। হে সৌম্য! জানিয়া রাখ, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি কদাচ ভ্রম-মালিন্যময় উত্তর াইবার উপযুক্ত নহেন। যাহাতে ভ্রম-মালিন্য নাই, তাদৃশ বাক্যের একান্তই াভাব। সুতরাং তুমি যখন তত্ত্বজ্ঞপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, তখন আর তোমায় ামার বাঙ্ময় উত্তর প্রদান করা শোভন নহে। তুমি প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত ইয়াছ, আমার এক জন প্রকৃষ্ট 'জ্ঞানী' শিষ্য হইয়াছ। সুতরাং যাহা প্রকৃত ত্তর, তাহাই তোমাকে দেওয়া আমার উচিত। ৩৫-৩৭। এই যে প্রশ্নবিষয় পস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কাষ্ঠবৎ মৌনভাবই নির্দ্দোষ উত্তর। ইহাই পণ্ডিত- ণের অভিমত। ৩৮। পণ্ডিতেরা বলেন, যাবৎ না জ্ঞানোদয় হয়, তাবৎ জ্ঞানের প্রভাবেই পরমপদার্থকে বাগ্‌বিষয় বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু যে সময় ানের উদয় হয়, তখনই বাক্যের অবিষয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাই লিতে হয়, যখন তুমি জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তখন মৌনভাবপ্রদর্শন দ্বারাই তামাকে প্রকৃষ্ট উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ৩৯

হে রাম! যে পদার্থ বক্তার স্বরূপ, বক্তা তাবন্মাত্রেরই প্রখ্যাপক। সুতরাং মামার স্বরূপ যখন নির্ব্বিকল্প—আমি যখন তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাপ্য, তখন আমি য বাক্যাতীত, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাক্যরূপ মলগ্রহণ আমি কি াকারে করিতে পারিব? সমস্ত বাক্যই সঙ্কল্পযোগে কলঙ্কিত; সুতরাং আমি মার বাক্যাতীত বিষয় ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। ৪০-৪১

শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! প্রতিযোগী ও ব্যবচ্ছেদাদি করিয়া বাক্যের াহুদোষ বিদ্যমান সত্য; কিন্তু ঐ সমস্ত দোষ পরিহার পূর্ব্বক আপনি নিশ্চয় লুন,—কে আপনি? ৪২

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! শুনিতে তুমি দি একান্ত আগ্রহবান্ হইয়া থাক, আর প্রষ্টব্য বিষয় যদি তদ্রূপ করিয়াই লা যায়, তাহা হইলে বলি, শুন;—কে আমি? কে তুমি? কে এ জগৎ?

উত্তর এই যে, তুমি, আমি বা জগৎ কেহই কিছু নয়। কোনও প্রকার ঙ্কল্পের লেশমাত্র আমাতে নাই। ৪৩-৪৪ আমি সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত নিরাময়

চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহি। কেবল আমি বলিয়া কেন, এই যে তুমি, এই যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সকলই কেবল সেই শুদ্ধ চিদাকাশমাত্র। ৪৫

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, সুবিমল ও জ্ঞানময়; তন্মধ্যে যে তুমি, আমি বা জগৎ, এ সমস্ত সুবিমল জ্ঞানময় আত্মা মাত্র ব্যতীত আর কি বলা যায়? বাস্তবিক সেই পরমাত্ম পদার্থ হইতে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। আমরা সমস্তই আত্মা হইতে অভিন্ন; ইহা ব্যতীত আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? ৪৬। শিষ্যগণ যাহাতে সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করে, বিদ্বান্ গুরু তাহারই জন্য যত্ন করিয়া থাকেন।' সেই হেতু তাঁহারা স্বপক্ষ উদ্ভাবন করত অহম্ভাব প্রকাশ করেন এবং যিনি সেই একাদ্বয় পরম পদার্থ, তাঁহাকেই নানারূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৪৭। যিনি শান্তিময় জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তিনি নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার ঔদাস্য; তাই তিনি অহম্ভাবশূন্য, অন্যত্র ভেদজ্ঞান-বর্জ্জিত ও সুখ-দুঃখাদি-বিকার-রহিতভাবে যে শববৎ অধিষ্ঠান করেন,তাঁহার সেই অধিষ্ঠানই পরম কল্যাণময় পরমপদ। অহংভাবকেই মুক্তির অভাবস্বরূপ জানিবে। সুতরাং হৃদয়ে যাবৎ 'অহং'-জ্ঞান বিদ্যমান, তাবৎ মুক্তিচিন্তা আর কিছুতেই হইতে পারে না। যিনি অহংজ্ঞান লইয়া মুক্তির সন্ধান করেন, জন্মান্ধ লোকের চিত্রদর্শনের ইচ্ছার ন্যায় তাঁহার সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াই যায়। ৪৮-৫০

যিনি প্রকৃতপক্ষে জড় নহেন, অথচ দেহের সচলতা এবং অচলতা যাহাতে ঘটিতে পারে, এই দ্বিবিধ কর্ম্মেই যাহার চিত্ত পাষাণবৎ জড়াকারে অবস্থান করে, তাঁহার তাদৃশ চিত্তাবস্থিতিই জরা-মরণাদি-রহিত নির্ব্বাণ-পদবী জানিবে। ৫১। যে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির লৌকিক ভোগবাসনা নাই, তাঁহারা যেরূপ আপনার জ্ঞানিত্ব আপনিই অনুভব করেন, অপরের তাদৃশ অনুভব যেরূপ হইবার নহে, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও নির্ব্বাণপদ যে কি, তাহা স্বয়ংই অনুভব করিয়া থাকেন; অপরে উহা বুঝিতে সমর্থ নহে। ঐ নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়; উহা একমাত্র ব্রহ্মময়তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৫২। ইহাতে আমিত্ব নাই, তুমিত্ব নাই বা আমিত্ব-তুমিত্বের পার্থক্য নাই, কিংবা অন্য কোন প্রকারত্বও নাই। পণ্ডিতদিগের মতে চৈতন্যময় আত্মার জ্ঞেয়-জ্ঞানই চৈতন্য; উহাই সংসার এবং উহাই অনন্ত ক্লেশের মূল-বন্ধন। ৫৩-৫৪। যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তাহার অনববোধই অচেতনতা, এবং উহাই শান্ত অব্যয় পরম মোক্ষপদ। ৫৫। আত্মা পরম শান্তিময়; দিক্ ও কালাদি-কৃত ব্যবচ্ছেদ তাঁহাতে থাকিতে পারে না, থাকিলেই

জ্ঞেয় বস্তুরও অসম্ভাবনা; সুতরাং তৎকালে আর কাহার কোন্ বস্তুজ্ঞান হইবে বল? ৫৬

হে সভাস্থ রাজগণ! স্বপ্নে যে জগদ্দর্শন হয়, তাহাতে জ্ঞানান্তর্গত বাসনানুরূপ সকল্প জ্ঞানময় হইলেও তাহা যেরূপ স্বীয় জ্ঞানময়তার পরিবর্জ্জনে অন্যথা প্রতীত হইয়া থাকে, এই যে বহির্জ্জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ফলতঃ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া যত কিছু আছে, সকলই জ্ঞানমাত্রেরই অনুসৃত; কাজেই জ্ঞানময় হইলেও বাহ্যজ্ঞানবশে জড়প্রায় বিভিন্ন দ্রব্যরূপেই প্রতীত। ৫৭-৫৮। যিনি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর একভাবে বিরাজমান, যিনি একমাত্র বিমল চৈতন্যমূর্ত্তি, যাঁহাতে বিন্দুমাত্র ভেদকল্পনা নাই, তাদৃশ আত্মীয়-ভেদজ্ঞান যে কি অনর্থহেতু, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এরূপ ভাবিও না যে, যাহাতে কোনওরূপ দৃশ্য বস্তুই প্রতীত হয় না, তাদৃশ শুদ্ধ জ্ঞানে এবং শূন্যে ভেদ কিছুই নাই। ভেদ আছে, তবে তাহা পণ্ডিতদিগেরই পরিজ্ঞেয় ও বাক্যাতীত। ৫৯

মনে কর, কোন স্থান গভীর অন্ধকারাবৃত; সেই অন্ধকারের মধ্যে চক্ষুর প্রযত্নক্রমে যে প্রকার অনির্দ্দেশ্য সদসৎ-রূপাভাস লক্ষিত হয়, তদ্রূপ সেই সুবিমল ব্রহ্মেও এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইতেছে। ৬০-৬১। হে রাম! আমি যেরূপ বাসনা পরিহার পূর্ব্বক 'আমিই এই সেই চিদাকাশময়' এরূপ জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্রূপ তুমিও যদি বাসনা ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ জানিবে যে, তুমিও চিদাকাশরূপে বিরাজমান থাকিয়া মুক্তি লাভ করিবে। ৬২। বাসনা-শূন্য হইয়া অন্তরে এইরূপ যিনি স্থির করিয়া লইতে সমর্থ যে, আমিই সেই চিদাকাশ, তিনি হউন না ব্যবহারতঃ অজ্ঞপ্রায়, তথাপি চিন্ময় ও অবিদ্যমানপ্রায় হইয়াই সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। ৬৩। আমি জ্ঞ, এই প্রকার অজ্ঞান-বায়ু দ্বারা জীবকুলের অবিদ্যাবহ্নি প্রজ্বলিত হইলেও যখন জ্ঞান হয় যে, আমিই ব্রহ্ম, তৎকালেই উহা প্রশমিত হইয়া যায়। ৬৪। বস্তুতঃ অজড় হইলেও বাহ্যবিষয়ে সংসারমুক্ত লোকের যে জড়বৎ অনববোধ, তাহাই অক্ষয় অবিকার পরমপদ; ইহাই মনীষিগণের অভিমত। ৬৫। মনুষ্য স্বীয় জ্ঞান দ্বারাই আপন জ্ঞানিত্ব অনুভব করিতে করিতে মুনি হইয়া দাঁড়ায়, আর স্বীয় অজ্ঞতাবশেই সবিশেষ অজ্ঞতা লাভ করত পশু-পক্ষী ও বৃক্ষাদিভাব াপ্ত হয়। ৬৬

এই আমি, এই ব্রহ্ম, এই জগৎ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান অবিদ্যাজন্য অলীক ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। দীপালোক প্রকাশিত হইলে আর যেমন

অন্ধকার দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইলেও এই জগৎ আর পরিলক্ষিত হয় না। ৬৭। যিনি নিখিল সঙ্কল্প বিসর্জন করত শান্ত-বুদ্ধি জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সুসম্পন্ন থাকিলেও তিনি অন্তরে বাহিরে কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। ৬৮। সুষুপ্তি-দশায় সমাধিকালে যখন আত্মজ্ঞানোদয় হয়, তখন স্বপ্নদৃশ্যবৎ নিখিল বাহ্যদৃশ্যেরই বিলয় ঘটে। সমাধিভঙ্গ হইলে পুনরায় যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তৎসমস্তই আত্মরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ৬৯। আকাশগাত্রে নীলিমাদি যেরূপ ভ্রমমাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মেও ক্ষিত্যাদি-বোধ ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকাশ ও ব্রহ্ম দুইয়েরই তুল্যত্ব বলা যায়। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই অসত্য বলিয়া যাঁহার বোধগম্য হইয়াছে, তিনি সর্ব্ববাসনাবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার বাসনা নাই, তিনি একেবারেই বাসনাহীন জানিবে। ৭০-৭১

হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! স্বপ্নে, মায়াবিস্তারে এবং ইন্দ্রজালাদি ব্যাপারে যেরূপ মিথ্যা অদ্ভুত বিষয় সকল দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মাত্র সঙ্কল্প-কল্পনাতেই এই অপূর্ব্ব সংসারজাল প্রকট হইতেছে জানিবে। সুতরাং উহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও উহাতে আর আস্থার বিষয় কি থাকিতে পারে? ফল কথা এই যে, কি সুখ-দুঃখ, কি পাপ-পুণ্য কিছুই কোথাও নাই; সকলই অলীক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই ঐ সকলের কর্ত্তা বা ভোক্তা কেহই নাই এবং কাহারও যে কিছু নষ্ট হয়, এরূপও নহে। ৭২-৭৩। সকলই শূন্যময় এবং সকলই নিরাধার। মমতা বা প্রত্যয় ইত্যাদি যে কিছু কথিত হয়, সমস্তই নেত্রদোষজনিত দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অথবা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ একান্তই অসত্য। অহঙ্কার হইতে মমত্বাদির উদ্ভব; কিন্তু ঐ অহঙ্কারও কিছুই নহে। ৭৪। মানব যাবতীয় দ্বৈতজ্ঞান হইতে মুক্ত হউক, তত্ত্বজ্ঞদিগের ন্যায় ব্যবহার-দশাতেই থাকুক, কিংবা কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদিবৎ অচল, অটল ও মৌনভাবে সমাধিনিষ্ঠ হইয়াই থাকুক, সে সর্ব্বপ্রকারেই ব্রহ্মত্ব উপগত হইয়া থাকে। ৭৫

হে রাম! ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও বিকাররহিত, তিনি নানাকারে প্রকট হইলেও তদীয় নৈশ্চল্য, সর্ব্বচিত্ত-ময়ত্ব, নানারূপত্ব ও সাবয়বত্ব কিরূপে যে সুসিদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত যুক্তি ভিন্ন যুক্ত্যন্তর নাই। তবে কি বলা যাইবে যে, ব্রহ্মের স্বভাবই ঐরূপ বিচিত্র? না—তাহাও নহে। কারণ, তিনি নির্ম্মল ও সর্ব্বসঙ্গবিরহিত, সুতরাং পদার্থান্তরের সহযোগিতায় কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ স্বভাবের সম্ভাবনা হইবে? আরও দেখ, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময়, তখন তাঁহার স্বীয় স্বভাবসত্তার ঐরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে সকল বস্তুই ঐরূপ

বৈচিত্র-স্বভাব হইত। ৭৬-৭৭। নাস্তিকগণের কুতর্কগর্ভ বাক্যচ্ছটায় জ্ঞানময় আত্মার জ্ঞানের অসম্ভাব বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেরূপ বলিলে দৃষ্টির গ্রাহ্য বা গ্রাহক কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাতে যে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব, ইহা বলাই বাহুল্য। ৭৮। তাই বলিতেছি, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পরমপদ ব্রহ্ম নিরন্তরই সমভাবাপন্ন; তিনি নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মলতর। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহারই সেবায় রত; তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইবার সামর্থ্য কাহারও নাই। তাঁহার কখন ক্ষয়োদয় নাই। সেই যে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি তদভিন্নরূপেই বিরাজমান থাক এবং স্বচ্ছন্দ বিহার ও পান-ভোজনাদি সুখ-সম্ভোগে রত হও। দেখিবে,—তোমার সংসারবন্ধন আর কিছুতেই থাকিবে না। কেন না, তোমার সত্তা ত ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতই ভিন্ন নহে। ৭৯

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! অহম্ভাবনাই পরম অবিদ্যা; তাহাই মুক্তির অন্তরায়; সুতরাং যে সমস্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি অহংজ্ঞান লইয়া মুক্তির সন্ধান করিতে থাকেন, তাঁহাদের কার্য্য উন্মত্তের চেষ্টা বলিয়াই গণনীয়। ১। অজ্ঞানতা হইতে উপপন্ন অহংজ্ঞানই অজ্ঞতা। যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং যিনি তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, 'আমি' বা 'আমার' এরূপ জ্ঞান তাঁহার নাই। ২। যে ব্যক্তি জ্ঞানী জীবন্মুক্ত, তিনি অহম্ভাবরূপ মল ধৌত করিয়া নির্ব্বাণপদে আরূঢ় হন। তদবস্থায় সদেহ বা বিদেহ যেরূপ হইয়াই হউক, নিরন্তর তিনি যাবতীয় ক্লেশপরম্পরা হইতে মুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। ৩। শরৎ-ঋতুর নভোমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানীর হৃদয় স্বচ্ছ; তাঁহার স্তিমিত নিশ্চলভাবের সঙ্গে সাগরও তুলিত নহে এবং তাঁহার যেরূপ কান্তিপূর্ণ শীতল ভাব, বুঝি বা চন্দ্রমণ্ডলের অভ্যন্তরেও তদ্রূপ নাই। ৪। চিত্রলিখিত যোদ্ধৃমণ্ডলীর মানসিক ক্ষুব্ধভাব চিত্রে প্রস্ফুট হইলেও সত্য সত্যই তাহারা যেমন ক্ষুব্ধ নহে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহাদের নিশ্চলতা নিশ্চিতই। ৫

যে সমস্ত জ্ঞানী মুক্তির পথে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের যে কিছু বাসনার ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা বাসনার মধ্যেই গণনীয় নহে;—যেমন দগ্ধ পটের তন্তুসন্তান; উহা একটা দৃশ্যমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহাসমুদ্র কত অনন্ত তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হয়; ঐ তরঙ্গ-সমূহ সমুদ্র হইতে ভিন্নাকারে দৃষ্ট হইলেও কি সমুদ্র, কি সমুদ্রতরঙ্গ, দুই-ই যেরূপ জল হইতে অনতিরিক্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ এই জাগতিক নিখিল পদার্থ বিভিন্নাকারে দৃষ্ট হইলেও তৎসমস্তকে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ৬-৭। যাঁহার চিত্ত শান্তিপথে আরূঢ় হইয়া বাহ্যতঃ সংসার-কল্লোলে ক্ষুব্ধবৎ প্রতীয়মান, অথচ সমুদ্রবৎ অন্তরে অন্তরে বাস্তবিকই অক্ষুব্ধ—নিয়ত সুপ্রসন্ন, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ। ৮। সমুদ্র জলময়; তাহাতে একমাত্র জলই যেরূপ নানারূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানময়; তাঁহাতে একাদ্বয় জ্ঞানই অহম্ভাবরূপে ও দৃশ্যমান বিবিধাকারে অনুমিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহাতে নানাপ্রকারতা নাই। যেরূপ আকাশতল-ব্যাপ্ত ধূমজালের গজ-রথাদি আকৃতি পরিস্ফুট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যেমন ধূম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এই নিখিল দৃশ্য বস্তু ব্রহ্মে বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হইলেও তিনি একই মাত্র। ৯-১০

হে সভাস্থ বিজ্ঞ সভ্যবৃন্দ! আপনারা এক দিন মৎসকাশে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলেন। উহাতে নিশ্চয়ই আপনাদের জ্ঞানোদয় হইয়াছে; সুতরাং সংসার-ক্লেশভয়ে উদ্বিগ্ন হইবার এখন আর কোনই হেতু নাই। আপনারা অধুনা এইমাত্র বিচার করিয়া দেখুন যে, এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভ্রান্তি-বিলসিত। বিচারে এইরূপ জ্ঞাত হইয়া আপনারা সেই ভ্রান্তি-রহিত হইয়া জন্মমুক্ত হউন।১১

অঙ্কুর যেরূপ বৃক্ষ, পত্র ও ফলাকারে আপন অন্তরে স্ফুরিত হয়, অজ্ঞানাবৃত জীবও তদ্রূপ অহম্ভাবের ভিতরেই বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে। জ্বলন্ত কাষ্ঠাদি ঘূর্ণন করাইলে ভ্রমবশে তাহার শিখাগ্নিতে যেরূপ দণ্ড-চক্রাদি প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ বাহ্যতঃ দৃশ্য পদার্থের সত্তা ও অন্তরে মনঃসত্তা সত্যরূপে অনুমিত হইলেও কামুকজনকল্পিত রমণীর ন্যায় প্রকৃতই সে সমস্ত মিথ্যাভূত পদার্থ। ১২-১৩

হে শ্রোতৃবৃন্দ! যে ভাবে এ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষয়োদয়, যে ভাবে ইহা সচেষ্ট, যে ভাবে ইহাতে সুখ-দুঃখানুভূতি এবং যে ভাবে ইহার দেশ-কাল-বিভাগ, তত্তদ্বিষয় মৎকথিত বহু যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ,—দেখিয়া উহার সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব বোধগম্য করত নিশ্চিন্তচিত্তে শান্ত হইয়া অবস্থিত হও। ১৪। যে জ্ঞানী ব্যক্তি

শববৎ শান্তচিত্ত, তিনি ইষ্ট বা অনিষ্টবিষয়ক যথাযথ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও অন্তরে তাঁহার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। ১৫। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সদেহ বা বিদেহ যাহাই হউন, যে ভাবেই থাকুন, তাঁহাদের বাসনা-বিরহিত যে অহম্ভাব জগদ্দর্শক এবং তাঁহাদের যে জীবচৈতন্য, তদুভয়ই একমাত্র জ্ঞানময় ব্যতীত আর কিছুই নহে ; উহাতে অণুমাত্র জড়ত্ব নাই। উহাই প্রকৃত পরম-পদ জানিবে। ১৬। জড়ভাবই ভবশৃঙ্খলাবদ্ধ মনুষ্যদিগের অপার ক্লেশভার-বহনের হেতু। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে, সমুদ্রে জলভাবই শৃঙ্খলিত অর্ণবপোতের ক্লেশবহুল ভার বহনের হেতু। ১৭। স্বর্গ-ভোগাদি মনুষ্যের মৃত্যুর পরেই প্রাপ্তব্য ; কিন্তু সে সকল ভোগ যেরূপ জীবিতাবস্থায় কাহাকেও আসিয়া আশ্রয় করে না, তদ্রূপ মুক্তিও অজ্ঞতারূপ অপরাধের জন্যই যেন অজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতে বিমুখ হইয়া থাকে। ১৮। যাহা কিছু স্বর্গাদি ফল, সমস্তই সঙ্কল্পসিদ্ধ ; আবার সঙ্কল্পের বশেই সে সকল ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং যাহাতে সঙ্কল্পের অভাব, তাহাই সত্য অক্ষয় মোক্ষপদ জানিবে। ১৯

হে রাম ! আমি ব্রহ্মই ; তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নহি। তুমি অন্তরে এই প্রকার ধারণা করিয়াই ভয়বিরহিত হও। যে ব্যক্তি মূর্খ, অজ্ঞতার ফলে অমৃতও তাহার নিকট বিষের ন্যায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে ; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সকাশে তাহা আদৃতই হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আমি বলিতে পারি যে, আমার বচন-রচনা মূর্খের নিকট হেয় হইতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা নিশ্চিতই উপাদেয় সুসঙ্গত সত্য বস্তু বলিয়াই প্রতীত হইবে। ২০

এই দেহাদি চিত্ত যাবৎ সমস্ত শরীরই জড় ; ইহাই যখন বিচারসিদ্ধ, আর অহংজ্ঞান যখন চলিয়া যায়, তখন এইরূপ সত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে যে, আমি ব্রহ্ম ; তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহি। ২১। যখন বিচারবিতর্ক করিতে করিতে সমগ্র ভেদজ্ঞান অপসারিত হইয়া যায়, তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের ভেদ-জ্ঞানের অবসান ঘটে, তাঁহারাই মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই যে মুক্তভাব, তাহাতে মাত্র অহংজ্ঞানেরই ক্ষয় হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রকৃত বিনাশ ঘটে না। বিষয়-ভোগ-বাসনা-পরিহার, তত্ত্ববস্তুর বিচার, আর চিত্তের নিগ্রহ, এই তিনটিই মোক্ষের প্রকৃষ্ট উপায়। এই সমস্ত ভিন্ন উপযুক্ত উপায় আর ইষ্ট হয় না। ২২

হে অজ্ঞ মুমুক্ষুগণ ! তোমরা তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে ভ্রান্তিজাল ছেদন কর

এবং স্বীয় ব্রহ্মময় আত্মারই আশ্রয় লও। ২৩। পণ্ডিতেরা বলেন,—সর্ব্ব-বাসনা-বিরহিত মানসিক ব্রহ্মভাবই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানলাভ না হইলে ঐ মোক্ষলাভ আর কিছুতেই সম্ভবে না। জ্ঞানময় আত্মায় যখন একবার জগদ্‌ভ্রান্তি সমুদিত হয়, তখন এরূপ বিশ্বাস কিছুতেই জন্মে না যে, এই জগৎ অকিঞ্চিৎ, সকলই ব্রহ্মময়; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই হেতুই অনন্তকালের জন্য সংসারবন্ধন লাভ করিতে হয়। এই জগৎ কি? কিছুই নহে, আমিও কিছুই নহি, এইরূপ স্থির করিয়া জীব যখন এই কলত্র-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ ও দেহের প্রতি আস্থা বর্জ্জন করত চৈতন্যময় হইয়া উঠে, তখনই সে মুক্ত পুরুষ হয়, নতুবা মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ২৪-২৫

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! অলীক বস্তু বা অবস্তু অন্তরে যাহাই প্রতীত হয়, চিদাভাসে তাহারই অনুভব হইয়া থাকে। আরও দেখ, প্রথম হইতে অভ্যাস থাকে বলিয়া বাহ্যবিষয়ের অনুভবজন্য তাহাই বাহ্যপদার্থাকারে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বানুভূত স্বপ্নবৃত্তান্তের উল্লেখ করা যায়। বস্তুতঃ যত কিছু পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সকলই চিৎস্বরূপ।১-২। আকাশ অপেক্ষাও এই চিতের স্বচ্ছতা যখন দৃষ্ট হয়, এই একাদ্বয় চিৎই যখন জগদ্‌বেশ পরিগ্রহ করেন, তখন কোথাও অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই; সমস্তই যে চিন্ময়, এ বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকিতে পারে না। ফলতঃ বুঝিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, না জন্ম, না মৃত্যু, না নাশ, না শূন্যতা বা না নানাত্বাদি কিছুই কোন বস্তুরই নাই। সকল বস্তুই সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ৩-৪

যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জগৎ ও অহম্ভাবাদির বিলয় ঘটে, তখনও প্রকৃতপক্ষে কিছুরই অপায় ঘটে না। স্বপ্নাদি মিথ্যা পদার্থ, তাহার ধ্বংস হইলে যেরূপ কোন বস্তুরই বাস্তব ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ অসত্য অহম্ভাবাদির বিলোপ ঘটিলেই বা অন্য কাহার বিলোপ ঘটিবে? ৫। সঙ্কল্প-কল্পিত নগরাদি অলীক বলিয়াই প্রতিভাত, তাহার আবার নশ্বরতা কি? তাহা নষ্ট হওয়া

যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যা অহন্তাবাদিরও বস্তুতঃ নাশাভাব। অহন্তাবাদি পদার্থের যখন মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন, তখন বুঝিয়া রাখিবে,—উহার নাশ হওয়াটাই অসম্ভব। ৬

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অলীক আকাশপুষ্পের অপবাদ-বিনির্ণয়ের ন্যায় জগতের অসত্যতা নিবন্ধন তাহার কোনরূপ অপবাদও নির্ণয় সম্ভবিতে পারে কি প্রকারে? ফলে অলীক বস্তুর নির্ণয় করা, সে আবার কিরূপ কথা? ৭। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শাস্ত্রে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কর্ম্মপরায়ণ হইয়া যদি নানাবিধ চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া না যায়, তবেই প্রস্তরবৎ যে একটা অচলপ্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়ে, আর আপন ব্রহ্মত্বসিদ্ধির জন্যই এ জগৎ অসৎ হইলেও ইহাকে সৎ বলিয়া কল্পনান্তে ইহার অপবাদ দ্বারা যে বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের উপায় কল্পনা করা হয়, তাহাকেই নির্ণয় বলা যায় জানিবে। কারণ, তোমার সাংসারিক পুরুষার্থময় সঙ্কল্পাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষরূপে উপশম প্রাপ্ত হওয়ায় সর্গাদি ভ্রমবিষয়ে নির্ণয় ত এইরূপই। ৮-৯। প্রলয়াদি সময়ে জগৎ যখন আপনা হইতেই বিলীন হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি? এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে যে সৃষ্টি-বিলোপ সংঘটিত হয়, তাহা চিরদিনই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রলয়াদি সময়ে যে সৃষ্টিনাশ ঘটে, তাহা তদ্রূপ বিলোপ নহে। প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ থাকিয়া যায়; তাহা উন্মূলিত হয় না। জগতের যে কার্য্য, তাহাই কেবল তৎকালে থাকে না। কারণ, নিখিল কর্ম্মই সঙ্কল্পমূলক; কাজেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উহার মূলোৎপাটন না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার চিরদিনের জন্য সৃষ্টিনাশ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সৃষ্টির প্রাক্কালে আবার তাহার আবির্ভাব ঘটিবেই ঘটিবে। এই হেতু জানিতে হইবে, প্রলয়সময়াদিতেও কার্য্যসকলের সত্তা বিদ্যমান। ফলতঃ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষবৎ যে সমস্ত অলীক পুরুষ এই জগৎসৃষ্টি দেখেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের দৃষ্ট সৃষ্টিসমষ্টি মরুমরীচিকা-জলের তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় প্রকৃতপক্ষে কেবল ভ্রমময় ভিন্ন আর কিছুই নয়। ফলে যেমন বন্ধ্যাপুত্র, তদ্রূপ উহা একেবারেই অলীকমাত্র। এই জগৎ-পদার্থরাশি যাহাদের নিকট সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাদের সেই সত্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম। ১০-১২

যাহাদের দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি জ্ঞান নাই, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞদিগের হৃদয়ে এক

অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দপূর্ণতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সে পূর্ণতা পরিপূর্ণ সাগরের তুল্য। ১৩। তত্ত্বজ্ঞগণ কোন কর্ম্ম করুন আর নাই করুন, বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় এবং নির্ব্বাতপ্রদেশস্থ নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তাঁহারা নিস্পন্দ ও সমভাবে শোভমান হইয়া নিরন্তর স্বস্থচিত্তে অবস্থিত। ১৪। পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় অভাবনীয় আনন্দপূর্ণতা ও অচিন্তনীয় শীতলতা তাঁহাদের অন্তরে পরিস্ফুট বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। অজ্ঞ পুরুষেরাই এ সংসারে বাসনাবদ্ধ; পরন্তু ঐ বাসনাকে কেহই দর্শন করে না। ঐ বাসনা হইতেই এ সংসারের উদ্ভব। ১৬। আলোক না থাকিলে যাহা দৃষ্ট হয়, আলোক প্রকাশিত হইলে তাহা আর থাকে না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নানারূপ বিস্ময়কর যক্ষাদির কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, অজ্ঞাননিবন্ধন যে জগৎ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানোদয় ঘটিলে তাহা বিনাশ পাইয়া থাকে। ১৭

মাংসাদি যত কিছু পদার্থ, সমস্তই ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতপঞ্চকের সমষ্টি এবং অলীক ভ্রান্তিবিলসিত পদার্থমাত্র। বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এ সকল ঐ মহাভূতপঞ্চকের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের ভূতাদিময়তা-জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক মাত্র চিন্ময়স্বরূপে যে অচল অবস্থিতি, তাহারই নাম মুক্ততা জানিবে। ১৮-১৯। আত্মচিৎ যখন লিঙ্গোপাধি সহ একত্র হন, তখনই চেত্যোন্মুখতা নিবন্ধন বাসনার অভ্যুদয় হয়; অন্যথা যখন মুক্ততার অভ্যুদয় ঘটে, তখন আর কিমাকৃতি বাসনার কোথা হইতে সমুদিত হইবার সম্ভাবনা? ২০। এই অলীক সংসারভ্রান্তি যাহার সমুদিত হয়, তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেই তাহার দৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণাজলবৎ সেই মিথ্যা সংসার আর পতিত হয় না। তৎকালে সংসার কিরূপ, এবং কাহার, কোথা হইতেই বা তাহার আবির্ভাব, এ সমস্ত জ্ঞান কিছুই আর তাহার থাকে না। ২১। পূর্ব্বে যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, ঐরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইলেও চিত্তের যে বিষয়স্মৃতি, তাহাই পুনরায় সংসারাকারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাংসারিক সকল বিষয় বর্জ্জন করত আকাশবৎ নির্লেপভাবে বিরাজ করিতে থাক। যদি সংসারক্লেশের উপশম করিতে চাও, তবে জানিবে, বিষয়সমূহের বিস্মৃতিই পরম কল্যাণজনক। এই জন্যই বলা যায়, যাহাতে সর্ব্ববিষয়ের বিস্মৃতি ঘটে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। ২২-২৩

প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া দেখিবে, এ জগতে দ্রষ্টা বা ভোক্তা কেহই বিদ্যমান নাই। অধিক কি, এই যে সংসার, ইহারও অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নাই।

সেই যে একাদ্বয় শান্তিময় পরমপদ, তাঁহাতেই সকল অধিষ্ঠিত। সাগরের ন্যায় সতত কেবল তাঁহারই স্পন্দন হইতেছে। ২৪। যখন এইরূপ জ্ঞানোদয় ঘটে যে, এই নিখিল দৃশ্য বিশ্বই অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম, চিদাভাস ও উপাধি এই উভয়ের বিলয় তখনই ঘটিয়া থাকে। সলিলরাশি শুষ্ক হওয়ায় সমুদ্রগর্ভ যেরূপ প্রকট হয়, তদ্রূপ তখনই সেই মঙ্গলময় ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশমান হইতে থাকেন। ২৫। যাঁহার চিত্ত পরমতত্ত্বে বিশ্রামলাভ করিয়াছে, যিনি সমদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সমাধিনিষ্ঠই থাকুন, আর অন্য কোনরূপ কর্ম্মই করুন, নিয়ত সকল প্রকার অবস্থাতেই তাঁহার রাগদ্বেষাদির অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সেই মুক্তপুরুষ একমাত্র শান্তভাবেই অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার তৎকালে কেবল শান্তভাবই অবশিষ্ট থাকে; তাই কিছুতেই তাঁহার রাগদ্বেষাদি পরিদৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ যে মুনি বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সাধারণ লোকের ন্যায় কি প্রকারে তিনি রাগাদির বশীভূত হইয়া ব্যবহারনিষ্ঠ হইবেন? যাবৎ না সপ্তভূমিকায় তাঁহার ব্রহ্মৈকনিষ্ঠা অবস্থিত হয়, তাবৎ তিনি রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। ২৬ ২৮। যিনি সপ্তভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাদৃশ শান্তচিত্ত মুনি রাগ, ভয় ও রোষাদি বর্জ্জন করত প্রকৃতপক্ষে অপাষাণ হইয়াও পাষাণবৎ নিয়ত অবস্থান করেন। ২৯

পদ্মবীজের গর্ভে যেরূপ পূর্ণাবয়ব পদ্মলতা বিদ্যমান, এই অপূর্ব্ব স্বপ্নপ্রায় জগদ্ভ্রান্তি তদ্রূপ আত্মাতেই বিরাজমান জানিবে। এই জগদ্ভ্রান্তি কোনওরূপ বাহ্যপদার্থমধ্যেই গণ্য নহে। ৩০। সেই পরম পদার্থের যে বাহ্যরূপে চিন্তা, তাহাতেই বাহ্যপদার্থ প্রতীয়মান। আর আত্মরূপে চিন্তা হইতেই তিনি আত্মাকারে বিকাশমান। সেই পরম পদের চিন্তা ব্যতীত কোন বস্তুই নাই জানিবে। অন্তরের স্বপ্নাদি ভ্রান্তিও তাঁহারই বাহ্যভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। উভয় পাত্রে সংস্থিত দুগ্ধের যেরূপ প্রভেদ নাই, তদ্রূপ সেই পরম পদার্থেরও একটুমাত্র ভেদ-ভিন্নতা নাই। ৩১-৩২। জল ও জলোর্ম্মিমালার আধারাধেয়ভাব যেরূপ ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ-পরম্পরায় যে স্থিরত্ব এবং স্বপ্ন-সংদৃশ্য বস্তু-সমূহের যে অস্থিরত্ব, এ উভয়ও ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। ভিন্নতাজ্ঞান হইতেই স্বপ্নাদি সময়ে আত্মার ভিন্নতাজ্ঞান হয়। পরন্তু ভিন্নতাজ্ঞানের বিলোপ-ঘটনায় তাঁহার আর ভেদ-ভিন্নতা কিছুই থাকে না। ৩৩-৩৪।

আত্মার যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পাদিরহিত শান্ত রূপ, তাহাই ব্রহ্মভাবনায় ব্রহ্মাকারে পরিস্ফুরিত হয়। আর যখন ব্রহ্মভাবনা থাকে না, তখনই ব্রহ্মময়ত্ব

হইতে স্খলিত হইয়া থাকে। ৩৫। যে সময় স্বপ্নাদিবোধের প্রশমন ঘটে, তখন আত্মার বিশুদ্ধ রূপ উদ্‌ভাসিত হয়; সে রূপের সত্তা ও অসত্তা কিছুই নাই। উহা বাক্যের অতীত। আত্যন্তিক ভ্রান্তির বিলয়ে যিনি ব্রহ্মতন্ময়তা প্রাপ্ত হন, তাদৃশ মুক্ত ব্যক্তিই স্ব স্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যথা যিনি যত বড় বিদ্বান্‌ই হউন, তাহার উহা উপদেশ্য হইবার উপযুক্ত নহে। ৩৬ ৩৭

হে রাম! যাঁহাতে ভয়, মান, বিষাদ, লোভ, মোহ, দেহ, মনন, ইন্দ্রিয়, চিত্ত বা জড়তাদি কিছুই নাই, অহম্ভাব বর্জ্জন করত সেই শান্ত, অজ, অক্ষয়, অখিল ভেদবর্জ্জিত, অদ্বিতীয় নির্ব্বাণ-ব্রহ্মময় হইয়া সকলেরই সমাধি অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। ৩৮।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যেরূপ স্পন্দ হইতে সমীরণের প্রসার হয়, তদ্রূপ চিৎপ্রসার বা চিদ্‌ব্যাপ্তিকালেই অসৎ অহম্ভাব ও জগদ্বিস্তার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু হউক না জগদ্‌ভ্রান্তির অভ্যুদয়, তথাপি যখন ব্রহ্মরূপতাজ্ঞান হয়, তৎকালে আর ক্লেশের হেতু কিছুই বিদ্যমান থাকে না। জগদ্‌ভাবনাই বিষম অনর্থের হেতু। যেরূপ চক্ষুর বিস্তারে রূপানুভূতি ঘটে, কূটস্থ চৈতন্যের প্রসার বা পরিব্যাপ্তি হইতেও জগদ্‌ভ্রান্তির উদয় তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ চিতের প্রসার ব্যর্থ; কারণ, চেত্য বস্তু যখন প্রকৃতই নাই, তখন চেত্যে চিতের প্রসার একান্তই ভ্রান্তির হেতু। ১-৩। বন্ধ্যাপুত্রের নৃত্য যেরূপ অসঙ্গত, তদ্রূপ অসৎ-প্রসারও নিতান্তই অসৎ ভিন্ন আর কি? শিশুর যেরূপ যক্ষাকৃতিজ্ঞান, তদ্রূপ ঐ চিৎপ্রসরণ অবিদ্যানিবন্ধন বৃথাই জগৎ জ্ঞান করে। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোদয় ঘটে, তখন আর তাদৃশ জ্ঞান থাকে না। ৪-৫। 'অহ'মিত্যাকারে যে চিৎপ্রসার, তাহা হইতেই অহম্ভাবের উদয় হয়। এই অহংজ্ঞান হইতেই দারুণ সংসারবন্ধনক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু যৎকালে অহম্ভাব দূরীভূত হইয়া যায়, তৎকালেই মোক্ষ ঘটে। এই জন্য বলা যায়, কি সংসারনিবন্ধন, কি মোক্ষপ্রাপ্তি এ উভয়ই নিজেরই আয়ত্ত। ৬। কাষ্ঠপ্রস্তরাদি নিশ্চল জড়পদার্থের ন্যায় মন ও

বুদ্ধি প্রভৃতির যে অবস্থিতি, উহাকেই ব্রহ্মভাবনা বলে। ঐ ব্রহ্মভাবনাই ব্রহ্মসমাধি বা মুক্তিলাভ; উহাতেই চিরশান্তি এবং উহাতেই ভবক্লেশের চির-নিবৃত্তি। ৭

হে সভ্য বুধগণ! যে বাক্যসন্দর্ভ দ্বৈতাদি বিবিধ বিকল্প-কল্পনায় জটিলতাপূর্ণ, তাহার দ্বারা শাসিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বৃথা তোমরা অসীম কষ্ট ও তাপশোষাদি বিষাদপ্রাপ্ত হইয়া থাকিও না। ৮। দেখ, জীব দৃঢ়বাসনাবিশিষ্ট হইয়া নিজ সঙ্কল্পময় স্বপ্নপ্রায় অলীক রূপাদি দর্শনের ন্যায় সর্ব্বদা অসত্য দুঃখ-পরম্পরা অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার বাসনার অণুমাত্র নাই, তিনি নিরন্তর নিদ্রানিমগ্নবৎ অধিষ্ঠিত হইয়া সঙ্কল্পকল্পিত রূপাদি দর্শনের ন্যায় প্রকৃত দুঃখেরও অধীনতায় আবদ্ধ হন না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, বাসনার শেষ হইলেই মোক্ষলাভ। দেশ, কাল ও ক্রিয়া-সমূহের যোগাযোগেই ক্রমে ক্রমে বাসনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়; পরিশেষে নিজ হইতেই তাহার বিলয় ঘটিয়া থাকে। ৯-১১

আকাশপটে জলদজালের উদয় হয়, পরে তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে যেরূপ পরমাণুবৎ হইয়া সম্পূর্ণই অন্তর্হিত হইয়া যায়, তদ্রূপ বলবতী বাসনাও শনৈঃ শনৈঃ অতি ক্ষীণ হইতে হইতে পরিণামে একেবারেই সত্তাহীন হইয়া পড়ে। ১২। যদি জ্ঞানী ব্যক্তির সংসর্গ ঘটে, আর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে মূঢ়তাও যেরূপ ক্রমশঃ পাণ্ডিত্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে সময় জ্ঞানোদয় হয়, তখন বাসনা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে হইতে মুক্তিতে পরিণত হইয়া যায়। ১৩

আমি যেমন যুক্তি দেখাইলাম, এই যুক্তি অনুসারে জীবিত বা স্বর্গত ব্যক্তির হৃদয়ে 'আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহি' এইরূপ যে শান্তিময় নিশ্চয়, এই নিশ্চয়ই মুক্তিযোগ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ১৪। বায়ুতে যেরূপ দ্রব্য এবং ক্রিয়া, এই উভয়রূপতার প্রতীতি, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই জীব ও জগৎ এই রূপদ্বয়ের পরিব্যক্তি। কে আমি? এ সকলই বা কি প্রকার? এইপ্রকার বিচার-বিতর্কেই উক্ত জীব ও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্ত করা যায়। ১৫। স্বীয় অকিঞ্চনত্ব-বোধই নির্ব্বাণ; এ বিষয়ে মূঢ়তার উদয় কেন? যদি সাধুসংসর্গে বিচারনিষ্ঠ হওয়া যায়, তাহা হইলেই আশু এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। ১৬। আলোকচ্ছটায় অন্ধকারের এবং দিবসোদয়ে রাত্রির যেরূপ অবসান হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীদিগের সংসর্গ ঘটিলেও অহন্তাববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ১৭। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গে আজীবন এইরূপ বিচারানুশীলন করা কর্ত্তব্য যে, আমি কে? এই যে দৃশ্যসমূহ, ইহারাই বা কে? কি প্রকারে কোথা হইতে ইহারা আসিল?

জীব কে? আর জীবনই বা কি? ১৮। তত্ত্বজ্ঞানরূপ সূর্য্যের প্রভায় যখন এই সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবিতবৎ বিকাশ পায়, 'অহং'জ্ঞানরূপ তিমিরজাল দূর হইয়া যায় ও ক্ষণেকের জন্য বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ পায়, তখন আর অন্যের উপাসনা ছাড়িয়া অগ্রে সেই তত্ত্বজ্ঞরূপ সূর্য্যেরই উপাসনা করিতে থাক। ১৯

কে প্রকৃত জ্ঞানী, তাহা যদি নিরূপণে সমর্থ হও, তাহা হইলে যাঁহাকে যাঁহাকে তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ বলিয়া বুঝিবে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্নভাবে উপাসনা করিবে। কারণ, যদি এককালে সকলকেই উপাসনা করিতে আরম্ভ কর, তবে তাঁহাদের কথাপ্রসঙ্গে একটা তর্করূপ যক্ষোৎপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। ২০। যখন তর্ক-যক্ষ আবির্ভূত হয়, তখন বালকবৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরও 'অহং'মিত্যাকার ভ্রান্তিকেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। ২১। তাই বলিতেছি, যিনি বুদ্ধিমান, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই নির্জ্জনে উপাসনা করিবেন। এক সময়ে অধিকসংখ্যক জ্ঞানীর উপাসনা করিতে গেলে ফল মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। ২২

তদনন্তর স্বীয় ধীশক্তিকে উত্তেজিত করিতে হয়। তজ্জন্য আপন বুদ্ধি অনুসারে জ্ঞানিগণের বর্ণিত বিষয়গুলি নিজ চিত্তপটে মিলাইয়া বিচার করিতে থাকিবে। তদ্রূপ করিলেই সেই যিনি সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য নিত্য পদার্থ পরব্রহ্ম, তাঁহাতেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। ২৩

হে রাম! বিজ্ঞদিগের সংসর্গ নিবন্ধন নিজের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিয়া লও, পরে তদ্দ্বারা অজ্ঞানলতাকে ছিন্ন করিয়া ফেল। ২৪। মৎকথিত মুক্তির উপায়ই যুক্তিবলে সম্ভাব্য এবং ইহা আত্মানুভবেই সুসিদ্ধ। অতএব আমার বক্তব্য এই যে, তুমি কদাচ এরূপ ভাবিও না যে, আমার ন্যায় লোক অসম্বদ্ধভাষী বালকমাত্র। ফল কথা, এ বিষয়ে আমাদিগকে তুমি পারদর্শী বলিয়াই জানিও। ২৫। মেঘাদির উদয়ে মহাকাশের এবং তরঙ্গ-রাজির আস্ফালনে মহাসাগরের যেরূপ কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; তদ্রূপ যিনি মননবিহীন হইয়াছেন, তাদৃশ জীবমুক্ত ব্যক্তিরও কোন কিছুতেই ইষ্ট বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যিনি সর্ব্বগত অচল নিরাময় ব্রহ্ম, এই নিখিল জগদ্ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই অসত্যরূপে বিজৃম্ভিত। 'অহং' বস্তু অকিঞ্চিৎ, ইহা বিচার দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং কিরূপে কোথা হইতে সঙ্কল্পাদির সম্ভাবনা হইবে? ২৬-২৭

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—স্বীয় বুদ্ধিকে পুরুষকার ও সাধুসংসর্গযোগে মার্জ্জিত করিয়া যে পুরুষ অভিজ্ঞতালাভে অকৃতকার্য্য হন, তাঁহার অভিজ্ঞতালাভের উপায়ান্তর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১। দেখ, বিষ মৃত্যুর কারণ হইলেও তাহাতে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হয়, তবে সে স্বীয় বিষত্ব পরিত্যাগ করত অমৃতবৎ কার্য্যকর হইয়া থাকে। সুতরাং বলা যায়, অখিল দৃশ্য পদার্থই সংসারবন্ধনের কারণ হইলেও শাস্ত্রীয় প্রতীকারকল্পনার বলে তাহারা বন্ধনকারণত্ব বর্জ্জন করত মুক্তির উপযোগী হইতে পারে। যাবৎ না কল্পনার অবসান ঘটে, তত দিন ঐরূপ প্রতীকারকল্পনা বিধেয়। কল্পনার বিরতিই মুক্তি। বিষয়ভোগের পরিহারেই কল্পনা উপশান্ত হয়, তদ্ব্যতীত উপায় নাই। ২-৩। কি বাক্য, কি মন, কিছুতেই যিনি শব্দার্থ ভাবনা করেন না, কল্পনাশান্তি তাঁহারই ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া থাকে। ৪। অহংজ্ঞান ভিন্ন অন্য অবিদ্যা নাই। ঐ অহংজ্ঞানের উপশম ঘটিলে যে পদার্থচিন্তার তিরোধান হয়, তাহাকেই মোক্ষ কহে। তদ্ভিন্ন আর কোন পৃথক্ পদার্থকে মোক্ষ বলা হয় না। ৫। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যদি প্রাক্তন জন্মানুভূত জীব-জগতে একটুমাত্র আসক্ত হও, আর দেহাদি অহম্ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আশ্রয় কর, তাহা হইলেও আবার তুমি এতই ক্লেশে নিমগ্ন হইবে যে, সে ক্লেশ অপার—অনন্ত। আর যদি ঐঅহম্ভাবকে চিরবিসর্জ্জন দিতে পার, তাহা হইলে তোমার চিরশান্তি এবং চিরসিদ্ধিলাভ ঘটিবে সন্দেহ নাই। ৬

হে রাম! এই যে নিখিল দৃশ্য বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে অসৎ হইয়াও সদাকারে প্রকটিত রহিয়াছে, ইহার মূল সেই পরম তত্ত্বের অপরিজ্ঞান জানিবে। বাহ্যজ্ঞান নাই বলিয়া যিনি পাষাণবৎ স্থিরভাবে বিরাজিত, যাঁহার অসৎজ্ঞান সম্পূর্ণই বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মাকে আমরা প্রণাম করি। ৭। যিনি প্রস্তরবৎ বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া সতত পরব্রহ্মেই একাগ্রচিত্ত, তদবস্থায় কেবল সেই চিন্ময়ের চিন্তাতেই বিভোর, তাঁহার সেই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি নিবন্ধন বহির্দৃষ্টির অভাবে এই নিখিল দৃশ্যই বিলীন হয়। ৮। এই দৃশ্য বস্তুনিচয়ের সত্তা থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক, যদি অন্তরে দেখা যায়, তবেই উহা ক্লেশভোগের কারণ হইয়া উঠে। আর যদি অন্তরে না দেখা যায়, তবেই সুখবৃদ্ধি হয়। যখন বাহ্যজ্ঞানের অভাব ঘটে, তখন আর উহা দেখা যায় না। ৯। ইহকাল ও পরকাল এই

দুইটিই শরীরীদিগের বিষম ব্যাধি। ঐ দুইটি ব্যাধির জন্যই দেহিগণের ঘোর ক্লেশভোগ ঘটে। বিষয়ভোগরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেহিবৃন্দ আজীবন ইহকালরূপ ব্যাধির চিকিৎসাতেই তৎপর ; আর যে একটা পরকালব্যাধি আছে, তাহার চিকিৎসায় সম্পূর্ণই পরাঙ্মুখ। সৎপ্রকৃতি ব্যক্তিরাই পরলোকরূপ বিষম ব্যাধির চিকিৎসায় সযত্ন হইয়া থাকেন। এই কর্ম্মে তাঁহারা শান্তি, সৎসঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ সুধাসম ঔষধসমূহেরই সাহায্য গ্রহণ করেন। ১১-১২। পরলোক-ব্যাধির চিকিৎসার্থ যাঁহারা সতর্ক হন, তাঁহাদের যে শান্তি হয়, সেই শান্তি হইতেই মোক্ষপথের শীতল ছায়ায় তাঁহারা বিশ্রাম করিতে পারেন। ১৩। এই জীবনেই নরক-ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হয় ; যিনি তাহা না করেন, তিনি রোগাভিভূত-শরীরে পরলোকে যাইয়া কি করিবেন ? তথায় তো ঔষধ মিলিবে না। তাই বলিতেছি, হে মূর্খ মানববৃন্দ ! বৃথা ভোগরূপ ঐহিক ব্যাধির চিকিৎসায় অহেতুক তোমরা পরমায়ু ক্ষয় করিও না। আত্মজ্ঞানই মহৌষধ ; তোমরা ঐ মহৌষধের সেবা কর ; পরলোকের চিকিৎসায় উদ্‌যোগী হও। ১৩-১৫

বায়ু-চালিত ছিন্ন পত্রোপরি যে বারিবিন্দু অবস্থিত, তদ্বৎ জীবন একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব সযত্নে আশু পরলোকরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হও। ১৬। বিশেষ যত্ন সহকারে আশু যদি পরলোক-ব্যাধির চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই ইহলোক-ব্যাধির উপশম ঘটিতে পারে। ১৭। বিদ্বান্‌দিগের ধারণা এই যে, সমগ্র জীবই ব্রহ্মচৈতন্যমাত্র। এই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসরণই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই জন্য একটিমাত্র পরমাণুর ভিতরেও শত শত শৈলসমাকীর্ণ জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ যে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসার, উহাই রূপাদি বাহ্যিক পদার্থ এবং উহাই মনঃপ্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পদার্থসমষ্টি জানিবে। অতএব একমাত্র চিদাকাশেই সমগ্র পদার্থ অনুভূত ; কাজেই জগদ্‌ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অলীক। ১৮-১৯

সহস্র সহস্রবার প্রলয় ঘটিলেও এই দৃশ্য বিশ্বভ্রান্তি দুর হইবার নহে। উহা যদ্রূপ প্রলয়ে, তদ্রূপই সৃষ্টিপ্রারম্ভে। ফল কথা এই যে, উহা যখন মিথ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ, তখন প্রলয়েও উহার বিনাশ নাই এবং সৃষ্টিকালেও উহার উদ্‌ভব নাই। ২০। আত্মা বিষয়ভোগরূপ পঙ্কসাগরমধ্যে নিমগ্ন হইলে, তাঁহাকে যদি পুরুষকারসহায়ে উদ্ধার করা না যায়, তাহা হইলে আর উপায় তো কিছুই নাই। ভোগ-পঙ্কমগ্ন মূর্খ ব্যক্তি আপৎসমূহের আশ্রয় হইয়া থাকে। বাল্য যেরূপ জীবনের আদ্যাবস্থা, বিষয়ানুরাগের শান্তিকর বিষয়ভোগ-বর্জ্জনও নির্ব্বাণের তদ্রূপ প্রথম ক্রম। ২১-২৩। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবননদী

চঞ্চল হইলেও চিত্রবিন্যস্ত নীরস নদীর ন্যায় নিশ্চলাকার এবং সমভাবেই প্রবহমান। কিন্তু যাহারা মূর্খ, তাহাদের জীবন-নদী ভয়াবহ নিনাদ-সঙ্কুল, আবর্ত্ত-সমাকুল এবং তরঙ্গভঙ্গিমায় সমাকীর্ণ। অজ্ঞ জীবকুলের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল নদীর উদ্ভব। ২৪-২৫। যাহা কিছু বাহ্যসূক্ষ্মপদার্থ অনুভব করিয়া থাক, সমস্তই ব্রহ্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিলেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চক্ষুদোষ ঘটিলে যেরূপ চন্দ্রদ্বয়, বালকের দৃষ্টিতে যেরূপ বেতাল এবং মরুভূমিতে যেরূপ মরীচিকা ও নিদ্রায় যেরূপ স্বপ্নদর্শন, তদ্রূপ উহারাও একান্তই ভ্রমসঙ্কুল। ২৬। তাই সহস্র সহস্র সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ জলরাশির তরঙ্গরাজিরূপে প্রতিভাত হইয়া নিয়ত নেত্রপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। যথাযথ বিচার করিয়া দেখিলে ঐ সকল অলীক হইয়া পড়ে। ২৭। ভ্রান্তিসঙ্কুল দৃষ্টি লইয়া দেখিলে উহারা সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। চৈতন্যের প্রসারক্রমে ভ্রমের বশেই আকাশতলেও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই যে প্রত্যক্ষ জগৎ, ইহার সম্বন্ধেও সেই কথা। ব্রহ্মচৈতন্যের আবির্ভাব যেন জল; এই সৃষ্টিবিভ্রম সেই জলেরই বুদ্‌বুদস্বরূপ। অহঙ্কারাদি বিকৃতভাব উহার আকৃতি। ২৮-২৯। চৈতন্যের যে নির্ব্বাণ, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় এবং চৈতন্যের উন্মেষণই জগৎ; বস্তুতঃ অন্তরে বাহিরে কোথাও জগৎ নাই। এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপরম্পরা না সত্য, না অলীক, কোন কিছুই নয়। ফলে ইহারা একমাত্র ব্রহ্মই। ৩০

ব্রহ্ম গগন অপেক্ষাও নির্ম্মল, ভাবাভাব-বর্জ্জিত, অব্যয়, অব্যক্ত, অনাদি, অদ্বিতীয় ও চিন্ময়স্বরূপ; জীব স্বয়ং ঈদৃশ ব্রহ্মপদার্থকেই নানাকারে দর্শন করেন, ায়ু-স্পন্দনের হেতু যেমন অনির্দ্দেশ্য, তদ্রূপ স্বভাববিরহিত ব্রহ্মেরও নিজ হইতে য সৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যুক্তি দ্বারা তাহারও মূল হেতু বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভবে া। ৩১-৩২। এই সৃষ্টিপরম্পরা যেন ব্রহ্মসাগরের লহরীলীলা; ইহারা স্বপ্নানুভূত স্তুপরম্পরার ন্যায় কেবলই ভ্রান্তিসঙ্কুল। ফল কথা এই যে, ব্রহ্মে স্বপ্নভ্রম বা ষ্ট, কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। ৩৩। এই নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চই নিশ্চিত্ত, নিরাভাস, নিয়ত সমভাবাপন্ন, চিন্ময় ব্রহ্ম। তাঁহার দ্বিতীয় নাই, ক্ষয় নাই, তিনি ৎও নহেন, অসৎ নহেন এবং সদসৎ উভয়রূপ যুক্ত বলিয়াও তাঁহাকে নির্দ্দেশ রা যায় না। ফল কথা, তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় দুঃসাধ্য। যিনি নিয়ত ব্রহ্মভাবেই বিরাজমান, বাহ্যবিষয়ের অনুভবরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসার যাঁহার প্রশান্ত হইয়াছে, ণ্ডিতগণ তাঁহাকে মুনি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫। জীবন থাকিতেও

মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় যাঁহার অবস্থা, 'অহং'জ্ঞানের সঙ্গে সমগ্র জগদ্‌ভ্রম যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বসাধারণের নিকট মুনিশ্রেষ্ঠ আখ্যায় অভিহিত। ৩৬। সঙ্কল্পের অভাব ঘটিলেই সঙ্কল্প-নগরের যেরূপ অন্তর্ধান হয়, তদ্রূপ এই যে ভ্রমজ্ঞানজনিত 'অহং'-জ্ঞানময় দৃশ্য বিশ্ব, ইহাও বাহ্যজ্ঞানের অন্তর্ধানেই ব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত হয়। ৩৭। নামরূপাদি-রূপ নিখিল শব্দার্থেরই একটা না একটা কারণ আছে, একমাত্র স্বভাবরূপিণী মূলাবিদ্যার তাহা নাই। পরন্তু স্বভাবের হেতু যে কি, তাহা যদি একবার বিদিত হওয়া যায়, তবেই মোক্ষ ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক বুঝিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, জাগতিক কোন বস্তুরই কোনপ্রকার স্বভাব নাই; যাহা আছে, তাহা অবিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। যত প্রকার অনুভব, সমস্তই সেই ব্রহ্মসলিলের দ্রবতাস্বরূপ জানিবে। ৩৮-৩৯। পদার্থ-পরম্পরার যত কিছু অনুভব হয়, বুঝিবে,—সমস্তই সেই মহাচিদাকার সমীরণের স্পন্দনস্বরূপ এবং মহাচিন্ময় ব্রহ্মাকাশের শূন্যতা মাত্র। ৪০। বায়ু ও বায়ুস্পন্দন যেরূপ স্বতন্ত্র নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ অস্বতন্ত্র। স্বপ্নে যেরূপ নিজ মৃত্যু অনুভূত হয়, তদ্রূপ ভ্রমনিবন্ধনই উহার মিথ্যাভেদ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ৪১। যাবৎ না বিশদভাবে তত্ত্ববিচার করিতে পারা যায়, তাবৎ ঐরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু যখন যথাযথ বিচারশক্তির উদয় হয়, তখন ঐ যে ভ্রান্তি—উহাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৪২। ভ্রান্তি একটা অলীক পদার্থ; সুতরাং তত্ত্ববোধ জন্মিলে অসত্য শশশৃঙ্গের ন্যায়, উহার অস্তিত্ব লক্ষ্যীভূত হয় না। কাজেই তখন একমাত্র ব্রহ্মপদার্থই অবশিষ্ট থাকেন—তিনি নির্ম্মল অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং পর হইতেও পরতর। ৪৩। সুতরাং হে রাম! যিনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, যিনি নিরতিশয় নির্ম্মলস্বভাব, যিনি নিত্য সমভাবাপন্ন, পরম কল্যাণময়, নিত্য ও অদ্বিতীয় পদার্থ, তুমি সকল প্রকার জরা, মোহ ও বিকারাদি-বিভ্রম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই সৎ ব্রহ্মাকাশেরই স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হও। ৪৪

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুবর! সুখ বা দুঃখ যাহাই আগত হউক, যিনি তাহাতে অভিভূত হন, তাঁহারই সর্ব্বদা নাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সুখে বা দুঃখে যাঁহার নাশ নাই, তিনিই প্রকৃত অবিনশ্বর; কখনও তাঁহার নাশের সম্ভাবনা নাই। ১। ইচ্ছা প্রভৃতিকে সুখদুঃখাদির হেতু কহে। সুতরাং যাহার এই ইচ্ছা প্রভৃতি আছে, সুখাদি ঘটনা তাহারই সম্ভবে সন্দেহ নাই। তুমি যদি এই সুখদুঃখাদির চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা কর, তবে সব্বকর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতিকে দূরে পরিত্যাগ কর। ২। আমি এবং এ জগৎ এরূপ ভ্রম সেই পরমপদে নাই। এই যে কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সকলই সেই শান্ত, নিরালম্ব, নির্ব্বাণ, অব্যয়, একাদ্বয় ব্রহ্ম। ৩। ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বময় ও সুনির্ম্মল; কে তাঁহাতে অহং ব্রহ্ম ও জগৎ, এইপ্রকার ভ্রান্তিসঙ্কুল শব্দ বিন্যাস করিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। ৪। কি 'অহং' কি 'জগৎ' কিছুই সেই ব্রহ্মাকাশে নাই। বলিতে কি, এমন যে ব্রহ্মাদি শব্দ, তাহাও বাস্তবিক তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায় না। সেই ব্রহ্মাদি শব্দের যিনি প্রতিপাদ্য, তিনি শান্ত, অদ্বিতীয়, বাক্য এবং মনের অবিষয়; তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যরূপে সর্ব্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান; সুতরাং এ সংসারে কাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব হইবার সম্ভাবনা? ৫

তাত! সমস্তই যখন অলীক, তখন উপদেশাদি নিখিল ব্যাপারও মিথ্যা ভিন্ন আর কি? অতএব ব্রহ্মোপদেশের উপায় তো কিছুই নাই। এখানে যদি তুমি এই প্রকার মনে কর, তবে তাহা সুবিবেচনা হইবে না। কারণ, অলীক যাবতীয় পদার্থের অসত্যতা প্রতিপাদন করিলেও যিনি অবশিষ্ট থাকেন,—তিনি সেই উপদেশ্য সত্য সনাতন ব্রহ্মই। এই হেতু সর্ব্ববস্তুরই অপহ্নব করা হয়। যে পুরুষের ভ্রম নাই, সে যেরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তির পুরোভাগস্থ পিশাচাদির ভীষণ কার্য্য দর্শন করে না এবং যে দুই পুরুষ একই শয্যায় শয়ান, তন্মধ্যে একের অনুভূত স্বাপ্ন মেঘশব্দ যেরূপ অন্যে অনুভব করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ যিনি জগদ্ভ্রম হইতে দূরে আছেন,—জগদ্ভ্রান্তি যাঁহার একেবারেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আর এই ভ্রমোপলক্ষিত জগৎ দর্শন করিতে হয় না। সুতরাং তৎসকাশে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ-পরম্পরারই তিরোধান ঘটিয়া থাকে। নিজের জ্ঞানে যাহা সংস্থিত, অনুভূতিগোচর হইতে তাহাই সকলের হইয়া থাকে। স্বভাবপ্রসিদ্ধি এই প্রকারই

বটে। এই জন্য নিজজ্ঞানে পিশাচাদির কার্য্য নিরন্তর সকলের থাকে না বলিয়াই যখন তখন সকলে তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না; জ্ঞানোদয় ঘটিলেই লক্ষ্য হইয়া থাকে। ৬-৮। ঐ জ্ঞান কি? উহা আত্মস্বরূপ; সমস্তই যখন ঐ জ্ঞানের বিকার, তখন 'অহং'-জ্ঞানই বলি, আর অন্য অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কথাই বলি, সমস্তই যে সেই পরমাত্মা হইতে অস্বতন্ত্র, এ কথা বলাই বাহুল্য। ৯। কি সঙ্কল্প, কি স্বপ্ন উভয় অবস্থার ন্যায় যাবতীয় অবস্থাতেই একমাত্র নিরবয়ব জল যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ অবয়বসম্পন্ন তরঙ্গমালারূপে বিরাজিত, তদ্রূপ নিরবয়ব হইয়াও একমাত্র নিজ জ্ঞানই বিবিধাবয়বসম্পন্ন জগদাকারে প্রকট। ১০

ভ্রান্তিনিবন্ধন জগদ্‌জ্ঞান সমুদিত হওয়ায় একমাত্র আত্মাই যেন নানাকারে প্রকাশমান। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ জগদ্‌জ্ঞান অবস্তু; তাই তত্ত্বদৃষ্টি সহকারে লক্ষিত হইলেও উহা উপলব্ধ হইবার নহে। ১১। কোন নিরবয়ব জীব যেরূপ স্বপ্নাদিসময়ে স্বীয় অবয়ব কল্পনা করিতে করিতে আপনাকে সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ সেই যে নিত্য নিরবয়ব অদ্বিতীয় অবিচল ব্রহ্ম, তিনিই এই নানাবয়বসম্পন্ন জগদাকারে বিরাজমান হইতেছেন। ১২

চিৎ যেন কুলালকামিনী; সেই চিৎকুলালীই অন্তরে লক্ষ লক্ষ মৃৎপাত্রবৎ নানা দ্রব্যের সৃজনকর্ত্রী। এই জগদাদি যে কোন পদার্থই সেই চিৎকুলালীর মনে সমুদিত হয়, এতৎসমস্তই তাহার নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে। ১৩। নিজের দ্রবরূপতা হেতু সমুদ্র যেরূপ আপনাকে তরঙ্গাদি নানাপ্রকারে জ্ঞান করে, তদ্রূপ সেই একাদ্বয় ব্রহ্মই স্বীয় চিদাকারতা হেতু আপনাকেই জগদাকারে উপলব্ধ করিতেছেন। ১৪। তিনি নিজে নীরূপ হইয়াও অন্তরে যেরূপ জ্ঞান করেন, সেইরূপেই আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যাহা তাহার জ্ঞানবিষয়ীভূত নহে, তাহা তিনি নিরীক্ষণ করেন না। ১৫। কি চেতন, কি অচেতন, সকলই মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের মায়ারূপ শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছে। আমি অধুনা কেবল উপদেশের জন্যই চেতন ও অচেতনাদি ভেদের বিষয় বলিলাম, বস্তুতঃ উহা অসমীচীন। ফলে কিন্তু এ জগতের সত্তা বা অসত্তা কিছুই নাই। আত্মা চিন্ময়, তিনি যেরূপ চিন্তা করেন, সেই অনুসারে সেই রূপই প্রকাশিত হয়। তদীয় চিন্তা ব্যতীত কিছুরই প্রকাশ অসম্ভব। সুতরাং এ সম্বন্ধে চেতনাচেতনের অর্থগ্রহ আমাদের আর কিরূপ হওয়া সম্ভবপর? ১৬-১৭

বিভিন্ন পদার্থরূপে অনুভব ও অননুভবই চেতন ও অচেতন-পদবাচ্য। ঐ চেতনাচেতন আত্মার স্পন্দাস্পন্দস্বরূপ। অচল বিমল স্ফটিকমণির অন্তরালে যে বিশ্ব

সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদের স্পন্দাস্পন্দ যেরূপ তাহাদের নিজের যত্নাদিকৃত বা আয়ত্ত নয়, আত্মার স্পন্দাস্পন্দ-স্বরূপ চেতনাচেতনও তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ।১৮। তত্ত্বদর্শনে যাহার অস্তিত্ব, আধার বা কারণ কিছুই লক্ষ্যীভূত হয় না, তাদৃশ 'অহং'-জ্ঞানরূপ যক্ষ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিয়া আবির্ভূত হয় ? ১৯। অহং-জ্ঞানরূপ যক্ষ বাস্তবিক সত্তাবিরহিত, অথচ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই আমরা সেই যক্ষের বশীভূত। ২০। কেশোণ্ড্রক বস্তুতঃ অম্বর হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথগ্‌বৎ অনুভূত হইয়া যেরূপ দিগ্‌ভ্রান্তিসময়ে অম্বরতলে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বস্তুতঃ অভিন্ন—ভ্রান্তিময় আকস্মিক অহন্তাবও একমাত্র ব্রহ্মপদেই প্রকাশমান। ২১। 'এই আমি' 'এই নির্ম্মল জগৎ' সকলই সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম। সুতরাং ইহাদের আবার উৎপত্তি-নিরোধ কি ? এ সংসারে যে আনন্দ বা বিষাদবিলাস দৃষ্ট হয়, ইহাদেরই বা কিরূপ কারণ হওয়া সম্ভবে ? ২২

ব্রহ্মপদের সর্ব্বশক্তিমত্তা চিরপ্রথিত, তাই তদীয় ভাবনানুরূপ এ জগতের পরিস্ফুরণ। তিনি যদি জগচ্চিন্তা না করেন, তাহা হইলে এ জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাই তোমায় বলিতেছি, হে রাম! তুমি চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হও, তোমার সে চিন্তা অপসারিত হউক। এ জগৎ চিদ্রূপময়; তাই স্বপ্ন-সংদৃষ্ট পদার্থ ও সঙ্কল্পনগরের ন্যায় একমাত্র সেই ব্রহ্মাকাশই জগদাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে এ জগৎকে কি প্রকারে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণন করা যায় ? ২৩-২৪। যে সলিলরাশি নিশ্চল আছে, যাহাতে তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে নাই, তাহাতে যেরূপ ভাবী তরঙ্গাদি, ভবিষ্যতে সমুৎকিরণ-যোগ্য বৃক্ষে বা কাষ্ঠে যেরূপ পুত্তলিকা এবং মৃত্তিকায় যেরূপ ভাবী ঘটাদি পদার্থ অপ্রকটরূপে বিদ্যমান, সেই ব্রহ্মপদেও এ জগতের অবস্থিতি তদ্রূপ জানিবে। ২৫। ব্রহ্মের আকার নাই, আধারও নাই, তিনি নির্ম্মল; তাহাতে যাহা অনুভূতিগোচর হয়, যুক্তিক্রমে তাহা সেই ব্রহ্মই। তাই বলিতেছি, আমি ও জগৎ সেই ব্রহ্ম-পদার্থ হইতে নিয়তই অস্বতন্ত্র। ২৬। সমীরণের বিবিধ স্পন্দ বিভিন্নরূপে উপলভ্যমান হইলেও তাহা যেরূপ সমীরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়, এই যে অহমাদি ও জগদাদি, এই সকলই তদ্রূপ সেই স্বভাববর্জ্জিত একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই জানিবে। ২৭। ব্রহ্ম নিরাকার ও নিরাধার; মেঘের অন্তরালে তরু, হস্তী, ঘোটক ও মৃগাদির আকারের ন্যায় তাঁহাতেই অহন্তাব ও জগৎ পরিদৃষ্ট হয়। ২৮। ব্রহ্ম কল্যাণময়; তাঁহাতে নিখিল পদার্থই অবয়বাকারে বিরাজমান। বীজাদি কারণস্বরূপ; তাহার মধ্যে যেরূপ কার্য্যরূপ বৃক্ষপত্রাদি

অবয়বাকারে পরিস্ফুরিত, ব্রহ্মে জগৎ ও অহন্তাবস্থিতির উপমাও তদ্রূপ জানিবে। ২৯

হে রাম! ব্রহ্ম হইতে এই জগতের প্রভেদ সম্ভবে না; সুতরাং তুমি মৎ-কথিত যুক্তির অনুক্রমে অন্তরে আকাশবৎ নিয়ত সমভাবে অধিষ্ঠিত হও। এই অবস্থায় তুমি নিশ্চল হও, আয়াসহীন হও, নিরুপাধি হও, ভ্রান্তিশূন্য হও। বস্তুতঃ তুমি বিচারসহকারে জানিও,—তোমরা, আমরা, জগৎপরম্পরা বা আকাশাদি, এ সকলের কিছুই কিছু নহে। সকলই সেই একমাত্র অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম; তিনিই একমাত্র সর্ব্বত্র বিরাজমান। ৩০-৩১। তুমি সমস্ত বস্তুতেই বিশেষবোধ ত্যাগ কর এবং মোক্ষলক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থ 'আমিই সেই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত সত্য চিৎস্বরূপ' এই প্রকার বিবেচনা করিতে থাক। ৩২। পার্থক্যজ্ঞানই বন্ধন এবং অপার্থক্যজ্ঞানই মোক্ষ জানিবে। জ্ঞানীদিগের নিয়মাদি অনুকরণ পূর্ব্বক তুমি ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর এবং শান্তভাবে অধিষ্ঠিত হও। ৩৩

দ্রষ্টা কখন দৃশ্যতা প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান কদাচ জ্ঞেয়তা উপগত হয় না; অতএব জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে এ জগতেরও অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না, কাজেই কাহার কিরূপে কীদৃশ জ্ঞান সম্ভবপর? ৩৪। দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, সেই জন্য সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ বাহ্যজ্ঞানের অনস্তিত্ব, জাগ্রদবস্থাতেও তদ্রূপ জানিবে। তুমি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া শারদীয় নির্ম্মল আকাশের ন্যায় অবিষ্ঠিত হও। ৩৫। বায়ুস্পন্দন ও বায়ু যেরূপ পরস্পর অভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের চিদাকারতাও তদ্রূপ একই বস্তু। ৩৬। সমস্ত পদার্থে চিদ্‌জ্ঞানের অভাবেই জগৎপ্রকাশ আর সর্ব্বদ্রব্যে চিদ্‌জ্ঞানেই মুক্তিপদ। ব্রহ্মরূপ বায়ুর স্পন্দন হইতেই এই জগদ্দর্শন ঘটে। ঐ চিৎস্পন্দনের অভাবই পণ্ডিতদিগের মতে মোক্ষ। ৩৭। বীজ যেরূপ তাহার আত্মাভ্যন্তরে পল্লবাদি আত্মরূপ পরিদর্শন করে, তদ্রূপ সেই যিনি মহাচিৎ—তিনিই আত্মস্থ আত্মরূপ সৃষ্টি অনুভব করেন। ৩৮। পত্রাদি অবয়ব চিন্তা করিতে করিতে বীজ যেরূপ নিজ পত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জগচ্চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাচিৎও জগদাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৩৯। বীজের যেরূপ বৃক্ষাদি নানারূপ বিকার ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হয়, এই যে সৃষ্টিপরম্পরা, ইহাও তদ্রূপ সেই এক চিত্তেরই নানা বিকারমাত্র জানিবে। বীজের বিকার বলিয়া বৃক্ষাদি যেরূপ বীজস্বরূপ, এই জগৎও তদ্রূপ চিদাকার বলিয়া চিৎস্বরূপ। নির্ব্বিকার, নিরাময়, অনাদি, অনন্ত পরব্রহ্মই সমগ্র জগন্ময়; জগতের এই দ্বৈত ও অদ্বৈত বিকার

সঙ্কল্পনগরের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্পবশেই উৎপন্ন হয় এবং স্বীয় সঙ্কল্পবশেই ক্ষীণ হইয়া যায়। ৪০-৪২

আকাশ এবং শূন্যত্ব এই দুইয়ের পার্থক্য যেমন তুমি বিদিত হইয়াছ, জগৎ ও ব্রহ্মপদার্থের তেমনই মিথ্যা ভিন্নতা জানিবে। ৪৩। আমি, তুমি ইত্যাদি পদার্থ আর অন্য কিছুই নহে ; এ সমস্ত কেবল সেই পরব্রহ্মের মহাচিৎস্বরূপিণী নিশ্চল সত্তা মাত্র। 'আমি মানব' এইরূপ ধারণা কেবল নিজ অজ্ঞানবশেই ঘটে। ৪৪। ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ ; সলিলে যেরূপ তরঙ্গ, তদ্রূপ তাঁহাতে কোন পদার্থ উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা অনুৎপন্ন এবং তাহা বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অবিনষ্ট। ৪৫। অবয়বে অবয়বীর ন্যায়, আকাশে আকাশের ন্যায় এবং সলিলে সলিলের ন্যায় একমাত্র ব্রহ্মই বস্তুব্রহ্মরূপে আপনাতেই আপনি শোভমান। ৪৬। অর্দ্ধনিমেষ সময়ের অন্তরালে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া থাকিতে যেটুকু সময় লব্ধ হয়, ঐ সময়ের মধ্যে জীবচৈতন্যের যে নির্ব্বিষয় নির্ম্মল রূপের প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মভাব ; এইরূপে ব্রহ্মভাবেরই আরাধনা করিতে থাক। ৪৭

হে রাম! শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণের মতে চৈতন্যময় ব্রহ্ম ক্ষুব্ধ ও অক্ষুব্ধ এই দ্বিবিধ রূপযুক্ত বলিয়াই কীর্ত্তিত। ব্রহ্মের ক্ষুব্ধ রূপ বলিলে এই বোধগম্য হয় যে, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনুভূতসিদ্ধ বিবর্ত্তময় এবং অক্ষুব্ধরূপে তিনি বিবর্ত্তশূন্য কূটস্থ পূর্ণানন্দময়। ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ রূপের মধ্যে যে রূপটি নিজের কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাতেই একাগ্রমনে অধিষ্ঠিত থাক। বৃথা বিবেকশূন্য হইয়া থাকিও না। ৪৮

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! অর্দ্ধনিমেষকালমধ্যে একদেশ হইতে দেশান্তরে গমনসময়ে পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানলাভ না হওয়া যাবৎ জীবচৈতন্যের যে নির্ব্বিষয় নিখিল রূপের প্রকাশ, তাহাই আত্মার পরম রূপ জানিবে। আমি এই আত্মরূপের কথা পূর্ব্বেই তোমার নিকট উল্লেখ করিয়াছি। ১। তুমি গমন কর, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর, আঘ্রাণ লও বা হাস্যাদিই কর, সকল প্রকার অবস্থাতেই স্থিরশান্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর সেই আত্মরূপময় হইয়াই অধিষ্ঠিত থাক। ২। যে কর্ম্ম জীবন্মুক্তদিগের উপযুক্ত এবং যাহা তোমার কুলাচারসঙ্গত, তাদৃশ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও যদি তুমি জীবাভাসশূন্য নির্ব্বাসন সত্য আত্মনিষ্ঠায় চিরপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পার, তাহা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হও, তাহা হইলেই তোমার সেই আত্মনিষ্ঠতারূপিণী বিদ্যা সুমেরুগিরিবৎ চিরকাল অচল অটল থাকিবে; অবিদ্যা আর থাকিবে না; তাহার রূপ এতই তুচ্ছ যে, একবারমাত্র তত্ত্বদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহার সত্তা আর উপলব্ধিগোচর হইবে না। তত্ত্বদৃষ্টি লইয়া দর্শন করিলে যাহার সত্তা প্রমাণিত হয়, তাহাই সেই পরমবিদ্যার রূপ জানিবে। অনুভূত আর অনুভূতি, এই উভয়ের উদ্ভব পূর্ব্বকথিতরূপ অবিদ্যার সত্তা হইতেই হয়। নতুবা বিচার করিয়া দেখিলে, তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, কাহার, কোথায়, কিরূপ দ্রব্যের কি প্রকার অনুভব করিবার সম্ভাবনা? দেখিবে,—তখন আপনা হইতেই অন্তরে শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ৩-৫

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জগৎ উভয় একই পদার্থ; অবিদ্যা হেতু সেই এক পদার্থই অনেকবৎ প্রকাশ পায়। তিনি ব্রহ্ম একাদ্বয়; তিনিই সর্ব্বময় অথচ অসর্ব্ব এবং নির্ম্মল অথচ মলিনবৎ এই ভাবেই তিনি বিরাজিত। ৬। ব্রহ্ম অশূন্য অথচ শূন্যপ্রায়; শূন্যপ্রায় অথচ অশূন্যপ্রায়; ব্যাপক অথচ অব্যাপকপ্রায় এবং অব্যাপকপ্রায় অথচ ব্যাপকপ্রায়; এই প্রকারেই তিনি অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকেন। ৭। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত অথচ তিনি অবিদ্যার বশে বিকারবান্। তিনি নিয়ত সমভাববিশিষ্ট এবং অটল; আবার নিশ্চল হইয়াও অনিশ্চল। তিনি সৎ অথচ অসৎ পদার্থবৎ অদৃশ্য এবং অদৃশ্য হইয়াও যেন দৃশ্যপদার্থরূপে প্রতিভাত। ৮। তাঁহার বিভাগ নাই, জাড্য নাই, অথচ তিনি বিভাগবৎ ও জড়বৎ হইয়া প্রতীয়মান হন। তিনি প্রকৃত জ্ঞানপ্রাপ্য নহেন,

অথচ তিনি যেন জ্ঞানপ্রাপ্য এবং তিনি অবয়ববিহীন হইলেও যেন অবয়ববিশিষ্টরূপে বিরাজমান। বস্তুতঃ তাঁহার অহংজ্ঞান না থাকিলেও তাঁহাকে অহংজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা হয়। তাঁহার বিকাশ না থাকিলেও তিনি যেন বিকাশসম্পন্ন; কোনপ্রকার কলঙ্ক না থাকিলেও তিনি যেন কলঙ্কবিশিষ্ট; ইন্দ্রিয়গোচরতা না থাকিলেও তিনি যেন ইন্দ্রিয়গোচরবৎ প্রতীয়মান। তিনি সম্যক্ আলোকপরিপূর্ণ অথচ যেন নিবিড় তমসাবৃত; তিনি চিরপুরাতন হইলেও বোধ হয় যেন নবীন; তাঁহার সূক্ষ্মতা পরমাণু অপেক্ষাও অত্যধিক, অথচ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহারই অভ্যন্তরে বিদ্যমান। ৯-১১। তিনি সর্ব্বময় হইলেও কষ্টবহুল দানযজ্ঞাদি ও শ্রবণমননাদি দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না; তাঁহাকে সমস্ত দৃশ্যবস্তুর অতীত বলিয়াই অনুমিত হয়। এই জটিল সংসারপাশে তিনি জড়িত নহেন; অথচ তাঁহাকে অবিদ্যার বশে তাহাতে জড়িত বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি অনেকধা বিরাজমান, অথচ তিনি অদ্বিতীয়। ১২

হে রাম! মহাসমুদ্র যেরূপ জলরাশির আকর, সেই একাদ্বয় ব্রহ্মও তদ্রূপ জ্ঞানসমূহের আধার। সেই ব্রহ্ম মায়াবিহীন হইলেও মায়াংশুমালার প্রকাশক সুবিমল সূর্য্যাকারে বিরাজমান। তিনি তৃণক হইতেও লঘু অথচ সমগ্র বিশ্বরত্নের তিনি মহাভাণ্ড; তিনি দৃষ্টিগম্য নহেন অথচ মায়ারূপ মরীচিমালাময় চন্দ্রস্বরূপে শোভা পাইতেছেন। ১৩-১৪। তাঁহার সীমা নাই; তিনি অনন্ত, অথচ কোথাও তাঁহার অবস্থান নাই। তিনি আকাশে অশেষ বনবিন্যাসবিরাজিত, অশেষ-গিরি-সমলঙ্কৃত জগজ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম। ১৫-১৬। কেহই তাহার কর্ত্তা নাই; তিনি স্বয়ংও কিছুই করেন না, তাঁহার করণ বা কারণ কিছুরই সম্ভাব নাই। তিনি শূন্যপ্রায় অথচ তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণাকার। ১৭। তিনিই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার; অথচ তিনি সর্ব্বদা শূন্য অরণ্যপ্রায়। তিনি অনন্ত পর্ব্বতমালার ন্যায় কঠিনদেহ অথচ আকাশখণ্ডাপেক্ষাও তাঁহার কোমলতা। ১৮। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থরূপে প্রকাশমান; তিনি কোমল অপেক্ষাও কোমলতম এবং তিনি চিরপুরাতন অথচ নিয়ত নবীনভাবময়। তিনি প্রভারাশিময় অথচ তমস্তোমস্বরূপ। তিনি অন্ধকারজালময় অথচ সর্ব্বব্যাপী আলোকস্বরূপ। ১৯। তিনি প্রত্যক্ষ অথচ চক্ষুর অগোচর; তিনি সম্মুখস্থ অথচ চক্ষুর অত্যন্ত অতীত পদার্থ। তিনি চিন্ময় হইয়াও জড় এবং জড় হইয়াও চিন্ময়। ২০। তাঁহাতে বাস্তবিক অহম্ভাব নাই অথচ তিনি অহম্ভাবময়।

অহম্ভাবময় হইয়াও বস্তুতঃ তিনি নিরহম্ভাব। অহংজ্ঞান ব্রহ্ম, তথাচ তিনি অন্য বস্তুস্বরূপ এবং অন্যাকার হইয়াও তৎস্বরূপ। ২১

সেই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ সাগরস্বরূপ; এই ভুবনরূপিণী তরঙ্গমালা তাঁহারই অভ্যন্তরে পরিস্ফুরিত। ২২। তুষার যেরূপ শুভ্রতা ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র তিনিই আপন অঙ্গস্থ অখিল বস্তুকে ধারণ করেন। তুষার হইতে যেরূপ শুক্লতার প্রকাশ হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতেই এই নিখিল সৃষ্টি প্রকট হইয়াছে। ২৩। তাঁহাতে দেশ কাল বা অন্বয়বাদি বিভাগ নাই, তথাচ সলিল যেরূপ তরঙ্গরাশির বিস্তারক, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মদেব সর্ব্বদা এই অলীক জগৎ-প্রপঞ্চের প্রকাশক। ২৪। এই জগৎসমূহ যেন জীর্ণ মঞ্জরীপুঞ্জ; ইহারা এই শূন্যময় বিশাল অরণ্য পঞ্চভূতময় পঞ্চ পল্লবে পরিবেষ্টিত আছে। ২৫

সেই পরমাত্মা অতীব বিমলমূর্ত্তি; তিনি স্বয়ংই নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনার্থ যেন মুকুরাকার ধারণ করিতেছেন। ২৬। ব্রহ্ম পরিচ্ছেদবিহীন। তিনি একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাতেই এই আকাশবৃক্ষের ফলোপম প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শোভমান; এই ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ যেন স্বেচ্ছাকল্পিত ত্রিভুবন। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্যাদি জাজ্বল্যমান হইতেছে। এই চন্দ্র-সূর্য্যাদি হইতে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম উৎপন্ন হইয়া জীবের দর্শনাদি ব্যাপারে চিত্তচমৎকৃতি উৎপাদন করিতেছে। অভ্যন্তরগত বাসনাময় প্রপঞ্চ এবং বহিঃস্থিত ভুবনাকারে সেই পরমাত্মাই অন্তরে বাহিরে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি জাগ্রদ্দশায় নানারূপে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় অনানারূপে ভাবাভাবময় হইয়া নিরন্তর প্রকাশমান। জিহ্বার নিজের রূপ মুখবিবর; তাহাতে যেরূপ সে নিজের রসাস্বাদন পূর্ব্বক স্বয়ংই চমৎকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সমস্ত ব্রহ্মরূপিণী পদার্থলক্ষ্মী ব্রহ্মের বাসনানুসারে ব্রহ্মের জন্যই ব্রহ্মপদার্থে বিস্ময়োৎপাদন করে। ২৭-২৯

মনীষিগণ বলেন, এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই ব্রহ্মজলের দ্রবতাস্বরূপ। ভূলোকাদি সমস্ত লোক উহার জলভ্রম এবং রূপরসাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; যিনি জীবরূপী ব্রহ্ম, তিনিই রূপাদিকে স্বাদুজ্ঞানে সমাদর করেন। ৩০। ঐ যে উজ্জ্বল সূর্য্যচন্দ্রাদি, উহাদের সমস্ত রূপাদি সৌন্দর্য্য, প্রলয়কালে সেই চিরোজ্জ্বল ব্রহ্মপদেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি অবস্থায় তেজোরূপী আলোক তেজ হইতেই আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাভিন্ন রূপাদি সৌন্দর্য্যও ঐ ব্রহ্ম হইতেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। ৩১। তুহিনরাশির মধ্যে যেরূপ শুক্লতা, তদ্রূপ চিদাকার পরব্রহ্মেই এই নিখিল দৃশ্য বিশ্ব প্রস্ফুরিত। এই যে

সকল পদার্থশোভা দৃষ্ট হইতেছে, চন্দ্র হইতে অংশুমালার ন্যায় ইহা সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত। ব্রহ্ম নিরবয়ব, তিনি যেন রঞ্জপদার্থ, সেই পদার্থ হইতেই এই জগচ্চিত্র যখন সঞ্জাত, তখন বস্তুগত্যা ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংসাদি বিকার নাই বলিয়াই প্রতিপন্ন; অতএব এ জগৎ নিশ্চল ব্রহ্মময় ব্যতীত আর কিছুই নহে জানিবে। সেই ব্রহ্মরূপ বনতরু হইতে ঐ গগনাঙ্গনে ব্রহ্মময় দৃশ্য পদার্থরূপ শাখা সকল বিস্তার পাইতেছে। এই সকল শাখা জগজ্জালরূপ গুলঞ্চমালায় মণ্ডিত। ৩২-৩৪

ব্রহ্মরূপ অচল প্রদেশের মধ্য দিয়া এই ক্ষয়বৃদ্ধিময়ী দৃশ্যনদী নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী নানারূপা অনন্ত পুষ্পরাজিতে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। ৩৫। এই আকাশপ্রদেশ যেন একটা রঙ্গক্ষেত্র; এখানে নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী সর্ব্বদা জগৎনাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া নর্ত্তন করিতেছে। মায়াপ্রপঞ্চময় রঙ্গক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ নিয়তি-নর্ত্তকী কালরূপ শিশুকে পুনঃ পুনঃ প্রসব করিয়া নানাবিধ অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। ৩৬। এই জগদ্বৃন্দের যে কোটি কোটি মহাকল্প ও খণ্ডকল্প, তৎসমস্তই ঐ কালশিশুর চক্ষুর উন্মেষ-নিমেষ। জঠরাভ্যন্তরে শত শত প্রতিবিম্ব থাকিলেও মুকুরের যেরূপ ইচ্ছাদি বিকার কিছুমাত্রই নাই, তদ্রূপ ঐ কালে সর্ব্বদা শত শত জগৎ প্রকট হইলেও কাল নির্ব্বিকার-নিশ্চলভাবেই বিরাজিত রহিয়াছেন। ৩৭-৩৮। ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চক যেরূপ পাঞ্চভৌতিক পদার্থের কারণ, ঐ কালই তদ্রূপ ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান সৃষ্টিসমষ্টির আদ্য হেতু জানিবে। ৩৯। কালের উন্মেষণেই জগৎসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় এবং কালের নিমেষণেই উহার বিলয় ঘটে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ কালের উন্মেষ বা নিমেষ প্রকৃতপক্ষে নাই। উহা নিয়ত সমানভাবে আত্মাতেই বিরাজমান। ৪০। যে সকল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বস্তুরাশি, তৎসমুদায়ের এই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—জনন-মরণাদি নানাবস্থা, এই সকলই স্পন্দনের একমাত্র পরম স্বরূপতার ন্যায় সেই অনন্ত চিদাকাশময়; তুমি এইরূপ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অটলভাবে অবস্থান কর। ৪১

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! এ জগতে যত কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, এ সকলই জলে জলভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাকারে প্রকাশিত হয়; পরে চিত্ত চমৎকৃতি জন্মাইয়া পরিণামে রাগদ্বেষাদি বিষম অনর্থরাশির সৃষ্টি করে। সলিলের তরঙ্গ বাস্তবিক জল হইতে ভিন্ন নহে, তথাচ তাহা যেরূপ ভিন্নাকারেই জলোপরি প্রকট, তদ্রূপ এই যে নিখিল পদার্থ, এ সকল একমাত্র ব্রহ্ম হইলেও বিভিন্নাকারে প্রস্ফুরিত। যাহা মহাকাশতা, তাহাই এই সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের রূপ; এবং তাহাই বিভিন্নরূপ যাবতীয় জ্ঞেয় পদার্থের সারস্বরূপ। যদি সমাধিরূপ পরম উপশম লাভ করা যায়, তবে তাহা দ্বারাই উহার সম্যক্ স্বরূপ উপলব্ধ হয়। ১-২

শিশুগণ মনে মনে আকাশে যক্ষাদি কল্পনা করে, সেই সমস্ত যক্ষাদিভূত শিশুদিগেরই নেত্রপথে নিপতিত হয়; কিন্তু আমাদিগের ন্যায় প্রবীণ লোকের চক্ষুতে যেরূপ তাহা অকিঞ্চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ এই যে বিশ্ব দৃষ্ট হয়, ইহাও তত্ত্বদর্শনে অকিঞ্চিৎ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তত্ত্বানুশীলনে এ বিশ্ব নিশ্চিতই কিছুই নয়। কিন্তু যাহারা শিশু বা শিশুর ন্যায় অজ্ঞ, তাহাদের মনেই এ বিশ্ব সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। যেরূপ আকাশ বা পুত্তলিকাময় সৈন্যশ্রেণী, তদ্রূপ এ বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে রূপ ও মননাদিহীন। তবে যে আকাশ ও পুত্তলিকাদির ন্যায় উহার রূপমননাদি প্রকট হয়, তাহা একমাত্র অজ্ঞদৃষ্টিরই ফল; সুতরাং এ বিশ্বের বিশ্বত্ব আবার কোথায়? ৩-৪। রূপাদির সারাংশ প্রাপ্ত হইতে যাও, দেখিবে—চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই লভ্য হইবে না। কাজেই উহাতে বিশ্বত্ব কিছু আছে কি? পক্ষান্তরে, বিশ্বত্ব আকাশবৎ অন্য পদার্থ মাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৫। জগদ্বিষয়ক উদ্বোধনই পুরুষের জগদ্ভ্রান্তি আর তদ্বিষয়ক অনুদ্বোধনই অভ্রম। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, স্মৃতি ও অস্মৃতির ন্যায় ঐ উদ্বোধকতা ও অনুদ্বোধকতা দুই-ই তোমার আয়ত্ত। ৬

চিদাকাশময় বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম মহাকাশস্বরূপ; সুতরাং কখন কোনরূপ স্বভাবব্যত্যয় সম্ভবপর নহে। ৭। যদিও জ্ঞাননেত্রে বিশেষরূপ দৃষ্টি করা যায়, তথাচ এই ব্রহ্মময় ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাববিকার যখন কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ হইবার নহে, তখন আর কি প্রকারে তাহা ঘটিতে পারে? ৮। কি তুমি, কি আমি, সকলই একমাত্র চিদাকাশ; তাঁহাতে বিকারাদির সদ্ভাব নাই; সুতরাং

আমি তো ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই কোথাও দেখি না। ৯। সকলই একমাত্র পরম মঙ্গলময় পরম ব্রহ্ম; তিনি নিশ্চল এবং নির্ম্মল, সুতরাং আমার দৃষ্টিতে কোথাও তো অহংভাবাদি ভ্রম পতিত হইতেছে না। ১০। আমি যাহা যাহা বলিলাম, এ সমুদায়কে তুমি সেই চিদাকাশরূপ শূন্যত্ব বলিয়াই অবগত হইও। কারণ, এ সকল তোমারও চিদাকাশময় আত্মায় সংস্থিত। ১১। যে পুরুষ পাষাণময় বা চিত্রলিখিত, তাহার ন্যায় ইচ্ছাদিহীন হইয়া যে অবস্থিতি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নিত্য পরম পদ বলেন। ১২। যাহার ইচ্ছাদি অণুমাত্র নাই, তাদৃশ কাষ্ঠময় পুরুষের ন্যায় যিনি অব্যাকুলিত-চিত্তে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তিনি যথার্থ প্রশান্তচিত্ত মৌনী পুরুষ। ১৩। জীবিত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির জীবন বেণুদণ্ডবৎ অন্তরে বাহিরে শূন্যস্বরূপ; সে জীবনে কোনপ্রকার রস বা কামনার সঞ্চার নাই। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন,—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই উল্লিখিত বেণুদণ্ডের ন্যায় অন্তর্বহিঃশূন্য ও নীরস। ১৪। এই দৃশ্য বা অদৃশ্য কিছুই যাঁহার প্রীতিপ্রদ নহে, কি বাহিরে, কি অন্তরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার চিরশান্তি বিরাজমান। তিনি সংসারসাগরের পর-পারেই উপনীত জানিবে। ১৫

হে রাম! যাহাতে মাত্র প্রারব্ধ-শেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ বক্তব্য কথাই কহিবে; তদ্‌ভিন্ন বাক্য-ব্যবহার ত্যাগ করিবে। দেহাদিতে তোমার যেন অহংমমত্বাদি সম্বন্ধ থাকে না, তুমি বংশীর ন্যায় নির্ব্বাসনচিত্তে মধুরভাবে বক্তব্য বাক্যসকল প্রকাশ করিবে। কোনরূপ কামনা, ইচ্ছা বা মননাদি যেন তোমার বিদ্যমান থাকে না; বারবনিতাদির কুটাগারের ন্যায় তৎসমস্ত পরিহার করিবে। এই অবস্থায় তুমি অক্ষুব্ধমনে যথালব্ধ স্পর্শনীয় বিষয় স্পর্শ করিবে। ১৬-১৭। ভয়, অনুরাগ বা অভিমানাদি তোমার অন্তরে যেন স্থান প্রাপ্ত হয় না; তদবস্থায় তুমি আস্বাদযোগ্য ছয় প্রকার রসের আস্বাদ লইবে; বাসনা, অনুরাগ, মান ও গর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্রনেত্রবৎ দৃশ্য পদার্থ সকল পুনঃ পুনঃ দেখিতে থাক। এইরূপে তুমি সকল প্রকার বাসনা হইতে দূরে থাকিয়া বনবায়ুবৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গত পুষ্পগন্ধাদির আঘ্রাণ লইবে। ১৮-২০

এইরূপে যে যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় অনুল্লিখিত থাকিল, তত্তদ্‌বিষয়েও পূর্ব্বের ন্যায় তুচ্ছতা বোধ করিয়া যদি তুমি বিষয়ভোগ-রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হও,—যদি ঐ রোগের চিকিৎসা করিয়া উঠিতে সামর্থ্য তোমার না থাকে, তবে শান্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; সেরূপ কথার উত্থাপনাই করা যায় না। ২১। বিষয়ভোগ যেন বিষ; সে বিষের আস্বাদ লইয়া দিন দিন

যাহার অনুরাগ তাহাতে বৃদ্ধি পায়, সে স্বীয় শরীরে জ্বলদনলে রাশি রাশি তৃণগুচ্ছই প্রদান করিয়া থাকে। এই হেতু বেদজ্ঞগণ বলেন,—ইচ্ছাবর্জ্জনই শান্তিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এ কথা প্রকৃতই যে, মন ইচ্ছাহীন হইলে যে প্রকার শান্তিলাভ হয়, শত শত উপদেশ দ্বারাও তদ্রূপ শান্তির আশা নাই। ২২-২৩

ইচ্ছার উদয় যেরূপ দুঃখহেতু, ইচ্ছার শান্তিও তদ্রূপ সুখকর। ইচ্ছার উদয় হইলে যেমন দুঃখানুভব হয়, তদ্রূপ দুঃখ নরকেও নাই। আবার ইচ্ছা প্রশান্ত হইলে যেমন সুখোদয় হয়, বুঝি বা ব্রহ্মধামেও তদ্রূপ সুখানুভবের সম্ভাবনা নাই। ২৪। জ্ঞানিবৃন্দ বলেন, ইচ্ছামাত্রই চিত্ত এবং ইচ্ছার শান্তিই মোক্ষ। শাস্ত্রসমূহের অনুশীলন, তপস্যা, নিয়ম বা যম, যাহার কথাই বল, সকলেই ইচ্ছার উপশমে মুক্তিফল প্রসব করে। ২৫। প্রাণিগণের ইচ্ছার উদয় যে পরিমাণে হয়, সেই পরিমাণ দুঃখবীজই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ২৬। বিবেকপ্রভাবে ঐ ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ক্ষয় পায়, দুঃখচিন্তারূপিণী বিসূচিকারও সেই পরিমাণেই উপশম ঘটিয়া থাকে। ২৭। বিষয়ানুরক্তির প্রাবল্য নিবন্ধন লোকের ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ঘন হইয়া উঠে, দুঃখচিন্তাময়ী বিষয়তরঙ্গশ্রেণীও তত পরিমাণে উপচিত হইয়া থাকে। ২৮। নিজের যত্নরূপ ঔষধ দ্বারা যদি ইচ্ছা-রোগের চিকিৎসা করা না হয়, তবে এ রোগের আর কোন বিশিষ্ট ঔষধ মিলিবে, ইহা অসম্ভব। ২৯। যদি কেহ সম্যক্‌ভাবে ইচ্ছার শান্তি করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শনৈঃ শনৈঃ উহার শান্তি করিতে যত্নবান্ হইবে। একবার যদি সংমার্গে পদার্পণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না। ৩০। যে ব্যক্তি ইচ্ছা-রোগের প্রশমনবিষয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহাকে নিতান্তই নরাধম জানিবে। সে তাহার আত্মাকে সর্ব্বদা অন্ধকূপেই প্রেরণ করে। ৩১। এই সংসার-লতা অশেষ দুঃখফলসমাকীর্ণা; একমাত্র ইচ্ছাই এ লতার বীজ। যদি জ্ঞানানল দ্বারা নিঃশেষরূপে তাহাকে ভস্মীভূত করা যায়, তাহা হইলেই আর কখনই উহার অঙ্কুর জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। ৩২।

ইচ্ছামাত্রই সংসার এবং ইচ্ছার যে অভাব, তাহারই নাম নির্ব্বাণ। এই জন্য বলিতে পারা যায়, যাহাতে ইচ্ছার উদয় না হয়, তজ্জন্য যত্নশীল হও; এ বিষয়ে ভ্রান্তিসঙ্কুল যত্ন করিতে গেলে কিছুই ফলোদয় হইবে না। ৩৩। আমার এই বাক্যে কি তোমার সন্দেহ আছে? যদি থাকে, তবে বলিব, শাস্ত্রের উপদেশ এবং শাস্ত্রোপদেশকগণকে নিশ্চিতই তুমি শ্রদ্ধা কর না। যাহা হউক, আর এক কথা বলি, যদি তুমি বিবেচনা কর যে, ইচ্ছা দমন

করিবার সামর্থ্য তোমায় নাই, তাহা হইলে তুমি চিত্তসমাধি আশ্রয় করিতেছ না কেন ? যদি সমাধি আশ্রয় করিতে সমর্থ হও, তাহাতেও সুফল ফলিবে। কারণ, এইরূপ হইলেও ইচ্ছা বিলুপ্ত হইবে, তাহার সন্ধান আর মিলিবে না। বিবেকবলে ইচ্ছাজয়ের সামর্থ্য যাহার না হয়, কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রাদি অনুশীলন সকলই তাহার নিষ্ফল। ৩৪-৩৫। যেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের বাস, তথায় প্রাণীর জন্ম যেরূপ মৃত্যুরই কারণ হয়, এই ইচ্ছাদি বিষ-বিকারময় অপার দুঃখমূলক সংসারে মনুষ্যদিগের জন্মও তদ্রূপ মৃত্যুরই নিমিত্ত বটে। ৩৬। ইচ্ছার উদয়ে মনুষ্য যদি শিশুবৎ চঞ্চল হইয়া না উঠে, তাহা হইলেই আত্মজ্ঞানার্থ যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস হইয়া থাকে ; নতুবা কিছুতেই তাহা হইবার নহে। তাই বলি, প্রথমে ইচ্ছাকেই বিলুপ্ত করিবার যত্ন কর। ৩৭। এইরূপ করিতে করিতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। ইচ্ছাহীনভাবই নির্ব্বাণ আর ইচ্ছাবশতাই বন্ধন। অতএব ইচ্ছা-জয়-করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিও না। তুমি যত্ন করিয়া দেখ,—এ ব্যাপারে অসামর্থ্য কিছুই বোধ হইবে না। ৩৮

ইচ্ছাই জনন-মরণ-জরাদিরূপ করঞ্জপুঞ্জের বীজ জানিবে। অতএব অন্তরে শমরূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতেই নিয়ত ইচ্ছাবীজ দগ্ধ করিতে থাক। ৩৯। যে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ইচ্ছা বিনষ্ট করিতে পারে, সেই সেই উপায়যোগেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে যে উপায়ে বিবেকবৈরাগ্যাদি লাভ করা যায়, সেই সেই উপায় আশ্রয় করত তুমি হৃদয়োদ্গত ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করিতে যত্নশীল হইবে। ৪০। পক্ষান্তরে, ইচ্ছার উদয় যে যে উপায়ে হয়, সেই সেই উপায়যোগেই সংসারবন্ধনের পাশ প্রোদ্ভূত হইয়া থাকে। এই যে পাপ পুণ্যময় বন্ধনপাশ, ইহাই অশেষ দুঃখের জনক। ৪১। সাধু ব্যক্তি ইচ্ছার বিলোপসাধন ভিন্ন যদি ক্ষণপরিমিত সময়ও বৃথা কর্ত্তন করেন, তবে দস্যুদল যাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, তাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও আর্ত্তনাদ করাই উচিত হয়। ৪২। সাধু জনের অন্তর হইতে যত পরিমাণে ইচ্ছার উপশম ঘটে, তাহার মুক্তি হেতু কল্যাণ সেই পরিমাণেই উপচিত হয়। ৪৩। এই সংসার যেন একটা বিষতরু; অবিবেকী আত্মার ইচ্ছাপূরণই উহার জলসিঞ্চন। ৪৪। হৃদয়-বৃক্ষের অভ্যন্তরে ভীষণ অনলশিখার আবির্ভাব হইলে তাহা পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান জন্য শক্রতাবশেই যেন জীবপশুকে পাতিত করিয়া সুখ-দুঃখরূপ কুবীজ নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ৪৫

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! বিষ-বিকারের ন্যায় ইচ্ছাকে দমনার্থ তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বকথিত জ্ঞানযোগের কথা শ্রবণ কর। ইহাতে তোমার ভ্রান্তি অপনীত হইবে। ১। যদি আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি সে পদার্থ ইচ্ছা করিতে পার, আর যদি তাহার অভাবই স্থিরসিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আর আত্মাতিরিক্ত কোন্ পদার্থ ইচ্ছা করিবে? ২

ব্রহ্ম চিন্ময়, তাঁহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই। তিনি আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম শূন্যপদার্থ; আমি এবং এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ, তাঁহারই প্রতিভাসমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহি। সুতরাং তোমার আর ইচ্ছার বিষয় কি হইবে? ৩। ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ; তিনিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপে প্রকট। এই অখিল জগৎ তাঁহারই স্বরূপ। সমস্তই সেই ব্যোমব্রহ্মময়। কাজেই ইচ্ছার বিষয় আর কি থাকিতে পারে? ৪। কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য? আর কেই বা তাহার গ্রাহক? অতএব তাহাদের সম্বন্ধ-সংযোগ সম্ভবে কি প্রকারে? আমরা শান্তচিত্ত, সে সম্বন্ধবোধ আমাদের নাই। যাহাদের সেরূপ জ্ঞান আছে, তাদৃশ লোক কেহ আছে বলিয়াও আমাদের বিবেচনা হয় না। ৫। গ্রাহ্য ও গ্রাহকসম্বন্ধ স্বনিষ্ঠ; কিন্তু তাহা হইলেও তো কৈ, তত্ত্বদর্শনে উহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বস্তুতঃ যেরূপ কৃষ্ণকান্তি-বিশিষ্ট চন্দ্রমা অসত্য বস্তু, তদ্রূপ ঐরূপ সম্বন্ধও অলীক; সুতরাং তাহার উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? বস্তুতঃ মাত্র অজ্ঞানই গ্রাহ্য-গ্রাহকাদির সত্তা; অজ্ঞের চক্ষুতেই উহাদের সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানোদয় হইলে ঐ গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি যে কোথায় লুকাইয়া যায়, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ৬-৭

তত্ত্বদৃষ্টির এইরূপই স্বভাব যে, তাহার যখন উদয় হয়, তখন অলীক অহম্ভাব আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। যখন অহম্ভাবের বিলুপ্তি হয়, তখনই যাবতীয় দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়। ইহাই নির্ব্বাণপদ। ৮। ঐ প্রকার শান্তিপূর্ণ নির্ব্বাণপদে দৃশ্যাদি জ্ঞান কিছুমাত্রই নাই। যেখানে দৃশ্যাদি জ্ঞানের সদ্ভাব, তথায় শান্তিরও সম্পূর্ণ অভাব; ছায়া ও রৌদ্র যেরূপ যুগপৎ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ দৃশ্যাদি ও শান্তি এই উভয়েরও এককালীন অনুভব সম্ভব নহে। ৯। যদি একই সময়ে উভয়কে অনুভব করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে উভয়ের

পরস্পর বিরুদ্ধতা হেতু উভয়ই নিশ্চয় অলীক হওয়ায় শান্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারিত কি? নির্ব্বাণ সর্ব্বদুঃখবিহীন, জরামরণাদি-ক্লেশ-লেশ-বর্জ্জিত, পরম শান্তিময়। এ তত্ত্ব জ্ঞানিমাত্রেরই অনুভূত। ১০। সমগ্র দৃশ্যাদি পদার্থ অসত্য, ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। উহারা কদাচ সুখকর হইতে পারে না। সুতরাং দৃশ্যাদির ভাবনা পরিহার করত নির্ব্বাণপদে আরোহণ কর। ১১। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে উহাদের সত্তা যখন উপলভ্য হয় না, তখন উহারা সত্য সত্যই ভ্রান্তি-বিলসিত শুক্তিকারৌপ্যবৎ মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ কথা সত্যই বলিতেছি যে, দৃশ্যাদি পদার্থ-পরম্পরার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রকৃত পুরুষার্থসাধনে সমর্থ। সুতরাং উহাতে আর কৌতুকের বিষয় কি? ঐ সকল দৃশ্যাদি বস্তুকে যদি সৎ বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলেই ঘোরতর দুঃখ জন্মে; আর অসৎ জ্ঞান করিলেই পরম আনন্দোদয় হয়। উপদেশাদি হইতে ঐ সমস্ত দৃশ্য বস্তুর যে অসত্তাবোধ হয়, তাহা প্রথমতঃ মনন ও পরে নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২-১৩

হে অজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ! এই জন্য কহিতেছি, যিনি সর্ব্ববিধ বিকারবিহীন পরম বস্তু, তিনি অধুনা শাস্ত্রোপদেশাদি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রকট হইলেও কেন তোমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছ না? অনর্থক আত্মবন্ধন ঘটাইবার জন্যই কি তোমরা দৃশ্য কৌতুক-পরিত্যাগে বিমুখ হইতেছ? ১৪। যে কিছু কার্য্য-কারণাদি ভাব, সমস্তই যখন সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন এই বিশ্ব-ব্যাপক দৃশ্যসমূহে যে একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপতাই প্রকট, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? ব্রহ্ম ব্যোমাকার, সর্ব্বময় ও অদ্বিতীয়; তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণাকারে শোভা পাইতেছেন। এ তত্ত্ব বিদিত হইয়াও যাহারা কার্য্য-কারণ-ভাবের অনুশীলন পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে সযত্ন হয়, তাদৃশ পশুপ্রায় শিষ্যগণ দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন? বলিতে কি, এ বিষয়ে যে একটা কার্য্য-কারণতাদি-বোধক বাক্য, তাহারই ব্যবহারক্রম আমি জানি না। যদি হেতু-নির্ণয়ের একান্তই প্রয়োজন ঘটে, তবে বায়ুর স্পন্দনে, জলের দ্রবত্বে ও আকাশের শূন্যত্বে যে হেতু, চিদাত্মা ব্রহ্মের দৃশ্যাদি-রূপতায় সেই হেতুই জানিবে। বস্তুতঃ ঐ হেতু অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবিদ্যা হইতেই নিখিল জগতের উদ্ভব। কার্য্যত্ব বা কারণত্বাদি সকলই যখন একমাত্র ব্রহ্ম, তখন তাঁহাতে সৃষ্টির কারণতা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া কেবল নির্লজ্জতারই পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? ১৫-১৮

এই সমগ্র বিশ্বই শান্ত শিবময় ব্রহ্ম; এখানে সুখ নাই, দুঃখ নাই, ইহা সেই

চিন্ময়েরই চিন্মাত্র। সুতরাং এ বিশ্ববিষয়ে ইচ্ছার উদ্রেক হইবে কেন? ১৯। মৃন্ময় পুত্তলিকা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেও তাহা যেরূপ মৃন্ময়তাই, তদ্রূপ এই যে নিখিল দৃশ্য বিশ্ব ও অহন্তাবাদি, এসকল কেবল ব্রহ্মই; ব্রহ্মেতর অন্য কোন সত্তাই ইহাতে নাই। শ্রীরাম কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা কহিলেন, এ তত্ত্ব যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদয় বা অনুদয় যাহাই কেন হউক না, তাহাতে তো ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই দেখি না। কারণ, তাহাও তো ব্রহ্মই; সুতরাং ইচ্ছা বিষয়ে বিধি-নিষেধের কি প্রয়োজন? রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাত! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ; বিধি-নিষেধের যে প্রয়োজন নাই, তাহা সত্য; কিন্তু এ কথাটা বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, ঐ ইচ্ছা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতীত হয় কখন্? যখন প্রবোধোদয় ঘটে, তখনই উহা হইয়া থাকে। তৎকালে আর ঐ ইচ্ছাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয় না। সুতরাং বলা যায়, ঐরূপ বোধ হইবার অগ্রে ইচ্ছা যে অনর্থকরী হইবে, সে পক্ষে আর সংশয় করিবার কিছুই নাই। কিরূপে মনুষ্যকে প্রবোধবান্ বলিয়া জানা যাইবে? প্রবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষণ কি, সে বিষয়ে অধুনা আমি যাহা বলিতেছি—অবধান কর। ২০-২৩

সূর্য্যের উদয়ে রজনীর যেরূপ অবসান হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই ইচ্ছার লোপ আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ২৪। জ্ঞানোদয়ে ইচ্ছাদির একবার যদি বিলয় ঘটে, তাহা হইলে উহা আর প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না। সে কালে দ্বৈতবোধ ও বাসনা থাকে না, কাজেই ইচ্ছার উদয় কি প্রকারে হইবে? ২৫। সমগ্র দৃশ্য বস্তুতেই নীরসতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় কোন কিছুতেই যাঁহার ইচ্ছার উদয় হয় না, অবিদ্যার উপশম তাঁহারই হয় এবং তাঁহারই বিমল মুক্তভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। ২৬। তৎকালে দৃশ্য পদার্থে তাঁহার বিরাগ বা অনুরাগ অণুমাত্রও থাকে না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি স্বভাবতই তাঁহার নিকট শোভা পায় না। ২৭। পরের প্রেরণাবশে তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যদি কখন কোনও বিষয়ে কাকতালীয়ন্যায়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উদয় ঘটে, তথাচ তাঁহার সেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা এই যে, যিনি জ্ঞানী, কোন অভিনব ভোগ্য ব্যাপারে তাঁহার ইচ্ছার উদয় হয়ই না, পূর্ব্বাভ্যাসবশে যদিও কখন কিঞ্চিৎ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তথাচ তাহা একান্তই অস্থির। ২৮-২৯

জীবের যদি উক্ত তত্ত্বজ্ঞান একবার জন্মে, তবে তাহার ইচ্ছা

একেবারে বিলুপ্ত হয়। কারণ, যেরূপ আলোক ও অন্ধকার একত্র থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান ও ইচ্ছার একত্রাবস্থিতি অসম্ভব। ৩০। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ কোনওরূপ বিধি-নিষেধেরই বশীভূত নহেন; তদীয় ইচ্ছা পূর্ণভাবেই প্রশমিত হইয়া যায়। কোন বিষয়েরই অনুসন্ধান তিনি করেন না। কাজেই কে আর তাঁহাকে কোন্ প্রকার বিধিপালনের জন্য বলিবে? ৩১। ইচ্ছার একান্ত অভাব ঘটিবে এবং অভয়প্রদানে সর্ব্বজীবের তুষ্টিসাধন করা হইবে, ইহাই হইল তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। কিংবা 'তত্ত্বজ্ঞানী' বলিয়া যে সর্ব্বসাধারণের বোধ হয়, সেই বোধই উহার চিহ্ন। ৩২। যখন দৃশ্য পদার্থ কখনই বিরস-জ্ঞানে রুচিকর হয় না, তখনই প্রকৃত ইচ্ছার উদয় হওয়া আর সম্ভবপর নহে। সুতরাং তৎকালেই জীবন্মুক্ত-ভাব আসিয়া দেখা দেয়। ৩৩

বোধের উদয় হওয়ায় যাহার দ্বৈত বা অদ্বৈতজ্ঞান থাকে না, যিনি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া শান্তভাবে অবস্থিত থাকেন, তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাদি সর্ব্ববিধ মানসিক ভাবই ব্রহ্মস্বরূপ। ৩৪। যাঁহার দ্বৈত বা অদ্বৈতবোধ নাই, ঐক্য বা অনৈক্যবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, এই জন্য যিনি সর্ব্ববিষয়েই ব্যগ্র না হইয়া নির্ম্মল-চিত্তে নিশ্চলভাবে আত্মাতেই অবস্থিতি করেন, এ সংসারে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান তিনি করুন আর নাই করুন, কিছুতেই তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ৩৫-৩৬। ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সৎ, অসৎ, আত্ম, পর, জীবন, মরণ তৎপক্ষে সকলই তুল্য। তাঁহার লাভ বা অলাভ কোন কিছুতেই নাই। কোন জীব হইতে তাঁহার কোনরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজন আছে, এরূপ আশা তিনি কদাচ হৃদয়ে পোষণ করেন না। ঐ প্রকার জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছা কোন কিছুতেই সমুদিত হইবার নহে। যদি বা কখনও সমুদিত হয়, তবে সেই ইচ্ছাও সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুখ-দুঃখ কিছুই নাই। ৩৭-৩৮

এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই শান্ত শিবস্বরূপ। এইরূপ বোধ যিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া শিলাবৎ নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন, বিজ্ঞগণ কহেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ৩৯। যিনি পূর্ব্বোক্তরূপে জগৎরহস্য স্থির করিয়া বিষকে অমৃতবৎ, দুঃখকে সুখস্বরূপে ভাবিতে পারেন, তিনিই ধীরস্বভাব এবং তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। ৪০। ব্রহ্মে যে জগৎস্থিতি, উহা ব্রহ্মেই ব্রহ্ম, আকাশেই আকাশ, সতেই সৎ এবং শূন্যেই শূন্যের অবস্থিতি। ৪১। যিনি জ্ঞানাকাশময়; যাঁহার বিষয়জ্ঞান আদৌ নাই; যিনি নিরন্তর সমভাব-বিশিষ্ট; অবিচল, সৌম্য, বিশ্বব্যাপী; অথচ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাদি যাঁহাতে নাই, তথাভূত একমাত্র ব্রহ্মই যখন বিরাজিত,

তখন অহংজ্ঞান যে একান্তই নশ্বর ও ভ্রান্তিহেতু, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে ? ৪২। এই যে চরাচরময় ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহা সম্পূর্ণতই অন্য-চিত্ত-কল্পিত নগরোপম একান্তই অসত্য বস্তু; নির্ম্মল চিদাকাশ ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। ৪৩। অন্যের চিন্তা হইতে একটা নগর উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে তুমি যখন অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পার, তথায় প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গমে তোমায় যেরূপ কেহই বাধা দেয় না, তদ্রূপ তোমার অন্তরেও এই যে ভ্রান্তিপূর্ণ জগৎ সংস্থিত আছে, ইহাতেও প্রকৃতপক্ষে কাহার কোন চেষ্টায় বাধা প্রদান করিবার কেহই নাই। ৪৪। শ্রম-তৃষ্ণার্ত্ত দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ শূন্যস্থানে আপনা হইতেই মৃগতৃষ্ণাজলোর্ম্মিময় সমুদ্রাকারে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শূন্যতর—তাঁহাতেও নিজ অন্তঃকরণই সাগর, গগন, পৃথ্বী, নদী ও পর্ব্বতাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৪৫

এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড স্বপ্নময় নগর ও বালকদৃষ্ট বেতালাদির ন্যায় একান্তই মিথ্যা; ইহাতে অসত্যতা ভিন্ন আর কি আছে ? ৪৬। অহংপদার্থ অলীক; তথাচ ভ্রান্তিহেতু সত্যের ন্যায় প্রকাশমান। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তিমান্ কেহই নাই; না থাকিলেও ভ্রান্তি পরিস্ফুরিত হয়; হইলেও, উহা একান্ত অলীক বলিয়া জানিবে। ৪৭। এই ভ্রান্তি সৎ অসৎ বা সদসৎ কিছুই নহে। উহা গন্ধর্ব্বনগরাদি নানাকারাকারিত গগনবৎ এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুতাকারে প্রকাশমান। ৪৮। যাঁহার বিষয়বোধ নাই, যিনি তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তদীয় ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই যদিও সমান, তথাচ আমার বিবেচনায় ইচ্ছার উদয় না হওয়াই মঙ্গলকর। ৪৯। বায়ু যেরূপ স্পন্দিত হয়, তদ্রূপ কারণাভাবেই চিদাকাশময় আত্মার 'অহ'মিত্যাকার জ্ঞান চিদাকাশে উদিত হইয়া থাকে। ৫০। ঐ আত্মার চেত্য বস্তুতে উন্মুখতার নামই চিত্ত। ঐ চিত্তই সংসার এবং ঐ সংসারের নামই ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি যে বিমুখতা, তাহাই মুক্তি বলিয়া অবগত হইবে। ৫১

হে তাত! এই যাহা বলা হইল, তুমি এইরূপ যুক্তি হৃদয়ঙ্গম কর এবং বিষয়াসঙ্গ পরিহার কর। এ জগতে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন কি ইচ্ছা, কি অনিচ্ছা, কি সৃষ্টি, কি সংহার, কোন কিছুতেই তো কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। ৫২। তত্ত্বজ্ঞানী যেন চিদাকাশ, তাঁহাতে না ইচ্ছা, না অনিচ্ছা, না সদসৎ, না ভাবাভাব, না সুখদুঃখ, কোন কল্পনাই অসম্ভব।.৩। বিবেক-শান্তির অভ্যুদয়ে চিত্ত পরিতুষ্ট হওয়ায় যাঁহার ইচ্ছা দিন দিন

ক্ষীণ হইয়া যায়, পণ্ডিতদিগের মতে তিনিই মোক্ষভাজন। ৫৪। ইচ্ছারূপ ক্ষুরধারে যে হৃদয় নির্ভিন্ন হয়, শোকাদি শূলবেদনা তাহাতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেরূপ মণি, মন্ত্র বা ঔষধিই প্রয়োগ কর, কিছুতেই ঐ বেদনা প্রশমিত হইবার নহে। ৫৫। জীবকুলের দুঃখ-বিদূরণার্থ বিধাতা মণি, মন্ত্র বা ঔষধি ইত্যাদি যত কিছু উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে মিথ্যা ভ্রান্তি অতি বলবতী, তাহার পক্ষে তৎসমুদায়ের কোনটিই ফলপ্রদ নহে। ইহা আমি বহুবার বহু যত্নেই পরীক্ষা করিয়াছি। ফলে ভ্রান্তিবিলসিত অলীক বস্তু দ্বারা ভবদুঃখ-রোগের চিকিৎসা হয় না। যদি হয়, তবে কল্পনায় মুখব্যাদান করিয়া অন্যের চিত্ত-কল্পিত পর্ব্বত কবলিত করিতে পারা যায় না কি? ৫৬-৫৭। তত্ত্ববোধ জন্মিবার পরে আর যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাদৃশ ভ্রান্তিসঙ্কুল মিথ্যা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যদি পরদুঃখ প্রশমিত করা যায়, তাহা হইলে শশবিষাণ দ্বারা নভোমার্গ আচ্ছাদিত না করা যাইবে কেন? ৫৮

একমাত্র চিদাকাশই অহম্ভাবনার বশে জড়তাময় হয় বলিয়া আশু জলের শিলাকারতালাভের ন্যায় মনন নিমিত্ত দেহাদির আকার লাভ করিয়া থাকে। ৫৯। জীব স্বীয় চিদাকারতা হেতুই স্বপ্নাবস্থায় নিজ মৃত্যুবৎ এই মিথ্যা দেহভাব অনুভব করে। কিন্তু ইহা স্থির জানিবে যে, চিৎশক্তি নিরন্তর অক্ষত। ৬০। আকাশে নীলিমা দেখা যায়, ঐ নীলিমা প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থমধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়া বস্তুগত্যা মিথ্যা হইয়াও ভ্রমজ্ঞানে সত্যরূপেই অনুভূত। এই দৃষ্টান্তে বুঝিবে, ঈশ্বরেও বিশ্বসৃষ্টি না সৎ, না অসৎ-স্বরূপ। ৬১। যেরূপ শূন্যত্ব ও আকাশ এবং স্পন্দন ও বায়ু, তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তু ও ব্রহ্মও অভেদমাত্র। ফল কথা, দুই-ই এক বস্তু। ৬২। এ সংসারে যে জগদাদি, ইহাদের কোন কিছুই জাত বা বিনষ্ট নহে। যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন, তদ্রূপ উহা কেবলই প্রতিভাসমাত্র। ক্ষিত্যাদি সকলই যখন ব্রহ্মপ্রতিভাস ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন উহাদের অবিদ্যমানতা সত্য সত্যই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সৃষ্ট বস্তুজাত যখন চিদাকাশময়, তখন তাহাদের আদান-প্রদানে আবার অভিনব অভিনিবেশের কথা কি? ৬৩-৬৪। শরীরই বল বা ক্ষিত্যাদিই বল, সকলই ব্রহ্মের প্রতিভাস; সুতরাং তাহাদের আদান-প্রদানে সম্পূর্ণই কারণাভাব। নিজে এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুপরম্পরায় একমাত্র ব্রহ্মচিৎসত্তাই বিরাজিত। ৬৫

বুদ্ধিপ্রভৃতির অসম্ভাবনা এবং বুদ্ধিপ্রভৃতির প্রতিভাসক ব্রহ্মচৈতন্যভেদাভেদের অসম্ভবতা; কাজেই 'এ ইহা করিতেছে' এইরূপ কারণতারও অসত্তা।

তবে সম্ভাবনা কাহার ? সেই যিনি কেবল একাদ্বয় পরম পদার্থ, তাঁহারই সত্তা ও সত্যত্ব সম্ভবপর। স্বপ্নে ক্ষণমধ্যেই যেরূপ জনন-মরণাদি নানাবস্থা অনুভূত হয়, তদ্রূপ কোনরূপ হেতু বা ক্রম না থাকিলেও কল্প ও কল্পকার্য্যাদি সমস্ত ব্রহ্মেতেই প্রকটিত হইতেছে। চিদাকাশ আপনিই আপনাতে জগদনুভব করেন ; সুতরাং কি ক্ষিতি, কি গিরি, কি লোক, কি স্পন্দনাদি, সকলই একমাত্র সেই চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৬৬-৬৮। ব্যোম যেন ভিত্তিভূমি; তাহাতে এই জগচ্চিত্র চিন্ময় রঞ্জনদ্রব্যে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। কাজেই এ জগৎকে প্রকৃতপক্ষে না উৎপন্ন, না বিনষ্ট, না উপশমিত, বা না ক্লিষ্ট কিছুই বলা সম্ভবে না। ৬৯। ফলে চিদ্রূপ জল জগদাকার, উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় সঙ্কুল, তথায় কবে কিরূপে কোন্ পদার্থ উদিত বা অপহত হইবে ? দৃশ্যাদি সকল দ্রব্যেরই যখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে অসম্ভাবনা, তখন এ জগৎ যে শূন্যময়, ইহা যে একটা অসত্য বস্তু, উহার অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণই বিলুপ্ত, ইহা তো নিশ্চিতই। অতএব সেই মহাচিদাকাশেরই বা জগদাকারে অস্তোদয় সম্ভবিতে পারে কিরূপে ? ৭০-৭১

ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপারে বিচিত্র বাসনানুসারে সঙ্কল্পের বশে কচিৎ গিরিশ্রেণীও আকাশবৎ এবং কদাচিৎ আকাশও গিরিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই জন্যই যোগিবৃন্দ সম্বিৎরূপ সিদ্ধৌষধ-চূর্ণ পরিগ্রহ করেন এবং তাহারই সহায়তার অর্দ্ধনিমেষমধ্যেই এ ব্রহ্মাণ্ডকে আকাশ এবং আকাশকে ত্রিজগদাকারে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হন। ৭২-৭৩। সিদ্ধসমূহের সঙ্কল্প-জাত অসংখ্য নগর যেরূপ মহাকাশমধ্যে বিকাশ পায়, তদ্রূপ ব্রহ্মেই সহস্র সহস্র জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। পরন্তু সেই সকল জগৎই চিদাকাশমাত্র। ৭৪। মহাসাগরে জলাবর্ত্ত সকল পরস্পর মিশিয়া গেলেও তাহারা যেরূপ বিভিন্নরূপে সংস্থিত বলিয়াই অনুভূত, পরন্তু তৎসমুদয় যেরূপ জলাতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়, তদ্রূপ সেই যে মহাচিন্ময় ব্রহ্ম— তাঁহাতেই মহাসৃষ্টিসকল পরস্পরযুক্ত একপদার্থ হইয়া ভিন্ন ভিন্নাকারে প্রতিভাসমান। যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, উহারা সেই চিদাকাশ ভিন্ন পৃথক্ কিছুই নয়। ৭৫-৭৬

বিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, সিদ্ধ যোগী ব্যক্তিরা যেরূপ এক লোক হইতে দূরস্থিত অন্যলোকে গমন করিয়া থাকেন, লোকান্তরদর্শন তদ্রূপই ঘটিয়া থাকে। ৭৭। যেরূপ আকাশদেশে শূন্যময় নানা বস্তু দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্মেই জগৎ ও ভূতবৃন্দ সংস্থিত দেখা যায়। ৭৮। চিদাকাশের

যে জগদ্ভ্রান্তি, তাহা সহজ নিজ আমোদ-স্বরূপ; সুতরাং স্ফটিকোপলের মধ্যে যেরূপ রেখাপ্রতীতি হয়, সেই রেখার ন্যায় উহা মিথ্যা পদার্থ। সেই হেতু বলা যায়, এই ভূতবৃন্দ না উদিত, না অস্তমিত, কিছুই কখন হয় না। ৭৯। নানাজাতীয় পুষ্পগন্ধ যেরূপ পরস্পর মিলিত রহিলেও অমিলিতবৎ প্রতীয়মান, তদ্রূপ ব্যোমময় জগৎপরম্পরা পরস্পর মিলিত হইলেও সিদ্ধভূমিবৎ যেন অমিলিতরূপেই প্রতীত হয়। ৮০

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই সঙ্কল্পাকাশ; সুতরাং যে যে ভাবেই কেন অনুভব করুন না, সেইরূপেই তাহার অবস্থিতি হয়। সুতরাং যাঁহাদের সঙ্কল্প ও মোহ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল যোগী যে এ জগতের সূক্ষ্মতমত্ব উল্লেখ করেন, তাঁহাদের তাদৃশ উল্লেখ অসত্য নহে। পরন্তু হে শ্রোতৃগণ! আপনারা জানিবেন,—যাহা বাস্তব বিজ্ঞানমাত্র পরমার্থবাদ এবং দুঃখকর দৃশ্য দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থবাদ, তাহাও অলীক। আপনাদের স্ব স্ব সঙ্কল্পানুসারেই কেবল ঐরূপ অনুভবের সাফল্য। ৮১-৮২। হে তাত! তোমার অন্তরে যে চিদ্ব্রহ্মের প্রকাশনশক্তি নিহিত আছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং জল ও জলতারল্যবৎ এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ৮৩

হে রাম! কি কাল, কি ব্রহ্মাণ্ড, কি চতুর্দ্দশ ভুবন, কি আমি, কি তুমি, কি ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ এবং কি ভোগ্য বস্তু-সমূহের উপভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া যে কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্তই সেই অজ, অব্যয়, চিদাকাশময় ঈশ। সুতরাং কি প্রকারে উল্লিখিত বিষয়-রাগাদির সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? উহারা তো প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে। ৮৪

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! যে চক্ষু ঐন্দ্রজালিক মায়াঞ্জন দ্বারা লিপ্ত হয়, সে যেরূপ আকাশে মহাপর্ব্বত ও পর্ব্বতমধ্যস্থ কন্দরাদি দর্শন করে, তদ্রূপ সেই চিদ্ব্রহ্মই নিজের মিথ্যা ভ্রমে বিবোধিত হইয়া জগৎ প্রত্যক্ষ করেন। ১। এই বাহ্য ব্রহ্মজগৎ ভ্রম-কল্পিত; ইহা এবং চিত্তবৃত্তির অনুযায়ী চিত্রিত জগৎ, এই দুই-ই প্রকৃতপরক্ষ পরমার্থস্বরূপ। এই জন্য উক্ত উভয়কেই সমান বলিয়া

জানিবে। ২। ভিত্তিরূপ পটোপরি যে চিত্রময় জগৎ অঙ্কিত, তাহা যেরূপ প্রকৃতপক্ষে ভিত্তি হইতে অপৃথক্ হইলেও ভ্রান্তিময় অনুভব দ্বারা পৃথক্‌রূপেই বিবেচিত হয়, তদ্রূপ এই বাহ্য জগৎও বস্তুগত্যা জ্ঞানময়, তাই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ হইলেও ভ্রান্তিময়ী অনুভূতিবশতই জ্ঞানবহির্ভূত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। জ্ঞান সত্যস্বরূপ; কাজেই জগতের যে জ্ঞান-বহির্ভূততা, তাহাও যে জ্ঞানময় বলিয়া সত্যস্বরূপ, ইহাই নিশ্চয় জানিবে। ৩

এ জগতের সমস্তই জ্ঞানরূপ; কোনরূপ অসদ্বস্তুরই সত্তা কখনও উপলব্ধ হইবার নহে; সুতরাং অস্মদীয় মতের সহিত বিজ্ঞানবাদ ও বাহ্যার্থবাদের ঐক্য প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান। ৪। আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও ক্ষিতি ইহারা ভ্রান্তিজ্ঞানে ক্ষুব্ধবৎ অনুভূত হইলেও চিদাকারে বস্তুগত্যা অক্ষুব্ধ ও শান্তিপূর্ণ; ঐ সমস্ত আকাশাদিরূপে একমাত্র শূন্যময় ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বস্থানে সমভাবে বিরাজমান। ৫। সেই সত্য সনাতন ব্রহ্মই সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তিনি; তিনিই সর্ব্বত্র শোভমান। তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি; সুতরাং একমাত্র সেই সর্ব্বময় ব্রহ্মকেই প্রণাম করি। ৬। নিজের চিন্ময়তা হেতু দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য *পদার্থ যখন একত্ব প্রাপ্ত হয়, দ্রষ্টৃচিৎ তখনই দৃশ্য পদার্থকে অনুভব করিয়া* থাকেন। দৃশ্য চিন্ময় বলিয়াই চিৎ তাহার পরিজ্ঞানে সমর্থ; নতুবা তদ্রূপ সম্ভাবনা হইত না। কারণ, চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ কদাচ সম্ভাব্য নহে। ৭। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শক সমস্তই যখন চিন্মাত্র-রূপময়, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অনুভব-সাফল্য পরমার্থরূপেই নিশ্চিত। যদি ভ্রম হেতু বাস্তব চিদাত্মক দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক বলিয়া না বোধ হয়, উক্ত উভয়ের পার্থক্যবোধ যদি থাকিয়া যায়, তবেই অজ্ঞ দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তুসমূহের দর্শনাদি করিয়াও তৎসমুদায়ের যথাযথ রসগ্রহণে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এক খণ্ড প্রস্তরে ইক্ষুদণ্ড ঘর্ষণ ও মর্দ্দন করিলেও সে তাহার রসাস্বাদে অভিজ্ঞ হইতে পারে কি ? ৮-৯

সলিল সলিলরাশিতে নিমগ্ন হয়,—হইয়া যেরূপ তাহাতেই মিশিয়া যায়, তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থও দ্রষ্টার চিন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া উভয়েই একত্ব লাভ করে; তাই তাহার অনুভব হইয়া থাকে। নতুবা পরস্পরের সমীপস্থ কাষ্ঠদ্বয়বৎ কাহারই কাহাকে অনুভব করিবার সামর্থ্য থাকিত না। ১০। উভয় কাষ্ঠখণ্ডের কাষ্ঠত্বরূপে ঐক্য আছে; কিন্তু চিদংশে ঐক্য না থাকায় সে যেরূপ অন্য কাষ্ঠখণ্ডকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যদি দৃশ্য পদার্থও চিদংশ-বিরহিত সম্পূর্ণ জড় হইত, তাহা হইলে চিদাকার দ্রষ্টা কদাচ তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইত

না ; বলিতে পার, উভয় কাষ্ঠখণ্ড হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের জড়ত্ব-বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে ; তাই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে কাহারই কাহাকে অনুভব করিবার শক্তি নাই। এরূপ অবশ্য তুমি বিবেচনা করিও না ; কারণ, এ কথা সকলেই জানে যে, কাষ্ঠ যেরূপ অচেতন জড় বস্তু, অন্য অচেতন বস্তুও ঠিক তদ্রূপ। উহাদের তারতম্য আছে বলিয়া কেহই অবগত নহে। অতএব যাবতীয় দৃশ্য পদার্থই চিদাকার দর্শকসহ তুল্য চিদাত্মক বলিয়া দর্শকের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই যখন সমান চিদাত্মক, তখন দৃশ্যান্তঃপাতী জল ও বায়ু প্রভৃতি এবং পাঞ্চভৌতিক দেহস্থিত বুদ্ধি ও প্রাণাদি সকলই যে সেই মহাচিৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ কি ? ১১-১৩

প্রাণাদিরূপে চিন্তা করা হয় বলিয়াই প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির সত্তা ; পরন্তু উক্ত চিন্তাও চিতের চমৎকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ চিচ্চমৎকারিতার উদয় কোথা হইতে ? উহা স্বতই সমুদিত হইয়া থাকে। ১৪

এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিময় ব্রহ্মাণ্ডাকারে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই বিরাজমান। যেরূপ শুক্র ও বটাদি তরু-বীজ, তদ্রূপ আত্মাও প্রসবশক্তিযোগে সমাক্রান্ত। সুতরাং যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই সেই ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বস্তুপরম্পরার যে কিছু ভেদকল্পনা করা হয়, তাহা সম্পূর্ণই অলীক। ১৫

বটাদি যাবতীয় বীজের অভ্যন্তরে যে যে সারস্বরূপ সূক্ষ্মতম অংশ বিদ্যমান, তাহারই কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি হইতে পুনর্ব্বার সেই সেই বীজ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ সমস্ত সারাংশের অবস্থান কোথায় ? উহারা একমাত্র ব্রহ্মেতেই অধিষ্ঠিত জানিবে। যে অংশ যে অংশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাই সেই স্থূলাংশের হেতু, আর যাহা স্থূলাংশ, তাহাই কার্য্যরূপে পরিগণিত। ঐ যে কারণরূপে নির্ণীত সূক্ষ্মাংশ, উহাই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মময়াত্মা। উহা হইতেই তত্তৎ স্থূল বস্তুর আবির্ভাব। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই যে যাবতীয় পদার্থাকারে বিরাজমান, এ কথা নিঃসন্দেহ। এই জগৎ যে যে ভাবেই দেখুক, ইহা সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৬-১৮

কাঞ্চন শত শতাকারে সুগঠিত হউক, সেই সেই আকারে যেরূপ সুবর্ণত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তদ্রূপ তুমি আমি ইত্যাদি যাবতীয় জগদ্বস্তুই ব্রহ্মময় ; ইহাতে ব্রহ্মত্ব ব্যতীত অন্য কিছুরই সত্তা বিদ্যমান নাই। ১৯। তোমার

পার্শ্বস্থ সুষুপ্ত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় জলদবৃন্দ দর্শন করে, পরন্তু সেই অন্তর্দৃষ্ট জলদবৃন্দ সহ তোমার যেরূপ কোনই সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ আমি—আমারও শূন্যস্বরূপ সৃষ্টি-প্রলয়াদির সঙ্গে কোনই সংস্রব নাই। ফল কথা, ব্রহ্ম সর্ব্বময় বটেন; কিন্তু বিবর্ত্তের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণই নির্লিপ্ততা বিদ্যমান। ২০। আকাশে মালিন্য ও গান্ধর্ব্বী সেনা, এই দুই-ই যেরূপ কল্পনা, কল্পনা ব্যতীত উহাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না, ফলে সকলই যেরূপ আকাশময়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মাকাশ। পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন পদার্থপরম্পরা কেবলই কল্পনা মাত্র। ২১। ভূগর্ভস্থিত বটবীজ যেরূপ জলসিক্ত হইয়া প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষরূপে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ অন্তরে ভ্রান্তিপূর্ণ সঙ্কল্প পুষ্পাকারে থাকিয়া পশ্চাৎ সুবিশাল জগৎফলাকার ধারণ করে। ২২

যিনি অহংজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সহ একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মানন্দময় জ্ঞানীর নয়নে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধিসমূহ তৃণবৎ তুচ্ছ বস্তু। ২৩। এই ত্রিলোকমধ্যে এমন তো কোনই বস্তু দৃষ্ট হয় না, যাহা মহাত্মা ব্যক্তির লোভোৎপাদনে সমর্থ হয়। তৎসকাশে এই সমগ্র বিশ্বই একগাছি সূক্ষ্ম লোমাংশের ন্যায়ই অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ২৪। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি যেখানে সেখানে থাকুন, যথায় তথায় গমন করুন, তাঁহাদের দ্বৈতসঙ্কল্প সকল কোথাও সমুদিত হইবার নহে। ২৫। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই যদীয় জ্ঞানে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান, তাদৃশ ব্রহ্মতন্ময়তা-মগ্ন মহাত্মার বাসনা প্রভৃতি কোথা হইতে কিরূপে আর আবির্ভূত হইবে? ২৬।

সকল বিষয়েই যাঁহার নিশ্চেষ্টতা আছে, কোন কিছুতেই ইতরবিশেষ বোধ যিনি করেন না, ঐশ্বর্য্য এবং দারিদ্র্য, উভয়ই যাঁহার নিকট সমান, তাদৃশ মহাত্মার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারে, এমন সামর্থ্যই বা কাহার আছে? ২৭। যিনি সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী; নির্ম্মল জ্ঞানাকাশই যাঁহার স্বরূপ, তাদৃশ মহাপুরুষের আত্মীয়স্বজনাদির মৃত্যু কোনরূপ কারণেই হয় না, কিম্বা কোনরূপ জীবন-কারণেই কাহারও জীবন সম্ভবে না অর্থাৎ তাঁহার আত্মীয়জনের মৃত্যু হউক বা জীবনলাভ হউক, কোন কিছুতেই তাঁহার দুঃখ বা হর্ষোদয় পরিদৃষ্ট হয় না। ২৮

অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় ভ্রান্তিপূর্ণ; ভ্রান্তির বশেই তাহাতে মৃগতৃষ্ণাময় উভয় নদীতীরের ন্যায় মিথ্যা জনন-মরণাদির প্রতীতি হয়। ২৯

যখন আমরা সম্যক্‌ভাবে পরীক্ষা করি, তখনই আমাদের ভ্রম জন্মে। আমরা তখনই বুঝিতে পারি যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষক কেহই নাই। এখানে জনন বা মৃত্যু একান্তই ভ্রান্তি-নিদান; সমস্তই সেই একাদ্বয় অবিনশ্বর ব্রহ্মময়। ৩০। যিনি সর্ব্বদৃশ্য হইতে উপরত হইয়াছেন, পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই আত্মারাম মহাপুরুষ; সেই মহাপুরুষই সংসার-সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিদ্যমান থাকিয়াও না থাকারই মত। ৩ । যাঁহার মনোবেগ বিদূরিত এবং যিনি পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মানন্দময় নির্ম্মলচিত্ত সাধু ব্যক্তিই মনীষীদিগের মতে নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। ৩২

এই যাবতীয় দৃশ্য বিশ্ব যাঁহার প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে, যিনি গগনবৎ নিশ্চলাকার, সাধু ব্যক্তিরা বলেন, তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ। বস্তুতঃ বিচার না থাকিলেই অহংপদার্থের সদ্ভাব, আর যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেই ইহা বিশদভাবে অনুমিত হইবে যে, এই ‘অহং’-পদার্থ অকিঞ্চিৎকর, উহা কিছুই নহে। যদি বিচার করিতে করিতে ‘অহং’-পদার্থের অভাব-ঘটনা হইয়া যায়, তবে তো জগৎ বা সংসার এ সকলও কিছুই কিছু নয়। ৩৩-৩৪। চিদাকাশ স্বীয় চৈতন্যের অন্তর্বিধ অনুভব করিতে থাকেন; তাই একমাত্র তিনিই বুদ্ধি প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট হইয়া এ দৃশ্যাদি বিবিধ পদার্থময় জগৎ অনুভব করেন। তোমার মন সর্ব্ববিধ বস্তু হইতে বিরত হউক, সমস্তই তুমি আত্মময়রূপে দর্শন করিতে পারিবে। তখন এইরূপ হইবে যে, তুমি সর্ব্বদা যাহা কিছুর অনুষ্ঠান করিবে, সে সমস্তই ধ্বংসকালে মঙ্গলময় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ৩৫-৩৬

হে রাম! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর বা যে কিছু তপস্যা কর,—সকলই সেই অব্যয় শিবময় জানিবে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে কি, তুমি, আমি, দিক্, কাল, ক্রিয়া, আকাশ বা লোকালোকাদি যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয়, সকলই সেই শিবময় চিদাকাশ-ব্যাপ্ত। অধিক কি, দৃশ্য পদার্থপুঞ্জের দর্শনই বল, মননই বল, ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক কথাই বল, কিংবা জরামরণাদিরই কথা বল, সমস্তই মঙ্গলময় মহাচিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৩৭-৩৯

হে রাঘব! তুমি সন্দেহ, অভিপ্রায়, বাসনা বা মননাদি বিসর্জ্জন কর। তোমার অহংজ্ঞান বিদূরিত হউক। তুমি নির্ব্বাণপদে সমারূঢ় হইয়া মুনি হও।

সেই অবস্থায় যে ভাবে থাকিতে হয়, থাক। তোমার যে কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠান, তাহাতে যেন বাসনা বা মননাদি কিছুই বিদ্যমান থাকে না। তুমি তোমার অন্তঃকরণকে তৎসমস্ত হইতে শূন্য রাখিবে। এইরূপ করিলেই বায়ু যেরূপ স্পন্দাস্পন্দযোগে নিখিল কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে নির্লিপ্ত, তুমিও তদ্রূপ কর্ম্মলেপ-শূন্য হইতে পারিবে। ৪০-৪১

যন্ত্র দ্বারা ক্ষোদিত করা গেল, কাষ্ঠময়ী প্রতিমা প্রস্তুত হইল, সেই প্রতিমার যেরূপ বাসনাদি কিছুই থাকিবার নয়, তদ্রূপ তোমার চেষ্টাও শাস্ত্রোপায়ে সংশোধিত হইয়া বাসনাদি-বিরহিত হউক। তুমি বাসনাদি-বিরহিত-চিত্তে তোমার সেই চেষ্টার অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাও। ৪২। পিতা, মাতা বা *অপরাপর আত্মীয়স্বজনকে বাহ্যতঃ তুমি দর্শন করিতে থাক; কিন্তু সেই দর্শনে তোমার যেন অনুরাগ বা অননুরাগ কিছুই থাকে না। চিত্র-ন্যস্ত দীপবৎ এরূপ* ভাবে তুমি থাকিবে, যেন তোমার স্বজন দর্শনের সত্তা বা অসত্তা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। ৪৩। বর্ত্তমান বিষয়ভোগে যিনি অননুরাগী, ভাবী বিষয়ভোগেও যাঁহার নিশ্চেষ্টতা, তাদৃশ বাসনা-শূন্য সাধু ব্যক্তির সুখবিশ্রাম-হেতু সৎশাস্ত্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই বলিতেছি, যাহার ব্যবহার-কার্য্য জনিত কোনই অভিসন্ধি নাই, যাহার চিত্ত বিমল হইয়াছে, তাদৃশ সাধু ব্যক্তি সৎশাস্ত্রেরই অনুসরণ করিবেন। এইরূপ সৎশাস্ত্রানুশীলনই তাঁহার সাধুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ৪৪

অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে রাম! সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া যাঁহার সংসারভ্রম বিদূরিত হইয়াছে, তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবহারে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাতে তাঁহার কোনই সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকে না। কারণ, তিনি সঙ্কল্পকেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এই হেতু বলা যায়, তাঁহার সঙ্কল্পসত্তা কিছুমাত্রই নাই। ১। দর্পণতলে যেরূপ শ্বাসজন্য মালিন্য জন্মে, তদ্রূপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরই ভ্রম জন্য অহম্ভাব-রূপ মালিন্য সঞ্জাত হয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, কোনরূপ উপায়ের সংস্থান

বিনাই তাঁহার ‘অহং’জ্ঞান বিনাশ পায়। যদি সম্যক্ অনুসন্ধান করা হয়, তথাচ তাহার উপলব্ধি হইবার নহে। ২। যাঁহার চিত্তাবরণ লয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ সর্ব্ববিষয়ক চেষ্টাহীন ব্যক্তির আত্মা নিয়ত ব্রহ্মরূপ সুধারসে পরিব্যাপ্ত। নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দই তাঁহার রূপ; সেই রূপেই তিনি অধিষ্ঠান করেন। ৩। যাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হয়, প্রবল বায়ুবৎ সমস্ত সন্দেহরূপ অন্ধকারময় মিহিকাজাল যিনি ছেদন করিয়াছেন, পূর্ণচন্দ্র যেরূপ নভস্তল উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ তাঁহার দ্বারাও তদধিষ্ঠিত প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হয়। ৪। যাঁহার সংসার নাশ পাইয়াছে, সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, কোনও প্রকার চিত্তাবরণই যাঁহার নাই, যিনি ব্রাহ্ম জ্যোতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত শারদাকাশবৎ বিমল হইয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সকলেই সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া বিদিত হন। ৫। ব্রহ্মধাম হইতে সমাগত বায়ুর ন্যায় সেই সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বিহীন শান্ত সিদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি স্পর্শ দ্বারা সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। ৬। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় বন্ধ্যার পুত্রদর্শন হয়, তদ্রূপ অসদজ্ঞানের ফলেই স্বর্গাদিজ্ঞান হইয়া থাকে। ৭। এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে অলীক; তথাচ ইহার যে অনুভব, তাহা মাত্র অসদ্ভ্রমজ্ঞানেরই স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৮

এই সংসার অলীক; এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন্ সত্য বস্তুর সম্ভাবনা? ফলে তিনিই সত্য; তিনিই নিত্য বিরাজমান। জগৎ কি? মুক্তিই বা কি? এই উভয় শব্দই তো বন্ধ্যাপুত্রবৎ একান্ত মিথ্যা বস্তু। ৯। এ জগতের সত্যত্ব ব্রহ্মরূপেই বুঝিতে হইবে। এই জগৎকে কেহই প্রস্তুত করে নাই। ইহা চিন্তাবিষয়ের অতীত ও আধারশূন্য। এ জগৎ যদি ব্রহ্মরূপ না হইত, তবে কেই বা আমি, আর কিরূপেই বা এই ব্রহ্মাণ্ডেও উপলব্ধি? ১০। সদাত্মরূপে বিশ্রান্তি হইলে ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহাতে ‘অহং’জ্ঞান, জগৎ ও দুঃখাদি সকলই বিদূরিত হয়। তখন কেবল একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজমান হইতে থাকেন। ১১

পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষুর সাহায্যে অচিরকালমধ্যে লক্ষ যোজন দূরে গমনকালীন পথে যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের সুবিমল চিন্ময় রূপ প্রকাশ পায়, যাহার আকার নিস্পন্দ পবনসদৃশ, যাহা অনন্ত আকাশ-কোশ-তুল্য, বুদ্ধির অগম্য, শান্ত প্রকাশময় ও সর্ব্বজনপ্রথিত, তাহাই সদ্ব্রহ্মের স্বভাব বলিয়া স্থিরীকৃত। যাহার চিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাদৃশ বিবেকবান্ ব্যক্তিদিগের জগদ্ভ্রম গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। ১২-১৪

নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নবোধ অবিদ্যমান এবং স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত লোকেরও, সুষুপ্তিজ্ঞান থাকে না, এ কথা সর্ব্বজনেরই বিদিত আছে। সুষুপ্তি ও স্বপ্নকালে যেরূপ সুষুপ্তি ও স্বপ্নবোধের বিপর্য্যয়ঘটনা সম্ভবে না, সৃষ্টি ও নির্ব্বাণভ্রান্তিও তদ্রূপ। ফল কথা এই যে, যে ব্যক্তির জগদ্‌জ্ঞান আছে, তাহার নির্ব্বাণজ্ঞান হইবার নহে, আর যিনি নির্ব্বাণপদে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার জগদ্‌জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। ১৫। প্রকৃত কথা এই, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, কি সৃষ্টি, কি নির্ব্বাণ, কিছুই কিছু নয়। উহাদের স্বরূপ কেবলই ব্রহ্মস্বভাব। ফলে সকলই সেই একাদ্বয় সত্য সনাতন শান্ত ব্রহ্মমাত্র। ১৬। যাহা ভ্রান্তি, তাহা নিরতিশয় অলীক পদার্থ। কারণ, যদি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলেই উহা আর উপলব্ধিগোচর হয় না। বস্তুতঃ যাহা শুক্তিকা-রজতবৎ মিথ্যা পদার্থ, তাহার লাভ কিরূপেই বা সম্ভবপর? ১৭। যাহা নাই, যাহার লাভ অসম্ভাব্য, সেই ভ্রান্তির সদ্ভাব কিরূপেই বা হইবে? এ কথা সত্যই যে, যদি প্রকৃতরূপে দেখা যায়, তবে ভ্রান্তিরও অনুভব হয় না। যে দ্রব্যের যাদৃশ স্বভাব, তাহাই অনুভূত হয়; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভবগম্য হইবার নহে। ১৮

হে রাম! ব্রহ্মরূপ পদার্থের স্বভাব একই প্রকার।—তাহা নানাকারবিশিষ্ট না হইয়াও নানাকারে বিরাজমান। যাহা হউক, এ বিষয়ে বৃথা তর্কবিতর্ক করিয়া কি প্রয়োজন? ১৯। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাবমাত্র; যদি এইরূপই বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই পরম শান্তি, নচেৎ ঘোর ভবযন্ত্রণা অনিবার্য্য। তুমি স্বকীয় বুদ্ধিতে অন্তরে এইরূপ বিচার কর,—করিয়া যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। ২০। সুধীগণের এই কথাই প্রশস্ত যে, যেরূপ সূক্ষ্ম বীজের গর্ভে স্থূলতম মহীরুহ বিরাজিত, অমূর্ত্ত ব্রহ্মে মূর্ত্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি তদ্রূপ। ২১। জলে যেরূপ দ্রবত্ব বিদ্যমান, তদ্রূপ ব্রহ্মেতেই রূপ, আলোক, মনন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত। ফল কথা এই যে, রূপাদি যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মাকাশময় ভিন্ন আর কিছুই নয়। ২২

যেরূপ মূর্ত্ত বস্তু স্ব-স্বরূপ অবয়বসমূহ দ্বারা নানা ক্রিয়া করে, তদ্রূপ চিদাকাশও স্ব-স্বরূপ ভূতগণের সহযোগে নানা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ফল কথা এই যে, কোন কিছুরই তিনি কর্ত্তা নহেন। ২৩। বাদ্যযন্ত্র জড় বস্তু, বাদক ব্যক্তির চেষ্টা-চালিত হইলেই তাহা হইতে যেরূপ শব্দ বিনির্গত হয়, তদ্রূপ তুমি আমি ইত্যাদি জড় হইয়াও চিদাত্মাধিষ্ঠিত বলিয়াই অর্থভাবাদিপূর্ণ অহমিত্যাদি শব্দ আমাদেরও উচ্চারিত হইয়া থাকে। ২৪।

আপাততঃ প্রকাশিত থাকিলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে যাহার সত্তার অভাব ঘটে, তাহার সত্তা কোন কালেই নাই। অতএব এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে উপলব্ধ হয় বটে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ইহাকে আর ব্রহ্মভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না; কাজেই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মময়, সে পক্ষে আর সংশয় কি? একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মে বিরাজমান। ২৫। যাহারা জগৎস্বপ্ন দেখে,তাদৃশ স্বাপ্ন পুরুষদিগের কখনও আত্মার অস্তিত্ব নাই। অতএব অস্মদাদির ব্রহ্মভূত আত্মায় আকাশপুষ্পের ন্যায় কোনরূপেই তাহাদের অবস্থান নাই বুঝিবে। ২৬

পবনে যেরূপ স্পন্দন, তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্বাপ্ন পুরুষ অবশ্য স্বস্বরূপ স্বস্বব্যবহার সহকারে অস্মদাদিগত চিৎপ্রদেশেই অধিষ্ঠিত, তাহাদের অস্তিত্ব আকাশপুষ্পবৎ মাত্র জড়াংশেই নাই; ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। কারণ, তাহারা এবং তাহাদের নিজ নিজ ব্যবহার সমস্তই সেই শান্ত ব্রহ্মাকাশস্বরূপ। ২৭। অতএব প্রত্যগাত্মস্বরূপ আত্মায় ব্রহ্মের সত্তা নিঃসংশয় বিদ্যমান। ঐ সমস্ত স্বপ্নপ্রায় ব্যক্তিরা স্বপ্নপ্রায় ভ্রমে পতিত হইয়া আমাকেও বশিষ্ঠরূপে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন সত্য বস্তু বলিয়াই জ্ঞান করে। কিন্তু আমি তত্ত্বদৃষ্টিবলে স্পষ্টই দেখিতেছি, সুষুপ্ত লোকের স্বপ্নপ্রায় ঐ সকল ব্যক্তিরা একান্তই অলীক। ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাদের অন্য সত্তার সম্পূর্ণই অভাব। আমি তাহাদের মধ্যে যে কার্য্য ব্যবহার করি, তাহা ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মাবস্থান বলিয়া জানিবে। ফল কথা এই যে, সেই সকল পুরুষ আমি এবং আমার বা তাহাদের কার্য্য, ব্যবহার, সমস্তই সেই ব্রহ্মময়। ঐ স্বপ্ন-পুরুষেরা যে ভাবেই ব্রহ্মাণ্ড দেখে, দেখুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই আমার নাই। ২৮-২৯

আমি স্থিরচক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্মে আমার বশিষ্ঠরূপ সত্তা নাই। এই নিখিল জগদ্বিস্তারই ব্রহ্মসত্তা। বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্র ইত্যাদির স্বতন্ত্র সত্তা একান্তই অসম্ভব,—ইহা নিতান্তই ভ্রান্তির লীলা। আমি তোমায় বশিষ্ঠরূপে উপদেশ দিতেছি বটে; কিন্তু উহা কিছুই নহে। তত্ত্বদৃষ্টিতে দর্শন করিলে দেখা যাইবে, মদীয় বশিষ্ঠরূপতা এবং আমার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যপরম্পরা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র। ফলে, তোমারই উপকার হইবে বলিয়াই, উহা যেন ব্রহ্ম হইতে পৃথগাকারে আবির্ভূত হইতেছে। ৩০

দুঃখাদি যত কিছু বিরুদ্ধ পদার্থ আছে, তৎসমুদায়কেই যিনি অবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করেন, আত্মা যাঁহার শুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে ভোগ বা মোক্ষের বাসনা আদৌ প্রকাশ পায় না। ৩১। মনুষ্যেরা

ভববন্ধনরূপ কদর্থনা প্রাপ্ত হয়; তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থ ক্রমিক অভ্যাসরূপ কষ্টভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়া দেখ, ঐরূপ কদর্থনা বা কষ্টভোগাদিও ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে যে ত্বৎসকাশে ঐ সমস্ত পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, তাহা তোমার মোহেরই প্রভাব। গোষ্পদে মহাসমুদ্রের ভ্রমের ন্যায় ত্বদীয় ঐ ভ্রম একান্তই অলীক। ৩২

মোক্ষব্যাপার ভবদুঃখের শান্তিপ্রদ এবং স্বীয় ব্রহ্মভাবের সাধক; অতুল ঐশ্বর্য্য, বন্ধুবান্ধবাদি কিংবা যাগ-যজ্ঞাদি কোন কিছুই ঐ বিষয়ে কোন উপকার করিতে সমর্থ নহে। ৩৩। জলে তৈলবিন্দু পতিত হইলে তাহা যেরূপ নানাবর্ণময় চক্রবৎ আকার পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই চেত্য বস্তুর সঙ্কল্পকল্পনায় আশু জগদাকারে দৃশ্যমান হয়। ৩৪। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, উহা যেরূপ হাস্যকর অলীক বলিয়া মনে হয়, বিবেকী লোকের নিকট অহম্ভাব বা জগৎপরম্পরাও তদ্রূপ। ৩৫। ঐ জগৎ সকল পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাভ্যাসের যোগে এরূপভাবে বিলীন হয় যে, তৎকালে আর 'অহং'ভাব বা সংসার—কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। পরিশেষে কেবলমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মভাব যেন সূর্য্য; যেরূপে উহার উদয় হয়, ভোগান্ধকার তদ্রূপেই বিদূরিত হইয়া যায়। তৎকালে কোনওরূপ অসৎ বস্তুরই প্রতীতি হয় না। ৩৬-৩৭

এই ভাবে ভোগ-বাসনারূপ অন্ধকাররাশি যখন বিদূরিত হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামও মোহশূন্য হয় এবং স্থূল দেহাদির অধ্যাস বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তখন উহারা উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানে এরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করে যে, সমুজ্জ্বল প্রদীপ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের ন্যায় সর্ব্বস্থল ব্যাপিয়া ব্রহ্মভাবে অতীব দীপ্তি পাইতে থাকে। ৩৮

উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পণ্ডিতেরা জ্ঞাত আছেন,—রূপ-জ্ঞান, মনোবৃত্তি, ভাবনা ও বুদ্ধি ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানই এই কৃত্রিম বাহ্যাভ্যন্তর যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ। ১। অপরিচ্ছিন্ন অকৃত্রিম জ্ঞান যখন নিজ সত্তার তিরোধায়ক অবিদ্যারূপ শরীরে পরিচ্ছিন্নাকারে আবির্ভূত হন, এই সৃষ্টিবিস্তার সেই সময়েই ভ্রান্তিবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ২। আরও দেখ, যখন তিনি পরিচ্ছিন্নভাব দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় শান্তিময় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হন, সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নপ্রায় এই জগৎরূপ দৃশ্য সেইকালেই প্রশমিত হইয়া যায়। ৩

হে রাম! বিষয়ভোগই সংসারে বিষম ব্যাধি, বন্ধুবৃন্দই দুশ্ছেদ্য বন্ধন আর অর্থ কেবল অনর্থেরই নিদান; এইরূপে তুমি আপনা হইতে বিচার করিয়া দেখ; দেখিয়া পরমব্রহ্মে লীন হইয়া যাও। ৪। আত্মার যাহা অস্বাভাবিকী অবস্থা, তাহারই নাম সৃষ্টি; আর যাহা স্বাভাবিকী অবস্থা, তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। হে তাত! তুমি তাঁহার স্বাভাবিকী অবস্থাতেই উপনীত হইয়া পরম আকাশরূপে বিরাজমান থাক; যাহা প্রকৃত শান্তি, তাহাই প্রাপ্ত হও। বৃথা কষ্ট ভোগ করিও না। ৫। তুমি অন্তরে অন্তরে এইরূপই চিন্তা করিতে থাক যে, আমি আপনাকেও বুঝি না, এই দৃশ্যমান বিশ্বভ্রান্তিও দেখিতেছি না; যিনি সেই শান্তিপূর্ণ পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছি। অধিক কি, সেই নিরাময় ব্রহ্ম আমিই। ৬

হে রাম! তোমার দৃষ্টিতে সকলই তুমি; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সকলই শান্তিপূর্ণ—সকলই কেবল পরমাকাশ; ইহাতে 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি পার্থক্য নাই। ৭। বায়ুতে যেরূপ স্পন্দধর্ম্ম, তদ্রূপ তুমি এই রূপরসাদি মনোময় বিভ্রমসমূহ—সেই পরমাকাশময় ব্রহ্মেই দর্শন করিতেছ। ঐ বিভ্রম স্বপ্নসকাশে যথাযথ বলিয়াই অনুমিত হইতেছে; কিন্তু বস্তুতঃ উহারা কিছুই নহে। ৮। যিনি আপনাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝেন, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ তিনি উপলব্ধি করেন না। যিনি ভাবেন,—আমি স্বয়ংই সৃষ্টিময়, ব্রহ্মপদার্থ যে কি, তাহা তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সুষুপ্তিদশায় সমাগত হইয়াছে, সে আর তখন স্বপ্ন দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি সুপ্ত মাত্র, তাহার পক্ষেও সুষুপ্তির দশা অনুভবগম্য নহে। ৯। যাঁহার বুদ্ধি

প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি স্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত পদ লাভ করিয়াছেন, তৎসকাশে ব্রহ্ম এবং জগতের স্বরূপ একই মাত্র প্রকাশরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১০। যিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সকলই একমাত্র আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ করেন। শরতের জলদজাল যেরূপ ক্রমশঃ গগনগাত্রে লীন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধাত্মা যোগী ব্যক্তি শনৈঃ শনৈঃ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ১১। মনে কর, একটা যুদ্ধঘটনা স্মৃতি বা কল্পনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান, উহা উদ্দীপনার পদার্থ হইলেও ফলে যেমন অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি আমি প্রভৃতি সমস্ত জাগতিক ঘটনাপরম্পরাও ভ্রান্তিমাত্র, ইহাই স্থির বুঝিও। ১২। এই যে মহতী মায়া পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা আত্মপদে অধিষ্ঠিত নহে। ইহার কেহ দ্রষ্টাও নাই; ইহা না শূন্য, না অশূন্য, কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভ্রমমাত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন। ১৩

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আত্মার অস্বাভাবিকী দশা—'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি প্রকার। এই দশাকে তুমি তদীয় স্বাভাবিকী অবস্থা—শুদ্ধ চৈতন্যে উপনীত করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও। এই দশাকে নির্ব্বাণ অবস্থায় উপনীত করা প্রবুদ্ধবুদ্ধিরই কর্ত্তব্য। ১। কারণ, যেখানে প্রবুদ্ধবুদ্ধি, সেইখানেই বিষয়বৈরাগ্য;—যেখানে সূর্য্য, সেইখানেই আলোকমালা। বিষয়বৈরাগ্য হইতেই আত্মার অস্বাভাবিকী অবস্থায় নিবৃত্তি ঘটে। ২। এই জগৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার; ইহার আধার নাই, কর্ত্তা নাই, উপকরণ নাই, কারণ নাই, দ্রষ্টা নাই, দৃশ্যরূপ নাই, অথচ এ জগৎ আপনা হইতেই প্রতীয়মান। ৩

পরব্রহ্ম অনাময়, অব্যয়; তিনি শান্তিপুর্ণ নিজ সত্তাতেই বিরাজমান। ৪। জীববৃন্দ চিদ্‌বৈচিত্র্যরূপ; তাহাদের কল্পনারূপ নৃত্যমণ্ডপ—গগনমার্গে কত যে জগৎরূপ চিত্রপুত্তলি নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ৫। ঐ আকাশরূপ জগৎচিত্র-পুত্তলিকাগুলি পরমাণুবৎ নভোমার্গে নানারূপ রসভাব-বিকার প্রদর্শন করিয়া নিত্য নবীনভাবে

নৃত্য করিয়া থাকে। ৬। ঐ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার গ্রীবাদেশ—ব্রহ্মধাম; উহার ভুজবল্লী দিঙ্মণ্ডল; পাদ—পাতালতল; মস্তকভূষণ—ঋতুকালীন পুষ্পস্তবক; চঞ্চলনেত্র—সদা ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্য্য; গাত্ররোম—নক্ষত্রমালা; দেহবল্লী—সপ্ত-লোক; বস্ত্র—বিমল অম্বর; বলয়—সমুদ্রবেষ্টন; কাঞ্চীদাম—লোকালোক—; এই যে জীবকুল ভৌতিক শরীররক্ষার্থ চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে, ইহারা উহার নিশ্বাস-বায়ু; উহার হার ও কেয়ূর-ভূষণ—বন-উপবন; উহার বাক্য সকল—বেদ পুরাণ এবং সদসৎকার্য্যের ফলভূত যে সুখ-দুঃখ, তাহাই উহার বিলাস-বিভ্রম। ৭ ১০। এই যে জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার নৃত্য পুরোভাগে দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্রহ্মরূপ জলপ্রবাহের দ্রবাংশ। ১১। নিদ্রাকালে সুষুপ্তি-দশার অনুপস্থিতি যেরূপ স্বপ্ন-কারণ, তদ্রূপ অস্বাভাবিকী অবস্থায় অবস্থিত চিৎই ঐ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার নৃত্যের হেতু। শ্রুতিতে এরূপ কথিত আছে। ১২

এই হেতু বলিতেছি—হে রাম! চিতের যাহা প্রকৃত স্বভাব, তুমি তাহাই ভাবনা করিতে থাক। জাগ্রদবস্থায় অজ্ঞানের বিলোপ-ঘটনায় এবং নিখিল দ্বৈতভাবের উপশমে অসুষুপ্ত ও সুষুপ্ত হইয়া অনাকুলভাবে অধিষ্ঠান কর। এই ভ্রম-সঙ্কুল স্বপ্ন আর কদাচ দর্শন করিও না। ১৩। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে জাগ্রদবস্থাতেও যে বাসনাবিহীন ও বিষয়ানুরাগ-বিবর্জ্জিত হইয়া সুষুপ্ত জনবৎ অবস্থিতি, তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাই আত্মার স্বভাব। এই স্বভাবকেই আত্মমুক্তি কহে। ১৪। যদি এইরূপ স্বভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তবেই জগদাকার-বিরাজিত ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ কেবলরূপে অধিষ্ঠিত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। তখন মনে হইবে, সেই ব্রহ্ম—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, রূপ, আলোক ও অনলাদি ভাব হইতে শূন্য বিশুদ্ধ—স্বরূপ। ১৫। তাঁহাতে দ্বিত্ব নাই, একত্ব নাই; তিনি পরিপূর্ণ কমনীয় বিশুদ্ধ; তাদৃশ ব্রহ্মেই দ্বিত্বৈকত্ব-বর্জ্জিত পূর্ণ কমনীয় ব্রহ্ম অখণ্ডাকারে শোভমান। ১৬

যে সত্য পদার্থ সৃষ্টিস্বরূপে অবস্থিত, তিনি অধুনা আত্মস্বরূপেই সমুদ্ভাসিত। ঐ আত্মা প্রস্তরতুল্য অতি কঠোর, আকাশ-গহ্বরবৎ প্রকাশময় ও রত্নের অভ্যন্তরদেশের ন্যায় নিবিড় হইলেও উহাকে আকাশবৎ আকাশময় বলিয়াই স্থির করা হয়। তিনি জলাদিগত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ববৎ জগদ্ভাবের পরিণামে ক্ষুব্ধ হইয়াও অক্ষুব্ধ এবং অসৎ বা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও সৎ বা নিত্য বস্তু। চিত্ত যখন তাঁহাতে মিশ্রিত হইবে, ঐ জগৎ তখন কল্পনার বস্তু বলিয়াই অনুভূত হইবে। ১৭-১৯ সঙ্কল্পজনিত নগর যেরূপ হইতে অপৃথক্,

তদ্রূপ এই জগৎরূপ আভাসও পরমার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ২০। যেরূপ চতুরস্র কাঞ্চনপীঠ, তদ্রূপ এ জগৎ সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট ও সুবিস্তৃত। ইহা এই ভাবে দৃষ্ট হইলেও ইহা যে বস্তুতঃ কিছুই নহে, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত। যথাযথ ভাবে দেখিলে ইহা যে অব্যয় শান্তিময় পরব্রহ্ম, এইরূপেই দৃষ্ট হয়। ২১। যাঁহার উদ্ভব নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অজর, অনাময়, একরূপ—সেই ব্রহ্মই সতত উৎপত্তি-নাশময় নানা কল্পনা-কলিত ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ২২

হে রাম! যে সময় তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, তখন এই নিখিল প্রপঞ্চই বিলীন হইয়া যায়। তখন মাত্র ব্রহ্মই নিজ কেবল-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্ত ঘন চিদাকাশাকারে প্রতীয়মান হইতে থাকেন। ২৩

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আত্মা শান্তিপূর্ণ কূটস্থ; তাঁহাতে সৃষ্টির উপক্রমে যে চিত্তাভাব স্ফূর্ত্তি পায় তাহা ঐ স্বপ্রকাশ চিদাত্মা হইতে অপৃথক্। কারণ, তাহাতে নাম, রূপ বা উপাধি কিছুরই সত্তা নাই। তাহা পরব্রহ্মাকার নির্ম্মল; সুতরাং এই চিত্তাধীন জগৎও ঐ চিৎ হইতে অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টি প্রভৃতির সম্ভাবনা কোথায়? ১। চিত্ত-সূর্য্য অস্তগত হওয়ায় ঐ যে কূটস্থ প্রত্যক্ আকাশে রূপাদি বাহ্য সম্বিৎ মৃগতৃষ্ণাভ্রমবৎ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, উহা চিত্ত-সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তগত হইয়া যায়। যাবৎ চিত্ত, তাবৎ এই জগৎ; কাজেই চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলে এই জগৎও যে ব্রহ্ম, তাহা মানিতেই হইবে। ২

কাহারও সাহায্য নাই, অথচ সমীরণের স্পন্দ আপনা হইতেই হয়; আরও দেখ, সূর্য্যাদির প্রভারাশি কাহারও সাহায্যাপেক্ষা করে না, না করিয়া আপনা-আপনিই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; এইরূপে সেই জগৎও স্বতই পরব্রহ্মে পরিজ্ঞায়মান হইতেছে। ৩। সলিলের দ্রবত্ব, গগনের শূন্যত্ব এবং বায়ুর স্পন্দবৎ এ জগৎ আত্মারই এ[illegible] অনির্ব্বচনীয় বিবর্ত্তমাত্র। ৪। অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যাকার

অপরিচ্ছিন্ন গগনে এই যে বিশ্বপ্রতীতি হইতেছে, উহা মণির নির্ম্মলতাবৎ চৈতন্যেরই চৈতন্যভাবের স্ফুরণ মাত্র। ৫। যেরূপ সলিলে দ্রবভাব, গগনে শূন্যভাব এবং বায়ুতে স্পন্দভাব, মহাচৈতন্যে এই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপই। ৬। বায়ু যেরূপ স্বীয় স্পন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া বোধ করে, ঐ চিৎ তদ্রূপ এ জগৎকেও আপন স্বরূপ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাতে একত্ব নাই, দ্বিত্ব নাই, কোন প্রভেদই নাই। ৭। যখন বিবেক-বিকাশ থাকে না, তৎকালে এই জগৎ অতীব সমারোহের সঙ্গে আবির্ভূত হয়, আর যৎকালে বিবেক-বিকাশ ঘটে, তখন উহা নশ্বর বলিয়াই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ৮

তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে এই জগৎসত্তা কিছুই থাকিবার নয়; তখন কেবল একমাত্র সেই অবিনশ্বর আত্মসত্তা বিদ্যমান থাকে। ইহা বিশেষ বিচার সহকারে দেখা হইয়াছে যে, মহাচৈতন্যই যাহার স্বরূপ, যাহা অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ, সেই জ্ঞান ব্যতীত তখন আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। ৯। ঐ যে মহাচৈতন্য, কেহ কেহ উহাকেই শান্ত শিব কহেন, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম কাহন, কেহ শূন্য কহেন এবং কেহ জ্ঞপ্তিস্বরূপ বলিয়া থাকেন। ১০। উনিই আপনাকে চেত্যাকারে চিন্তা করেন;—করিয়া স্বস্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞ জ্ঞেয়ভাব লাভ করেন। ১১। এই যে কিছু অধ্যস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, কেবল চৈতন্যবলেই ইহাদের পরিস্ফুরণ হইয়া থাকে। এই জন্য বলা যায়, ইহাদের চিৎসত্তাই আছে, তদিতর সত্তা কিছুই নাই। বায়ু ব্যতিরেকে স্পন্দের যেরূপ অন্য হেতু নাই, তদ্রূপ চিৎসত্তা ব্যতীত চিত্তের চিত্ততাও অসম্ভব। ১২। সৃষ্টিবিভ্রমে যে সত্তাপ্রত্যয় হয়, তাহা ঐ ব্রহ্মসত্তারই বশীভূত। পরব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগদ্ভ্রমের সত্তা, আর তদীয় সত্তা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই ইহার অসত্তা। ১৩। এই হেতু শাস্ত্রেও এই জগদ্ভ্রম সদসৎ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যদি চিত্তের সত্তায় চিতের একত্ব ও জড়ের দ্বিত্ব আপনা হইতেই স্ফুরিত না হইত, তবে যাহা কূটস্থ অদ্বয় চিদাকাশ,—তাহাতে একত্বদ্বিত্বের কল্পনা কে করিতে যাইত? জড় পদার্থের মধ্যে এরূপ কোন সামগ্রীরই অস্তিত্ব নাই, যাহা দ্বারা ঐরূপ একত্ব-দ্বিত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। ১৪। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্ব ও পরমাকাশ-চৈতন্যের বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। মাত্র স্পন্দ ও বায়ু এই দুই শব্দভেদেই যেরূপ স্পন্দ ও বায়ুর প্রভেদ; পরন্তু অর্থানুসারে উহারা একই; তদ্রূপ এই যে বিশ্ব, আর যে সেই বিশ্বনাথ পরমাত্মা, এই দুইয়ের প্রকৃত পার্থক্য না থাকায় ইহারা একমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। সৎ বলিতে সেই এক ব্রহ্মচৈতন্যই; তাঁহাতে

দ্বিতীয়ভাবের একান্তই অভাব। ১৫-১৬। ঐ মহাচৈতন্যই বিশ্ববৎ প্রতিভাত; পরন্তু বিশ্বনামে অন্য বস্তু নাই। কাঞ্চন-কটকে কটকভাবের পার্থক্য যেরূপ কখন কোথাও গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ দেশ-কালের অনুরোধে পরব্রহ্মে কদাচ বিশ্বের ভিন্নতা স্বীকার্য্য নহে। অতএব যখন জগৎ ও পরব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত-ভাব অসম্ভবপর, তখন উহাতে কি প্রকারে কার্য্যকারণভাবের সম্ভাবনা হইবে? ১৭-১৮।

কার্য্য-কারণভাব থাকিলেও তাহাকে কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই বলিব না। আকাশের শূন্যত্ব ও জলের দ্রবত্ব, এই দুই যেরূপ আকাশ ও জল হইতে অপৃথক্, তদ্রূপ ঐ যে কার্য্য-কারণ ভাব, উহাও পরব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র। ১৯। যেরূপ ব্রহ্ম, তদ্রূপ জগৎ; ইহাতে দ্বিত্ব-একত্বভেদ কোথাও নাই। যেরূপ গগনের নীলিমা, তদ্রূপই ব্রহ্মের জগদ্ভাব; চিদাকাশ সর্ব্বময় ও সুবিস্তৃত, এই অখিল প্রপঞ্চই তাঁহাতে শূন্যময়। ২০-২১। পাষাণপ্রতিমায় পাষাণত্ববৎ এই জগৎপ্রপঞ্চেই চিন্মাত্র সংস্থিত। উক্ত উভয়ের কার্য্য-কারণভাবের বৈচিত্র্য কোনরূপে সম্ভবে না। ২২। আকাশে অনাকাশত্ব কখনও সম্ভবপর নহে। এই জড়সৃষ্টিতে ভ্রান্তিনিবন্ধনই মহাচৈতন্য প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অলীক ভিন্ন সত্য নহে। ২৩। প্রস্তরের উপর পুত্তলিকা ক্ষোদিত করা হয়, বিচারে উহা যেরূপ প্রস্তর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিশ্বকে যদি যথাবস্থিত ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়। ২৪। চক্ষু মুদ্রিত কর, তাহাতে বাহ্য পদার্থ কিছুই দেখা যাইবে না। এইরূপে বুঝিয়া দেখ, যখন কাষ্ঠ ও প্রস্তরবৎ নিশ্চেষ্টভাবে সমাধিমগ্ন হওয়া যাইবে, তখন বোধ হইবে,—এই সংসারভাব বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্ম নিজ স্বভাবেই অধিষ্ঠিত আছেন। ২৫। যে পদার্থ স্বপ্নকালে দৃষ্ট হয়, তাহা যেরূপ জাগ্রদবস্থায় মিথ্যা হইয়া পড়ে, যাহা নয়ন মুদিয়া ভাবিয়া দেখা যায়, নয়ন মেলিলে তাহা যেরূপ সম্মুখে দৃষ্ট হয় না,—মিথ্যা বলিয়াই নিশ্চিত হয়, তদ্রূপ এই সকল বাহ্য প্রপঞ্চও মিথ্যা বলিয়াই ভাবনা কর; পরে সেই চিন্তাকেও ত্যাগ করিয়া অচলবৎ নিশ্চল হইয়া থাক। এই অবস্থায় অন্তরে তুমি চিদেকরস হও—স্বস্বভাবে সমভাবে অধিষ্ঠান কর। ২৬-২৭

এই প্রকারে ক্রমে পরমেশ আত্মাকে তুমি অর্চ্চনা করিবে। এই আত্মপূজায় বিবেককে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে এবং যেরূপ উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাহাই উৎসর্গ করিয়া দিবে। ২৮। যদি বিবেকরূপ উপহার দ্বারা স্বীয় আত্মাকে অর্চ্চনা করা যায়, তবে আত্মা প্রীত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-বর

প্রদান করিয়া থাকেন। ২৯। এই আত্মদেবতার অর্চ্চনা এতই উত্তম যে, ইহার নিকট মহাদেব ও মহেন্দ্রাদির অর্চ্চনাও জীর্ণ তৃণকণাবৎ একান্তই হেয়। হে সচ্চরিত! স্বকীয় আত্মাই পরমেশ্বর; তদ্‌ব্যতীত অপর পরমেশ্বর নাই। যদি বিবেক, সংসর্গ ও শমরূপ পুষ্পোহার দিয়া এই আত্মরূপী পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করা যায়, তাহা হইলে ইনি সন্তসন্তই মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা প্রকৃত বস্তু, তাহাকে যদি দেখা যায় বা চেনা যায়, তবেই ঐ আত্মদেবতার পূজা করা হয়। তদ্রূপ পূজা করিলেই ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন। ৩০-৩১

যেখানে আত্মদেব বিরাজমান আছেন, এমন মূর্খ কে আছে, সেখানে অন্যদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে? সাধুসঙ্গ, সন্তোষ ও শান্তি দ্বারা যিনি আত্মদেবতার পূজা করিতে পারিয়াছেন, তৎসকাশে সর্পের বিষবহ্নি বা অস্ত্র, এই সকল ভীষণ বস্তুও শিরীষপুষ্পবৎ কোমল হইয়া থাকে। ফলে ঐ সকল হইতে তাঁহার বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। দেবপূজা, তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও যাহাদের বিবেক নাই, তাহাদের ঐ সমস্ত কর্ম্ম ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ বিফল হইয়া যায়। যদি বিবেকবান্ হইয়া ঐ সমস্ত কর্ম্ম করা যায়, তবেই উহা সুফল প্রসব করে। ৩২-৩৪। তাই বলিতে হয়, যাহা যথার্থ পদার্থ, তাহা বিদিত হইয়া—বাসনারে ক্ষীণ করত লোকে বিবেকের আশ্রয় লইতে কুণ্ঠা বোধ করে কেন? ফলতঃ এ মোহ অনির্ব্বচনীয়। ৩৫

অধুনা কথা এই, সেই বিবেক কি প্রকারে জন্মে? যদি নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞাদি করিয়া মনঃপ্রসাদ উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলেই বিবেকনামক সত্ত্বপুরুষ নিজেই সঞ্জাত হইয়া থাকেন। যে সময় অন্তরে বিবেকের আবির্ভাব ঘটে, তখন শান্তি-সুধা দ্বারা সেই উদিত বিবেককে বর্দ্ধিত করিতে হয়। ৩৬। বাহ্য ভোগ-বিলাসের প্রলোভন দেখা দিলে সেই উদীয়মান বিবেক যাহাতে শুষ্ক না হয়, সে পক্ষে অবহিত হইতে হইবে। পরমার্থ-পদার্থের সাক্ষাৎ ঘটিলে তখন এই দেহের সত্তায় আস্থা রাখিবে না! একমাত্র আত্মারই সত্তা,—তাহাতেই আস্থাবান্ হইবে। ৩৭। লজ্জা, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষা, সুখ-দুঃখ,—এককালে সকলকেই জয় করিবে। শরীরের সত্তায় আস্থাহীন হওয়া কর্ত্তব্য; তদ্রূপ হইলে প্রথমে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, এই তো জগদাদি ও দেহাদি দৃশ্য বস্তু; ইহারা যখন আদিতেও ছিল না, তখন আজি আবার ইহাদের উপস্থিতি হইবে কোথা হইতে? ৩৮। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, এই সিদ্ধবাক্যানুসারে ব্রহ্ম কারণ, আর জগৎ তাহার কার্য্য; এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও জগৎ-কার্য্য ব্রহ্ম-কারণ

হইতে কিছুমাত্রই ভিন্ন নহে। ঐ জগৎ সেই বিমল ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র; যেরূপ ঘটাদি বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথগ্ভাবে অজ্ঞায়মান অবস্থায় অসৎ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই জগৎও যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্ হওয়ায় অপ্রকাশিত হয়, তখন অসৎ হইয়া যায়। সুতরাং এই সমগ্র জগৎই সেই চিদাভাস মাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই চিদাভাসও প্রকৃত বিশুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না; ইহা সেই আত্মতত্ত্বেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। যখন শুদ্ধ প্রত্যক্চৈতন্যরূপে বিদিত হওয়া যায়, তখন ইহাও প্রশান্ত হইয়া যায়। ৩৯-৪০

এই প্রকারে যখন জ্ঞেয় পদার্থের অভাবঘটনা হয়, তখন প্রতিবিম্ব হইতে পৃথক্কৃত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ চিৎই বিরাজমান থাকেন। সেই যাহা বিশুদ্ধ চিৎ, তাহাই অখণ্ড নিত্য বস্তু। এই নিত্য বস্তুর দেহাদি কোন কিছুই নাই। ইনি পরম শান্তিময়। ৪১

ইঁহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞপ্তি নাই। ইনি প্রস্তরবৎ অচল অটল। হে সভাসদ্বৃন্দ! সকলেই তোমরা শান্ত ও স্বচ্ছ হইয়া সেই শুদ্ধ চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠান কর। প্রস্তর প্রস্তুত পুত্তলিকা যেরূপ নিশ্চল, তদ্রূপ তোমরাও ঐ অবস্থায় অটল হইয়া অধিষ্ঠিত হও। ৪২। তবে যদি তোমাদিগকে কেহ চালায়, তখন চলিও; নতুবা একই ভাবে থাকিও। তোমাদের যে জ্ঞানময় সত্যাকৃতি, অপরের তাহা অপরিজ্ঞেয় হউক। সৎ ও অসৎ এই দুইয়ের সারস্বরূপে তোমরা অধিষ্ঠিত থাক। ৪৩। এই সংসারভূমি স্পর্শ না করিয়া তোমরা আকাশ-কোষবৎ নির্ম্মল হইয়া থাক। যাঁহারা সত্যসত্যই জ্ঞানী, তাঁহারা এইরূপই হন। যাহা প্রয়োজনীয় নিত্য কর্ম্ম, তাহাই মাত্র তাঁহারা সম্পাদন করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কোথাও গমন করেন না বা কোথাও থাকেন না। স্বীয় অবশ্যকর্ত্তব্য যে কার্য্য যখন উপস্থিত হয়, কেবল তাহারই অনুরোধে সেটুকু গতিবিধি করা কর্ত্তব্য, মাত্র তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। ৪৪-৪৫

হে সভ্যবৃন্দ! তোমরা সব বিসর্জ্জন কর,—করিয়া প্রশান্তচিত্তে বিরলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ অধিষ্ঠিত হও। কি সমাধি অবস্থা, কি ব্যবহারদশা, যখনই হউক, পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই তৎসকাশে এ জগৎ স্বপ্ন বা সঙ্কল্প-নগরবৎ বোধ হয় এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণই অস্তমিত হইয়া যায়। পরে যোগী যে সময় আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তখন চক্ষুষ্মান্ লোকের জ্ঞানের ন্যায় তিনি প্রত্যক্ষতই পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ৪৬ ৪৭

মূঢ় ব্যক্তি কয়েকটা মোক্ষোপযোগী কথা শুনে, আর মূর্খদিগের নিকট বলিয়া

বেড়ায় যে, আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি। এই বলিয়া সে তাহাদের নিকট মোক্ষের কথা কীর্ত্তন করিতে থাকে। তাহার ঐ মোক্ষ-বিষয়ক কথা অন্ধ-কৃত রূপবর্ণনের ন্যায়ই হয় এবং অন্তরে সে মান ও অপমানাদি ভোগ করিতে থাকে। তাহার ভাগ্যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় শান্তিসুখলাভ কখনই ঘটে না। এরূপও কোন কোন মূঢ় লোক আছে, সে তাহারই উপদেশকে জ্ঞানগর্ভ মনে করিয়া তাহাতেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বস্তুগত্যা সে কৃতার্থ হয় না; কিন্তু মূর্খতার বশেই মনে করে যে, আমি বুঝি কৃতকৃত্য হইলাম। পরে এমন হয় যে, কিছুদিন গত হইলেই সে ঐ অজ্ঞলোকের উপদেশানুযায়ী ফল না পাইয়া নিজে যে প্রকৃত কৃতার্থ হইতে পারে নাই, তাহাই তখন বুঝিতে পারে। ফলতঃ মূঢ় ব্যক্তিরা যে উপদেশ দেয়, তাহাতে লোকে কেনই বা কৃতার্থম্মন্য হইবে? তাহাদের উপদেশ কল্পিত পদার্থ মাত্র; যাহা কল্পিত, পণ্ডিতেরা তাহাকে উপায়মধ্যেই গণ্য করেন না। কারণ, তাহাতে ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুহূর্ত্তমধ্যে ভাবাভাব ভ্রম-জনিত দুঃখ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জগৎকে ভ্রান্তিবৎ বোধ করিয়া সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করত সমাহিতভাবে যে অবস্থিতি, তাহাকেই নির্ব্বাণ বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন। ৪৮-৫১

হে রাম! আমি তোমাকে এত কাল যাবৎ যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম, এ সমস্ত যদি তুমি উপকথাবৎ কল্পিত মনে কর, তাহা হইলে চিৎ-সলিলের সন্ধানই পাইবে না; পুরোভাগে কেবল অনন্ত বিস্তৃত জগৎ-মরীচিকাই বিরাজমান দেখিবে। যদি একাগ্রতার সঙ্গে মৎপ্রদত্ত উপদেশ শুনিয়া যথার্থজ্ঞানে প্রত্যক্ দৃষ্টিযোগে অজ্ঞেয় নিষ্কলুষ জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সম্যক্ নির্ব্বাণলাভ হইবে। ৫২। জন্মান্ধ ব্যক্তিকে কেবল পরোপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু ঐ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানই নহে কারণ, যাহা প্রত্যক্ষ পদার্থ, তাহা যদি পরোক্ষরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে তাহাকে জ্ঞান না বলিয়া ভ্রমই বলিতে হয়; অতএব তুমি তদ্রূপ জ্ঞানে হতাদর হইয়া যেরূপে সেই অব্যয় পরম পদের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পার, তাহারই জন্য যত্নবান্ হও। যাহা সেই অনাদি, অনন্ত, উদ্ভব-নিরোধ-রহিত জ্ঞান, তুমি স্বয়ংই সেই জ্ঞানস্বরূপ হও। এই জ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠানই মোক্ষ। ৫৩

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! যখন ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তখন কি জগৎ, কি অহম্ভাব, কি অখিল ভোগ্য পদার্থ—সকলই অলীক হইয়া পড়ে। মূর্খ ব্যক্তিরা ভোক্তা এবং ভোগ্য এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অনুভব করিয়া মোহ-নিবন্ধন যে ভোক্তা, তাহাকেই অনুভবকর্তৃরূপে আত্মা বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানে উহা আত্মা হইতে পারে না। কারণ, ভোক্তা আত্মা নহেন; পরন্তু ব্রহ্মই আত্মা। ১। যখন বুঝিবে, ভোগজল তৃপ্তিপ্রদ হইতেছে না, তখনই জানিবে—তোমার অজ্ঞানজ্বর বিদূরিত হইয়াছে; জ্ঞানের উদয়ে অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইয়াছে। ২। বাচ্য বাচক ভ্রান্তির বিষয় লইয়া অনুশীলন করিলে কিছুই ফলোদয় নাই। যাহা প্রকৃতই নির্ব্বাণ, তাহাতে 'অহং'জ্ঞানের সত্তা একান্তই অসম্ভব। সুতরাং বাচ্য-বাচক ছাড়িয়া সেই নির্ব্বাণেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ৩। যে সমস্ত দ্রব্য স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে যেরূপ সুখপ্রদ হইতে পারে না, অধিক কি, তাহার অস্তিত্বই যেরূপ থাকে না, তদ্রূপ পরমার্থস্বরূপের জ্ঞান হইলেও এই 'অহং'জ্ঞান ও জগৎ আর রুচিকর হয় না, উহা অলীক পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ৪

মায়াবী যক্ষ যেরূপ স্বাধিষ্ঠান-বৃক্ষোপরি মায়ার প্রভাবে অলীক আত্মীয়-স্বজন ও ভবনাদি প্রত্যক্ষ করে, জীবের এই সংসারদর্শন তদ্রূপই। ৫। যক্ষ ও যক্ষপুরী ভ্রান্তিবশেই কল্পিত; সুতরাং কল্পনাকারীর নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও উহারা প্রকৃতপক্ষে অলীকমাত্র। এই প্রকার এই জগৎ ও অহম্ভাবও অলীক। ৬। অন্ধকারময় নিরাবরণ প্রান্তরে ভ্রমবশেই যক্ষাকৃতি দৃষ্ট হয়। এইরূপে অজ্ঞানবশেই আবরণহীন অনন্ত বিস্তৃত পরমপদে চতুর্দ্দশ ভুবনগত চতুর্দ্দশবিধ জীব প্রতিভাত হইতে থাকে। ৭। ভ্রান্তির বলেই যক্ষাকার পরিদৃষ্ট হয়। এ তত্ত্ব যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন আর যক্ষ দৃষ্ট হয় না, তাহা মিথ্যা পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যাইতে পারে, যখন 'অহং'জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন চিত্তও সেই যথাযথ চিৎস্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৮

হে রাম! তুমি কল্পনাকে বিসর্জ্জন কর, যাবতীয় ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হও, আদান ও বিসর্জ্জনবোধ ত্যাগ কর; এইরূপে সেই শান্ত চিৎস্বরূপে

অধিষ্ঠিত হও। ৯। যদি সম্যক্‌প্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে অখিল দৃশ্যই মিথ্যা হইয়া পড়ে। মূঢ় ব্যক্তির ধারণায় যাহা দৃশ্য, তাহা অবশ্য দ্রষ্টা নহে; কারণ, দ্রষ্টা সেই একমাত্র বিমল চৈতন্য; সুতরাং বৃথা কেন একটা মিথ্যা দৃশ্য বস্তুকে সবলে সিদ্ধান্তের পথে উপনীত করিতেছ? বস্তুতঃ দৃশ্য বস্তুর সম্পূর্ণই অভাব। ১০। যেরূপ বসন্ত ঋতুর সরসভাবই তাৎকালিক ফল, পুষ্প ও পল্লব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একমাত্র স্বস্বভাব পরিপূর্ণ চিৎই সৃষ্টিভাবে উপনীত হইয়া থাকে। ১১। এই জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, ইহা মাত্র সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভব। ইহাতে দ্বিত্বই বা কি, একত্বই বা কি। ১২। তুমি এতৎসমস্তের প্রতি লক্ষ্য করিও না; কেবল নির্ব্বাণ হইয়াই বিরাজমান থাক। নির্ব্বাণ পরমানন্দপ্রদ নন্দনবন-স্বরূপ, তুমি সেই আনন্দ-বনে নিঃশঙ্কচিত্তে অধিষ্ঠিত হও। ৩

হে নরমৃগগণ! তোমাদিগকেও বলি, তোমরাই বা এই শূন্য সংসার-বনে পরিভ্রমণ করিতেছ কেন? মিথ্যা আশার আশ্বাসনায় তোমাদের মন যেন কলুষিত হয় না, আর সেই অবস্থায় তোমরা যেন এই ত্রিলোক-মরীচিকা-বারির জন্য প্রতারিত হইও না; অথবা অন্ধবৎ ব্যাকুলভাবে পথে পথে পরিভ্রমণ করিও না। ১৪-১৫। রে মৃগবৎ মুগ্ধ নরগণ! বিষয়ভোগ যেন অলীক মরীচিকা-বারি; এ জল পান করিয়া বিফলে তোমরা আয়ুঃক্ষয় করিও না। ১৬। জগৎ গন্ধর্ব্ব-নগরবৎ অলীক পদার্থ; ইহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনুচিত গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া থাকিও না। তোমাদের মনে যাহা সুখ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা তো সুখ নয়;—তাহা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ। কারণ, একবার বুঝিয়া দেখ, সেই সুখেই অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছ। ১৭। এই জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ মহাকাশের নালিকা-স্বরূপ; ইহাকে তোমরা আকাশে ভ্রমবশে প্রতীত কেশগুচ্ছবৎ স্থির করিও। ইহাকে সত্য দ্রব্য বলিয়া কদাচ মনে স্থান দিও না। এই সকলের প্রতি নেত্রপাত করিও না; না করিয়া যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহাতেই পরিণত হইয়া সুখে অধিষ্ঠিত থাক। ১৮

হে মানবগণ! এ সংসার যেন গর্ভশয্যা; এখানে তোমরা শয়ন করিও না। কারণ, এই গর্ভশয্যায় যাহারা শয়ন করিয়া আছে, সেই সমস্ত মানবশরীর বায়ু-চালনায় পত্রপতিত হিম-বিন্দুর ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী হইয়াই রহিয়াছে। অতএব দেখিও, তোমরাও যেন ভ্রান্তিবশে ঐ প্রকার দশা প্রাপ্ত হইও না। ১৯। যাহা আদি-অন্তহীন অখণ্ডস্বভাব, তাহাতেই তোমরা অধিষ্ঠিত থাক। অস্বাভাবিক

দৃশ্য দ্রষ্টৃ-দশায় পতিত হইও না। ২০। 'সংসার মূর্খ ব্যক্তির কাছেই প্রতীয়মান; প্রকৃতপক্ষে উহা অসৎ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ সংসারের সমস্তই অবিদ্যমান; যাহা পরিশেষে বিদ্যমান, তাহা নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত। ২১

হে রামচন্দ্র! প্রবলপরাক্রমশালী সিংহের ন্যায় তুমি তৃষ্ণারূপ লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া সংসার-পিঞ্জর ভেদ করত সুখে সর্ব্বোপরি বিচরণ করিতে থাক। ২২। 'অহং' 'মম' এইরূপ ভ্রান্তির নিবৃত্তিই মোক্ষ নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ মোক্ষই যোগীর আত্মসত্তা। উহাই চরম বাসনাবিরতি। যে ব্যক্তি 'ভব-মার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, উহা তাহারই বিশ্রামস্থান। ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাতনা আর কদাচ ভোগ করিতে হয় না। এই জগদ্বস্তু বড়ই বিচিত্র; এখানে মূঢ় ব্যক্তি যাহা পায়, জ্ঞানী লোক তাহা প্রাপ্ত হন না। ফলে মূর্খের প্রাপ্য অনন্ত যাতনা, জ্ঞানীর উহা প্রাপ্য নহে। আবার জ্ঞানী যাহা প্রাপ্ত হন, মূর্খ তাহা পাইতে পারে না।—জ্ঞানীর প্রাপ্য পরমানন্দ, মূর্খের তাহা নহে। ২৩-২৫

গঙ্গা ও গোদাবরী ইত্যাদি বিবিধ জলমূর্ত্তি নদী যখন মহাসাগরে মিলিয়া একত্ব লাভ করে, তখন আর তাহাদের পার্থক্য যেমন বোধ হয় না, তদ্রূপ ভ্রমের যখন প্রশান্তি ঘটে, তখন এই জগদ্ভাবও পরমব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হয়, আর সে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২৬-২৭। অগ্নি-দগ্ধ তৃণভস্ম যেরূপ বাতাসে মিশিয়া অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ যিনি স্বীয় স্বভাবে লব্ধবিশ্রাম সাধু পুরুষ, তৎসকাশে এই জগৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। ২৮। যাহা নির্ব্বিকল্প, স্বপ্রকাশ ও নিরতিশয় আনন্দ, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। এই পরিবর্ত্তনস্বভাব জগৎকে উহার মুখ্য অর্থ বলিয়া নিরূপণ করা হয় না। জগৎশব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা ঐ ব্রহ্মশব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা কদাচ সমুচিত নহে। কারণ, যাহা গতি ও পরিবর্ত্তন-স্বভাব, জগৎশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ তাহাই। যাহা সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই ব্রহ্মশব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ। উহা সেই নিরতিশয় আনন্দই; তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রপঞ্চ নিতান্ত অজ্ঞ বালকের কাছে যে ভাবে উপলব্ধি হয়,—তাহার নিকট যেরূপ এ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মপর ভেদাভেদ কিছুই অনুভূত হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট এই জগৎপ্রপঞ্চের অনুভূতি তদ্রূপই হইয়া থাকে। তিনিও বালবৎ সকলই সমান দেখেন। ২৯-৩০

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, তাহাতে সংযমী জাগ্রৎ থাকেন, আর যাহাতে

সর্ব্বভূত জাগ্রৎ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাই রাত্রি। ফলে অজ্ঞের কাছে আত্মতত্ত্ব অজ্ঞানান্ধকারাবৃত; অজ্ঞ তাহাতে নিদ্রিতবৎ সংস্থিত। কিন্তু যোগিবৃন্দ সেই আত্মতত্ত্বেই জাগ্রদ্‌ভাবে বিরাজ করেন। মূঢ়গণের সকাশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সকল জাগ্রৎ বলিয়া অনুমিত; যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তৎসকাশে ঐ সকল চিত্রিত দ্রব্যবৎ বিরাজিত রহিলেও তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। ৩১-৩২। জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকট চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকল যে ভাবে উপলব্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট এ জগৎ তদ্রূপই অনুমিত হইয়া থাকে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া সে সকল ভ্রান্তিবৎ অসৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ জগৎ অজ্ঞদিগেরই; তাহাদেরই ইহা দুঃখপ্রদ বলিয়া প্রথিত। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সহিত ইহার কোনই সংস্রব নাই। স্বপ্নে যে সুখভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নরূপে জ্ঞান হইলে আর যেরূপ সুখের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ এ জগৎও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সন্তোষপ্রদ নহে। তৎসদৃশ ব্যক্তির বিভাগজ্ঞান নাই, কোথাও বিরোধ নাই। তাঁহার অন্তর নিয়ত শান্তি-সুখে পরিতৃপ্ত।৩৩-৩৫। তত্ত্বজ্ঞানী লোকের মন বিষয়ভোগের দিকে সমাকৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই ধ্যান বিনাও সমভাবে অবস্থিত হইতে পারে। ৩৬

দেখ, জলের গতি যেরূপ নিম্নাভিমুখী, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তগতি পরব্রহ্মের দিকেই সমাকৃষ্ট রহে; পরব্রহ্মেরই ধ্যানে নিরত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী যদি স্বীয় চিত্তগতি প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দেন, তবে তাহা পরব্রহ্মেরই ধ্যানের দিকে স্বতঃ সমাকৃষ্ট হয়। এ স্থলে এরূপ একটা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে বাহ্যবস্তু-জ্ঞানেরই বাধঘটনা হয়, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-ক্রিয়াই নিরুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর; মন অন্তরিন্দ্রিয়—তাহার ক্রিয়া কি প্রকারে নিরুদ্ধ হইবে? এ কথার উত্তর এই যে, ঐ মনও বাহ্যপদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, বাহ্যপদার্থ লইয়াই মনের সত্তা; তাহাতেই মনের রঞ্জন; মনই বাহ্যপদার্থ বলিয়া খ্যাত। সমুদ্র হইতে সাধারণ জলাশয়টি যাবৎ সমস্ত জলাধারের জল যদি এক হইয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সকলই যেরূপ একই জলস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ কি বাহ্য, কি আভ্যন্তর, সকল পদার্থই এক সেই মনোরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৩৭-৩৯। একমাত্র মনই বাহ্যপদার্থের আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জল ও জলতরঙ্গ এই উভয়ের যেরূপ বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই, তদ্রূপ কি বাহ্যবস্তু, কি আন্তর বস্তু, মন তৎসমস্ত হইতে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নহে। ৪০। বায়ু ও স্পন্দ এতদুভয়ের মধ্যে যদি একের শান্তি

হয়, তবে তৎসঙ্গে অন্যটিরও সেরূপ স্বতই শান্তি হইয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মন ও বাহ্য পদার্থ এই উভয়ের একের অভাবে অন্যের অভাব স্বতই ঘটিয়া থাকে। ঐ মন পরমার্থ-পদার্থের নিকট অত্যন্ত অসার; উহার এবং বাহ্যপদার্থের মধ্যে একের যদি শান্তি হইল, তবে অপরটির শান্তি জন্য কিছুমাত্র আয়াসস্বীকার করিতে হয় না। ৪১

বস্তুতঃ দৃশ্য পদার্থ ও মন একই; তাই একের অপায়ে অন্যের অপায় সুনিশ্চিত। সুতরাং যখন নষ্ট হইবার হয়, তখন উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ সঙ্কল্পময় অর্থের বাসনা করিবেন না; এবং সে জন্য কোন যত্নও করিবেন না। ৪২। যখন ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তখন ঐ অর্থ এবং মন আপনা হইতেই বিনষ্ট হয়। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র-বিনাশ, তদ্রূপ ঐ অর্থ এবং মনোনাশও অনষ্ট পদার্থেরই বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা এই যে, আদৌ যাহার অস্তিত্ব অবিদ্যমান, তাহার নাশ তো ত্রৈকালিক সিদ্ধ। তবে যে মধ্যে মধ্যে তাহার অস্তিত্ব, সেটা কেবল ভ্রমমাত্র। মনে কর, অন্ধকার যামিনী; পথের পার্শ্বে একটা মৃৎপুত্তলিকা অবস্থিত। এই সময় এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়া চলিয়াছে। পথে যে পুত্তলিকা আছে, সে তাহা অবগত নহে। সে ভাবিল,—ঐ বুঝি একটা দস্যু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ভাবিয়াই তাহার ভয় হইল। পরে সাহস করিয়া দস্যুজ্ঞানে তাহাকে প্রহারার্থ ধাবমান হইল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন সেই লোক বুঝিল যে, উহা একটা মৃৎপুত্তলিকা মাত্র, তখন আর তৎপ্রতি তাহার শত্রুতা বা ভীতি রহিল না। ঐ মৃৎপুত্তলিকা তাহার নিকট যেন যথার্থরূপেই প্রকাশ পাইল। এইরূপ ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, এই যে বাহ্য প্রপঞ্চ ও মন, ইহারা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে যথাযথ ব্রহ্মস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই সমগ্র প্রপঞ্চের ভোক্তা বলিতে একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ইহা পরমার্থ চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত। ৪৩-৪৫

মনে কর, কোন গৃহে দুইটি লোক আছে। তন্মধ্যে এক জন জাগ্রৎ, অন্য জন নিদ্রিত। উহাদের মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিলে জাগ্রৎ ব্যক্তি যেরূপ সে স্বপ্ন দেখিতে পায় না, অথবা বালকের কাছে প্রতীয়মান যক্ষ যেরূপ তাহারই নিকটস্থ প্রবীণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে পতিত হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞের বোধে পরিজ্ঞায়মান এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত হয়। ৪৬। অজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞকে অজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু

তাহাদের সেই মূর্খতামূলক ধারণা বন্ধ্যার সন্তানসন্ততি-ভাবনাবৎ নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞেরা মনে করেন,—সকলই জ্ঞানস্বরূপ। সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকার জ্ঞান, তাহাই তাঁহাদের নিকট সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত। ঐ জ্ঞানের অভ্যন্তরে কোন মনঃকল্পিত বস্তু নাই, কোন বিভাগ বা অন্ত নাই। ৪৭-৪৮। মন ও বুদ্ধিরূপ তরঙ্গের তাড়নায় নির্ম্মল জ্ঞানজলই আকুল হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বাহ্য প্রপঞ্চ ও মন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বলিতে কি, ইহার কোথাও সত্তা আছে, এরূপও তখন বিবেচনা হয় না। ৪৯। বৃথা এই জগৎভ্রান্তি; ইহার অর্থ কিছুই নাই। শরতের বিশুদ্ধ সুনির্ম্মল জ্যোতি নির্ম্মল আকাশ ব্যাপিয়াই বিরাজমান থাকে। ঐরূপ স্বচ্ছস্বভাব পরম চিদাকাশই তোমার অবলম্বন হউক। ৫০

হে রাম! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়েই নিখিল জ্ঞেয় প্রপঞ্চ বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি ঐ সমস্ত বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রপঞ্চ ত্যাগ করত ভুজগাধ্যাস বিহীন রজ্জুবৎ আপন অনাময় স্বভাবেই বিরাজ কর। একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রপঞ্চভাব ধারণ করে জানিবে। ৫১-৫২

এই ব্যাপারের সঙ্গে একটিমাত্র ক্ষুদ্র বীজের শাখা-ফলাদিময় বিশাল বৃক্ষভাব ধারণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বল দেখি, মন ও প্রপঞ্চের স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে যখন অলীক, তখন একমাত্র জ্ঞানই অনন্ত পদ, ইহাই সত্য। ৫৩। ঐ অনন্ত পদই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত। উহা ভেদপ্রপঞ্চের অতীত। মনোবৃত্তিই বাহ্য প্রপঞ্চাকারে প্রতিভাত। কিন্তু ঐ যে প্রতীতি, উহা ব্রহ্মতত্ত্বের অভাবজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি মাত্র। ফল কথা, মনই বাহ্যপদার্থরূপে পর্য্যবসিত হয়। যিনি সর্ব্বময় চিদাত্মা, মন তাঁহারই অভাবাত্মক ভ্রম। মনের বাস্তব হেতু কিছুই নাই। এই সমগ্র বাহ্য প্রপঞ্চ অলীক বটে; কিন্তু ভ্রান্তির এমনই শক্তি যে, তাহারই জন্য ঐ সকল সত্তাবান্ বলিয়া বোধ হয়। মন বাহ্য প্রপঞ্চাকারে পরিস্ফুরিত; বিনা কারণেই ইহারও স্ফুরণ হয়। ৫৪-৫৬। যেরূপ তড়িদ্‌বিকাশ, তদ্রূপ ঐ মন ক্ষণস্থির। এই মনঃস্বরূপেই তুমিও এ সংসারে বিচরণ করিতেছ। ৫৭। নিজের প্রকৃত স্বভাব কি, তাহা যদি একবার জানিতে পার, তাহা হইলে আর এখানে ভ্রমণ করিতে হইবে না; তোমার সংসারভ্রমও দূর হইয়া যাইবে। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই মনঃকল্পিত সংসার বিলীন হইয়া যায়। ৫৮।

শুক্তিকায় রজতভ্রান্তিবৎ অলীক ভ্রমে পতিত হইয়াই লোকে অনর্থক

ক্লেশ পাইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলে ঐ ভ্রম আর তিষ্ঠিতে পারে না। তখন এই সংসারের অস্তিত্বও ঘুচিয়া যায়। ৫৯। নির্ব্বাণ ব্রহ্ম হইতে 'আমি' ইত্যাকার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করাই মরীচিকা-জলে ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। কেন না, জীব অহংজ্ঞানরূপে বঞ্চিত হইয়া অশেষ ক্লেশে পতিত হইয়া থাকে। নিজ ভ্রান্তি বশেই জীব এইরূপ কষ্ট ভোগ করে। ৬০। যখন আত্মজ্ঞান জন্মে, তখন আর 'অহং'-জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না। কারণ, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম আপনাকে সৃজ্য পদার্থরূপে জ্ঞান করেন, পরে সর্ব্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভরূপে স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত বাহ্যাভ্যন্তর প্রপঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬১। ইহাতে তাঁহার স্বস্বরূপের হানি কিছুই ঘটে নাই। তিনি পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনই আছেন। জলের তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় তিনি এই জগদ্ভাব উপগত হইয়াছেন, আমূলশাখা সমস্ত তরুর সত্তা যেমন এক, ফলে বৃক্ষের মূলশাখাদি পৃথক্ পৃথক্ অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা যেমন স্বীকার করা হয় না, তদ্রূপ একই সত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়াত্মক; এই একমাত্র সত্তাই এ ব্রহ্মাণ্ডে নির্ব্বিকারভাবে বিরাজমান। ঐ সত্তা মাত্র জ্ঞানেরই সত্তা। একই গগন যেরূপ লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডাকারে বিরাজমান রহিয়াছে। ৬২-৬৩। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানই একইভাবে নির্ম্মলাকারে প্রকাশমান। ঘৃতাদি দ্রববস্তু যেরূপ ঘনীভাব ধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যই চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে চিত্তাকারে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। দেশ-কালাদি উপস্থিত না থাকিলেও নিজ বোধরূপ তত্ত্বের অজ্ঞানতা নিবন্ধনই ঐ আত্মা চেত্যভাব প্রাপ্ত হন। ৬৪-৬৬। বস্তুতঃ যদি শ্রুতিপ্রদর্শিত যুক্তির অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে ঐ আত্মা যে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপেই বিরাজমান, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। চিদাত্মা পরম পরিশুদ্ধ। তাঁহাতে কদাচ অজ্ঞান অবস্থিত হইতে পারে না; ইহা ধ্রুব সত্য; কিন্তু তথাপি মূঢ়গণকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহাতে অজ্ঞান-কল্পনা করিতে হয়। ৬৭। এই হেতু বলা যায়, যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখন মহাত্মা যোগী ব্যক্তিরা অজ্ঞানের লয়ে স্বীয় আত্মাতেই গলিত হইয়া যান। ফলে তাঁহারা যার-পর-নাই আনন্দময় ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হয়। তাঁহারা নিরন্তর সমাধি-নিমগ্ন হইয়াই কালযাপন করেন। ৬৮

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

শ্রীরাম কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সমাধি-বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব কি প্রকারে, তাহার পত্র কাণ্ড ও শাখা-পুষ্পাদির প্রসার দ্বারা পরিবৃদ্ধি কি প্রকারে, তৎকর্ত্তৃক বিবেকী ব্যক্তির উপজীবনরূপ ফলধারণ কি প্রকারে এবং সে চিত্ত-মৃগকে ছায়া দান করিয়া তদীয় শ্রমাপনয়নে সমর্থ কি প্রকারে, তাহা মৎসকাশে বিশদ করিয়া প্রকাশ করুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি সমাধি-বৃক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ঐ বৃক্ষের আশ্রিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। উহা অত্যন্ত উন্নত এবং ফল-কুসুমাদি দ্বারা শোভিত। উহার ছায়ায় যদি উপবিষ্ট হওয়া যায়, তবে সকল শ্রান্তির অবসান হয়। বিবেকী মনুষ্যমণ্ডলীরূপ অরণ্যই ঐ সমাধি-বৃক্ষের উদ্ভবস্থান। অধুনা ঐ বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা ত্বৎসকাশে বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া আকর্ণন কর। ২

এই সংসারারণ্য বহুবিধ ক্লেশের আকর; এখানে বহু ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়া কাহারও কাহারও ইহার প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়, কিংবা প্রাক্তন শুভাদৃষ্টের ফলে স্বতই এতৎপ্রতি কেহ কেহ বিরাগবান্ হইয়া থাকে। সংসারের প্রতি বিরাগকেই পণ্ডিতেরা সমাধি-বৃক্ষের বীজ বলিয়া বর্ণন করেন। ৩। যাহা প্রাক্তন শুভকর্ম্মরূপ হল দ্বারা কর্ষিত, পুণ্যরূপ জলযোগে সদা সিক্ত এবং নিশ্বাস-বায়ুর অবাধ সঞ্চারে সুপরিষ্কৃত, তাদৃশ উন্মুক্ত চিত্তকেই বুধমণ্ডলী ঐ সমাধি-বৃক্ষের উৎপত্তি-ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৪। সংসার-বৈরাগ্যই সমাধিবীজ; উহা বিবেকিব্যক্তিরূপ বনমধ্যস্থ পবিত্র চিত্তক্ষেত্রে গিয়া নিজ হইতেই নিপতিত হয়। বিবেকীর চিত্ত-ক্ষেত্রে যখন ঐ সমাধি-বীজ পতিত হইবে, তখন তিনি উহাতে অখিন্নভাবে সযত্নে স্নিগ্ধ স্বচ্ছ অমৃততুল্য মধুর শীতল সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনরূপ জল সেক করিতে থাকিবেন। ঐ জলই সংসার-রোগের শান্তিকর, প্রেমার সুধাসম সুশীতল এবং অতীব উপাদেয় পদার্থ। উহা দ্বারা পরিষেক না করিলে, সমাধি-বীজের অঙ্কুর জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ৫-৮। সংসার-বিরতিরূপ ধ্যানবীজ যদি চিত্তক্ষেত্রে পতিত হয়, তবে যাহাতে তাহা নষ্ট না হয়, সযত্নে সেই ভাবেই রক্ষা করিতে হয়। ৯। তৎকালে দেবদ্বিজ ও গুরুগণের পূজা করিতে হয়, দান করিতে হয়, রোষ-লোভাদি পরিহার

করিতে হয়, তীর্থ-ভ্রমণ করিতে হয়, ইত্যাদি সকল সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ উপায় দ্বারা ঐ বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। তখন সেই অঙ্কুর-রক্ষার্থে সন্তোষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। সন্তোষ মুদিতা-নাম্নী প্রিয়ার সহচর হইয়া থাকিবে। ঐ মুদিতা-সহচর সন্তোষই সেই অঙ্কুররক্ষায় সমর্থ। ১০-১১। তৎপরে আশা, পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আনুরক্তি এবং কাম ক্রোধ ও লোভাদি এই সমস্ত যাহাতে পক্ষিকুলের ন্যায় আপতিত হইয়া ঐ অঙ্কুর না নষ্ট করিয়া ফেলে, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নশীল হইতে-হয়'। বস্তুতঃ সন্তোষ রক্ষাকর্ত্তা হইয়া ঐ আশা প্রভৃতি বিহঙ্গকুলকে তাড়াইয়া দিবে। প্রাণায়ামাদি সৎক্রিয়ারূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের ধূলিমার্জ্জনা করিতে হইবে। বিবেকরূপ আতপ অচিন্তনীয় আলোকজনক; তাহাকে আনিয়া সেই সমাধিক্ষেত্রের অন্ধকার অথবা অজ্ঞানরূপ ছায়া বিদূরিত করিতে হয়। পাপরাশি যেন মেঘবৃন্দ; তাহা হইতে উহাতে সম্পত্তি ও প্রমদারূপ বজ্রপাত হইয়া থাকে। ১২-১৪। এই জন্য প্রণবার্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, দয়া এবং জপ-তপস্যাদি উপায় অবলম্বনসহকারে ঐ সকল উপদ্রবের শান্তি করা কর্ত্তব্য। ১৫

এইভাবে যদি সমাধিবীজ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিবেকনামক অতি সুন্দর নবাঙ্কুরের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ১৬। বিবেকাঙ্কুর উদিত হইলে ক্রমে ক্রমে চিত্তভূমি সুশোভিত হয় এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়ে গগনবৎ শোভা ধারণ করে। ১৭। তৎপরে সেই অঙ্কুর হইতে দুইটি পত্রের উদ্ভব ঘটে। তাহার একটি পত্রের নাম অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমালোচনা, অপরটির সাধু-সঙ্গ। ১৮। ঐ দুইটি পত্রশালী অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাণ্ডভাব পরিগ্রহ করে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সুদৃঢ় হইয়া দাঁড়ায়। উহার উপর সন্তোষ নামক একটা ত্বগাবরণ পতিত হয়। ১৯। অতঃপর যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপ বর্ষাকালের উদয় হয়, তখন তাহা ঘন ঘন বৈরাগ্য-জলে পরিষিক্ত হইয়া অত্যল্পকালমধ্যেই পরিবর্দ্ধিত লইয়া থাকে। ২০

এইরূপে অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুজন-সংসর্গ ও বৈরাগ্যরূপ বারিসেক দ্বারা যখন ঐ সমাধিবৃক্ষ সুপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন বিষয়াসঙ্গ ও রোষরূপ কপির পরিচালনায় উহা বিন্দুমাত্রও কম্পিত হয় না। ২১। তৎপরে ঐ বিজ্ঞানশোভিত ধ্যান-বৃক্ষ হইতে আত্মতত্ত্বের প্রস্ফুরণ, একাদ্বয় আত্মতত্ত্বেরই সত্যতাজ্ঞান, আত্মতত্ত্বস্বরূপে অধিষ্ঠান, স্থিরীভাব, নির্ব্বিকল্পভাব, সমতা, শান্তি, মৈত্রী,

করুণা, কীর্ত্তি ও উদারতা এই সরস সুপ্রসারিত শাখা সকল বিনির্গত হইতে থাকে। এই সকলই ঐ সমাধিবৃক্ষের শাখারূপে প্রকাশ পায়। যখন ঐ সমস্ত শমাদি-গুণরূপ পত্র ও যশোরূপ পুষ্পসমূহ-সমুল্লসিত শাখাজালে জড়িত হয়, তখন ঐ সমাধি-বৃক্ষ যোগীর নিকট পারিজাত-তরুবৎ পরিশোভিত হইয়া থাকে। ২২-২৪।

এইপ্রকারে ঐ সমাধিবৃক্ষ শাখা, পত্র ও কুসুমাদি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া অহরহঃ উপচিত হয় এবং সাধক জনকে জ্ঞান-ফল প্রদান করিয়া থাকে।২৫। যশ, শমাদি গুণ ও প্রজ্ঞা এই সমস্ত যথাক্রমে ঐ সমাধি-বৃক্ষের কুসুমগুচ্ছ, পল্লব ও মঞ্জরী। বৈরাগ্যরূপ জলসেক করিলেই ঐ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।২৬। যেরূপ বর্ষার মেঘ, তদ্রূপ উহা সর্ব্বদিক্ শীতল করিয়া দেয়। চন্দ্রমা যেরূপ স্বীয় স্নিগ্ধ কর বিতরণ করিয়া লোকের দৈনিক আতপ তাপ দূরীকৃত করেন, ঐ সমাধি-বৃক্ষ তদ্রূপ সংসারতাপ প্রশমিত করিয়া থাকে এবং জলধরবৎ সকলকেই উহা শান্তিরূপ ছায়া বিতরণ করে। যেরূপ বায়ু আকাশগত জলদজাল বিতাড়িত করিয়া আকাশকে স্বচ্ছ করিয়া তুলে, তদ্রূপ ঐ সমাধি-বৃক্ষ-দত্ত শান্তিচ্ছায়া চিত্তমল নিরাকৃত করত মনের নৈর্ম্মল্যসাধন করে।২৭-২৮। কুলপর্ব্বত যেরূপ সুদৃঢাবস্থানে অবিচল হইয়া থাকে, ঐ বৃক্ষ তদ্রূপ নিজেই পরিবর্দ্ধিত ও নিজেই বদ্ধমূল হইয়া সুদৃঢ়রূপে অবস্থিত হয়। তৎকালে তাহাকে উন্মূলন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। বিবেকরূপ কল্পতরু আপন মস্তকোপরি মোক্ষফলের স্তবক ধরিয়া আছে।২৯। উহা যখন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন যোগী ব্যক্তির হৃদয়-কানন ছায়াসমাবৃত হইয়া শীতলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ঐ ছায়ায় যাবতীয় হৃদয়তাপ বিদূরিত হইয়া যায়; হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। তখন তুষারশীতল বুদ্ধিরূপ রমণীয় শাখা সুবিস্তৃত হয়।৩০-৩১

সংসার-প্রান্তরে চির-পরিশ্রান্ত মনোমৃগ সমাধি-বৃক্ষের শান্তিচ্ছায়ায় বিশ্রাম পূর্ব্বক প্রীতি উপলব্ধি করিতে থাকে। মনোমৃগ আজন্ম সংসারারণ্যে পরিভ্রমণ করে; তাই সে অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ঐ মৃগ যদি কোন সময়ে সুপথ প্রাপ্ত হয়, তবে বাদিগণের কোলাহল-শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ সে পথ হারাইয়া বিপথে পদার্পণ করে।৩২। মনোমৃগের দেহচর্ম্ম খুলিয়া লইবার জন্য কামাদি ব্যাধেরা যে সময় উহার অন্বেষণ করে, তখন ঐ নির্ব্বোধ মনোমৃগ দেহরূপ কণ্টকসঙ্কুল অসার গহনে লুকাইতে গিয়া কণ্টক-ক্ষত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে।৩৩। অহংজ্ঞানরূপ মরীচিকা-নদী সংসারণ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হইতেছে। বাসনারূপ বায়ুবেগে উহা চঞ্চল হইতেছে। ঐ মনোমৃগ সেই নদীর অভিমুখেই ধাবিত হইয়া বিষ বিদগ্ধবৎ কাতর হইয়া পড়িতেছে। ঐ মনোমৃগ ভোগব্যাপারে যার-পর-নাই আসক্ত; তাই শষ্প-তুল্য নব-নব বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। পুত্রপৌত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে গিয়া ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত হইতে হয়। মনোমৃগ ঐ ত্রিতাপ-দাবাগ্নিতে তাপিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং অনর্থরূপ বিবরগর্ভে পতিত হয়। ৩৪-৩৫

মনোমৃগ অনেক সময় সম্পত্তিরূপ লতিকাপাশে জড়াইয়া পড়ে; তখন দস্যু-তস্করাদিবৎ ব্যাধেরা তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। মনোমৃগ তৃষ্ণা-তটিনীর তটপ্রান্তে যায়, তথায় গিয়া তরঙ্গাহত হয়। ৩৬। ব্যাধিরূপ দুষ্ট ব্যাধেরা উহাকে তাড়না করে। তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ মৃগ অনেক সময় পলাইতেছে। এমন অনেক কর্ম্ম আছে, যাহাতে অনেক সময় দৈববিড়ম্বনা ঘটে; কিন্তু অজ্ঞতার ফলে ঐ মনোমৃগ তাহা বুঝিতে না পারিয়া হঠাৎ একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলে, আর অবশেষে তাহার প্রতিকূল ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৭। এমন কি, আপনার যে সমস্ত ভোগের দ্রব্য, তৎসমস্ত হইতেও অনেক সময় বিপদাপন্ন হইয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়ে। হয় ত কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিল, এরূপ ভয়েও ঐ মনোমৃগকে নিরন্তর ব্যাকুল হইতে হয়। ৩৮। উহার শরীরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে অনেক প্রহার-ক্ষত হইয়াছে, সময় সময় তাহাও দেখা যায়। ফল কথা, চিত্তে পূর্ব্বানুলব্ধ দুঃখের সংস্কার থাকিয়া যায়। ঐ মনোমৃগ কোন কোন সময়ে বন্ধুর ভূভাগে পড়িয়া দিশাহারার ন্যায় সমন্তাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। কাম-রোষাদি বিকার যেন পাষাণখণ্ড সকল; তৎসমুদায় দ্বারা ঐ মনোমৃগ প্রায়শই আহত হয়। ৩৯। তৃষ্ণা যেন কণ্টকসঙ্কুল লতাগহন; তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ মৃগ কখন কখন ক্ষতবিক্ষতশরীরে বহির্গত হইয়া থাকে। উহার নিজের যেমন বুদ্ধি, সেই অনুসারেই ঐ মৃগ যথেচ্ছ আচরণ করে। অপরের কপট ব্যবহার বোধগম্য করিবার শক্তি তাহার নাই। ৪০

ঐ মৃগ ইন্দ্রিয়গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়; তথায় আসিয়াও উহাকে পলায়ন করিতে হয়। কাম মহাবল দুর্জ্জয় হস্তী; তাহার চরণতলে পড়িয়া কতবার ঐ মনোমৃগ পিষ্ট হইয়া থাকে। ৪১। বিষয় মহা বিষধর; তাহার বিষময় ফুৎকার-বায়ুতে ঐ মনোমৃগ একেবারেই মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কোন সময় চিত্তমৃগ কামুক হইয়া আসক্তি নিবন্ধন কামিনীরূপ শঙ্কুময় দেশে প্রোথিত

হইয়া থাকে। ৪২। রোষ ভীষণ দাবানল; তাহার প্রভাবে কতবার উহার পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়। ঐ মনোমৃগ বিষয়ের দিকে নিয়ত সমাকৃষ্ট হইয়া কখন কখন যার-পর-নাই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ৪৩। উহার অঙ্গের উপর অভিলাষরূপ দংশ-মশক আসিয়া উপবিষ্ট হয় এবং উহাকে দংশন পূর্ব্বক বিব্রত করিয়া তুলে। বিষয়ভোগ হইতে যে একটা আমোদ জন্মে, সেই আমোদরূপ জম্বুকের নিকট হইতেও সময়ে সময়ে ঐ মনোমৃগ তাড়িত হইয়া পলায়ন করে। ৪৪। নিজ কুকর্ম্মের পরিপাকে কখন কখন দারিদ্র্যরূপ শার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐ মৃগ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পুত্র-কলত্রাদির প্রতি অনুরাগ একরূপ মোহ; সেই মোহে অন্ধীভূত হইয়া ঐ মনোমৃগ যেখানে সেখানে ছুটিয়া বেড়ায়, আর গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া থাকে। ৪৫

মানরূপ সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ঐ চিত্ত-মৃগ ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মৃত্যু যেন ব্যাঘ্র; সে উহাকে নিজ নখচ্ছেদ্য কুসুমতুল্য জ্ঞান করে। ৪৬। গর্ব্বরূপ অজগর উহাকে গ্রাস করিবার অভিলাষে নির্জ্জন মহারণ্যে উহার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এখানে চিত্তপক্ষে ভাবার্থ এই যে, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক যেখানে নাই, তাদৃশ নির্জ্জন স্থানেই মূর্খ লোকের গর্ব্ব প্রকাশ পাইবার সুবিধা ঘটে। ঐ চিত্ত-মৃগ বড়ই লোভী; আহারার্থ উহার মুখ নিরন্তর বিবৃত। ৪৭। রমণী-সম্ভোগে শক্তি জন্মায় বলিয়া যৌবন সহ চিত্তমৃগ সম্বন্ধ বন্ধন করে। পরন্তু সেই যৌবনবন্ধু আজীবন উহার সহচর হইয়া থাকে না; সে উহাকে কিছু দিনের জন্য আলিঙ্গন দিয়া পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইন্দ্রিয়রূপ ঝঞ্ঝাবায়ু রোষ সহকারে উহাকে কদর্য্য কান্তার-পথে নিক্ষিপ্ত করে। ৪৮

হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! বিবেচনা করিয়া দেখ, শীতকালের যামিনীভাগে শীতার্ত্ত ব্যক্তিরা প্রভাতে সৌরালোকে যেরূপ নির্ব্বৃতি-সুখ উপলব্ধি করে, তদ্রূপ ঐ পূর্ব্বোক্ত চিত্তমৃগও যদি সমাধি-বৃক্ষের আশ্রয় পায়, তাহা হইলে তাহার শান্তিলাভ হয়; সে প্রকৃত সুখ লাভ করিয়া থাকে। ৪৯

হে শ্রোতৃগণ! তোমাদিগকে বলি, মূর্খ ব্যক্তিরা তাল, তমাল ও বকুলাদি বৃক্ষের ছায়ার ন্যায় রমণীয় প্রাসাদতলে থাকিয়া ভোগ-বিলাসের চরিতার্থতা সম্পাদন করত যে সুখের কণিকামাত্রও লাভ করিয়া উঠিতে পারে না, তোমাদের মনোমৃগ যদি সমাধি-বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই সুখ বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৫০

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন ! ঐ যে চিত্তমৃগের কথা বলা হইল, ঐ মৃগ বিশ্রামলাভের আশায় সমাধি-বৃক্ষের ছায়া লাভ করিলে তথায় বিশ্রাম-সুখ উপলব্ধি করিয়া সেই স্থানেই চিরাবস্থিতি করিতে থাকে ; তথা হইতে অন্য কুত্রাপি আর যাইতে অভিলাষ করে না । ১ । পরে সেই সমাধি-বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে উপচিত হইয়া স্বীয় কুসুমস্তবকের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে পরমার্থ-ফল প্রকাশ করিতে থাকে । ২ । ঐ বৃক্ষের নিম্নস্থ চিত্তমৃগ যখন শাখাগ্রে ঐ সুপূত ফল দর্শন করে, তখন সে মনুষ্যাকার পরিগ্রহ করিয়া তাহার আস্বাদ লইবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে থাকে । তাহার অন্য সকল কার্য্য পরিত্যক্ত হয় ; সে তখন একান্ত প্রযত্ন সহকারে সেই ফল-গ্রহণার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়ে । ৩-৪ । ঐ ব্যক্তি আরোহণসময়ে সমাধি-বৃক্ষের উপরিভাগে এক চরণ অর্পণ করে, পরে ভূতলস্থিত অন্য চরণ দ্বারাও ভূস্পর্শ অর্থাৎ 'অহং' 'মম' ইত্যাদি ভাব বিসর্জ্জন করত ক্রমশঃ উপরি উপরি আরোহণ করিতে থাকে । একবার উর্দ্ধে উঠিলে আর নিম্নের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না । ৫

সমাধি-বৃক্ষে উঠিয়া তাহার পরমার্থ-ফল আহার পূর্ব্বক সর্পকৃত পুরাতন কঞ্চুকত্যাগের ন্যায় সে তাহার প্রাক্তন সংস্কার সকল বিসর্জ্জন দেয় । ফল কথা, পূর্ব্বে কি কি ঘটিয়াছিল বা না ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই তাহার স্মৃতিপটে সমুদিত হয় না ; সুস্বাদ পরমার্থ-ফলের আস্বাদে সে একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় । ৬ । যদি কদাচ পূর্ব্বঘটনা তাহার মনে পড়ে, তবে সে তাহার উচ্চপদারূঢ় আত্মার দিকে নেত্রপাত করত এই বলিয়া স্বীয় পূর্ব্বাবস্থাকে উপাহাস করে যে, আহা, এত দিন আমি কতই না মোহান্ধ ছিলাম ! ৭

ঐ ব্যক্তি লোভরূপ হিংস্র জন্তুর ভয় হইতে মুক্ত হইয়া সেই সমাধি-বৃক্ষের কারুণ্যাদি বিবিধ শাখায় ভ্রমণ করত সম্রাট্ সদৃশ পূর্ণকাম হইয়া বিরাজ করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে তাহার তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়া যায় । ৮ । ঐ তৃষ্ণা সদ্বুদ্ধিরূপ চন্দ্রমার অমানিশা এবং দুঃখরূপ চন্দ্রমার তিমির-রোগ । তৃষ্ণা লৌহশৃঙ্খলবৎ জীবকুলের বন্ধন-ভূত । উহা অহরহঃ সমাধি-বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিকে পরিহার করিতে থাকে । ৯ । তখন তিনি প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও বাসনা করেন না । সর্ব্ববিধ

অবস্থাতেই তাঁহার চিত্ত চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া স্নিগ্ধভাব ধারণ করে। তাঁহার অন্তর কোন কিছুতেই সন্তপ্ত হয় না। ১০

শাস্ত্রে যে শমদমাদি গুণের বর্ণনা আছে, সেই সমস্ত গুণ যেন পল্লবদল; সমাধিবৃক্ষারূঢ় সাধু ব্যক্তি সেই পল্লবদলোপরি থাকিয়া অধোবর্ত্তিনী উন্নতাবনত জাগতী গতি দর্শন করিতে থাকেন। ১১। এত দিন তিনি বিষলতার বিষময় কুসুম-পরিকীর্ণ বিষম পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি তাহা স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে সেই দীন দশার প্রতি উপহাস করেন। ১২। ক্রমে সেই সাধু সমাধি-বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় আরূঢ় হন আর অনায়াসে সেই বৃক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নৃপতির ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন। ১৩। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহার যে পুত্রকলত্রাদি ও ধন-মিত্রাদির সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছিল, তখন সেই সকল সম্মিলন-সমাগম তাঁহার অন্তরে জন্মান্তরের বা স্বপ্নদশার ঘটনা বলিয়াই অনুমিত হয়। ১৪। তাঁহার মন তৎকালে শান্তিময় ও বিমল হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা যায় যে, নটের অভিনয়কালীন হাব-ভাবাদির ন্যায় লৌকিক ব্যবহারে তাঁহার কৃত্রিম রোষ, দ্বেষ, ভয় ও মোহাদি বৃত্তিগুলি মর্ম্মতলস্পর্শী হয় না; কেবল বাহিরেই দৃষ্ট হয় মাত্র। ১৫। তিনি এই পুরোভাগস্থ ভবনদীর তরঙ্গভঙ্গময়ী গতির প্রতি নেত্রপাত করেন, আর উহাকে উন্মত্ত ব্যক্তির ব্যবহারবৎ বিবেচনা করিয়া অন্তরে উপহাস করিতে থাকেন। ১৬

সেই সাধু তখন অভূতপূর্ব্ব পরমপদে বিশ্রামলাভ করিয়া জীবদ্দশাতেও মৃত ব্যক্তির ন্যায় অধিষ্ঠিত হন। ফল কথা, বাহ্য স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি বিষয় সকলের কিছুই তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয় না; তিনি তখন কেবল সেই সুবিশুদ্ধ জ্ঞানময় ফলের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন এবং পঞ্চম যোগভূমিকারূপ মহা-উচ্চ প্রদেশে আরূঢ় হইতে থাকেন। ১৭·১৮। যদি কখন কখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সাংসারিক দুর্ঘটনা সকল হৃদিপটে জাগরিত হয়, তবে তিনি সন্তোষরূপ সুধা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তিনি সন্তোষ দ্বারাই স্বচ্ছভাবে অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। যে সময় অর্থ দ্বারা অনর্থ নষ্ট হয়, তখনই তিনি অত্যধিক প্রীতি প্রাপ্ত হন। ১৯। তিনি সমাধিমগ্ন হইলে বাহ্য বিষয়ভোগের ন্যায় কেহ যদি তাঁহাকে ব্যবহার-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে, তাহা হইলে তিনি যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া উঠেন। নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা-ব্যাঘাত জন্মাইলে যেমন বিরক্তি হয়, তাঁহার তৎকালীন বিরক্তি সেইরূপ। ২০

বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত পদব্রজে পথপর্য্যটন করিবার পর যদি কিঞ্চিৎ

বিশ্রামলাভের অবসর পাওয়া যায়, তবে আর সহজে যেমন পরিশ্রমে প্রবৃত্তি হয় না, নিয়তই বিশ্রামেচ্ছা হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত যোগী ব্যক্তি এত দিন মোহের মহিমায় সাংসারিক ব্যাপারে পরিশ্রান্ত ছিলেন বলিয়া অধুনা সেই সমাধিপাদপে বিশ্রাম পাইয়া পূর্ব্ববৎ আর পরিশ্রম করিতে অভিলাষী হন না, ঐ প্রকার বিশ্রামলাভ করিয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন। ২১

বায়ু দ্বারা বিচালিত হইলেও নিরিন্ধন অগ্নি যেরূপ অধিকক্ষণ প্রদীপ্ত হইতে পারে না, এক একটু করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনা-আপনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই যোগী বাহ্যতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবহারে সাধারণ লোকের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও অন্তরে ‘অহং’-জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় আপনিই পূর্ণতায় শান্ত হইয়া যান। ২২। ক্রমিক অভ্যাস নিবন্ধন বাহ্যবস্তুর উপর সেই যোগীর যে একটা বিরক্তির উদয় হয়, সে বিরক্তি তাঁহার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। ২৩। যোগীর আশ্রিত সেই পথই পরমার্থ-ফলপ্রসূ ও সর্ব্বোত্তম। ঐ পথে পদার্পণ করিয়া তিনি যে ভূমিকায় উপস্থিত হন, তাহা বর্ণনাতীত; সুবুদ্ধি পান্থ যেরূপ মরুভূমির দিকে যাইতে ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ সেই যোগী আপনার যে একটা ভোগের চেষ্টা, তাহা আদৌ করেন না। যদি অন্যে চেষ্টা করিয়া কোন কিছু ভোগদ্রব্য তাঁহার সমক্ষে আনিয়া উপস্থাপিত করে, তবে তিনি তাহাতে বিরক্তই থাকেন; সে ভোগের দিকে এক পদও অগ্রসর হন না। ২৪-২৫

উক্তপ্রকার যোগী অন্তরে পূর্ণমনা হইয়া সংসারক্রিয়ায় সম্পূর্ণই প্রসুপ্ত থাকেন। তিনি মদবিহ্বল লোকের ন্যায় নিরন্তর আনন্দময় হইয়া মৌনভাবে কি এক অভূতপূর্ব্ব স্থিতি লাভ করেন। ২৬। পক্ষী যেরূপ বিনা ক্লেশেই বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইতে সমর্থ হয়, ঐ যোগী তদ্রূপ তাদৃশ দশায় উপনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই পরমার্থ-ফলের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। ২৭। তখন সর্ব্ববিধ বাসনাবুদ্ধি তাঁহার বিলীন হইয়া যায়। তিনি গগনবৎ নির্ম্মল হইয়া কেবল সেই পরমার্থ-ফলেরই রসাস্বাদ করিতে থাকেন; তাহাতে তাঁহার পরম পরিতোষ জন্মে। ২৮

পরমার্থ-ফলের রসাস্বাদে পরমা তৃপ্তির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বসঙ্কল্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থান। ২৯। যখন ভোগজ্ঞান থাকে না, সর্ব্বত্র কেবল অভেদই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, পণ্ডিতদিগের মতে সেই অভেদই অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত। ৩০। তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন

সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই পরমপদ পরব্রহ্মেই বিশ্রাম লইয়া থাকেন। ৩১। পরমার্থ ও চিৎ, এই দুই যখন অখণ্ড একত্বরূপ পরমানন্দে পর্য্যবসিত হয়, তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না; তাপযোগে হিমবিন্দুবৎ তাহা তখন বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩২

জ্যা-যুক্ত ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দাও, সে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই থাকিবে; তাহার আকর্ষণ জন্য বক্রভাব আর থাকিবে না, তদ্রূপ দেখা যায়, যোগী ব্যক্তিও তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া কখন যদি আবার সাংসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপ-বিগমে পুনরায় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দিকেই অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকেন। ঐ অবস্থায় কোমল পুষ্পদামের ন্যায় তাঁহাকে যে ভাবে ইচ্ছা, সরল বা বক্র কোনভাবেই রাখা সম্ভব হয় না। ৩৩। স্তম্ভের গাত্রে পুত্তলিকা অঙ্কিত হয়; উহা যেরূপ স্তম্ভের স্বতন্ত্র সত্তায় অলীক এবং স্তম্ভের সত্তায় সত্য হয়, তদ্রূপ এই যে বিশ্ব দৃষ্ট হয়, ইহাও পরব্রহ্মে সত্যাসত্য উভয়ই বলা যায়। কাজেই ব্রহ্মে সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ এই দুই বিশেষণই যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে; পরন্তু জ্ঞান হইতে—সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই হয়। যাহা নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাব, তাহার জ্ঞান হয় না; সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া উঠা যায় না। যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াই অধিষ্ঠিত হন। তখন ধ্যান করা কিরূপে সম্ভব হইবে? ৩৪-৩৫

যাহার বাহ্যদৃশ্য পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে, অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির আদরের বস্তু—দৃশ্য পদার্থের পরিবর্জ্জনই তাহা দ্বারা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন সে আর কাহার ভাবনা করিবে? সুতরাং চিন্তাকেই সমাধি-শব্দের অর্থ বলিয়া স্থির করা যায় না। সাক্ষি-চৈতন্যরূপে দৃশ্য বস্তুর যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই যথা-স্বরূপে সমাহিত করার নাম সমাধি। ৩৬ ৩৭। সাক্ষিচৈতন্য ও দৃশ্য এই দুইয়ের একত্ববিধায়ক জ্ঞান যখন মনোমন্দিরে সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন জীব সেই জ্ঞান-স্বরূপে সমাহিত হইলে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। ৩৮। চিদানন্দসত্তাই তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাব। সাধুরা বলেন,—দৃশ্য প্রপঞ্চের যে সত্তাস্ফূর্ত্তি, তাহাই অতত্ত্বজ্ঞানীর ধর্ম্ম। ৩৯। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই বাহ্য বিষয় রুচিকর হইয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞানীর তাহা হয় না। যিনি অমৃতপান করেন, তাঁহার কি কটু পেয় কদাচ তৃপ্তিকর হয়? ৪০

যদি বল, স্বস্বরূপের যে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, তাহাকেই ধ্যান বলে, তাহাই ধ্যানশব্দের অর্থ, তবে বলা যায় যে, উহা তত্ত্বজ্ঞানীরই প্রকৃতিসিদ্ধ। কারণ,

তিনি ত্রিবিধ ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হইয়া আছেন ; নিয়ত আত্মনিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা না করুন, তথাচ উল্লিখিত ধ্যান তাঁহার আপনা-আপনিই হয়। ৪১। স্বস্বরূপের অন্বেষণই ধ্যান ; কিন্তু তৃষ্ণাদি কারণে উহা বিনাশ পায়। তৃষ্ণা যাহার একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে, স্বরূপ পরিহার করত তাহার আর থাকিবার স্থান কোথায় ? সে তো সর্ব্বদাই স্বরূপে অবস্থিত। কিংবা যে জ্ঞানী ব্যক্তির বাহ্য প্রপঞ্চে তৃষ্ণামাত্র নাই, তাঁহার পুনরুদিত তৃষ্ণা অনন্ত—অপরিচ্ছেদ-যোগ্য। কারণ, তিনি স্বয়ংই অপরিচ্ছিন্ন স্বাত্মস্বরূপে সমুদিত। এই যে কিছু বাহ্য প্রপঞ্চ, এ সমস্ত তোমাদেরই ধ্যেয় বিষয়, এই বিষয়সম্পর্কীয় তোমাদের সমস্ত জ্ঞানটুকু তোমরা তত্ত্বজ্ঞানী লোকের ব্যবহারে লইয়া গিয়া দেখ, ইহাতে তদীয় তৃষ্ণাপূরণ কোনরূপেই হইবে না। এই জন্যই তিনি বাহ্য বিষয়ের তৃষ্ণা রাখেন না ; তাহাতে বিতৃষ্ণার কারণ এই যে, বাহ্যবিষয়ক তৃষ্ণা সামান্য ; আর যোগীর তৃষ্ণা অপরিচ্ছিন্ন এবং সে তৃষ্ণার বিষয়ই অত্যধিক। ফলে অশেষ তৃষ্ণাবিষয় পরিত্যাগ করত কে আর সামান্য তৃষ্ণাবিষয় লইতে অভিলাষী হয় ? বস্তুতঃ বহু লাভের আশা থাকিলে কেই বা অল্পের জন্য লালায়িত হয় ? কাজেই বাহ্যতৃষ্ণার বিক্ষেপ-বিরহে লূনপক্ষ ভূধরবৎ একত্রাবস্থিত যোগীর ধ্যান বা নিজস্বরূপের ভাবনা স্বতই হইতে হয়। ৪২-৪৪। যাবৎ না ঐরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ সমাধি-সাধনার্থ যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যখন শুদ্ধবোধরূপী আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন আর সমাধি-সাধনার জন্য যত্নশীল হইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তখন সমাধিচেষ্টা থাকাই অসম্ভব। ফলে প্রবল তেজে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতকণা দাঁড়াইতে পারে না, তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ৪৫

বিষয়ের প্রতি ঐকান্তিক বৈরাগ্যই সমাধি ; যিনি তাদৃশ বৈরাগ্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন, মনুষ্যসমাজে তিনি ব্রহ্মা ; তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। ৪৬। যখন বিষয়বৈরাগ্য সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন কি ইন্দ্রাদি দেব, কি দৈত্যগণ, কেহই যোগীর কোন অনিষ্টাচরণে সমর্থ নহে। ৪৭। বিষয়ের সম্পূর্ণ নিস্পৃহতাই বজ্রসদৃশ সুদৃঢ় ধ্যান ; যাহাতে এইরূপ ধ্যান বা সমাধিলাভে সমর্থ হও, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তত্ত্বজ্ঞানের বলে যখন ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়, তখন আর কোন ধ্যানেরই আবশ্যকতা থাকে না। ৪৮। মূর্খেরাই বিশ্বশব্দকে সার্থক বলিয়া জ্ঞান করে ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা তুচ্ছ জ্ঞানেরও বিষয়ীভূত নহে ; অধিক কি, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিপথেই পতিত হয় না। ৪৯

হে বুধবৃন্দ! বিবেকিগণের জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ, বিশ্ব ও বিশ্বপতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সমস্তই এক হইয়া প্রকাশ পায়। তোমরা যাহাতে বিবেকিবৃন্দের তাদৃশ জ্ঞানপথে আরূঢ় হইয়া বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হও, তদ্‌বিষয়েই যত্নবান্ হও। ৫০। এই জ্ঞানমার্গ কেবল আত্মাই; ইহাতে আত্মা ভিন্ন সত্তা, অসত্তা, দ্বিত্ব বা একত্ব নির্ণয়ে শক্তি কাহারও নাই। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির প্রথম পথ শাস্ত্রানুশীলন, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ এবং তৃতীয় ধ্যান বা সমাধি। এই তিন প্রকার পথের মধ্যে উত্তরোত্তর নির্দ্দিষ্ট পথ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অপরিচ্ছিন্নাকৃতি অপরোক্ষ ব্রহ্মচৈতন্যের জীবাখ্য স্বীয় প্রতিবিম্বের আদর্শ অন্তঃকরণ; এই অন্তঃকরণস্বরূপ উপাধির বশে উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য নানাপ্রকার রূপ ধারণ করেন। ৫১-৫২। নিজ নিজ কর্ম্মবৈচিত্র্যের অনুপাতে ব্রহ্মাদি তৃণ যাবৎ সম বিষম সর্ব্বদেহেই ঐ ব্রহ্মচৈতন্য সমুদিত হইয়া থাকেন। এতন্মধ্যে যাহার ভাগ্য উত্তম, তিনিই জ্ঞানানুরূপ বিশুদ্ধ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসংসর্গাদি উপায় দ্বারা এই জগদাকার কন্দুকলীলার পূর্ব্বাপর যাবতীয় তত্ত্ব বিদিত হন। ৫৩। তিনি জ্ঞানসিদ্ধি বা বৈরাগ্যসিদ্ধি যাহাই প্রাপ্ত হউন, তাহাতে তাঁহার উক্ত উভয় সিদ্ধি সংঘটিত হয়। ইহা তখন জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া এই জগত্তূলা পরপর বুদ্ধিবায়ুর প্রেরণায় উড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মেই গিয়া লয় পায়। এই জগদ্‌ভ্রান্তি অমূলক; তথাচ যাহার নিকট না ইহা বিলয় পায়, চিত্রিত চিত্রভানুর ন্যায় তাহার তত্ত্বজ্ঞান জড়তাবিদূরণে অসমর্থ। ৫৪-৫৫। অজ্ঞ ব্যক্তি জগদ্ভাবেই অভিনিবিষ্ট; তাই তাঁহার জগদ্‌জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। ৫৬। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐ জগদ্‌জ্ঞান স্ফুরিতই হয় না। এই জগদ্‌জ্ঞান অজ্ঞের কাছেই যথার্থ প্রতীয়মান; কিন্তু ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর সকাশে চিত্রিত বস্তুবৎ অকিঞ্চিৎরূপেই প্রতীত। সুতরাং ইহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানীর কোনই বিপদের আশঙ্কা নাই। এ জগৎ তাঁহার চিত্তে শূন্যময়, কিংবা নিদ্রিতাবস্থায় যে পদার্থ দেখা যায়, তদ্বৎ। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তৎসকাশে কি অহম্ভাব, কি জগৎ, কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না। ৫৭-৫৯। তৎকালে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হয়। যিনি অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ তত্ত্বলাভে যাঁহার অধিকার জন্মে নাই, যেরূপ অর্দ্ধ-শুষ্ক ও অর্দ্ধ-আর্দ্র কাষ্ঠ, তাঁহার চিত্তও তদ্রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়াত্মক হইয়া পরিস্ফুরিত। ৬০

এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানে একই বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু যাবৎ না

তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাবৎ ইহা পৃথকাকারেই পরিজ্ঞায়মান হইয়া থাকে। অজ্ঞানের স্থিতিকাল যাবৎই লোকে বাদ-বিবাদ করে, কিন্তু যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন সকলের সঙ্গেই সকলে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে; কেহই কাহারও সহিত বিবাদে উদ্যত হয় না। ৬১। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান পরিণতি লাভ করিয়াছে, এ জগতের সত্তা বা অসত্তা কিছুই তাঁহার বোধগম্য হয় না। কারণ, নিরন্তরই তিনি তন্ময়; সেই ভাবেই তাঁগার অধিষ্ঠান। ৬২। যিনি সপ্তম যোগভূমিকায় অধিষ্ঠান করেন, তিনি যেরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কোনই পার্থক্য দেখেন না, সকলই একইরূপ দেখিতে পান, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তিও এ জগতের সত্তা অসত্তা কোন কিছুরই প্রভেদ উপলব্ধি করেন না। চিত্তমৃগ সমাধি-বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া পরমার্থ-ফল লাভ করিল, এই কথার প্রস্তাবক্রমে ত্বৎসকাশে যে চিত্তনাশের কথা বর্ণন করিলাম, তুমি বুঝিয়া রাখ,—সে চিত্ত বাসনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, বাসনাই বিনাশ পাইল। ৬৩। আত্মা বাসনাশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাধি-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন; তৎপরে তদীয় বাসনাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। ৬৪

এই প্রকারে সমাধি-বৃক্ষ বৃদ্ধি পায়, পরে বহুদিন বিগত হইলে তাহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানফল জন্মে। মুমুক্ষুর চিত্তমৃগ সেই জ্ঞানময় সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ লইতে লইতে অবশেষে বাসনারূপ শৃঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ৬৫

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যে সময় পরমার্থ-ফল-রস ঐ ভাবে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয়, তৎকালে উহা ক্রমে ক্রমে মুক্তিস্বরূপে পর্য্যবসিত এবং উহার সাক্ষাৎকারাত্মক যে চিত্তবৃত্তি, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। তখন চিত্তমৃগ পরমার্থ-স্বরূপ হইয়া উঠে। ১। তাহার মৃগত্ব স্নেহহীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ লাভ করে। যাহা পারমার্থিক অবস্থা, তাহাই তাহার তখন বিরাজমান থাকে। ঐ অবস্থায় নিয়ত কেবল অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ভাবই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ২। মন যখন সমাধি-বৃক্ষের ফল পাইয়া স্বীয় বোধস্বরূপ হয়, তখন সে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতবৎ

দৃঢ়া স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩। তখন তাহার মনের ভাব কোথায় কোন্ অজ্ঞাতদেশে চলিয়া যায়। যাহা নিরবধি, নির্ব্বিভাগ, সর্ব্বময়, নির্ম্মল ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই কেবল তখন বিরাজমান থাকে। ৪। তখন চিত্তসত্তার সুপবিত্রতা হয়,—হইয়া জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ পায়। তৎকালে কোন বাসনা বা সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকে না; যাহা অনাদি, অনন্ত, অনায়াস ধ্যান, তাহাই কেবল অবশেষে বিরাজ করে। ৫-৬। যাবৎ না ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে—পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিতে না পারা যায়, তাবৎ মন বিষয়ানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত থাকে; সে আর সমাধি বা ধ্যান-লাভে সমর্থ হয় না। ৭। পরমার্থ-স্বরূপ লাভ করিয়া মন কোথায় চলিয়া যায় এবং বাসনা, কর্ম্ম, হর্ষ, রোষ ইত্যাদি কোথায় তখন তিরোহিত হয়, তাহা কাহারই বিজ্ঞেয় বিষয় নহে। ৮। যোগী ব্যক্তি একমাত্র সমাধিতেই মগ্ন হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় পক্ষবিরহিত ভূধরবৎ তাঁহার দৃঢ়াবস্থিতি ঘটে। ৯

যোগী জন ঐ ভাবে পরমাত্মাতেই আরাম লাভ করেন। তাঁহার সর্ব্বভোগ বিদূরিত হয় এবং নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই প্রশান্ত হইয়া যায়; যাবতীয় দৃশ্য-পদার্থই নীরস বলিয়া উপলব্ধ হয়। ১০। ক্রমে ক্রমে তদীয় বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ প্রশমন ঘটে; সুতরাং তখন তিনি অনায়াসে পরমপদে বিশ্রাম প্রাপ্ত হন। ১১। উদারচেতা ব্যক্তিরা চিত্রার্পিত ব্যক্তিবৎ যাবৎ না ভোগরাশিকে বিতাড়িত করিতে পারেন, বিষয়বৈরাগ্য-চিন্তা তাবৎকাল করিতে থাকেন। ১২। তিনি যখন বাসনাকে পরিহার পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তখন আর জগৎ-বস্তু সকল তদীয় প্রত্যক্ষগোচর হয় না। তখন কে যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বজ্রসম সুদৃঢ় সমাধি আনিয়া দেয়। বস্তুতঃ সে জন্য কিছুই ক্লেশ পাইতে হয় না। ১৩। যেরূপ বর্ষাকালের নদীপ্রবাহ, তদ্রূপ যখন সমাধি আসিয়া বলপূর্ব্বক তদীয় চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে, তখন মন সেই সমাধি আশ্রয় করত কিছুতেই আর বিচলিত হয় না। ১৪

তত্ত্বজ্ঞানের বলে বিষয়ে যে বৈরাগ্য আইসে, তাহাই সমাধি নামে নির্দ্দিষ্ট। তাহা ব্যতীত আর কিছুই সমাধি-বাচ্য নহে। ১৫। অবিচল বিষয়বৈরাগ্যই ধ্যান নামে অভিহিত। ঐ বৈরাগ্য যখন শনৈঃ শনৈঃ পরিপক হইয়া উঠে, তখন সে বজ্রবৎ সুদৃঢ় হয়। ১৬। এই বিষয়-বৈরাগ্যই অঙ্কুরিতাবস্থা-প্রাপ্ত ধ্যান নামে অভিহিত। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-বৃত্তিতে আবির্ভূত হইলে অবিদ্যার উচ্ছেদ হওয়ায় সেই ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপে, সর্ব্ববাসনার উচ্ছেদঘটনায় তিনিই ধ্যানস্বরূপে এবং সর্ব্বদুঃখের শেষ হওয়ায় তিনিই আনন্দময় নির্ব্বাণরূপে পর্য্যবসিত হইয়া

থাকেন। ১৭-১৮। ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিলে আর ধ্যানের প্রয়োজন কি? যদি ভোগবিতৃষ্ণা জন্মে, তবে ধ্যানের ফল কি আছে? ১৯। যিনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দৃশ্য বস্তুর রসাস্বাদ যিনি আদৌ করেন না, তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে থাকে। ২০। জগতের দৃশ্য পদার্থমাত্রই যাঁহার অরুচিজনক, তাঁহার নাম বুদ্ধ। ভোগসমূহের প্রতি যখনই বিরাগ জন্মে, তখনই সম্যক্ জ্ঞান অভ্যুদিত হইয়া থাকে। ২১। যাঁহার স্বস্বভাবে বিশ্রান্তিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তিনি আর ভোগের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। স্বস্বভাবে অধিষ্ঠানই ভোগকারণ, তাহার বৈপরীত্যে আর ভোগের কথা কি? ২২

প্রথমে শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়, পরে জপোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। এই সমুদায়ের পর সমাধিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য। যখন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিবে, শাস্ত্রানুশীলন ও জপোপাসনাদি করা তখনও বিধেয়। ২৩। সর্ব্বশঙ্কা দূরে বিসর্জ্জন করিবে, সর্ব্বকষ্ট উপেক্ষা করিবে এবং শরতের মেঘবৎ সুনির্ম্মল, সুষুপ্ত, শান্ত ও সম হইয়া নির্ব্বাণরূপে অধিষ্ঠান করিবে। ২৪

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সংসারভারে বিব্রত হইয়া যাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থায় মরণাদি সঙ্কটে শরীরপাত করিয়াও বিশ্রান্তি কামনা করেন, তাঁহাদের গুণপ্রকর্ষ-লাভের কথা বর্ণন করি, অবধান কর। ১। প্রথমে সংসারে বৈরাগ্য জন্মিলে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির অনুষ্ঠানে অথবা প্রাক্তন পুণ্যবলে স্বীয় হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ বিবেককণার উদয় হয়; তখনই রৌদ্র-তপ্ত ব্যক্তির বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয়ের ন্যায় জীবকুল শ্রান্তিনাশন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণরাশির আশ্রয় গ্রহণ করে। ২-৩। পথিক যেরূপ যজ্ঞযূপ বর্জ্জন করিয়া চলে, তিনিও তদ্রূপ অজ্ঞ জনগণকে পরিহার করিয়া থাকেন। তিনি দেবতার উপর একান্ত আসক্ত হন এবং স্নান, দান ও তপস্যানুষ্ঠান করেন। ৪। চন্দ্রমণ্ডল-কৃত অমৃত-ধারণের ন্যায় তিনিও

তখন নয়নলোভনীয় আনন্দ-প্রদ কোমল ব্যবহার ধারণ করেন। ৫। তিনি স্নিগ্ধচরিত্র হন, পরের চিত্তানুসরণ করিয়া চলেন, পরের প্রয়োজন সম্পাদন করেন, সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়ায় অতীব অনুরক্ত থাকেন বলিয়া সর্ব্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। ৬। তিনি নবনীত মণ্ডবৎ বিমলতা ধারণ করেন। সেই সাধুর শীত-স্নিগ্ধ মনোরম ভাব নব-সঙ্গতিসমুৎসুক লোককে অতীব সুখিত করিয়া থাকে। ৭। কারণ, বিবেকীর ব্যবহার সুধাকর-রশ্মিবৎ অতি শীতল ও অতি পবিত্র; তাই তাহা সর্ব্বসাধারণেরই সুখ-শীতল। ৮

সাধুসঙ্গমে যেমন অনাবিল অবিশঙ্ক বিশ্রাম ঘটে, মনোরম পুষ্পসমূহ-সমাকীর্ণ বহুল উদ্যানমধ্যেও তদ্রূপ বিশ্রামসুখপ্রাপ্তির আশা করা যায় না। ৯। সাধুসংসর্গ স্বর্গমন্দাকিনীর শুদ্ধ জলবৎ পাপতাপ ধৌত করিয়া পবিত্রতা-সাধন করে। ১০। যিনি বিষয়-বিরক্ত হইয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ-লাভের কামনা করেন, তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তির সম্পর্কবশতঃ লোকের মন হিমসঙ্গবৎ স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। ১১। বিবেকী ব্যক্তির যেরূপ অমরত্ব-প্রতিষ্ঠা, তাদৃশ আর অন্য কোন স্বর্গীয় জীবেই পরিদৃষ্ট হয় না। ১২

হে রামচন্দ্র! শনৈঃ শনৈঃ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বুদ্ধি বিশদ হইয়া উঠে। যেরূপ নিকটস্থ ভূমিভাগ মুকুরে প্রতিবিম্বচ্ছলে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ গুরু-মুখ-পরিব্যক্ত, নিখিল শাস্ত্রার্থই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৩। যেরূপ মহাবনস্থলীর কদলী মূল ও প্ররোহাদির বিস্তারক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সৎপ্রজ্ঞাও তদ্রূপ বিবেকীর নিকটেই আশ্রয় পাইয়া শাস্ত্রার্থরূপ রসযোগে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৪। প্রজ্ঞাবান্ বিবেকীর হৃদয় যার-পর-নাই বিমল; উহা দর্পণবৎ স্বস্বরূপে প্রতিবিম্বিত সমগ্র পদার্থই সর্ব্বভাবে অনুভব করিয়া থাকে। ১৫। সাধু-ব্যক্তির সংসর্গ ও শাস্ত্রার্থের অবধারণ, এই দুইটি কর্ম্মে যাহার আত্মশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সেই প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি বহ্নি-সহযোগে সুনির্ম্মল কাঞ্চনবৎ কমনীয় হইয়া থাকেন। ১৬

সৌরালোকে ত্রিলোক যেরূপ প্রকাশমান হয়, বিবেকী ব্যক্তি তদ্রূপ স্বীয় আত্মপ্রকাশিনী অন্তরালোকচ্ছটাতেই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ১৭। যাহা করিলে শাস্ত্ররহস্য ও সাধু-সংসর্গের ফল সম্যক্ অনুভব করিতে পারা যায়, বিবেকী ব্যক্তি তদ্রূপ অভ্যাস ও সেবাদি করিয়া থাকেন। ১৮। বিবেকী ব্যক্তি পূর্ণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সজ্জনপদে সমারূঢ় হন, ভোগ-সামগ্রী-নিচয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং পিঞ্জর-নির্ম্মুক্ত

মৃগাদির ন্যায় স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ১৯। তাঁহার ভোগাভিমুখীন দৌর্ভাগ্য প্রত্যহ পরিহৃত হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজ কুলকে সমুজ্জ্বল করেন। ২০। ভোগসম্পর্কের অভাবে বিবেকীর বদনমণ্ডল তখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। সুরবৃন্দসকাশে স্বর্গীয় কল্পতরুর ন্যায় তিনিও তখন জ্ঞানি-সমাজের একান্ত প্রশংসার্হ হইয়া উঠেন। তাঁহার অন্তরে দ্বেষের চিহ্নমাত্র না থাকিলেও প্রাপ্ত ভোগের প্রতি তিনি দ্বেষ করিয়া স্বয়ংই অন্তরে লজ্জা অনুভব করেন। কিন্তু যখন ভোগ-সাধনের অভাব হয়, তখন সমধিক প্রীত হইয়া থাকেন। ২১-২৩। পূর্ব্বে তিনি যে চপলস্বভাবা নারীকে সম্ভোগ করিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান বিবেকদশায় তিনি তাহাকে স্মরণ করিয়াও অনুতপ্ত হন এবং সহাস্য-বদনে তৎপ্রতি উপহাস করিতে থাকেন। ২৪। ভূতলোদিত চন্দ্রমার ন্যায় সেই মহাত্মাকে প্রণয়-বশে দেখিবার জন্য অন্যান্য সিদ্ধ-ব্যক্তিরা আগমন করেন। ২৫। তিনি স্বীয় সমুচিত বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্বদাই ভোগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। সিদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট যদি সিদ্ধি প্রভৃতি ভোগলাভের সম্ভাবনা হয়, তথাপি তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। ২৬

সেই আত্মজ্ঞানবান্ বিবেকীর অগ্রে বৈরাগ্যোদয় হয়। পরে শৈত্য-প্রকাশের অগ্রেই যেরূপ শারদ বৃক্ষের নীরসতা ঘটে এবং স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তি যেরূপ ভবিষ্য কল্যাণার্থ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ তিনি পরিণামে শুভ হইবে ভাবিয়া স্বয়ংই সাধু-সজ্জন সহ সম্পর্ক রাখেন। সেই মহাত্মার বুদ্ধি তাহাতেই মার্জ্জিত হয়। স্বচ্ছ সরোবর-গত মহাহস্তীর ন্যায় তিনি শাস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ২৭-২৯

হে রাম! সাধুলোক বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন। সূর্য্য যেরূপ নিজ প্রভারাশিমধ্যেই সকলকে প্রবেশিত করিয়া লয়েন, তিনিও তদ্রূপ সকলকে সম্পদের দিকেই নিযুক্ত করেন। ৩০। বিবেকী ব্যক্তির প্রথমেই পরস্বগ্রহণে বিমুখতা হয়। তাঁহার নিজের দ্রব্য সামান্য হইলেও তাহা দ্বারাই তিনি পরম প্রীতি লাভ করেন। ৩১। পরস্ব প্রতিগ্রহে বিমুখতা ও নিয়ত প্রীতচিত্ততা এই দুইটি ভাব হইতে ক্রমে তাঁহার নিস্পৃহতা উপস্থিত হয়; তাহাতে স্বার্থমাত্রেই উপেক্ষা করিতে তিনি সমুদ্যত হন। ৩২। সামান্য শাকের কণামাত্রও তিনি প্রার্থিগণকে প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করেন না; ঐরূপ অভ্যাসের বশে পরিণামে নিজ দেহমাংস পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। ৩৩

ধনবান্ ব্যক্তি গোষ্পদ পরিমিত স্থান অতি তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান করেন। এই প্রকারে যাঁহারা বিবেকানুসরণে নিজ মনকে বশীভূত রাখিয়াছেন, তাহাদের নিকট মূর্খতা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই অনুমিত হয়। ৩৪। সাধুব্যক্তি পরস্বগ্রহণ হইতে নিবৃত্তি অতি সযত্নে অভ্যাস করিবেন। ঐরূপ করিয়া নিজ বৈরাগ্য নিবন্ধন পরে নিজস্ব বিষয়ে বিরক্ত-ভাব সঞ্চয় করিয়া লইবেন। তৎপরে ভোগবিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবেন। কৃতী ব্যক্তি পরম বিশ্রান্তিপ্রাপ্তির জন্যই এইরূপ ক্রমিক উপায় অবলম্বন করেন। ৩৫-৩৬

আজীবন অর্থোপার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়ায় যে ঐহিক পারত্রিক দুঃখরাশি সঞ্জাত হয়, এ সংসারের অসংখ্য নরকমধ্যেও তদ্রূপ দুঃখ অনুভূত হয় না। ৩৭। পারলৌকিক দুঃখ মূর্খগণের স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না সত্য বটে, কিন্তু কি শয়ন, কি উপবেশন, কি গমন, কি পর্য্যটন, কি রমণাদি ক্রম, যাবতীয় কর্ম্মেই তাহারা যাতনায় ও মনঃকষ্টে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং নিরন্তর অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। ৩৮

হে রাম! অর্থ অনর্থের নিদান। কারণ, রাজা, চোর এবং আরও কত লোক হইতে উহাতে অনর্থ ঘটিতে পারে। সম্পদ নিয়ত আপৎ-পরিবৃত। সংসারের যাবতীয় ভোগ মহারোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা বুঝে না, তাই মোহ নিবন্ধন ঐ সকলকে তাহারা অন্যরূপ বলিয়া স্থির করে। ৩৯। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যাবৎ পুরুষ অনর্থময় অর্থের আশা পোষণ না করেন, সংসারের বৈষয়িক চিন্তাসকল তাঁহাকে তাবৎ ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মুক্তিরূপ পরমার্থলাভে যাঁহার ইচ্ছা, তিনি অর্থকে সংসার তৃণের শিখারূপেই দর্শন করুন এবং স্বয়ং শান্তি প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে থাকুন। ৪-৪১। হে তাত! ঐ যে অর্থের কথা বলা হইল, ঐ অর্থ কেবল শোক-মোহাদি বিকার-জনিত জরা-মরণাদি কার্য্যের ও দৈন্য-দৌরাত্ম্যাদি অপ্রিয় ভাবেরই সমষ্টিমাত্র; তাহা ব্যতীত উহাকে আর অন্য কিছুই বলা যায় না। ৪২

এ সংসারের জীবকুল জরা-মরণ-ধর্ম্মী; একমাত্র প্রীতিই তাহাদের জরা-মরণ-নাশক সর্ব্বদুঃখহর মহৌষধি। ৪৩। প্রীতিরূপ অমৃতের তুলনা নাই। বসন্ত ঋতু, পূর্ণচন্দ্র, নন্দনকানন ও অপ্সরাগণ এই সকল একত্র সম্মিলিত হইলেও একমাত্র প্রীতি-সুধাই উহাদের অপেক্ষা প্রধান পদার্থ। ৪৪। বর্ষাসমাগমে সরোবরের ন্যায় প্রীতিযোগেই সাধুহৃদয়ের পূর্ণতা হয়। যেরূপ বসন্তাগমে সমস্ত তরু

পুষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তদ্রূপ সাধুব্যক্তি প্রীতির আশ্রয়েই হৃদয়-হারিণী সুরস-প্রসাদময়ী তেজস্বিতা লাভ করিয়া সমধিক শোভাসম্পদে পরিপূরিত হইয়া থাকেন। ৪৫-৪৬। যে ব্যক্তি নিরন্তর অসন্তুষ্ট হইয়া অর্থবাসনা করে, পাদুকা-পিষ্ট কীটবৎ দুর্ব্বলমনে কেবল তাহার চেষ্টামাত্রই করা হয়। সে নিয়ত এক দুঃখের অবসানে অন্য দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ৪৭। যে ব্যক্তি উদ্বেল সমুদ্রবক্ষে পতিত ও তরঙ্গ-তাড়নায় বিবশীকৃত হইয়া পড়ে, তাহার ন্যায় সেই ধনকামী লোকের কুত্রাপি সুখাবস্থিতির আশা নাই। ৪৮

হে তাত! এ সংসারে রমণী-সম্পত্তি একান্তই ভয়ঙ্করী। অজগর সর্পের ফণাচ্ছায়ার ন্যায় প্রকৃত সুধী ব্যক্তি কদাচ রমণীতে সমাসক্ত নহেন। ৪৯। যে মূর্খ অর্থার্জ্জন ও অর্থসংরক্ষণ-ব্যাপারে অনর্থাপত্তি বুঝিয়াও অর্থাভিলাষ করে, তাদৃশ নরাকার পশুকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। ৫০। যে ব্যক্তি বৈতৃষ্ণ্যরূপ অস্ত্রের সাহায্যে মনের বাহ্যাভ্যন্তর-উদ্যমরূপ বৃক্ষসমূহ ছেদন করে, তাহারই জ্ঞানরূপের উদ্ভবস্থান হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকাশমান হইয়া থাকে। ৫১। তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠে। প্রথমে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যস্থাপন, তৎপরে সাধুসংসর্গ ও সংশাস্ত্রের অনুশীলন, অনন্তর শাস্ত্রার্থসমূহের সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে ভোগরাশি ত্যাগ করত বাসনাহীন হইতে হয়; এইরূপে বিবেকী ব্যক্তি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! সাধুর হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্য জন্মিলে তিনি সাধুসংসর্গ লাভ করেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে শাস্ত্রাভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন। ভোগের প্রতি তাঁহার বাসনা থাকে না। তিনি নিস্পৃহ হইয়া সজ্জনপদে সমুপনীত হন। তাঁহার হৃদয় স্বতঃ প্রকাশমান হইয়া পরম-পদাভিমুখে উপস্থিত হয়। ধন-রত্নাদি যে কিছু পদার্থ, সমস্তই তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন; তৎপ্রতি তাঁহার আর কোনই বাসনা থাকে না। যেরূপ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও শুষ্ক পত্রাদি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, তদ্রূপ অর্থের সঙ্গমাত্রই তিনি ত্যাগ করিয়া থাকেন।১-৭

যেমন ভারবাহী পান্থ স্বীয় শক্তি ও দ্রব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া ভারদ্রব্যের এক একটি ক্রমে ক্রমে পরিহার করিতে থাকে, বিবেকবান্ ব্যক্তিও তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনাদি প্রভৃতি ভারভূত বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যথাসময়ে নিজ সামর্থ্যের অনুপাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংসর্গ বর্জ্জন করিতে থাকেন। ৪। তাহার মন শান্তিময় হয়; তাই তিনি ভোগমাত্রেরই পরিহার করেন; কোন-প্রকার ভোগানুভবই করেন না। ৫। অধিক কি, বিবেকীরা না নির্জ্জনে, না দিগন্তরে, না সরোবরে, না গহনবনে, না উদ্যানে, না কোন পুণ্যতীর্থে, না নিজ গৃহে, না সুহৃদ্‌বর্গের ক্রীড়াবিলাসে, না অরণ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজে, না শাস্ত্রীয় বিচারবিতর্কে, এ সকলের কোথাও তিনি স্থিরচিত্তে অধিষ্ঠান করেন না। ৬-৭। সেই বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানী ব্যক্তি তৎসময়ে শমদমাদি-গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, মৌনভাবে আত্মাতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করেন এবং যাহা সেই দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহারই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ৮। এই প্রকারে অভ্যাস করিতে করিতে বিবেকী ব্যক্তি অনায়াসেই পরমপদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হন। একমাত্র আত্মজ্ঞানই আছে, তদ্‌ভিন্ন কিছুই নাই বা অন্য অর্থাববোধ নাই, এইরূপ স্বানুভবময় পরমপদ অন্তরেই অধিষ্ঠিত। ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। সমগ্র পদার্থ সহ অভেদজ্ঞানে ঐকান্তিক সম্বন্ধে পরিণতি হওয়ায় যাহার বোধতা বা শূন্যতা একেবারেই নাই, তাহাকেই পরমপদ কহে জানিবে। ৯-১২

যাহারা নিজ সম্বিন্মাত্রেই বিশ্রাম করেন, তাদৃশ নির্ম্মনস্ক সাধুদিগের বিষয়ভাব কদাচ বিম্বিত হয় না। বস্তুতঃ অচেতন পাষাণের ক্ষীরস্রাব কখন হয় কি? ১৩। সাধু আত্মনিষ্ঠ হইয়া, বিষয়-বিরোধী পদে উপস্থিত হন, এবং মনোবিহীনভাবে মৌনাবলম্বনে চিত্রার্পিতবৎ স্বস্বভাবেই অধিষ্ঠান করেন। ১৪। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মন সর্ব্বার্থ-যুক্ত হইলেও নিরর্থক, অতি মহান্ হইলেও পরমাণুপ্রায় এবং পূর্ণ হইলেও শূন্যস্বরূপ হয়। সুতরাং তিনি তখন মনোবিহীন হইয়া থাকেন।১৫। তুমি, আমি, দিক্ ও কালাদি জ্ঞান তাঁহার চিন্মাত্ররূপে থাকিলেও তাঁহাতে স্বস্বরূপে নাই বলিয়া দীপ-কৃত তিমির-দূরীকরণের ন্যায় তিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে অবস্থান করত অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার এবং বাহ্য রাগ, দ্বেষ, ভয়াদি দূরীভূত করিয়া দেন। ১৬-১৭। সুতরাং যেখানে রজোগুণের কণামাত্র নাই, যাহাতে তমঃপ্রকাশের একান্তই অসম্ভাবনা, আর সত্ত্বগুণের পরপারে যিনি বিরাজমান, তাদৃশ ত্রিগুণাতিবর্ত্তী ব্রহ্মস্বরূপ নর-সূর্য্যকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ১৮। ভেদ-বুদ্ধির অপসারণে যাঁহার চিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাদৃশ জ্ঞানীর তদানীন্তন

অবস্থা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। ১৯। হে মহামতে! যদি ভক্তিসহকারে পরমেশকে রাত্রিদিন আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্ত জনকে এইরূপই নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। ২০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে আপনিই সর্ব্বপ্রধান তত্ত্বজ্ঞানী; আপনার অবিদিত কোন তত্ত্বই নাই। এই জন্য জিজ্ঞাসিতেছি, কে ঈশ্বর? কিরূপ ভক্তিসহকারে কিরূপেই বা তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায়? ২১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বুদ্ধিমন্! ঈশ্বর তোমার নিকটেই বিরাজমান, অনায়াসেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। হে তাত! নিজের যে মহাজ্ঞানময় আত্মা, তাহাই পরমেশ শব্দে কীর্ত্তিত। ২২। সেই পরমেশ হইতেই সকল, তাঁহাতেই সকল, তিনিই সকল; তাঁহারই সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান। তিনি সর্ব্বান্তরে শোভমান; তিনিই সর্ব্বময়। সেই সর্ব্বস্বরূপ বিভুকে প্রণাম। ১৩। বায়ু হইতে যেরূপ গমনাদি শক্তি, তদ্রূপ সেই কারণ-পুরুষ হইতেই এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিকারাদি প্রকটিত জানিবে। এই চরাচর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সতত তাঁহার পূজায় তৎপর। ভক্ত ভক্তির সহিত তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেই তিনি প্রসন্ন হন। জীবের বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবশেই সেই চিন্ময় বিভু পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য তৎসন্নিধানে নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ দূত প্রেরণ করেন। ২৪-২৭

শ্রীরাম কহিলেন,—হে তপোধন! সেই পরম প্রভু পূত আত্মা তাঁহার ভক্ত-সকাশে কাহাকে দূতরূপে পাঠাইয়া দেন এবং কিরূপেই বা সেই দূত আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান উদ্বোধিত করিয়া দেয়? ২৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে তাত! পরমাত্মা পরমেশ ভক্তসকাশে যে দূত প্রেরণ করেন, ঐ দূতকে বিবেক কহে। আকাশে যেরূপ চন্দ্রমা বিরাজ করেন, তদ্রূপ ঐ বিবেকই জীবের হৃদ্‌গুহায় আসিয়া সানন্দে অধিষ্ঠান করে। ২৯। জীব বাসনাজালে সতত আবদ্ধ হইয়া থাকে। বিবেক আসিয়াই তাহার বোধ জন্মায় এবং এই দুস্তর ভবার্ণব হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেয়। ৩০। জ্ঞানাত্মাই অন্তরাত্মা; তাঁহাকেই পরাৎপর পরমেশ্বর জানিবে। তাঁহারই এক নাম ওঙ্কার; ইহাই তাঁহার বেদোক্ত নাম। ৩১। কি দেব, কি দৈত্য, কি নাগ, কি নর, সকলেই জপ-তপ, হোম-দান, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের আচরণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই প্রসন্নতাসাধনে তৎপর। ৩২। তাঁহার যে বৈশ্বানররূপ, স্বর্গই সে রূপের শিরঃপ্রদেশ, ক্ষিতি তাঁহার চরণযুগল, নক্ষত্রসমূহ রোমরাজি, জীবকুল অস্থিপুঞ্জ এবং আকাশ তাঁহার বক্ষঃস্থল। পরমেশ চিদাত্মা; তিনি

নিয়ত সর্ব্বস্থানেই গমন করিতেছেন, সর্ব্বদা জাগ্রৎ রহিয়াছেন এবং সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অধিক কি, সেই বিশ্বরূপের কর-পদ ও নেত্র-কর্ণাদি নিয়ত সকল দিকেই কার্য্যতৎপর। ৩৩ ৩৪

বিভু আত্মা বিবেক-নামক দূতকে উদ্বোধিত করিয়া জীবের চিত্ত-পিশাচের বিনাশসাধন করেন। তৎপরে জীবকে তিনি বাক্যাতীত আত্মপদে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। ৩৫। এই জন্য বলিতেছি, আত্মা আপন সামর্থ্যে সর্ব্ববিকল্প ও সর্ব্ববিকার বর্জ্জন করত আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৩৬। কারণ, এই সংসার যেন নিশা, উহা কাম-রোষাদিরূপ জলদমালায় সমাচ্ছন্ন; ঐ সংসাররূপ নিশার অজ্ঞানান্ধকারে মনোরূপ দুষ্ট পিশাচ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ নিশার অন্ধকারে একমাত্র স্বীয় জ্ঞানময় আত্মাই পূর্ণচন্দ্রবৎ বিরাজ করেন। ৩৭। এ সংসার যেন দুস্তর সমুদ্র; বাসনাতরঙ্গ দ্বারা উহা পরিব্যাপ্ত, চিত্তরূপ প্রবল বায়ুতে পরিচালিত, মরণনামক গভীর জলভ্রমে ঘূর্ণিত, ইন্দ্রিয়রূপ দুর্ব্বৃত্ত দলের আশ্রয়স্থল এবং জড়াকার বারিরাশির অধিষ্ঠান; এই সংসার-সমুদ্রের পরপারে উপনীত হইবার প্রধান সাধন বিবেক-তরণী। ৩৮-৩৯। পরমাত্মা প্রথমে যদি অভিমত পূজাদি লাভে প্রসন্ন হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই এ সংসারে বিবেক-দূত প্রেরণ করেন। তৎপরে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলনাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভাবন করত অমল অদ্বয় পরমপদে জীবকে উপনীত করিয়া থাকেন। ৪০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তাত! যাহারা বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিবেকের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাহাত্মাই আবির্ভূত হইয়া থাকে। ১। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সম্পত্তি ও জীবজাতি সেই মহাপুরুষগণের ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্যবতী বুদ্ধিকে কোনই প্রলোভন প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। ২। এই যে সংসার দৃষ্ট হইতেছে, উহা চিত্তেরই ভ্রান্তিমাত্র, এইরূপ বিশ্বাস যে সময় হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তৎকালেই বহিরন্তরচারী নেত্র, কর্ণ ও মন প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়রূপ

হিংস্র জন্তু এবং তন্মূলক অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়। ৩। গগনপটে যেরূপ দ্বিচন্দ্র, মরুভূমিতে যেরূপ জল এবং অন্তরীক্ষে যেরূপ গন্ধর্ব্বনগর, তদ্রূপ এই অখিল জগৎই যখন একান্ত ভ্রমাত্মক, তখন আর বাসনার স্থান কোথায়? ফল কথা, কোনরূপে বাসনার অবকাশ নাই। ৪। বাসনা যদি না থাকিল, তবে থাকিল একমাত্র আকাশ। পরন্তু এই যে বাসনারহিত অবস্থা, ইহা মনের সত্তার অভাবেই হইয়া থাকে। বিবেকী ব্যক্তি কিছুতেই উক্ত অবস্থার পরিহার করিতে সমর্থ হন না। ৫। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাই প্রথিত; এই অবস্থাত্রয়ের অসংপৃষ্ট বা অতীত যে অবস্থা, তাহাকেই পরমাবস্থা কহে। ৬

হে রাম! যে ব্যক্তি ঐরূপ পরম অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তৎসকাশে এই নানাত্মক জগৎ বিচিত্র রত্নরাজির প্রভারাজিবৎ আভাসমাত্র। যেরূপ আকাশে নানা রত্নরাজির প্রভাপুঞ্জ দৃষ্ট হয়, এ জগতের রূপদর্শনও তদ্রূপ শূন্যমাত্র রূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই ভূতপ্রপঞ্চ—জগতের সত্যতা কিছুই নাই। ইহা ব্রহ্মাখ্য মহারত্নের প্রভাপটলরূপেই প্রকাশ পায়। ৭-৯। সৃষ্টিব্যাপার নাই, কাজেই নানাত্ব ও প্রলয়েরও বিদ্যমানতা নাই। অতএব বিনাশের অসম্ভাবনা; মাত্র রূপ-পরিশূন্য, কল্পনাময় সৌরাংশুপুঞ্জই ঘনীভূতভাবে প্রতিভাসমান। ১০। সঙ্কল্প-দেহের ঘন পিণ্ডভাব নাই, তাই কল্পনাময় আকাশে অদ্ভুত ব্যাপারাদিবৎ চিত্তরাজ্যে কেবল শূন্যতাই অনুভব হয়। ১১। এই হেতু বলা যাইতে পারে যে, শূন্যতা যদি কোন পদার্থ হইয়াই না দাড়াইল, তবে তাদৃশ শূন্যাধারে রাগ-দ্বেষাদি ভাবের অবস্থান কিরূপে সম্ভবে? কোন পক্ষী কি ভবিষ্যৎ কল্পনাময় আকাশ-বৃক্ষে বিশ্রাম লইতে পারে? ১২। এইভাবেই বুঝা যায় যে, এই চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের ঘন পিণ্ডভাব নাই, অধিকন্তু ইহার শূন্যতারও অসদ্ভাব। একমাত্র সংই পরিশেষে বিরাজিত থাকে। তাঁহার অবিচলত্ব চিরপ্রতিষ্ঠ। যিনি সম্যক্ জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার ভাসমান নানাত্ব মাত্র সন্মাত্রেই প্রলীন; তাই উহা কাঞ্চনপিণ্ডমধ্যে সংস্থিত কটককেয়ূরাদি নানাকারবৎ নানা হইলেও অনানাবৎ প্রতিভাত। ১৩-১৪

তাত! লোকের বুদ্ধি সাধারণতঃ নিরন্তর উত্তমাধম বিষয়ের দিকেই ধাবমান হয়, তাই সর্ব্বথা তাহার স্থিরত্বপ্রতিষ্ঠা সম্ভবে না; সুতরাং তথাবিধ বুদ্ধি সত্যস্বরূপের লাভাশায় প্রধাবিত হইয়াও সতত কেবল ক্লেশই ভোগ করে। এ অবস্থায় ঐ সত্যস্বরূপের প্রাপ্তির পথ কি? একমাত্র অভ্যাসযোগই উহা লাভের উপায়। যিনি এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তিকে বিশেষ বিবেচনা

সহকারে স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাতীত সন্মাত্র অখণ্ড বোধরূপে প্রত্যয় করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। তাদৃশ দ্বৈতভাব-শূন্য আত্মজ্ঞ অধিকারীর নিকট হইতে এই সংসারপ্রপঞ্চ অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ১৫-১৮

হে রাম! এই সমস্ত উপদেশই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আপনা হইতে অনুভব করেন। তাঁহার নিকট ভূতপ্রপঞ্চের পিণ্ডতা নাই, প্রত্যক্ষাদির শূন্যতাও নাই; সুতরাং এতদুভয়াশ্রয়ী মনেরও তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব। ১৯-২০। যিনি কেবল সন্মাত্র পারমার্থিকরূপে অবশিষ্ট এবং অন্তরে চেতন, ঈদৃশ পরমাত্মার চেত্যবিষয়ক উন্মুখতাই চৈতন্য বা সংসারভাবের জ্ঞান; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানের বিকার হওয়াই একান্ত অনর্থকর এবং উহার যে অপ্রকাশ, তাহাই মঙ্গলপ্রদ। ২১। কারণ, জল যেরূপ অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিলে তদীয় জড়ত্ব বশতঃ স্থূল করকাদির আকার পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ ঐ জ্ঞানের উদয় হইলে উহা প্রথমতঃ বাহ্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলত্ব লাভ করে। ২২। চিদাত্মা যে সময় স্বীয় অজ্ঞান সহ একত্র হন, তৎকালেই স্বপ্নানুভূত বিষয়বৎ স্থূলভাব ধারণ করেন। চিত্ত উহার জ্ঞাপক হয়। ২৩

চিদাত্মা প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই রূপান্তর প্রাপ্ত হন না, তবে যে তাঁহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা মাত্র বিভিন্ন শব্দের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২৪। স্বপ্ন দেখিলে মন বহিরন্তরভাবে জড়িত হইয়া বিকৃত হয়, বোধাত্মার সেরূপ হয় না; তিনি অন্তরে বাহিরে বস্তু দর্শনে মুগ্ধ হইলেও কিছুতেই তাঁহার বিকৃতি ঘটিবার সম্ভব নাই। ২৫। কারণ, বোধাত্মা আকাশ, তাই তাঁহার রূপ আকাশ মাত্র; কালাদির ন্যায় তাঁহার বিকৃতি কদাচ ঘটে না। কাজেই স্বপ্নবৎ ঐ আকাশেরও অর্থস্বরূপে পরিণতি হওয়া অসম্ভব। ২৬। যাহা বোধত্ব, তাহা কদাচ একান্ত বিসদৃশ জড়রূপ লাভ করিতে পারে না। এই জন্য উক্ত বাহ্যবিষয় কদাচিৎ বোধের বশে অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হয়। বোধাত্মা কখনও দৃশ্য দশায় উপনীত হন না; যদিও কদাচিৎ তদবস্থাযুক্ত হন, তথাচ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃতই থাকেন। ২৭-২৮। যখন একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞান-পরিণত আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রকট হইয়া উঠেন, তখন বোধ ও অবোধ এই উভয়ার্থক বেদ-বাক্যেরও বিলোপ ঘটে এবং স্বকীয় দৃঢ়তর ভাবনাবশেই আতিবাহিক দেহী মনেরও মহাভূতান্তর্ভাবে স্থিতিজ্ঞান হয়। ২৯-৩০। পরন্তু অভিনেতারা যেরূপ নিজ রূপে অলীক কল্পিত পিশাচত্ব প্রকটিত করে, তদ্রূপ আকাশবৎ বিমল আতিবাহিক চিত্ত তখন অসত্য আধিভৌতিক ভাবের কল্পনা করে। ৩১। আমি উন্মত্ত নহি, এবংবিধ জ্ঞানের

উদয় হইলে যেরূপ উন্মত্ততা অপগত হয়, তদ্রূপ ভ্রান্তি যখন স্বস্বরূপে পবিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখনই উহার উপশান্তি ঘটিয়া থাকে। ৩২। ভ্রান্তির যখন স্বস্বরূপে সম্যক্ পরিজ্ঞান হয়, তখন বাসনাও উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যদি স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়াই বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোনরূপ চিন্তার কারণ থাকে কি? ৩৩

উল্লিখিত বাসনা বিলীন হইলে তখন সংসারভাবেরও উপশান্তি ঘটে। পণ্ডিতেরা বাসনাকে দুষ্টস্বভাবা পিশাচী বলিয়াই জ্ঞান করেন এবং তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া তাহার উচ্ছেদসাধনে যত্নশীল হন। ৩৪। অজ্ঞান-জাত উন্মত্ততা যেরূপ অভ্যাস নিবন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাসের নৈরন্তর্য্যেই কালসহকারে ঐ উন্মত্ততার উপশম ঘটিয়া থাকে। ৩৫। তত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপ জ্ঞানাভ্যাসের ফলে আতিবাহিক শরীরকে আধিভৌতিকতায় উপনীত করেন, তদ্রূপ আতিবাহিক শরীরই জীবস্বরূপতা লাভ করে এবং সুদৃঢ় জ্ঞানাভ্যানের ফলে ব্রহ্মসারূপ্যে উপস্থিত হয়। ৩৬-৩৭

হে রাম! পরমেশ জগৎকারণ; তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের একত্ব বিদিত হইয়া যাবৎ না অখণ্ড বৃত্তির সম্যক্ পরিণতি বুঝিবে, তাবৎকাল অখণ্ড অদ্বয় ভাব জ্ঞাত হইবে। যে সময় চিত্তের বাহ্য আভ্যন্তর উপশান্ত হয়, তৎকালেই স্বস্বরূপতা প্রকাশমান হয়। তাই বলিতেছি, যাহা আকাশবৎ সুশীতল স্বস্বরূপ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া শান্তিময় হও। ৩৮-৪১। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানযজ্ঞে ব্রতী হইয়া সংসার জয় করেন এবং তাহাতে সর্ব্বত্যাগরূপ দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞশেষে ধ্যানরূপ যূপ নিখাত করিয়া থাকেন। এইরূপ করিলে তাঁহার সর্ব্বোত্তম পদে অধিষ্ঠান ঘটে। ৪২। প্রতপ্ত অঙ্গারবৃষ্টি হউক, প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হউক, কিংবা ভূকম্পই হইতে থাকুক, কোন কিছুতেই জ্ঞানী ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ হয় না; জ্ঞানী নিরন্তর আত্মাতেই শান্তি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। কখনও তাঁহার আত্মবিচ্যুতি ঘটে না। জ্ঞানীর চিত্ত সে সময় বাসনা-বিরহিত হয়। তিনি যথাযথভাবে প্রাণাদির নিরোধসাধন করত অসাধারণ পদে অধিষ্ঠান করেন। ৪৩-৪৪

হে রাম! যদি বাহ্যবিষয়ে একান্ত বাসনাশূন্য হওয়া যায়, তাহা হইলে চিত্ত অনায়াসেই উপশম প্রাপ্ত হয়। অধিক কি, শাস্ত্রচর্চ্চা, গুরূপদেশ, তপস্যা বা দমাদি উপায়যোগেও ঐরূপ চিত্তোপশমলাভ সম্ভবপর নহে। ৪৫। জ্ঞানী যখন মনে করেন যে, সম্পদ সকল একান্তই বিপদের আস্পদ, তখন তাঁহার মন তৃণরাশির স্থান অধিকার করে, তাহাতে বিষয়বৈরাগ্যরূপ বহ্নি সংযুক্ত হয়, আর

সর্ব্বত্যাগরূপ বায়ুর যোগে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৪৬। তখন বাহ্যিক আভ্যন্তরিক অজ্ঞানরূপ মোহতিমির, ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভৌতিকরূপ পিণ্ডভাব এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, এই সকলই সেই অদ্বয় চিদাত্মরূপে প্রতিভাসমান বলিয়া অনুমিত হয়। মণির নিজাবয়বে যে দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তাহা যেরূপ তদীয় আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়, চিদাত্মাও ঐ সমস্ত প্রতিবিম্ব তদ্রূপেই মাত্র পরিগ্রহ করিতেছেন; প্রকৃতপক্ষে উহারা চিদাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ৪৭। আকাশে ধূমই যেরূপ মেঘের আকারে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেব, দৈত্য, নর, নাগ, গৃধ্র, গিরিকন্দর প্রভৃতি বিভিন্নরূপে একমাত্র সেই অখণ্ড চিৎই প্রতিভাত হইতেছেন। ৪৮। এই জড়পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, সকলই সেই চিদ্বিবর্ত্তের নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী প্রাণের সম্পর্কে রসবাহিনী; উহাতে চিদাকাশরূপ সলিল বিদ্যমান; সে সলিলে জীবকুলরূপ শফরীরা পরিভ্রমণ করিতেছে; ঐ সকল জীবশফরী সর্ব্বদাই অজ্ঞানজালে সংবদ্ধ। এই প্রকারে জালবদ্ধ হইয়াই তাহারা স্বস্বরূপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। স্বরূপলক্ষণ আকাশপ্রাঙ্গণে ঘনীভূত জলদবৎ অবস্থান করত ঐ চিত্তই ক্ষিতি প্রভৃতি নানারূপে আপনাতেই বিলসিত হইতেছে। ৪৯ ৫১

হে রাম! বাসনা ব্যতীত অপরাপর সর্ব্বাংশেই সমুদয় জীব সমান-স্বভাব-সম্পন্ন; মাত্র বাসনার বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই তাহারা শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় উড্ডীন হইয়া স্বর্গ-নরকাদি নানা স্থলে পতিত হয়। জড়াকৃতি বংশী যেমন অঙ্গুলি-সন্নিবেশে বিশেষত্বপূর্ণ শব্দ প্রকাশ করে, তদ্রূপ উহারা সকলেও জড়ত্ব বশতঃ বাসনা নিবন্ধনই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৫২

হে বৎস! তুমি অগ্রে শ্রবণ-মননাদি উপায়চতুষ্টয়সম্পন্ন হও; প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যানবিঘ্ন জড়তাদিকে দূরে ত্যাগ কর। আশু তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ উপায় দ্বারা বাসনাজালসঙ্কুল কঠোর ভব-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল এবং যাহা পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতেই অভ্যুদিত হইয়া অধিষ্ঠান কর, সংসারাসক্ত মূর্খের ন্যায় তুমি কখনও ব্যবহার-পরায়ণ হইও না। ৫৩

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! এই যে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও নরাদি অখিল জীব পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত জীবের মধ্যে অনেকে স্বপ্ন-জাগর, অনেকে সঙ্কল্পজাগর, অনেকে কেবল জাগ্রদবস্থাপন্ন, অনেকে চির-জাগ্রত, কেহ কেহ ঘন জাগ্রতে স্থিত, অনেকে জাগ্রৎস্বপ্ন এবং অন্য কেহ কেহ ক্ষীণ-জাগর। জীবকুলের এই সপ্ত প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। ১-৩

শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রে যেরূপ ক্ষীর-লবণাদি বিভিন্ন সলিল, তদ্রূপ এই সপ্তবিধ জীবভেদ বিদ্যমান। মদীয় জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আপনি উহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। ৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! বহু প্রাচীনকল্পে কোন ভুবনে যে সমস্ত জীব জীবতাবস্থায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, এ জগৎ তাহাদের নিকট স্বপ্নভাবেই অনুভূত হয়। ঐ সমস্ত জীব স্বপ্ন-জাগর নামে নির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে, জীব সকল কোথাও বা নিদ্রিত আছে, তাহাদের স্বয়ং সমুদিত স্বপ্নপ্রপঞ্চ আমাদের দৃষ্টিবিষয় হইলে আমরাই তাহাদের স্বপ্ন নর হইব। তাঁহারা স্বপ্ন-জাগর জীব হইবেন। আমরা যে স্বপ্ন-নর, তাহার হেতু এই যে, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী; তিনি নিয়ত সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত। তাই বাসনারূপে সদাই আমরা স্বপ্নবান্‌দিগের অন্তরে বর্ত্তমান। ৫-৯

শ্রীরাম কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্বকথিত জীবকুল যে সকল কল্পে উৎপন্ন হইয়াছিল, যদি সে সকল কল্পের কল্পনাবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান কল্পে তাহাদের অবস্থিতি কি প্রকারে সম্ভবে? ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তাত! স্বপ্নভ্রান্তি দূর হইবার পর লোকে যেরূপ অনিদ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তদ্রূপ জীব সঙ্কল্প নিবন্ধন নিজ সংস্কারক্রমে দেহান্তর আশ্রয় করে এবং অন্য কল্পিত কল্পের জগৎও দর্শন করিয়া থাকে। কল্পনাময় আকাশ নিরাবাধ ও সুগম; সুতরাং কল্পিত জগৎ দর্শনের বিঘ্ন কিছুই নাই। ১১-১২। পূর্ব্বে স্বপ্ন-জাগর জীবকুলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা এই সঙ্কল্পময় জগৎরূপ পকোডুম্বরের কীটস্থানীয় বলিয়া জানিবে। এখন সঙ্কল্প-জাগর জীবকুলের কথা কহিতেছি, অবধান কর। ১৩। পূর্ব্বকল্পীয় কোন জগতের কোন স্থলে সঙ্কল্প-তৎপর জীবেরা বিনিদ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিল,

ঐ সমস্ত জীবই সঙ্কল্প-জাগর। ১৪। পক্ষান্তরে, যিনি স্বকীয় ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় মনোরাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়েন, পূর্ব্বাবস্থার অনুধ্যান বিলোপ পায় বলিয়া সঙ্কল্পেরই পরিপুষ্টিসাধন করেন, অপিচ সঙ্কল্পই যাঁহাদের চির-জাগরাভিমানের পদার্থ বলিয়া যাবতীয় মানসিক ব্যাপার সঙ্কল্পেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, সেই সমস্ত জীবই সঙ্কল্প জাগর নামে নির্দ্দিষ্ট। ১৫-১৬

উহাদের যে সময় স্বসঙ্কল্পের বিরাম ঘটে, তখন প্রাক্তন ব্যবহারকেই উহারা আশ্রয় করেন; ঐ সমস্ত সঙ্কল্প-জাগর জীব দেখেন যে, আমরা সকলেই সঙ্কল্পবৎ সঞ্জাত; সুতরাং সঙ্কল্প-পুরুষরূপেই প্রতীত। ১৭। ঐ সমস্ত জীবই সঙ্কল্প জাগর নামে নিরূপিত। সঙ্কল্পেই ইঁহারা শয়ান আছেন। আমি, তুমি প্রভৃতি করিয়া যত কিছু লোক, সকলই সঙ্কল্পময় জীবনে প্রবিষ্ট। অধুনা কেবল জাগরগণের কথা শ্রবণ কর। ১৮। সেই সকল জীব এই কল্পে পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হইয়া শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের কোন প্রকার উৎপত্তি ছিল না; সুতরাং তৎস্বরূপ স্বপ্নেরও সম্পূর্ণ ই অভাব। অতএব তাঁহারাই কেবল জাগর-জীব। ১৯

এই জীবগণই যখন ক্রমে ক্রমে জন্মপরম্পরায় জাগর-কার্য্যের নিদানভূত সুষুপ্তিভাবে ভ্রমণ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তখন চিরজাগর নাম ধারণ করিয়া থাকেন। ২০। ঐ সমস্ত চির-জাগর জীবই নিজ নিজ দুরদৃষ্টনিবন্ধন জাগ্রদবস্থায় যখন অজ্ঞানাবৃত হইয়া জড়ভাব আশ্রয় করে, তখনই ঘন-জাগ্রদাখ্যা প্রাপ্ত পঞ্চম বদ্ধ জীব নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ২১। যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন ও সাধু-সংসর্গাদি উপায় অবলম্বন করত বিশিষ্টরূপ প্রবোধ লাভ করেন এবং সেই অবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদবস্থাকে দর্শন করেন, তথাভূত জীবকুলই জাগ্রৎস্বপ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২২। যাঁহারা সপ্তমভূমিকায় আরোহণ করত পরমপদে বিশ্রাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে ক্ষীণ-জাগ্রজ্জীব কহে। ২৩

হে তাত! যেরূপ সমুদ্রের সপ্তবিধ ভেদ, তদ্রূপ ত্বৎসকাশে জীবকুলের এই ভেদ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সম্যক্‌প্রকারে অবধারণ করিয়া মঙ্গলভাজন হও। ২৪। এ জগতের বস্তু-বিচারণারূপ ভ্রম তুমি ত্যাগ কর; কারণ, বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান-ঘনভাব তোমায় আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে; সুতরাং তুমি- সন্মাত্র-মুক্ত দেহই লাভ করিয়াছ। ২৫

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—ভগবন্! সেই পরমব্রহ্ম হইতে অহেতুক কেবল জাগর-ভাব বিকাশিত হয় কি প্রকারে? ইহা আকাশ-গত তরুর ন্যায় বোধ হইতেছে। আপনি এ সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণন করুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহামতে! অবধান কর। যে কর্ম্মই হউক, কারণ ব্যতীত কাহারও উদ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এ সংসারে কেবল জাগর-ভাব সম্ভবপর নহে। ২। তাহার অনন্তবত্তা-বশে অন্য যাবতীয় জীবব্যাপ্ত সংসারভাব অকারণ হওয়া অসম্ভব। এই ত অখিল ভ্রান্ত দৃশ্যজাল; ইহাতে কিছুই সঞ্জাত হয় না বা কিছুই বিনষ্ট হয় না। তবে যে শব্দাদির আড়ম্বর, তাহা কেবল উপদেশ্যের উদ্দেশে উপদেশের জন্যই বুঝিতে হইবে। ৩-৪

শ্রীরাম কহিলেন,—হে বিভো! কোন্ পুরুষ মন ও বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া মূর্ত্ত দেহ চেতন করিয়া সম্পাদন করিতেছে, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করুন। ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তাত! এ শরীরের বিধানকর্ত্তা কেহই কখন নাই, জীবগণকে কখন কেহ মোহিত করিয়াও রাখে না; একমাত্র সলিল যেরূপ জলভ্রম ও তরঙ্গাদি নানাকারে পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ যিনি অনাদি অনন্ত বোধাত্মা, তিনিই বাহ্য পদার্থের আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। যেরূপ ভূগর্ভস্থ বীজ বহির্ভাগে বিশাল বিটপিরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ অন্তরের বোধ-হৃদয়ই বাহ্য পদার্থসমূহরূপে নেত্রগোচর হইতেছে। ৬-৮। পক্ষান্তরে, স্তম্ভের উপর পুত্তলিকাদি ক্ষোদিত থাকে; কিন্তু তাহারা স্তম্ভ হইতে যেরূপ ভিন্ন নহে, তদ্রূপ এই যে নিখিল সংসার, ইহা সেই বোধাত্মার অভ্যন্তরেই তৎস্বরূপে বিরাজমান। ৯। যদি প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, ঐ বোধাত্মার বাহ্যাভ্যন্তর কিছুই নাই; উনি দেশকালাদি-ক্রমে অনন্তস্বরূপ। পুষ্পাদির গন্ধবৎ উঁহাকেই বাহ্য আভ্যন্তর দ্বিবিধ জগৎ কল্পনা করা কর্ত্তব্য। ১০। প্রসিদ্ধি আছে বটে যে, ব্রহ্মলোকাদি বহুদূরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু ঐরূপ প্রথিতি বাসনা নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। কাজেই যখন বিজ্ঞগণের বাসনার বিলোপ ঘটে, তখন তাঁহাদের কোন বাসনাই দূরস্থিত ব্রহ্মলোকাদিতে যায় না। তখন এই সমগ্র বিশ্বই স্বস্বরূপে একান্ত নিকটস্থভাবে বিদ্যমান থাকে। ১১

একমাত্র বোধাত্মাই দেশকালাদির প্রতিপাদ্য; সুতরাং যদিও তিনি দেশ, কাল, ক্রিয়া, লোক, রূপ, চিত্ত ও আত্মা এই সমস্ত স্বস্ব গ্রাহক শব্দার্থ হইতে বর্জ্জিত হন, তথাপি সর্ব্ববস্তুই অশূন্য; অশূন্য বলিয়াই ঐ সকল পদে দৃশ্যদর্শন-রহিত দ্রষ্টাদিগেরই জ্ঞানের প্রসার ঘটে। ইহা অসাধারণ ব্যক্তির কথা; কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা অসম্ভব; কারণ, যাহারা অস্থির 'অহং'ভাবরূপ গভীর গহ্বরে পতিত আছে, তাহারা কখন সেই অখণ্ড লোক দর্শনে সমর্থ নহে।১২-১৪। এই বিশ্ব-সৃষ্টিকার্য্যে চতুর্দ্দশবিধ ভূতগ্রাম বিদ্যমান। তত্ত্বজ্ঞানী উহাদিগকে স্বদেহের অঙ্গ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন, তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার চক্ষুতে নিপতিত হয় না। ১৫

হে রাম! কারণের অভাব বশতঃ সৃষ্টির উদয়াস্ত নাই। ব্যবহারদৃষ্টিতে বলা যায় যে, যেমন কারণ, কার্য্যও তদ্রূপ হইয়া থাকে। প্রশান্ত সাগরের গর্ভে যেরূপ জলতরঙ্গ ও জলভ্রমাদি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ সেই অচঞ্চল ব্রহ্মপদেও জগৎ, চিত্ত প্রভৃতি পদার্থরাশি বিদ্যমান। মৃৎপিণ্ডের মধ্যে নানাবিধ ভাণ্ডাদি থাকিলেও তাহা যেরূপ একই এবং কাঞ্চনপিণ্ড যেরূপ কটক-কেয়ূরাদি নানারূপে অন্বিত হইলেও এক ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ সেই অমল ব্রহ্ম এই নিখিল বিশ্বের আধার হইয়াও এক অখণ্ড-স্বরূপ। ঘট যেরূপ পিণ্ডাবস্থায় পিণ্ডাকৃতি এবং ঘটাবস্থায় ঘটাকৃতি হয়, তদ্রূপ সাধারণতঃ এক দৃষ্টিতে স্বপ্নাবস্থায় এই প্রপঞ্চের জাগ্রদ্দশাও স্বপ্ন এবং স্বপ্নদশাও জাগর হয়। তত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপেই এই জগৎকে বিদিত হইয়া থাকেন। জাগ্রদবস্থাতেও জাগ্রৎকে যে সময় চিত্তমাত্র-রূপে বিবেচনা করা যায়, তখন উহা মরীচিকাবৎ অবস্থিতি করে; আর উহাকে যদি বিচারসহকারে আয়ত্ত করা যায়, তাহা হইলে উহা স্বপ্নসাম্য লাভ করিয়া থাকে। ১৬-২১। যখন বর্ষাঋতু অতীত হয়, তখন জলদমালা যেরূপ ঘন তুষারাংশ ত্যাগ করে, তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশ পাওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ভূতগ্রামও জ্ঞানীর দেহাভিমান সহ মূর্ত্তভাব ত্যাগ করে। ২২। মেঘ যেরূপ জল মোক্ষণ করত অবশেষে আকাশত্ব-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সত্যের যখন যাথার্থ্যজ্ঞান জন্মে, তখন জ্ঞানীর নিকট এই পিণ্ডিত জগৎ অহম্ভাব সহ ক্রমশঃ উপশান্ত হইয়া যায়। ২৩। তখন শরতের জলদের ন্যায় জ্ঞানীর কাছে দৃশ্যতা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃগতৃষ্ণাবৎ অসৎ হইয়া পড়ে; তাহাতেই জ্ঞানপ্রভাবে উহা দূরোৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ২৪

হে রাম! প্রজ্বলিত বহ্নিতে স্বর্ণ, ঘৃত বা কাষ্ঠ ফেলিয়া দিলে তৎসমস্ত যেরূপ

অগ্নিসহ একত্ব লাভ করে, তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞান সমুদিত হইলেই সংসার ও চিত্ত উক্ত বোধ সহকারেই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ২৫। শিশুর শৈশবাপগমে যখন বাহ্য-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তখন যেরূপ গৃহাভ্যন্তরেও তদীয় পূর্ব্বানুভূত পিশাচভয় দূরীভূত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে এই ত্রিভুবনে মূর্ত্তাদি আকার কল্পনাও শনৈঃ শনৈঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ২৬। বস্তুতঃ বোধাত্মা অন্তহীন ও নিরাকার; তৎসকাশে এই জগৎ, চিত্ত ও তন্মূলক অজ্ঞান এই তিনটিই কারণাভাবে পরিস্ফুরিত হয়। সুতরাং এরূপ বোধে স্থূলত্বগ্রহের সম্ভাবনাই থাকে না। ২৭। অধিকন্তু এ জগৎ বোধাত্মায় অবোধ হইতে চিত্তবৎ প্রকাশমান হয়। যদি সম্যক্ বোধের সম্পর্কগুণে ঐ অবোধ বিদূরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর স্থূলত্ব-কল্পনার অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে ? ২৮। অগ্নিযোগে কনক গলিয়া গেলে, তাহা যেরূপ কোমল অবস্থান্তর লাভ করে, তদ্রূপ স্বপ্নাববোধে জাগ্রৎই মূর্ত্তাদি আকারকল্পনা-রূপ প্রপঞ্চ পরিহার করে। ২৯

এইরূপ স্বপ্নাবস্থাবৎ জাগরাবস্থা যে সময় বিচারে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞাত হয়, শারদাপগমে জলের ন্যায় ভোগানুরাগাদি তৎকালে নিতান্তই ক্ষয় পাইয়া যায়। যে সময় এই দৃশ্য সম্পৎসমূহ স্বপ্নবৎ বিদিত হওয়া যায়, তখন ইহারা একান্তই ঘৃণ্য হইয়া পড়ে। তখন এ সমস্ত থাকিলেও বিবেকী জনকে নিজাস্বাদনার্থ বাধ্য করিতে অক্ষম। ৩০-৩২। কারণ, আত্মসুখতুষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়াস্বাদ হইতে বহুদূরে অধিষ্ঠান করেন। যদি বিবেকিগণেরও বিষয়াস্বাদে উন্মুখতা সম্ভব হয়, তবে জাগ্রতে সুষুপ্তে একত্ব সম্ভবে এবং ভ্রান্তে ও জ্ঞানীতেও অপার্থক্য অসম্ভব নহে। ৩১। এই ভ্রমরূপ সংসার যদি চিত্তরূপে পর্য্যবসিত হইয়া স্বপ্নস্বরূপে সংস্থিত হয়, তাহা হইলে হাস্য বা ক্রন্দনাদি বস্তু হইতে সত্যতাজ্ঞানের উপশম ঘটিয়া থাকে। ফল কথা, মৃগতৃষ্ণাজলবৎ একান্ত অলীক এই দৃশ্যজাত কদাচ বিবেকী ব্যক্তির আস্বাদযোগ্য পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবার নহে। ৩ -৩৫

হে রাম ! জগতের প্রতি শান্তবুদ্ধি জ্ঞানীর যৎকালে সত্যতাজ্ঞানের অভাব ঘটে, তৎকালে গবাক্ষ-গর্ত্ত-পতিত দীপকিরণরাশিবৎ জগৎকে তিনি নিরাকার আকাশরূপে দর্শন করেন। ৩৬। এই জন্যই জাগর জীব চিত্ত-ভ্রমাত্মক স্রক্-চন্দনাদির ভ্রান্তিময়ী আস্বাদ-কল্পনাকে পরমার্থপক্ষে শূন্যাকারে অনুভব করিয়াই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। ৩৭। বিশেষতঃ যাহা সম্পূর্ণই অবস্তু, সে বিষয়ে কোনপ্রকার গ্রাহ্যতাই তো সম্ভবে না। ফলতঃ স্বপ্ন বলিয়া বোধগম্য হইলে কেহ কি কদাচ স্বপ্নদৃষ্ট সুবর্ণের লাভপ্রত্যাশায় প্রধাবিত হয় ? ৩৮। এই দৃশ্য বস্তুজাত

এখন স্বপ্নবৎ বিদিত হওয়া যায়, তখন আর ইহাতে কিছুতেই আসক্তির সঞ্চার হয় না। দৃশ্য-দশারূপ দোষের মূলগ্রন্থি ছিন্ন হইলে অহঙ্কার ও মন বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তখন আর আত্মীয়স্বজনাদিতে স্নেহবন্ধন থাকে না। জ্ঞানী লোক তখন নীরাগ ও নিরায়াস হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। ৩৯-৪০

হে রাম! যেরূপ শিখার অপায়ে দীপালোক বিদ্যমান থাকে না, তদ্রূপ অনুরাগবন্ধন ছিন্ন হইলে বাসনারও বিলোপ ঘটে। অজ্ঞানদশায় এই অখিল সংসারই গন্ধর্ব্বনগরবৎ ভ্রমসঙ্কুল; পরন্তু যখন জ্ঞানোদয় ঘটে, তখন ইহা প্রদীপের প্রভারাজিবৎ প্রকাশস্বভাব শূন্যাকাশমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ৪১-৪২। আত্মাতে তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি নাই, আকাশে নাই অথবা শূন্যে নাই; কারণ, তিনি চরমোন্নতি—সপ্তম যোগভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া কেবল সেই পরমপদই দর্শন করেন। ৪৩। সেখানে আত্মা নাই· তাহা শূন্য বা জগৎ-কল্পনা বলিয়া স্থিরীকৃত নহে; অপিচ তথায় চিত্ত বা দৃশ্যদর্শনবোধ উপনীত হয় না; সকলই মাত্র যথাযথরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ৪৪। এই ক্ষিত্যাদি দ্রব্যজাত অজ্ঞের সকাশেই মূর্ত্তিমৎ বলিয়া অবধারিত হয়। পরন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানোদয় ঘটিলে ঐ ক্ষিতি প্রভৃতির আকার থাকিয়াও থাকে না। ৪৫

হে রাম! যিনি অখণ্ড উপাধিস্বরূপে গগনবৎ নির্ম্মলভাবে বিরাজমান, তিনি অসদ্রূপে না থাকিয়াও নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। ৪৬। তিনি নিত্য মৌনী মহাশয়; তাঁহার মন অস্তমিত হইয়াছে; তাই তিনি কর্ম্মপাশ উচ্ছেদ করত ভবসাগরের পরপারে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। ৪৭। হে তাত! কি স্বেদজাদি চারি প্রকার দেহ, কি তদাধার ভুবনাভোগ, কি তদাধার আকাশদেশ, কি নিখিল ধরাধর, কি অপরাপর সাধনসমূহ, সকলেরই—যাবতীয় দৃশ্য পদার্থসমূহেরই মূল উপাদানহেতু একমাত্র অজ্ঞান। সুতরাং যখন জ্ঞানের আবির্ভাবে মূল অজ্ঞানের উপশান্তি ঘটে, তখন এই সমস্ত দৃশ্য বস্তুপরম্পরা থাকিয়াও অসদাকারেই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ৪৮। জ্ঞানীর অন্তরে বিকল্প-বিকাশ নাই; তাই তাহা শান্তিময় হইয়া থাকে। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তখন স্বস্বরূপে অধিষ্ঠান করত আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হন এবং নির্ব্বাধভাবে বিরাজমান থাকেন। ৪৯

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যে বোধাত্মার বিষয় বলিলেন, তিনি যেরূপ ক্রমে জগদাকারে পরিস্ফুরিত হন, আপনি ভেদজ্ঞান খণ্ডন পুরঃসর সেই ক্রম মৎসকাশে পুনরায় বুঝাইয়া বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! মূল, স্কন্ধ, পত্র ও পল্লবাদিসমাকীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় অজ্ঞ আত্মা জগৎরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। দর্শন সম্পর্কের সদ্ভাবে স্বীয় মনে তাহার ঐরূপই প্রথিতি। কিন্তু যাহা দৃষ্টি-বহির্ভূত, তাহা বুদ্ধির স্মরণাতীত বলিয়া অপ্রথিত। ২। বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ব্বাপর শাস্ত্রসঙ্গত পদার্থই দেখেন। পরন্তু যাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াও শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি ভোগ্য বলিয়া দেখেন না, তাহা করেনও না। ৩। সুতরাং আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমি শাস্ত্র-সঙ্গতভাবেই বলিব। মদ্দত্ত এই শ্রুতিসুখকর উপদেশ সকল তুমি শাস্ত্রনিষ্ঠ ও শুদ্ধমতি হইয়াই শ্রবণ করিতে থাক। ৪

হে তাত! মরুপ্রদেশস্থ কল্পিত নদীর সলিল যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ এই জগৎও অবস্তু; সুতরাং এই দৃশ্যপরম্পরারূপ ভ্রম অবিদ্যা বলিয়াই বর্ণিত। নিদাঘ নদীর সলিলবৎ বস্তুতঃ এই অবিদ্যা নাই; তথাচ উপদেশ্য বিষয়ের উপদেশ জন্য তুমি ইহা মদুপরোধে ক্ষণেকের জন্য সত্য বলিয়া আশ্রয় করত মদীয় বাক্য আকর্ণন কর। ৫-৬। যখন তোমার মদুপদেশজন্য ফল-সিদ্ধি ঘটিবে, তখন তুমি এই অবিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে। ইহা কোথা হইতে কি জন্য হয়, সে বিষয়ের সন্দেহমাত্র তখন আর তোমার থাকিবে না। ফলতঃ অবিদ্যার সত্তা নাই; উহা একটা কিছুই নহে, এইরূপ জ্ঞানের বিকাশই তখন তোমার ঘটিবে। ৭

হে রাম! এই চরাচর যে কিছু সংসার দৃষ্ট হইতেছে, যৎকালে মহাপ্রলয় ঘটিবে, তখন এই সকলই সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া থাকে। ৮। অতএব ঘটগর্ভস্থ জল বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত হইলে তাহা যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ক্ষিতি প্রভৃতি অবয়বের বিশ্লেষণ ঘটাইলে এ ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস হয়। ৯। শাখাদি সর্ব্বাবয়ব বিনাশ পাইলে বৃক্ষ যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই প্রকারে জগদবয়ব বস্তুর ক্ষয় হইলে জগদবয়বী ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব ও অস্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। অধিক কি, তাঁহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ১০। এতদ্দর্শনে আমরা

চার্ব্বাকবৎ মহদশক্তিকে মদিরাবয়ববৎ বলিয়া নির্দ্দেশের ন্যায় জ্ঞানকেই ব্রহ্মাবয়ব বলিতে পারি না। কারণ, অস্মাদৃশ আস্তিক লোকের ধারণায় বিজ্ঞানাধীন শরীর স্বাপ্ন দেহবৎ কদাচ যথার্থ হইতে পারে না। ১১। জগৎক্ষয়ে জগদবয়বী ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকিবার পক্ষে হেতু এই যে, দৃশ্যশ্রী পুনঃ পুনঃ প্রকট হইয়াও বিলীন হইয়া যায়। ইহা কেবল সেই অনির্দ্দেশ্যা অবিদ্যারই কর্ম্ম। ১২। যে যায়, সেই যে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না; সেইরূপে অন্য কেহই আসিতেছে, ইহাই নিশ্চিত। যাহা হউক, আমরা পরমার্থস্বরূপ পদার্থ লইয়া বিবাদবিতর্কের আবশ্যকতা মনে করি না। ১৩। তিনি নিত্য সৎ জানিবে,—এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এ সকলই আদিহীন, অন্তহীন, শান্ত বোধস্বরূপ চিন্ময়াকাশ। অনুভূতি-প্রমাণে ইহাই বটে স্থিরসিদ্ধান্ত। ১৪। এখন এই সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও যে প্রকারে অনুভূতিগোচর হয় না এবং যেরূপে ইহা ব্রহ্মাভিন্ন-ভাবে সিদ্ধ হয়, তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করিতেছি। ১৫

হে রাম! মহাপ্রলয়ে কিছুই বিদ্যমান থাকে না; সামান্য তৃণ হইতে মহাদেব এবং নিখিল দৃশ্যই বিনাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধি বা মনের কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। সেই অনাদি কালে আকাশও উপশান্ত হইয়া পড়ে। তখন ক্রমে জল, বায়ু, তেজ ও অন্ধকার একেবারেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এইভাবে যখন সমগ্র শাব্দ বিষয় একান্তই বিনাশ পায়, তখন সৎশব্দ-প্রতিপাদ্য একমাত্র শান্ত বোধাত্মাই বিরাজমান থাকেন। তাই তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি চিরন্তন অক্ষয় পুরুষ; তিনি ইন্দ্রিয়বিষয় নহেন; কোন বাক্য দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং কোনরূপ নামনিরুক্তিই নাই। তিনি সমগ্র জীবের অন্তরাত্মা; অথচ তিনি নিজে শূন্যস্বরূপ। সেই ইনিই সদসৎ-নির্ব্বাচ্য পরম পদ। অতএব ইনিই না বায়ু, না শূন্য, না বুদ্ধি, না মন, না আকাশ, কিছুই নহেন। যিনি ইহাকে যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া ইঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন,—থাকিয়াও এতদ্বিরহিত হন, তিনিই ইঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ কেবল শাস্ত্রানুসারেই ইঁহার এইরূপে বর্ণন করন যে, ইনি না কাল, না মন, না আত্মা, না সৎ, না অসৎ, না দেশ, না দিক্, এতৎসমুদায়ের কিছুই নহেন কিংবা ইনি দেশ-কালের অন্তর্ভূত নহেন। যাঁহারা জ্ঞানের উন্নত সীমায় অধিরূঢ় হইয়াছেন, সংসারভাবের উপশমে

সংসারের পরপারে যাঁহারা উপনীত, সেই সমস্ত মহাপুরুষেরাই ইঁহাকে অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনস-গোচর স্বচ্ছস্বরূপে বিদিত হইতে সমর্থ হন। হে রাম! সেই বোধাত্মায় শ্রুতিপ্রভৃতির নির্দ্দেশক্রমে যে ভাবসমষ্টি নিষিদ্ধ আছে, আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে সমুদ্রগত তরঙ্গরাজির ন্যায় তৎ-সমুদায়ের নিরূপণ করিয়াছি। স্তম্ভোপরি ক্ষোদিত হয় নাই, তথাচ বিবিধ কৃত্রিম পুত্তলিকা যেরূপ সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তদ্রূপ সেই বোধাত্মায় যাবতীয় জাগতিক ভাবসমষ্টিই নিরন্তর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই ভাবে সমগ্র জাগতিক ব্যাপারের সত্তা তাঁহাতে থাকিলেও জ্ঞানাবস্থায় কোন কিছুর সত্তাই তাঁহাতে নাই। যোগী ব্যক্তিরা দেখেন, বোধাত্মায় কোন ভাবই বিদ্যমান নাই, তথাচ স্বেচ্ছাবশেই তাঁহাতে সর্ব্বভাবের পরিণতি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সেই সর্ব্বস্বরূপ পদ সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও সর্ব্বার্থশূন্যভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ১৬-৩৬

হে প্রশস্তবুদ্ধে! যাবৎ না সমাধিকাল উপস্থিত হয়, সর্ব্বভাবে শান্তিলক্ষণ সম্যক্‌জ্ঞান তাবৎ তোমার প্রাদুর্ভূত হইবে না জানিবে। কারণ, আত্মসন্দেহই তখন তোমার জ্ঞান জন্মিবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। ৩৭

হে রাম! যিনি দৃশ্যসমূহের আভাসরহিত চরম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ বিমলবুদ্ধি শান্তিময় ব্যক্তিই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ৩৮

ব্রহ্মস্বরূপ ঈদৃশ হইলেও ইহাতে যে 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপে ত্রৈকালিক জগদ্‌ভ্রম দৃষ্ট হয়, উহা কেবল কল্পনার সহায়তাতেই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই কল্পিত জগতের পার্থক্যলাভ অসম্ভব। ৩৯-৪০

হে তাত! সেই বোধাত্মা বিশ্ব হইতে একান্তই ভিন্নভূত; তাই তিনি জগৎ—দ্বৈতভাবে সংযুক্ত রহিয়াছেন। সুতরাং যাহা দেশাদি শব্দসমূহের নিমিত্তীভূত,—জাতি-গুণক্রিয়াদির সঙ্গে অসম্পর্কিত, তাদৃশ দেশ-কাল-ক্রিয়ার স্বরূপসমষ্টি তাঁহাতে পূর্ব্ববৎ থাকিলেও বাস্তবিক সে সকল অকিঞ্চন বা কিছুই নহে। চিত্রকর চিত্রমধ্যে যেরূপ অলীক তরঙ্গভঙ্গময়ী তরঙ্গিণীকে চিত্রিত করে, তদ্রূপ কল্পনাকারী লোকও ব্রহ্মে জগৎ কল্পনা করিয়া থাকে। মৃত্তিকাপিণ্ডে যেরূপে ভাবী রচনাযোগ্য বহু ভাণ্ড নিহিত, তদ্রূপ পরব্রহ্মেও এই জগদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ সংসার তাঁহাতে বাস্তবিক না থাকিলেও

রহিয়াছে এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও স্বভাবতই তাঁহা হইতে ভিন্নভূত। নিত্য নির্ম্মল একমাত্র পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞানের সম্পর্ক নিবন্ধন কেবল শান্তস্বরূপেই বিরাজিত। এই ত্রিলোক যেন কৃত্রিম পুত্তলিকা; ইহা ব্রহ্মরূপ কাষ্ঠে অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেই শোভমান, কিংবা এই সকল সৃষ্টিব্যাপার অধিকারী আত্মাতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। ৪১ ৪৬

নিরতিশয় আনন্দ-সলিলে পরিপূর্ণ চিন্ময় সরোবরে চিদ্ঘন-বিনিঃসৃত সুধাবৃষ্টির ন্যায় এই সৃষ্টিদর্শন অবিভাগ ও অবিকার আত্মার বিভাগদশায় বিকৃত হইয়াও অপ্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি পরমাণুতে এই সংসার সকল সুদৃঢ়ভাবে আশ্লিষ্ট থাকিলেও কিছুই কোনরূপে স্ফুরিত হয় না। ৪৭-৪৮

হে রাম! কাল, আকাশ ও বায়ু ইত্যাদি পদার্থসমূহ সেই অশরীরী আত্মার অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আরোপ নিতান্ত অলীক। কারণ, উহাদের কোনই অবয়ব নাই। সেই আত্মতত্ত্ব অবিনশ্বর; উহা নিখিল ভাববিকার হইতে পরিবর্জ্জিত হইলেও শ্রুতিসমূহের নির্দ্দেশ এই যে, উহাই সর্ব্বস্বরূপ। ৪৯

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে ভগবন্! যেরূপে কালে কালত্ব, গগনে গগনত্ব, জড়ে জড়ত্ব, বায়ুতে বায়ুত্ব, ভূতে ভূতত্ব, ভবিষ্যতে ভবিষ্যদ্ভাব, স্পন্দস্বরূপে স্পন্দতা, মূর্ত্তস্বরূপে মূর্ত্তস্বরূপতা, পৃথগ্বিষয়ে পার্থক্য, অনন্তে অনন্তত্ব, এমন কি, এই সমগ্র দৃশ্যে দৃশ্যত্ব ও সৃষ্টিমাত্রেই সৃষ্টিত্ব এবং যাবতীয় স্মৃতিবিষয়ে তত্তদ্ভাব বিদ্যমান, আপনি তাহা বর্ণন করুন। হে বক্তৃশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বাপর কীর্ত্তন করিলে যেরূপে অল্পমতি লোকেও সহজে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, আপনি ঐ সকল পদার্থের অসাধারণ ভাবনিচয়ের অবস্থিতি-বিষয় যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করুন। ১-৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে তাত! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, কেবল অনন্ত চিদাকাশ ব্রহ্মই বিকাশমান; তিনি ভিন্ন কিছুই কিছু

নহে। তিনি চিৎস্বরূপ অজ্ঞেয় শান্তিপূর্ণ আত্মা; তিনিই অদ্বৈতভাবে শোভমান। বস্তুভাবের অধ্যাস তাঁহাতেই হইতেছে। ৫

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যখন মহাপ্রলয় ঘটে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে সমস্ত নামরূপ অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন যে শুদ্ধ সত্ত্ব অবশেষে বিরাজমান থাকেন, তিনিই পদার্থসমষ্টির ভাব সৃষ্টিকারণরূপে নিশ্চিত। মায়া, মোহ ও ভ্রমাদি কোন কিছুই সেই সদাত্মায় বিদ্যমান নাই। অতএব তাঁহার লয় হওয়া সম্ভব নহে। তিনি নিত্য, শান্ত, সুনির্ম্মল, অনাদি ও অনন্ত; সেই সন্মাত্রই অবশেষে বিরাজমান থাকেন। যখন তিনি চিন্ময় মূর্ত্তি ধারণ করেন, তৎকালে এরূপ উক্তি কিছুতেই করা যায় না যে, তিনি নাই; অপিচ নির্ম্মলরূপে তাঁহার প্রতীতি হয় বলিয়া তিনি যে আছেন, এরূপ উক্তিও অযুক্তিসিদ্ধ। ৬-৯

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মসম্বিদ্ মুহূর্ত্তমধ্যে শতযোজন স্থান প্রাপ্ত হইলে তাহার তাৎকালিক যে নির্ব্বিষয় রূপ, তাহাই তৎপদস্বরূপ বলিয়া জানিবে। যাঁহার বিষয়মোহ নাই বা যাঁহার বাহ্য আভ্যন্তর বাসনাজাল ছিন্ন হইয়াছে, তাদৃশ শ্রেষ্ঠ যোগী যামিনীযোগে জাগরিত হইয়া নিশ্চন্ত-মনে সমাধি অবস্থায় অধিষ্ঠান করত যাদৃশ রূপ অনুভব করেন, তাহাই তৎপদ-স্বরূপ। ১০-১২। কিংবা যিনি সুখে দুঃখে অসংস্পৃষ্ট, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির যে শান্তিময় অচঞ্চল চিত্তাকৃতি, তাহাই তৎপদ-স্বরূপ; অথবা তৃণ-গুল্ম-লতাদির উদ্ভবব্যাপারে তদনুগত সামান্য সত্তার যে বিকাশভাব, তাহাই তৎপদস্বরূপ এবং তাহাই দ্রব্যমাত্রের সত্তা। সেই সামান্য সত্তারূপ ঘট-পটাদির আকৃতিতে এই জগৎস্বরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইলেও আগন্তুকতা নিবন্ধন উহা সকারণবৎ ও নানাকারে ভীষণবৎ অনুমিত হয়। প্রকৃত কথা সকলই অলীক; কাজেই কারণাভাবে সমস্তই অনুৎপন্ন এবং সমস্তই সম্পূর্ণ সত্তাবর্জ্জিত; কেন না, যাহার কারণাভাব, তাহার সত্তা নিঃসন্দেহ অসম্ভব। প্রত্যক্ষাদিযোগে ইহা সকলেই নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছে। কাজেই ইহা গোপনে রাখিবার শক্তি কাহারও নাই। ১৩-১৬

এ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বলিয়া শূন্যকে কদাচ উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে শূন্যের আদি অন্ত অসৎ বলিয়া সর্ব্বস্থানে সকল পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হইতে পারিত। ব্রহ্ম মূর্ত্তিশূন্য; সুতরাং এই মূর্ত্তিমৎ অব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হওয়া তাঁহার পক্ষেও কদাচ সম্ভব নহে। ১৭। অতএব নিরাকার

ব্রহ্মে যে জগৎস্বরূপের প্রতিভান, তাহাও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই চিদাকাশ ব্রহ্ম স্বয়ংই দৃশ্যাকারে প্রতিভাসমান। ১৮

এখন কথা এই, চিদ্‌ব্রহ্ম-ভাব হইতে এ ব্রহ্মাণ্ডের যে পৃথক্ দৃশ্যত্ব পরিদৃষ্ট হয়, উহা কি?—উহা একান্তই ভ্রান্তিস্বরূপ। সুতরাং এই যত কিছু পদার্থ, সকলই সেই অনাময় অজ ব্রহ্ম; তদ্‌ব্যতীত আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে শ্রুতির নির্দ্দেশ এই যে, পূর্ণ হইতেই পূর্ণের বিকাশ; পূর্ণেই পূর্ণ অধিষ্ঠিত; পূর্ণেই পূর্ণের উদয় ও পূর্ণেই পূর্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ১৯-২০

হে রাম! যাহা ক্ষয়রহিত, উদয়রহিত, যাঁহার কোনরূপ আকার নাই, যিনি স্বচ্ছ, শান্ত, অদ্বয় চিদাকাশরূপে সদসৎ উভয়ত্রই একরূপে পরিলক্ষিত এবং যিনি নিয়ত সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত, তিনিই উত্তম জ্ঞানময় ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই মাত্র অবশিষ্ট। তিনিই আদি, তিনিই নির্ব্বাণ, তিনিই বিদ্যমান, তিনি ভিন্ন বস্বভাবাদি অপর কিছুই নাই। ২১

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! প্রথিত আছে যে, এ জগৎ আকাশতুল্য সুনির্ম্মল। এখানে বস্তুর ভাবাত্মক ব্রহ্মই মাত্র অধিষ্ঠিত; তাই ঘটপটাদি দ্রব্যস্বরূপ চিদাকাশই আকাশে প্রকাশমান। অতএব যাহা জগৎশব্দের অর্থ, তাহাও কার্য্য-কারণ-শূন্য অজ ব্রহ্মস্বরূপ। ১। 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' প্রভৃতি শব্দার্থ-স্বরূপ শান্তব্রহ্ম ব্রহ্মেই অপৃথক্‌ভাবে প্রতিভাত হইতেছেন; পরন্তু পৃথক্‌ভাবে নহেন। সমুদ্র, পর্ব্বত, মেঘ ও তরঙ্গাদি যে কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, এতৎসমস্ত-স্বরূপ জগৎ অবিচল কাষ্ঠবৎ ব্রহ্মরূপেই শোভমান। ২-৩

হে রাম! দ্রষ্টা স্বস্বরূপে সংস্থিত থাকিয়া প্রকৃতির অধীন-হইয়াই দৃশ্য-দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। ঐরূপে কর্ত্তাও কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ৪। পরন্তু কার্য্য-কারণের অভাবনিবন্ধনই জগতে জ্ঞত্ব, জড়ত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, শূন্যত্ব বা বস্তুত্ব প্রভৃতি নাই। অদ্বয় ব্রহ্মই কেবল সর্ব্বত্র সংস্থিত আছেন; তিনি সত্য, চিদ্ঘন, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বস্বরূপ, শান্ত এবং বিধি অথবা নিষেধে সমভাবসম্পন্ন। ৫-৬।

সুতরাং জীবন-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যা, শুভাশুভ, এতৎসমুদায়ের জ্ঞান আকাশ-নদীর তরঙ্গভঙ্গময় জল-কল্লোলবৎ নিতান্ত ভ্রান্তিরূপ। ব্রহ্মই সত্য; তিনিই সর্ব্বস্বরূপ জানিবে। স্বপ্নাবস্থায় জীব যেরূপ ব্যবহারিক নগরাদিতে অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া প্রাতিভাসিক গৃহাদিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই জীবভাবে বিভক্ত হইয়া দৃশ্যত্ব ও দর্শকত্ব লাভ করেন বুঝিতে হইবে। যাহা বলা হইল, ইহা একটা কল্পনামাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই যে স্বপ্নানুভূত গৃহাদিবৎ চিদাকাশে জগৎ বর্ত্তমান আছে, ইহা কেবল নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই জীবাত্মাসহ বিভক্ত হইয়া জগদ্ভাবে বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই যে সর্ব্বময় জগৎ, ইহা প্রথমে যেরূপে দৃশ্য-শূন্য ছিল, এখনও সেই সৎস্বরূপে বর্ত্তমান। বৃক্ষান্তরাল হইতে চন্দ্রদর্শী লোকের নিকট চন্দ্রের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গতির ব্যবহিত স্থানের অনির্দ্দেশবৎ প্রমাতার কাছেও ব্রহ্মাণ্ডের পরিচ্ছেদজ্ঞান অসম্ভব। জলাবর্ত্ত ও জলতরঙ্গাদির আকারে জলই যেরূপ নিরন্তর পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিদাকাশে জগৎস্বরূপও চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই সৃষ্টিব্যাপারের হেতু কিছুই নাই। ইহার কারণ শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা বস্তু; এই জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিলে উহার হেতু কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। ৭-১৩

বৎস! যাহার হেতু নাই, বলিতে গেলে তাহার বিকাশ একান্তই ভ্রমপূর্ণ; যাহা মিথ্যা ভ্রম, তাহার সত্যস্বরূপতা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। যদি বিশেষ হেতু না থাকে, তাহা হইলে কোন কার্য্যই থাকিবার সম্ভব নাই। অপুত্রক লোকের পুত্রদর্শন যেরূপ ভ্রমাত্মক, ঐ কার্য্যও তদ্রূপ ভ্রমমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে; ঐ কার্য্যে সদ্রূপত্ব কিছুই নাই। অধিকন্তু কারণ-বিহীন হইয়া যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা সর্ব্বথা সঙ্কল্প-কল্পিত গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দ্রষ্টৃস্বভাবেরই বিকাশমাত্র। আরও দেখ, এরূপও স্থির আছে যে, বোধাত্মাই বস্তুস্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হন। পরন্তু সেই বোধাত্মা যার-পর-নাই সূক্ষ্ম; চিদাকাশ হইতেও তাঁহার সূক্ষ্মতা সুপরিব্যক্ত; এ বিষয়ে স্বপ্ন-দৃষ্ট সঙ্কল্প-কল্পিত পর্ব্বতই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য ও অনুভূতি-লভ্য। ১৪-১৮

শ্রীরাম বলিলেন,—হে তাপসপ্রবর! ক্ষুদ্র বীজের গর্ভে যেরূপ ভাবী বিশাল তরু নিহিত, তদ্রূপ এই বিশাল জড়সৃষ্টি ক্ষুদ্র পরমাণুমধ্যে থাকিতে সমর্থ হয় না কেন? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ১৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বীজ যথায় নিহিত আছে, সে স্থানে শাখা-পল্লবাদিময় ভাবী বিশাল তরু রহিয়াছে, এ কথা মিথ্যা নহে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ক্ষিতি ও জলাদিরূপ সহকারী কারণগুণেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে। ২০। তবে কথা এই, মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থ যখন বিনষ্ট হয়, তখন এই জগৎসৃষ্টির হেতুভূত কোন প্রকার সাকার বীজেরই সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহা হইতে জগৎসৃষ্টিব্যাপারে কোন প্রকার সহকারী কারণও যে থাকিবে, তাহারও অসম্ভাবনা নিশ্চিত। ২১

তবে কি পরব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা যাইবে? না, তাহাও নহে; কারণ, তাহার আকারকল্পনা হইতেই পারে না; অধিক কি, তাঁহাতে পরমাণুসম্বন্ধও নাই। কাজেই কিরূপে তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইবে? ফলে তাঁহাতে জগৎ-কারণতা নাই। এই সমস্ত হেতুতেই বলা যায়, এই যে সত্যাসত্যস্বরূপ জগৎ আছে, ইহার কারণাত্মক বীজের একান্তই অসম্ভাবনা; সুতরাং কেহই কোথাও কোনরূপ জগৎ-সত্তা উপগত হয় না; বিশেষতঃ পরমাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র; তন্মধ্যে বিশাল সংসার বিদ্যমান; এরূপ উক্তিও একান্তই যুক্তিসঙ্গত নহে। উপমাস্থলে বলা যায়, ক্ষুদ্র সর্ষপকণার গর্ভে প্রকাণ্ড সুমেরু বিদ্যমান; ফলে অজ্ঞগণের এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসম্ভব।২২-২৪। বীজ থাকিলে কার্য্য-কারণব্যাপার ঘটিতে পারে; কিন্তু জগৎ আকারহীন, কাজেই বীজও অসম্ভব; সুতরাং জন্য-জনকরূপ যে একটা কার্য্য-কারণ-ভাব, তাহাও নাই। অতএব স্থির যে, যাহা পরম পদার্থ, সেই ব্রহ্মই মাত্র ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যবসিত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুরই বিকাশ বা কিছুরই বিনাশ সম্ভবে না। তবে এই যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এতৎসমস্তই চিদাকাশ; চিদাকাশই এ সমস্ত ভ্রমসঙ্কুল জগদাকারে লক্ষিত এবং অশুদ্ধে অশুদ্ধ ও শুদ্ধে শুদ্ধবৎ লক্ষিত হয়। ২৫-২৭

বায়ুতে স্পন্দবৎ তদীয় আকাশরূপ প্রতিভাসমান; কাজেই এ বিষয়ে কোন প্রকার সৃষ্টিশব্দের বিষয়-বিকল্পনা থাকিবার নয়। আকাশে যেরূপ শূন্যত্ব ও সলিলে দ্রবত্ব, তদ্রূপ আত্মায় স্ববিবর্ত্ত-স্বরূপ বিশুদ্ধ পার্থক্যই সৃষ্টিরূপে সমবেত। উহাতে প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য কিছুই নাই। ২৮-২৯

ভাসমান ব্রহ্মই আমাদিগের নিকট জগদাকারে বিতত; তিনি আদিহীন ও অন্তহীন; কাজেই নিত্য সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উদয় বা বিলয় কিছুই নাই। প্রমাতার শরীর ক্ষণমধ্যে দেশান্তরে গমন করে। তাঁহার ঐরূপ গমনে সে

শরীর যেরূপ শূন্যাত্মক বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়, তদ্রূপ এই জগৎও শূন্য আকাশস্বরূপেই অধিষ্ঠিত আছে। বায়ুতে যেরূপ স্পন্দন, সলিলে দ্রবত্ব ও আকাশে শূন্যত্ব স্বধর্ম্মরূপে সংশ্লিষ্ট আছে, এই জগৎও তদ্রূপ বিভিন্ন পদার্থের সম্পর্ক-শূন্য হইয়া আত্মাতেই অভিন্নরূপে বিরাজমান আছে। ৩০-৩২

হে বৎস! এ জগৎ পরমার্থ-স্বভাবে অধিষ্ঠিত; ইহা সম্বিদাকাশ। ইহার অস্ত বা উদয় নাই। ইহাতে সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কের অভাব বলিয়া ইহা শূন্যাকাশ নামের উপযুক্ত বটে; তথাচ ঐরূপ আকাশ একান্তই অপ্রসিদ্ধ। কারণ, নির্ম্মল দৃশ্যপরম্পরার চিৎস্বভাব তথাবিধ গগনের অঙ্গ হইতে পারে কিরূপে? অতএব তুমি যাবতীয় দৃশ্যপরম্পরা বিসর্জ্জন করত চিদাকাশরূপে অধিষ্ঠিত থাক। ৩৩

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বৎস! যখন এই জগতের ব্রহ্মাদ্বৈতই প্রতিপন্ন হইল, তখন কারণ ব্যতীত সৃষ্টিব্যাপারে ভাবাভাবের স্বীকার-বর্জ্জন-রূপ স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর বিশ্ব পূর্ব্ব হইতেই অনুৎপন্ন। মূর্ত্তিমান্ বৃক্ষাদির যেরূপ হেতুভূত বীজ, তদ্রূপ নিরাকার আত্মা কদাচ সৃষ্টিব্যাপারের হেতু নহেন; ঐরূপ হেতু তিনি কোনক্রমেই হইতে পারেন না। পূর্ব্বে এ কথা বহুবার সবিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব যিনি অনুভববিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি এই কল্পনাময় সংসারকে চিৎস্বরূপেই জ্ঞাত হইয়া নিরন্তর স্বাত্মায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ চিন্তা করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফলই করগত হইয়া থাকে। মদিরা-সম্পর্কে আত্মার ক্ষুব্ধতা হয়, তদনুসারে, সে যেরূপ মত্ততাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞ আত্মা চিদ্‌বিধাতার ভাবনানুরূপ যে সৃষ্টিব্যাপার, তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ১-৪

হে রাম! এইপ্রকারে উৎপত্তি-রহিত বলিয়া সমস্তই যখন অকিঞ্চিৎরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তখন তুমি একমাত্র সেই শান্ত ব্রহ্মকেই জ্ঞাত হও। ৫। জলে যেরূপ জল-দ্রব, তদ্রূপ এক সেই চিদাকাশেই চিদাকাশ এবং সেই চিন্ময়তা প্রকৃতপক্ষে জগদ্‌বিকাশ। এই হেতু প্রবাদ এইরূপই চলিয়া আসিতেছে

যে, ব্রহ্ম স্বয়ংই আপনাকে জগদাকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৬। বস্তুতঃ এ জগৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায়ই অনুভূত হইতেছে কিংবা কাচাবৃত নেত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে আকাশের যেরূপ বৈরূপ্য দেখা যায়, তদ্রূপ সৃষ্টিস্বরূপে ভাবিত চিদাকাশে এই বিচিত্র জগৎ বিকাশ পাইতেছে। অতএব এ জগৎ কাচাবরণে দর্শনের ন্যায় অথবা স্বপ্নানুভূতির ন্যায় অজ্ঞের সকাশে প্রতিভাসমান হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে হইলে বুঝিবে,—চিদাকাশই কেবল বিরাজমান রহিয়াছে। ৭-৮

হে বৎস! সেই আদি সৃষ্টির প্রারম্ভে নদীতরঙ্গ-সমূহ যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, আজিও তদ্রূপ ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে বুঝিয়া দেখ, যাবতীয় পদার্থরচনাই দৃষ্টিবিষয়িণী। আরও দেখ, নদীর তরঙ্গশ্রী যেরূপ জলসত্তার অনতিরিক্ত, তদ্রূপ এই জগতেরও চিদাকাশে চিৎসত্তার অতিরিক্ত সৃষ্টিব্যাপারের নিতান্তই অভাব। আরও দেখ, মৃত্যু দেখিয়াই বা একান্ত নাশ স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? এই অস্বীকারের প্রতি হেতু উহা তো সুষুপ্তি অবস্থার পরমানন্দরূপ সুখবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপে শরীরাদিস্বরূপে পুনর্ব্বার যে সংসারোদয় দেখিতেছ, উহাও তো নূতন সংসার-সুখ মাত্র। অতএব জননে এবং মৃত্যুতেও তো সুখাতিরিক্ত সত্তা নাই; কাজেই কোনরূপ ভয়েরও হেতু নাই। যদি বল, যাবতীয় কুকর্ম্মই মৃত ব্যক্তির নরকজনক; সুতরাং তাহা হইতে তো ভয়ের আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে বলা যায়, ঐ ভয় জীবিত এবং মৃত—দুইয়ের পক্ষেই তুল্য। কারণ, নরকাদির যে সত্তা, তাহাও ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বীকার্য্য নহে। যাহা দুঃখ, তাহাও সুখরূপে সংস্থিত। এ অবস্থায় পৃথক্ ভয় কি প্রকারে থাকিতে পারে? ৯-১৩

হে রাম! জীবন ও মৃত্যু, এতদুভয়ের স্থিতিরূপিণী যে সত্তা, তাহাও ব্রহ্ম-সুখাত্মিকা; ইহা বিদিত হইয়া যাঁহার মন চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই অন্তরাত্মা স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ১৪। তাঁহার যাবতীয় দৃশ্য-দর্শন বিলুপ্ত হওয়ায় যেরূপ সম্বিদ্ প্রকাশ পায়, তিনি সেই সম্বিন্ময় হইয়াই থাকেন; তাই তখন তাঁহার মুক্ত নাম প্রসিদ্ধ হয়। ১৫। বিশেষতঃ দৃশ্যপরম্পরার অত্যন্তাভাব নিশ্চিত বলিয়া যে কোনরূপ সত্তাবলে সৃষ্টি-কার্য্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সত্ত্বেও দৃশ্যসমূহের যে নির্ব্বিষয় জ্ঞান, তাহাই মুমুক্ষুর মুক্তত্ব-সাধক। রাম! যাহা অচেত্য, তাহা চিতিক্রিয়ার রূপ হওয়া অসম্ভব; অতএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা চিদ্ভাবের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। ১৬-১৭। চিদাকার কাচের অসকৃৎ বিস্ফুরণই জগৎসংজ্ঞায় আখ্যাত। কারণ, পরমাকাশ অতি

বিমল; তাহাতে বন্ধন বা মুক্তির সম্বন্ধ থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। ১৮। চিদাকাশের যে স্পন্দন বা সঙ্কল্প, তাহাই জগতের স্বরূপ; উহাকে কদাচ ক্ষিতি প্রভৃতি পৃথক্ ভূতময় বলিয়া স্থির করা যায় না। ১৯। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, আকাশ—এ সমস্ত কিছুই নাই, না থাকিলেও সমস্তই প্রতিভাসমাত্রে সত্তের ন্যায় বিলসিত হইতেছে। এরূপ হইলেও প্রকৃত অন্বেষণের ফলে সমস্তই একান্ত অসৎ। পরমার্থপক্ষে এতৎসমস্তই চিদ্‌ঘনস্ফুরণ। ইহারা অশূন্য হইয়াও শূন্য এবং আকাশাপেক্ষাও সমধিক বিমল। ইহাদের আকার প্রত্যক্ষ হইলেও ইহারা আকারহীন, এবং অসৎ হইয়াও অতীব দীপ্তিমান্। তবে ইহা কি? ইহা অতি বিমল একমাত্র চিৎস্বরূপ। ২০-২২

হে রাম! চিদাকাশের কলুষরূপই জগৎ, আর তাহার অকলুষ রূপই পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণাখ্যায় আখ্যাত। ঐ স্বচ্ছ রূপ সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। গগনে যেরূপ শূন্যত্ব, এবং সমুদ্রে যেরূপ দ্রবত্ব, তদ্রূপ ঐ জগৎ উহাতে অভিন্ন। ২৩॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! গগনে শূন্যত্বের ন্যায় চিদাকাশে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম নিয়ত স্বচ্ছভাবেই শোভা পাইতেছেন। তাঁহার যেমন স্বচ্ছতা, তাহা দূর করিবার সামর্থ্য দৃশ্য-শ্রীর নাই। যেখানে চিৎশক্তি বিদ্যমান, সেখানে সৃষ্টিব্যাপার থাকিলেও পদার্থ-সমষ্টির চিন্ময়তা নিবন্ধন কোথাও অচিদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। স্বপ্নদর্শনকালীন শৈলাদি পদার্থ-রাজি চিদাকারেই দৃষ্ট হয়; এইরূপে জাগরণসময়েও পদার্থ-ব্যক্তি অদ্বয় চিন্ময় পরমাকাশরূপেই অনুভবলভ্য হয়। হে তাত! এ বিষয়ে ত্বৎসকাশে পাষাণোপাখ্যান বলিতেছি। এই উপাখ্যান সমস্ত ভ্রমরোগের ঔষধিস্বরূপ। পূর্ব্বে আমিই ঐ উপাখ্যানের প্রকৃত চিত্র দেখিয়াছিলাম, যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহা আকর্ণন কর। ১-৪

এক দিন আমি সর্ব্বতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া সিদ্ধকাম হইলে, এই ভ্রান্তিসঙ্কুল লোকব্যবহার ত্যাগ করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে জন্মিল। ৫। আমি চিরবিশ্রান্তি প্রাপ্তির জন্য বিজনে কোন দেবমন্দিরে বসিলাম এবং সংসারভাব ত্যাগ করত ধ্যানে তন্ময় হইলাম। ৬। তখন আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম, —এই সকল সংসারভাব সম্পূর্ণ বিনশ্বর; আর এই যে আপাতচিত্তহারিণী

লোকস্থিতি, ইহারও পরিণাম নিতান্ত দুঃখাবহ। ঈদৃশ কোন স্থান বা কাল নাই, যথায় ইহা কোনরূপেই সুখপ্রদ হইতে পারে। অধিকন্তু এই সমস্ত দৃশ্য-দর্শনের ফল ইষ্টানিষ্ট উভয়াত্মকরূপেই সমুদিত হয় এবং ইহাতে উদ্বেগও জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এ সমস্ত কি? আমি এ কি দেখিতেছি? এই সমগ্র সংসারই সেই অনাদি চিদাকাশ; এ সকলই সেই চিন্ময় আত্মায় শোভা পাইতেছে। সুতরাং আমি এই সিদ্ধ-বিদ্যাধর-দৈত্য-দানব-সমাকীর্ণ মহা দুর্গম দেশ ত্যাগ করিয়া ইহা অপেক্ষা কোন এক উত্তম স্থানে যাই। এই আমার স্বীয় শরীর আমি অন্তর্দ্ধানাদি উপায় দ্বারা গোপনে রাখি এবং সর্ব্বজীবের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে সেই সম সুনির্ম্মল শান্তিপূর্ণ পরমপদে যাইয়া নির্ব্যগ্রিতভাবে অধিষ্ঠান করি। ৭-১২

কিন্তু এখন সেরূপ একান্ত শূন্যস্থান কোথায় পাইব, যেখানে গমন করিলে পঞ্চভূতের সম্পর্কজন্য বেদনা আমার আর অনুভূত হইবে না? ১৩। ঐ অদূরে ভূধর, উহাকেই আমি কি সমাধিস্থান করিব? না,—তাহা হইবে না। কারণ, নানা শব্দসঙ্কুল বন আছে, জল আছে, মেঘ আছে, নানারূপ জীব আছে, তৎসমস্ত দ্বারা একান্ত সমাকুল বলিয়া ঐ ভূধর মৎসকাশে বড়ই চঞ্চল; বিশেষতঃ গিরি-সকল নিজেরাই যে কেবল চঞ্চল, তাহা নহে; তাহারা অন্যকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। অতএব ঐ স্থান আমার পক্ষে অনুকূল নহে; তাহারা আমার শত্রুস্থানীয়। পর্ব্বতের সানুদেশও আমার সমাধির উপযুক্ত স্থান নহে। কারণ, তথায় কিরাত প্রভৃতি নিকৃষ্ট-জাতির বাস; সুতরাং তাহাও সমাধির অননুকূল। জনপদাদিও উপযুক্ত স্থান নহে; তাহা বিষরূপ সর্পসমূহে সতত সমাকীর্ণ; সুতরাং মৎসকাশে বিষময়-রূপেই অনুভূয়মান। ১৪-১৫

নগরসমূহ নানা নাগরিক লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া মৎসকাশে যেরূপ পরিত্যজ্য, তদ্রূপ সমুদ্রের মধ্যভাগও প্রতিকূল জ্ঞানে আমি পরিহারযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, উহাও নানাজাতীয় অগণ্য জীবসমূহে পরিপূর্ণ। ১৬। সমুদ্রের তটপ্রদেশও আমার সমাধিযোগ্য স্থান নহে। যেহেতু, ঐ সমস্ত স্থান লোকপালগণের আবাসভূমি। কি পাতালগর্ভ, কি পর্ব্বতশৃঙ্গনিচয়, এ সকলও আমার পরিহার্য্য। কারণ, এই সকল স্থানেও অগণ্য জীবকুলের বাস। পর্ব্বতগুহা নির্জ্জন বটে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেখানেও সিংহ আছে বা সর্পাদি খলচরিত্র জীব বাস করিতেছে। আরও এক বিঘ্ন এই যে, তত্রত্য লতাজাল বায়ু-নিঃস্বনচ্ছলে প্রায়শই গ্লান করিয়া থাকে। অধিকন্তু তাহারা পুষ্পরূপ হাস্যচ্ছটা বিকাশ করিয়া কিসলয়রূপ কর-সমূহ-প্রসারণপূর্ব্বক নিরন্তর নৃত্য করিতে থাকে। কাজেই তাহাও সমাধির অনুকূল স্থান নহে। ১৭-১৮।

সত্য বটে, দক্ষিণাপথে বহুসংখ্যক সরোবর বিদ্যমান, সেই সমস্ত সরোবর-তীর সমাধিযোগ্য স্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু তত্তৎস্থলেও বিঘ্ন বিদ্যমান। মৎস্যাদির পুচ্ছাঘাতে এবং স্নানমগ্ন ঋষিদিগের করস্পর্শে তত্রত্য পদ্মদল যখন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন জলভ্রম উপস্থিত হইয়া সমাধি-বিঘ্ন-জনক নানারূপ শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন আমি মৌনী থাকিব, সুতরাং সেই শব্দ-নিবারণে ক্ষমতা না থাকাতে ঐ স্থান আমার কোনরূপেই মনোনীত হইতেছে না। দেখিতেছি, নির্ঝরভূমিও আমার সমাধির উপযুক্ত স্থান নহে; কারণ, তাহাও বায়ু-বিতাড়িত চঞ্চল তৃণবল্লী ও ধূলিরাজি দ্বারা সমাকুল হইয়া বায়ুশব্দচ্ছলে শব্দ করে। সুতরাং সেই স্থান আমি সমাধির অন্তরায় বলিয়াই বিবেচনা করি। ১৯-২০

এখন দেখিতেছি, শূন্যই আমার মতে সমাধির উপযুক্ত স্থান; উহাতে কোনরূপ বিক্ষেপক কারণ নাই; সুতরাং উহারই কোন দূরবর্ত্তী স্থানে আমি সুখাবহ যোগোপায় আশ্রয় করত অধিষ্ঠিত থাকিব। ২১-২২

হে রামচন্দ্র! আমি এই প্রকার চিন্তা করিয়া নির্ম্মল শূন্যমার্গে গমন করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, সমগ্র শূন্যস্থান সহস্র-বিক্ষেপ-কারণে পরিব্যাপ্ত আছে। তাহার কোন স্থানে সিদ্ধগণ ভ্রমণ করিতেছেন, কোথাও মেঘজাল গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থান বিদ্যাধরদিগের আবাস-গৃহে পরিবৃত রহিয়াছে; কোথাও যক্ষকুল গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রধান প্রধান পুরী শোভা পাইতেছে; কোথাও উভয় পক্ষে সংগ্রাম চলিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও যোগিনীরা তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে, কোথাও দৈত্যগৃহের কাছে দেবভবনান্বিত গন্ধর্ব্ব-নগর শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে গ্রহগণ বিচরণ করিতেছে, কোন স্থান নক্ষত্রজালে মণ্ডিত রহিয়াছে, কোথাও খেচরেরা পরিভ্রমণ করিতেছে, কোথাও সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবলবেগে বহিতেছে, কোন স্থান নানারূপ উৎপাতসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং কোন কোন স্থান জলদজালে মণ্ডিত আছে। কোথাও কোথাও অদৃষ্টপূর্ব্ব পিশাচেরা পরিভ্রমণ করিতেছে; কোন কোন স্থানে অসংখ্য নগরসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে, কোথাও সূর্য্যরথ দৃষ্ট হইতেছে, অসহ্য সূর্য্যকরতাপে কোন কোন স্থানে জীবকুল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; কোথাও সুস্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণ বিকাশ পাইতেছে; কোন কোন স্থান ভূত-প্রেতাদি দেবযোনিবিশেষে সমাকীর্ণ বলিয়া ভয়াবহ হইয়াছে; কোন স্থান ভীষণ অগ্নি-সংযোগে দুর্গম হইয়াছে; কোথাও বেতালদল নাচিতেছে; কোন স্থানে বিহগপতি গরুড় বিরাজ করিতেছে; কোথাও মহাপ্রলয়-কালীন জলদপটল বিরাজমান এবং কোন কোন স্থানে প্রলয়ের মহাবায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবহমাণ। ২৩-৩০

ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত স্থান অতিক্রম করিয়া আমি অতিদূরে উপনীত হইলাম। অতঃপর তথায় এক শূন্যময় সুবিশাল নির্জ্জন প্রদেশ আমার নয়নগোচর হইল। দেখিলাম, তথায় মন্দমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। তথায় স্বপ্নাবস্থায়ও কোন জীবেরই সমাগম-সম্ভাবনা নাই এবং কোনরূপ শুভাশুভ চিহ্নও তথায় নাই দেখিয়া, সেই স্থানটি সংসারের পক্ষে একান্ত অনভিগম্য বলিয়াই বোধ হইল। ৩১-৩২

তখন কল্পনাদ্বারা আমি সেখানে এক অতি বিস্তৃত কুটীর নির্ম্মাণ করিলাম। সেই কুটীর পদ্ম-কলিকার আবরণে বড়ই মনোহর হইয়া উঠিল; তাহা দর্শনে মনে হইল, যেন পূর্ণচন্দ্রের অভ্যন্তরভাগ ঘুণ-কীটে ক্ষত হইয়া আছে। তথায় কুমুদ, কহ্লার ও মন্দারাদি পুষ্পকলিকা সকল একান্ত শোভা পাইতে লাগিল। ৩৩-৩৪।

তখন আমি মনে মনে ঐ প্রদেশকে সর্ব্বজীবের অগম্য বলিয়া বুঝিলাম এবং সেই স্থানেই বদ্ধপদ্মাসনে একান্ত মৌনভাব ধারণ করত শত-বর্ষান্তে পুনরায় আত্মাভ্যুত্থান স্থির করত নিদ্রাসুখ-মগ্নবৎ শান্তচিত্তে নির্ব্বিকল্প-সমাধিনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম। আমি সুনির্ম্মল গগনে ক্ষোদিত প্রতিমার ন্যায় অচলভাবেই স্থির রহিলাম। ৩৫-৩৭

হে রাম! মন বহুক্ষণ ধরিয়া যাহার অন্বেষণ করে, সে তাহাই দেখিতে পায়। অতএব সমাধিতে মগ্ন হইবার অগ্রে আমি যে শত বর্ষ যাবৎ মদীয় সমাধি-সময় নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই শতবর্ষকাল যাবৎ নিশ্বাসবায়ুবৎ বোধবীজ আমার হৃদয়ে বিস্তৃত রহিলেও সেই হৃদয় কেমন এক প্রকার আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এখন হৃদয়ক্ষেত্রে তদীয় বিকাশসময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার বোধবীজ প্রবুদ্ধ হইল। শীত-সম্পর্কে বৃক্ষ শুষ্যমাণ হয়, আবার বসন্তাগমে তাহার রসসঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে সেই বোধবীজেরও তখন বেদনানুভব হইতে লাগিল। ৩৮-৪০। সেই শতবর্ষকাল আমার পক্ষে তখন মুহূর্ত্ততুল্য বিগত হইয়া গেল। কারণ, একাগ্রচিত্ত লোকের কাছে অতি দীর্ঘকালও অল্পক্ষণবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। বসন্তাগমে বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ রস যেমন বাহিরে পুষ্পরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সকলও বাহ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইল। তখন আমাতে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সমাগত হইল। আমি জীবন লাভ করিলাম। ইহা দেখিয়া কোথা হইতে অহঙ্কার-পিশাচ আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল। ঐ পিশাচ ইচ্ছারূপিণী পিশাচী-কর্ত্তৃক প্রগাঢ়রূপে সমাশ্লিষ্ট হইল; মনে হইল, যেন একটা অত্যুন্নত তরুকে প্রবল বাত্যা আসিয়া অতর্কিত-ভাবে অবনামিত করিয়া ফেলিল। ৪১-৪৩

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনে! জ্ঞানের মূলীভূত নির্ব্বাণের উদয় হইলেও আপনাকে কি প্রকারে সেই অহঙ্কার-পিশাচ আক্রমণ করিল, বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি এ বিষয়ে যথাযথ বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন। ১

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, অহঙ্কার ব্যতীত কাহারও দেহ থাকিতে পারে না; যেহেতু, আধেয় বস্তু আধার ব্যতীত কখনই থাকা সম্ভব নহে। ২। এ বিষয়ে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে তোমার হৃদয়স্থ অহঙ্কার-পিশাচ শান্তভাব অবলম্বন করিবে। ৩। এই অহঙ্কার-পিশাচ অবিদ্যমান হইলেও অজ্ঞানরূপ বালক তাহার হৃদয়ে উহা কল্পনা করিয়া লইয়াছে; সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই উহা হৃদয়ে বাস করিয়া থাকে; তবে প্রদীপহস্ত ব্যক্তির নিকট অন্ধকার যেমন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অজ্ঞান থাকিতেই পারে না; যেহেতু, সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়াও যাহার অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহার সত্তা থাকিতেই পারে না। বিচার করিয়া এই অজ্ঞতা-পিশাচীকে যতই দেখিবে, ততই ঐ পিশাচীর ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। ৪-৬

হে রাম! রাত্রিকালে যেরূপ নিরাকারা যক্ষী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রথমাবস্থায় অবিদ্যার বিকাশ হইতেই অজ্ঞতার উৎপত্তি হয়। আকাশে যদি আর একটি চন্দ্র দেখা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কলঙ্ক-মৃগও দেখিতে পাওয়া যাইবে; সৃষ্টিকার্য্য থাকিলেই অবিদ্যা উদ্ভূতা হইয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য না থাকিলে অবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এই সৃষ্টিকার্য্য অজ্ঞ ব্যক্তির জানা থাকিলেও উহা অনুৎপন্ন বলিয়া উহার অস্তিত্ব নাই এবং আকাশ-বৃক্ষের মত ইহা জন্মায়ও নাই। ৭-৯

শূন্যস্বরূপা আদিসৃষ্টি যখন পরমাকাশের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ক্ষিতি প্রভৃতির জ্ঞানবিষয়ে আর কি কারণ থাকা সম্ভব? বিশেষ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন যখন আকারহীন, তখন উহার সাকার ঘটপটাদির কারণ হওয়া কখনই সম্ভব নহে; কারণরূপ বীজ হইতে অঙ্কুরের জন্ম অবশ্যই হইয়া থাকে; কিন্তু যেখানে বীজের অস্তিত্বই নাই, সেখানে অঙ্কুরের সত্তা থাকিতেই পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, ইহাই সাধারণ নিয়ম, কেহ কখনই আকাশে বৃক্ষ দেখিতে পায় না; তথাপি যে আকাশগাত্রে বৃক্ষ দেখা যাইয়া থাকে, তাহা বাস্তব সত্তাহীন কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১০-১৪

সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্যে বিঘ্নশূন্য যে সৃষ্টি অনুভব করা যায়, তাহা আকাশ-বৃক্ষাদির ন্যায় কল্পনাময় বলিয়া জানিবে। ১৫

হে রাম! সৃষ্টিস্বরূপে যে বিকারহীন চিদাকাশ বিলসিত হইতেছে, তাহা চিন্ময়, সেই জন্যই উহা ঈশ্বরেরই স্বভাব বলিয়া জানিবে। আমরা স্বপ্নাবস্থায় যে সকল পর্ব্বতাদি দেখিয়া থাকি, তাহা যেমন অলীক, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। ১৬-১৭। যেরূপ চিৎস্বভাব-স্বপ্নে সৃষ্টিকার্য্যের উপস্থিতিতে অসৃষ্টবস্তুও সৃষ্টবস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে যেরূপ মহাকাশে এক অজ্ঞেয়, অজ, অব্যয় প্রভাসিত হয়েন, সৃষ্টিসময়েও আমাদিগের নিকট সেইরূপই সৃষ্টি উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। তবে ইহাও জানিও যে, ইহাতে সৃষ্টিও নাই এবং পৃথিবী প্রভৃতির কোন সম্পর্কই নাই, এ সবই সেই আধারহীন শান্ত ব্রহ্ম স্ব-রূপেই অবস্থিত রহিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম যেরূপ অমলিন রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সেইরূপেই প্রতিভাত হয়। যেরূপ দেহীর স্বপ্নদৃষ্ট গৃহাদি চিন্মাত্রের মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় সৃষ্টিকার্য্যও সেই চিন্মাত্রের বিলাস ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ২০-২২

হে রঘুকুলোত্তম! স্বচ্ছ চিৎপরমাকাশে যে চিদাকাশ বিদ্যমান আছে, তাহাই ব্রহ্মের স্বভাবসৃষ্টি; ইহাই যখন স্থির, তখন কোথায়ই বা বিদ্যা, কোথায়ই বা শক্তা অহঙ্কারাদি, আর কোথায়ই বা সৃষ্টি? সবই সেই শান্তস্বভাব ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ২৩-২৫। হে রাঘব! আমি তোমাকে অহঙ্কারের উপশান্তির কথা জ্ঞাত করাইলাম। এই অহঙ্কার সম্যক্প্রকারে দৃষ্টিগোচর হইলে, কল্পিত পিশাচ যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ অবশ্যই লয় পাইয়া থাকে। ২৬

আমি যখন সম্যক্প্রকারে এই অহংভাব জানিতে পারিলাম, তখন শরৎকালের মেঘাড়ম্বর যেমন নিষ্ফল হইয়া থাকে, আমাতে উহা বর্ত্তমান থাকিলেও সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া গেল। অঙ্কিত অগ্নিশিখার যেরূপ দাহনশক্তি থাকে না, সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্য সম্যক্ জ্ঞাত হইলেই অহংভাব নিষ্ফল হইয়া থাকে। ২৭-২৮। সমাধিসময়ে যখন আমার অহঙ্কারত্যাগ এবং ব্যবহারসময়ে তাহাতে অনুরাগ—এ উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান, তখন আমি আকাশের ন্যায় সৃষ্টি-বিষয়ে এবং অন্য সময়ে সমভাবেই রহিয়াছি, ইহা জানিবে। আমি অহঙ্কারেরও কেহ নহি এবং অহঙ্কারও আমার কেহই নহে; সুতরাং হে রাম! তুমি এই প্রপঞ্চকে অত্যন্ত ঘন চিদাকাশই জানিবে। আমারও যেমন অঙ্কিত অগ্নিশিখাতে অগ্নিভ্রম হয় নাই, তদ্রূপ অন্যান্য জ্ঞানীদিগেরও কখনও হয় নাই। ২৯—৩১

আমি নাই, অন্য কেহ নাই, অধিক কি বলিব, কিছুই নাই, এইরূপ

যদি নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত ব্যবহারপরায়ণ হইয়া শিলার ন্যায় মৌনভাবে অবস্থিতি কর। অতএব হে রঘুনাথ! তুমি আকাশকোশের ন্যায় শুভ্রমূর্তি ধারণ করিয়া শিলার মত সর্ব্বভাববিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বকাল অবস্থান কর। এখন এই সৃষ্টিসময়েও যেমন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তেমনি সকলই সেই চিন্ময়, কোন প্রকার দৃশ্যবস্তু নাই, অতএব সমস্ত বস্তুকেই মঙ্গলময় ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। ৩২—৩৩

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! আমার মঙ্গলের জন্য আপনি যে নিষ্কলঙ্ক উদার বহুবিস্তৃত ভূয়োদর্শনের কথা বিবৃত করিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। যাবতীয় পদার্থ সকল স্থানে সকল সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে অবস্থিত আছে, ইহা সত্য; কিন্তু তথাপি আমার এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে আপনি পাষাণাখ্যান নামে যে ব্যাপারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন। ১-৩

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সকল বস্তু সর্ব্বসময়ে সকল স্থানে বিদ্যমান, ইহারই সমর্থনকল্পে পাষাণ-আখ্যান কথিত হইতেছে। অতিনিবিড় ছিদ্রহীন পাষাণের অভ্যন্তরপ্রদেশেও ব্রহ্মের অবস্থিতি আছে বলিয়া, এই জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত কথায় দেখাইতেছি। ৪ ৫। আকাশের ন্যায় প্রকৃত শূন্য মহদাকার চিদাকাশে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু রহিয়াছে, লতাগুল্ম-বীজাদি এবং প্রাণী, জল, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতির অভ্যন্তরেও সমুদয় সৃষ্টি নিহিত রহিয়াছে, ইহাই তোমাকে বাক্যের দ্বারা বুঝাইতেছি। ৬-৭

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! ঘটপটাদির মধ্যেও যদি সৃষ্টিব্যাপার থাকে, তবে শুদ্ধ চিদাকাশে ঐ সৃষ্টি দেখা যাইবে না কেন, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বলুন ৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! আমি তোমার নিকট সত্য কথাই ব্যক্ত করিয়াছি। যে সৃষ্টি দেখিতে পাইতেছ,উহা চিদাকাশ; এই চিদাকাশ চিদাকাশেই অবস্থিত আছে। প্রত্যক্ষ দর্শনে ঐ সৃষ্টি প্রথমে ঘটে নাই বটে, এবং আজিও বর্ত্তমান নাই সত্য; কিন্তু যে দৃশ্য প্রকটিত রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে। তবে অণুপরিমাণ এমন ভূমিও নাই, যাহা সৃষ্টিব্যাপারে

পরিপূর্ণ নহে, অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে সৃষ্টি কোথাও নাই, সবই সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। ৯-১১। এইরূপ অণুপরিমাণ তেজ সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ থাকিলেও, কোথাও তেজের সহিত সৃষ্টি-সম্পর্ক নাই, সবই সেই চিদাকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। এই প্রকার বায়ুরও অণুপরিমাণ সৃষ্টিকার্য্যে পূর্ণ থাকিলেও কোথাও সৃষ্টি নাই, সবই সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। যাহা সৃষ্টিবিষয়ে পূর্ণ নয় অথচ কুত্রাপি সৃষ্টির সম্পর্ক নাই, সবই সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম, অধিক কি, এরূপ পঞ্চ মহাভূতই নাই, যাহা সৃষ্টি-কার্য্যে পরিব্যাপ্ত নহে; অথচ কোথাও সৃষ্টিসমাবেশ নাই, শুদ্ধমাত্র সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১২-১৫

হে রাম! এইরূপ পর্ব্বত সকলের এমন অণুপরিমাণ অংশ নাই, যাহাতে সৃষ্টিসম্পর্ক না আছে, অথচ কোথায়ও সৃষ্টিব্যাপার নাই, সবই সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্মের অনুমান, এবং সৃষ্টিবিহীন না হইলেও কুত্রাপি সৃষ্টি সম্পর্ক নাই, সবই সেই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। সৃষ্টি ব্যাপারের এমন অণুমাত্র অংশ নাই, যাহা সর্ব্বসময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। অতএব ব্রহ্ম ও সৃষ্টি এই উভয়ই এক, মাত্র কথায় ভিন্ন। বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়েরই কোনই পার্থক্য নাই। ১৬-১৮

সমুদয় সৃষ্ট পদার্থই পরমব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্মই সৃষ্টির কার্য্য। যেরূপ সূর্য্য ও অগ্নির তাপ একই, সেইরূপ পরমব্রহ্ম ও সৃষ্টি—এতদুভয়ের কোনই প্রভেদ নাই। কিন্তু ইহা সৃষ্টি, ইহা ব্রহ্ম—উভয়ের প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ না থাকিলেও যে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সে শুধু কুঠার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত শব্দের ন্যায় ভিন্ন অর্থ-শূন্য হইয়াও পৃথক্‌রূপে বিকাশ পাইতেছে মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এতদুভয়ের দ্বৈতভাব থাকিলেও ব্রহ্ম ও সৃষ্টি শব্দের অর্থ কিরূপে প্রকাশিত হইবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ের একতানিবন্ধন ঐ দুইটি শব্দের অর্থ কিরূপে কাহার ন্যায় প্রদীপ্ত হইবে? তাই বলি, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারসময়েও এই দৃশ্যজাত আদ্যন্তরহিত, অসীম, শান্তিময়, নির্ম্মল আকাশরূপেই প্রতিভাত হয়; অতএব তুমি, আমি, দেব, দানব, পর্ব্বতসকল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে চিদাকাশময় নির্ব্বাণ বলিয়া জ্ঞাত হও এবং জীবের অন্তরে স্বপ্নাবস্থায় যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা জাগ্রত অবস্থাতে স্মৃতির বিষয় হইলেও স্বস্বরূপেই যেরূপ অবস্থিত থাকে, তুমিও সেইরূপ এই জাগতিক ব্যাপার-নিচয়কে আত্মস্বরূপে দেখ। ১৯-২৩

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনে! শত বৎসর পরে আকাশকোণস্থ কুটীরমধ্যে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! আমি সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইতেই মৃদু অস্পষ্ট-বাক্যযুক্ত মিষ্ট শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেই অস্পষ্ট শব্দের অর্থ কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না, তথাপি সেই শব্দের কোমলতা ও মধুরতায় ইহাই বুঝিলাম যে, উহা স্ত্রীকণ্ঠ হইতে নির্গত এবং সেই জন্যই অস্পষ্ট বলিয়াই দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইল না। ঐ শব্দ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মধুর এবং বীণাধ্বনির ন্যায় আনন্দদায়ক। ইহা বালকের ক্রন্দনের ন্যায় নহে, কিংবা যুবকের পাঠধ্বনির মতও নহে। ২-৩

আমি সেই শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং সেই শব্দের অনুসরণে দশদিক্ চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিলাম যে, আকাশের এই স্থান সিদ্ধবিদ্যাধরগণের সমাগমহীন লক্ষ যোজন শূন্যস্থান অতিক্রম করিয়াই অবস্থিত, তবে এইরূপ শব্দ এই স্থানে কিরূপে আসিতেছে? আমি বহুবিধ অনুসন্ধানেও ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার সম্মুখস্থ আকাশ অত্যন্ত অমলিন ও একেবারেই শূন্য; এখানে বিশেষ যত্নসহকারে দেখিয়াও প্রাণিসমাগমচিহ্ন উপলব্ধি হয় না। যখন বহুবার দেখিয়াও শব্দকারী দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, প্রথমে উপাধিত্যাগকালে আকাশ হইয়া আকাশের সহিত একত্ব পাইয়াছি, সেই নিমিত্ত আমিই আকাশমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া আকাশগুণ শব্দ ও শব্দার্থকে উৎপন্ন করিতেছি। ৪-১০

হে রাঘব! অধিক জলে একবিন্দু জল যেমন সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি এখন আমার বর্ত্তমান দেহাকাশকে সমাধিবলে পুনরায় এই স্থানে রাখিয়া, চিদাকাশমূর্ত্তি হইয়া আকাশের সহিত মিলিত হইব। এইরূপ চিন্তা করতঃ আমি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া আবার দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত সমাধিমগ্ন হইলাম এবং সেই অবস্থায় ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বাহ্যবিষয়-সমূহকে ইন্দ্রিয়নিরোধ দ্বারা এবং অন্তঃকরণের বিষয়-সম্পর্কিত মন্তব্যাদিকে মননাদি দ্বারা ত্যাগ করত সম্বিন্ময় ও স্পন্দময় চিত্তাকাশ ধারণ করিলাম। ১১-১৩। ক্রমশঃ তাহাও ত্যাগ করত প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বপদে উপনীত হইলাম, পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব চিদাকাশে অবস্থান পূর্ব্বক জগদাকার প্রতিবিম্বের দর্পণস্বরূপে উপনীত হইলাম। অল্পপরিমাণ জল যেরূপ সমুদ্রজলের সহিত এবং গন্ধ গন্ধের সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ আমিও তখন সেই

স্বভাবের আকাশরূপেই উপনীত হইলাম। সেই অবস্থায় আমি আকারশূন্য হইয়াও মহাকাশ ব্যাপিয়া সীমাহীন সর্ব্বব্যাপী হইলাম এবং আমার নিজের কোনরূপ আধার বর্ত্তমান না থাকিলেও আমি তখন জগদাধাররূপে অবস্থিত হইলাম। ১৪ ১৬

সেই স্থানে ত্রৈলোক্যসমূহ, অসংখ্য সংসার এবং অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল দৃষ্ট বস্তু পরম্পর দর্শনে আকাশস্বরূপ শূন্যাত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সেই সকল জগৎ পরম্পর একই সময়ে নিদ্রিত জনগণের স্বপ্নসদৃশ ব্যবহার দর্শনে মহাব্যাপার হইলেও সাধারণ দৃষ্টিতে সম্বন্ধহীন বলিয়া শূন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অশূন্য; উহারা জন্মগ্রহণ করিতেছে, লয় পাইতেছে, বার বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালে সকল সময়েই উহা সম্ভব হইতেছে এবং বহুবিধ চিত্র ভিত্তিতে বর্ত্তমান থাকিলেও ভিত্তিরূপ আধারশূন্য হইয়াও বিদ্যমান আছে, যেন জনগণ মনে মনে বহুতর রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছে, আবার কতকগুলি আবরণশূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও একমাত্র আবরণে সংযুক্ত আছে এবং তন্মাত্ররূপ পাঁচটি আবরণে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্র আবরণে ছয়টি বিজড়িত। পঞ্চীকৃতের পাঁচটি এবং অপঞ্চীকৃতের পাঁচটি—এই দশ আবরণ-চিত্ত; আবার ইহার সহিত তন্মাত্র, অহংভাব, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই চারিটি মিলিত হইয়া সাংখ্যমতের ষোড়শাবরণ হইয়াছে। তত্ত্বগণনার সময় ইহারা চতুর্বিংশতি প্রকার আবরণ এবং কাহারও কাহারও মতে ইহারা ছত্রিশ প্রকার আকাশকল্প আবরণে আবৃত। ১৭-২৩

হে রাম! এই সকল সংখ্যাহীন জীবসঙ্কুল পঞ্চভূতময় হইয়াও শূন্যস্বরূপ এবং কতকাংশ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়যুক্ত, আবার অন্য কতকগুলি পৃথিব্যাদি তিনটি ভূত দ্বারা আবৃত এবং কতকাংশ বা পৃথিব্যাদি দুইটি ভূতযুক্ত। এই প্রকারে দিক্ এবং কাল লইয়া এক সপ্তমহাভূত একই স্বভাবসম্পন্ন হইলেও কোন কোন স্থলে আপনার ন্যায় ব্যক্তির অনুভবক্ষেত্রে উহার মধ্যস্থিত জীব প্রভৃতির সূক্ষ্মতা, পরিণাম এবং বৈচিত্র্য প্রভৃতির ভেদ নিতান্তই দুরধিগম্য, সূর্য্যাদি অন্ধকারনাশক বস্তুর অভাবে ঐ সকল নিত্য অন্ধকারময় এবং প্রলয়ের সুষুপ্তির মত সর্ব্বদা একমাত্র হিরণ্যগর্ভদেব দ্বারা নিত্যাধিষ্ঠিত হইলেও, কুত্রাপি বিশিষ্ট প্রজাপতিদিগের অংশ দেবগণের বহু প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপারে পূর্ণ, শাস্ত্রসম্পর্কশূন্য; কোথাও বা বৈরাগ্যোৎপাদক শাস্ত্র দ্বারা পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়; ব্যবহারশীল দেবতাদি জীবনিবহ দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ২৪-২৮

চিদাকাশের কোথাও বা কলির প্রবেশ জন্য লোপ পাওয়ায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পরম্পরাক্রমে সাঙ্কেতিক আচারমাত্র; কোনও স্থান অগ্নিময়, কোনও স্থান বা

স্বতঃ প্রকাশিত, কোন স্থান বা জলপূর্ণ, কোন স্থান বা কেবলমাত্র বায়ু দ্বারা পূরিত, কোন অংশ নিশ্চল, আবার কোন অংশ বা নিরন্তর কম্পমান, কোন স্থান ক্রমবর্দ্ধমান, কোন স্থান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ হইলেও অন্য দিকে প্রবাহিত ; কোন স্থান দেবসৃষ্টিতে পূর্ণ, কোনও স্থান বা মনুষ্য-সমাকুল ; কোথাও বা দানবপরিব্যাপ্ত, কোথাও বা কীটনিবহ দ্বারা পরিপূর্ণ ।২৯-৩২

হে রাম! সেই চিৎকোশে কদলীবনের ব্যাপকতার মত পরমাণুতেও অন্তরের অন্তর—তাহারও অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে এবং যেমন সৈন্যগণের দৃষ্ট স্বপ্ন সকল পরস্পরের দৃষ্ট নহে, সেইরূপ ঐ মহাভূত সকল বর্ত্তমান থাকিয়াও পরস্পরের দৃষ্টি-বহির্ভূত এবং পরস্পরের অনুভবের বিষয়ও নহে। ঐ সকল বিবিধপ্রকার হইলেও সুনির্ম্মল আকাশের ন্যায় এবং পরস্পর সমপর্য্যায়ে থাকিয়াও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহারশালী। কোন কোন স্থানে পৃথক্ শাস্ত্রানুশীলন দেখা যায়, আবার কোনও স্থান পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও অত্যন্ত মিশ্রিত বস্তুর ন্যায় নিকটবর্ত্তী। ৩৩ ৩৬

এক স্থানের অধিবাসীরা মৃত্যুর পর অন্য স্থানে গমন করিতেছে বলিয়া পরস্পর পরস্পরের পরলোক এবং পরস্পরের অন্তর্দ্ধান-শক্তি-সমন্বিত বলিয়া সবই সিদ্ধনগরের ন্যায় হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন মহাভূত এবং বিভিন্ন পর্ব্বত বিদ্যমান। সকল স্থান অগ্রবর্ত্তী হইলেও আপনার মত লোকের চেষ্টা ও যত্নের বিষয় নহে বলিয়া আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির কথায় ঐ সকলকে নিতান্তই অসম বলিয়া জানিবে। কোন কোন স্থান মোক্ষ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মীদেবীর কুণ্ডল সদৃশ স্বচ্ছ আকাশে কিরণজালবৎ শোভিত রহিয়াছে, এবং কোনও স্থান চিৎসূর্য্যমণ্ডলের সূক্ষ্ম অণুর ন্যায় তেজঃসম্পন্ন। কোন স্থান তাহার পূর্ব্বরূপেই উৎপন্ন হইতেছে ; কোন কোন স্থান পরস্পরত্ব নিবন্ধন অত্যন্ত বিসদৃশ হইলেও সদৃশের মতই রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে কোন কোন স্থান অল্পকাল সদৃশ থাকিয়াই পৃথক্ হইয়া যাইতেছে ; অথবা উহারা পরমার্থ-বস্তুসদৃশ বিশাল বৃক্ষের অন্তহীন ফল সদৃশ বলিয়াই উহাদের পরস্পর ভেদকল্পনা করা হইয়াছে। ৩৭-৪২

উহার মধ্যে কতকগুলি অল্পকাল স্থায়ী এবং কতকগুলি বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে ; কতকগুলি কাল, দেশ এবং স্বভাবের নিয়মবশে থাকিয়াও পরিমাণে বহু হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে সূর্য্যাদির অভাবে কাল-নির্ণয় করা যাইতেছে না। উহারা ইচ্ছানুরূপ জন্মাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং অতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কবে যে ঐ সকল শূন্যাকার পরমাকাশ জন্মিয়াছে, তাহার কোনরূপ স্থিরতা নাই। আকাশ, সূর্য্য এবং

সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত-সমূহে পূর্ণ এই সকল স্থান চিত্তবিভ্রমকারী চিদাকাশে স্বপ্নের ন্যায় পরিশোভিত, এই পৃথিব্যাদি বস্তুর এইরূপ অনুভব নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ এবং ইহাদের প্রকাশব্যাপারে কোনই কারণ বিদ্যমান নাই; অতএব এই সমগ্র জগৎ অধিষ্ঠানস্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তবরূপে বর্ত্তমান নাই। যদিচ ইহারা অনুভূতিবশে সত্যস্বরূপ প্রতীয়মান, তাহা হইলেও মরীচিকার ন্যায় এবং চন্দ্রদ্বয় ও আকাশের বর্ণের মত ইহারা থাকিলেও প্রকৃতই মিথ্যাময়। ৪৩-৪৮

ঐ সকল জগৎ কল্পনাবশে চিদাকাশে বহুল পরিমাণে প্রভাসিত এবং বাসনারূপ বায়ু দ্বারা প্রচালিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবহারেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। দেব, দানব, নাগ ও মনুষ্যগণ ব্রহ্মস্বরূপ উডুম্বরবৃক্ষে মশকবৎ হইয়া রহিয়াছে। ভোগসুখাদি রসপূর্ণ সেই উডুম্বরের ফলস্বরূপ এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময়রূপ পবন দ্বারা বিঘূর্ণিত হইতেছে, অথবা সৃষ্টিসম্পাদক জ্ঞাত-স্বভাবমাত্র চিত্তত্ব লক্ষণ নিশ্চয়ই কল্পনাময় এই সকল নগরের আকাশে জন্মগ্রহণ করিতেছে। সূর্য্যোত্তাপে যেমন পঙ্কময় ক্রীড়নক প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সকলও তুমি, আমি, সে, এইরূপ অভিমানবুদ্ধিবশেই এরূপ দৃঢ়ভাবে উদ্ভাসিত হইতেছে, অথবা বসন্তকালের রস পাইয়াই যেমন অটবীসকল বহুবিধ ফলে পরিশোভিত হয়, সেইরূপ নিত্য তৃপ্তিদায়িনী অনুরাগযুক্তা অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনাবলীই ইহাদিগকে এইভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদবাক্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ সকলের ব্রহ্মরূপ কর্ত্তা বিদ্যমান, অথচ অনাদিত্বের পরিজ্ঞাপক শ্রুতি দর্শন করিলে স্থির হয় যে, এ সকলের কেহই কর্ত্তা নাই, চিদাকাশে ইহারা স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগৎ বাস্তবরূপে প্রকাশমান না হইলেও ইহা পরমপদার্থস্বরূপ; অতএব ইহারা লাভের বস্তু হইয়াও লাভজনক নহে, বিদ্যমান থাকিলেও নহে। যে জগতে চতুর্দ্দশ ভুবন, দশবিধ দেবযোনি এবং এক মনুষ্যজাতি বিলাস করিতেছে, সেই জগৎ সকলের অভ্যন্তরদেশেও সেইরূপ জগদাকার বিদ্যমান। বাহিরে ভিন্নরূপ দেখা যাইলেও, এবং স্বর্গ, নরক, পাতাল, মিত্রাদি নানা চেষ্টাযুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে শূন্য ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। ৪৯-৫৭

হে রাঘব! ক্ষীরসমুদ্রের জল যেমন স্নেহসার এবং তরঙ্গাঘাতে ভিতর ও বাহিরে বার বার যাতায়াত করে, সেইরূপ এই জগৎও আনন্দরূপ সার দ্বারা পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও লয় দ্বারা স্ব স্ব নশ্বরত্ব জ্ঞাত করাইতেছে এবং সূর্য্যরশ্মির মত আভাসমাত্রশালী সমগ্র জগৎ বায়ুতরঙ্গের

ন্যায় স্বভাববশেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুপ্তব্যক্তির স্বপ্নসময়ের অসৎরূপ দর্শনের ন্যায় বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ আধারসঙ্কুল কল্পনাময় বৃক্ষের ন্যায় এই সক জগৎ সাধারণের নিকট সত্যরূপে বিদ্যমান নাই। এই জগতে বেদপুরাণাদি-বিহিত কর্ম্মসমূহের অবশ্যম্ভাবী ফলের কল্পনারূপ নিদ্রার আবেশবশে গাঢ় নিদ্রিত থাকিয়া সকল লোকই মৃতবৎ হইয়া আছে। অতিঘন পরমব্রহ্মরূপ দুর্গম বনে চিদ্রূপ গন্ধর্ব্ব দ্বারা নির্ম্মিত গৃহের মত এ সকল জগৎ সূর্য্যের ন্যায় দীপালোকে সমুজ্জ্বল। হে রঘূত্তম! সমাধিসময়ে আমি অনন্ত চিদাকাশে বিনা কারণে উৎপন্ন এবং বিনা কারণেই বিনশ্বর সকল জগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষুর সম্মুখে মিথ্যাভূত কেশকলাপ-দর্শনের মতই ভ্রান্তিবশে দর্শন করিয়াছিলাম। ৫৮-৬৩

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তাহার পর আমি সেই শব্দের অনুসন্ধান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বহুক্ষণ ভ্রমণ করত সেই অসীম চিদাকাশ প্রাপ্ত হইলাম। সেই শব্দ আমার কর্ণে বীণাধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইল। পরে ধীরে ধীরে সেই শব্দের বর্ণসমূহ পরিস্ফুট হইল এবং জ্ঞান হইল, ঐ শব্দ আর্য্যাছন্দের আকারে পঠিত হইতেছে। আমি সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলাম, এক দীপ্তজ্যোতিঃ নারী স্বীয় দীপ্তিতে আকাশ উদ্ভাসিত করত আমার পার্শ্বদেশে স্থিরভাবে রহিয়াছেন। বায়ুহিল্লোলে তাঁহার বসন ও মাল্য কাঁপিতেছে। কুন্তল-রাজি নয়নদ্বয়ে আসিয়া পড়িয়াছে; দেখিলেই মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন। ১-৪

সেই নারী তপ্তকাঞ্চনসদৃশা গৌরবর্ণা, নবযৌবনসম্পন্না; বনদেবতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তদীয় অবয়ব হইতে নির্গত সুগন্ধ দশদিক্ আমোদিত করিয়াছে; যৌবনসমাগমে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তাঁহার বদন অসাধারণ প্রফুল্ল এবং সেই বদনে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির ন্যায় বিমল হাস্য দেখা যাইতেছে। সেই আকাশবিহারিণী দীপ্তিমতী কামিনী মুক্তাহার ধারণ করায় অত্যন্ত শ্রীসম্পন্না হইয়াছেন। তাহার পর সেই কামিনী আমার পার্শ্বে আগমন করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত অতি মধুরস্বরে এই আর্য্যাচ্ছন্দটি পাঠ করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার চৈতন্য কপট ব্যক্তির ন্যায় রাগদ্বেষাদি দোষদুষ্ট নহে এবং সংসার-সাগরে

সমান জনগণের একমাত্র তীরজাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই অবলম্বন। আমি আপনাকে বারবার প্রণতি জানাইতেছি। ৫-৯

সেই বাক্যানুসরণে চাহিয়া দেখিলাম যে, এক কামিনী দণ্ডায়মানা রহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আমার কোনই প্রয়োজন নাই বিবেচনায় আমি তাঁহাকে সমাদর করিলাম না এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। তাহার পর জগৎস্বরূপিণী মহামায়াকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কিন্তু তাঁহাকেও আদর না করিয়া চিদাকাশ-বিহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি সেই চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশাবস্থিতা মহামায়াকে সম্যক্‌প্রকারে অনুভব করিবার নিমিত্ত চিদাকাশস্বরূপ ধারণ করিলাম। চিদাকাশস্বরূপ হইয়া দেখিলাম, সেই সকল ভয়সঙ্কুল জগৎ শূন্য আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্বপ্নসময়ে কল্পনাও যেরূপ বাক্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে, ঐ সকল জগৎও শূন্য বলিয়া কখনও কোথাও বাস্তবিক কিছুই দর্শন করে না এবং কোন কিছুই শ্রবণ করে না। সেই জন্য কল্প, মহাকল্প এবং সৃষ্টিসম্পর্কে উহাদের সকলেরই একই ভাব। ১০-১৪

কল্পান্তসময়ে পুষ্করাবর্ত্তাদি মেঘ-সমূহ উন্মত্তবৎ বর্ষণ করিয়া থাকে, উৎপাত বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং স্বভাববিদীর্ণ হিমালয়ের প্রচণ্ড রব ব্রহ্মমণ্ডপকেও প্রকম্পিত করিয়া থাকে, প্রজ্বলিত অগ্নির সম্পর্কে কুবেরালয় অবধি ধ্বনিত হয়। যখন দ্বাদশ কন্দুকবৎ দ্বাদশসূর্য্য আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং পতনোন্মুখ দেবালয়সমূহের ভীষণ পতন-শব্দ দিঙ্মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করে, পর্ব্বতসমূহের মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া ভীষণ-রবে পড়িয়া যায়, যখন প্রলয়াগ্নি দ্বারা দহ্যমান বংশ প্রভৃতির বিদারণ জন্য অব্যক্ত পটপটধ্বনি হইতে থাকে; আকাশ-সমুদ্র আত্মার স্বরূপ ভ্রমজন্যই বিক্ষুব্ধ দেবরূপ যাদোগণে অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে; দেব, দানব, নাগ এবং মনুষ্যগণের ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি আকাশে পরিব্যপ্ত হয়, স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সপ্ত সমুদ্রের জলপ্রবাহে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল পরিপূরিত হয়, যেরূপ একই গৃহে নিদ্রিত ব্যক্তিরা স্বপ্নসময়ের রণবেগ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ ঈদৃশ কল্পান্তকালকে সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হয় না। ১৫-২০

সেই সময় সমগ্র জগতে সহস্র রুদ্র, শতকোটি ব্রহ্মা, লক্ষ বিষ্ণু এবং সংখ্যাতীত কল্প আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহার কোন স্থানে সূর্য্য নাই বলিয়া তথায় দিবারাত্রির কোন বিভাগ নাই এবং কল্প, যুগ, বর্ষ প্রভৃতিরও কোন সীমা নাই। হে রঘুকুলোত্তম! চিৎশক্তিতেই সমুদয় বস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, সকলই

চিন্ময় এবং সকল বস্তু হইতেই চিতের প্রকাশ ; এই চিৎই সৎ ও সর্ব্বস্বরূপিণী ; হে রাঘব ! যখন ঘটপট প্রভৃতি তুমি যাহা কিছু চিন্তা করতঃ বাক্যে প্রকাশ করিবে, তখনই তোমার কথিত নাম-রূপাত্মক চিৎস্বরূপেই উদয় হইয়া থাকে এবং সেই সেই বস্তুর নামরূপ যে সময় আকাশ হইতেও শূন্যরূপে অবগত হওয়া যায়, তখন সেই নামরূপ কথনাত্মক চিতেরই নাশ হইতেছে বলিয়া অবগত হইবে। আকাশ শব্দরূপী, তাই নামরূপ কল্পনায় নির্দ্দিষ্ট জগৎশব্দ দ্বারা আকাশকেই বুঝাইতেছে এবং ক্রমশঃ সেই শব্দাত্মা আকাশই চিদাকাশে পরিণত হইতেছে। সেই সকল দৃশ্য বস্তুর দর্শনকে আমি আকাশ-বৃক্ষমঞ্জরীর ন্যায় ভ্রমমাত্র বুঝিলাম এবং অবশিষ্ট চিদাকাশ আনন্দময় বোধ করিলাম। হে রাম ! তখন আমি পরম পুরুষের সাক্ষাৎরূপ অসীম চিদাকাশে সীমাহীন অবস্থায় তৎস্বারূপ্য লাভ করিয়া সমাধিসময়ে এইরূপ সঙ্কল্পাভাব অনুভব করিতে লাগিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই তদন্তর্গত, দশদিক্‌ও তদন্তর্গত, দেশ, কাল, ক্রিয়া দ্রব্য—এ সবই সেই ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকাশেই বিদ্যমান ; সেই কল্পিত সংসার-সকলে মৎসদৃশ জ্ঞানী এবং বশিষ্ঠনামধারী বহুসংখ্যক ব্রহ্মপুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠগণকে দেখিলাম এবং দ্বাসপ্ততি-সংখ্যক শ্রীরাম অবতার সহ ত্রেতাযুগের ভেদ এবং শত সত্যযুগ, শত দ্বাপরযুগ আমার নেত্রপথে পতিত হইল। বিভিন্ন বাসনার প্রকাশ জন্যই এই সকল দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নয়নগোচর হইল না ॥ ২১-৩১ ॥

এই জন্যই ব্রহ্মে জগৎ অবস্থিত নহে ; সেই স্থানেই রহিয়াছে বলিয়া যে বোধ হয়, তাহা কেবল দৃষ্টিভেদের জন্যই অনুভূত হইয়া থাকে ; কেন না, তাবৎ দৃশ্যবস্তুই সেই অনাদি অজ অসীম ব্রহ্মেরই পদমাত্র। কোন কিছুরই নাম বা রূপ নাই, সমস্ত বস্তুই পাষাণবৎ অচল ও মৌনী, তবে যাহা কিছু দীপ্তি পাইতেছে, সে সকলই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে ; কেবল নিরবয়বা চিৎশক্তিই স্বপ্নাবস্থায় অনুভূতবিষয়ের ন্যায় প্রকৃতচেত্য ব্যতীত আপনার সত্তাকে আকাশে কল্পনাময় চেত্য জগৎরূপে প্রভাসিত করিতেছেন। আলোক যেমন প্রকাশ করিয়া থাকে, অথচ নিজাতিরিক্ত কোন কিছু প্রকাশ করিবার নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও তদতিরিক্ত প্রকাশস্বরূপ হইতেছে। জগৎ সকল চিদাকাশস্বরূপ বলিয়া কোন ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরা চন্দ্ররশ্মিতে সন্তাপ এবং সূর্য্যরশ্মিতে শীতলতা অনুভব করিয়া থাকে ; পেচক যেমন অন্ধকারেই দেখিতে পায়, আলোকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ তাহারাও বিপরীত করিতেছে বলিয়া জানিবে ; এই

প্রকার কেহ পুণ্যকর্ম্ম করিয়াও স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছে, আবার কেহ বা পাপকর্ম্ম করিয়াও স্বর্গে যাইতেছে, কেহ বা বিষপান করিয়াও বাঁচিয়া আছে, অপর দিকে কেহ বা অমৃতপান করিয়াও মরিতেছে। ২২-৩৮

হে রাঘব ! এই সব বিষয়ে যে যাহা হিত বলিয়া বুঝিতেছে এবং যাহার যেরূপ জ্ঞান, অদৃষ্টবশতঃ তাহার নিকট সৎ বা অসৎ সেইরূপেই পরিব্যক্ত হইতেছে। চিদাকাশে সংসাররূপ মহারণ্য বিবিধ বৃক্ষে শোভিত হইয়া সততই ঘূর্ণায়মান। যন্ত্রদ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া তিল হইতে তৈল-ক্ষরণ হইতেছে ; কাষ্ঠে প্রস্তরে ভিত্তিতে চঞ্চল পুত্তলিকা-সমূহ দেবনারীগণের সহিত গান গাহিতেছে, আলাপ করিতেছে ; জীবনিবহ উন্নত মেঘকে প্রসারিত বস্ত্রের মত পরিধান করিতেছে এবং ঋতুভেদে বৃক্ষ সকল প্রতিবৎসর নব নব ফল প্রসব করিতেছে। কতকগুলি প্রাণীর অবয়ব অযথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, তাহারা মস্তক দ্বারা ভূতলে যাতায়াত করিতেছে। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মাচার দেখা যাইতেছে ; কোন কোনও অধোলোক পশু প্রভৃতি জীবনিবহে পূর্ণ ; কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে কামবিষয়ের কোনরূপ জ্ঞান না থাকায় কোন ব্যক্তিই স্ত্রীলোক হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে না বলিয়া সেখানকার প্রাণিবর্গের হৃদয় পাষাণবৎ একান্তই রসহীন ; কোন ব্রহ্মাণ্ড সর্পপরিপূর্ণ এবং তত্রত্য অধিবাসীরা লোষ্ট্র ও রত্নে সমবুদ্ধি বশতঃ ধনাদর ব্যবহার জ্ঞাত নহে ; সেই জন্য তাহাদিগের গর্ব্ব বা লোভ কোন কিছুই নাই। ৩৯-৪৭

কোথাও অহংভাবের একাত্মবোধে সকলের দেহেই একই আত্মার দর্শন ঘটিতেছে, কোন পৃথক্ আত্মার দর্শন ঘটিতেছে না। সেই নিমিত্ত সেই সব জগৎ স্বেদজ প্রভৃতি ভেদে নানাবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ হইলেও একরূপ প্রাণীতেই পরিব্যাপ্ত ; কর্ত্তিত অবস্থায় নখ-কেশাদি যেমন একই প্রকার, সেইরূপ প্রাণিসকল পৃথক্ আধারে বর্ত্তমান হইলেও সকল প্রাণীকে আত্মবৎ মনে করিয়া পৃথক্ জীবের সহিত একত্বাবধারণ করিয়া থাকে। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বাসনার অবিদ্যমানতা হেতু কেবলমাত্র অনন্ত অসীম শূন্যমাত্রই বিদ্যমান ; সেই নিমিত্ত সেই স্থানে চিৎশক্তিই সংস্কারবিষয়ের আবির্ভাব ঘটাইয়া সেই শূন্যরূপের অবসানকালে আবার জগতের রূপ পাইতেছে। ব্রহ্মস্বভাবদর্শনকারীদিগের নিকট এই সকল ব্রহ্মাণ্ড অলীকের মত প্রতিভাত হয় বলিয়া ব্রহ্মস্বভাবদর্শনকারী ব্যতীত অপর সাধারণের দৃষ্টিতে জীবনিবহ কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রবৎ চেতনরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ৪৮-৫১

কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থমণ্ডলের অভাব হেতু সময়নিরূপণ অসম্ভব হইয়াছে ; কোনও জগতে জীবগণের শ্রবণশক্তি নাই বলিয়া

তাহারা পরস্পর পশুদিগের ন্যায় হস্তপদাদির সঙ্কেত দ্বারা নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, এবং তাহাদিগের চক্ষু নাই বলিয়া চাক্ষুষ জ্ঞানের অত্যন্তাভাব; সেইজন্য তাহাদিগের নিকট সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃশালী বস্তু একান্তই বিফল। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ঘ্রাণশক্তির অভাব হেতু প্রাণিবর্গের নিকট সৌরভ নিষ্ফল, কাহারও কাহারও বাক্‌শক্তি নাই বলিয়া তাহারা সঙ্কেত দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। কোন কোন প্রাণীর ত্বক্ না থাকায় তাহারা পাষাণের ন্যায় স্পর্শশক্তিহীন। কোন কোন স্থান মনোরাজ্যের বিলাস বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম। কোন স্থানের জীবসকল কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলেও পিশাচ প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত। কোন জগতের কতক স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ, কতক বা জলপূর্ণ, কতকাংশ বা অগ্নিময়রূপে দৃষ্টিগোচর হইল। ৫২-৫৭

হে রঘুকুলোদ্বহ! কোন ব্রহ্মাণ্ডকে বায়ুপূর্ণ দেখিলাম, আবার কোন কোন জগৎ সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বকার্য্যক্ষম বস্তুতে পরিপূর্ণও দেখিতে পাইলাম। সেই চিদাকাশে জগৎ সকল চিদাকাশ হইলেও প্রকৃত সিদ্ধিসম্পন্ন। আমার মনোজাত কল্পনায় তখন সেই সকল এই ভাবেই বিলাস পাইয়াছিল। যে জগৎ কেবল মৃত্তিকাস্তূপে পরিপূর্ণ বলিয়াছি, সেই জগতের প্রাণিগণ ভেকগণের ন্যায় ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং জলপূর্ণ যে স্থানের কথা বলিয়াছি, তাহাতে পর্ব্বত, বন প্রভৃতি স্থানে চঞ্চল জলচরদিগের ন্যায় প্রাণিগণ অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। যে জগৎ কেবল অগ্নিপূর্ণ, তথায় দেহিগণ জলশূন্য অবস্থায় অগ্নিময় অঙ্গারবৎ দীপ্তি পাইতেছে; যে জগৎ মাত্র বায়ুপূর্ণ, তত্রত্য প্রাণিগণ বায়ুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুন নামক বায়ুরোগের ন্যায় বিরাজিত। যে আকাশ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, তথাকার জীবগণ আকাশরূপী হইলেও সৃষ্টিবিষয়ে চক্ষুর্গোচর হইয়া অবস্থিত আছে। হে রাঘব! সেই চিদাকাশের দিগ্‌বলয়ে যে সব পাতালতলমুখী আকাশাবস্থিত চঞ্চল এবং সুস্থির জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, চিৎসমুদ্রের বুদ্‌বুদের ন্যায় সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে এই প্রকার কিছুই বিদ্যমান নাই, তখন তাহা আমি দৃষ্টিগোচর করিতে পারি নাই। ৫৮-৬৪

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! এই যে সকল প্রাণনামক জীব সলিলে সলিলবেগবৎ চিদাকাশে চিৎস্বভাবযুক্ত হইয়া কামনা-সম্পর্কে প্রভাসিত হইতেছে, উঁহারাই সঙ্কল্প প্রভৃতির সম্পর্কে মন নামে কথিত হয়; আকাশবৎ আমাদের

বিশাল চিত্তসমূহ নিজের অন্তঃস্থিত বাসনার বিকাশফলে অসীম জগদ্রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১-২

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! মহাপ্রলয়ের অবসানসময়ে সর্ব্বপ্রাণী যখন মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, তখন সংসার-বীজ অজ্ঞানাদির অবর্ত্তমান হেতু কি প্রকারে আবার সৃষ্টি সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ৩

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রলয়ের অন্তে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি আকাশাদি পঞ্চভূত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য কীট পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন যে প্রকারে এই জগতের অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়ের সময় মহর্ষিগণ যাহাকে ব্রহ্মচিন্মাত্র বলিয়া থাকেন, তখন মাত্র সেই চিন্ময় ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকে কোনরূপে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। এই জগৎ সেই ব্রহ্মেরই হৃদয়, এই জন্য ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। পরমব্রহ্ম কৌতুক বশতঃ স্বহৃদয়কে বদ্ধদৃষ্টি দ্বারা জগৎরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, মুক্তদৃষ্টিতে সেরূপ অনুভব হওয়া সম্ভবপর নহে, আমরাও ইহার কোনরূপ সত্তা অনুভব করিতে পারি না। সুতরাং এই জগতের ধ্বংসই বা কি করিয়া হইবে, আর উৎপত্তিই বা হইবে কি প্রকারে? পরমকারণের নিত্যতা যদি এই প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের হৃদয়ভূত জগৎও অবিনশ্বর। তবে মহাকল্প প্রভৃতি যে দেখা যায়, তাহা তাহারই অবয়বমাত্র। এই প্রকারে অবিনশ্বর কল্পভেদ সৃষ্টিপ্রকাশাদিরূপ অবয়বে বিজড়িত রহিয়াছে, সুতরাং বার বার কল্পের অবসানসময় সৃষ্টি-ভেদরূপ পদার্থও সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে সকল কারণ বলা হইল, তাহা দ্বারা কখনই কাহারও কিছুই বিনষ্ট করা বা উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র অব্যয় ব্রহ্মই দৃশ্যবস্তুরূপে বর্ত্তমান। ৪-১১

হে রাঘব! বিশাল আকাশপটে এবং অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সহস্রাংশে যে শুদ্ধ চিন্মাত্রের সত্তা বিদ্যমান, এই দৃশ্যমান জগৎ সেই মহাচিতেরই অবয়বস্বরূপ; সুতরাং সেই সত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে কি প্রকারে জগতের ধ্বংস সম্ভবপর হইতে পারে? ঐ সত্তার কখনই ধ্বংস নাই। স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ সংবিদের হৃদয় জগৎরূপে প্রভাসিত হয়, সেইরূপ চিদাকাশই প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকাশিত হইতেছে; কারণ, সৃষ্টিব্যাপার চিদাকাশেরই অবয়বমাত্র। উহার ক্ষয় এবং উদয় যে প্রকার, তাহা আমি বলিয়াছি, সবই সেই চিদাকাশমাত্র, তাই কাহারও ধ্বংস বা প্রকাশ সম্ভবপর নহে। এই সংবিৎকে ছেদন, দহন বা শোষণ করা যায় না, উহা অজ্ঞজনের দৃষ্টিপথে পড়ে না; যে ভাবে উহার হৃদয় দেখা যায়,

উহা সেইরূপই। সংবিৎ যখন অবিনাশী, তখন তাহার অভ্যন্তরস্থ জগৎ প্রভৃতিরও অনুভব জন্মাইতেছে না বা ধ্বংস হইতেছে না। তবে মাত্র স্মৃতি ও বিস্মৃতিরূপ স্বভাব জন্যই অনুভব ও অননুভবরূপ সুখ-দুঃখের কল্পনা করা হইয়াছে। যেহেতু, যে যে বস্তু যাহার স্বরূপ হয়, সেই সেই বস্তু তাহার ধ্বংস ভিন্ন বিনষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্য সমগ্র দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের ন্যায়ই নিত্য, তাই উহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। মহাপ্রলয়াদি তাবৎ ব্যাপারই সেই মহাকালস্বরূপ ব্রহ্মেরই অবয়বমাত্র। বিশেষ সেই চিন্ময় মহাকাশে উৎপত্তি ও ধ্বংস কি প্রকারে সম্ভব, আর কেমন করিয়াই বা সেই নিরবয়ব আকাশে প্রলয় প্রভৃতি ভাবের বিকারসম্ভব হইতে পারে; সুতরাং এই মহাপ্রলয়াদি সমুদয় ভাবাত্মক সমগ্র জগৎ সেই ব্রহ্মে ব্রহ্মস্বরূপেই বিদ্যমান আছে। মানসিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন যক্ষাদিও যেরূপ, সেইরূপ কল্পনা প্রসূত জগৎ নিরবয়ব স্বচ্ছ চিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বৃক্ষের শাখা, পল্লব, ফল, পুষ্পাদি যেরূপ অবয়ব, সেইরূপ আকাশ বিশাল সীমাহীন পদার্থভূত ব্রহ্মেরও প্রলয়, মহাপ্রলয়, নাশ উৎপত্তি, ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, সাকার, নিরাকার প্রভৃতি অংশভূত অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হইবে। যেরূপ এই ব্রহ্মস্বরূপ অবয়বী অবিনাশী, সেইরূপ উহার অবয়বের বিনাশ নাই এবং কোনরূপে প্রকাশিতও হয়েন না। এই অবয়ব ও অবয়বীভূত দৃশ্যজাত সকল বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ। এক বলিয়া উভয়ের কখনই কোনওরূপ পৃথক সত্তা নাই। ১২-১৭

বৃক্ষের সংবিৎই যেমন তাহার মূল, সেইরূপ পরমার্থভূত ব্রহ্মেরও সংবিৎই মূল; সেই নিমিত্ত উভয়ের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ঐ পরমার্থ-বৃক্ষের কোন স্থানে সৃষ্টিরূপ স্তম্ভ, কোথাও বা পরলোকরূপ স্থূল স্কন্ধ, জম্বুদ্বীপাদির ব্যবস্থারূপ শাখা, নদী-পর্ব্বতাদিরূপ পল্লব, চন্দ্রসূর্য্যাদিপ্রকাশরূপ পুষ্প, অন্ধকারসদৃশ হরিদ্বর্ণ পত্রসমূহের শ্যামবর্ণ, আকাশরূপ কোটর, প্রলয়রূপ গুল্ম, কোন স্থানে মহাপ্রলয়রূপ গুল্ম, কোথাও বা হরিহরাদি দেবতারূপ গুচ্ছ, কোন স্থানে জাড্যস্বরূপ ত্বক্, এইভাবে নিরবয়ব চিদাকাশই আকৃতিভেদে সংবিদ্রূপ ব্রহ্মে ব্রহ্মের ন্যায় ভাব হইতে বিভিন্ন না হইয়াও অবস্থিত আছেন। সেই জন্য এই স্থানে ভাবী বস্তু, এই স্থানে অতীত ও বর্ত্তমান বস্তু, এই সৃষ্টি, এই বিনাশ—এ সকলেই স্বভাবসদৃশ আত্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মই অচঞ্চলভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ১৮-১৯

হে রাম! এইরূপ পরমব্রহ্মস্বরূপ চিদাকাশে চন্দ্রমণ্ডলের স্বচ্ছতার ন্যায় সৃষ্টিলয়াদিস্বরূপ কোনরূপ রঞ্জনভাব বিদ্যমান নাই। কেন না, নির্ম্মল

বমাকাশে ভাব বা অভাবের প্রসারই বা কোথায় আর কোথায়ই বা তাহার আদি, মধ্য বা অন্তের কল্পনা এবং কিরূপেই বা লোকবিশেষের বিলাস সম্ভবপর? তবে তাহাতে যে ভ্রমরূপ এক দোষ বিদ্যমান, উহা আত্মপ্রবণ বুদ্ধি দ্বারা সুষ্ঠুরূপে দেখিলেই উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ যে বায়ু দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই বায়ু দ্বারাই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার অজ্ঞান দৃশ্য দর্শনে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই দৃশ্যেরই অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষ যখন অজ্ঞান স্বস্বরূপে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলে 'নাস্তি' বলিয়াই জানা যায়, তখন বন্ধ ও মুক্তি—এই উভয়ই সেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়াই পরিজ্ঞাত হন। হে রাঘব! আমি তোমাকে মুক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানাদি যে সকল উপায় আছে, আত্মবোধ অনুসারেই জ্ঞাত তাহা করিলাম। বিচারবান্ অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারাই এই সকল উপায় লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এইরূপ অবস্থায় যিনি উপনীত হয়েন, তিনিই এই অনাদি জগৎ কখনই সৃষ্ট হয় নাই, কেবল ব্রহ্মস্বরূপ স্বস্বরূপ বস্তুই প্রতিভাসিত হইতেছে, এই বিচারযুক্ত দৃষ্টিবলেই অণিমাদি অষ্টবিধ গুণযুক্ত ঈশ্বরভাবকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, আমিই সেই আনন্দময় ব্রহ্ম, ইহা স্থির করত পূর্ণকাম হইয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২০-২৬

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে মহর্ষে! অনন্ত চিদাকাশস্বরূপ হইয়াই কি আপনি এই সকল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, কিংবা পক্ষীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে চিদাকাশের একভাগে অবস্থিতি করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘূত্তম! সেই সময় আমি সর্ব্বব্যাপী অসীম চিদাকাশস্বরূপই হইয়াছিলাম। আমার সেই পূর্ণাবস্থায় কোন প্রকার গমনাগমন ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর ছিল না, তখন বহুস্থানে অবস্থিত থাকিলেও আমার কোন প্রকার গতিশক্তি ছিল না। সেই জন্য আমি তখন এই আমাতেই সেই সকল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম এবং যেমন দেহধারী হইয়া মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত দেখি, সেইরূপ তখন চিন্ময় দেহে চক্ষুঃশূন্যহইয়াও আমি চিন্ময় চক্ষুর্দ্বারাই সেই সকল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম। সমাধিসময়ে নিরাকার হইয়াও আমি নির্ম্মল চিদাকাশস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলাম; সেই সময় সমগ্র জগৎ সেইরূপে অবয়ব

ধারণ করিয়াছিল, যে অবয়বে বাস্তবিকতা না থাকিলেও বাস্তবিকতার ধ্বংস হয় নাই। স্বপ্নে যাহাই কিছু দেখা যাউক না কেন, তাহা যেমন কিছুই নহে, কেবল শূন্যমাত্র, সেইরূপ আমার দৃষ্ট বস্তু মাত্রই আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বৃক্ষরূপী প্রাণী যেমন স্বকীয় পুষ্প-ফলাদি অবলোকন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন চক্ষু দ্বারা সকলই দেখিলাম, অথবা অনন্ত সমুদ্র যেরূপ তাবৎ জলচরগণকে বুদ্বুদ্-ফেনা-স্বরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপই অবগত হইলাম, এবং দেহিমাত্রই যেরূপ সমগ্র দেহকে স্বস্বরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, আমিও সেই সময় সমগ্র সৃষ্টিকেই আমার বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম ॥ ২-৯

আমি অদ্যাপি জ্ঞানময় হইয়া অবয়বে, আকাশে, জলে, স্থলে সকল স্থানেই সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডকে, পূর্ব্বের ন্যায় অবলোকন করিতেছি এবং এই অবস্থাতেই আমি সম্মুখবর্ত্তী পৃথিবীর অন্তর ও বহির্ভাগকে জগদ্বিষয়ে পরিপূর্ণ বলিয়াই বোধ করিতেছি। যেরূপ জলাধিপতি রসভাবকে, হিমাধিপতি শৈত্যকে, বায়ুর অধিপতি স্পন্দনকে স্বকীয় বলিয়াই অনুভব করিতেছেন, সেইরূপ শুদ্ধ জ্ঞানময় আত্মা সমস্ত বস্তুকেই আত্মরূপ জ্ঞান করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বেশী আর কি বলিব, যে ব্যক্তি বিবেকবান্, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারও তাঁহাদিগের সহিত ঐ একত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। যেহেতু সেইরূপ আত্মাকেই আমি অনুভব করিয়া থাকি। সেই জ্ঞানীদিগের সম্যক্দর্শন ঘটিয়াছে এবং তাঁহারা বিজ্ঞানের সহিত স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং বিষয়জ্ঞান—এই ত্রিবিধ বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহারা কোনরূপেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। ১০-১৪

দিব্যমূর্ত্তি পর্ব্বতবাসী ব্যক্তি কোটি যোজনেরও অন্তস্থিত এবং বহিঃস্থিত দিব্যভৌমাদি ভাব সকল সহজেই বুঝাইয়া দিয়া থাকেন, তখন আমিও তাহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং পৃথিবীতে তৎস্বরূপাভিমানী ব্যক্তি যেরূপ ধাতুরসাদি বিবিধ ভাব পরিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ আমিও অপরের অগোচর আত্মভাবকে অনুভব করিয়াছিলাম। ১৫-১৬

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি উক্তরূপ দশায় উপনীত হইলে পর সেই আর্য্যাশ্লোকপাঠকারিণী কামিনী তখন কি করিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলুন! ১৭

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘূত্তম! অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সেই কামিনী আর্য্যাশ্লোক পাঠ করত আকাশস্থ আমার নিকট আকাশদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন আমিও যেরূপ আকাশদেহধারী, সেই রমণীও তদ্রূপ

আকাশদেহধারিণী হইয়াছিলেন। সমাধির পূর্ব্বে আর কখনও আমি তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করি নাই; চিদাকাশে আমি আকাশদেহী, সেই রমণী আকাশদেহা এবং চিদাকাশস্বরূপ জগজ্জাল, এই সকলই মাত্র বর্ত্তমান ছিল। ১৮-২০

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! যদি দেহের অবয়ব, জিহ্বা, তালু প্রভৃতির প্রচেষ্টায় প্রাণবায়ু হইতে উচ্চারিত বর্ণ-সকলই বাক্যকে প্রকাশ করে, তাহা হইলে কিরূপে সেই আকাশদেহা রমণীর বাক্যোচ্চারণ সম্ভবপর হইল, আর কিরূপেই বা আত্মরূপী অবস্থায় আপনার স্বরূপদর্শন ঘটিল, এই সকল ব্যাপার আমার নিকট যথাযথ প্রকাশ করুন। ২১-২২

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ রূপদর্শন এবং শব্দোচ্চারণ প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিদাকাশেও ঘটিয়াছিল। তবে সেই সময়ের দৃশ্য সকল প্রকৃতপক্ষে আকাশস্বরূপেই বিদ্যমান ছিল। আমার গোচরীভূত সেই সময়ের দৃশ্যই যে মাত্র আকাশস্বরূপ ছিল, তাহা নহে; ভ্রমবিজৃম্ভিত এই সকল আকাশজাল স্বচ্ছ আকাশ মাত্র। চিৎস্বভাবের চিন্ময় অবয়ব জগৎ-বাসনায় সম্যক্‌প্রকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও জ্ঞেয়সম্বন্ধশূন্য এবং পরমার্থস্বরূপ মহাধাতুসংযুক্ত হইয়াও নিশ্চয় বিলাস পাইতেছে এবং চিন্ময় দেহে ইন্দ্রিয়নিবহের অস্তিত্ব-বিষয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞান আছে; সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ অবস্থান, সেইরূপ আমার চিৎশরীরকেও বুঝিবে। স্বপ্নসময়ে যেরূপ অসদ্বস্তুকে সদ্‌রূপে এবং সদ্‌বস্তুকে অসদ্‌রূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আকাশই গমনাগমনের পথরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ তুমি, আমি, সে, এই, ইত্যাদি সকলই চিদাকাশ। আবার দেখ, স্বপ্নাবস্থায় যুদ্ধাদি ব্যাপার মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া ভ্রম হয়; আমার সমাধিসময়েও সেইরূপ বোধ হইয়াছিল। স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ দর্শন কি কারণে ঘটে, তুমি যদি এই প্রশ্ন কর, তাহা হইলে এই প্রশ্ন তোমার অনুচিত হইবে; কেন না, ইহার কারণ নিজের অনুভব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সেইরূপ জগৎ-স্বপ্ন-দর্শনও অবিদ্যাচ্ছন্ন চিদাত্মার স্বভাবমাত্র। যদি বল, স্বপ্ন দেখা যায় কেন, তাহার এই উত্তরই ঠিক যে, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, ইহাই মাত্র স্বপ্নদর্শনের হেতু। ২৩-৩২

সুষুপ্তিবৎ প্রলয়ের অবসানে প্রাথমিক সৃষ্টি আরম্ভ করত স্বপ্নদৃষ্ট জন্তুর ন্যায় কল্পনাময় বিরাট্ আত্মাই পরস্পর অপেক্ষী হইয়াই চিদাকাশে বিলসিত আছেন। হে রাঘব! মাত্র তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই স্বপ্ন শব্দ দ্বারা তুলনা করিয়া জগতের ব্যবহার করিয়াছি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এই দৃশ্য সৎ, অসৎ বা স্বপ্নও নহে, ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র। তাহার পর সেই আর্য্যাপাঠকারিণী কামিনীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিলাম। আমার এই 'প্রশ্ন করিলাম' এই

শব্দে বিস্মিত হইও না ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট জনগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার ঘটিয়া থাকে, সেই কামিনীর সহিত আমারও তদ্রূপ প্রশ্নাদি করা সম্ভব হইয়াছিল। স্বপ্নাবস্থার ব্যবহার সকল যেরূপ শুদ্ধ আকাশ, সেইরূপ আমার সমাধি অবস্থার প্রশ্নকে, আমাকে এবং এই জগৎকে আকাশরূপেই জ্ঞাত হও ; স্বপ্নদৃষ্ট জগতের রূপের ন্যায় এই জগৎও আকাশমাত্র এবং জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় সৃষ্টির প্রথমেও জগতের উৎপত্তি স্বপ্নমাত্র। ৩৩-৩৮

হে রাম! এই জগৎব্যাপারকে স্বপ্নই বল অথবা উহাকে কিছুই না বল, মাত্র স্বচ্ছবোধলক্ষণ সন্মাত্র বিদ্যমান, তবে স্বপ্নের দ্রষ্টা তোমরা অবয়বসম্পন্ন হইয়া আছ ; সুতরাং এই জগৎস্বপ্নের দ্রষ্টা কেবলমাত্র চিদাকাশকেই অবগত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রের দ্রষ্টা যেরূপ নির্ম্মল আকাশ, দৃশ্যও সেইপ্রকার ; এই স্বপ্নরূপ জগতে অমলিন আকাশই জগৎস্বরূপে বিদ্যমান আছে। চিদাকাশের নিরবয়ব মনে যে স্বপ্ন স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হইতেছে, তাহার আবার জন্ম কি? সুতরাং কিরূপেই বা তাহার আকার সম্ভব হইতে পারে? দেহী হইলেও যখন স্বপ্নজগৎ বিমল আকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে, তখন নিরবয়ব চিদাকাশরূপী ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ যে স্বপ্ন, তাহা কেন না আকাশ হইবে? এই জন্য চিদাকাশের কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান নাই, কোনরূপ আধার নাই এবং জগৎস্বপ্নকে ইনি সৃষ্টি করিয়াও যেন করেন নাই, এই ভাবে দেখেন। হিরণ্যগর্ভনামধারী ব্রহ্মরূপ ব্রাহ্মণ অতি নমনীয়, চিদাকাশরূপী মৃত্তিকা দিয়া ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্ররূপ গবাক্ষযুক্ত দেহরূপ হর্ম্ম্য সৃষ্টি করিয়াও করেন নাই। তাই বলি, হে রাঘব! এ জগতে কর্ত্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই, জগজ্জাল নাই বা অপর কিছুই নাই, এইরূপে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে পাষাণবৎ মৌনী হইয়া তুমি বাহিরে বেদানুসারে পরিভ্রমণ কর, তাহা হইলে পূর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে এই দেহ থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে তোমার কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ৩৯-৪৬

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

শ্রীরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার তৎকালীন দেহ কল্পনামাত্র বলিয়া অবয়ব-বিহীন, তবে সেই অবস্থায় সেই কামিনীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধ হইল কি প্রকারে, আর ক, চ, ট, ত, পাদি বর্ণই বা উচ্চারিত হইল কিরূপে, তাহাই আমাকে বলুন। ১

বশিষ্ঠ কহিলেন, বর্ণের উচ্চারণবিষয়ে দেহই হেতু নহে ; কেন না ; মৃতশরীর কোনরূপই শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না, ইহা তো প্রত্যক্ষই দেখা যায়। সেইরূপ কেহই বর্ণোচ্চারণ করে না বা বর্ণের উৎপত্তিও নাই, ইহা সকল তত্ত্বজ্ঞানীরই অভিমত। বাস্তবিক যদি বর্ণোচ্চারণ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় এবং স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার অর্থবোধও করিয়া থাকে, সেই উচ্চারিত শব্দ নিদ্রিত ব্যক্তির পার্শ্বোপবিষ্ট জাগ্রৎ ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় না কেন? সুতরাং স্বপ্নকালীন যেমন কিছুই থাকে না, একমাত্র জ্ঞানই সত্য বর্ত্তমান, আর সকলই মিথ্যা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ পরমাকাশেও কেবলমাত্র চিদাকাশই জাজ্বল্যমান। আকাশে চিদাকাশের প্রকাশই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। যাহার চক্ষু তিমির-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যেমন চন্দ্রকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অনুভব করে, সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তি আকাশের নীলবর্ণ যেরূপ দেখে, স্থানবিশেষে ভ্রান্তিবশতঃ পাষাণে গীত হইতেছে বলিয়া যেমন বোধ হয়, তদ্রূপ চিদাকাশই ভ্রান্তি দ্বারা প্রতীয়মান দেহ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ভাবে প্রকটিত হয়। ২-৬

অবয়বরূপে আকাশের যে প্রকাশ, তাহা যেরূপ আকাশ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় চিদাকাশপ্রকাশ জগতের আকার ধারণ করিয়া থাকে। সেই জগদবয়বকে তুমি চিদাকাশ বলিয়া জ্ঞান করিবে। সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রত যখন একই বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল, তখন সম্মুখে যে সকল বস্তু দেখা যাইতেছে এবং সমাধিকালীন যাহা দেখা যায়, সে সকলই চিদাকাশমাত্র। সেই নিমিত্ত এই জগৎ সত্যের ন্যায় স্থির বলিয়া বোধ হয় ; কেন না, চিদাকাশ যখন সত্য, তখন ইহাও সত্য। ইহা সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থান করে। ৭-৮

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যদি এই জগৎ স্বপ্নই হয়, তাহা হইলে ইহা জাগ্রৎ হয় কি প্রকারে, তাহাই বুঝাইয়া বলুন। ৯

বশিষ্ঠ বলিলেন, শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা যেরূপ স্বপ্নদর্শনকারীর আত্মা হইতে অভিন্ন, তাহা মিথ্যা এবং অস্থায়ী, সেইরূপ এই জগৎও আত্মা হইতে অভিন্ন, ইহার পৃথক্ সত্তা নাই এবং স্থিরতাও নাই। এইরূপ বীজসমষ্টির অভ্যন্তরস্থ বীজের ন্যায় আকাশমধ্যে সমান ও অসমান আরও অনেক জগৎ অনুভব করা গিয়াছে এবং ইহাও অনুভূত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জগতের অভ্যন্তরে বহু প্রকার জগৎ পরস্পর অদৃশ্য হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই সকল জগৎ কেহই কাহাকেও দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না। আধারমধ্যস্থিত বীজরাশি হইতে দুই একটি বীজ যেরূপ আপনা-আপনিই গলিয়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ ঐ সকল জগৎকে যে জগতের ভিতর দেখা যায়, সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, উহারা গলিয়া পড়িলেও চেতনস্বরূপ বলিয়া

উত্তপ্ত পাত্রে নিপতিত জলবিন্দুবৎ এককালেই শূন্য হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের মত কেহ কাহাকেও জানিতে পারে না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতনস্বরূপ বলিয়া ঐ সকল জগৎ সর্ব্বসময়ে যেন নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া কেবল স্বপ্নই দেখে। এই জগতে জীবগণ রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নপরিপূর্ণ অপর এক জগতে অবস্থান করে এবং দিন কল্পনা করিয়া দিনবৎ সকল কর্ম্মই সম্পাদন করে। ১০-১৪

দেবগণ দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দৈত্যগণ স্বপ্নজগতেই অবস্থান করে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; কারণ, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ না করিয়াই অতর্কিতভাবে মরিয়া যায়, এই জন্য তাহাদিগের মুক্তিলাভও ঘটিয়া উঠে না এবং জড়ভাবও প্রাপ্ত হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় তাহাদিগের দৃশ্য দেহও থাকে না; সুতরাং স্বপ্নজগৎ ব্যতীত তাহাদের অন্যত্র উপস্থিতি সম্ভব হয় না। বেশী আর কি বলিব, সকল জীবই সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নজগতেই অবস্থান করিয়া থাকে; অপর কর্তৃক হত হইয়াও তাহারা অসুরাদিবৎ স্বপ্নজগতেই অবস্থান করে। যেহেতু তাহারাও জ্ঞানের অভাবজন্য হঠাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ নহে; সহসা মৃত্যুতে দেহ থাকে না বলিয়া জাগ্রৎ-জগতে অবস্থান সম্ভব হয় না, সেই জন্য বাসনাময় চৈতন্যস্বরূপে স্বপ্নজগৎ ব্যতীত তাহাদের আর স্থান কোথায়? দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত রাক্ষসদিগের অবস্থাও এইরূপ। ১৫-১৯

হে রাম! এই প্রকারে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা একান্তই অনভিজ্ঞ, তাহাদের ভাগ্যে মুক্তিলাভ কখনই ঘটিয়া উঠে না; তাহারা সচেতন, এই নিমিত্ত পাষাণবৎ জড়রূপে অবস্থান করাও তাহাদের সম্ভব হয় না; সুতরাং স্বপ্নজগতে অবস্থান ব্যতীত তাহারা আর কি করিতে পারে? সমুদ্র, পর্ব্বত ও পৃথিবী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত এই দৃশ্যসমুদয় আমরা যেরূপ চিরকাল সত্যস্বরূপে অনুভব করিতেছি, অসুর প্রভৃতিও তদ্রূপ কল্পনাময় স্বপ্নদৃশ্য অনুভব করে। আমাদিগের এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যে ভাবে পরিপাটীরূপে হয়, উহাদিগের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন-জগতেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। আমরা যে জগৎ দেখিতেছি, সেই জগৎ ও আমাদের জগৎ যদি তাহারা দেখে, তবে আমাদিগের এই জগৎ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী এবং আমরা তাহাদিগের নিকট স্বপ্নপুরুষরূপে বিবেচিত হইয়া থাকি। স্বপ্নপুরুষ স্বকীয় অনুভব দ্বারা যে ভাবে প্রতীয়মান হয়, অপরের অনুভবেও ঠিক সেই ভাবেও বোধগম্য হয়; অতএব অনুভববলে উহা সত্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সত্যই হইবার কথা, যেহেতু সত্যের কারণ যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য, তাহা সর্ব্বগামী এবং সর্ব্ববস্তুতেই সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। সেই সকল স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেরূপ সত্য, প্রতি স্বপ্নে আমরা যে সব পুরুষ দেখিতেছি, তাহাও তদ্রূপ সত্য; স্বপ্নাবস্থায়

তুমি যে সব পুরুষ দেখিতেছ, তাহাও সত্য; কেন না, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সকল স্থানেই সমভাবে বিরাজমান; সেই ব্রহ্মের সত্তাতে সকলেরই সত্তা সম্ভবপর। ২০-২৬

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যায়, ইহা যেরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বপ্নেও সেই সকল বস্তুর সত্তা অনুভূত হয়। সুতরাং অনুভব দ্বারা তাহার সত্যতা অপরিহার্য্য। ব্রহ্মসত্তা স্বীকার করিলে আর কোন কথা থাকিতেই পারে না; কারণ, তাহার দ্বারা সকলই সত্য হইতে পারে। যখন সকল জগৎ আকাশেরই কার্য্য, তখন সকল আকাশই সকল স্থানে সকল সময়ে বর্ত্তমান আছে, কোথাও তাহার ক্ষয় হয় না। এই আকাশই আদ্যন্তহীন অসীম পরমব্রহ্ম বলিয়া তাহার ক্ষয়োদয় নাই; পরমাকাশরূপী সেই পরব্রহ্মে সংখ্যাতীত চিত্ত, এবং সেই চিত্তে সংখ্যাতীত অগণ্য জগৎ। সেই গণনাতীত জগতের প্রতি জগতের প্রতি আকাশে, প্রতি লোকে, প্রতি দ্বীপে, প্রতি পাহাড়ে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, প্রতি যুগে, প্রতি বর্ষে, প্রতি দিনে মরিয়া যে সকল প্রাণী মুক্ত হয় না, সেই সকল প্রাণীর প্রত্যেকের এক একটি পৃথক্ স্বপ্ন-সংসার কল্পিত হয়; এই সকল জগতের প্রত্যেকের ভিতর আবার অগণ্য মনুষ্য বিদ্যমান, মনুষ্যগণের প্রত্যেকের মনে পৃথক্ জগৎ, এইরূপে দৃশ্য জগন্ময় ভ্রান্তির সীমা নাই। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহার তো ইহার সীমা পাইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, ইহা তাঁহার অবিদিত নহে যে, এ সকলই ব্রহ্ম। জলে, স্থলে, আকাশে, প্রস্তরে, ভিত্তিতে সর্ব্বস্থানেই যে চিৎস্বরূপ বর্ত্তমান, হে রাম! সে সকলই আমাদের দৃষ্ট জগৎ। এই নিমিত্ত সর্ব্বত্র কত যে জগৎ দেখা যায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যেই মাত্র দৃশ্য জগৎ প্রকাশিত। ২৭-৩৫।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তৎপরে সেই রমণীকে পদ্মসদৃশ কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রমর দ্বারা পরিচালিত মালতীমালার মত চঞ্চল-নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে কমলোদর-সন্নিভে! কে তুমি এবং কি জন্যই বা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? তুমি কাহার? তোমার নিবাস কোথায় এবং আমার নিকট তোমার প্রার্থনাই বা কি? । ১-২

বিদ্যাধরী বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি অতিশয় বিপন্না, সেই নিমিত্ত আপনার দয়ালাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। আপনি শঙ্কাশূন্য হইয়া সকল কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন; আমিও নিঃশঙ্কচিত্তে সকল কথাই আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। পরমাকাশের এক কোণে জগৎ-নামধেয় আপনাদিগের এক ভবন বর্ত্তমান। সেই ভবনের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল নামক তিনটি গৃহ আছে। সেই গৃহে বিধাতা মায়াবলে কল্পনা-নাম-ধারিণী এক কন্যা সৃজন করিয়াছেন। দ্বীপ এবং সাগর দ্বারা বলয়বৎ পরিবেষ্টিত ঐ গৃহের পাটলবর্ণ ভূভাগকে যেন জগৎ-লক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতেছে। সপ্তদ্বীপ এবং সমুদ্রের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিক্ বিস্তৃত দশ সহস্র যোজনব্যাপী সুবর্ণময় এক ভূমি বিদ্যমান। সব সময়েই সেই ভূভাগ স্বতঃই প্রোজ্জ্বলভাবে সমুদ্ভাসিত। উহা লোকের সঙ্কল্প-ফল প্রদান করিয়া থাকে। ঐ ভূভাগের উচ্চদেশ চিন্তামণির দ্বারা গ্রথিত হইয়া পরিশোভিত। সেই ভূভাগ আকাশবৎ স্বচ্ছ, কিছুমাত্র রজোভাগ উহাতে নাই। ঐ ভূভাগ স্বকীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতি লোককে পরাজিত করিয়া শোভা পাইতেছে। ৩-৮

ঐ স্থানে অপ্সরাদিগের সহিত দেব ও সিদ্ধগণ সতত বিহার করেন। ঐ ভূভাগে সঙ্কল্প করিবামাত্রই সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া থাকে। ঐ স্থানের বহির্ভাগে লোকালোক নামক এক পর্ব্বত আছে। জগৎলক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠের ন্যায় ঐ ভূভাগ বলয়বৎ বোধ হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির হৃদয় যেমন অজ্ঞানান্ধকারে সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন, সেইরূপ ঐ লোকালোক পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অপর অর্দ্ধভাগ সাত্ত্বিক ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় সর্ব্বদাই সুপ্রকাশ। উহার কোন অংশ সাধুসমাগমের মত আনন্দবর্দ্ধক এবং কোন অংশ মূর্খ-সমাগমের মত নিতান্তই উদ্বেগজনক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে যেরূপ সকল বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে প্রভাসিত হয়, সেই প্রকার ঐ লোকালোক পর্ব্বতের কোন অংশ আলোকোজ্জ্বল বলিয়া তত্রত্য তাবৎ বস্তুই সুপ্রকাশিত। তথাকার কোন ভাগ মূর্খ শ্রোত্রিয় ব্যক্তির ন্যায় অত্যন্ত গভীর, কোন স্থান চন্দ্রকিরণশূন্য, আবার কোন স্থান একেবারে সূর্য্যকিরণরহিত। কোন স্থান লোক-পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান একেবারেই জনসমাগমহীন। ৯-১৪

ঐ ভূভাগের কোন স্থানে দেবতাদিগের পুরী, কোথাও বা দৈত্যগণের আবাসস্থান, কোন অংশ পাতালের ন্যায় অতীব গভীর, কোন স্থানের অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিলে মনে হয়, যেন লোকালোক পর্ব্বত মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থানে কেবল বিল এবং সেই বিলমধ্যে শকুনি-পেচকাদি

বাস করিয়া থাকে। কোনও স্থান মনোরম সানুদেশে শোভিত। কোন স্থানের উন্নত শৃঙ্গ যেন বিধাতার পুরী স্পর্শ করিতেছে; কোনও স্থানে শূন্যবৎ মহাকানন, সেই কাননে সর্ব্বদা প্রলয়বায়ু প্রবাহিত। কোথাও বা মনোহর পুষ্পোদ্যান, সেই উদ্যান বিদ্যাধরীগণের সুমধুরগীতে মুখরিত; কোথাও বা পাতালবৎ সুগভীর গুহা বিদ্যমান, কুষ্মাণ্ড-নামধেয় একপ্রকার ভয়ঙ্কর পিশাচ তথায় বাস করে। কোন স্থানে নন্দনকানন সদৃশ মনোমোহকর মুনিদিগের আশ্রমভূমি। কোন স্থানে মেঘমালা সর্ব্বসময়েই উন্মত্তবৎ গর্জ্জন করিতেছে। কোথাও বা মেঘের লেশমাত্র নাই, কোন স্থান গুহাময় বলিয়া অত্যন্ত ভীষণ। ১৫-১৯

উহার কোনও স্থানে জনপদের ধ্বংস হওয়ায় জনগণ নিজ নিজ আবাসভূমি পরিত্যাগ করত বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া ভূতপ্রেতগণের আবাসস্থান বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে; কোন কোন স্থানের অধিবাসীদিগের সুব্যবহারে দেবতারাও আপনাদিগকে পরাজিত মনে করিতেছেন। কোথাও সর্ব্বসময়ে এরূপ প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে যে, তথায় স্থাবর জঙ্গম কোনপ্রকার প্রাণীই অবস্থান করিতে সমর্থ নহে; আবার কোথাও বা স্থাবর জঙ্গম জীবকুল নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে। কোন স্থানে ভীষণ মরুস্থলী; তথায় গো গো রবে প্রচণ্ড বায়ু অবিরাম প্রবাহিত। কোন স্থানে পদ্মবনে সারসপক্ষীর সুমধুর কূজনধ্বনি শ্রুতিকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে, আবার কোথাও বা তরঙ্গভঙ্গবৎ বিকট মেঘগর্জ্জনধ্বনিতে কর্ণপটহ পরিপূরিত হইতেছে। কোন স্থানে অপ্সরাকুলকে প্রমত্তাবস্থায় দোলায় দুলিতে দেখিয়া দর্শকগণ কামজ্বরে জর্জ্জরিত হইতেছে, আবার উহারই কোন স্থান কুষ্মাণ্ড-পিশাচাদিতে পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে নদীতীরে বিদ্যাধরীগণের সহিত সিদ্ধগণ নৃত্যগীতাদিতে প্রমোদিত, আবার কোথাও বা বর্ষণশীল মেঘসমূহের প্রচণ্ডবারিধারা নদীবেগরূপ বাহু প্রসারিত করিয়া গর্জ্জিত হইতেছে। কোন স্থানে সর্ব্বগতি পবন নানা স্থান হইতে নানাপ্রকার মেঘরূপ বস্ত্র আনয়ন করিয়া স্তূপীকৃত করিতেছে। ২০-২৫

কোন স্থানে মুদ্রিত পদ্মে ভ্রমর রুদ্ধ হওয়ায় কমলিনী ভৃঙ্গনেত্র মুদ্রিত করত যেন ধ্যানস্থ হইয়াছে। কোন স্থানে স্বর্গাঙ্গনা অপ্সরা সিদ্ধকামিনীগণ তাম্বূলরাগে স্ব স্ব মুখশোভা বিস্তার করিতেছেন। লোকালোক পর্ব্বতের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যোত্তাপে সন্তাপিত, এবং তত্রত্য জনগণের ব্যবহার অতি সুন্দর। অপর ভাগ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তথায় লোকসমাগম একবারেই নাই, মাত্র নিশাচরগণ প্রমত্তভাবে নৃত্যপরায়ণ। কোন স্থানে সকল সময়ে বিপ্লব-বিপত্তিতে অবিরত লোকক্ষয় হইতেছে, আবার কোথাও বা সমৃদ্ধিশালী সৌরাজ্যে জনগণ উন্নতভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে। ২৬-২৮

ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান একবারেই নির্জ্জন, আবার কোন স্থান বা জনবহুল। কোন স্থানে গভীরতম গুহা; কোন স্থান বা পাতালের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণাকার। কোন স্থানে কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে, আবার কোন স্থান একবারেই জলশূন্য, জীবগণের হাহারবে পরিপূর্ণ। কোথাও সুবৃহৎ হস্তিগণের আবাসভূমি, কোথাও বা প্রমত্ত সিংহ অবস্থিত আছে। কোন স্থান বৃক্ষবহুল অথচ জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই, কোন স্থানে উন্মত্ত রাক্ষসগণ বিরাজিত। কোথাও করঞ্জবন, কোথাও ঘন তালীবন; কোন স্থানে আকাশবৎ নির্ম্মল জলযুক্ত পুষ্করিণী, আবার কোথাও বা বহুদূরবিস্তৃত মরুভূমি। কোন স্থানে মাত্র ধূলিরাশি,—লতাপাতার চিহ্নও নাই, আবার কোথাও বা ষড়্‌ঋতুর সকল শোভাই বর্ত্তমান। ২৯-৩২

ঐ লোকালোক পর্ব্বত-শিখরে আকাশবৎ বিমল রত্নসঙ্কুল যে সকল শিলা আছে, সেই সকল শিলার প্রত্যেকটিই এক একটি ছোট পর্ব্বতবিশেষ, সেই সকল শিলার উপর মেঘসমূহ কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থিত আছে। দুগ্ধবৎ নির্ম্মল জলের ন্যায় এবং সূর্য্যের মত শ্বেতবর্ণ সেই সকল শিলার উপর সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীবগণ পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া সুখে বসবাস করিতেছে। সেই শিলাসকলের উত্তরভাগে পূর্ব্বদিক্‌স্থ কোন একখণ্ড শিলার মধ্যে আমার বাস। আমি যে শিলাখণ্ডের ভিতর বাস করিয়া থাকি, তাহা বজ্রাপেক্ষা কঠিনত্বক্ একটি সাধারণযন্ত্র, বিধাতা তাহার মধ্যে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই শিলার ভিতর আমি রুদ্ধ অবস্থায় বহুযুগ কাটাইয়াছি। সেই শিলায় কেবলমাত্র আমিই যে আবদ্ধ আছি, তাহা নহে, পদ্মমুকুলে সায়ংকালে ভ্রমর যেরূপ আবদ্ধ থাকে, আমার স্বামীও তাহার ভিতর তদ্রূপ আবদ্ধ আছেন। সেই ক্ষুদ্রশিলার অভ্যন্তরে আমার স্বামীর সহিত আমি দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি। মাত্র একটি অপরাধের জন্য আজিও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মমতা প্রযুক্ত আমরা উভয়ে বহুদিন অবস্থান করিতেছি। সেই শিলায় মাত্র আমরা দুই জনই যে আবদ্ধ আছি, তাহা নহে; পরন্তু আমাদের পরিজনবর্গও তথায় আবদ্ধ আছে। আমার স্বামী পুরাণপুরুষ এবং দ্বিজ; তিনি সেই স্থানে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া শতযুগ জীবিত আছেন; একটুও চলিয়া বেড়ান না। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী, সর্ব্বদা বেদপাঠরত হইয়া নির্জ্জনে একাকী অলসের ন্যায় বসিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল, কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য তাঁহার নাই। আমি তাঁহারই স্ত্রী, কিন্তু অত্যন্ত বিষয়াসক্তা, আমি এক নিমেষও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ৩৩-৪৩

আমি তাঁহার ভার্য্যা, এবং আমাকে তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিলেন ও আমাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ কিরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল, হে ব্রহ্মন্! তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। বাল্যকালে আমার পতি যে সময় কিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন স্বীয় অমল আবাসভূমিতে অবস্থান করত মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার মত স্বাধ্যায়শীল লোকের অনুরূপ ভার্য্যা উৎপন্ন হইতে পারে কিরূপে? হে পদ্মনয়ন! এইরূপ চিন্তা করিয়াই যেন বিধি, চন্দ্র যেরূপ সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না বিকিরণ করেন, সেইরূপ অনিন্দ্যসুন্দরী এক মানসী রমণী সৃষ্টি করিলেন। মন্দারকুসুম সেই কামিনীর কবরীদেশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। আমিই সেই রমণী। বসন্তকালে পুষ্পমঞ্জরী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম। আকাশবৎ সহজ অম্বর (বস্ত্র) পরিধান করিতাম; আমি ক্রমশঃ সুন্দর নয়নতারকাযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন-শোভা ধারণ করিয়া সাতিশয় সুন্দরী হইয়া লোকমনোহরণকারিণী হইলাম। ৪৪-৪৯

হে ব্রহ্মন্! পুষ্পকোরকের ন্যায় আমার স্তনযুগল উন্নত হইতে লাগিল; করপল্লবশোভিতা এবং সকলগুণবতী হইয়া আমি উদ্যানস্থ নবলতিকার ন্যায় পরিশোভিত হইলাম। হরিণীর নয়ন যেরূপ সুন্দর, আমার নয়নযুগলও সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন হইল। আমি ক্রমশঃ যখন পূর্ণযৌবনশালিনী হইলাম, তখন সকল লোকের কামোন্মাদকারিণী হইলাম এবং সকলেরই মনোহরণ করিতে লাগিলাম। আমি হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করত গীতবাদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইলাম। আমার আসক্তি এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। আমি ভাগ্যবতী হইলেও যিনি আমাকে কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সমদর্শী বলিয়া আমিও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলাম। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য—এই উভয়ই আমার নিকট তুল্য বলিয়া বোধ হইত। এই নিমিত্ত আমি মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম না; তাই সম্পদ্ কিম্বা বিপদ্—উভয় অবস্থাতেই আমি সমভাবে অবস্থান করিতেছি। আমি যে শুধু পতিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি, তাহা নহে; এই সমগ্র ত্রিলোক আমাতেই ধারিত হইয়া আছে। আমার স্বামীর আমি কুলরক্ষাকারিণী পত্নী, আমার দ্বারাই তিনি রক্ষিত, পরন্তু আমিই তাঁহার পোষ্যবর্গ-রক্ষাকারিণী। এই ত্রৈলোক্যরূপ গৃহের যাবতীয় সাজসজ্জা একমাত্র আমিই বহন করিয়া থাকি। ৫০-৫৫

হে মহর্ষে! ক্রমশঃ আমি পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত হইলাম, ফলে আমার পয়োধরযুগল অত্যুচ্চ আকার ধারণ করায় ফলপুষ্পশালিনী গুলুচ্ছ লতার ন্যায়

পরিশোভিতা হইলাম। আমার স্বামী সর্ব্বদা স্বাধ্যায় ও তপস্যা লইয়া থাকেন এবং তিনি অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী। এই নিমিত্ত এবং আরও অন্যান্য কতকগুলি গূঢ়কারণ বশতঃ আমাকে আজিও তিনি বিবাহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার যৌবনোচিত ভোগ আমার দ্বারা চরিতার্থ হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে না, এই নিমিত্ত আমি অগ্ন্যুত্তাপমলিন কমলের ন্যায় নিরতিশয় বিরহানলে সন্তাপিত হইতেছি। শীতল-শীকর সম্পৃক্ত পদ্মদলের উপর উপবেশন করিয়াও প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর উপবেশন করিলে যেরূপ ক্লেশ হয়, আমি তদ্রূপ ক্লেশ অনুভব করিতেছি, আমার সমগ্র দেহ যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। বহুবিধ কুসুমনিকরে পরিশোভিত উদ্যান আমার নিকট মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হয়। চতুর্দ্দিকে কুমুদ-কহ্লার প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, মৃদু মৃদু পবনান্দোলনে তরঙ্গমালা খেলিয়া বেড়াইতেছে, সারসপক্ষী মনোরম কূজন করিতেছে। এরূপ মনোমোহকর সরসীও আমার শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। মন্দার-কমল-কুমুদ-কহ্লার-কুসুমের মালা গলদেশে ধারণ করিলেও আমার মনে হয়, আমি যেন কাঁটার উপর পড়িয়া গিয়াছি; বক্ষে যেন কাহারা প্রজ্বলিত অঙ্গার বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে॥ ৫৬-৬২॥

গাত্রদাহ নিবারণের নিমিত্ত কুমুদ-কহ্লার-কমল এবং সুকোমল কদলীপত্র দ্বারা সুশীতল শয্যা প্রস্তুত করি, কিন্তু সেই শয্যায় আমার গাত্রস্পর্শ হইবামাত্রই সেই শীতল শয্যা শুষ্ক মর্ম্মরবৎ ভস্ম হইয়া যায়। কোন প্রকার অনির্ব্বচনীয় মনোরম বস্তু দর্শনে আমার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তখন আমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসমাকুল হইয়া উঠে। নয়নবিগলিত উত্তপ্ত অশ্রুধারা আমার গলদেশস্থ পদ্ম এবং উৎপলের মাল্যকে শুষ্ক করিয়া নিজেও শুকাইয়া যায়। যে সময় আমার সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সেই সময় উদ্যানে গমন করিয়া কদলীকাণ্ডের উপরিস্থিত পল্লবদোলায় দুলিতে দুলিতে লজ্জাবশতঃ মুখ ঢাকিয়া আমি ক্রন্দন করি॥ ৬৩-৬৬॥

হে মুনিবর! তুষারনিকরসমাকীর্ণ কদলীদলবিরচিত গৃহও আমার কাছে অত্যুগ্র খদিরকাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ অতীব ভীষণ বলিয়া অনুভব হয়। কমলদলে সারস-সারসীর ক্রীড়া আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি এবং অবনত-বদনে নিজ যৌবনের নিন্দা করি। কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়, তখন আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না; মধ্যবিধ সুন্দর বস্তু দেখিলে আমার মন কতকটা সুস্থ থাকে। শোক বা আনন্দ—কিছুরই উদ্ভব হয় না, কিন্তু যদি কিছু মন্দ বস্তু আমি দেখি, তাহা হইলেই আমার মনে আনন্দোদয় হয়। যখন আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়,

তখন সাদরে আমি মূর্চ্ছাকেই ডাকিয়া থাকি ; কেন না, মূর্চ্ছিতাবস্থায় শোক-দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি থাকে না। মন্দার, কুন্দ এবং কুমুদ প্রভৃতি পুষ্প দেখিলে আমার মনে হয়, যেন মদনাগ্নিতে ভস্মীভূত বিরহিগণের ভস্ম চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইভাবে আমি কুমুদ-কহ্লার-উৎপল-কুন্দ-মৃণাল-মালতী প্রভৃতি পুষ্প এবং কদলীদলবিরচিত সুশীতল শয্যাকে স্বীয় বিরহসন্তাপিত গাত্র-সংস্পর্শে বিশুষ্ক করিয়াই এই নবযৌবন বৃথাই অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি। ৬৭-৭১

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

বিদ্যাধরী বলিলেন, তাহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, শরৎ ঋতুর অবসানসময়ে পল্লব সকল যেরূপ শুষ্ক হয়, তদ্রূপ আমার সেই ভোগবাসনা ক্রমশঃ বৈরাগ্যে পরিণত হইয়া গেল। সরলচিত্ত বৃদ্ধ স্বামী সর্ব্বদা নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসেন। স্নেহশূন্য অরসিক হইয়া তিনি মৌনী হইয়া আছেন। আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ? ইহা অপেক্ষা আমার বৈধব্য ঘটাও শ্রেয়ঃ, মৃত্যুও কাম্য, রোগযুক্ত কিম্বা অন্য যে কোন প্রকার বিপন্নাবস্থা ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। রমণীর স্বামী যদি যুবা, রসিক এবং মধুরভাষী হন, তবেই রমণীর ভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাহার জন্মও সার্থক। ১-৪

যে রমণীর স্বামী রসহীন, তাহার মত দুর্ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। যাহার বুদ্ধি সুসংস্কৃত নহে, বৃথাই তাহার সেই বুদ্ধি। মন্দলোকের ভোগ্য সম্পদ্ বিফল এবং বারনারী দ্বারা যাহার জাতি, কুল নষ্ট হইয়াছে, সেই অকৃতী পুরুষ বৃথা। সেই সম্পদ্‌ই সম্পদ্—যাহা সাধুর হস্তে ন্যস্ত ; সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি—যাহা শম-দমাদিগুণযুক্ত। যাহার সমদর্শিতা আছে, তাহারই সাধুতা বিদ্যমান, এই প্রকার যে রমণীর পতি অনুগত, সেই রমণীই ভাগ্যবতী। দম্পতি যদি পরস্পর অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে আধি-ব্যাধি বিপদ্-আপদ্ প্রভৃতি কিছুই তাহাদের মনে ক্লেশ দিতে পারে না ; সকল অবস্থাতেই তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। যাহারা পতিহীন কিম্বা যাহাদের স্বামী মন্দস্বভাবপ্রযুক্ত স্ত্রীর উপর বিরক্ত, সেই ভাগ্যহীনা রমণীর নিকট প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান, কেবল তাহাই কেন, নন্দনকাননও মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৫-৮

হে মহর্ষে ! শাস্ত্র বলে, জগতের তাবৎ বস্তুই মনোমত না হইলে ত্যাগ

করা যাইতে পারে; কিন্তু রমণী কোনমতেই পতি পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাই আমি এত দিন এত দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি বিরক্ত হইলেও আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। ইহা হইতে আপনি অনুভব করুন যে, আমার দুর্ভাগ্য কত বড়। তুষারপাত হইলে পদ্মের রস যেমন ক্রমশ শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ স্বামীর সঙ্গ অভাবে আমার অনুরাগও ক্রমশঃ বৈরাগ্যে পরিণত হইতেছে। যদিচ আমার মনে এখন বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তথাপি বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রহণ করত বিষয়ানুরাগ পরিহার করিয়া নির্ব্বাণলাভের ইচ্ছা করিতেছি। যে সকল ব্যক্তির সংসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় নাই, পক্ষান্তরে, মুক্তিপথেরও পথিক হইতে সামর্থ্য নাই, সেরূপ ব্যক্তি স্বভাবতই মৃত্যু প্রবাহে ভাসমান; তাহার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ৯-১৩

এক রাজা যেরূপ অপর এক রাজার সাহায্য লইয়া অন্য শত্রু রাজাকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার জ্ঞানী স্বামীও কি উপায়ে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, দিবারাত্র তাহারই জন্য চেষ্টিত হইয়া মনেব সাহায্যে মনকেই জয় করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র আছেন। যাহাতে আমাদের উভয়ের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, হে মহর্ষে! আপনি সেইরূপ উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে আত্ম-জ্ঞান দান করুন। আমরা আত্মাকে ভুলিয়া গিয়াছি, আপনি তাহা স্মরণ করাইয়া দিন। আমার স্বামী যে সময় হইতে আমার অপেক্ষা অধিক ত্যাগ করত আত্মনির্ভর পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় হইতে আমিও জগৎকে নীরস বলিয়া বোধ করিতেছি। সেই সময় হইতে আমি সংসারবাসনা ত্যাগ করত আকাশে বিচরণ জন্য খেচরী বিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া আসিতেছি। এই খেচরী বিদ্যা দ্বারাই আমি আকাশপথে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আকাশে ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা এখন আমার বেশ আয়ত্ত হইয়াছে। এই শক্তি দ্বারাই আমি সিদ্ধগণের সহিত বাক্যালাপে সমর্থা। ১৪-১৮

হে ব্রহ্মর্ষে! তাহার পর আমি ভাবনা দ্বারা আপনার বাসস্থান ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানই দর্শন করিয়া সেই ভাবনাকে সুদৃঢ় করিয়াছি। এখন আমি সেই ভাবনাতেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এখন আমি ভাবনা দ্বারা করতলগত আমলকফলের মত সমগ্র জগৎই দেখিতে পাইতেছি। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগ দেখিয়া, তাহার বহির্দ্দেশে চাহিয়া দেখিলাম, লোকালোক পর্ব্বতের শিলা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এত দিন আমরা গুহামধ্যে অবস্থান করিলেও আমাদের স্বামি-স্ত্রীর কাহারও ব্রহ্মাণ্ডের পরপার দর্শন করিবার

ইচ্ছা হয় নাই। আজ সেই ইচ্ছা হইয়াছে। আমার স্বামী নিরন্তর বেদার্থ-চিন্তাতেই নিমগ্ন; কোন বিষয়েই তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কোন ব্যাপারই তিনি জানেন না। এই নিমিত্ত আমার স্বামী পণ্ডিত হইয়াও সেই পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আজ আমরা উভয়েই যত্ন সহকারে সেই পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা—যাহাতে পরমপদ পাইতে পারি। অদ্য আপনাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে। মহৎ ব্যক্তির নিকট প্রার্থী হইলে কেহই কখন বিফল-মনোরথ হয় না। আমি সিদ্ধগণের মধ্যে বহু স্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, হে মানদ! আপনি ব্যতীত আমাদের অজ্ঞান দূর করিতে অপর কেহই সমর্থ নহে। হে করুণাকর! হে ব্রহ্মন্! সাধু ব্যক্তিরা অকারণেই প্রার্থিগণের বাসনা পূর্ণ করেন। আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে উপেক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য হইবে না। ১৯-২৬

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, আকাশে কল্পিত আসনের উপর উপবেশন করিয়া তদ্বৎ আসনে সন্নিবিষ্টা বিদ্যাধরীর বাক্য সকল শ্রবণ করত তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, হে বালে! তোমার দেহ ত রহিয়াছে দেখিতেছি এবং যে প্রস্তর-বিবরের কথা তুমি বলিলে, তাহার ভিতর সূক্ষ্ম কেশাগ্রও থাকিবার স্থান নাই, তবে তুমি কি প্রকারে তাহার ভিতর অবস্থান কর এবং সেখানে অবস্থান করিবার কারণই বা কি, তাহা আমাকে বল। ১-২

বিদ্যাধরী বলিলেন, হে মুনে! আপনাদের এই জগৎ যেরূপ বৃহৎ, সেই শিলামধ্যেও আমাদিগের সেইরূপ বৃহৎ জগৎ বর্ত্তমান। তাহাও এক বৃহৎ সংসার। তথায় পাতাল আছে এবং তন্মধ্যে নাগকুলও বাস করিয়া থাকে। পর্ব্বত ও জল আছে; অতল সমুদ্র চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত; প্রজাগণও তথায় যাতায়াত করিতেছে; প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, জলতরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে; আকাশে দেবগণ বিরাজিত; বৃক্ষ আছে, গ্রহ-নক্ষত্র উদিত হইতেছে; রাজগণ পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন। নদীকুল যেরূপ সমুদ্রগামী, সেই প্রকার তথায় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব এবং মানবগণের আচার-ব্যবহার জগৎসৃষ্টি হইতে চলিয়া আসিতেছে। তথাকার

ভূর্লোকরূপ সরসীর মেঘরূপ চপল-ভ্রমরসংযুক্ত দিবারূপ পদ্ম সকল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিকসিত হইতেছে। ৩-৮

তথায় জ্যোৎস্নারূপ চন্দন দিয়া চন্দ্রদেব চতুর্দ্দিক্ বিলেপিত করত রজনী ও রোহিণীদেবীর হৃদয়স্থ তমঃ বিদূরিত করিতেছেন। (এই স্থানে রোহিণী পক্ষে তমঃ শব্দে শোক এবং রজনী পক্ষে তমঃ শব্দে অন্ধকার বুঝিতে হইবে); সেখানেও আকাশদেশে দিঙ্মণ্ডলরূপ বর্ত্তিকা হইতে শিশিররূপ স্নেহ-ক্ষয়কারী সূর্য্যরূপ প্রদীপ বায়ুরূপ যন্ত্র দ্বারা প্রচালিত হইয়া পৃথিবী ও আকাশরূপ গৃহে পরিশোভিত। আকাশ ও ভূতল (দ্যাবাভূমি,) ঘরট্ট-যন্ত্রের মত সেখানেও প্রতীতি হইতেছে। সর্ব্বদা আকাশে ভ্রমণশীল গ্রহনক্ষত্রচক্র উপরিস্থিত বিঘূর্ণিত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পরিশোভিত। ঐ ঘরট্টযন্ত্র বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ আছে। বিধাতা নিজ সঙ্কল্প দ্বারা ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ধ্রুব নক্ষত্র কথিত ঘরট্টযন্ত্রের মধ্যস্থিত কীলক, উহা সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে নিয়তি কর্ত্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়া আসিতেছে। ঐ যন্ত্র দ্বারা ভূতগণরূপ তণ্ডুল পিষ্ট হইয়া থাকে। দ্যাবাপৃথিবীর দ্বাররূপী মেঘগর্জ্জন ঐ ঘরট্টযন্ত্রের ঘর্ঘররব। ৯-১২

সেখানেও সাগর, দ্বীপ এবং পর্ব্বত-সমূহ দ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন; আকাশ প্রদেশ বিমানরূপ নগরী দ্বারা পরিপূর্ণ এবং চঞ্চলা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর মণিভূষিত কুণ্ডলবৎ নীলবর্ণ ভূমণ্ডল পরিশোভিত। তথায় স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি জীবজাতি বুদ্ধিবৃত্তিহীন অবস্থায় বাহ্যিক বায়ুপ্রবাহের মত অভ্যন্তরপ্রদেশে সূক্ষ্ম প্রাণরূপ স্পন্দসম্বিৎ লইয়াই জন্মিতেছে। মুনিগণও তথায় **স্ব স্ব** কর্ম্মে নিরত আছেন। পৃথিবী যথাযথস্থানে জলপূর্ণ এবং বায়ু বানরের ন্যায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। আকাশ শূন্য; তেজ নিজ ক্রিয়া দীপ্তি দান করিতেছে; তথায়ও খেচর, ভূচর, জলচর, বনচর প্রভৃতি জীবগণ জন্মিতেছে এবং মরিতেছে। পশুপ্রতিপালক যে প্রকারে যত্ন সহকারে পশুপালন করিয়া থাকে, তথায়ও সেইরূপ কাল, কল্প, যুগ এবং বৎসর প্রভৃতি **স্ব স্ব** বাহুবলে দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেছে। সেই প্রজাগণও অসীম অতল কাল-সমুদ্রে আবর্ত্তবৎ বারবার উত্থিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। ১৩-১৯

চৌদ্দ-প্রকার ধূলি পবন দ্বারা চালিত হইয়া শরৎ-কালবৎ নির্ম্মল আকাশে লীন হইয়া যাইতেছে। উচ্চনক্ষত্রসমূহরূপ-ভূষণশোভিনী অম্বরপরিহিতা স্বর্গদেবী চন্দ্র এবং সূর্য্যের কিরণরূপ চামর দ্বারা বীজন করত নিদ্রিত জগৎকে জাগরিত করিতেছেন। দিক্সমূহ অত্যন্ত সহিষ্ণু, তাই তাহারা ভূমিকম্প, ঝড়, মেঘাড়ম্বর প্রভৃতি কষ্ট নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই সহ্য করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় রহিয়াছে। সেখানেও ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বাত্যা, বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি

প্রভৃতি উপদ্রব যথানিয়মে হইয়া থাকে; সেই সকল উপদ্রবের পূর্ব্বসূচনা জ্যোতিষিগণ সাধারণকে বলিয়া দিয়া থাকেন। কল্পসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কাল যেরূপ জীবগণকে গ্রাস করিয়া আসিতেছেন, তদ্রূপ বাড়বানলও তথায় প্রজ্বলিত হইয়া সপ্ত সাগরের জল পান করিতেছে। আপনাদিগের জগতের মত সেই জগতেও পাতালতলবাসীরা পাতালে, গগনচারীরা গগনে, মর্ত্ত্যবাসীরা মর্ত্ত্যে বাস করিয়া থাকে। পর্ব্বত, মহাসাগর এবং দ্বীপসমূহও পবনের গতি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। ২০-২৫

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

বিদ্যাধরী বলিলেন, হে মুনে! কৃপা করিয়া আপনি একবার আমাদের সেই জগতে চলুন। মহৎ ব্যক্তিরা অদ্ভুত ঘটনা চাক্ষুষ করিবার জন্য কৌতূহলী হয়েন, ইহা আমি জানি। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদ্যাধরীর এই কথা শুনিয়া, বাত্যাতাড়িত গন্ধ যেরূপ তাহার সহিত অলক্ষ্যে শূন্যে উঠিয়া যায়, আমিও সেইরূপ শূন্যবৎ শূন্যাবয়বা বিদ্যাধরীর সহিত আকাশপথে গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে আকাশপথে যাইতে যাইতে ক্রমে আমরা ব্যোমবিহারী দেবতা প্রভৃতি জীবগণের বাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সেই স্থানও অতিক্রম করিয়া আমরা শুভ্রজলদ-মণ্ডিত লোকালোক-পর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলাম। তাহার পর উত্তরদিক্‌স্থ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বস্ত্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মেঘমণ্ডল হইতে সেই বিদ্যাধরী বহির্গত হইয়া তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ উক্ত শিলার সমীপে আমাকে লইয়া গেল। আমি তথায় যাইয়া দেখিলাম, সেই স্থান রৌপ্যময়, শ্বেতপ্রস্তরই অগ্নিময় পর্ব্বততটের মত শোভা পাইতেছে। তথায় অপর কোন বস্তুই নাই। বিদ্যাধরীর বর্ণিত জগৎও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ২-৬

হে রাম! তাহার পর আমি সেই বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমাকে তোমাদের যে জগতের কথা বলিয়াছিলে, তাহা কোথায় এবং যে সকল সূর্য্য, অগ্নি, রুদ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির কথা বলিয়াছিলে, তাহারাই বা কোথায় আছে? তোমার কথিত সমস্ত লোকই বা কোথায়, আর সাগর, আকাশ, দিক্‌সকলই বা কোথায়? প্রাণিগণের জন্ম, মৃত্যু, প্রচণ্ড মেঘাড়ম্বর, নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশই বা কৈ? কোথায় বা পর্ব্বতশ্রেণী, মহাসাগরসমূহই বা কোথায়?

কোথায় বা সপ্তদ্বীপ, আর তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ পৃথিবীই বা কৈ ? কাল, ক্রিয়া, ভূত, জগদ্‌ভ্রান্তি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, মানব, ঋষি, রাজা প্রভৃতিই বা কৈ ? সুনীতি, দুর্নীতি, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, দিবা, রাত্রি, প্রহর, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কাল-সকলের বিভাগই বা কৈ ? দেবদৈত্যের পরস্পর শত্রুতা, এবং অন্যান্য প্রাণিনিবহের ভাল-বাসা ও বিদ্বেষই বা কৈ ? তুমি যাহা যাহা বলিয়াছিলে, এখানে তাহার কিছুই আমি দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেছি না। ৭-১২

হে রাম ! আমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই ভ্রমরনয়না বর বর্ণিনী বিদ্যাধরী বিস্ময়ের সহিত অগ্নিময় শিলার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, হে ব্রহ্মন্ ! আমি ভবৎসকাশে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম, সে সমুদয়ই আমি দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। এখনও আমার দৃষ্টিগোচর হইবার কারণ এই যে, ইহা আমার নিত্যানুভূত। আপনি তো ইহা কখনও অনুভব করেন নাই, আপনার হৃদয়ে তো এই জগতের ছায়া অঙ্কিত হইয়া নাই, এই নিমিত্ত আপনি প্রথমদর্শনে ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা বহুদিন যাবৎ অদ্বৈতবিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় বাহ্যার্থগ্রহণসমর্থ আতিবাহিক দেহ বিস্মৃত হইয়াছি। এই যে জগৎ, ইহা আমার নিজস্ব বলিয়া বহুদিনের অভ্যস্ত হইলেও আজ ইহা আমার নিকট আকাশমাত্রে পর্য্যবসিত ; তাই আমিও ইহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি না। ইহার পূর্ব্বে আমি সুস্পষ্টরূপে এই জগৎ দেখিতে পাইতাম বলিয়া দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ অস্পষ্টরূপেও দেখিতে পাইতেছি। ইহার পূর্ব্বে তো আপনি আর কখনও এই জগৎ দেখেন নাই, সুতরাং আজি ইহাকে দেখিবেন কি প্রকারে ? । ১৩-১৮

হে নাথ ! অযথাবাক্যে বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া পরিশুদ্ধ আতিবাহিক-স্বরূপের সহিত দেহাত্মতা যাহাতে অন্তহীন বিশুদ্ধভাবে বিরাজিত, তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। নির্ম্মল চিদাকাশের বারংবার আস্বাদন পূর্ব্বক হৃদয়ে যে অভ্যাস উদ্‌বুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণও তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়ে, ইহা বালক বৃদ্ধ সকলেরই ঘটিয়া থাকে। অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হয় না, এরূপ কোন কর্ম্মই নাই। যিনি অভ্যাস করেন না, তাঁহার শাস্ত্রার্থ শ্রবণ বা তদ্বিষয়ক ভাবনা একেবারেই ব্যর্থ। আমি আপনাদের জগতে গমন করিয়া কথোপকথনে বহুক্ষণ অতিবাহিত করায়, সেই জগতেরই সংস্কার আমার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইতেছে, তাই আমার জগতের অনুভবরূপ সংস্কার প্রায় লোপ পাইতেছে। কেন না, অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ঘটনারই প্রভাব সমধিক। ১৯-২২

হে ঋষিবর! যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব অভীষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকল ব্যক্তি যদি উপদিষ্ট বিষয়ে বারংবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে কোন প্রকারেই সে ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না। 'আমি' ইত্যাদি অজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি যে আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল, জ্ঞানের আলোচনা করায় তাহা এক্ষণে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং অভ্যাসের ফল যে কত দূরবিসারী, তাহা আপনি বিবেচনা করুন। আমি নারী এবং আপনার শিষ্যাসদৃশী, তাহা হইলেও আমি এই শিলার উপরিস্থ জগৎ দেখিতেছি, আর সর্ব্বজ্ঞ আপনি দেখিতেছেন না, ইহা মাত্র অভ্যাসের ফল। অভ্যাস দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞ হইয়া থাকে, পর্ব্বত বিচূর্ণ করা সম্ভব হয়, বাণাঘাতে দূরস্থ লক্ষ্যও বিদ্ধ করা যায়, এ সকলের মূল অভ্যাস। ২৩- ৬

হে মুনে! এই প্রকারে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বিসূচিকা বৃদ্ধি পাইয়া সত্যবৎ সুদৃঢ় হয়, কিন্তু তাহাও বিচারের অভ্যাস দ্বারা লোপ পায়। এই নিমিত্ত অভ্যাসবলেই কটুদ্রব্যও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আপনি ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কেহ বা নিম্ব ভালবাসে, আবার কেহ বা মধু ভালবাসে, ইহার মূলেও সেই অভ্যাস। সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠতারূপ অভ্যাসফলে অনাত্মীয় ব্যক্তিও আত্মীয়বৎ প্রীতিভাজন হয়, পক্ষান্তরে, নিকটতম আত্মীয় বহুকাল দূরে অবস্থান করিলে অনভ্যাস জন্য সেও অনাত্মীয় হইয়া পড়ে। ২৭-২৯

নির্ম্মল চিদাকাশে আতিবাহিক দেহ বলিয়া জ্ঞান জন্মাইতে জন্মাইতে ক্রমশঃ তাহাকে আধিভৌতিকরূপে দৃঢ় ধারণা হয়, উহাও অভ্যাসের জন্য। ধারণা অভ্যাসের দ্বারা ঐ আধিভৌতিক দেহই আবার অভ্যাসবলে পক্ষিবৎ আকাশপ্রদেশে উঠিয়া যায়। সুতরাং অভ্যাসের কি অসীম ক্ষমতা, তাহা প্রত্যক্ষ করুন। পুণ্যকর্ম্ম নিষ্ফল হইতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগসিদ্ধিও নিষ্ফল হওয়া বিচিত্র নয়, ভাগ্যও বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে, কিন্তু অভ্যাস কোন প্রকারেই বিফল হইবার নহে। অভ্যাস দ্বারা অতি দুষ্কর কর্ম্মও সিদ্ধ হয়; শত্রুও বন্ধু হইতে পারে, বিষও অমৃতবৎ হয়। যে ব্যক্তি অভীষ্টসাধনবিষয়ে অভ্যাস ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অধম। বন্ধ্যার যেরূপ সন্তান হওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ অভ্যাসহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। যে সকল লৌকিক সৎকার্য্য বারবার অভ্যাস দ্বারা প্রিয় বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, সে সকল কার্য্যও সহসা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তবে যোগিগণ বারবার বৈরাগ্য অভ্যাস করত তাহার প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ স্বীয় জীবন রক্ষা করেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তবে যোগবলে দেহত্যাগ করেন, সেইরূপ যুক্তিপূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা ত্যাগ করিবে। ৩০-৩৫

যে ব্যক্তি নিজ অভীষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বার বার চেষ্টা না করে,

সে ব্যক্তি নরাধম; সে অসৎকার্য্যের বার বার চেষ্টা করিয়া মাত্র অনিষ্টই লাভ করিয়া থাকে এবং অনন্ত নরক ভোগ করে। যে সকল ব্যক্তি আত্ম-বিচার-বিষয়ে অভ্যাস ত্যাগ না করেন, সেই সকল ব্যক্তি সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া সুগভীর মায়ানদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অন্ধকার রাত্রিতে ঘট দেখিতে ইচ্ছা করিলে, প্রদীপের আলোকেই তাহা দেখা যেরূপ সম্ভব, সেইরূপ অভ্যাস দ্বারাই অভিলষিত বস্তু পাওয়া যাইতে পারে। কল্পপাদপ যেরূপ প্রার্থিতকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে, শরৎকাল যেরূপ শস্য দান করে, অভ্যাসও সেই প্রকার অভীষ্ট ফল দান করে। ৩৬-৩৯

আত্মজ্ঞানরূপ অভীষ্ট দ্রব্যের বারংবার দৃঢ় অভ্যাসরূপ সূর্য্য মানবগণের অন্তঃকরণ এরূপভাবে আলোকিত করিয়া থাকেন যে, তাহাদিগকে আর কখনই দেহভূমিতে ইন্দ্রিয়নামধেয়া মোহনিদ্রাদাত্রী রজনীর মুখ দর্শন করিতে হয় না। কেবলমাত্র অভ্যাসরূপ সূর্য্যই সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার বস্তু প্রকাশ করেন। এই যে চৌদ্দপ্রকার জীব আছে, তাহারা কেহই অভ্যাস ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ করিতে পারে না। একই কার্য্য বারংবার করার নামই অভ্যাস, এই অভ্যাসকেই পুরুষার্থ বলা হয়। এই অভ্যাস ব্যতীত অভীষ্ট কর্ম্মসিদ্ধির অপর কোন উপায় নাই। আপনার বিবেকবুদ্ধি দ্বারা যাহা অভিমত বলিয়া ধারণা হইবে, তাহা যদি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অভ্যাসবিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন লইতেই হইবে। তাহা না হইলে কোন উপায়েই অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির হৃদাকাশে অভ্যাসরূপ সূর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিলে, জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র অভ্যাস দ্বারাই কাপুরুষ লোক অতীব সাহসী হইয়া হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় বনে এবং পর্ব্বতের গুহায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে। ৪০-৪৫

সপ্ত-ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্ট-ষষ্টিতম সর্গ

বিদ্যাধরী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এখন আমরা যদি সমাধিরূপ দৃঢ় অভ্যাস না করি, তাহা হইলে দেহাদিতে আধিভৌতিক বুদ্ধি দূর হইবে না, সুতরাং আতিবাহিক ভাবেরও উদয় হইবে না, আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সাক্ষিস্বরূপ অন্য জগতের কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা যাইবে না। সেই জন্য

আসুন, আমরা সমাধিরূপ ধারণা দ্বারা প্রাচীন আতিবাহিক ভাব অভ্যাস করি। তাহা হইলে শিলাভ্যন্তরস্থ জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদ্যাধরীর এই সকল বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায় পদ্মাসনে উপবেশন করত আমি সমাধিমগ্ন হইলাম। সেই সময় আমি তাবৎ বাহ্য-বস্তুর ভাবনা ত্যাগ করত একমাত্র চিৎস্বরূপেই ভাবিত হইলাম। ক্রমশঃ আমি সেই ভাবনাবলে পূর্ব্বোক্ত আধিভৌতিক ভাবনাজনিত আধিভৌতিক-সংস্কাররূপ মালিন্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম। তাহার পর শরৎকালে আকাশ যেরূপ স্বচ্ছ হয়, তদ্রূপ আমি চিদাকাশভাব প্রাপ্ত হওয়ায় পরা দৃষ্টি লাভ করিলাম। তদনন্তর সেই চিন্ময় ভাবনার সত্যস্বরূপ সুদৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হওয়ায়, আমার দেহ হইতে আধিভৌতিক ভ্রম একবারে অস্তগত হইল। সেই সময় আমার ভাবনাস্থলে মাত্র নির্ম্মল মহাচিদাকাশভাব দেখা দিল। সেই মহাচিদাকাশভাবে উদয় বা অস্ত কিছুই লক্ষ্য হইল না। ঐ ভাব সতত নিজপ্রকাশরূপে প্রভাসিত হইতে লাগিল। ২-৬

তাহার পর নিজ সাক্ষিস্বরূপের স্বচ্ছ তেজোবলে দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে শিলা বা আকাশ—কিছুই নাই, শুদ্ধ সেই পরম বস্তুই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিলাম, পরমার্থঘন সেই পরম তত্ত্বই আমার আত্মা, আর সেই আত্মাই প্রস্তরময়ী ভাবনা দ্বারা পাষাণকেই দর্শন করিয়াছে। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় গৃহমধ্যে বৃহৎ শিলা দেখা যায়, অর্থাৎ তখন আত্মাই শিলাভাব ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই স্বচ্ছ চিদাকাশই ঐরূপ শিলাভাব ধারণ করিয়াছিল। এই যে শিলাভাব-দর্শন, প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বপ্ন। যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, কিরূপে ইহাকে জাগ্রত অবস্থার বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার উত্তর এই যে, তুমি হয় তো দেখিয়া থাকিবে যে, স্বপ্নসময়েও লোক বহুক্ষণব্যাপী স্বপ্ন দেখিতেছে যে, আমি এখন জাগিয়া রহিয়াছি এইরূপ বোধে, স্বয়ং অপর নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি হইয়াছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিজে জাগিয়া আছি, যাহা কিছু করিতেছি বা দেখিতেছি, ইহা আমার প্রবুদ্ধ অবস্থার কার্য্য বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ শিলাভাবদর্শনরূপ স্বপ্নও দীর্ঘসময়ব্যাপী হইলে প্রবুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিতে করিতেই যাহাদের মস্তকচ্ছেদ হয়, তাহাদিগের সেই স্বপ্নেই জাগ্রৎ সংসারের কার্য্য শেষ হয়, যেহেতু তাহারা আর জাগ্রৎ হয় না। স্বপ্নাবস্থায়ই মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। অতএব সেরূপ স্থলে স্বপ্নই যে তাহাদিগের জাগ্রদ্ভাবে পরিণত হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের মূলীভূত যে অজ্ঞান-নিদ্রা, তাহার উচ্ছেদ হইলে, তাহাকেই বোধ হয় প্রকৃত

জাগ্রৎ বলা যায়। সেইরূপ জাগ্রদ্‌ভাব মহামোহগ্রস্ত জনগণের অদৃষ্টে অনেক কষ্টে বহুকালের পর ঘটে; ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত অক্ষয় বস্তু বলিয়া যখন অন্য কোন বস্তু নাই, তখন তোমরা যে সকল বস্তু দেখিয়া থাক, সে সবই নির্ম্মল ব্রহ্মাকাশ; আমিও যাহা শিলাকারে দেখিয়াছিলাম, তাহাও সেই চিদ্‌ঘন নির্ম্মল ব্রহ্মাকাশ। আমি সেখানে পৃথিবী প্রভৃতি নামক কোন বাস্তব বস্তু দেখিতে পাই নাই। ৭-১৩

পৃথিবী, জল প্রভৃতি ভূতগণের সৃষ্টির পূর্ব্বে যেরূপ আকৃতি ছিল, তত্ত্ববিদ্‌রা ধ্যানযোগে সেইরূপ আকারই লাভ করেন। পরব্রহ্মের আকৃতি যেরূপ, তাহাই সকল ভূতের পারমার্থিক আকৃতি, ক্রমশ সেই আকৃতিই মনোরাজ্য এবং সঙ্কল্প নামে পরিচিত হইয়া অজ্ঞানলোক দ্বারা জগৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে মায়াশবল ব্রহ্মের জগৎসংসারসংযুক্ত যে বিদ্যমানতা, তাহাই আতিবাহিকদেহ নামে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নিত্য দৃষ্ট বিমল চিদংশই আতিবাহিক দেহরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মের যে সত্তাকে আতিবাহিক দেহ বলিয়াছি, ঐ সত্তা সৃষ্টির পূর্ব্বকালে চিদাভাসাত্মক প্রাণীর প্রথম আতিবাহিক দেহ। প্রথমাবস্থায় উহা সমষ্টিরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহের অপর নাম হিরণ্যগর্ভ। দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত ঐ আতিবাহিক দেহ সমষ্টিভাব ভুলিয়া যখন ব্যষ্টিরূপে পরিণত হইল, তখন সাধারণ লোকের নিকট উহা মন নামে পরিচিত হয়। যোগিগণই মাত্র উহাকে সমষ্টিরূপে দেখিতে সমর্থ, কিন্তু ব্যষ্টিভাবে উহা সকলেরই গোচরীভূত বাস্তবিক, উহা সেই চিৎস্বরূপমাত্র, অনর্থক কেবল ভিন্নরূপ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আমরা যাহা দেখিতেছি, উহা সর্ব্বসাধারণের হইলেও প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। যোগিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবে। মায়ার এমনই প্রভাব যে, যে বস্তু প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা এখন একেবারেই পরোক্ষ হইয়াছে। যাহা কোন সময়েই প্রত্যক্ষ ছিল না, তাহাই আজ প্রত্যক্ষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আতিবাহিক দেহ সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে সত্য এবং সর্ব্বানুগ বলিয়া জানিবে এবং আধিভৌতিক দেহকে মায়া বলিয়া জ্ঞান করিবে। ১৪-২১

স্বর্ণে বলয়ভাব অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ যেরূপ উহাতে তাহা নাই, তদ্রূপ আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক দেহ একেবারেই নাই। বিচার বা বিবেকশক্তি নাই বলিয়াই, জীব ভ্রান্তিকে অভ্রান্তি এবং অভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। মোহের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দেখ, আধিভৌতিক দেহ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আতিবাহিক দেহ ইহলোক—পরলোক—উভয় লোকেই

অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। মরুভূমিতে যেরূপ মিথ্যা জলভ্রম ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ আতিবাহিকদেহে অনর্থক আধিভৌতিকভাবনা সুদৃঢ় হইয়াছে। স্থাণুতে যেরূপ পুরুষভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ আতিবাহিকদেহে আধিভৌতিকজ্ঞান দেহদর্শনজন্য ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতঃ শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রম হয়, মরীচিকায় জলবোধ, চন্দ্রে দ্বিত্ববোধ জন্মে, সেইরূপ আতিবাহিকদেহে আধিভৌতিক জ্ঞান মায়াবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অবিবেকজন্য মোহের এমনই আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, বস্তুতঃ যাহা মিথ্যা, তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে এবং যাহা সত্য, তাহাই মিথ্যা হইয়াছে। ২২-২৮

যোগিগণের প্রত্যক্ষ চিৎপ্রকাশ এবং মানসস্পন্দ—এই উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে। এই প্রকাশ এবং স্পন্দ দ্বারাই মাত্র লোকব্যবহার সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যোগিজন কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষকে ত্যাগ করত অসত্য বস্তুকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থিতি করিয়া সেই ব্যক্তি নিজ মোহরূপ চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত মরীচিকাবারি পান করিয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা ভোগসুখকে দুঃখ বলিয়াই জ্ঞাত আছেন, আবার এই সুখ যে সর্ব্ববিধ্বংসী, তাহাও তাঁহারা জানেন। যে সুখ কৃত্রিম নহে, যে সুখের আদি এবং অন্ত নাই, তাহাই প্রকৃত সুখ। সুতরাং প্রকৃত প্রত্যক্ষ যে কি বস্তু, তাহা বিচার কর। যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, সেই সাক্ষিস্বরূপ চিৎসত্তাকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিবে; যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ত্রিলোকের অনুভব হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি মায়াময় ঐহিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অতীব মূঢ়। সুতরাং ভূতসকলের আতিবাহিক দেহই তাহাতে আধিভৌতিক পিশাচদর্শনবৎ মিথ্যা। যে বস্তু মিথ্যা সঙ্কল্পযুক্ত, তাহা কি প্রকারে প্রত্যক্ষ এবং সত্য হইবে? যাহা স্বয়ংই মিথ্যাভূত, তাহা কি প্রকারে কার্য্যকর হইতে পারে? যে স্থানে প্রত্যক্ষেরই সত্তা নাই, তথায় সত্যই বা আসিবে কোন্ উপায়ে? যাহা অসিদ্ধ বস্তু দ্বারা উৎপন্ন, তাহাই বা কি প্রকারে সত্য হওয়া সম্ভব? আধিভৌতিকের প্রত্যক্ষ যখন সিদ্ধ হইল না, তখন অনুমানাদির যাথার্থ্য কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? যে স্থান দিয়া হস্তী গমনাগমন করিতে পারে, সেই স্থান দিয়া যে মেষ অনায়াসে যাতায়াত করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ দৃশ্যবস্তু কোথাও বর্ত্তমান নাই। যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সকলই সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম মাত্র। ২৯-৩৮

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, সে যেমন নিজগৃহস্থিত আকাশকেই পর্ব্বত বলিয়া জ্ঞান করে, অন্যের গৃহাকাশকে সেরূপ বোধ হয় না, তদ্রূপ আমরা শিলাভাবনাযুক্ত হইয়াছিলাম বলিয়াই আমরা চিৎকেই শিলারূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেই

সময় আমাদিগের আত্মা এই পর্ব্বত, এই আকাশ, এই জগৎ ইত্যাদিরূপ ভাবনা যুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই সেই সময় আকাশ সেইরূপ বিচিত্রভাব ধরিয়াছিল। যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে সমর্থ, আর যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ, তাহার পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির কর্ণে বাক্য প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তিই বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ব্যক্তি বুঝিবে কি প্রকারে? অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই এই ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে। পর্ব্বত-বৃক্ষাদি এক স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি উন্মাদ, সে বৃক্ষাদিকে নৃত্যপরায়ণ দেখে। যে সকল ব্যক্তি যোগিগণের প্রত্যক্ষীকৃত পূর্ণানন্দের স্বরূপ বুঝিয়াও অপর তুচ্ছ নেত্রাদি দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, সে সকল ব্যক্তি তৃণবৎ অন্তঃসারশূন্য। সেই সকল ভণ্ডদিগের দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। ৩৯-৪৩

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একোনসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিলে সমুদয় জগৎকে যাহার অঙ্গের ন্যায় বোধ হয়, সেই দৃষ্টিশক্তির অগোচর, সূর্য্যাদি তেজোবস্তুরও যাহা অবিষয়, সেই নিরাময় ব্রহ্মই শিলা প্রভৃতি দৃশ্যপদার্থরূপে পরিজ্ঞাত হন। সেই মহাকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বিরাট-দর্পণে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি যাবতীয় ভ্রম প্রতিবিম্ববৎ প্রতীয়মান হয়। সেই স্বেচ্ছাব্যবহারকারিণী বিদ্যাধরী পূর্ব্বকথিত শিলামধ্যস্থিত জগতে প্রবেশ করিলে, আমিও তাঁহার সহিত সঙ্কল্পরূপে তথায় প্রবেশ করিলাম। ১-৩

সেই সুন্দরীশিরোমণি বিদ্যাধরী তত্রত্য ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করত ব্রহ্মার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই ইনিই আমার পতি। বিবাহ করিবার নিমিত্ত ইনিই সঙ্কল্পপূর্ব্বক আমাকে সৃজন করিয়াছিলেন। এ কাল পর্য্যন্ত ইনিই আমার ভরণ-পোষণ করিতেছেন। ইনি এখন যেরূপ জরাগ্রস্ত পুরাণ-পুরুষ, সেইরূপ আমিও এখন জরাযুক্ত হইয়াছি বলিয়া আমাকে আর ইনি বিবাহ করিলেন না। সেই নিমিত্তই আমার বৈরাগ্য অবলম্বন এবং ইনিও এখন বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া যথায় দ্রষ্টৃভাব, দৃশ্যভাব এবং শূন্যভাব নাই,* সেই পরমপদে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যখন সেই বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইতে চলিল। তৎপরে সেই

বিদ্যাধরকন্যা পুনরায় আমায় বলিতে লাগিলেন—হে ঋষে! অধুনা ইনি ধ্যানমগ্ন হইয়া কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই হেতু বলিতেছি, হে মুনীন্দ্র! আপনি তত্ত্বোপদেশদান দ্বারা ইঁহাকে আমাকে প্রবোধিত করুন এবং যিনি সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের আদি কারণ ব্রহ্মাখ্য পরমপদ, সেই পদেই ইঁহাকে আপনি উপস্থাপিত করুন। ৪-৯।

বিদ্যাধরী এই কথা বলিয়াই ধ্যাননিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রবোধসম্পাদনার্থ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন,—প্রভো! এই ঋষিপ্রবর অদ্য আমাদের ভবনে আসিয়াছেন। অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আর এক ব্রহ্মা আছেন, এই ঋষি তাঁহার পুত্র। ইনি সংপ্রতি গৃহাগত অতিথি। অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহার সংকার সম্বন্ধে গৃহস্থ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, ইঁহারও তদ্রূপ সংকার করাই আপনার এখন উচিত হইতেছে। অতএব পাদ্য এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা এই তাপসশ্রেষ্ঠের আপনি সংকারবিধান করুন। আমি জানি, পুণ্যার্জ্জনার্থ ভবাদৃশ মহাত্মারাই সাধুসেবায় সমুদ্যত হইয়া থাকেন। ১০-১২।

বিদ্যাধরকন্যা এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মহামতি ব্রহ্মা স্বীয় জ্ঞানময় স্বরূপ হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন। বোধ হইল, যেন সলিলময় সাগরে আবর্ত্তোদয় হইল। সেই নীতিবিদ্ ব্রহ্মা তখন শনৈঃ শনৈঃ নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। মনে হইল যেন, শিশিরান্তে বসন্ত-ঋতু ধরাধামে স্বীয় পুষ্পনেত্র উন্মেষিত করিল। এইবার তাঁহার অঙ্গসমূহ ক্রমে ক্রমে বাহ্যচৈতন্য প্রকাশ করিল; বোধ হইল, বসন্তের নবীন লতাপল্লবরাজি যেন আপনাতে নবীনরসের সঞ্চার করিয়া দিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তথায় আগমন করিলেন। বোধ হইল, প্রভাতে হংসাদি পক্ষিগণ যেন বিকসিত-কমলপূর্ণ সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩-১৬।

অনন্তর বিধাতা পুরোভাগে আমাকে এবং সেই বিলাসিনী বিদ্যাধরীকে দর্শন করিয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে মহান্ জ্ঞানসুধাসিন্ধো! এ সংসার অসার পদার্থ; কেবলমাত্র আত্মাই ইহার মধ্যে সার। আপনি হস্তগত আমলকফলবৎ সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হে ঋষে! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি বহুদূর হইতে সমাগত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রান্তিবোধ হইয়াছে। সুতরাং এই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রমাপনয়ন করুন। বিধাতা এই বলিয়া নয়নেঙ্গিতে আমায় আসন প্রদর্শন করিলেন। আমি বলিলাম—ভগবন্!*আপনাকে নমস্কার। এই বলিয়া তত্রত্য মণিখচিত পীঠাসনে উপবেশন করিলাম। সেখানে যে সমস্ত দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও বিদ্যাধর উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিধাতাকে যথোচিত

স্তব ও নমস্কার করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই নমস্কারকার্য্য সমাপ্ত হইল। তখন আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে নিখিল ভূত-ভব্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! এই রমণী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমায় যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন, এই অনুরোধের হেতু কি? হে প্রভো! আপনি সর্ব্বভূতের অধিপতি এবং নিখিল জ্ঞান-সাগরের পারদর্শী; আপনার আবার উপদেশ-লাভের আবশ্যকতা কি? আমি তো ইহার কোনই প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করি না। অতএব হে জগৎপ্রভো! ইনি কি হেতু অনভিজ্ঞের ন্যায় আমায় এইরূপ উপদেশপ্রদানে অনুরোধ করিলেন? আর এক কথা,—হে দেব! আপনি এই কামিনীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন, অথচ ইহাকে কি কারণে বিবাহ করিলেন না? ইঁহাকে ঈদৃশ দুঃখিত করিয়া রাখিবার হেতু কি? এই সমস্ত ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন। ১৭-২৫।

আমি এবংবিধ প্রশ্ন করিলে সেই ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা, তৎশ্রবণে আমায় বলিলেন,—মুনিবর! ভবৎসকাশে আমূল ঘটনা বিশদভাবে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনারা সাধু ব্যক্তি; আপনাদের নিকট কোন বিষয়ই গোপন রাখা উচিত নহে। একমাত্র সদ্বস্তু নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জন্ম নাই অথবা জরা নাই। তিনি একই ভাবে আবহমানকাল বিদ্যমান আছেন। সেই সদ্বস্তু বা চিৎপ্রকাশ হইতেই আমার প্রকাশ হইয়া থাকে। নিরন্তর আকাশ-রূপে আত্মাতেই আমার অধিষ্ঠান। ভবিষ্যতে যে সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আমি স্বয়ম্ভূ আখ্যায় আখ্যাত হইব। ২৭-২৮। ফল কথা এই যে, আমি অজ; আমি কিছুই দর্শন করি না, অনাবৃত চিদাকাশশরীরে চিদাকাশেই শোভা পাই। ২৯। এই আপনি আমার পুরোভাগে বিদ্যমান আছেন, আমি আপনার সম্মুখে আছি; আমরা পরস্পর কথোপকথন করিতেছি, এই সকলই যেন তরঙ্গে তরঙ্গে সংঘর্ষ নিবন্ধন শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। ৩০। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্তই অজ, অজর, শান্তিপূর্ণ ব্রহ্ম। আমি কালসহকারে নিজস্বরূপ ভুলিয়া যাই, তাহাতে আমার যখন মালিন্যসঞ্চার হয়, তখন সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গভাবের আবির্ভাব, তদ্রূপ আমি চিদাকাশময়—আমার অন্তরে 'অহং' 'মম' ইত্যাদিরূপ অভিলাষ হয়। সেই অভিলাষই এই সুন্দরী কুমারী। তুমি বা ত্বৎসদৃশ অন্য ব্যক্তির নিকট এই বাসনা পৃথগাকারে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইলেও মৎসকাশে ইহা স্বীয় চৈতন্যরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় না। অপরের জ্ঞানে ইহা উৎপন্ন হইলেও আমার বিবেচনায় এ বাসনা অনুৎপন্নই বটে। আমি অবিনাশ-স্বভাব সত্তাস্বরূপ, আমার ক্ষয় নাই, অভ্যুদয়ও নাই। ইহা আমি অবগত

আছি। ফল কথা, আমিই আত্মস্বরূপ; সেই আত্মস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত হইয়া আত্মাতেই আমি অধিষ্ঠান করিতেছি। স্বরূপে আমি পরমানন্দে তন্ময় হইয়া রহিয়াছি। আমি স্বয়ম্প্রভু; আমার প্রভু কেহই নাই। ৩১-৩৩। 'অহং'মিত্যাকার ভ্রমরূপিণী বাসনা হইতেই এই কামিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকে বাসনার অধিদেবতা বলিয়া জানিবে। প্রকৃতপক্ষে এ কামিনী আমার গৃহিণী নয় এবং ইহাকে গৃহিণী করিবার ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি নাই। ইহার এইরূপ একটা ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমি ব্রহ্মার গৃহিণী; এই ইচ্ছাবশেই নিজেকে গৃহিণী ভাবনা করিয়া নিজের দোষেই অকারণ কষ্ট ভোগ করিতেছে। ৩৪-৩৬

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ

ব্রহ্মা বলিলেন,—এখন আমার সঙ্কল্পকল্পিত জীবিতকাল অবসানপ্রায়, তাই যাহা চিদ্‌বিবর্ত্ত—চিদাকাশস্বরূপ, তাহা হইতে আমি অন্য আকাশস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি। এই জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়-কাণ্ডের সূত্রপাত হইয়াছে। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! প্রলয়কাল উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঐ কামিনীকে আমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। সেই জন্যই কামিনী ঐরূপ বিরসভাব ধারণ করিয়াছে। চিত্তাকাশভাব বিসর্জ্জন করত যখনই আমি ব্রহ্মাকাশ হই, তখনই ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় এবং বাসনারও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঐ বাসনাদেবতা বিরসভাব প্রাপ্ত হইয়া মদীয় পথানুবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ফলে, উদারচেতা লোকই নির্ম্মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। ১-৪

অদ্য কলিযুগের শেষ দিন; আজই চতুর্যুগের বিপর্য্যয় ঘটিবে। অদ্য এ যুগের মনু, ইন্দ্রাদি সুরবৃন্দ ও অন্যান্য প্রজাগণ সকলেরই শেষ হইবে। অদ্যই এই জগৎ প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যাইবে, অদ্যই মহাপ্রলয় ঘটিবে। অদ্যই আমার বাসনার শেষ এবং অদ্যই আমার আকাশদেহের বিনাশ হইবে। হে ব্রহ্মন্! এই বাসনাদেবী এই জন্যই ক্ষীণ হইতেছেন। ফলতঃ যদি পদ্মপুষ্প শুষ্ক হইয়া যায়, তবে আর তাহার গন্ধলেশ থাকিবে কি প্রকারে? সাগর জড় পদার্থ, তাহা হইতে যেমন তরঙ্গভঙ্গী উত্থিত হয়, তদ্রূপ এই বাসনা হইতে অকারণে অনর্থকই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই বাসনা শরীরাভিমানবতী হইলে স্বতই ইহার আত্মদর্শনে ইচ্ছা জন্মে। এই দেবী বাসনা ধ্যান-ধারণার অভ্যাসযোগ অবলম্বন করত আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে করিতে বিবিধ প্রজাপুঞ্জমণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড

দর্শন করিয়াছে ; ঐ ব্রহ্মাণ্ডেই আপনি অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ কামিনী-রূপিণী বাসনাই আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতোপরি শিলাসন্দর্শন করিয়াছে। পরন্তু আমরা ঐ শিলাকে আকাশাকারেই দর্শন করি। এই যে দেখিতেছ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার অভ্যন্তরেও অন্য অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। কিন্তু ব্যুত্থান অবস্থাতে তৎসমস্ত আমাদের নয়ন পথে পতিত হইতেছে না। আমরা সমাধি-নিবন্ধন যখন জ্ঞানময় হইয়া উঠি, তখন যোগচক্ষুতে সেই সকল জগৎ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমরা দেখি,—ঘটে, পটে, অগ্নিতে, বায়ুতে, সলিলে, স্থলে, শৈলে, সর্ব্বত্রই অসংখ্য জগৎ বিরাজমান। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা মিথ্যা ভ্রমমাত্র। স্বপ্নদৃষ্ট নগরী যেরূপ, তদ্রূপ ইহা যত্রতত্রই হইতে পারে! এই জাগতী মায়াও অলীক ব্যতীত আর কিছুই নয়। একমাত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যেরই সত্তা, নতুবা আর কিছুরই সত্তা বিদ্যমান নাই। যাঁহারা এই জগদ্ভ্রান্তি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং নিজেকে চিদাকাশের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাদৃশ ভ্রান্তিতে পতিত হন না। ৫-১৬

হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এই দেবী বাসনা স্বীয় ইষ্টসিদ্ধি করিবার জন্য ধ্যান ধারণাদির দৃঢ়াভ্যাস করিয়াছেন। সেই হেতু আপনি অন্তর্ধানগত হইলেও আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিনা গুরূপদেশে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়াই ইনি আপনার নিকট গিয়াছিলেন। এই বাসনাই অজ্ঞ লোকের নিকট মায়িক উপাধির অনুসরণ পূর্ব্বক জীবের চিৎশক্তিরূপে প্রকাশমানা। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট ইনি আদি-অন্ত-হীন ব্রহ্মচৈতন্যরূপেই পরিস্ফুরিত হন। তত্ত্বজ্ঞানী জানেন, এ জগতে কোন কার্য্যই হয় না, বা নাশপ্রাপ্ত হয় না, কেবল এক সেই চিৎশক্তিই দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। জানিবেন,—কি দেশ, কি কাল, কি ক্রিয়া, কি দ্রব্য, কি মন, কি বুদ্ধি,—সকলই উল্লিখিত চিৎস্বরূপ শিলার অঙ্গ মাত্র। এ হেতু ইহার অস্তোদয় নাই; ইহা নিয়ত একইভাবে বিরাজমান। একমাত্র চৈতন্যই শিলাকারে অধিষ্ঠিত। বায়ুর অঙ্গ যেমন স্পন্দ, তদ্রূপ এই জগৎপরম্পরাও চৈতন্যেরই অঙ্গীভূত। ১৭-২১

বিজ্ঞানঘন আত্মাই অজ্ঞের জ্ঞানে জগৎরূপে প্রতিভাত। ঐ চৈতন্য অনাদি এবং অনন্ত; তথাচ সাদি ও সান্ত হইয়া পরিচ্ছিন্নাকার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। চৈতন্যশিলার আদি নাই, অন্ত নাই, উহা ভ্রমজ্ঞানেই আদি ও অন্তশালী হইয়া থাকে। উহা নিরাকার হইয়াও সাকার হয়। এ ব্রহ্মাণ্ড উহারই অঙ্গস্বরূপ।

স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যই স্বীয় আকাশময় রূপকে গৃহনগরাদিরূপে বিবেচনা করে এবং চৈতন্যই নিজ স্বরূপকে পাষাণ ও জগৎ বলিয়া স্থির করত নিশ্চিন্ত থাকে। চিদাকাশই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র কেবল একই ভাবে শোভমান। ইহাতে নদীপ্রবাহ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন বা কোন বস্তুবিপর্য্যয়ঘটনা কিছুই নাই ;—সমস্তই চিদাকাশরূপে প্রকাশমান। যেমন সলিলগর্ভে জলের পৃথক্ অস্তিত্ব অসম্ভব, তদ্রূপ এই চিদাকাশে জগৎ ও প্রলয়াদির পৃথক্‌ভাবে থাকা সম্ভব নহে। অতএব অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে দেখা যাইবে, সর্ব্বত্রই অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। আর যাহা অপবাদদৃষ্টি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, একমাত্র সর্ব্বময় শান্ত চৈতন্যই সর্ব্বস্থানে বিরাজমান। ঐ দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই। যেরূপ মহাকাশের সত্তাই ঘটাকাশাদি মহাকাশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন আর কোন পৃথক সত্তা উহার নাই, তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্ব শূন্যস্বরূপ হইলেও একমাত্র চিৎসত্তাতেই সত্য হওয়া সম্ভবপর। ২২-২৭

হে ঋষে! তুমি এখন স্বীয় জগতে প্রস্থান কর এবং স্বীয় কল্পিত সমাধি শ্রম করত শান্তিসুখ উপভোগ করিতে থাক। আমার কল্পিত এই সমগ্র জগৎও এক্ষণে পরমপদে লয়প্রাপ্ত হউক। আমরাও অনন্ত ব্রহ্মপদেই গমন করি। ২৮

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বিভু ব্রহ্মা এই বলিয়া অখিল ব্রহ্মলোকবাসীদিগের সঙ্গে পদ্মাসনে বসিয়া একান্তে সমাধিমগ্ন হইলেন। তিনি প্রণবের শেষ অর্দ্ধমাত্রাত্মক নাদবিন্দুর শান্তনামধেয় অংশে নিজচিত্ত বিলীন করিয়া বাসনাকে দমন করিলেন। তাঁহার বাসনা শান্ত হইল। বাহ্যজ্ঞান অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইল। তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ অটলভাবে অধিষ্ঠিত রহিলেন। সেই বাসনাদেবীও শান্ত আকাশময় হইয়া গেলেন। পিতামহ এই প্রকারে সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ যখন ক্ষীণভাব পরিগ্রহ করিলেন, তখন আমি সর্ব্বগামী অনন্ত চিদাকাশরূপে শোভা পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম,—মুহূর্ত্তমধ্যেই তদীয় সর্ব্বকল্পনা নিঃশেষিত হইতে লাগিল। পর্ব্বত, সমুদ্র ও দ্বীপমালামণ্ডিত পৃথ্বী ও পৃথ্বীর তৃণাদি-উৎপাদিকা শক্তি, সমস্তই শনৈঃ শনৈঃ লয় পাইতে লাগিল। সেই ব্রহ্মা বিরাটদেহ ; পৃথ্বী তাঁহার শরীরের একাংশ মাত্র। সুতরাং চৈতন্য অপগত হইলে দেহীর দেহ যেমন অবস্থাপন্ন হয়, ব্রহ্মার যখন চৈতন্য লুপ্ত

হইল, তখন পৃথ্বীও তদ্রূপ চেতনা-বিরহিত ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া বিকৃতভাবে অবস্থিত হইল। হেমন্ত ঋতুর অবসান ঘটিলে তরুলতা প্রভৃতি যেমন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, সেই পৃথ্বীও তখন তদ্রূপ বিগতশ্রী হইল। ১-৮

যখন চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, তখন আমাদের অঙ্গ সকল যেরূপ বিরসভাব ধারণ করে, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মার যখন চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখন বসুমতীরও ভ্রষ্টশ্রীকতার সূচনা হইল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উৎপাত-উপদ্রব প্রাদুর্ভূত হইল। মনুষ্যেরা পাপানলে দগ্ধ হইয়া নরকের পথে ধাবমান হইতে লাগিল। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের বিকটমূর্ত্তি প্রকট হইল। দস্যুতস্করেরা সহসা নানারূপ উপদ্রব করিতে লাগিল। রাজন্যগণের অত্যাচার, রোগ, শোক ও দৈন্য দারিদ্র্যাদি বিবিধ বিপত্তি দ্বারা বসুধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রমণীরা দুশ্চরিত্রা হইল। মানবেরা উচ্ছৃঙ্খলভাবে অকার্য্য-কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। ধূলি ও নীহারজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবসকর ধূসরবর্ণ ধারণ করিলেন। রোগ, শোক ও শীতাতপাদি কষ্ট ভোগ করিয়া-করিয়া লোকসকল মহাব্যাকুল হইয়া পড়িল। ৯-১২

অগ্নিকাণ্ড, জলপ্লাবন ও যুদ্ধ, এই সমস্ত ভীষণ ব্যাপারে গ্রাম-নগর-রাজ্য উৎসন্ন হইতে বসিল। বৃষ্টি একেবারেই রহিত হইল। মানবগণ অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে লাগিল। আকস্মিক বাত্যাদি নানা উৎপাতে পর্ব্বত, পত্তন, সকলই বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কোথাও কোথাও কত লোক পুত্রবিয়োগে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কোথাও আনুষ্ঠানিক বৈদিক বিপ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে কেহ বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে সর্ব্বজনহিতকারী মুনিঋষি প্রভৃতি সাধুবৃন্দের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে জনসাধারণ কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বিষম জলাভাবে পড়িয়া মনুষ্যেরা যত্রতত্র নির্ভয়ে কূপাদি খনন করিতে লাগিল। রাজা এবং প্রজাবৃন্দ কেহই জাতিবিচার না করিয়া যাহার তাহার কন্যার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন; সুতরাং তৎকালে কত স্থানে কত বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব বিলীনপ্রায় হইয়া গেল। মানবদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্ন বিক্রয় করিয়া জীবিকাযাপন করিতে লাগিল। কেহ কেহ চতুষ্পথাদি স্থলে দেবপ্রতিমা প্রভৃতি স্থাপন করত তদুপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকাপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কামিনীবৃন্দ বেশ্যাবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক জীবিকা যাপন করিতে লাগিল। লোকের জীবন অতীব ক্লেশসঙ্কুল হইয়া উঠিল। প্রজাবৃন্দ নিয়ত কেবল ক্লেশই ভোগ করিতে লাগিল। নারীজাতির বুদ্ধি কেবল অধর্ম্মের পথেই প্রবর্ত্তিত হইল। যাহারা জনসমাজের শ্রেষ্ঠপ্রভু বলিয়া আখ্যাত

তাহারা বিষম অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই কেবল অধার্ম্মিক লোক দেখা যাইতে লাগিল। বেদাদি শাস্ত্র বর্জ্জন পূর্ব্বক লোক কেবল কুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। দুষ্ট ব্যক্তিরা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইল; সাধুবৃন্দ অবনতির পথে পতিত হইতে লাগিলেন। রাজবৃন্দ অসাধুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র হইয়া দাড়াইলেন। পৃথিবীতে কেবল লোভ, দ্বেষ, বিষয়ানুরাগ, ক্রোধ ও অজ্ঞান বৃদ্ধি পাইল। অনর্থে অনর্থে সর্ব্বস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। ১৩-১৯

তৎকালে যাবতীয় লোক স্বধর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক পরধর্ম্মে অনুরক্ত হইতে লাগিল। পাষণ্ড-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উৎপাত-উপদ্রব ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণপ্রকৃতি পামরগণ দুর্ব্বলের প্রতি নিরন্তর পীড়ন করিতে লাগিল। দেব ও দ্বিজগণাধিষ্ঠিত গ্রামনগর সকলই দস্যুতস্কর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎসন্নপ্রায় হইয়া গেল। বিবেক-বুদ্ধিশূন্য মানবেরা আপাত-মনোরম কার্য্যসমূহে লিপ্ত হইয়া পরিণামে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে তখন লোক সকল অত্যন্ত অলস হইয়া পড়িল; সকল প্রকার বিপত্তি আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। পুর, গ্রাম, সমস্তই দগ্ধীভূত হইয়া গেল। যে নগর অব্যবহিত পূর্ব্বে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা অধুনা জনশূন্য হইয়া পড়িল। আকাশের সর্ব্বত্র সশব্দে ভস্মস্তূপময় বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিল। হতভাগ্য প্রজাবৃন্দ বিপন্ন হইয়া গগনভেদী হাহাকারস্বরে দিক্‌সকল মুখরিত করিতে লাগিল। অন্নাভাবে প্রায় সকলেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল; তাহারা লোকদিগকে পীড়ন করিয়া নিজ নিজ উদর পূরণ করিতে লাগিল। ২০-২৪

সমস্ত দেশ নীরস ও শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়িল। বসন্তাদি ঋতুর শোভাসমৃদ্ধি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইল না। হে রাম! সেই ব্রহ্মা যখন বাহ্য চৈতন্য উপসংহার করত সমাধিনিষ্ঠ হইলেন, তখন পৃথিবীতলে উল্লিখিত প্রকার অনর্থপরম্পরা ঘটিতে লাগিল। মহাপ্রলয় আসন্নপ্রায় হইল। সকলেই তৎকালে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইল। বিধাতা সলিলাংশ হইতে স্বীয় সম্বিৎ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন; সুতরাং সমুদ্র সকল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উদ্বেল হইয়া পড়িল। মহাসাগরের জলরাশি স্ফীত হইয়া বেলাভিমুখে প্রধাবিত হইল। সাগরসকলের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহারা উন্মত্তবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে তটস্থিত কাননরাজি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের তরঙ্গরাজি তীরোপরি উত্থিত হইয়া আবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অসংখ্য উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হইয়া নভোমার্গ আক্রমণ পূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ

মেঘাকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তরঙ্গসমূহের ঘোর গর্জ্জন ও আবর্ত্তসমূহের উচ্চধ্বনি গিরিগহ্বরে গিয়া আহত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মেঘজাল ঘন ঘন জলবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে পর্ব্বতমালা সমাবৃত করিয়া ফেলিল। মকর-কুম্ভীরাদি দুর্দ্দান্ত জলজীবেরা বেগবিধূত তরঙ্গরাজির উপরিভাগে যেন বীরদর্পে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মকরাদি জলজন্তুগণ যখন তরঙ্গমালার উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন বনমধ্যগত বিশাল বনশ্রেণীর ন্যায় তাহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল। ২৫-৩১

সিংহাধিষ্ঠিত গুহাভ্যন্তরে সাগরের জলপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে ক্রুদ্ধ সিংহগণ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখাগত জলজন্তুসমূহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তরঙ্গবেগে কত শত রত্নরাজি গগনমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নক্ষত্ররাজিবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। সমুদ্রগর্ভস্থ জলজীবেরাও উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাজির সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠিয়া সম্মুখস্থ মেঘদলোপরি ক্রীড়া করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিল; সমুদ্রের তরঙ্গমালা পরস্পর আহত হইতে লাগিল; তাহাতে বিকট রব-সকল মুহুর্মুহুঃ সমুত্থিত হইতে লাগিল। গজবৃন্দ জলমগ্ন হইয়া বিষম তরঙ্গ-প্রহারে মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে বিকট শব্দ দ্বারা দিক্-বিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ ঊর্ম্মিশ্রেণী প্রবল বায়ুবেগে অত্যুচ্চ আকাশমার্গে প্রধাবিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল ধৌত করিতে লাগিল। উচ্ছলিত সমুদ্রজলের প্রখর স্রোতে সন্নিহিত পর্ব্বতবৃন্দ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সাগরের উন্মত্ত জলপ্রবাহ গর্জ্জন করিতে করিতে গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সাগর যেন স্বীয় তরঙ্গ-কর প্রসারিত করিয়া তটস্থিত গিরিরাজি অপহরণ করিতে লাগিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গময় সমুদ্রজল-তীরস্থ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইরা তত্রত্য দাবানল প্রশমিত করিয়া দিল। বোধ হইল, রাজগণ যেন শত্রুনগর আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রুসংহার করিল। ৩২-৩৬

তরঙ্গ সকল গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক অম্বরমার্গে সমুত্থিত হইয়া নভশ্চরদিগের আলয়ও আক্রমণ করিল। সেই সমস্ত তরঙ্গাঘাতে নভশ্চরেরা উৎপীড়িত হইয়া স্ব স্ব বাসস্থান হইতে পলাইতে লাগিল। সমুদ্রের জলস্রোতে তীরস্থিত কাননাবলীর তরুলতাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল এবং তরঙ্গমালার সঙ্গে আকাশে উঠিয়া আকাশকেও অরণ্যময় করিয়া তুলিল। উত্তুঙ্গ-তরঙ্গরাজি আকাশকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাশব্দকারী তরঙ্গরাজি বায়ুর আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গস্তোম ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নানাদিকে চালিত হইতে লাগিল। সমুদ্রতীরস্থ অসংখ্য গিরি গৈরিকাদি ধাতুর প্রভাপুঞ্জে তীরের

অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল, তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড তরঙ্গাঘাতে জলগর্ভে পতিত হওয়ায় কত শত গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ৩৭-৪২

মকরাদি জলজীবেরা ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া তরঙ্গতাড়নায় নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পর্ব্বত সকল তীর হইতে নিপতিত হইয়া অতল জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। জলমগ্ন পর্ব্বতরাজির গুহাগর্ভে অনবরত তরঙ্গসংঘর্ষ হইতে লাগিল, তাহাতে গুহামধ্য হইতে স্ফটিকাদি শুভ্র মণিগণ বহির্গত হইয়া যেন সহাস্য-মুখ সমুদ্রের দশনপংক্তির প্রভার ন্যায় পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। যে সমস্ত শৈল জলমগ্ন হইয়া গেল, তাহাদের উচ্চ শৃঙ্গ ও গুহাগর্ত্ত আশ্রয় পূর্ব্বক তরঙ্গ-তাড়িত জলজীবগণ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। তীরসন্নিহিত সলিলপ্রবাহে যে সমস্ত বৃক্ষ পতিত হইল, সামুদ্রিক কচ্ছপকুল তাহাদের শাখাকুঞ্জগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সাগরগর্ভে গিরিরাজি নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। যমের মহিষ, ইন্দ্রের ঐরাবত ও দিগ্‌গজগণ সেই পতনশব্দে ভীত-ত্রস্ত হইয়া উঠিল। জলপতিত মগ্নোন্মগ্ন শৈলরাজির উপরিভাগে মৎস্যেরা উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। কাননরাজি ছিন্ন-ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। তাহার মধ্যে মধ্যে সমুদ্রজল প্রবেশ করত তত্তৎস্থল অত্যন্ত শীতল করিয়া তুলিল। সাগর-গর্ভে বাড়বাগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বন্যবৃক্ষ-সমূহ সাগর-সলিলে পতিত হওয়ায় দাহ্যাভাবে বনবহ্নি প্রশমিত হইয়া গেল। জলমগ্ন শৈলের উপর উত্থিত হইয়া জলহস্তিগণ অন্যান্য জলহস্তীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। সাগর যেন উত্তাল তরঙ্গভঙ্গিমা সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বিশাল পর্ব্বতমালার অত্যুচ্চ শিখরে যে সমস্ত বনভূমি বিদ্যমান, জীবকুল তথায় গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। ৪৩-৪৬

উত্তুঙ্গ তরঙ্গশ্রেণী যেন পাতালতলগত অসুরসমূহের ন্যায় উদ্ভটভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর দিগ্‌হস্তীরা সেই বিক্ষুব্ধ সাগরগর্ভে পতিত হইল এবং নিজ নিজ শুণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক গগনভেদী বিশাল বৃংহণধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের অতিগভীর চীৎকারশব্দে পাতালরূপ তালু বিদীর্ণ হইয়া গেল। দিগ্‌গজেরা পৃথ্বীধারণরূপ কার্য্য পরিহার পুরঃসর সমুদ্রে পতিত হইল। তখন পৃথিবীর সুমেরুপ্রভৃতিরূপ স্তম্ভসকল উচ্চলিত হইয়া গেল। স্বস্থানচ্যুত পৃথ্বী আশু অবগাঢ় হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সাগর-প্রবাহ আসিয়া পৃথিবীর উপর উত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে বসুমতী সাগরোপরি শৈবালবল্লীর ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন পুষ্করাবর্ত্তাদি প্রলয়কালীন জলদজাল অম্বরপথে গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত গর্জ্জনশব্দ সমন্তাৎ যখন প্রতিধ্বনিত হইল, তখন আকাশপট যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। অগণিত ধূমকেতু আকাশ

হইতে আবর্ত্তাকারে পতিত হইতে লাগিল। পতন সময়ে তাহাদিগকে যেন সিন্দুরাভ সর্পশ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল ধূমকেতু নয়,—উজ্জ্বল শিখাপটল বিস্তার করত আরও কত শত বিবিধ উৎপাত চারিদিক্ দগ্ধ করিয়া আকাশ, দিক্ ও ভূতল হইতে আবির্ভূত হইতে লাগিল। কেবল বিধাতা স্বীয় সঙ্কল্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই প্রকারে উপেক্ষা করিলে, তখন পৃথ্বী প্রভৃতি ভূতবৃন্দ ও অসুরাদি প্রাণিগণ একান্ত বিক্ষোভিত হইয়া পড়িল। চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও যম ইঁহাদের প্রভাপুঞ্জ ব্রহ্মধামে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার দেহ-সহ একীভাব প্রাপ্ত হইল। তখন চন্দ্রাদি দেবগণ পরস্পর কোলাহল করত পতিত হইতে লাগিলেন। ভয়াবহ ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে তরু-রাজি কটকটধ্বনিসহকারে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ভূকম্প তখন এমনই হইল যে, গিরিরাজি ভূতলে থাকিয়াও দোলাধিরোহণ জন্য আন্দোলন অনুভব করিতে লাগিল। কৈলাস, মেরু ও মন্দরাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতবৃন্দও সে কম্পনে স্থানচ্যুত হইয়া গেল। রক্তবর্ণ পুষ্পস্তবকসমূহ কল্পবৃক্ষ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। শৈল, সমুদ্র, নগর ও কাননাদি সকলই জীর্ণ-শীর্ণ এবং প্রখর উৎপাত বাত্যাভিহত জনপ্রাণীর কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া রুদ্রদেবের নয়নানল-পতিত ত্রিপুরাসুরবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। ৪৭-৫৬

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সেই বিরাটদেহ ব্রহ্মা যখন প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বাতস্কন্ধাবস্থিত বা গ্রহনক্ষত্রাদির ধারণ-স্থিতি বর্জ্জন করিল। কারণ, প্রবহাদি বায়ুই বাতস্কন্ধাদিরূপে অবস্থিত এবং তাহাই ঐ স্বয়ম্ভুর প্রাণস্বরূপ। ঐ প্রাণবায়ু যে সময় তিনি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতিকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়, এমন শক্তি কাহার? প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার প্রাণবায়ু—সেই বাতস্কন্ধ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া তখন গ্রহনক্ষত্রাদির ধারণশক্তি বর্জ্জন করত সমভাব প্রাপ্ত হইল এবং বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে জ্বলন্ত অঙ্গাররাজি যেরূপ একবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় নিম্নদিকে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ আকাশের নক্ষত্রগুলি নিরাধার হইয়া বৃক্ষবিচ্যুত কুসুমপুঞ্জের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। শনৈঃ শনৈঃ পবনাধার প্রশান্ত হইল। তখন সুকৃতরূপ ফলের ভোগস্থান—বিমানরাজি কর্ম্মক্ষয়ে

যথাসময়ে ভূপতিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার সঙ্কল্পরূপ ইন্ধনরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তাহাতে খেচরবৃন্দের গতিরূপিণী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রশমিত হইয়া গেল। খেচরদিগের স্ব স্ব শক্তি যখন বিলুপ্ত হইল, তখন প্রলয়ের প্রভঞ্জনভরে তূলরাশির ন্যায় আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশেষে তাহারা ভূপতিত হইতে লাগিল। সুমেরুর শৃঙ্গরাজি ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের আবাসভূমি এবং স্বর্গীয় কল্পতরু-রাজি সকলই ভূকম্পে বিকম্পিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ১-৮

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার উপদেশের মর্ম্ম ইহাই বুঝা গেল যে, ব্রহ্মা চিৎসঙ্কল্পময় মনঃস্বরূপ হইয়াই ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরন্তু ইহাতে আমার অন্তরে একটা বড়ই সংশয় হইতেছে। সেই সংশয়ের বিষয় এই যে, এই তো ভূর্লোকাদি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কি ঐ চিৎসঙ্কল্পাত্মক চতুর্ম্মুখের অঙ্গ? আমার বিবেচনা হয় যে, উহা তাঁহার অঙ্গ হওয়া অসম্ভব; কারণ, তিনি অমূর্ত্ত মনোময; আর এই যে ভূর্লোকাদি, ইহা হইল মূর্ত্তিবিশিষ্ট; সুতরাং অমূর্ত্তের অঙ্গ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে কি? ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে উহা তাঁহার কোন্ অঙ্গ? স্বর্গ, পাতাল ইত্যাদি সকল তদীয় কোন্ কোন্ অঙ্গমধ্যে পরিগণিত? আর কি প্রকারেই বা উহারা সঙ্কল্পময় ব্রহ্মার অঙ্গীভূত হইল? তিনি যদি বিরাটদেহেই শোভমান, তবে তাঁহারই দেহস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে—সত্যলোকে কি প্রকারে তিনি অবস্থান করিলেন? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মা সঙ্কল্পময় নিরাকার, আর এই দৃশ্য জগৎ আকৃতিসম্পন্ন। আমার এই ধারণা আছে বলিয়াই ঐরূপ সংশয় জন্মিয়াছে। যদি ইহা আমার এই ধারণার বিপরীত অন্য কোনরূপ হয়, তবে আপনি তাহা আমার নিকট বিশদরূপে ব্যক্ত করুন। ৯-১১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সর্ব্বাগ্রে ইহা না সৎ, না অসৎ, কিছুই ছিল না;—ছিল কেবলমাত্র সর্ব্বব্যাপক চিৎস্বরূপ পরমাকাশ। ঐ পরমাকাশই আপন আকাশভাবকে এই দৃশ্যাকারে ভাবনা করিলেন। তিনি চিন্ময়; তাই স্বকীয় স্বরূপ বিসর্জ্জন না করিয়াই চেতন হইলেন। হে রাম! সেই যে চেতন, তিনিই ক্রমে ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীব ও মনোরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে সকলই যখন চিদাকাশে অভ্যাস নিবন্ধন আবির্ভূত, তখন কিছুরই সাকারত্ব হওয়া সম্ভব নহে। সেই বিশুদ্ধ চিদাকাশ আজিও পূর্ব্ববৎ স্বস্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ উক্ত শান্তিময় চিদাকাশ হইতে সম্পূর্ণই অভিন্ন। সেই যে অক্ষয় অব্যয় আকাশ, তাহাই সঙ্কল্পাত্মকরূপে অহন্তাবনা করিতে করিতে মনোরূপ পরিগ্রহ করে। পরে 'অহং'মিত্যাকারে ভাবিত হইয়া সেই সঙ্কল্পময় চিদাভাস নিরন্তর আকাশে

আকাশাকারে থাকিয়াও শনৈঃ শনৈঃ এই অলীক জগৎপ্রগঞ্চ অনুভব করিতে থাকে। সেই আকারদর্শন ভাবনার উৎকর্ষেই হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ আকারও সঙ্কল্পাত্মক শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ত্বৎসকাশে যেমন শূন্যই সঙ্কল্পবলে নগরাকারে ভাবিত হয়, তদ্রূপ সেই অনাদি চিদাকাশও আকাশে আকাশকেই দেহরূপে অনুভব করেন। চৈতন্য নির্ম্মলস্বরূপ; তাই যাবৎ তাঁহার ঐরূপ ভাবনার স্থিতি, তাবৎ পর্য্যন্ত তিনি দেহাদি অনুভব করেন, আবার নিজ ইচ্ছাবশে ভাবনার অবসান করিয়া আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া যান। তোমার যখন আমাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, তখন এ সংসার শূন্যস্বরূপেই তোমার অনুভূত হইবে। ফল কথা, তাহা বুঝিতে পারিলে বাসনা শান্ত হইয়া যায়। তখন অহঙ্কার-পরিশূন্য অদ্বৈত পরব্রহ্মই মোক্ষাকারে অবশিষ্ট হইয়া থাকেন। ১২-২২

হে রাম! এই প্রকারে বুঝিয়া দেখ, যিনি ব্রহ্মা, তিনিই জগৎ; এই প্রকারেই এ জগৎ বিরাটকায় ব্রহ্মার শরীর হইতেছে। সঙ্কল্পময় চিদাকাশের ভ্রমই জগৎ এবং উহাই ব্রহ্মাণ্ড নামে আখ্যাত। সঙ্কল্পময় যত কিছু পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, এতৎসমস্তই সেই চিদাকাশমাত্র। এই চিদাকাশেই জগৎ; তুমি বা আমি কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। বস্তুতঃ নির্ম্মল চিন্ময় আকাশ, তাহাতে জগতের অধিষ্ঠান কি প্রকার? আর কি প্রকারে বা উহার উৎপত্তি? এ বিষয়ে কাহাকে সহকারী হেতু বলা যাইতে পারে? অতএব যাহাকে জগদাকারে দেখিতেছ, তাহা মিথ্যা পদার্থ, আর যাহার আস্বাদ লইতেছ, যাহা মুখরোচক হইতেছে এবং যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ, তৎসমস্তই অলীক এবং শূন্যমাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র চৈতন্যই আপনা হইতে অজ্ঞ জনসকাশে জগদাদিরূপে প্রতিভাত হইতে থাকেন। বায়ুর যেরূপ স্পন্দাকারে অনুভূতি, তদ্রূপ সেই আত্মারও দ্বৈতরূপেই অনুভব। যদি দ্বৈতভাব পরিহার করা যায়, তাহা হইলেই এই প্রপঞ্চকে যৎকিঞ্চিৎ সত্য বলিয়া বর্ণন করা সম্ভব হয়। দ্বৈতের অবর্জ্জনে—দ্বৈতভাবের স্বীকারে এই সকলই অলীক অকিঞ্চিৎ। বস্তুতঃ স্বচ্ছ নিরাময় শূন্য চিদাকাশই জগৎ বলিয়া জানিও। ২৩-২৯

হে রাম! যেমন আমি, তদ্রূপ তুমিও যথাযথ জ্ঞানে সৎ আর অযথা-জ্ঞানে অসৎ। অতএব এ সকল দেহাদির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া তুমি অবস্থান করিতে থাক। তুমি বাসনাকে পরিহার কর; শান্তমনা হও; অধৈর্য্যভাব দূরে ত্যাগ কর এবং মৌনী হইয়া যথালব্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। অথবা একেবারেই কর্ম্ম করিও না। যদি কর্ম্ম কর, তবে যাহাতে আসক্তি না থাকে, তাহাই করিও। যাঁহার আদি নাই, যিনি নিত্য

জ্ঞানস্বরূপ, এই সমস্ত দৃশ্যাকারে প্রতীয়মান হইতে তিনিই হইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত দৃশ্য পদার্থ বলিয়া অন্য একটা দ্রব্যভেদ নাই। যখন সেই অনাদি অনন্ত নিত্য পদার্থের প্রকৃতস্বরূপ-জ্ঞান হয়, তখনই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নতুবা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সতত হৃদয়ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্রহ্মস্বরূপের যে অজ্ঞান, তাহাই এই প্রপঞ্চবিস্তারের কারণ জানিবে। ৩০-৩২

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! ভবৎসকাশে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি এখন ইহাই বুঝিলাম যে, বন্ধন, মুক্তি এবং জগৎ, এ সকল অসৎ নহে এবং ইহাদিগকে সৎও বলা যায় না। অধিকন্তু আত্মসত্তার অঙ্গীকারে ইহারা সৎ হইয়া পড়ে এবং স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে অসৎ হইয়া দাঁড়ায়। যিনি সর্ব্বাদি আত্মবস্তু, তিনি অনির্ব্বচনীয়; না অস্ত, না উদয়, কিছুই তাঁহার নাই। তথাচ হে তাপসপ্রবর! পুনর্ব্বার আমার নিকট ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। ভগবন্! আপনার উপদেশবাক্য সুধা সদৃশ; উহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। যতই শুনি, শুনিবার বাসনা আর মিটে না। আমি বুঝিয়াছি,—সৃষ্টিব্যাপারাদি সত্যাসত্য কিছুই নহে। তবে যাহা সত্য, তাহা আমার বুঝা হইয়াছে। তথাচ সৃষ্টির অনুভব কিরূপ, তাহা আরও একবার প্রকাশ করিয়া আমার অনুভূতিকে দৃঢ়তর করিয়া দিউন। ১-৪

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! এই যে কিছু দেশ-কাল-ক্রিয়াদিময় চরাচরাত্মক দৃশ্যজাত দৃষ্ট হইতেছে, এ সমুদায়ের মহাধ্বংস—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ ও ইন্দ্র-চন্দ্রাদির চরম দশাবিপর্য্যয়ই মহাপ্রলয় নামে অভিহিত। এইরূপ মহাপ্রলয়ের পর পরিণামে যাহার অবস্থিতি, তাহাই শান্ত, স্বচ্ছ, অজ, অনাদি ব্রহ্মপদ। এই ব্রহ্মপদার্থ বাক্যাতীত। ইহার স্বরূপ কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। সর্ষপের নিকট সুমেরু পর্ব্বত যেরূপ অতি সূক্ষ্ম, তদ্রূপ তাঁহার নিকটও ঐ শূন্যাকাশ অতি স্থূল। ফলে তিনি আকাশাপেক্ষাও শূন্য। ত্রসরেণু আমাদের বিবেচনায় পর্ব্বতাপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ; এইরূপে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতম। মহাপ্রলয় হইয়া গেলে অনুভবরূপ আদ্য শান্ত মহান্ চিদাকাশ পরমাকাশে অধিষ্ঠান করেন। তিনি দিক্ ও কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কল্পবিরহিত। সেই অবস্থায় অতীত জগতের একটা দৃঢ়

সংস্কার স্বপ্নবৎ তাঁহার যেন পরমাণুভাবে অনুভূত হয়। তিনি নিজ অভ্যন্তরে স্বপ্নবৎ ঐ অলীক পরমাণুভাবের পর্য্যালোচনা ও শব্দব্রহ্মের বিরাট চিদাকারার্থ চিন্তা করিতে থাকেন।৫-১২। চিন্ময়তা বশতঃ ঐ চিৎস্বরূপই অন্তরে স্বকীয় চিদণুভাব পর্য্যালোচনা করেন। পরে তাদৃশ আলোচনার নৈরন্তর্য্যে তিনি তৎকালে দ্রষ্টাবৎ হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যেরূপ আপনাকে নিজেই মৃতাবস্থায় দেখে, তদ্রূপ ঐ অণুপ্রমাণ চৈতন্য তখন আপনাতেই আপনি দ্রষ্টা হইয়া উঠেন। তিনি চিৎস্বরূপে এক হইলেও আপনাতে দ্বিত্ব দর্শন করত আপনাতেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়রূপে তখন অবস্থান করিতে থাকেন। উক্ত চৈতন্য শূন্যস্বরূপ—নিরাকার; তিনি স্বীয় অণুপ্রমাণ শরীর দর্শন করিতে করিতে অবশেষে দৃশ্যাকারে অভ্যুদিত হইয়া উঠেন। অপিচ, সেই যে সূক্ষ্ম দৃশ্য দেহ, তাহার তিনি দ্রষ্টপদেও উপবিষ্ট হন। তৎপরে তিনি ঐ অণুপ্রমাণ নিজাকারকে প্রকাশরূপে দর্শন করেন এবং স্বীয় অণুভবপ্রভাবে অঙ্কুরিত বীজবৎ শনৈঃ শনৈঃ স্ফীতভাব উপলব্ধি করিতে থাকেন। তৎকালে ঐরূপ স্ফীতানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দ্রষ্টা ও দর্শন প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না; বাক্যাদি-ব্যবহারের অনাবির্ভাব বশতঃ ঐ দেশকালাদি তখন অনভিব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে। ১৩-১৮

অণুপরিমিত চৈতন্যের প্রকাশস্থানই দেশাখ্যায় অভিহিত। ঐ দেশ যখন প্রকাশ পায়, সেই ক্ষণের নাম কাল আর ঐ প্রকাশকে ক্রিয়া কহে। ঐ প্রকাশক্রিয়া দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম দ্রব্য; ঐ যে উপলব্ধি, উহাই দর্শন। এই প্রকারে পরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত উচ্ছূনভাবে ক্রমশঃ আকাশেই অসত্য দেশকালাদি অভ্যুদিত হইয়া থাকে। যে ছিদ্র দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপ জীবের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, সেই ছিদ্র শরীরবর্ত্তী হইলে চক্ষুরাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়পঞ্চকের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বহু বিষয়; সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রথমে যেটির উদ্ভব হয়, এবং যাবৎ তাহার কোনরূপ নামনিরুক্তি না হয়, তাবৎ তাহা তন্মাত্রনামেই পরিচিত থাকে। ঐ অনাখ্য বিষয় আকাশাকার—অতীব সূক্ষ্ম। এইরূপে ঐ চিদণুর প্রকাশরূপ আকাশই ক্রমে ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্টদেহ হয়। সেই দেহই আতিবাহিক বলিয়া জানিবে। উহা রূপাদির অন্বেষণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়পঞ্চকের অনুভব করিতে থাকে। উক্ত চিদণু এই প্রকারে ক্রমশঃ দৃশ্য শব্দাদি বিষয়ের পুনঃপুনঃ উপলব্ধি করিতে করিতে পরিপুষ্ট হয়। সেই পরিপুষ্ট দশাই গৃহীত বিষয়সমূহের স্মরণদশায় জ্ঞান বা চিত্ত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিশ্চায়ক অবস্থাকে বুদ্ধি কহে

এবং সঙ্কল্প-বিকল্পদশায় উহাই মনোনামে নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপরে ঐ মন যখন অহঙ্কারপদে আরূঢ় হয়, তখন সে নিজ হইতেই আপন দেশ-কাল-কৃত পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিয়া লয়। প্রথমে যখন ঐ চিদণুর শব্দাদি বিষয়জ্ঞান অভ্যুদিত হয়, পরবর্ত্তী জ্ঞানকালে অতীতকাল তখন পূর্ব্ব-নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চিদণু এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিক্‌সমূহের নাম নিরূপণ করিয়া লয়েন। উনি আকাশবৎ নির্ম্মল হইলেও আপনিই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও শব্দার্থ-জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ চিদণু আকাশস্বরূপ; উনি আপন গগন স্বরূপেই উল্লিখিত প্রকার উপলব্ধি করিতে করিতে আতিবাহিক শরীরে পরিণত হন। আতিবাহিক শরীরদশায় উনি বহুকাল চিন্তা করিতে থাকেন; সেই বহু চিন্তার ফলেই অবশেষে আপনাকে আধিভৌতিক বলিয়া স্থির করিয়া লয়েন। ২৫-৩১

এই প্রকারে এখন ভাবিয়া দেখ, নির্ম্মল গগনে গগনই এইরূপ বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে; ফলে এ বিভ্রম মরীচিকায় সলিলবৎ নিতান্তই অলীক বা অসৎ পদার্থ। তৎপরে ঐ আকাশময় চিদণু স্বীয় শরীরের কোথাও মস্তক, কোথাও পদ এবং কোথাও বা বক্ষ কল্পনা করে। এই প্রকারে সমস্ত অবয়বকল্পনার পর ভাব, অভাব, আদান, উৎসর্গ, এই সকল ভেদজ্ঞানের আধারভূত দেশকালাদি-নিয়ন্ত্রিত পুষ্টাকার কল্পনাবলে স্থির করিয়া লয়। ক্রমে তাহার ঐ আকার ইন্দ্রিয়গ্রামে পরিচালিত হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়। পরে ঐ চিদণু আত্মকল্পিত করপদাদিযুক্ত আকার দর্শন করে। এই প্রকারে সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হয়; ওদিকে কৃমিকীটও হইয়া থাকে। ফলে আবার কিছুই হয় না;—যেমন, তেমনই থাকিয়া যায়; শূন্যে শূন্য—জ্ঞানে জ্ঞান অবস্থিতি করে। ব্যষ্টিভূত কল্পিত চিদণুর সমষ্টিভূত চিদণু—ব্রহ্মা; তিনি ব্যষ্টিভূত শরীরের আধার-স্বরূপ এবং ত্রিভুবনরূপ লতার বীজভূত। মুক্তিদ্বারে সৃষ্টি অর্গল তৎকর্তৃকই প্রদত্ত হয়। এই সংসাররূপ জলধারার পক্ষে তিনিই মেঘস্বরূপ। ৩২-৩৯

তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের মূল, কাল-ক্রিয়াদির নেতা এবং সমুদায়েরই আদি পুরুষ। তিনি প্রকৃতপক্ষে অনুৎপন্নই, তথাচ উৎপন্ন বলিয়াই উপলব্ধ হন। তাঁহার কোন ভৌতিক শরীর নাই, দেহে অস্থিসঞ্চয় নাই। কেহ যে তাঁহাকে মুষ্টিগ্রাহ্য করিবে, তাহা অসম্ভব। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে যেরূপ মেঘের, সমুদ্রের, সিংহাদির গর্জ্জন শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বস্তুতঃ নীরবেই অবস্থিতি করিতে থাকে, তদ্রূপ তিনি যদিও বিরাটদেহ, তথাচ আপন নিষ্প্রপঞ্চ সূক্ষ্ম শরীরেই নিরন্তর বিরাজ করেন। স্বপ্নে যে সমস্ত যোদ্ধৃপুরুষ দৃষ্ট হয়, জাগরিতাবস্থায় তাহাদের কোলাহল স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় তাহা যেরূপ অসৎ বোধ হয় না

এবং সৎ বলিয়াও প্রতীত হইতে পারে না, তদ্রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ তৎসকাশে সৎ বা অসৎ কিছুই নহে। তাঁহার বিরাট শরীরের পরিমাণ বহু লক্ষ যোজন এবং তাঁহার রোমকূপমধ্যেই এই ত্রিজগৎ সংস্থিত ; তথাচ প্রকৃত দৃষ্টিতে তিনি পরমাণুমধ্যেও বিরাজিত। সকল কুলাচলরূপ গুণ-রাজি-বদ্ধ জগদ্বৃন্দই তাঁহার স্বরূপ ; তথাচ তিনি এতই সূক্ষ্ম যে, যাহা বটবীজপ্রমাণ সূক্ষ্ম ছিদ্র, তাহাও পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি শত শত কোটি জগদাকারে বিস্তৃত রহিয়াছেন, তথাচ তাঁহার যে অণুপ্রমাণতা—তাহাই সমভাবে বিদ্যমান আছে। ফল কথা, স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতবৎ তিনি যে কোন কোন স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থিত, তাহাও নহেন। তিনিই স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত ; তিনি বিরাট-আখ্যায় আখ্যাত। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অথচ বস্তুগত্যা বুঝা যাইবে—তিনি নির্ম্মল গগনময়। তিনিই রুদ্র, তিনিই সনাতন। ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বায়ু ও বারিধি ইত্যাদি তাঁহারই নাম জানিবে। ৪০-৪৮

প্রথমে তিনি অণুপরিমিত সূক্ষ্ম চৈতন্য, পরে তিনি তেজোময় চিত্তস্বরূপ। তৎপরে তিনি বিরাট দেহ ধারণ করিয়া 'এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই আমি' এইরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি স্পন্দসঙ্কল্পে স্পন্দানুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুভূতিলব্ধ স্পন্দ পবন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে বাতস্কন্ধাদি সপ্তবিধ বায়ুচক্রাকারে অবস্থিত আছে। ঐ বাতস্কন্ধকেই তাঁহার প্রাণ ও আপন বায়ুর স্পন্দ বলা যায়। তিনি সঙ্কল্পগুণে প্রথমেই উহা স্পন্দাকারে উপলব্ধি করেন। বালকের যেরূপ পিশাচকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহার মনে মিথ্যা তেজঃকণার কল্পনা হয়। সেই কল্পিত তেজঃকণাই ঐ গগনস্থ সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্করাজি। ৪৯-৫২। তাঁহার জঠরকোটর হইতে প্রাণাপান বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহারই গতাগতিরূপ দোলা ঐ বাতস্কন্ধ। জগৎই তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল। প্রতি জীবগত বাসনাগুণে যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিভূত দেহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং আপ্রলয় যাহা হইয়া আসিতেছে, তিনিই এতৎসমস্তের আদ্য বীজ। তিনিই যাবতীয় ব্যষ্টি-জীবের বাসনা ; এই জন্য তাঁহা হইতেই নির্ম্মল বাসনাময় ব্যষ্টিশরীরের উদ্ভব এবং তাঁহারই অভ্যন্তরে অবস্থিতি। তিনি আদিবীজ ; তাঁহার চৈতন্য আদিবীজেও যেরূপ ছিল, এখনও প্রত্যেক জীবে তদ্রূপ বর্ত্তমান। সেই দেব হিরণ্যগর্ভ ; তাঁহার ইষ্ট চৈতন্য সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার কফ—চন্দ্র, পিত্ত—সূর্য্য, বায়ু—শরীর-পবন, গ্রহনক্ষত্র—নিষ্ঠীবনবিন্দু, পর্ব্বতশ্রেণী—অস্থি, মেঘজাল—মেদোমাংস, ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ঊর্দ্ধভাগ—মস্তক এবং—অধোগত কপাল তাঁহার চরণ। দূরে—অতিদূরে—আমাদের নয়নের অগোচরে এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সংস্থিত ; সেই আবরণই তাঁহার শরীরের চর্ম্ম। ৫৩-৫৮

হে রামচন্দ্র ! এই জগৎ ঐ বিরাটাকার ব্রহ্মারই কল্পনাময় শরীর জানিবে। অতএব কি আকাশ, কি পর্ব্বত, কি সমুদ্র, কি পৃথ্বীতল সমস্তই বিশদাকার এবং শান্ত শিব। ৫৯

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র ! ব্রহ্মার কল্পনায় সেই পাষাণমধ্যে যে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই জগৎস্বরূপ ব্রহ্মশরীরের অবয়ব-সংস্থানের ব্যবস্থা-বৈশিষ্ট্য কিরূপ, তাহা এখন সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা পরম চিদাকাশাখ্যায় আখ্যাত, তাহাই সেই বিরাট ব্রহ্মার শরীর। এ শরীরের আদি নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই, কিছুই নাই। এই যে জগদাকার শরীর, ইহা তাঁহার চিদাকাশ-দেহ-সকাশে অতীব তুচ্ছ। স্বীয় কল্পনা জন্য ব্রহ্মাণ্ড-শরীরের বহির্দ্দেশে ঐ ব্রহ্মাই সঙ্কল্পশূন্যভাবে সাক্ষী চিদাকাশরূপে অবস্থান করত নিজ কল্পনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। তিনি প্রথমে তৈজসাকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরিপুষ্ট হন, পরে নিজ সঙ্কল্পময় তৈজসাণ্ডকে বিহঙ্গডিম্ববৎ দ্বিধাভিন্ন করিয়া দেন। ১-৪

ঐ অণ্ডের এক আকাশময় অংশকে তিনি ঊর্দ্ধভাগ এবং নিম্নগত পৃথিবীরূপ অংশকে অধোভাগ বলিয়া কল্পনা করেন। ঐ ঊর্দ্ধাধঃ দুই অংশই তাঁহার স্ব-স্বরূপ। উক্ত অংশদ্বয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধভাগই তাঁহার মস্তক এবং অধোভাগই তাঁহার পাদ। যে অংশ মধ্যস্থিত, তাহা ঐ ব্রহ্মার নিতম্ব। ঊর্দ্ধাধোভাগের যে মধ্যভাগ, লোকে তাহা অনন্ত বিস্তৃত শ্যামল গগনাকারে দর্শন করে। স্বর্গই ব্রহ্মার তালুদেশ, শোণিতবিন্দু নক্ষত্রজাল এবং দেব-দানব-নর তদীয় দেহগত বৃদ্ধি ও প্রাণবায়ুর ক্ষুদ্র বৃত্তি; ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ তাঁহার শরীরমধ্যস্থ কৃমিকুল। চন্দ্র ও সূর্য্যালোক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উঁহার দেহের ছিদ্র-সমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের অধোগত খণ্ডের যে তলদেশ, তাহা উঁহার পাদতল। বসুন্ধরার অধঃস্থিত যে পাতালকোটর, তাহা উঁহার জানুসন্ধি। জলগতি চঞ্চল সাগর ও দ্বীপরূপ কাঞ্চীদাম-জড়িত ভূমণ্ডল তাঁহার শরীরমধ্যস্থ জঘন ও নিতম্ববিম্ব। কলকলনাদিনী নদীসকল তাঁহার দেহাভ্যন্তরবর্ত্তিনী শিরাসন্ততি। সেই সমস্ত নদীর জলই ঐ শিরাসমূহের মধ্যগত রস। জম্বুদ্বীপ ব্রহ্মার হৃৎকমল, সুমেরু সে পদ্মের কর্ণিকা, শূন্য দিঙ্‌নিচয় উঁহার জঠর, পর্ব্বতরাজি তদীয় দেহমধ্যগত যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি। ঐ যে কোমল জলদমণ্ডল, উহাই তাঁহার মেদোমাংস, চন্দ্র

এবং সূর্য্য এই দুইটি উঁহার নেত্রযুগল, ব্রহ্মলোক উঁহার মুখ, সোমরস—শুক্র, হিমাচল—শ্লেষ্মা, অগ্নিলোক এবং বাড়বাগ্নি—পিত্তরাশি, আবহ-নিবহাদি যে সমস্ত মহাবায়ু বাতস্কন্ধ আখ্যায় আখ্যাত, উঁহারা তাঁহার হৃদয়গত প্রাণাপানাদি বায়ু।৫-১৫

কল্পতরু-বন, অন্য কানন, উপবন ও সরীসৃপাদি তির্য্যক্‌গণ তাঁহার শরীরের লোমরাজি, ঊর্দ্ধগত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তাঁহার প্রকাণ্ড মুণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ড হইতে নিঃসৃত যে প্রদীপ্ত জ্যোতি, তাহাই তাঁহার মস্তকশিখা। ইনি স্বয়ংই মন; তাই ইঁহার আর অন্য মনঃকল্পনা নাই। ইনিই কল্পিত মন; এই মনই যাবতীয় বিষয়ের ভোক্তা। আত্মা কোন স্থলে কিছুরই ভোক্তা নহেন। ইনি স্বয়ংই ইন্দ্রিয়বর্গ; তদ্‌ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় ইঁহার নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহারই কল্পনা; মন ও ইন্দ্রিয় একই কথা। অবয়ব-অবয়বীর ন্যায় মনে ইন্দ্রিয়ে প্রভেদ কিছুই নাই। স্বপ্নেও দৃষ্ট হয়, একমাত্র মনই ইন্দ্রিয়গ্রামের কার্য্য করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়-সমূহ নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। তখন একমাত্র মনই ইন্দ্রিয়গ্রামের আকার ধারণ পূর্ব্বক কল্পিতবস্তু দর্শন করে। জাগতিক যাবতীয় লোককার্য্যই তাঁহার ক্রিয়া; তদীয় সঙ্কল্পই সকল পুরুষের বেশে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। পরন্তু আমাদের জন্মমৃত্যুতে তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই। জীবনসমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডের যে জন্মমৃত্যু, তাহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু নামে নির্দ্দিষ্ট। তদ্‌ভিন্ন জনন-মরণান্তর তাঁহার আর নাই। কারণ, এই যে জীবসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ড, ইহাই আমাদের সেই সঙ্কল্পস্বরূপ ব্রহ্মা বৈ আর কেহই নহেন। তদীয় সত্তাযোগেই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, আর তাঁহার মরণেই ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু। বায়ু ও বায়বীয় স্পন্দের সত্তা যেরূপ অভিন্ন, এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার সত্তাও তদ্রূপ পৃথক্ নহে—একই। ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মায় পার্থক্য নাই। সেই বিরাটই এই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা ও বিরাট, এই শব্দত্রয় একার্থবাচক। যাহা বিশুদ্ধ চিদাকাশ, তাহারই উহা সঙ্কল্পমাত্র।১৬-২৫

শ্রীরাম কহিলেন,—বুঝিলাম, সেই বিরাট ব্রহ্মা সঙ্কল্পস্বরূপ হইয়াও সঙ্কল্পের বশেই সাকার হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পরন্তু তিনি স্বীয় শরীরমধ্যে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিলেন কি প্রকারে? এই বিষয়টি আমি এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ইহা আর একবার আমার নিকট বিশদরূপে বর্ণন করুন।২৬

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! ধ্যানাবস্থায় তুমি যেরূপ স্বীয় শরীরমধ্যে অবস্থিত হও, আমাদের সেই যিনি সঙ্কল্পরূপী পিতামহ, তিনিও তদ্রূপ শরীরাভ্যন্তরেই বিরাজ করেন। যাঁহাদের বিবেক আছে, তাঁহারা স্পষ্টই অনুভব

দ্বারা দর্শন করেন যে, দেহাভ্যন্তরে এ দেহের প্রতিবিম্ববৎ আর একটা দেহ অবস্থিত আছে। সেই দেহকে আতিবাহিক দেহ কহে। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, তুমিও যখন স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে পার, তখন অস্মদীয় পিতামহ সেই সঙ্কল্পময় ব্রহ্মা নিজ শরীরমধ্যে থাকিতে না পারিবেন কেন? স্থাবর জীব স্বীয় বীজ—শরীরমধ্যে থাকিতে পারে, আর ব্রহ্মা তাঁহার কল্পনাত্মক চেতন-শরীরে থাকিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ব্রহ্মাণ্ডাকারে ব্রহ্মা সাকার আর গগনাকারে নিরাকার, যাহাই হউন, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি শোভমান। তিনি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডাকারে বাহিরে এবং 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ব্যষ্টি সমষ্টি ভৌতিকাকারে অন্তরে।২৭-৩১

তিনি আত্মস্বরূপে আত্মারাম, কাষ্ঠবৎ মৌনী এবং প্রস্তরবৎ জড়াকারে অবস্থিত। এই প্রকারে কেবল যে ব্রহ্মারই অবস্থান, তাহা নহে; যিনিই তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই এই ভাবে অবস্থিতি করেন। তত্ত্বজ্ঞ বড়ই অপরাধসহিষ্ণু; কেহ তাঁহাকে ছেদন করত ছাড়িয়া দিলেও তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবেই অবস্থিত থাকেন; তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র রোষসঞ্চার হয় না। কেহ যদি তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করে বা তাঁহার অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া দেয়, তথাচ তিনি যেমন—তেমনই ভাবে বিরাজমান থাকেন। নানা কর্ম্মে জড়িত থাকিলেও অন্তরে তিনি প্রস্তরবৎ অটল অচলভাবেই অবস্থান করেন। হর্ষ, রোষ বা বিষাদ কোন কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে না।৩২-৩৩

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! তদনন্তর ব্রহ্মা ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। আমি [illegible] সম্মুখে থাকিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—পশ্চাদ্ভাগ হইতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যবৎ অপর এক প্রখর সূর্য্য সমুদিত হইতেছেন। মনে হইল—যেন দিগ্‌দাহ উপস্থিত, যেন পর্ব্বতকাননে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়াছে, যেন ব্রহ্মলোক গগনমার্গে আসিয়াছে, কিংবা যেন সাগরবক্ষে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে! তদনন্তর আরও দৃষ্ট হইল—নৈঋতকোণে আরও একটা সূর্য্যের অভ্যুদয় হইতেছে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে, অগ্নিকোণে, পূর্ব্বদিকে, ঈশানকোণে, উত্তরদিকে, বায়ুকোণে, পশ্চিমদিকে, এইরূপে সর্ব্বদিকেই সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইতে লাগিলাম। ১-৫

তৎপরে এই সমস্ত দুর্দ্দৈবের বিষয় আলোচনা করিতেছি, ইত্যবসরে সাগর হইতে বড়বাগ্নিবৎ ভূতল হইতে আরও একটা ভাস্করের উদয় হইল। পরে দিঙ্মণ্ডলের অন্তরাল হইতেও উল্লিখিত সূর্য্যসমূহের প্রতিবিম্ববৎ আরও তিনটি সূর্য্যের উদয় দর্শন করিলাম। সমস্ত সূর্য্যের মধ্যস্থলে যে তিনটি সূর্য্য দৃষ্ট হইল, ঐ সূর্য্যত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই দেবত্রয়াত্মক রুদ্রেরই আকৃতি বলিয়া স্থির করিলাম। সেই সূর্য্যসমষ্টিস্বরূপ রুদ্রাবয়বের তিনটি চক্ষু দেদীপ্যমান। উহা দ্বাদশ সূর্য্যরূপে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। দাবাগ্নিতে যেরূপ শুষ্ক বন দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ যেন দ্বাদশ সূর্য্য সমুদিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় রসাংশ শুষ্ক হইয়া গেল। দারুণ গ্রীষ্মতাপ উপস্থিত হইল। নাই অগ্নি—নাই আধার, তথাচ হঠাৎ অগ্নিদাহ হইতে লাগিল। সেই অগ্নিদাহবৎ সূর্য্যকরনিকর-তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ সন্তপ্ত হইলে বোধ হইল, যেন দাবানলেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম। পরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সবেগে ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইলাম। আকাশের অত্যূর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দেখিলাম—প্রচণ্ডকর দ্বাদশ সূর্য্য দশদিকে উদিত হইয়া অসহ্য কঠোর তাপ বিস্তার করিতেছেন। আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জও দিঙ্মণ্ডলবিসর্পী অগ্নিশিখার ন্যায় পিণ্ডীভূতভাবে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।৬-১২

সপ্ত সাগর ঘোর গর্জ্জন করিতে লাগিল। যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ও সমগ্র পুর-নগর যেন শিখা-সমালীঢ় অঙ্গারস্তূপে আকীর্ণ হইয়া গেল। অগ্নিজ্বালাবৎ রক্তাক্ত পটবিস্তারে দিঙ্মণ্ডল সিন্দূরলিপ্তবৎ প্রতিভাত হইল। দিক্পতিদিগের প্রজ্বলিত বাসভবনে বিদ্যুৎসকল পটবৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চটচটাশব্দে গৃহসমূহ বহ্নিদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। ভূতলোত্থিত শিলাসম দণ্ডায়মান ধূমস্তোমে নিখিল জগদ্ভবন যেন অসংখ্য কাচস্তম্ভ দ্বারা বিদ্যোতিত হইল। দহ্যমান জীবকুলের গগনভেদী গভীর চীৎকারে চারিদিক্ ভীষণতায় পর্য্যবসিত হইল। দগ্ধদেহ প্রাণিসকল চতুর্দ্দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল। দগ্ধাবস্থায় গৃহ, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদির পতনে তদধোবর্ত্তী পদার্থসকল চটচটারবে স্ফুটিত হইতে লাগিল। যে দিকেই নেত্রপাত করি, দেখি—কেবল দহ্যমান-বারিস্রোতই প্রধাবিত হইতেছে। দেখিলাম—ঊর্দ্ধগগন হইতে নক্ষত্রপুঞ্জ স্খলিত হইতেছে; তাহাদের পতনাঘাতে ধরাপৃষ্ঠের রত্নরাজি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সমন্তাৎ রাশি রাশি মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের শরীর-সমূহ চটচটা শব্দে অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মৃতশরীরের পূতিগন্ধে তত্তৎস্থান বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাসাগরের জলরাশি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া টগবগ শব্দে ফুটিতেছে। দেখিলাম—তাপতপ্ত জলজীবেরা ছটফট করিয়া নির্জ্জীবপ্রায় পড়িয়া আছে। সর্ব্বদিগ্দাহী অগ্নিদাহে

পুরবাসী জনপ্রাণী সকলেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার ক্রমেই শান্ত হইয়া যাইতেছে। দিগন্তগত পর্ব্বতরাজি পুড়িয়া গিয়াছে। পতিত দিগ্‌গজঘটার দন্তরূপ স্তম্ভোপরি কত অর্দ্ধদগ্ধ পর্ব্বত লম্বিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। পর্ব্বতরাজির গভীর কন্দরশ্রেণী হইতে অনর্গল ধূমরাশি কুণ্ডলীকৃতভাবে নিঃসৃত হইতেছে। পতিত পর্ব্বতপুঞ্জের ভারে পুরীশ্রেণী সম্যক্ নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগজ-সকল পচপচ শব্দে অগ্নি পাচিত হইতেছে। তাপতপ্ত জীবকুলের অনবরত পতনে সমুদ্র ও পর্ব্বত-রাজি যেন জরাভিভূত হইয়া পড়িতেছে। কত দহ্যমানা বিদ্যাধররমণী বিদীর্ণবক্ষে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। অমর যোগিবৃন্দ পর্য্যন্ত বহ্নিদগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। তাহারা নিরন্তর চীৎকার করিয়া পরিশ্রমভরে শেষে স্ব স্ব ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ পূর্ব্বক মস্তকমার্গে নির্গমন করিতেছেন। পাতালবিবরেও অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতেছে। প্রতপ্ত সাগরগর্ভে থাকিয়া মকরাদি ভয়ঙ্কর জলজীবগণ অগ্নিতাপে একেবারে সুসিদ্ধ হইতেছে। তাহাদের আকৃতিরও পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জলরূপ ইন্ধনাভাবে বাড়বানল সহস্রধা ভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। শূন্যচারিণী অপ্সরারাও দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণপুঞ্জে আক্রান্ত হইতেছে। আরও দৃষ্ট হইল, প্রলয়াগ্নি যেন উজ্জ্বল শিখারূপ রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিয়াছে; তাহার গলদেশে যেন স্ফুলিঙ্গরূপ মাল্য দোদুল্যমান হইতেছে। এই অবস্থায় সে নটের ন্যায় নৃত্য করিতেছে এবং কখন বা উদ্দাম যোদ্ধৃপুরুষের ন্যায় বিকট চীৎকার সহকারে সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে। মনে হইতে লাগিল, উত্থিত শিখারাজি যেন উহার ঊর্দ্ধ-বাহু এবং ধূমোদ্গম যেন উহার কেশজাল। এই জগৎ যেন জীর্ণভবন; এখানে ঐ প্রলয়াগ্নি-নট এমনই ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে যাবতীয় বন, জঙ্গল, দ্বীপ, জল, স্থল, পুরী, পত্তন, সকলই জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। ২১-২৮

কি ভূবিবর, কি ভূমির ঊর্দ্ধ মহাকাশ, কি দশ দিক, কি স্বর্গভূমি, সকল স্থানই বহ্নিদাহে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। কি পুরী, কি সৌধাবাস, কি মনোরম বাণিজ্যস্থান, সকলই জনহীন হইয়া পড়িল। সমুদ্র, পর্ব্বত, পর্ব্বতশিখর, এমন কি, শৈলশৃঙ্গস্থ সিদ্ধসম্প্রদায় পর্য্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হইয়া লয় পাইতে লাগিল। দেব, দৈত্য, মনুষ্য, সর্প, নদ, নদী, সরোবর, অধিক কি, শূন্য দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত অগ্নিশিখায় শন্‌শন্‌ শব্দে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। দিগ্‌বধূরা অগ্নিশিখারূপ উজ্জ্বল কেশপাশ পরিগ্রহ করিল, তাহারা শ্রুতিভয়াবহ ‘ভম্ ভম্’ শব্দে চতুর্দ্দিকে ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া ধূলিকেলিকারিণী কুরঙ্গিণীবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। যে সমস্ত গুহাময় স্থান ছিল, তাহা হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। গুহার মধ্যগত

জন্তুগণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধশরীরে নির্গত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল কালাগ্নিদাহে হতশ্রী হইয়া গেল। সদ্যোবিনিঃসৃত শোণিতধারার ন্যায় লোহিতাভ অগ্নিশিখা দ্বারা তাহারা তখন স্থলকমলের অভ্যন্তরশ্রী পরিগ্রহ করিল। ২৯-৩৪

বিশ্বব্যাপী অগ্নিশিখা সকল ধক্ ধক্ শব্দ করিয়া রক্তপটবৎ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল; বোধ হইল, যেন সান্ধ্য জলদপটলে আকাশ-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল কিংবা যেন বিকাশপ্রাপ্ত কিংশুকবন উড্ডীন হইয়া আকাশস্থলী আবৃত করিয়া ফেলিল; অথবা বাড়বানল যেন সাগরোপরি উত্থিত হইয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশ-বন বিকসিত হইয়া উঠিল; অথবা নিখিল জগন্মণ্ডল যেন স্থলপদ্মময় হইয়া গেল; কিম্বা জগৎ যেন নবোদিত সূর্য্যের করনিকরে পরিবৃত হইল। দেখিলাম,—অগ্নিদেব যেন যুবা পুরুষের ন্যায় উদ্ধতভাবে বনে বিচরণ করিতেছেন। নানাবর্ণের জ্বলন্ত শিখাজাল ও ধূমরাশিতে তদীয় অপূর্ব্ব বেশবিরচন হইয়াছে। বোধ হইতে লাগিল, অনন্তদেব যেন সহস্র সহস্র ফণামণি প্রসারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছেন। বিন্ধ্যগিরির বাসনা ছিল যে, সূর্য্যের যেন অস্তোদয় না ঘটে। বস্তুতঃ তৎকালে তাহারই সেই বাসনা যেন ফলবতী হইল। দক্ষিণদিকে সহ্যগিরির উপরিভাগে যে বনরাজি ছিল, দেখা গেল, তাহাও তখন অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষশাখা সকল অঙ্গারস্তূপবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। ৩৫-৩৯

সহ্যগিরির হুতাশনোপদ্রব সে সময় একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। সমগ্র নভোমার্গই অগ্নিময় হইয়া গেল; মধ্যে মধ্যে ধূমরাশির কালিমা ও অগ্নির শিখাজাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাতে অনুমিত হইল, আকাশ যেন একটা সরোবর; তাহাতে রক্তপদ্ম ও কৃষ্ণ ভ্রমর বিরাজ করিতেছে। আরও দৃষ্ট হইল, মৃত্যুরূপিণী নর্ত্তকীরা যেন অগ্নিশিখারূপ মালা ও ধূমোদ্গমরূপ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়াছে; এইরূপ বেশে তাহারা গিরিগুহা, শৃঙ্গ ও আকাশ—সর্ব্বত্রই নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। বসুন্ধরার তলভাগে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; সেই বহ্নিতাপে পৃথিবীর উপরিস্থ জীবকুল তপ্ত ধান্যবৎ ফুটিয়া ফুটিয়া নানাদিকে পতিত হইতেছে। বসুমতী যেন তখন একটা বৃহৎ ভর্জ্জনপাত্রবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। সেই প্রলয়সময়ে মনে হইল, জগৎলক্ষ্মী যেন নিজ বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বসুন্ধরা যেন তদীয় হস্তলগ্ন নানাবর্ণময় মণিমণ্ডিত কঙ্কণচ্ছটারূপে প্রতিভাত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিদগ্ধ পর্ব্বত, বৃক্ষ ও দেশ সকল যথাক্রমে চটচট, কটকট ও হলহল শব্দে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। সমুদ্র-সকল অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া ফেনপুঞ্জ বমন করিতে করিতে নিজ সৌরকর-বিম্বিত মুখে তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা আঘাত দিয়াই যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৪০-৪৫

সমুদ্র সকল দগ্ধ হইয়া নির্জ্জন সমতল দেশে পরিণত হওয়ায় বোধ হইল, যেন গিরি প্রভৃতি কোন কিছুই নাই; সমস্ত তাহারা গ্রাস করিয়া লইয়াছে। কিম্বা মূর্খ লোকেরা ক্রুদ্ধাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারিবার অন্য উপায় না দেখিয়া যেন মৃত্তিকা ও শিলাদি দংশন করিতেছে। বোধ হইল, সাগরেরাই যেন আকাশ সকল গ্রাস করিয়াছে। শুনিলাম—বায়ুসঞ্চারে সমুদ্রসমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তী গুহারাজি হইতে নিরন্তর ‘গুহ্ গুহ্’ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। দেখিলাম—আকাশ হইতে সমস্ত লোকপালপুরী অগ্নিদগ্ধ হইয়া পতিত হইতেছে। সেই সমস্ত দগ্ধ পুরীর প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি দ্বারা নানাদিক্ ও তত্রত্য পর্ব্বত-শিখরসমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে ঐ সমস্ত স্থান যার পর নাই ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। সুমেরুপর্ব্বতের সুবর্ণ সকল বহ্নিতাপে গলিত হইয়া গিয়াছে; আর সেই সকল গলিত সুবর্ণদ্রবে তত্রত্য তরুলতা, কন্দর, প্রত্যন্তপর্ব্বত, সকলই পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তাপ হেতু যাবতীয় সুবর্ণই গলিয়া যাইতেছে। তাহাতে সুমেরু গিরি অতিমনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছে। আরও দেখিলাম—এমন যে সেই তুষারময় হিমাচল, তাহাও তখন অগ্নিতাপে ক্ষণমধ্যেই গলিয়া গিয়াছে। যেমন গলিত লাক্ষা, হিমালয়কে অবিকল তদ্রূপই দৃষ্ট হইল। ৪৬-৫০

সেই অতি বিষম বিপত্তির দিনও মলয়াচল মনোজ্ঞ সৌরভ বিস্তার করিতেছিল। বস্তুতঃ যাঁহারা মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁহারা বিপদের দিনেও নিজ নিজ অনন্যসাধারণ গুণগৌরব বিসর্জ্জন করেন না। মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়েও মহাত্মারা পরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কস্মিন্‌কালেও কাহারও দুঃখের কারণ হন না। এই কথার সহিত উপমা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, মলয়াচলের চন্দন-বৃক্ষ সকল দগ্ধ হইয়াও নিজ নিজ সৌরভবিস্তারে তৎকালে জীবকুলের আনন্দজনক হইয়াছিল। প্রলয়াগ্নিতে সুবর্ণ-রাজি ভস্মীভূত হইল; কিন্তু নষ্ট হইল না—যেমন তেমনই রহিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তে সেই চিরন্তন কথারই সত্যতা প্রতিপন্ন হইল যে, উত্তম পদার্থ কদাচ অবস্তু বা নষ্ট হয় না। তৎকালে সকল বস্তুই নষ্ট হইল; কিন্তু আকাশ ও সুবর্ণের নাশ কিছুতেই হইল না. এইজন্যই আকাশ ও সুবর্ণ শ্লাঘ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আকাশ বিভু—সর্ব্বাপেক্ষা বহুস্থানব্যাপী; তাই তাহার বিনাশ নাই। ফলে যেখানে অন্য কোন পদার্থেরই থাকিবার অবকাশ নাই, সেখানেও আকাশ বিরাজমান; আর সুবর্ণ শোধিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার মলাদি দোষ হইতে সম্পূর্ণই বিমুক্ত; সুতরাং তাহারও আর ক্ষয় নাই। এই জন্যই রজ ও তমোগুণ নিকৃষ্ট আর সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক, তখন আরও দৃষ্ট হইল, ধূমাচ্ছন্ন শিখাময় সমুজ্জ্বল অগ্নি মেঘ,

শৈল, সাগর দগ্ধ করিয়া বায়ুবিচালিত বনরাজিবৎ বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে সমন্তাৎ অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। দেখা গেল, প্রলয়াগ্নির তীব্রোত্তাপে চতুর্ব্বিধ জীব শুষ্কপত্রবৎ নীরস হইয়া গিয়াছে; পরিশেষে একেবারেই দগ্ধ দশায় উপনীত হইয়াছে। ফলে 'প্রলয়াগ্নির কোপে সজল মেঘজাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল। ৫১-৫৮। তত্ত্বজ্ঞানীর যেরূপ দোষ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ কোথাও কিছুমাত্র ভস্মাবশেষও দৃষ্ট হইল না। নিম্নদিকের নিদারুণ অগ্নি জ্বলদাকারে উত্থিত হইতে না হইতেই রুদ্রদেব রুষ্ট হইয়া স্বীয় নয়নানলে কৈলাস পর্ব্বত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা দগ্ধ হইয়া চটচটা শব্দে স্ফুটিত হইতে লাগিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইল, পর্ব্বতরাজি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড লইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভীষণ অগ্নিশিখা সশব্দে পর্ব্বতোপরি আলোড়িত হইলে, দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টিতে যেন গিরিব শিরোভূষণবৎ বোধ হইতে লাগিল। দেখিলাম—আকাশ যেন লোহিতবর্ণ পদ্ম কাননের বিকাশস্থলী হইয়াছে। তখন আর সে পূর্ব্ব-জগৎ নাই, তাহা একেবারেই শূন্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন জগৎসন্নিবেশ স্মৃতিপটেই অঙ্কিত রহিল। ৫৯-৬২।

যখন প্রলয়াগ্নিতে সকলই দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, মূর্খ ব্যক্তিরা জগতের অসারত্ব তখনই প্রত্যক্ষ অনুভব করিল। এইপ্রকারে ভীষণ অগ্নি যখন লোক সকল বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সত্তালোপে প্রবৃত্ত হইল, তখন জগৎ যে অসার, এ ধারণা যথার্থ ই সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। কত জীব অশনিপাতে প্রাণ হারাইল। প্রলয়ের প্রবল বায়ু চারিদিকে জ্বলদঙ্গারপুঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে নিম্নস্থল সকল গুল্মময় বলিয়া অনুমিত হইল। সেই ভীষণ বায়ুব প্রবাহবেগে দেবগণ পর্য্যন্ত বিদলিত হইতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, উহা যেন অগ্নিগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়াই সমুদায়কে গ্রাস করিতে লাগিল। যে সমস্ত বৃক্ষ বহ্নিসংলগ্ন ছিল, তৎসমস্ত সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু আকাশে ভস্মরাশি বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত শূন্যস্থান যেন মেঘময় করিয়া ফেলিল। তৎকালে এমন কোন স্থানই আমার নেত্রপথে পতিত হইল না, যেখানে অঙ্গারস্তূপময় বহ্নিশিখা দৃষ্ট না হয়। দেখিলাম—মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার অগ্নিরাশি গিরিশৃঙ্গবৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহার উপরিভাগে কজ্জলময় শিখাপুঞ্জ শোভমান। তখনকার সেই প্রবল বায়ুর এতই বেগাধিক্য যে, ক্ষণমধ্যেই সে বেগে সর্ব্বত্র অগ্নিরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে প্রচণ্ড অগ্নির সঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু আসিয়া যোগদান করিল। ৬৩-৬৫

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তৎপরে পর্ব্বতপুঞ্জ কাঁপাইয়া বায়ু বহিতে লাগিল। সমুদ্রকল্লোল প্রবলবেগে গগনমার্গে সমুত্থিত হইয়া আবর্ত্তবৎ আলোড়িত হইতে লাগিল। সাগরজল উপরি উত্থিত হইলে, সাগর শূন্যাকারে পরিণত হইল। এতকাল সাগরখাত জলধনে ধনাঢ্য ছিল; কিন্তু এখন সে ধনে বঞ্চিত হইয়া পড়িল। সমস্তই জলে জলাকার হইয়া গেল; তাহাতে বসুন্ধরার জলাভাবজনিত ক্লেশ একেবারেই দূরীভূত হইল। দেখিলাম,—ভূমণ্ডল অরাজক হইয়াছে; কোথাও জনপ্রাণী নাই; কালাগ্নির প্রচণ্ড আক্রমণে সমস্তই ভর্জ্জিত হইয়াছে। যাহা রসাতল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, কালবশে তাহাও রসাতলে গিয়াছে। তাহার এখন আর কিঞ্চিন্মাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। ১-৩। স্বর্গ কোথায় কিরূপ ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও এখন আর নাই। সৃষ্টিপরম্পরা সমস্তই ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বজগৎ সৌরালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। দিগ্‌বধূরা যেন শোকসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তখন পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি জলদজাল বলগর্ব্বিত দানবদিগের ন্যায় সবেগে গগনমণ্ডল আক্রমণ করত অতীব গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুহুর্ম্মুহুঃ তাদৃশ গভীর গর্জ্জন শুনিয়া বোধ হইল, যেন ব্রহ্মা নিজ অন্তর্ভিত্তি ভেদ করিয়া ফেলিয়াছেন; তাই এইরূপ বিকট ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। উদ্ধত সাগরজলের কল্লোলমালা পরস্পর আহত হইয়া যেমন গর্জ্জন করিতে থাকে, তৎকালে জলদজালের তদ্রূপই গর্জ্জন পরিশ্রুত হইল। সে সময়ের মেঘগর্জ্জন মর্ত্ত্যেও সমুদ্রগর্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। কুলপর্ব্বত সকল দগ্ধ হইতেছিল, তাহাদের ঘোর গভীর চটপটা শব্দের সহিত মিশিয়া ঐ মেঘগর্জ্জন আরও ভীষণভাব পরিগ্রহ করিল। ৪-৭। উহা ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ পরিখার মধ্যভাগ পরিপূরণ করত তদীয় ভিত্তিভাগে আহত হইয়া বহির্দ্দেশে ঘনীভূতভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ শব্দ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের প্রতিধ্বনি সহ মিশ্রিত হইয়া যেন পল্লবিতাকারে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল. সমগ্র দিগ্‌ভিত্তিতেই ঐ ভীষণ শব্দ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই স্থান আকর্ষণ করিতে লাগিল। সপ্তসমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সম্মিশ্রণে যে এক অপূর্ব্ব পানীয় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াই ঐ শব্দ যেন সমস্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, মহাপ্রলয় যেন সাক্ষাৎ দেবরাজ; তিনি অধুনা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার বাহন ঐরাবতই যেন এক্ষণে এইরূপ গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আরও ধারণা হইল, বারিধররূপ

সমুদ্রসমূহ যেন মহাপ্রলয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া ঘোর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন এরূপও ধারণা হইল, যেন মহাপ্রলয়ক্ষুব্ধ ক্ষীরসাগরের সমালোড়নে এইরূপ মহাশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ৮-১১

তখন আমি ঐরূপ গর্জ্জন শুনিলাম,—জলদমালার দিকে নেত্রপাত করিলাম, ভাবিলাম,—এই প্রলয়াগ্নি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, ইহার মধ্যে মেঘ আসিল কোথা হইতে? তৎপরে চতুর্দ্দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিলাম—দেখিলাম, কোথাও মেঘের লেশ নাই; আকাশ হইতে কেবল অঙ্গারমাত্রই বর্ষিত হইতেছে। আকাশের সর্ব্বত্রই কেবল ভয়াবহ বহ্নিরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই বহ্নির উত্তাপবশেই শত শত কোটি যোজন-দূরস্থিত পদার্থরাশি দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে। তৎপরে আরও কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলাম, মনে মনে অনুভব করিলাম—ঊর্দ্ধদেশের বায়ু শীতল হইয়াছে আর নিম্নদিকের বায়ু অগ্নিবৎ প্রতপ্ত আছে। শীতল বায়ুর অধিষ্ঠানস্থানের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম- প্রলয়ের জলদমণ্ডলী অবস্থিত আছে। তাহাতে একটুকু-মাত্র বহ্নির উত্তাপ স্পর্শিতেছে না। নিম্নে যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের নেত্রপথে ঐ সমস্ত মেঘ পতিত হইতেছে না। অবশেষে দেখিতে দেখিতে পশ্চিমদিক্ হইতে ভীষণ কল্পবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখা গেল, মেরু, হিমালয় ও বিন্ধ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত এক একটি তৃণগুচ্ছবৎ সেই প্রবলবায়ুর বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অগ্নিশিখারূপ পর্ব্বতসকল প্রবলবায়ু দ্বারা তৎক্ষণাৎ অগ্নিকোণে পরিচালিত হইল সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে অঙ্গাররূপ বিহঙ্গপাল উড্ডীন হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ সেই অঙ্গারপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে এক একটা অরণ্যখণ্ডবৎ অনুমিত হইতে লাগিল। কিংবা বোধ হইল, যেন এক একটা পক্ষবিশিষ্ট স্বর্ণপর্ব্বতই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ১২-২০। পৃথিবী ও পর্ব্বত সকল স্থানই অঙ্গারস্তূপে সমাকীর্ণ হইয়া গেল; দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ যুগপৎ নভোমার্গে সমুত্থিত হইয়া উঠিল। সমুদ্রে জল নাই; আছে কেবল বহ্নিস্তূপ। যদি বা কোথাও কিঞ্চিৎ জল দৃষ্ট হয়, তবে তাহাও অগ্নিময় অতীব উত্তপ্ত। দেখা গেল, বনমধ্যে একটিনাত্র তরুপত্রও নাই, সমস্তই দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। যাবতীয় তরুতেই আগুন ধরিয়াছে। তাহারা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুরী, তত্রত্য অপরাপর দেবনিবহ—বালক, বৃদ্ধ, নারী সকলই অগ্নিদগ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্থান হইতে আকাশে নিপতিত হইতেছেন। পরমাকাশ যেন সরোবর; তাহাতে প্রলয়াগ্নি যেন পদ্মিনী; অঙ্গার উহার বীজ, স্ফুলিঙ্গ উহার কেশরকলাপ এবং শিখা উহার পল্লবদল; এই ভাবে ঐ পদ্মিনী মনোহারিণী

শোভায় শোভিত হইয়াছে। বায়ু এতই প্রবলভাবে প্রবাহিত হইল যে, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ও বড় বড় বৃক্ষ ব্যাহত এবং অঙ্গারপঙ্কে পতিত হইয়া পাতাল পর্য্যন্ত অবগাঢ় হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দৃষ্ট হইল, কজ্জলশ্যামল প্রলয়মেঘদল ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ভূতল-সমীপস্থ আকাশমণ্ডলপ্রান্তে সহসা আসিয়া উপনীত হইল। ঐ জলদমালার মধ্যে মধ্যে জাজ্বল্যমান বিদ্যুৎপুঞ্জ সমুদ্ভাসিত। দেখা গেল, ঐ জলদমালার একটি কোণেই সপ্তসাগরের জলরাশি অবাধে অবস্থিত হইয়াছে। ২১-২৭। রাশি রাশি তুষারপাতে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। জলদমালার ঘোর গর্জ্জনে সুদূর ব্রহ্মাণ্ডভিত্তি যেন বিধ্বস্ত-প্রায়। সেই মেঘমালা মণ্ডলাকারে দ্বাদশসূর্য্যবেষ্টিত হইয়া বিদ্যুতের সহিত সুগভীর গর্জ্জনে আকাশে সমুদিত হইল। এইরূপ ঘোর প্রলয়াবস্থায় সাগরকুল বিক্ষুব্ধ হইল। মনে হইল, শীতরশ্মি চন্দ্র পূর্ব্বের ঘোর উত্তাপে প্রাণত্যাগ করত আবার জন্মিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ শৈত্যাবলম্বন পূর্ব্বক নবমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। সেই মেঘমালা স্বর্ণবৎ-তড়িদ্গুণবলে স্বীয় বারি-রাশি স্তম্ভিত করত কাষ্ঠবৎ চলচ্ছক্তিহীন হইতে লাগিল মনে হইল, তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় পর্ব্বতকে স্বীয় উদরে ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডবিদীর্ণক্ষম কঠোর বজ্রের শব্দ দ্বারা আকাশদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আকাশ হইতে চারিদিকে রাশি রাশি তুষার-বর্ষণ হইল। কাননে বিদ্যুদালোক প্রবেশ করায় মনে হইল, বনমধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়াছে; মেঘমালার সুগভীর শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। শীতল তুষারে আকাশমণ্ডল যেন প্রাচীরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ২৮-৩৪

এইরূপ স্থূল জলধারা পড়িতে লাগিল যে, উহাকে স্বর্গমর্ত্তারূপ-মণ্ডপের বৈদূর্য্য-মণির স্তম্ভের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত দ্বারা প্রহার করিলে যেরূপ বেদনা বোধ হয়, সেইরূপ স্থূল ধারায় পৃথিবী সেইরূপ বেদনাবোধ করিতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর জলধারা পড়িয়া চটাচট্ শব্দ উত্থিত হইল, প্রবল মেঘগর্জ্জনে জনগণ মূর্চ্ছিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। অগ্নিপীড়িত পৃথিবীর দহন দেখিয়া বৃষ্টি অঙ্গারপূর্ণ জগদ্রূপ ভবনে উপনীত হইয়া যেন বাষ্পবর্ষণচ্ছলে পৃথিবীকে প্রত্যুদ্গম করিল। এখনও জলপ্লাবিত আকাশমণ্ডলে মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল বলিয়া নভোমণ্ডল স্থলপদ্মপরিশোভিত উদ্যানবৎ শোভা পাইতেছিল। সেই অগ্নি-শিলার ঊর্দ্ধদেশে শীতল শীকররূপ পক্ষ বিস্তার করায়, মেঘমালাকে স্থলপদ্মের উপর ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় চট্চটাশব্দে দিঙ্মণ্ডল-পরিপূর্ণকারী ভয়ঙ্কর জলদজাল এবং অগ্নিজ্বালার সম্মেলন দুর্ব্বার-অরিকুলের

বিষপূর্ণ শস্ত্রসমূহের পরস্পর কাটাকাটি এবং ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে অত্যুগ্র ভীষণ সমরের ন্যায় অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ।৩৫-৩৯

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব ! তাহার পর পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু—এই চতুর্ব্বিধ ভূতের ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ত্রিলোকের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ক্রমশঃ বলিতেছি, তুমি শুন । আকাশপ্রদেশে মেঘমালা উড্ডয়নশীল তমালবনবৎ বোধ হইতে লাগিল । ধূমপুঞ্জ মহাসমুদ্রের মহাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল । জলীয় পদার্থের উপর নীলবর্ণ ধূমযুক্ত অগ্নিশিখা নিস্তেজ হইয়া টিম টিম্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল । সমগ্র জগৎ ধূম্রবর্ণ জলদজালে পরিপূরিত হইল । তৎকালে 'ঝম্‌ ঝম্‌'রূপ দীর্ঘ শব্দ বৃষ্টিপাতের জয়ঘোষণাকারী পটহ-ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হইল । ভস্মময় মেঘপটলে আকাশদেশ ধূসরবর্ণ ধারণ করিল । দীর্ঘ মেঘসকল চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । ভীষণ জলদজাল যেন বাষ্পের জন্যই বারিবিন্দু উদ্‌গিরণ করিল । প্রচণ্ড বায়ু শন্‌-শন্‌ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিতে আছাড় খাইতে লাগিল । সেই প্রচণ্ড বায়ুর প্রবাহে ঊর্দ্ধজ্বলিত অগ্নির তেজে লোকপালগণের পুরীসমূহ পুড়িয়া গেল । বারি, বায়ু এবং বহ্নির ভীষণ সংঘর্ষে বিদার্য্যমাণ প্রস্তরখণ্ডের টঙ্কারধ্বনিতে লোকসকল বধির হইয়া গেল ।১-৭

আকাশের স্তম্ভস্বরূপ স্থূল বারিধারার বর্ষণে প্রলয়াগ্নি আলোড়িত হইয়া ছম্‌ছম্‌ শব্দ উত্থিত হইল । গঙ্গা যে সকল নদীর নিকট সামান্য তরঙ্গবৎ, সেই সকল সুবিশাল নদীই যেন ভয়ঙ্কর জলদরূপে আকাশে উত্থিত হইয়া, সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত করত একার্ণববৎ করিয়া তুলিল । প্রকাশমান দ্বাদশ সূর্য্য ঐ কল্পান্ত জলদজালের উপর প্রজ্বলিত হওয়ায় তমালপত্রের উপর প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে লাগিল । পর্ব্বত, দ্বীপ, নগর, গ্রাম প্রভৃতি উচ্চ ভূমিসমূহ বেগশালী পার্ব্বত্য নদীসমূহ কর্ত্তৃক পরিপ্লাবিত হইল ; প্রলয়কালীন ভীষণ বায়ুপ্রবাহে ও ভয়ঙ্কর বারিধারায় পর্ব্বত-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল । গ্রহনক্ষত্রকুল পরস্পর আঘাতে বিপর্য্যস্ত

হইয়া গোলাকারে পতন জন্য উড্ডীয়মান অঙ্গারপুঞ্জকে দ্বিগুণিত করিল। চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত ভীষণ বাত্যায় প্রহত জলমগ্ন পর্ব্বতবৎ সুবিস্তৃত তরঙ্গমালার প্রচণ্ড আঘাতে জলমধ্যস্থ পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ঘনবিন্দুসংযুক্ত বাষ্প বর্ষণশীল সুবিস্তৃত কল্পান্তকারী মেঘপটল দ্বারা সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাবৃত হইল এবং সেই নিবিড় অন্ধকারে পথসকল এককালীন রুদ্ধ হইল। ৮-১৪

পৃথিবী বিশীর্ণ ও খণ্ড-বিখণ্ড হইল এবং উহার চারিপার্শ্ব ভগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া গেল। তীরাবস্থিত পর্ব্বতমালাও তৎসহ সমুদ্রে পড়িয়া যাওয়ায় সমুদ্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তৎকালে জল লইবার জন্য যে সব মেঘ সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া লইতেছিল, তাহারা সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং তাহার ফলে সেই সকল মেঘ হইতে উত্থিত বজ্রধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গধ্বনি আরও প্রচণ্ড হওয়ায় চতুর্দ্দিকের তটভূমি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রলয়কালীন মেঘমালারূপ কল্পবৃক্ষের শাখারূপ বাহুর আস্ফালনজনিত ভীষণরবে তাহার কটু টঙ্কার শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডভিত্তির মধ্যভাগ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ১৫-১৭

স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পরস্পর মিলিত হইল, সেই মিলিত খণ্ডসমূহ মরুস্থলীর ন্যায় শুষ্ক ও রসহীন হইয়া উড়িতে লাগিল এবং সমগ্র আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। দেব-দানবগণ বায়ুবেগে চালিত হইয়া, পরস্পর সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, পরস্পরকে আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্র বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা প্রলয়াগ্নিতে একবারে পুড়িয়া মরিল, কেহ বা অর্দ্ধমৃত হইল, কেহ বা দগ্ধদেহ হইয়া পলায়ন করিল। ১৮-১৯

কল্পান্ত-বায়ুবেগে উড্ডীয়মান ভস্মপুঞ্জ অর্জ্জুন-বাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আকাশদেশে ঘুরিতে লাগিল; ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবকুল সেই ভস্মমধ্যে গলিত জীর্ণ-পত্রের মত উড়িতে লাগিল। উর্দ্ধদেশস্থিত লোকাবাস-সমূহ আকাশে উহ্যমান প্রস্তরখণ্ডসকলের আঘাতে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া প্রচণ্ডরবে অধোদেশে পড়িতে লাগিল। কোন স্থানে চতুর্দ্দিকস্থ প্রবল পবন একত্র হইয়া ভীষণ হুঙ্কারে পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিতে লাগিল। কোন স্থানে লোকপালগণের পুরীসকল বায়ুপ্রবাহে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গোলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল। অসুরগণের মত কর্কশ চীৎকার করিয়া ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উড্ডীয়মান কানন-সমূহ বায়ুপ্রবাহে গৃহের গবাক্ষবৎ দেখা যাইতে লাগিল। দেব, দানব,

নাগ, দ্বাদশাদিত্য এবং অগ্নিদগ্ধ পুরীসমূহকে আকাশদেশে মশকরাজির ন্যা বোধ হইতে লাগিল।২০-২৪

ইহার পর দৃষ্ট হইল, প্রবল ঝটিকা এবং বৃষ্টিধারায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়া পর্ব্বতসকলের বিপুলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, দেবায়তনসমূহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; উর্দ্ধদেশে জল, নিম্নভাগে বহ্নি; উর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নাভিমুখী জলপ্রবাহের ভীষ রব উঠিতেছে। ভীষণ বারিবর্ষণ এবং ভগ্ন পর্ব্বত-পতনের ফলে দিক্পালগণের পুরীসমূহ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেব, দানব, সিদ্ধদিগের গৃহ গুলিও পতিত হইতেছে। অগ্নিদাহে পর্ব্বতসমূহ অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হইয়া একেবা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভীষণ বাত্যা ধূম্রের ন্যায় পদার্থসমূহকে সারহীন করিতেছে দেব-দানবগণের রত্ননির্ম্মিত গৃহসমূহও শিথিলমূল হইয়া রত্নাকর সাগর-বারি রত্নসমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইতে লাগিল। উচ্চস্থি সপ্তলোক হইতে পতিত গৃহ এবং জনগণ দ্বারা আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইল। উর্দ্ধ হইতে নিপতিত দেবগণ সমুদ্রবৎ আবর্ত্তাকারে বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন উর্দ্ধদেশ হইতে অগ্নিদগ্ধ শীর্ণ পদার্থসমূহ ভীষণ বায়ু-সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দ্দি উড়িতে লাগিল। স্বর্ণ, বৈদূর্য্য এবং স্ফটিক-মণিময় দেবালয়সমূহ উচ্চ হইতে ঝন্-ঝন্ শব্দে নিম্নে পড়িতে লাগিল। ভস্ম ও ধূমপূর্ণ মেঘসমূহ উর্দ্ধদেশে উঠিতে লাগিল। বারিপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। তরঙ্গমালা উত্থিত হইল পৃথিবী এবং পর্ব্বতসমূহ সেই জলে নিমজ্জিত হইল।২৫-৩২

দীর্ঘাকার পর্ব্বত সকল জলবেগে ভগ্ন হইয়া সমুদ্রনিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘুরিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট দেবকুল আকুল হইয়া ক্রন্দনরত হইলেন কোনও স্থানে মুমূর্ষু জীবগণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শত শত ধূমকেতু আকাশে প্রকাশিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। এই সময় সমগ্র বিশ্ব ভীষণ আকার ধার করিল। দূর হইতে দৃশ্যমান জীর্ণপত্রবৎ মৃত এবং অর্দ্ধমৃত জন সকল বায়ুবেগে আকাশে উত্থিত হওয়ায় আকাশদেশ সঙ্কীর্ণ হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ স্থূল বারিধা পড়িতে লাগিল। পৃথিবীতে শত শত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃহ এব পর্ব্বতসমূহ এই নবোদ্ভূত নদীপ্রবাহে ভাসমান হইল। পূর্ব্বে যে প্রচণ্ড অগ্নি সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া শন্ শন্ শব্দে প্রজ্বলিত হইতেছিল, এই ভীষণ বর্ষা তাহা একেবারে নিবিয়া গেল। সুবৃহৎ পর্ব্বতসমূহের উপর দিয়াও সমুদ্রস্রোত খরতরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।৩৩-৩৭

নদীবেগে পতিত তৃণসমূহ যেরূপ খণ্ড-খণ্ডভাবে অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ সেই ভীষ সংঘাতে পৃথিবী একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া একার্ণববৎ হইল। যে জগৎ চিদাকাশ প্রভাবে ক্ষণমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জগতের এইরূপ ভীষণ প্রলয়কালে

একবারে লয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ভীষণ বারিধারা-প্রভাবে বহ্নি প্রশমিত হওয়ায় চারিদিকে ভস্ম সকল ছড়াইয়া পড়িল। সেই ভস্মের সহিত দেবতারাও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। তখন জগৎ ভূতপূর্ব্ব পদার্থে পরিণত হইল। জাগতিক ব্যাপার তৎকালীন হতাবশেষ প্রাণিকুলের মাত্র স্মৃতিপথেই জাগরূক রহিল। শূন্যময় ভীষণ ঝটিকায় চারিদিকে কেবল একটা সাঁ-সাঁ শব্দ হইতে লাগিল। জগৎ লোপ হওয়ায় সবই শান্তিপূর্ণ হইল। প্রকৃতই এবার সৃষ্টি লোপ পাইল, মাত্র পরমাত্মা বিরাজ করিতে লাগিলেন, তদ্ভিন্ন সৃষ্টি বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহা বোধ হইল না। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি বলিয়া কোন বস্তুই নাই, বায়ুই কেবল এই পর্য্যায় ঘটাইতেছেন। বায়ুই কোথা হইতে বীজরাশির ন্যায় জগৎ-নামধেয় এ মিথ্যা পদার্থ উড়াইয়া আনিতেছেন, আবার যখনই ইচ্ছা হইতেছে, তখনই আবার কোথায় বিলীন করিয়া দিতেছেন। ৩৮-৪১

তদনন্তর আকাশস্থ প্রজ্বলিত অঙ্গার-সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া স্বর্ণচূর্ণবৎ বোধ হওয়ায় আকাশপ্রদেশ যেন স্বর্ণকুটীরপূর্ণ বোধ হইল। ভূমণ্ডলরূপ বিস্তৃত খণ্ড অন্যান্য দ্বীপ ও সমুদ্রের সহিত স্থানচ্যুত হওয়ায় সপ্তম পাতালে প্রবিষ্ট হইল। অন্যান্য পাতালও তথায় পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। আকাশ হইতে সপ্তম পাতাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতল, পর্ব্বত প্রভৃতি একসমুদ্রবৎ হইয়া প্রলয়কালের ভীষণ ঝটিকায় আকুল হইয়া উঠিল। মূর্খদিগের হৃদয়ে ক্রোধ যেরূপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ তরঙ্গমালাসমাকুল সহস্র সহস্র নদীবেগে সেই এক সমুদ্র ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর সেই প্রলয়বারিপ্রবাহ প্রথমে মৃণালের ন্যায়, পরে স্তম্ভসদৃশ, তৎপরে তালবৃক্ষবৎ, ক্রমে নদীপ্রবাহের মত পড়িতে লাগিল। তৎকালে ভয়ঙ্কর মেঘসমূহ সপ্তদ্বীপের সহিত সমুদয় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। যেরূপ শাস্ত্র আলোচনা এবং সজ্জনসংসর্গ দ্বারা আপদ্ দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সেই ভীষণ বারিবর্ষণে দহনশীল সেই প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশস্থ বস্তুজাতের পরিবর্ত্তন ঘটিল অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত বস্তু নিম্নদেশে এবং নিম্নদেশের বস্তু ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। খণ্ড খণ্ড পর্ব্বতসমূহ পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া খন্ খন্ শব্দে জলমগ্ন হইল। পক্কবিল্বফল যদি বালকের হস্তে ক্রীড়নক হয়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ দশা ঘটে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ঠিক তদ্রূপই ঘটিল। ৪২-৪৯

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই প্রকার ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে সুবৃহৎ শিলাবৃষ্টির ফলে ভূতল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। কলিকালের রাজার ন্যায় জলবেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আকাশগঙ্গার স্রোতোবেগে এবং বৃষ্টিধারাপ্রবাহে সেই একার্ণব ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল। তাহার উপর দিয়া বহু সহস্র নদী প্রবাহিত হইল। মেরু, মন্দার প্রভৃতি সেই সলিলে মগ্ন হইয়া গেল। মূর্খ অধিপতির ন্যায় সেই একার্ণব এমনই স্ফীত হইল যে, সেই জলস্রোতে প্লবমান পর্ব্বতসমূহের শৃঙ্গগুলি সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিল। জলনিমজ্জিত মেরু, মন্দার, কৈলাস, বিন্ধ্য প্রভৃতি সুবৃহৎ পর্ব্বতসমুদয়কে সেই একার্ণবের জলজন্তুরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্ত প্রভৃতি সর্পরাজগণ গলিত মৃত্তিকার কর্দ্দমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কর্দ্দমপ্রোথিত মৃণালবৎ বোধ হইতে লাগিল। ভাসমান অর্দ্ধদগ্ধ পাদপসমূহ শৈবাল-কাননের মত দেখাইতে লাগিল। দগ্ধ জগতের ভস্মস্তূপে সেই একার্ণব কর্দ্দমাক্ত হইল ১-৬

সেই একার্ণবে সমুদিত দ্বাদশ আদিত্যকে পদ্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল সেই সূর্য্য পদ্মের নালসদৃশ এবং কিরণরাশি উহার মৃণালবৎ বোধ হইতে লাগিল। বারিবেগে নিমগ্ন হইয়া ভাসমান পর্ব্বতের শেষভাগে বিদ্যমান জলদজাল উন্মত্তবৎ গর্জ্জিতে লাগিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা এবং পুরপত্তনসমূহ উর্দ্ধদেশ হইতে বিঘূর্ণিত হইয়া সেই একার্ণবে পতিত হইতে লাগিল। যে সকল ব্যক্তি এক সময়ে জগতের ভিতর প্রভাবশালী ছিলেন, সেই দেব-দানবগণ তৎকালে সেই জলপ্রবাহে কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া চলিলেন। ক্রমে সেই জলপ্রবাহ স্ফীত হইতে স্ফীততর হইয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিল।৭-৯

সুগভীর গর্জ্জনশীল মেঘমালার অতি স্থূল বারিধারা পড়ায় সেই প্রবাহমধ্যে যে সকল বৃহৎ বুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হইল, দর্শকসমূহের দৃষ্টিতে উহা ভাসমান পর্ব্বতরূপে ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। কল্পান্তকালের সেই মেঘমালা চারিদিকে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রবাহের উপর ভ্রমণশীল সেই বুদ্‌বুদের উপর উপবেশন করত বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল, সেই একার্ণব মেঘসহিত বুদ্‌বুদরূপ চক্ষু দ্বারা নিকটবর্ত্তী অন্য মেঘসমূহকে দর্শন করিতেছে। সেই মহাপ্রবাহের সুগভীর শব্দে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশের সহিত কুলাচল-সমূহ সেই প্রবাহে ডুবিয়া গেল। উন্মগ্ন কুলপর্ব্বত-সমূহের উপর ভীষণ বায়ুপ্রবাহে জলরাশি উত্থিত হইতে থাকায় সে সকল একেবারে নিমগ্ন হইল। বিকট ঘর্ঘরধ্বনিতে সেই প্রবাহের প্রবল স্রোতঃ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। ১০-১৩

বহুভাগে বিভক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড সেই একার্ণবপ্রবাহে কখনও পরিবর্ত্তিত, কখনও বা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় লক্ষ যোজন-পরিমিত স্থান বক্রভাবে বিস্তৃত এবং উচ্চাভিমুখে দীর্ঘ হইতে লাগিল; পর্ব্বত-সমূহ উত্তাল তরঙ্গমালায় তৃণবৎ ঘূর্ণায়মান হওয়ায় উহার প্রস্তরখণ্ড-সংঘর্ষে সূর্য্যমণ্ডল বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। একার্ণবে নিমজ্জিত পর্ব্বতসকলকে দেখিয়া বোধ হইল, একার্ণবের স্রোতোরূপ ব্যাধ যেন জগৎরূপ নীড়স্থ পর্ব্বতরূপ দাঁড়কাকদিগকে বারিরূপ আনায়ে বদ্ধ করিতেছে। সেই ভীষণ জলস্রোতে মৃত এবং অর্দ্ধমৃত গণনাতীত জীব নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিল। সেই উত্তুঙ্গ তরঙ্গে ভাসমান জীবনিবহকে মকর প্রভৃতি জলজন্তুবৎ বোধ হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতিত হতাবশিষ্ট দেবকুল সেই জলস্রোতে সন্তরণ করিয়া শ্রান্তিবশতঃ উন্মগ্ন ফেনসমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গে অবস্থিতি করাতে তাঁহাদিগকে মশকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই সময় আকাশ যে ভাবে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল, ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু-ধারণের ন্যায় সেই সময় একার্ণবে অসংখ্য বুদ্বুদ্ দেখা দিয়াছিল। ঐ দৃশ্য দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া মনে হইতে লাগিল, একার্ণবের জলপ্রবাহ যেন শরৎকালীন আকাশবৎ সুবিস্তৃত বুদবুদরূপ চক্ষুদ্বারা ধারাবাহিনী নদীর মত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মেঘসমূহকে দর্শন করিতেছে। ১৪-২০ ॥

একার্ণব ত্রিলোক গ্রাস করত তৃপ্তিলাভ করিয়া, পর্ব্বতরূপ বলয়রূপী উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ বাহু বিস্তৃত করিয়া ঘর্ঘররবে যেন গীতধ্বনি সহকারে নামিতে লাগিল। সেই একার্ণবপ্রবাহের উপর নদীবৎ ধারাবর্ষণকারী মেঘসমূহ, মধ্যভাগে দগ্ধ পর্ব্বতসমূহ এবং অধোভাগে কর্দ্দমমধ্যে ভূমণ্ডলধারণকারী অনন্ত প্রভৃতি নাগগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বারিধারার ন্যায় গঙ্গাপ্রবাহ নিরন্তর পড়িতে থাকায় শৈলশিখর সদৃশ ফেনবুদ্বুদসমূহ কখন বা মগ্ন, কখন বা উন্মগ্ন হইয়া ভাসমান হইতে লাগিল। স্বর্গধাম খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া সেই জলস্রোতে ভাসমান হওয়ায় স্বর্গবাসী আকাশচরগণ কাঁদিতে লাগিল। সেই জলপ্রবাহে ভাসমান বিদ্যাধরীদিগকে পদ্মের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। একার্ণবের ভীষণ প্রবাহে ত্রৈলোক্যমণ্ডল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ঘর্ ঘর্ রবে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে প্রত্যেকেই তরঙ্গ-সমূহ দ্বারা আক্রান্ত; রক্ষা করিবার কেহই সে সময় ছিল না। হায়! সেই কালের ভীষণ বদনব্যাদান হইতে কে কাহাকে রক্ষা করিবে! তখন না ছিল আকাশ, না ছিল দিবসের শেষ, না ছিল ঊর্দ্ধ, না ছিল সৃষ্টি, এমন কি, কোন জীবই ছিল না, ছিল মাত্র অসীম—অনন্ত জল—সবই জলময়। ২১ ২৮

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার পর আমি আকাশ-প্রদেশে অবস্থান করতঃ প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রকাশমান ব্রহ্মলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রধান প্রধান পরিজন-পরিবেষ্টিত ব্রহ্মা সমাধিস্থ রহিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, যেন এক পাষাণমূর্ত্তি বিরাজিত। দেবগণ, ঋষিগণ, বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবসমূহ ব্রহ্মার চারিদিকে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্বাদির অধিস্বামিবর্গ ধ্যাননিরতভাবে চিত্রবৎ স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে দেখিলাম, দ্বাদশ আদিত্য তথায় উপনীত হইয়া অন্যান্য দেবগণের ন্যায় সমাধিমগ্ন হইলেন। ১-৬

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নকালীন দৃষ্ট বস্তুকে আর দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি তাহার পর আর পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলাম না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বাসনাসমূহ যেরূপ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আমি ব্রহ্মার পরিজনবর্গকেও দেখিতে পাইলাম না; ব্রহ্মার সেই সঙ্কল্পসিদ্ধ নগর অরণ্যবৎ শূন্য হইল। আকস্মিক বিপ্লব উপস্থিত হইলে যেরূপ নগরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মনগরও ধ্বংস হইয়া গেল; মুনি, দেব, গন্ধর্ব্বপ্রভৃতিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইলেন। তৎপরে আমি আকাশে অবস্থিতি করতঃ নিবিষ্ট চিত্তে বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার ন্যায় নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন বাসনাক্ষয় নিবন্ধন তাঁহারা আত্মস্বরূপে উপনীত হওয়ায় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির নিকট স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থবৎ চক্ষুর অগোচর হইয়াছেন। ৭-১১

এই যে আমাদিগের দেহ, ইহা আকাশাত্মক, বাসনাবশে ইহা পরিস্ফুট হইয়া থাকে; জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট স্বপ্ন যেরূপ দেখা দেয় না, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে এই দেহও দেখা যায় না। স্বপ্নে যেরূপ আকাশে দেহ দেখা যায়, তদ্রূপ আকাশেই বাসনাবলে এই দেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে. বাসনার ধ্বংসরূপ জাগরণ অবস্থায় আর ইহার কিছুই দেখা যায় না। বাসনার যখন ক্ষয় হয়, তখন জাগ্রদবস্থাতেও কি আতিবাহিক, কি আধিভৌতিক কোনরূপ দেহই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দেহদর্শন-ব্যাপারে স্বপ্নদর্শনই একমাত্র দৃষ্টান্ত; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ; শাস্ত্রেও ইহা কথিত হইয়াছে। যে খল ব্যক্তি স্বয়ং এইরূপ অনুভব করিয়াও তাহা গোপন করিয়া থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকেও সত্য বলিয়া প্রচার করে, তাহার কথা ধর্ত্তব্য নয়, সেরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ উপদেশ দেওয়া উচিতও নহে। কপট-নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করা সম্ভব নহে। যদি এরূপ প্রশ্ন কর যে,

এই দেহ মাতা-পিতার দেহ হইতে উৎপন্ন, স্বপ্নদেহ ত তদ্রূপ নয়, স্বপ্নদেহ একেবারেই অলীক, তাহার উত্তর এই যে, সৎকর্ম্ম দ্বারা যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উৎপাদক কেহই নাই, সেই দেহ আপনা হইতেই উৎপন্ন, ইহাও কিন্তু তোমার মতে মিথ্যা ; কেন না, তাহা হইলে তোমার মতে পরলোকের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং এই কথা দ্বারা তুমি নাস্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৩-১৮

মাতা-পিতা দ্বারা উৎপন্ন দেহ ব্যতীত অপর দেহ নাই, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বকল্পের অবসান হইলে যখন সকল দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন পরবর্ত্তী কল্পের প্রথমে আতিবাহিক দেহসমষ্টিযুক্ত হিরণ্যগর্ভের অসত্তা হয় ; কারণ, হিরণ্যগর্ভের কোন উৎপাদয়িতা নাই। যদি হিরণ্যগর্ভের অসত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান কল্পও সম্ভব হইত না ; অথচ বর্ত্তমান কল্প সব সময়েই রহিয়াছে, সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; সব বস্তুমাত্রই নশ্বর ; কারণ, তাহার অবয়ব বর্ত্তমান। অবয়বের যখন সংযোগ ও বিয়োগ আছে, তখন সেই সংযোগ ও বিয়োগ হইতেই স্থূল জগতের ধ্বংস অবশ্যই হইবে। সুতরাং জগৎ চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কোন কালেই তাহার বিনাশ হয় না, এই কথা যাহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত সমাচীন নহে। অপর এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, জগতের ধ্বংস নাই, অপিচ পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি ভূত হইতেই এই জীবময় জগৎ উৎপন্ন, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি দেহেরই গুণ। পৃথিবী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ জন্যই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে ; চাউল, গুড় ইত্যাদির সহযোগে যেরূপ মাদকতার শক্তি রাসায়নিক সংযোগের ফল, জ্ঞানকে ঠিক ঐরূপই জানিবে। ইহার উত্তর এই যে, যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে বেদ, পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস-প্রোক্ত প্রলয়বার্ত্তা মিথ্যা হওয়ায় শাস্ত্রই মিথ্যাবাদী হন। ১৯-২২।

হে মতিমন্! যদি শাস্ত্রকেই প্রমাণহীন বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে বহুগুণে নিকৃষ্ট তোমাদের প্রমাণ, বন্ধ্যা শত পুত্র প্রসব করিয়াছে, এরূপ প্রমাণবাক্যের ন্যায় একান্ত অলীক এবং উপহাসের বিষয় নহে কি ? কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বেদাদি শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিতে ইচ্ছুক নহেন ; কারণ, বেদাদি শাস্ত্র যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া জগৎ উৎসন্ন যায়। এতদ্ব্যতীত তোমার মতের বিরুদ্ধে আরও বহু যুক্তি আছে ; কিন্তু সে সকল আলোচনা এখন থাক। মাত্র একটি দোষের কথা বলিতেছি, মাদকতার ন্যায় জ্ঞান যদি জড় পদার্থের সংযোগেরই সিদ্ধ হয়, তবে মৃতব্যক্তির পিশাচদেহপ্রাপ্তিও অসম্ভব হইয়া পড়ে ; অথচ যে

স্থানে মৃত্যু ঘটে, সেই স্থান হইতে বহু দূরেও এইরূপ পিশাচভাব উপলব্ধ হয়। একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ; অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এসকলই অপ্রমাণ; ইহাই হইল চার্ব্বাক-মত। সুতরাং এই মতে পিশাচাদির যে প্রত্যক্ষ, তাহা মাত্র ভ্রম; পিশাচ যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন ভ্রম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর এক কথা, পিশাচের ক্রিয়া দেহেতেই ঘটিয়া থাকে, উহা যে সান্নিপাতিক বিকার জন্য নহে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চার্ব্বাকের এই যে যুক্তি, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর প্রমাণ না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলিতে পারিতে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুমানাদিও যে প্রমাণ। অনুমানাদিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলে তোমার সকল কথাই ত অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়; কেন না, তুমি যাহা বলিতেছ, লোক কেন তাহা বিশ্বাস করিবে? তোমার কথার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আছে কি? বাক্যের অর্থ লোক বুঝিয়া থাকে, এই যে অর্থজ্ঞান, ইহা প্রত্যক্ষ নয়, সেই অর্থজ্ঞানকে যদি অভ্রান্ত বলা যায়, তাহা হইলে অনুমান প্রভৃতিও প্রমাণমধ্যে গণ্য হয়; সুতরাং তোমাকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, অনুমানাদিও প্রমাণ। ইহাই যদি হয়, তবে কি জন্য পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রমাণরূপে সিদ্ধ হইবে না?২৩-২৭

যদি দেহাবস্থিত পিশাচের সত্যতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে মাদক বস্তুর মত্ততাশক্তিতেই বা বিশ্বাস করিবে কিরূপে? উহাও ত অপর ব্যক্তির বিকার দেখিয়া স্থির হয়। ভূতগ্রস্ত বা পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তি এমন বহুবিধ অমানুষিক কার্য্য করিয়া থাকে যে, তাহা দেখিয়া, অপরের মত্ততা-দর্শনে মাদকের মাদকতা-শক্তিবৎ পিশাচের অস্তিত্ব অবশ্যই তোমাকে মানিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে মৃতব্যক্তির পক্ষে পরলোক যে আছে, তাহাই বা বিশ্বাস করিবে না কেন?২৮-২৯

যদি কাকতালীয়বৎ আকস্মিক অপরের কার্য্যে পিশাচের অস্তিত্ব স্থির কর, তাহা হইলে শাস্ত্রমূলক পরলোকের সত্যতায় সন্দেহ করিবার কারণ কি? জীব অন্তরে যেরূপ অনুভব করিয়া থাকে, বাহিরেও তদ্রূপ দেখে। উহার উদাহরণ রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রথমে মনোমধ্যে সর্পের উদয় হয়, তাহার পর বাহিরে রজ্জুতে সর্পভ্রম উপজাত হইয়া থাকে। যে সময় রজ্জুতে সর্পের অভাব বোধ হয়, তখনই সর্পের মিথ্যাত্ব অনুভব হয়; তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, পদার্থের অস্তিত্বই হউক আর তাহার অভাবই হউক, উভয়ই অনুভবাত্মক। যখন পরলোকের অস্তিত্ব অনুমানসাপেক্ষ, তখন তাহার অপলাপের উপায় নাই। পরলোকের পক্ষে বেদই প্রমাণ; মৃতব্যক্তির যে পরলোক আছে, এরূপ জ্ঞান জীবিতাবস্থায় কেহ

প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জন্মিয়া থাকে; এখন জীবিতাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া অনুভব হয়, মৃত্যুর কি তাহাকে মিথ্যা বলিয়া লোপ করা চলে? তাহা যদি চলিত, তবে জীবিতাবস্থায় যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, মৃত্যু তাহাকে সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দিতে পারিবে না কেন? ৩০-৩২

এই নিমিত্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বভাবতঃ নিত্যসিদ্ধ নিজ জ্ঞানশক্তি প্রথমেই অনুভব করিয়া থাকেন। তাহার পর বাসনার মূল আতিবাহিক দেহ অনুভব করত দেহাদিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। সেই বাসনার ক্ষয় হইলে দ্রষ্টা, দৃশ্যবস্তু ও দর্শনরূপ ত্রিপুটী ব্যাধি বিদূরিত হইয়া যায়। সেই বাসনা বিদ্যমান থাকিলেই সংসাররূপা পিশাচীর আবির্ভাব ঘটে, ব্রহ্মের জগৎসম্বন্ধ প্রথমে আলোচিত হয়, তাহার পর সেই আলোচনার মূল যে বাসনা, তাহাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাসনানিবৃত্তিকেই নির্ব্বাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাসনার সত্তাকেই সংসার বলিয়া জ্ঞান করিবে। সেই বাসনার প্রলয়সময়ে বা পূর্ব্ব-সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে যে উৎপত্তি হয়, তাহা নহে; কারণ, নির্লিপ্ত পরব্রহ্মে বাসনাসম্বন্ধ সম্ভব নহে, সুতরাং বাসনার অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ পরব্রহ্মে স্বীকার্য্য। যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানোন্মেষ হয়, সে পর্য্যন্ত সেই বাসনা অন্য কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অবশেষে সেই ব্রহ্মেই বাসনার অবসান বলিয়া জানিবে। ৩৩-৩৬

হে রাঘব! এই অবধি যে জ্ঞান, পণ্ডিতগণ তাহাকেই নির্ব্বাণমুক্তির মূল বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বিষয়ের জ্ঞানহীনতাকেই সংসার-বন্ধন বলিয়া জানিবে। এই যে বিজ্ঞানঘন আত্মা, তাঁহাকেই জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া বুঝিবে। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন এবং আবার স্বয়ংই অজ্ঞানরূপে তিরোহিত হন। চৈতন্যাংশমাত্র নির্গুণস্বরূপ আত্মার বন্ধন এবং মোক্ষজ্ঞানই ক্লেশ; কিন্তু মোক্ষ-সাধনবিষয়ে কোনরূপ পরিশ্রমই নাই; কারণ, নিজকে চিনিলেই মুক্তি, আর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বিষয়জ্ঞান জন্মাইলেই বন্ধন এবং সেই বন্ধন একেবারে দূর হইলেই মুক্তি। এই যে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে, ইহার মূলেও সেই বিষয়জ্ঞান। স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য সুষুপ্ত হইলেই অর্থাৎ যখন বিষয়গ্রহণে বিরত হন, তখনই মুক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং তিনি যখন প্রবুদ্ধ হন, তখনই বন্ধনপদবাচ্য হন। বন্ধন ও মুক্তি এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তুমি সেই বিষয়েই যত্নপরায়ণ হও। আদ্যন্তহীন স্বচ্ছ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বাসনা, শঙ্কা, যন্ত্রণা, ঐক্য এবং শূন্যভাব ত্যাগ করিয়া শান্তিময় হইয়া অবস্থিতি কর। ৩৭-৪২

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই প্রকারে ব্রহ্মলোকবাসী দেবসমূহ বিগততৈল প্রদীপবৎ ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ লাভ করত অদৃশ্য হইলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মভাব অর্থাৎ আত্মাতে বিলুপ্ত হইলে সেই দ্বাদশ সূর্য্য অগ্নিবৎ কিরণ দ্বারা যে ভাবে জগদ্দাহ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মলোককেও তদ্রূপ দাহ করিলেন; এবং তৈলক্ষয়ে প্রদীপ যেরূপ নিবিয়া যায়, তাঁহারাও তদ্রূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর সেই ব্রহ্মলোকও একার্ণবে ডুবিয়া এক হইয়া গেল। নিবিড় অন্ধকার যেরূপ রাত্রিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তরঙ্গমালা-সমাকুল ভয়ঙ্কর সেই একার্ণব দ্বারা ব্রহ্মলোকও প্লাবিত হইল। ব্রহ্মলোকের সহিত সমস্ত জগৎ জলপূরিত হইয়া রসযুক্ত সুপক্ক দ্রাক্ষাফলের মতই বোধ হইতে লাগিল। একার্ণবের উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ, ভাসমান পর্ব্বতরাজি এবং মৃত দেবগণের শরীর-সংঘর্ষে বিশীর্ণ ও চূর্ণিত হইয়া একার্ণব-সলিলে কল্পান্তসময়ের সেই মেঘপুঞ্জে লীন হইল।১-৬

এই সময়ে আমি আকাশপানে চাহিয়া কল্পান্তকালের মেঘবৎ অসীম আকাশব্যাপী ভয়ঙ্কর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু ভীতও হইয়া পড়িলাম। তাহাকে দেখিযা বোধ হইল, যেন কল্পকল্পান্ত সঞ্চিত সমগ্র নৈশ অন্ধকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপনীত হইয়াছে। মনে হইল, ঐ প্রোজ্জ্বল শ্যামবর্ণমূর্ত্তি এক লক্ষ প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছে; সেই মূর্ত্তির মুখে সূর্য্যবৎ প্রোজ্জ্বল তিনটি চক্ষু থাকায় উহা আরও ভীষণদর্শন হইয়াছে। সেই চক্ষু তিনটি হইতে অনবরত যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; দূর হইতে দেখিয়া মনে হয়, যেন ক্ষণপ্রভা স্থিরপ্রভা হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, সেই ভীষণ মূর্ত্তির তিনটি চক্ষু, দশটি হস্ত এবং সেই দশ হস্ত শূল দ্বারা শোভিত। সেই মূর্ত্তি অসীম আকাশ অপেক্ষাও সুবিস্তৃত বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম, চিন্ময় আত্মা বোধ হয় ঘনশ্যামমূর্ত্তিতে বিরাজিত।৭-১১

একার্ণবে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাকাশ ব্যাপিয়া সেই ঘনশ্যামমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছিল। মনে হইল, আকাশ যেন হস্ত-পদাদিযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার নাসারন্ধ্র-বিনির্গত বায়ুপ্রবাহে সেই সুবিশাল অসীম একার্ণব ভীষণ তরঙ্গসমাকুল হইল। উহা দেখিয়া মনে হইল, সমুদ্রমন্থনসময়ে বিষ্ণু যেন নিজ হস্ত দ্বারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রকে আলোড়িত করিতেছেন। বোধ হইল, যেন মহাপ্রলয়ের সেই জলরাশি পুরুষমূর্ত্তি ধরিয়া উত্থিত হইয়াছে। সমগ্র অহঙ্কার যেন একীভূত হইয়া অকারণ সেই শ্যামমূর্ত্তি ধরিয়াছে। সুবৃহৎ কুলাচল সকল

যেন সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া পক্ষ বিস্তার করত উড্ডীন হইবার উপক্রম করিল। সেই ভীষণ মূর্ত্তির তিনটি চক্ষু এবং শূল দেখিয়া আমি রুদ্রদেববোধে দূর হইতে প্রণাম করিলাম।১২-১৬

রাম বলিলেন, হে মুনে! রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ এবং বিশাল কি নিমিত্ত? তাঁহার পাঁচটি মুখই বা কি নিমিত্ত এবং দশটি হস্তই বা কেন? তাহার তিনটি চক্ষুই বা কি নিমিত্ত এবং মূর্ত্তিই বা এত ভীষণ কেন? তিনি কাহার নির্দ্দেশক্রমে, কি কারণে একাকী প্রকটিত হইলেন? সে সময় তাঁহার কার্য্যই বা কি এবং তাঁহার পশ্চাৎস্থিত ছায়াই বা কাহার, এই সকল আমাকে বলুন।১৭-১৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কাকুৎস্থ! এই রুদ্র-নামধেয় দীর্ঘমূর্ত্তি অহঙ্কার হইতেই যেন উদ্ভূত হইয়াছেন; বিষম অভিমানাত্মক সেই রুদ্রদেবকে নির্ম্মল আকাশরূপে দূর হইতে আমি বোধ করিলাম; আকাশবৎ প্রোজ্জ্বল সেই ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি চিদাকাশময় বলিয়া আকাশাত্মা নামে কথিত হন। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের আত্মরূপে বিরাজিত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমষ্টিভূত অহঙ্কাররূপ রুদ্রদেবের শরীরস্থ পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে তাঁহার পাঁচটি মুখ বলিয়া থাকেন; দক্ষিণদিক্স্থ পাঁচটি হস্ত তাঁহার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বামদিক্স্থ পাঁচটি হস্ত পাঁচ প্রকার বিষয়। ইহা দেখিয়াই তাহার দশটি হস্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। চারি প্রকার জীবজাতির সহিত মায়াসংযুক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম দ্বারা যখন ঐ মূর্ত্তি পরিত্যক্ত হয়, সেই সময় ঐ রুদ্রমূর্ত্তি আকাশগাত্রে পরিণত হইয়া কারণরূপে অবস্থান করেন। কার্য্য সকল লয়প্রাপ্ত হইলে সেই রুদ্র অবশিষ্ট কারণের একাংশরূপে অবস্থিত আছেন। আমি তাঁহার যে মূর্ত্তি বর্ণনা করিলাম, প্রকৃতপক্ষে উহা অসত্য; তবে ভ্রান্তিজন্য ঐরূপ আকারযুক্ত হন মাত্র।১৯-২৪

বায়ুর গতি যেরূপ সকল স্থানে সব সময়েই আছে, তদ্রূপ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ রুদ্র অসীম চিদাকাশে, ভূতাকাশে এবং সর্ব্বভূতের শরীরে বিরাজমান। সেই সময়ে স্বীয় স্বরূপ হইতে সমগ্র ভূতভাব বিদূরিত হইলে তিনি আকাশস্বরূপ হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য সমস্তই বিক্ষুব্ধ করত ক্রমশঃ একেবারে ক্ষীণ হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনটি কাল, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, প্রণবের এই তিনটি অক্ষর এবং ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ তৎকালে সেই রুদ্রদেবের ত্রিনয়নে পরিণত হইয়াছিল। সেই সময় তিনি এই ত্রিলোককে ত্রিশূল দ্বারা নিজ হস্তে ধরিয়াছিলেন। যখন ভূতমাত্রেই তিনি ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তখন তাঁহাকেই সর্ব্বভূতের দেহস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিজসৃষ্ট নিখিলসত্ত্বের তিনিই

উপলব্ধিস্বরূপ। তাঁহার এই স্বভাবই সৃষ্টিব্যাপারে প্রয়োজন। তিনি স্বীয় স্বভাববশেই নৃত্য করিয়া থাকেন। বাক্য এবং মনের অগোচর চিদাকাশ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনিই সৃষ্টি করেন। আবার চিদাকাশ দ্বারা প্রলয়ের জন্য যখন চালিত হন, সেই সময় সমগ্র জগৎ গ্রাস করত শিবরূপে অবস্থিত থাকেন।২৫-৩০

ক্রমশঃ তিনি সেই শিবরূপ ত্যাগ করত আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠারূপে শান্তিলাভ করেন। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন রুদ্রদেব স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় বলিয়া কৃষ্ণ, এই জগৎসৃষ্টির পর আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি সবই একার্ণব করিয়া পান করিয়া ফেলিতে পারেন। পান করিবার পর যাহাতে পুনরায় আর না আসিতে হয়, এইভাবে একেবারে শান্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে দৃষ্টিগোচর হইল, সেই রুদ্রদেব নিশ্বাস দ্বারা সেই একার্ণব আকর্ষণে উদ্যুক্ত হইলেন। তাহার পর সেই নিশ্বাসবায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই একার্ণব বাড়বাগ্নিবৎ অগ্নিশিখাসমূহ বিস্তার করত রুদ্রদেবের বদনবিবরে প্রবেশ করিল। জগতের স্থিতিকালে সাগরে যে বাড়বাগ্নি দেখা যায়, তাহাও সেই রুদ্রদেব। এই অহঙ্কারাত্মক রুদ্রদেবই বাড়বাগ্নিরূপে যত কাল এই জগৎ বিদ্যমান থাকে, ততকাল সমুদ্রের প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বারিরাশি পান করেন, কিন্তু প্রলয়কালে এককালীন সবই পান করেন, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না; উচ্চভূমির বারিরাশি যেরূপ বিনা বাধায় গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করে, সর্প যেরূপ বিনা আয়াসে বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, প্রাণবায়ু যেরূপ অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশলাভ করে, সংশব্দ যেরূপ দোষ-সকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সূর্য্যদেব যেরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রদেব মুহূর্ত্তমধ্যে সেই একার্ণবের অসীম জলরাশি পান করিলেন। ৩১-৩৭

ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সকল স্থানই শূন্য হইয়া গেল। আকাশদেশে ধূলি, ধূম, সমুদ্র, বায়ু প্রভৃতি কোন কিছুই রহিল না, সকল স্থানই তুল্যরূপ প্রতিভাত হইল। মাত্র আকাশবৎ স্বচ্ছ স্পন্দরহিত চারিটি বস্তু দেখা গিয়াছিল। হে রঘুনন্দন! সেই বস্তুগুলি কি, তাহা বলি, শ্রবণ কর। যে চারিটি বস্তুর কথা বলিয়াছি, উহার মধ্যস্থিত বস্তু স্বয়ং রুদ্রদেব, তিনি নিরাধাররূপে আকাশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর আকাশবৎ নীলবর্ণ। রুদ্রদেব আকাশদেশে নিষ্পন্দ গন্ধকণার ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। দ্বিতীয় বস্তুটি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ গৃহের একদেশ, দেখিতে পৃথিবীর আকাশের মত। এই দ্বিতীয় বস্তুটি সপ্তম পাতালেরও নিম্নভাগে অবস্থিত। পর্ব্বতাদিযুক্ত পাতাল, ভূতল ও আকাশের পঙ্কিল পার্থিবাংশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ঐ বস্তুটি প্রথম বস্তু অপেক্ষা স্থল। তৃতীয় বস্তুটি ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের একভাগ, ঐ তৃতীয়

বস্তুটি এতদূরে অবস্থিত যে, তাহা নয়নগোচর হয় না। সেই জন্য আমি তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই নাই, কেবল উহা যে আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ, তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলাম, ব্রহ্মাণ্ডের দূরস্থিত যে অধঃ ও ঊর্দ্ধ অংশ—যাহাকে যথাক্রমে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তু বলিয়াছি, তাহার মধ্যস্থিত যে, অনাদি, অসীম, ব্রহ্মের ন্যায় সুবিস্তৃত আকাশ, তাহাকেই আমি চতুর্থ বস্তুরূপে স্থির করিয়াছিলাম। এই চারিটি বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তৎকালে বিদ্যমান ছিল না। ৩৮ ৪৫

রাম বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে কি ছিল এবং ঐ কটাহের বহির্ভাগে কোন্ আবরণ ছিল, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। (ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের আকার একটি গোলাকার ডিম্বের ন্যায়। ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ রসাদি বহির্গত হইয়া যাইলে উহা যেরূপ দুইখানি খোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল)। ৪৬

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! ঐ দ্বিখণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ছিল দশগুণ জল। ঐ জল অসীম, উহা দ্বিখণ্ডীকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থিত আকাশের বহির্দ্দেশে বিস্তৃত-ভাবে বিরাজিত। এই নিমিত্ত উহা বিভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের খর্পর দুইটির মধ্যে আসিতে পারিল না। দশগুণ জলের পর অগ্নিজ্বালাযুক্ত দশগুণ তেজঃ, তৎপরে দশগুণ বিশুদ্ধ বায়ু, তাহার পর দশগুণ স্বচ্ছ আকাশ, সর্ব্বশেষে অসীম নির্ম্মল ব্রহ্মাকাশ। অন্যান্য সম্প্রদায় ব্রহ্মাণ্ডের পর মায়াশবল ব্রহ্মের স্বরূপাকাশে অন্যবিধ যে আবরণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা উহাকে স্বীকার করিতে পারি না। ৪৭-৫০

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে যে বিস্তারিত জল প্রভৃতি আছে, উহাকে কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? কোন্ আকারেই বা ঐ সকল বস্তু অবস্থান করিতেছে? ৷ ৫১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! পার্থিব বস্তুর অংশস্বরূপ ঐ ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ড যেরূপে কমলপত্রের ন্যায় অবস্থিত, উহার বহিঃস্থিত বারি প্রভৃতিও ঠিক সেইরূপে উহার আশ্রয় গ্রহণ করত বিরাজমান ছিল। বানরশিশু যেরূপ স্বীয় মাতার উদর দৃঢ়ভাবে ধরিয়াই মাতার সহিত লম্ফ দিয়া থাকে, ঐ বারি প্রভৃতিও ঠিক তদ্রূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডখর্পর ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। তৃষিত ব্যক্তি যেরূপ জলের দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ ঐ বাহ্য জলাদি বস্তু নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড-নামধেয় সুবিশাল মূর্ত্তির অনুগামী। বহির্ভাগের জলাদি বস্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ববৎ, উহা ঐ ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে বলিয়া নিজ নিজ স্থান হইতে চ্যুত হইতে পারে নাই। ৫২-৫৪

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ ব্রহ্মাণ্ডের খর্পর দুইটি কি ভাবে অবস্থিত আছে এবং উহার আকৃতিই বা কিরূপ? কোন্ বস্তুই বা ঐ খর্পরকে ধরিয়া আছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা বিনষ্ট হইতেছে না? । ৫৫

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! এই যে জগৎ দেখিতে পাইতেছ, ইহা স্বপ্নকালীন দৃষ্ট পুরার মতই মিথ্যা। এই নিমিত্ত ইহার ধারণকর্ত্তা কেহ না থাকিলেও ইহা ধৃত হয়। ইহা পতনোন্মুখ হইলেও পড়িয়া যায় না। নিরবয়ব হইলেও সাবয়ব। প্রকৃতপক্ষে ইহা যখন অলীক, তখন ইহার পতনই বা কি, আর ধারণই বা কি। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্ফুরণ এই ভাবে বিরাজিত। আকাশে যেরূপ কেশগুচ্ছ ও শূন্যতা, বায়ুতে যেরূপ স্পন্দ, সেইরূপ চিদাকাশে এই জগৎ অবস্থিত। চিন্ময় পরমাত্মার এই ব্রহ্মাণ্ড এক সঙ্কল্পিত নগরমাত্র। ইহা অন্য কিছুই নয়, আকাশে আকাশ, নিরাকার হইলেও সব সময়েই সাকার বলিয়া বোধ হয়। যদি মনে করা যায় যে, ইহা পড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে মনে হইবে, ইহা স্থিতিশীল নহে বলিয়া বাস্তবিকই পড়িয়া যাইতেছে; যদি ইহাকে গমনশীল বোধ করা যায়, তাহা হইলে মনে হইবে, ইহা গতিশীল, যদি ইহাকে স্থিতিশীল মনে করা যায়, তবে বোধ হইবে, ইহা এই ভাবে সব সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি মনে করা যায়, ইহা উপরদিকে উঠিতেছে, তবে জ্ঞান হইবে, ইহা ঊর্দ্ধদিকেই উঠিতেছে। যদি মনে হয়, ইহা ধ্বংসশীল, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; যদি ইহা উদ্ভূত হইতেছে মনে করা যায়, তবে জ্ঞান হইবে যে, ইহা আকাশে সব সময়েই উদ্ভূত হইতেছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, ইহাকে যেরূপ মনে করিবে, ঠিক তদ্রূপই বোধ হইবে। অলীকদৃষ্টিতে শারদাকাশে যেরূপ মুক্তাচয় ভ্রান্তি বশতঃ সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভ্রান্তিবশে কত জগৎ যে প্রকাশ পাইতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ? । ৫৬

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তাহার পর সেই মহাকাশে বিরাটকায় রুদ্রদেব প্রমত্তভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, দশদিক্‌ব্যাপী শ্যামবর্ণ বিরাট আকাশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিজ সর্ব্বব্যাপিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি তাঁহার ত্রিনয়ন, দিক্‌সকল

তাহার বস্ত্র; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, শ্যামলকান্তিযুক্ত স্তম্ভ সুবর্ণাভা বিস্তার করিতেছে। বাড়বাগ্নির মত তাঁহার ত্রিনয়ন প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তাহার বিশাল বাহুদ্বয় তরঙ্গসমূহের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনে হইল, বারিরাশি যেন সেই একার্ণব হইতে আকার ধারণ করত উঠিয়াছে। ১-৪

তাহার পর সেই রুদ্রদেবের দেহ হইতে ছায়ার ন্যায় এক মূর্ত্তি নাচিতে নাচিতে বাহির হইল। সেই মূর্ত্তিকে প্রথমে ছায়া বলিয়া মনে হওয়ায় সন্দেহ হইল যে, এখন আকাশ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, সূর্য্য একেবারেই লয় পাইয়াছেন, তবে এ অবস্থায় ছায়া আসিল কিরূপে? তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া স্থির করিলাম যে, উহা ছায়া নয়, এক ত্রিনয়না স্ত্রীমূর্ত্তি রুদ্রদেবের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই কামিনী কৃষ্ণবর্ণা, কৃশা এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিরা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিরাট শরীর জীর্ণ এবং তাঁহার মুখবিবর হইতে অনবরত অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, তিনি বসন্তকালীন বনশ্রেণীবৎ পুষ্পপল্লব-সৌন্দর্য্যশালী শেখর দ্বারা শোভমানা। মনে হইল, কজ্জলপ্রভ এই প্রগাঢ় অন্ধকারে শ্যামবর্ণা কৃষ্ণা রজনী যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অন্ধকারলক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিময়ী হইয়াছেন। আকাশের নীলবর্ণ যেন সাবয়ব হইয়াছে, করালবদনা অতিদীর্ঘাকৃতি ঐ রমণীমূর্ত্তি যেন আকাশের পরিমাপ করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ ভুজ এবং দীর্ঘ জানুদেশ দেখিলে মনে হয়, যেন দিঙ্মণ্ডলের পরিমাণ জন্য ঐ কামিনী দাড়াইয়াছেন। ৫-১০

বহু দিন উপবাস করিলে দেহের যেরূপ অবস্থা হয়, ঐ কামিনীর দেহও সেইরূপ কৃশ। তাঁহার অঞ্জনশ্যাম বিরাট শরীর পবনতাড়িত মেঘবৎ নত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শরীর এরূপ কৃশ যে, তাঁহার স্থিরভাবে দাড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও নাই, বিধাতা যেন এই নিমিত্ত দীর্ঘ দীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা পতনোন্মুখ শীর্ণ শরীর একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। সেই রমণীর আকৃতি এরূপ দীর্ঘ যে, তাঁহার মস্তক এবং চরণের নখ দেখিবার নিমিত্ত একবার আমাকে অতি উচ্চে এবং একবার অতি নিম্নে যাতায়াত করিতে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র শিরা এবং অন্ত্রতন্ত্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকতরুর ন্যায় মূল হইতে শাখাপ্রশাখা অবধি সমগ্র দেহ সূত্র-বিজড়িত। সূর্য্য প্রভৃতি দেব-দানব-সমূহের নানা বর্ণের মস্তক-পদ্ম দ্বারা গ্রথিত মাল্য তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বায়ু-সঙ্ক্ষিপ্ত প্রোজ্জ্বল শিখাযুক্ত অগ্নির সংযোগে সমুজ্জ্বল। তাঁহার প্রলম্বিত কর্ণে

সর্প সকল দুলিতেছিল; নরমুণ্ড তাঁহার কুণ্ডল হইয়াছিল, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ স্তনদ্বয় বিশাল অলাবুর মত ঝুলিয়া ঊরু পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। তাঁহার খট্বাঙ্গমণ্ডলে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছে এবং ব্রহ্মার কেশকলাপে পরিশোভিত ইন্দ্রাদি দেবসমূহের মস্তক সকল ঝুলিতেছিল; তাঁহার দন্তশ্রেণীরূপ চন্দ্রসমূহ হইতে বিমল কিরণ বহির্গত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন অন্ধকার-সমুদ্র হইতে একটা ঊর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে।১১-১৮

সেই রমণী শুষ্ক অলাবু-লতার ন্যায় আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সমগ্র শরীর চঞ্চল বায়ুতে পট-পট শব্দ করিতেছিল। তিনি বৃহৎ তরঙ্গ-সদৃশ বায়ু উৎক্ষেপ পূর্ব্বক শ্যামপ্রভা বিস্তার করত নাচিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইল, যেমন একার্ণবের তরঙ্গ-সমূহ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তিনি কখন একবাহু, কখন বহুবাহু, কখন বা অসংখ্য বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার বাহু সকলের উৎক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যশালা প্রকম্পিত হইতেছে। কখন তাঁহার এক মুখ, কখন বা বহু মুখ, কখন বা অসংখ্য মুখ, আবার কখন বা তিনি মুখহীনা। কখন এক পদ, কখন বহু পদ, কখন অনন্ত পদ, আবার কখন বা তিনি পদহীনা। এই সকল ঘটনা দ্বারা আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া বুঝিলাম। মনে হইল, এই দেবীকেই সাধুরা কালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ১৯-২৪। অরঘট্ট যন্ত্রের সম্মুখস্থিত কাষ্ঠময় তিনটি গর্ত্ত যদি অগ্নিশিখায় পূর্ণ হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা তাঁহার ত্রিনয়নের তুল্য হইতে পারে। মধ্যভাগে প্রজ্বলিত অগ্নিময় ইন্দ্রনীলমণি-পর্ব্বতবৎ তাঁহার ললাট। তাহার সুবিশাল গণ্ডদ্বয় লোকালোক-পর্ব্বতস্থ ইন্দ্রনীলমণিময় মধ্যে সগর্ত্ত প্রদেশবৎ মধ্যস্থলে নিমগ্ন। বাতস্কন্ধসদৃশ প্রবহ-নামধেয় অচঞ্চল বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা নক্ষত্রনিকর তাঁহার মুক্তাহার। যে সময় তিনি নৃত্য করিতেছিলেন, তৎকালে বাহুবল্লী উৎক্ষেপ করায় হস্তস্থিত পুষ্পসমূহ আকাশে বিকীর্ণ ও হস্তসঞ্চালনবিনির্গত নখকিরণবৎ শুভ্র মেঘখণ্ড চারিরিকে ছড়াইয়া পড়ায় মনে হইতে লাগিল, যেন আকাশে শত শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। ২৫-২৮

কল্পান্তমেঘবৎ ভ্রমণশীল তাহার বাহুসকল নখপ্রভা প্রসারিত করিয়া দিঙ্মণ্ডলকে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণাভ ভয়ঙ্কর বাহুরূপ বৃক্ষ দ্বারা সমগ্র আকাশপ্রদেশ বিজন অরণ্যের ন্যায় হইয়া উঠিল। অঙ্গুলিসমূহ ঐ বাহুরূপ বৃক্ষের লতা এবং নখপ্রভা উহার ফুল। ইনি লোল জঙ্ঘানিচয় দ্বারা দগ্ধ খর্জ্জুরাদিযুক্ত মহাবন-বেষ্টিত তমালতালবৃক্ষবিশিষ্ট দীর্ঘ ভূমিখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অসীম মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশরাজি দ্বারা আকাশমধ্যে তিনি অন্ধকাররূপ হস্তীর সঞ্চরণ করাইতেছেন। তাঁহার নিশ্বাসবায়ু এরূপ প্রবল যে, তাহার

বা স্থমেরু পর্ব্বতও টলিয়া যায় এবং নিশ্বাসের শব্দে চারিদিক্ বিক্ষোভিত হইতেছিল। ২৯-৩৩

তাঁহার অবিরল নিশ্বাসপবনের শব্দ মধুরকণ্ঠ নটের উচ্চ গীতের মত শুনাইতেছিল। নৃত্যের ফলে তাঁহার শরীর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি অসীম আকাশে অবস্থান করত একদৃষ্টিতে উহাই দেখিতে লাগিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম, মলয়, কৈলাস, মেরু, মন্দার, সহ্য প্রভৃতি পর্ব্বতমালা মাল্যের ন্যায় তাঁহার গলদেশে দুলিতেছিল। প্রলয়কালীন বিশ্বব্যাপী মেঘরাজি পরিধেয় বসনের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল। এই ত্রিলোক তাঁহার দেহে দর্পণবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার এক কর্ণে রৌপ্যনির্ম্মিত কুণ্ডলের ন্যায় হিমালয় পর্ব্বত এবং অপর কর্ণে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কুণ্ডলবৎ স্থমেরু পর্ব্বত দুলিতেছিল। এই সুবিশাল জগতের জীবনিবহের কোলাহল, তাঁহার মেখলার ঝঙ্কারবৎ বোধ হইতে লাগিল। কুলপর্ব্বতসমূহ তাঁহার গলদেশে দোদুল্যমান পুষ্পমাল্য; শৈলশিখর ও তথায় অবস্থিত কানন-সমুদ্রাদি ঐ মাল্যের মধ্যস্থিত স্তবকবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, পুরাতন নগর এবং বনসমূহ ঐ মালাস্থিত কোমল পল্লবের মত জ্ঞান হইতে লাগিল।৩৪-৩৯

আরও দেখিলাম, পুর, নগর, ঋতু, মাস, দিবস, রাত্রি প্রভৃতি জাগতিক বস্তুসমূহ তাঁহারই দেহে বর্ত্তমান। তাঁহার গলদেশে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীসমূহ মাল্যের ন্যায় দোদুল্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাঁহার কর্ণদ্বয়ের অলঙ্কার এবং চতুর্ব্বেদ তাঁহার চারিটি স্তনস্বরূপ বোধ হইতেছে। সেই চারিটি স্তন হইতে ধর্ম্মরূপ দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে। সেই স্তনচতুষ্টয়ের অগ্রভাগ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এইটি চারিটি বেদ। ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি, শর, মুষ্টি, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা গ্রথিত মাল্য তাঁহার গলে শোভমান এবং সেই অস্ত্ররূপ মাল্য হইতে আরও বহুবিধ অসংখ্য অস্ত্র বাহির হইতেছে। দেব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ জীব তাঁহার দেহাবস্থিত লোমাবলীর ন্যায় বিরাজিত।৪০-৪৪

তাঁহার শরীরাবস্থিত নগর, গ্রাম, পর্ব্বত প্রভৃতিও যেন পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া আনন্দিতমনে তাঁহারই সহিত নাচিতেছে। এই ভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সেই সময় তাঁহার দেহরূপ লোকান্তরে অবস্থান জন্য চেতনশীল হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইল। ৪৫-৪৬

কালীরূপধারিণী সেই ভগবতী ময়ূরী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর সর্পসমূহকে গ্রাস করত পরিতৃপ্তা এবং আনন্দোন্মত্তা হইয়া নৃত্যপরায়ণা হইলেন। তাঁহার সেই অসীম, সুবিস্তৃত দেহাবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডও পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মাণ্ডবৎ হইয়াই দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে নৃত্য

করিতেছিলেন, তাহা ঠিক নয়। গিরিবনাদি-সমন্বিত সেই পুরাতন ব্রহ্মাণ্ডই মহাপ্রলয়ের অবসানে নানাবিধ দীর্ঘরূপ ধরিয়া নাচিতেছিল। তাঁহার শরীর-দর্পণে সেই ব্রহ্মাণ্ডের নৃত্য আমি বহুক্ষণ অবলোকন করিলাম ; দেখিয়া বুঝিলাম, সেই পূর্ব্ব-ব্রহ্মাণ্ডই অবিকল অক্ষতরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার দেহে যে সকল ব্রহ্মাণ্ড নাচিতেছিল, নৃত্যের বেগ বশতঃ সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রনিচয় বিচলিত হইল, পর্ব্বতসকল ঘূর্ণায়মান হইল। দেবদানবগণ মশককুলের ন্যায় বায়ুবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ৪৭-৫১

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত চক্রাস্ত্র যেরূপভাবে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ ঘূর্ণায়মান দ্বীপ ও সমুদ্র দ্বারা আকাশপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইল। সেই সময় গিরিশ্রেণী প্রবল পবনে তাড়িত হইয়া উপরিভাগে তরঙ্গবায়ুতে তৃণবৎ উড়িতে লাগিল, নীলবর্ণ মেঘমালা বায়ুবেগে আকাশে আন্দোলিত হওয়ায় একপ্রকার ‘ঘুম্ঘুম্’ শব্দ উত্থিত হইল। মাটীতে কাষ্ঠ, অস্থি প্রভৃতি পদার্থসকলের পরস্পর সংঘর্ষে তাহাদের সন্ধিস্থল বিশ্লিষ্ট হওয়ায় ‘পট্পট্’ শব্দ হইতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসকল পরস্পর সংঘর্ষের ফলে দর্পণবৎ মিলিত ও অমিলিতরূপ দুই প্রকার অবস্থায় মূর্ত্তিধারিণী বিভীষিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সুমেরু গিরি মেঘাম্বরে কল্পবৃক্ষসদৃশ দেহ আবৃত করত উচ্চ কুলপর্ব্বতরূপ বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। সেইরূপ অবস্থাতেও সাগরসমূহ তীরের উপর উঠিয়া তীরভূমির অমর্য্যাদা করে নাই। তরুশ্রেণী পৃথিবী হইতে আকাশে এবং আকাশ হইতে ভূতলে পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। আরও দৃষ্টি-গোচর করিলাম, পুরসমূহ নিম্নদেশে ঘর্ঘর্ শব্দ করিয়া লুটাইতেছে। গৃহ, অট্টালিকা প্রভৃতি সকল বস্তুই লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভগবতী কালরাত্রি নৃত্য-পরায়ণা হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নৃত্যসময়ে হস্তসঞ্চালন করার নিমিত্ত, তাঁহার নখ হইতে আভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই নখাভার ভিতর দিবা, রাত্রি, চন্দ্র, স্বর্ণসূত্রবৎ সূর্য্য প্রভৃতি বস্তুনিচয় কাঞ্চনসূত্রবৎ প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। ৫২-৫৮

তৎকালে মেঘনির্গত বারিধারা সেই নীলাম্বরধারিণী নীহারহারশোভিনী দেবী কালরাত্রির ঘর্ম্মবিন্দুরূপে পরিশোভিত হইল। অসীম আকাশ তাঁহার লম্বিত কেশকলাপ, পাতাল তাঁহার পদদ্বয়, পৃথিবী তাঁহার উদর এবং চতুর্দ্দিক তাঁহার হস্ত বলিয়া মনে হইল। সমুদ্রমধ্যস্থিত ছোট ছোট দ্বীপাবলী তাঁহার ত্রিবলী, গিরিশ্রেণী তাঁহার পার্শ্বদেশ, আকাশ সদৃশ অট্টালিকায় দোদুল্যমান প্রবহ প্রভৃতি বায়ু এবং প্রাণ অপানাদি বায়ুসমূহ তাঁহার দোলা। তিনি যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন আরও দেখা গেল, হিমালয়, সুমেরু, সহ্যাদি

ভূধর-সমূহ তাঁহার দেহে আন্দোলিত হইতেছে। পর্ব্বতরূপ-মঞ্জরী-সমন্বিত ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপ মালা তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, নৃত্যসময়ে সে সকল আন্দোলিত হওয়াতে জ্ঞান হইল, নৃত্যচ্ছলে আবার বুঝি তিনি জগৎ-প্রলয় আরম্ভ করিলেন। ৫৯-৬৩

দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-নাগাদি প্রাণিবর্গরূপ রোমাবলীতে তাঁহার দেহ সমাচ্ছন্ন। সেই বিশাল বপু স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ না হওয়ার জন্যই যেন, চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। তাঁহার যজ্ঞোপবীত কর্ম্মফলবিভব, কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু জ্ঞান এবং কর্ম্ম-যজ্ঞ—এই তিনটি সূত্র দ্বারা গ্রথিত। আকাশপ্রদেশে নৃত্যপরায়ণা হইয়া তিনি তারস্বরে বেদ বিঘোষিত করিতেছেন। তাঁহার সেই নৃত্যে জগতের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলেও, পৃথিবী আকাশে এবং আকাশ পৃথিবীতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আকাশ ও পৃথিবী সমান বোধ হইতে লাগিল। এই জন্য সেই অপর আকাশকে পৃথিবী এবং পৃথিবীকে আকাশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৬৪-৬৬

সেই কালরাত্রির সুবৃহৎ নাসারন্ধ্র হইতে প্রবল বেগে ভীষণ শব্দ করত নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইল। তাঁহার ঘূর্ণায়মান চারিটি বাহুকে নৃত্যসময়ে বহু বাহু বলিয়া বোধ হইল। সেই চারিটি বাহু বাত্যা-তাড়িত পল্লবসমূহের ন্যায় সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় আমার ধীর দৃষ্টিও রণক্ষেত্রস্থিত সৈনিকের ন্যায় তাঁহার দেহস্থিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদার্থের সহিত ঘূর্ণিত এবং শ্রান্তিবশতঃ অবসন্ন হইল, ফলে আমার আর তাঁহার সেই নৃত্য দেখিবার সামর্থ্য রহিল না। নৃত্য করার জন্য তাঁহার শরীর ঘুরিতে থাকায় শরীর-সংশ্লিষ্ট গিরিশ্রেণী যন্ত্রবৎ বিঘূর্ণিত হইল। নভশ্চরসমূহ পতিত হইল। স্বর্গস্থ দেবগৃহগুলি মাটীতে লুটাইতে লাগিল। সুমেরু এবং মলয় পর্ব্বত বায়ু-তাড়িত পত্রবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। হিমালয় পর্ব্বত তুষারবিন্দুবৎ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। হস্তী দ্বারা দলিত পদ্ম-নালবৎ অন্যান্য পদার্থসমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইতে লাগিল। তাঁহার নৃত্যসময়ে বিন্ধ্য ও সহ্য পর্ব্বত রাজহংসের ন্যায় আকাশে উড়িতে উড়িতে বিদ্যাধরগণের মত পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইয়া নিক্ষিপ্ত হইল। ৬৭-৭২

সেই কালরাত্রির দেহ-সরোবরে দ্বীপপুঞ্জ তৃণতুল্য, সাগরসমূহ বলয়বৎ, দেবমন্দিরসমূহ পদ্মবৎ জ্ঞান হইতে লাগিল। নীলাভাযুক্ত স্বচ্ছ আকাশের মত, স্বপ্নদৃষ্ট অঞ্জনময় নগরের ন্যায়, একত্র রাশীকৃত সূর্য্যসমূহের মিলিত প্রভাপুঞ্জবৎ প্রতীয়মান সুবৃহৎ-জঙ্ঘ দেহে সুবর্ণপর্ব্বত সুমেরুর অন্তর্গত সহ্য, বিন্ধ্য এবং কৈলাস, মলয়, মহেন্দ্র, ক্রৌঞ্চ, মন্দর, গোকর্ণ, বিদ্যাধর নগরাদি সমস্ত পৃথিবী

যেন জঙ্গমস্বভাবসম্পন্ন হইয়া নাচিতে লাগিল। সাগর পর্ব্বতোপরি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, পর্ব্বতও অতি উচ্চ আকাশে উঠিয়া নৃত্যপরায়ণ হইল। আকাশ চন্দ্র এবং সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর অধোদেশে প্রবিষ্ট হইয়া কোন্ স্থানে যে অদৃশ্য হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আকাশের যে স্থানে চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থিত, সেই স্থানে পর্ব্বতাদিসহ কাননসমূহ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। জগৎ এই প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া সমুদ্র-বেগে পতিত তৃণবৎ নাচিতে নাচিতে এক প্রান্তে যাইয়া ঘুরিতে লাগিল।৭২-৭৬

প্রচণ্ড বায়ুপ্রকোপে তৃণসমূহ যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ঘুরিতে থাকে, দেবী কালরাত্রির নর্ত্তনসময়েও সেইরূপ পর্ব্বত গগনে উঠিয়া, সমুদ্রসমূহ দিক্‌প্রান্তে যাইয়া, নদী, সরোবর, পুর, নগর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানও নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করত অন্যস্থানে যাইয়া ঘূর্ণায়মান হইল। জলাশয়ের সহিত মৎস্যকুলও মরুভূমিতে পতিত হইয়া, সাগরে যেভাবে তাহারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইভাবেই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরসমূহ মাটীতে যেরূপ স্থিরভাবে অবস্থান করে, আকাশে উত্থিত হইয়াও তাহারা ঠিক সেইরূপই রহিল। প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে পর্ব্বতসকল আকাশে উঠিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। গগন হইতে নক্ষত্রমালা রত্নসমূহের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া অসংখ্য দীপশ্রেণীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নক্ষত্রসমূহকে ঐ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া মনে হইল, দেবতা ও গন্ধর্ব্বসমূহ আনন্দভরে পরস্পরের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন।৭৭-৭৯

আরও দেখা গেল, সেই দেবী কালরাত্রির শরীরমধ্যেই সৃষ্টি, সংহার, দিন, রাত্রি প্রভৃতি সকল বিভাগই রজতবিন্দুবৎ শোভা পাইতেছে। শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষ তাঁহার দেহে শ্বেত-কৃষ্ণ-মণিযুক্ত দর্পণ-মাল্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। আরও দেখা গেল, চন্দ্র এবং সূর্য্যমণ্ডল সেই দেবীর রত্নাভরণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। নক্ষত্রনিকর কণ্ঠদেশের মনোহর রত্নময় হারে পরিণত হইয়াছে। নির্ম্মল আকাশ তাঁহার পরিধেয় স্বচ্ছ বস্ত্র (অম্বর) হইয়াছে। সেই অম্বরের মধ্যে মধ্যে প্রজ্বলিত বিদ্যুৎরূপ অগ্নি তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের প্রোজ্জ্বল রেখাবৎ প্রতীতি হইতেছে। সেই দেবীর নর্ত্তনরূপ কল্পান্তকালে এই ত্রিজগৎ সশব্দে লুণ্ঠিত হইতে থাকায় মনে হইল, তাঁহার চন্দ্র এবং সূর্য্যরূপ মণিখচিত ভূষণসমূহের নিক্কণধ্বনি হইতেছে, ঐ ভূষণসমূহের প্রভা সেই নিক্কণের সহিত ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।৮০-৮২

দিবাভাগ সেই সময় রণোন্মত্ত সৈনিকের খড়্গের কান্তিসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হইল। সূর্য্যদেব অধঃপতিত হওয়ায় তেজঃপুঞ্জ অন্তর্হিত হইল। অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের স্থিরত্ব হেতু সুস্থিরভাবে অবস্থান করিলেও জনসমূহ সেই সময়

চারিদিকে লুটাইয়া পড়িয়া কোলাহল আরম্ভ করিল। তখন চারিদিকে কেবল প্রবল অন্ধকার দেখা যাইতে লাগিল। তৎকালে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এবং অসুরসমূহ পরস্পর বিভিন্ন হইয়া বাত্যাতাড়িত মশককুলের মত তড়িদ্বিলাসবৎ চঞ্চল হইয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থায়, সৃষ্টি-সংহার, সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-নাশ, চেষ্টা-অচেষ্টা, বিধি-নিষেধ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পরস্পর-বিরোধী, এই নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বসময়ে পৃথক্‌রূপেই অবস্থান করে, কিন্তু বিপত্তিকালে প্রত্যেকেই পরস্পর বিরোধিভাব পরিত্যাগ করত মিলিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই সময়ে তাঁহার দেহরূপ চিদাকাশে কত প্রকার যে শূন্যময় মিথ্যা সৃষ্টিস্থিতি-সংহার, বিপদ্, সম্পদ্, পৃথিবী প্রভৃতি ভ্রান্তি দেখা যাইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। তাঁহার দেহে উৎপত্তি, শান্তি, মৃত্যু, উৎসব, যুদ্ধ, সাম, অনুরাগ, বিদ্বেষ, ভয়, বিশ্বাস প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মসমূহ একাধারে রত্নসমূহের মত প্রতিভাত হইল ৮৩ ৮৭

সেই দেবীর আকাশময় শরীরের অভ্যন্তরে পরস্পর-বিরোধা সৃষ্টিপারম্পর্য্যও যাহা দেখা গিয়াছিল, তাহারও সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। তাঁহার দেহ পরমার্থ-দৃষ্টিতে চিদাকাশময়; অপরমার্থ-দৃষ্টিতেই তাঁহার দেহে অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনভিমত স্বভাবোৎপন্ন মায়ারূপ আবরণের অনুভূয়মান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং নাশ, তিমির-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আকাশস্থ কেশকলাপের মত প্রস্ফুটিত হইল। নিশ্চল অধিষ্ঠান-সত্তায় অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে চঞ্চল না হইলেও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে অচল ভূধরের মতই চঞ্চল বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাঁহার নত্তনাবেশে মায়াভ্যন্তরোৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ডসমূহ শিশুর কল্পিত সৃষ্টিবৎ প্রতি-মুহূর্ত্তে এক স্থিতি ত্যাগ করত অপর স্থিতি গ্রহণ করিল। দৃষ্টিগোচর করিলাম, তাঁহার দেহমধ্যে কখনও ক্রিয়া-শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ মুদ্গসমূহ একত্র হইতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তে সে সকলই আপনা হইতেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপিণী সেই কালরাত্রিকে কখন দেখা যায়, আবার কখনও বা কোন উপায়েই তাঁহাকে দর্শন করা সম্ভব হয় না। কখন তিনি অদৃষ্টপ্রমাণরূপে লক্ষিত হন, আবার কখন বা তাঁহার গগনব্যাপী সীমাহীন মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। সেই দেবীই আমাদের বিশুদ্ধপরমাকাশরূপিণী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী সংবিৎশক্তি। এই কালরাত্রিই ত্রিকালাবস্থিত ত্রিলোকের অন্তর্গত চিৎস্বরূপা। এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ বাসনাবশে পুরুষের হৃদয়ে যে সংসারজাল দেখা দেয়, এই দেবীই তাহার মূল। চিতির এই পরিবর্ত্তন বড়ই বিচিত্র। এই কালরাত্রিই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত চিৎস্বরূপা, এই নিমিত্তই তিনি সমগ্র সংসারের আলেখ্যস্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন।৮৮-৯৪

যে সময় বিদ্যাবলে ঐ দেবীর অবিদ্যারূপ মালিন্য দূরীভূত হয়, সেই সময় তিনি অচঞ্চল গগনরূপে পর্য্যবসিত হন। এইরূপ তিনি সংসারীর দৃষ্টি এবং মুক্ত যোগীর দৃষ্টি—এই উভয় দৃষ্টিগম্য অবিদ্যাক্রান্ত ও বিদ্যাক্রান্ত—এই দুই প্রকার মূর্ত্তিই ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক, বিচারদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে জ্ঞান হইবে যে, আদ্যন্তরহিত চিদাকারই মাত্র ধরিয়া আছেন। তাঁহার অসীম চিন্ময়দেহে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্ফটিকপ্রস্তরোপরি পদ্ম চক্র প্রভৃতি রেখার ন্যায় মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সাগরের তরঙ্গবৎ ঐ সকল দৃশ্য আকাশরূপিণী কালরাত্রির আকাশরূপ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই নহে।৯৫-৯৬

বিরাটদেহা দেবী ভৈরবী এই প্রকারে সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া সেই ভৈরব মূর্ত্তি কল্লান্ত-রুদ্রদেবের সম্মুখে অবস্থিতি করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কল্লান্ত-রুদ্রদেবের ললাটাগ্নি দ্বারা কাননভূমি দগ্ধ হইয়া স্থাণুমাত্রাবশিষ্ট রহিল। সেই দেবী প্রবল নৃত্যের আবেশে প্রলয়কালীন প্রচণ্ড ঝটিকান্দোলিত বনরাজিবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। কুদ্দাল, উদূখল, চর্ম্মাসন, হল, কুম্ভ, মুষল, উদকেশ (জলপাত্রবিশেষ) এবং স্থালী—এই সকল পদার্থ তাঁহার গলদেশস্থ মাল্যের ভিতর গ্রথিত ছিল। এইরূপ মাল্য ধারণ করিয়া তিনি নাচিতে লাগিলেন এবং সেই মাল্য হইতে তিনি পুষ্পসমূহ চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দাম নৃত্যে সেই পুষ্পসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল। ক্রমে দেখা গেল, নৃত্যপরায়ণা সেই দেবী গগনবৎ ভীমদেহ রুদ্রদেবের পূজা করিতেছেন এবং রুদ্রদেবও তদ্বৎ বিরাটদেহে নৃত্য করিতেছেন। গরুড়পক্ষবিনির্ম্মিত শিখায় বিভূষিতা, গলে মুণ্ডমালাশোভিনী দেবী কালরাত্রি যম-বাহন মহিষের বিশাল শৃঙ্গ হস্তে লইয়া মহানন্দভরে ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ ঝম্য ঝম্য রূপ তালশব্দ সহকারে নাচিতেছেন এবং মাঝে মাঝে নৃত্যপরায়ণ কালভৈরবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। হে পাঠকবর্গ! সেই ভগবতী দেবী কালরাত্রি এবং পূজ্যমান সেই রুদ্রদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন।৯৭-১০২

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে আপনি প্রলয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম, সকল পদার্থই ধ্বংস হইয়াছে, কিছুই বর্ত্তমান নাই, তবে সেই দেবী কোথা হইতে আগমন করিয়া কোথায় কিরূপে

ত্য করিলেন এবং সূর্প, ফল, কলস প্রভৃতি পদার্থ কিছুই যখন ছিল না, তখন ন সেই সকল দ্বারা গ্রথিত মালাই বা কোথায় পাইলেন? ত্রিলোকের লয় ইল, এই কথাই ত আমাকে বলিয়াছেন, তবে আবার কালরাত্রির শরীরে রূপে তাহা আসিল? সকলই যে সময় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, সে সময় সেই দেবীই কোথা হইতে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহার রহস্য বলুন।১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! যিনি নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়াছি, তিনি রুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নৃত্যও কিছুই নহে, এবং হারাও কিছুই নহেন। সেই অবস্থায় তাঁহাদের মূর্ত্তির কথা যাহা বলিয়াছি, হাও কিছু নহে, নিখিল কারণের কারণ আদ্যন্তরহিত যে চিদাকাশ, সেই রাট প্রকাশশীল শিবরূপী চিদাকাশই ভৈরবমূর্ত্তিতে দেখা গিয়াছিল। মহা-প্রলয়ের পর সেই মহাকাশরূপী চিদাকাশই ঐ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আকারহীন স্বর্গ যেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ এই পরমাকাশ চেতনস্বরূপ, সই নিমিত্ত উক্তপ্রকার স্বভাব (কালরাত্রি ও ভৈরবমূর্ত্তি) ব্যতীত থাকা সম্ভব নহে। বেদে চিদাকাশের আকার যে ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, সে আকার ঐ কালরাত্রি এবং রুদ্রদেবের মূর্ত্তি।৩-৬

হে প্রাজ্ঞ! চেতন ব্যতীত মাত্র চৈতন্য থাকা সম্ভব কি? তিক্ততাহীন মরিচ কি কখন দৃষ্টিগোচর করিয়াছ? বলয় প্রভৃতি আকৃতি ব্যতীত স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্ভব কি না, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। নিজস্বরূপবিহীন বস্তু কিরূপেই বা থাকিতে পারে? মাধুর্য্যহীন ইক্ষুরস কখন হয় কি? যে ইক্ষুরসে মাধুর্য্য নাই, তাহা ইক্ষুরস বলিয়া গণ্য নহে। চেতনহীন যে চৈতন্য, তাহাকে চৈতন্যই বলা যায় না, কিন্তু চিদাকাশের ধ্বংসও সম্ভব নহে। চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে ভেদহীন ব্রহ্মাণ্ডের কথিত ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত রূপ সম্ভব নহে; কিন্তু আপনাতে স্বীয় অতিরিক্ত বহুরূপ স্বীকার করিবার নিমিত্তই প্রথমে আকাশরূপে ন্ন হইয়া আপনি যে আকাশ হইতে অভিন্ন, ইহাই দেখাইয়াছেন।৭-১১

সেই চিন্ময় ব্রহ্মের যে অক্ষুন্ন সত্তা, সেই আদিহীন অসীম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মাত্রই এই ত্রিলোক-সৃষ্টি, সংহার, আকাশ, ভূ, দিক্, নাশ, উৎপত্তি, নাম, জন্ম, মৃত্যু, মায়া, মোহ, মান্দ্য, বস্তু, অবস্তু, বিবেক, বন্ধ, মোক্ষ, শুভ, অশুভ, অবিদ্যা, দেহহীনতা, দেহবত্তা, ক্ষণ, চির, চাঞ্চল্য, ধৈর্য্য, তুমি, আমি, অপর, অসৎ, মূর্খতা, পাণ্ডিত্য, দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ইত্যাদি কল্পনা, রূপ, লোক, মন, কর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। এই সকল দৃশ্য প্রপঞ্চই পরিশুদ্ধ নির্ম্মল চিদাকাশ; সেই চিদাকাশ নিজ আকাশভাব ত্যাগ না করত এই সকল

প্রপঞ্চরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। ফল কথা, ঐ সকল প্রপঞ্চ স্বচ্ছ আকাশ মাত্র, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বপ্ন প্রভৃতি এ সকল বিষয়ের অখণ্ডনীয় উদাহরণ।১২-১৯

আমি চিন্ময় পরমাকাশরূপে যাহাকে বর্ণন করিয়াছি, তিনি এই শিব, তিনিই সনাতন। তিনিই হরি, চন্দ্র, সূর্য্য; তিনিই ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, কুবের ও অগ্নি; তিনিই বায়ু, সমুদ্র; তিনিই মেঘ। যাহা ছিল না, তাহাও তিনি। ফল কথা, যাহা কিছু প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সে সকলই তিনি—তিনিই সেই চিন্ময় আকাশের অণুকণা। অকারণ ভাবনা দ্বারাই তিনি এইরূপ নানাবিধ নামে আখ্যাত হন। স্বভাবমাত্রবোধে তিনি প্রকৃতই যাহা, সেইরূপেই বিদ্যমান থাকেন। অজ্ঞদৃষ্টিতে তিনি জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে নিজ বোধস্বরূপে তিনি অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং ইহাই বিদিত হও যে, সবই শান্ত, একত্ব দ্বিত্ব কিছুই বিদ্যমান নাই। পরস্বভাব জীব যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই অবধিই সে সংসার-সাগরের তরঙ্গমালায় আপ্লুত হয়। যে সময় সে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়, তখন সে তন্ময় হইয়া সেই নিরাময় পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে ইহা তরঙ্গ, ইহা সাগর, এ ভাব দূর হইয়া যায়। ইহা দ্বারা সবই প্রশান্ত হয়। সে সময় একমাত্র সেই অসীম চিদাকাশ বিদ্যমান থাকে। ২০-২৬

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তোমাকে আমি যে পরামাকাশের কথা বলিয়াছি, উহাকেই আমি শিব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছি। উনিই সেই সময় রুদ্রমূর্ত্তিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। হে কৃতিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে তাঁহার যে মূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তি নহে; চিদ্‌ঘন আকাশই সেইরূপ মূর্ত্তিতে প্রতিভাসিত হয়েন। সে সময় আমি শান্ত আকাশেই সেই মূর্ত্তিরূপে দেখিয়াছিলাম। আমি বলিয়াই সেই ব্যাপার অবগত হইতে পারিয়াছিলাম; অপরের ইহার কিছুই দেখা সম্ভব ছিল না। সেই কল্পান্ত, সেই রুদ্র, সেই ভৈরবী—এ সকলই মায়া, ইহা আমি বেশ অনুভব করিয়াছিলাম। ১-৪

সেইরূপ মূর্ত্তিতে পরমশূন্য চিদাকাশই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভৈরবমূর্ত্তিতে সেই চিদাকাশই লক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সময় আমি কল্পনা-নেত্রে যাহা

যাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, তাহা কল্পনা-দৃষ্টিমাত্র (বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধকে কল্পনা ব্যতীত অপর কিছু বলা যায় না) ; এই নিমিত্ত আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই কল্পনানুরূপ বর্ণন করিলাম। ৫-৬

হে রাম! এই বিশ্বে চিরকালের অভ্যাস বশতঃ যে সকল আধিভৌতিক প্রপঞ্চ কল্পনা-মগ্ন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে লোকের সত্যতা-ভ্রম জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু এই ভ্রম যাহাতে ত্বরায় অপগত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তিনি ভৈরবও নন, ভৈরবীও নন, কল্পান্তও নন, প্রকৃতপক্ষে সে সকলই ভ্রান্তি ; মাত্র সেই চিদাকাশই প্রকাশমান রহিয়াছে। চিদাকাশ হইতে স্বপ্নকালীন পরিদৃশ্যমান পুরীর ন্যায়, সঙ্কল্পকৃত বেগের ন্যায়, মাত্র বাক্যজালে রসানুভূতির ন্যায়, এবং মানস-কল্পিত রাজ্যবিলাসবৎ, এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় পুরী দৃষ্টিগোচর হয়, স্বচ্ছ আকাশপটে যেরূপ ভ্রম বশতঃ মূর্ত্তিদর্শন ঘটে, এবং নীলবর্ণ আকাশে যেরূপ কেশকলাপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিদ্ঘন আত্মায় অ-চিৎ অর্থাৎ চিতি ব্যতীত জড়বস্তুরও বোধ হয়। ৭-১০

চিন্মাত্র নির্ম্মল আকাশ স্বস্বরূপে স্বয়ংই প্রভাসিত আছেন। এই যে দৃশ্য-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা সেই আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ইহাই জানিবে। যেরূপ চিদাকাশে স্ব-আত্মা জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, তদ্রূপ পটেও তিনি দেদীপ্যমান। প্রলয়সময়ের সেই ভয়ঙ্কর অনল-প্লাবনেও তিনি বর্ত্তমান। ১১-১২

হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! শিব এবং শিবা যে নিরাকার, তাহা বর্ণন করিলাম। তত্ত্বনির্ণয়ের দ্বারা তাঁহার নৃত্যের স্বরূপ তোমাকে বলিব, তুমি আকর্ণন কর। শুক্তি প্রভৃতিতে ভ্রম জন্মাইলে, তাহা যেরূপ রজত বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ বুঝাইয়া থাকে, তাহা কিছুই নহে—এরূপ বুঝায় না, তদ্রূপ চেতন বস্তুর চেতনও স্পন্দ ব্যতীত থাকা সম্ভব নহে। স্পন্দই হইতেছে উহার স্বভাব। স্বর্ণ যেরূপ নিজ আকৃতি-সংগঠন মাহাত্ম্যে রূপ্যস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মাও নিজ স্পন্দস্বভাব বশতঃ রুদ্ররূপে অবস্থিত হয়েন। যে বস্তু চেতন, তাহা নিজ স্বভাববশে নিশ্চয়ই স্পন্দধর্ম্মী হইবে ; কেন না, স্বভাব দ্বারাই পদার্থের আকৃতি সন্নিবিষ্ট হয়। ঐ চিদ্ঘন শিব আত্মার যে স্পন্দ, তাহাই আমাদিগের কাছে বাসনার আবেশবশে নৃত্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকে ; সুতরাং কল্পান্তকালের ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রুদ্রদেব যে নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাকে চিদ্ঘনের স্বকীয় স্পন্দ বলিয়া জানিবে। ১৩-১৮

রাম বলিলেন, তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিলে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চের সত্তাই থাকে

না ; সে মতে জিজ্ঞাসা করিবার আমার কিছুই নাই। অতত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যে প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান দৃশ্যপ্রপঞ্চ, কল্পান্তকালে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তাহার পর এই মহাশূন্য পরমাকাশে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী-ভাবের বিলয় একেবারেই ঘটিয়া থাকে, সেই সময়ে চিদ্ঘন চেতনের চেত্যানুভূতি অর্থাৎ রুদ্রদেব ও কালরাত্রির নর্ত্তন কি প্রকারে সম্ভবপর, তাহা আমাকে বলুন। ১৯-২০

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস ! তোমার যদি সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, দ্বৈত ঐক্যের সংশয়-সমুদ্র নিবৃত্তি করিবার বাসনা জাগিয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। এই যে চিন্মাত্র আকাশ, ইহাতে চেত্যভাব কিছুই বিদ্যমান নাই। কোন সময়েই তিনি কোন বিষয় অনুভব করেন না। সতত পাষাণবৎ অচল অটল বিজ্ঞানঘন আকাশবৎ বিরাজিত আছেন। যে কিছু অনুভূত হইতেছে, সে সকলই ঐ চিতির স্বভাব এবং চিতির স্বভাবই দেবী কালরাত্রির নৃত্যরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, অথচ শান্ত চিৎস্বভাব স্বীয় সত্তাতেই অবস্থান করিতেছেন। তাহার অণুমাত্র ব্যত্যয় নাই। স্বপ্নসময়ে যেরূপ চিৎই পুর, নগর প্রভৃতির ন্যায় অন্তরে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নগরাদি নহে,—উহা বিজ্ঞানঘন আকাশমাত্র, সেই প্রকার চিন্ময় আত্মা সৃষ্টির প্রথম হইতেই আপনাতে জ্ঞেয়প্রপঞ্চ অনুভব করিয়া স্বয়ংপ্রকাশময় অবস্থায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার স্ব-স্বরূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। ২১-২৫

কথিত চিৎ স্বীয় স্বভাবরূপ আকাশকোঠরে স্বয়ং-প্রকাশ হইয়া নিজ কল্পনাবশে আপনাতে ক্ষণ, কল্প, ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদিরূপ ভ্রান্তি ধরিয়া থাকেন। চিদাকাশ স্বীয় অভ্যন্তরে নিজেই স্ফুরিত—প্রভাযুক্ত হইয়া স্বভাবরূপ আকাশে 'তুমি আমি' ইত্যাদিরূপ কল্পনা করেন, সুতরাং বাস্তবপক্ষে দ্বৈতও নাই, একতাও নাই, শূন্যতা, চেতন, অচেতন, মৌন প্রভৃতি কিছুই নাই। কোথাও কোন ব্যক্তিই চেত্যরূপে কোন কিছুই অনুভব করিতেছে না, সুতরাং অনুভবকর্ত্তাও কেহ নাই, মাত্র মৌনই অবশেষ আছে। নির্ব্বিকল্প-সমাধিই সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, ঐ নির্ব্বিকল্প-সমাধিও প্রস্তরবৎ নিশ্চল। সুতরাং তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া নিশ্চলভাবে থাক। হে রাঘব ! তুমিও ঈশ্বরের ন্যায় লৌকিক দৃষ্টি দ্বারা অভ্যাসমত যথাপ্রাপ্ত স্বীয় রাজ্যপালনাদি কার্য্য করিয়া পরমদৃষ্টিতে নিশ্চলভাবে মদ, মান, মোহ ত্যাগ করত শরীর-জীবাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আকাশবৎ বিশদ-শান্তরূপে অবস্থিতি কর। ২৬-৩১

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুরশীতিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনে! দেবী কালী কি জন্য নৃত্য করিয়া থাকেন এবং কেনই বা তিনি ঐ ভাবে শূল, ফল, কুদ্দাল মুষল প্রভৃতির মালা ধারণ করেন? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই ভৈরব—যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার মনোময়ী স্পন্দশক্তিকেই তুমি কালী (মায়া) বলিয়া বুঝিবে। ঐ কালী শিব হইতে পৃথক্ নহেন। বায়ু এবং বায়ুর স্পন্দ যেরূপ একই বস্তু, অনল ও তাপ যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ চিন্ময় শিব এবং তাঁহার স্পন্দশক্তি অর্থাৎ ঐ মায়া একই পদার্থ, কোন সময়েও পৃথক্ নহেন। স্পন্দ দ্বারা যেরূপ পবনের অনুমান হইয়া থাকে, তাপ দ্বারা যেরূপ অগ্নির অনুমান হয়, তদ্রূপ শিবনামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও ঐ স্পন্দশক্তি দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন, অন্য কোন প্রকার উপায়ে লক্ষিত হন না। তত্ত্বজ্ঞেরা ঐ শান্ত শিবরূপী চিন্মাত্রকেই অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম বলিয়া অবগত আছেন। ২-৫

এই যে স্পন্দশক্তি, ইহা তাঁহারই ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দর্শনীয় বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেরূপ সাকার মনুষ্যের ইচ্ছা কল্পনাময় নগর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার ঐ নিরবয়ব শিবের ইচ্ছা দ্বারাই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থিগণের জীবনরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জীবচৈতন্য নামে সৃষ্টির মূলকারণ হেতু প্রকৃতি নামে দৃশ্যভাবে অনুভূত, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার-সম্পাদন পূর্ব্বক ক্রিয়া নামে কথিত হয়েন। ঐ মায়া বাড়বানলের প্রচণ্ডজ্বালাবৎ পরিদৃশ্যমান সূর্য্যমণ্ডলের উত্তাপে শুষ্ক হন বলিয়া শুষ্কা নামে প্রথিত হয়েন। উৎপলবর্ণ হইতেও প্রচণ্ড, এই জন্য তিনি চণ্ডিকানামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। ৬-৯

সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া ইঁহার নাম জয়া; ইনি সর্ব্ববিধ সিদ্ধির আশ্রয়, সেই নিমিত্ত ইঁহার নাম সিদ্ধা; সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন, এই জন্য ইঁহার নাম বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া। পরাক্রমে ইঁহাকে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ নহে বলিয়াই ইনি অপরাজিতা। ইঁহার মহিমা কেহই গ্রহণ অর্থাৎ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, এই নিমিত্তই ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সার ভাগ যে শক্তি, তাহাও ইনি, এই নিমিত্ত ইঁহার নাম উমা। গায়ক অর্থাৎ যাহারা ইঁহার নাম জপ করে, তাহাদের ইনিই পরমার্থস্বরূপ, এই কারণে ইঁহার নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগতের প্রসবকর্ত্রী বলিয়া ইনি সাবিত্রী। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপাসনার জ্ঞান-দৃষ্টিধারা ইঁহা হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া

ইঁহার নাম সরস্বতী। ইনি গৌরদেহা, তাই ইনি গৌরী নামে কথিত। যে সময় ইনি শিব-শরীরের অনুষঙ্গিনী হয়েন, সে সময়ে ইনি গৌরী নামে আখ্যাতা। নিদ্রিত এবং জাগ্রত সর্ব্বজীবের হৃদয়প্রদেশে অনাহত-নাদস্বরূপে আকারাদি মাত্রাত্রিতয়শূন্য শব্দব্রহ্মনামধেয় প্রণবের নাদভাগের উচ্চারণ সর্ব্বদাই ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং হৃৎপদ্মের অঙ্গুষ্ঠপরিমিত রন্ধ্রে লিঙ্গশরীরে অবস্থিত দহর-নামক শিবের শিরোভূষণ বিন্দুরূপা চন্দ্রকলা বলিয়াও ইনি উমা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। শিব এবং শিবা এই উভয়ের বর্ণ আকাশস্বরূপ, এই জন্য তাঁহাদের বর্ণ কালো। ১০-১৪

কাল এবং কালী উভয়েই সৃজনসঙ্কল্পময় দৃষ্টি দ্বারা আকাশকেই মাংসময় শ্যামবর্ণ শরীররূপ দেখিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাঁহারাও তোমাদের আকাশাতিরিক্ত অপর কিছুই নহেন। আকাশ যখন আকাশেই বিদ্যমান, তদতিরিক্ত অপর কোন আধার নাই, সেই প্রকার তাঁহাদিগের কল্পিত শরীরও আকাশে বর্ত্তমান। আকাশের যেমন কোন আকার নাই, তদ্রূপ তাঁহাদিগেরও কোন আকার নাই; তাঁহারা আকাশবৎ স্বচ্ছ; দৃষ্টি মাত্রেই মনে হয়, যেন আকাশের অগ্রজ দুইটি। হে রাম! অতঃপর তাঁহাদিগের হস্ত, পদ, মস্তক, মুখ প্রভৃতির পার্থক্য এবং নানা প্রকার হল, শূর্প প্রভৃতির মাল্যধারণ কি প্রকার, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরিস্পন্দরূপিণী ভগবতী কালী আদ্যন্তবিরহিত চিতিশক্তিরূপিণী হইলেও স্বীয় ইচ্ছাবশতই সমগ্র বেদকথিত ক্রিয়াস্বরূপ হইয়া থাকেন; তাই ‘দান করিবে’ ‘স্নান করিবে’ ‘হোম করিবে’ প্রভৃতি বেদোক্ত দান-স্নান-হোমাদি ক্রিয়াই ইঁহার দেহ। এই নিমিত্তই ইঁহার নানা প্রকার অভিনয়ের সহিত নর্ত্তন ব্রহ্মার কর্ম্মফলস্বরূপ এবং জীবনিবহের সৃষ্টি, স্থিতি, জরা, মৃত্যু ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। দেবী কালী ক্রিয়ারূপিণী, ক্রিয়া আধারশূন্য হইতে পারে না, তাই তিনি স্বীয় দেহমধ্যে হস্তপদাদি অবয়ব ধারণ করিয়া থাকেন এবং সেই সকল অবয়ব স্পন্দিত করিয়া ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৫-২০

ব্রহ্মাণ্ডধারিণী কালীরূপিণী পদ্মিনী স্বীয় অঙ্গভূত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ হৃদ্দেশে ধরিয়া আছেন, কিন্তু সেই দেবী চিন্ময়ীর মূর্ত্তি কোথাও হইতে পারে না। বিচার সহকারে দেখিলে শিবত্বাতিরিক্ত অন্য কিছুই তাঁহাতে দেখা যাইবে না। আকাশের অঙ্গ যেরূপ শূন্যতা, পবনের অঙ্গ যে প্রকার স্পন্দ, চন্দ্রিকার অঙ্গ যেরূপ কুমুদবিকাশ, তদ্রূপ, চিতির অঙ্গও এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চও সেই চিতিক্রিয়া স্পন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নয়। ফল কথা, এই চিতিকে ক্রিয়াহীন, স্বচ্ছ, শান্তস্বরূপ শিবরূপেই জানিবে। তাঁহাতে

কিছুমাত্র স্পন্দধর্ম্ম কিংবা নিশ্চলতাধর্ম্ম—এই দুইয়ের কিছুই বিদ্যমান নাই। তবে তাঁহাতে যে ক্রিয়ারূপতা দৃষ্ট হয়, তাহা মাত্র সজ্ঞান-দশায় ঘটিয়া থাকে, ইহা বুঝিবে। প্রকৃত বোধ হওয়ায় যখন ক্রিয়া স্বভাব হইতে পৃথক্ হইয়া বাস্তবস্বভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই সময় চিতি শিব-নামে কথিত হন। যে সময় কূটস্থ চৈতন্যের চিতিশক্তিরূপিণী দেবীর অবিদ্যাবশতঃ অননুকূলস্পন্দ জড়রূপে অবস্থান করে, তৎকালে সেই অবস্থাকেই ক্রিয়া বা কালী বলা হইয়া থাকে। লোক-সকল-সমাকুল এই সকল সৃষ্টি ঐ কল্পিত-শরীরধারিণী বিশালাকৃতি চিতিশক্তিক্রিয়ারূপিণী কালী দেবীরই অঙ্গ। ২১-২৮

সপ্তদ্বীপসমাযুক্ত পৃথিবী, বনস্থলী এবং উপত্যকা-ভূমিযুক্ত গিরিমালা; অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত তিনটি বেদ, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা; যাহাতে বিধি এবং নিষেধবোধ বর্ত্তমান, যাহা শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের নির্দ্দেশকারক; পুরোডাশ প্রভৃতি হোমব্যাপার যাহাতে কথিত, রাজা, উদূখল, চর্ম্মাসন, শূর্প, যূপকাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা যাহা উপলক্ষিত; এই প্রকার দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি হোমসম্পর্কীয় যজ্ঞসমূহ; ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের আকর শূল, শক্তি, শর, ভূশুণ্ডী, গদা, প্রাস, অশ্ব, হস্তী, যোদ্ধৃগণ প্রভৃতি দ্বারা শোভিত যুদ্ধভূমি; দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রাণিগণ; চতুর্দ্দশ মহাসাগর, দ্বীপ, ভুবন এবং লোক—এই সমুদয়ই সেই দেবী কালীর অঙ্গ। ২৯ ৩২

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আপনি বলিলেন, প্রলয়সময়েও রুদ্র এবং কালীরূপিণী চিতির সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি-সমূহ বিদ্যমান ছিল, তাহা কি কার্য্যকারণসমর্থ সৎস্বভাবে ছিল, কিংবা মিথ্যা মরীচিকাবৎ বোধ হইয়াছিল? ৩৩

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সত্যসঙ্কল্পময়ী চিৎশক্তি দ্বারা বস্তু সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে। সত্যসঙ্কল্পা চিতি কর্তৃকই উহা সত্যস্বরূপে বোধ হয়। চিৎ ব্যতীত দেখিলে, উহা একান্ত মিথ্যারূপেই জ্ঞান হয়, সমস্ত পদার্থই এইরূপ চিতির সত্তাতেই জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ সম্মুখস্থিত মুখের মত সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, এই বাহ্য প্রপঞ্চও ঠিক সেইরূপ চিতির সত্তাতেই সত্যরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে। চিৎস্বরূপের প্রকৃতস্বরূপ অজ্ঞাত থাকে বলিয়াই উহাতে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সঙ্কল্পময় নগরবৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; আবার যে সময় দৃঢ় ধ্যান দ্বারা চিতি পরিশুদ্ধ হয়েন, তখন আর বাহ্য প্রপঞ্চ সত্যরূপে জ্ঞাত হয় না। দর্পণে, স্বপ্নকালে অথবা সঙ্কল্পবিষয়ে—যেখানেই যাহা কিছু প্রতীতি হইয়া কার্য্যকারী হইবে, তাহাকেই সত্যরূপে অভিহিত করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার ধারণা। কারণ, সে সকলই তো কার্য্যকারী হয়।

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, দর্পণ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত পদার্থ কার্য্যকারী কিরূপে হয়, উহাতে তো বারি প্রভৃতি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তাহার উত্তর এই, দর্পণের ভিতর যে পদার্থ বিদ্যমান, তাহা দ্বারা বাহিরের কার্য্য কি প্রকারে হইতে পারে? যদি তুমি প্রবাসে অবস্থান কর, তবে তোমার দ্বারা কোনরূপ গৃহকাজ সম্ভব হয় কি? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমার বিদেশস্থ সত্তা অলীক, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যেরূপ যে গ্রাম যে দেশের, তাহা সেই দেশেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে, তদ্রূপ দর্পণ প্রতিবিম্বাদিও দর্পণ প্রভৃতিতে কার্য্যকারী হইবে। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট নগর প্রভৃতি স্বপ্নসময়ে যে দ্রষ্টার কার্য্যসাধন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রত্যেকেরই তত্তৎকালবিশেষে তত্তদ্ভাবাপন্ন পদার্থ কর্ত্তৃক কার্য্যসাধন হয়। যে বস্তু দ্বারা নিজের প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহা নিজের কাছে অবশ্যই সত্য বলিয়া জ্ঞাত হইবে, কিন্তু অপরের কাছে তাহা সত্য বলিয়া বোধ তো হইবেই না, পরন্তু মিথ্যা জ্ঞান করিতে পারে। সুতরাং চিৎশক্তির অন্তরাবস্থিত সমগ্র সৃষ্টি-পরম্পরাকে যে আত্মা (আপনার) বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার নিকট সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়। যাহার এইরূপ হয় না, তাহার কাছে এ সকল প্রপঞ্চ কিছুই নহে। ৩৪-৪১

এইভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই অবস্থিতিশীল এই সঙ্কল্পকল্পিতকে সত্য বলা ব্যতীত উপায় নাই, আর তাহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে, আত্মাকে সর্ব্বময় বলা সম্ভব নহে; কারণ, সকলই যদি অসত্য—কোনরূপ সত্তাই নাই, তবে কোথা হইতে আবার আত্মাতে সর্ব্বময়তা আসা সম্ভবপর হয়। পৃথক্ দেশের গ্রাম, গিরি প্রভৃতি চক্ষুতে না দেখিয়া লোকের কথায় যেরূপ সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, লোকেরা তথায় যাইয়া দেখিলেও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে, তদ্রূপ যিনি যোগসিদ্ধ আত্মদর্শী, তিনি যখন আবার সৃষ্টিভাবাপন্ন হইয়া চিন্তা করিয়া থাকেন, তখন এই সৃষ্টির পারম্পর্য্যকে তিনিও সত্যরূপে জ্ঞান করেন। ৪২-৪৩

গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনকালীন কেহ যদি তাহাকে নাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহার স্বপ্নদৃষ্ট নগর প্রভৃতি নড়িয়া উঠে না সত্য; কিন্তু সে মনে করে, হয় তো নড়িতেছে, তদ্রূপ সৃষ্টিভাবাপন্ন চিতিশক্তি সৃষ্টিভাব হইতে বিচ্যুত (চলিত) হইলে, তাহার কাছে তখন এই জগৎও বিচ্যুত অর্থাৎ ধ্বংস হইল বলিয়া জ্ঞান হয়; তবে দর্পণস্থ প্রতিবিম্ববৎ তাহা প্রকৃতপক্ষে নড়িয়া উঠে না; কারণ, ত্রিভুবনরূপ অতি বড় ব্যাপারকে সত্যরূপে জ্ঞান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কিছুই নহে, ভ্রান্তিমাত্র। যাহা ভ্রম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, তাহার আবার বিচ্যুতিই বা কি, আর অবিচ্যুতিই বা কি? ৪৪-৪৬

স্বপ্নকালীন দৃষ্ট নগরকে কখনও সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, কখনও বা হয় না; কখন মনে হয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন মনে হয়, উহা ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা সকল অবস্থাতেই ভ্রমমাত্র। হে রাঘব! এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে তুমি বাস্তবতাশূন্য ভ্রম বলিয়া জানিবে। কল্পনায় যাহা দেখা যায়, আশাকৃত মানসিক রাজ্য, স্বপ্নকালীন কথোপকথন এবং ভ্রমপ্রযুক্ত দৃষ্ট পদার্থের যেরূপ অনুভূতি, এই ত্রিভুবনকেও তদ্রূপ অনুভব করিও। চিতির অভ্যন্তরে 'আমি জগৎ' এইরূপ ভাব মোটেই নাই। ফল কথা, 'আকাশ কৃশ হইয়াছে,' এই কথা যেরূপ ভ্রমপূর্ণ, এই জগৎ ও আমিও তদ্রূপ ভ্রান্তিমূলক। ভালরূপে ইহা যদি বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই ভ্রম বিদূরিত হইবে। ৪৭-৫০

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই প্রকারে সেই দেবী কালী স্পন্দনশীল সুদীর্ঘ বাহুমণ্ডল দ্বারা আকাশকে ঘন অরণ্যবৎ করত নাচিতে লাগিলেন। ঐ দেবীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে বুঝিবে যে, সেই চিতিশক্তিই ক্রিয়ারূপে নাচিতেছেন। শূর্প, কুদ্দাল, শর, শক্তি, গদা, প্রাস, মুসল ইত্যাদি অস্ত্র, শিলা প্রভৃতি বস্তু, ভাব-অভাবরূপ পদার্থ, কাল, কল্প প্রভৃতি ক্রম—এ সবই সেই ভগবতী দেবী কালীর অলঙ্কারমাত্র। কল্পনা হৃদয়াভ্যন্তরে যেরূপ নগরী আনিয়া দেন, তদ্রূপ সেই চিতিস্পন্দই আপনাতে এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। কিম্বা কল্পনাই যেরূপ নগরী, তদ্রূপ সেই চিতিই জগৎ। ১-৪

বায়ুর যেরূপ স্পন্দন, সেইরূপ এই স্পন্দনই শিবময় চিতির ইচ্ছা। বায়ুর স্পন্দন যেরূপ কোন কোন সময়ে প্রশান্ত হইয়া থাকে, উহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ সেই শিবময় আত্মার ইচ্ছাও কোন কোন সময়ে প্রশান্ত হয়। যেরূপ নিরবয়ব বায়ুস্পন্দ আকাশে মূর্ত্ত শব্দাড়ম্বর ব্যাপৃত করে, তদ্রূপ ঐ শিবময় আত্মার ইচ্ছা মূর্ত্তি গ্রহণ না করিলেও মূর্ত্তিমান্ জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। ৫-৬

তাহার পর নৃত্যপরায়ণা সেই দেবী কালী কাকতালীয় ন্যায়ে সম্ভ্রমবশতঃ আকাশবৎ অন্তিকস্থ আবরণ ত্যাগ করত নিকটাবস্থিত শিবদেহ স্পর্শ করিলেন। তরঙ্গমালা যেরূপ নৃত্যরতা হইয়া আত্মধ্বংসের জন্যই বাড়বানলে

যাইয়া পতিত হয়, সেই দেবীও তদ্বৎ আত্মধ্বংসের নিমিত্তই সেই শিবদেহ স্পর্শ করিলেন। যেহেতু সেই পরমকারণ শিবদেহস্পর্শমাত্রই সেই দেবী ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন অর্থাৎ স্বস্ব-ভাবে সেই শিবাত্মভাবে পরিণত হইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই দেবী স্বীয় অসীম মূর্ত্তি ত্যাগ করত পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর পর্ব্বতাকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগর-সদৃশ হইলেন, তৎপরে নগর-প্রমাণ হইতে লতার ন্যায় হইলেন, তাহার পর লতাকার হইতে আকাশরূপে পরিণত হইলেন। আকাশরূপে পরিণত হইবার পরই নদী যেরূপে স্রোতস্বিনী হইয়া মহাসমুদ্রে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দেবী কালীও শিবদেহে মিলিত হইলেন। তখন শিব একক হইলেন, শিবা তাঁহাকে ত্যাগ করত অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর সেই মহাকাশে কেবলমাত্র সংহারকর্ত্তা শিবই বিরাজিত রহিলেন। ৭-১২

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! কি কারণে সেই পরমেশ্বরী শিবা শিবদেহ-স্পর্শমাত্রই শান্ত হইলেন, তাহা বর্ণন করুন। ১৩

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সেই পরমেশ্বরী শিবাই প্রকৃতি। লোকে তাঁহাকেই শিবেচ্ছা বলিয়া অভিহিত করে। সেই অকৃত্রিমা স্পন্দশক্তিই জগন্মায়া বলিয়া বিখ্যাতা এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র সেই আত্মাকেই পবিত্র পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। শারদাকাশের ন্যায় কান্তিমান্ সেই পুরুষই শিবরূপ ধরিয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিণী চিৎশক্তি স্পন্দময়ী হইয়া ভ্রমময়ীরূপে সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই ভ্রমণ সেই পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত না তিনি নিত্যতৃপ্ত, অনাময়, আদ্যন্তরহিত, অদ্বয়, অজর, শিবকে দৃষ্টিগোচর করেন। একমাত্র জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম্ম, এই নিমিত্তই জ্ঞানময়ী সেই দেবী কাকতালীয়বৎ জ্ঞানময় শিবের স্পর্শমাত্রই তন্ময়ী হইয়া পড়েন। ১৪-১৮

সমুদ্রে পতিত হইলে নদী যেরূপ সমুদ্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃতিরূপা সেই জ্ঞানময়ী দেবী পুরুষরূপী জ্ঞানময় আত্মার স্পর্শে তদ্গত হইয়া স্বীয় প্রকৃতিভাব ত্যাগ করিয়া থাকেন। সাগর যেরূপ জলময়, নদীও তদ্রূপ জলরাশি ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই কারণেই নদী সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হইলে সে-ও সমুদ্রবৎ হইয়া থাকে। সেই নদী সাগরেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। প্রস্তরঘর্ষণে লৌহের যেরূপ তীক্ষ্ণধার উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আবার সেই প্রস্তরাঘাতে সেই ধারও নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ শিবেচ্ছা শিব-চিন্ময় হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার শিবদেহসংস্পর্শে লয় প্রাপ্ত হয়। ১৯-২১

বন প্রভৃতির ছায়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তির ছায়া যেরূপ সেই ছায়াতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইলে সেই ছায়াতে মিশিয়া যায়। এবং যখন স্বীয় পুরুষ-নামধেয় সনাতন ভাবকে অবগত হয়, তখন আর সে সংসারে পরিভ্রমণ করে না ও তন্ময়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। চোরের নিকট সাধু তত দিনই বাস করিতে পারে—যত দিন না তিনি চোরকে চোর বলিয়া জানিতে পারেন। চোর বলিয়া অবগত হইলে সাধু কখনই চোরের সহিত বাস করেন না। চিতিও সেইরূপ যত দিন নিজ পরস্বভাব জানিতে না পারেন, তত দিনই এই অসত্য দ্বৈতপ্রপঞ্চে উন্মত্ত হইয়া পরমানন্দে ঘুরিতে থাকেন। যে সময় তিনি স্ব-স্বরূপ দৃষ্টিগোচর করেন, তখনই তিনি তন্ময়রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২২-২৫

চিতিমাত্রই নির্ব্বাণ শান্ত আনন্দস্বরূপ, এই নিমিত্ত অজ্ঞ চৈতন্য নিজ কূটস্থভাব পাইলে, নদী যেরূপ সমুদ্রগতা হইলে তদ্‌ভাবাপন্ন হয়, তদ্রূপ সেই কূটস্থভাব পাইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোহবশে চিতি স্ব-স্বরূপ দৃষ্টিগোচর না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তই অসীম জন্মদশাগ্রস্ত বিষম সংসারে আসিয়া থাকেন ও নিজস্বরূপ উপলব্ধি হইলেই মধুকর যেরূপ মধু পাইলেই পরমানন্দে মধুপান করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই স্ব-স্বরূপে মহানন্দে নিমগ্ন হয়েন। হে বান্ধব! যাহা দ্বারা জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি প্রগাঢ় দুঃখসমূহ দূর হয়, সেই আত্মতত্ত্ব পাইয়া কে তাহাকে উপেক্ষা করে? রসায়নের আস্বাদ একবার গ্রহণ করিলে, কে তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ? ২৬-২৮

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

ষড়শীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সেই রুদ্রদেব যে প্রকারে মহাকাশে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ঐ রুদ্রদেবও দেহভ্রম ত্যাগ করত উপশান্ত হইয়া থাকেন। সেই সময় আমি দেখিয়াছিলাম, সেই রুদ্রদেব এবং দুইখানি ভগ্নখর্পরের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের দুইখানি খণ্ড, চিত্রাপিতবৎ নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত রহিলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে রুদ্রদেব আকাশমধ্য হইতে আদিত্যরূপ চক্ষু দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য দর্শনের ন্যায় সেই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডদ্বয় দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে এক মুহূর্ত্তেই নিশ্বাসরূপ বায়ু দ্বারা সেই খণ্ড দুইখানি আকর্ষণ করত পাতাল সদৃশ গভীর স্বীয় মুখবিবরে প্রক্ষেপ করিলেন। ১-৪

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের সেই দুই সুবৃহৎ খণ্ড উদরস্থ করিয়া তিনি সেই অসীম আকাশে একক অবস্থিত রহিলেন। তৎপরমুহূর্ত্তে তিনি আকাশবৎ লঘু হইলেন, তাহার পর যষ্টিবৎ আকার ধারণ করিলেন। তাহার পর দেখা গেল, তিনি প্রাদেশপরিমিত হইলেন। ক্রমে তাহা হইতে সূক্ষ্ম একখণ্ড কাচবৎ প্রতীয়মান হইলেন। তাহার পর আকাশপ্রদেশ হইতে দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে আমি নয়নগোচর করিলাম যে, প্রথমে অণু, পরে পরমাণু হইয়া ক্রমে তিনি শরৎকালের মেঘের ন্যায় একেবারেই অন্তর্হিত হইলেন। এই সুবৃহৎ বিষম মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে একবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল! ক্ষুধাতুর মৃগ যেরূপ বৃক্ষতলস্থিত ছোট পাতা অবধি খাইয়া ফেলে, সেইরূপ রুদ্রদেব আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড উদরস্থ করিলে আকাশ স্বচ্ছ শান্ত ব্রহ্মভাবে পরিণত হইল। ৫-১০

ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইল, শিলাখণ্ডমধ্যস্থিত দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ সেই জগৎ মহাভ্রান্তির মহাপ্রলয় হওয়ার পর উহা আদ্যন্তরহিত সম্বিদাকাশে পর্য্যবসিত হইল। পল্লীগ্রামবাসী ব্যক্তিরা যেরূপ রাজভবনে যাইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টিগোচর করত বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, আমিও তখন তদ্রূপ সেই বিদ্যাধরীকে পাষাণমূর্ত্তি এবং বিলাস জ্ঞান করত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাহার পর আর এক স্থানে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইলাম, সেই কলধৌতময়ী শিলা দেবীর দেহে সৃষ্টিসমূহবৎ বোধ হইতেছে। জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিলে তাহা কিছুই বোধ হইবে না। সাধারণ দৃষ্টি দ্বারা সকল স্থানে সকল বস্তুই দেখা যায়, সেই শিলাও সাধারণ দৃষ্টিতে শিলা বলিয়াই বোধ হইবে, সৃষ্টি প্রভৃতি কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। ১১-১৬

ক্রমে দেখা গেল, সান্ধ্যমেঘবৎ সুন্দর কলধৌতময় মাত্র সেই শিলা রহিয়াছে। তৎপরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি বিচার করিয়া বুঝিলাম যে, সেই শিলার আর এক অংশ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে। দূর হইতে শূন্যে যেরূপ বহুবিধ বর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র বস্তু সকল ভ্রম বশতঃ দেখা যায়, তদ্রূপ আমিও আবার এক মনোহর স্থান দেখিলাম। উহাতেও সৃজনব্যাপার ও জগৎ রহিয়াছে। এই প্রকারে সেই শিলার যে যে অংশ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাই স্বচ্ছ দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ জগদাকারে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই পর্ব্বতের সমগ্র শিলা, অন্যান্য ভূমি এবং তৃণগুল্ম প্রভৃতি সকল স্থান বিশদরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিয়া স্থির করিলাম, সর্ব্বত্রই সেইরূপ অনেক জগৎ বর্ত্তমান। এই সকল জগৎ মাত্র বাসনাময় জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই দেখা যায়। আমিও তথায় তদ্রূপ অনেক জগৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হইল, তথায় সবে মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে,

প্রজাপতি আবির্ভূত হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিবা, রাত্রি, ঋতু ও বৎসর কল্পনা করিতেছেন। কোনও স্থানে জনসমূহ বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কোথাও বা সাগরখনন এখনও হয় নাই; কোথাও দৈত্যগণ সবে মাত্র জন্মিয়াছে, তখনও দেবগণ জন্মে নাই। কোন স্থানে সত্যযুগের আচারনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিরাই রহিয়াছেন। কোথাও কলিযুগের আচারবান্ দুর্জ্জনরা মাত্র বসতি করিতেছে; কোন স্থানে অসুরদিগের প্রবল যুদ্ধ বাধিয়াছে। কোথাও গিরিসমূহ সকল ভূমিভাগই ছাইয়া ফেলিয়াছে; কোন স্থানে কোন কোন জগতের সৃষ্টিই পূর্ণ হয় নাই, মাত্র ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, কোথাও বা সেই স্থানের অধিবাসীরা জরামরণশূন্য; আবার কোন স্থানে চন্দ্রের উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া মহাদেবের মস্তক চন্দ্রকলাশূন্য। ১৭-২৯

আরও দৃষ্টিগোচর হইল, কোন স্থানে ক্ষীরোদসমুদ্রের মন্থন সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেই স্থানের দেবগণ মৃত্যুর অধীনতা-পাশে আবদ্ধ আছেন; তখনও পর্য্যন্ত অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, ধন্বন্তরি, কামধেনু, লক্ষ্মী এবং কালকূটেরও উৎপত্তি হয় নাই এবং তখনও মৃতসঞ্জীবনী নামক মহাবিদ্যা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত শুক্রাচার্য্য তপোরত থাকায় দেবতারা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত যত্নপরায়ণ রহিয়াছেন। কোন স্থানে দিতির গর্ভে প্রবেশ করত ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিতে উদ্যুক্ত। কোন স্থানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অমলিন, তথায় মনুষ্যগণ তত্ত্বজ্ঞ। কোন স্থানে বস্তু-সকলের পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কোথাও বেদচর্চ্চা প্রবলভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, প্রত্যেকেই বেদবিহিত ক্রিয়া-সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছে। কোনও ব্রহ্মাণ্ড যেন মহাপ্রলয় সমাগত বলিয়া কিছু বিপর্য্যস্ত। কোন জগতে দৈত্যরা দেবতাদিগের পুরী লুঠপাট করিতেছে। আবার কোন জগতে বা নন্দনকাননে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরীগণ গীত গাহিতেছে। কোন স্থানে দেব ও অসুরগণ মিলিতভাবে সমুদ্রমন্থনের জন্য পরস্পর মিত্রতা সংস্থাপন করিতেছেন। এইরূপে আমি মহা বিশ্বময় মায়াশবল চিদাত্মাতে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বহুতর জগদাড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩০-৩৫

কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষ করিলাম, মহাপ্রলয়ের সূচনামাত্র হইয়াছে, পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘমালা আকাশদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কোন জগতে প্রাণিসমূহ প্রশান্তভাবে অবস্থিত আছে। আবার কোন জগতে বা দেব, দানব, নর প্রভৃতি তাবৎ প্রাণীই বিক্ষুব্ধ, তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, সেখানে যেন অল্প-বিস্তর প্রলয় সংঘটিত হইয়াছে। কোন জগতে সূর্য্যই নাই, তাই সমস্তই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। আবার কোথাও বা সমস্ত স্থানই অগ্নিশিখাব্যাপ্ত—

অন্ধকারের চিহ্নমাত্র নাই, সকল স্থানই অত্যুজ্জ্বল। কোন স্থানে তখনও জগৎসৃষ্টিই হয় নাই, সৃষ্টির উপক্রম হইতেছে মাত্র। কমলনালে মধুকৈটভ দৈত্য শয়ন করিয়া আছে। কোন ব্রহ্মাণ্ডে পদ্মযোনি ব্রহ্মা পদ্মকোটরে শায়িত আছেন। কোন স্থান একার্ণবময়, কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, ভাসমান বৃক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হইল, কল্পরাত্রি সমুপস্থিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক্ প্রগাঢ় অন্ধকারাবৃত। কোন স্থানে শিলার উদরদেশের ন্যায় সুবৃহৎ নিস্পন্দ আকাশ বর্ত্তমান; নিদ্রিত ব্যক্তির উদরের ন্যায় অজ্ঞাতপ্রসুপ্ত ব্যক্তির মত কিছুই বুঝা যাইতেছে না। কোন ব্রহ্মাণ্ডে পক্ষযুক্ত গিরিশ্রেণী বায়সের ন্যায় আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোনও স্থানে বা ভূধরসকল বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। কোন জগতের সমুদ্রসমূহ জলোচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হইয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গনিকর বিস্তার করত তীরবর্ত্তী শৈল এবং তটপ্রদেশ কুক্ষিগত করিতেছে। কোথাও ত্রিপুরাসুর, বৃত্রাসুর, অন্ধকাসুর ও বলির সহিত দেবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কোন স্থানে দিক্‌হস্তীরা উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ৩৬-৪৪

কোনও স্থানে প্রলয়সময়ের উপস্থিতিতে পৃথিবী বাসুকির মস্তকচ্যুত হইয়া জলে লুটাইতেছে। কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাল্যাবস্থায় রাম রাবণকে নিহত করিতেছেন; কোথাও বা রাক্ষস রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া শ্রীরামকে প্রবঞ্চিত করিতেছে। সীতাহরণের সময় রাবণ স্বীয় মস্তক সুমেরু-পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে এবং পদদ্বয় মৃত্তিকাতে স্থাপিত করিয়া বিশালদেহে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গে কালনেমি-নামধেয় অসুর রাজ্য চালাইতেছে, দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া অসুররা সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আবার কোথাও বা দেবতারা অসুরগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন। কোথাও দেখি, ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষ এবং কৌরবপক্ষ পরস্পর অক্ষৌহিণী সেনা বধ করিতেছে। এই সময়ে রাম প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বকল্পে আমি জন্মিয়াছিলাম কেন এবং কি নিমিত্তই বা এইরূপ আকারে জন্মিবাছিলাম? বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, হে রাম! সকল ব্যাপারেরই পুনরাবর্ত্তন হইতেছে। মাষকলায়পূর্ণ কলসী ঘুরিতে থাকিলে তাহার মধ্যে, স্থিত একপার্শ্বস্থ মাষকলায় যেরূপ অপর পার্শ্বে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই-রূপ এই সমগ্র জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ৪৫-৫১

সমুদ্রতরঙ্গবৎ কোন কোন বস্তু ঝরংবার প্রস্ফুরিত হইতেছে। তুমি, আমি প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীই অনবরত যাতায়াত করিতেছি। তথাপি যদি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে, এসব কিছুই নহে। সমুদ্র হইতে

তরঙ্গ যেরূপ পৃথক্ নহে, তদ্রূপ সকল বস্তুই পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুরই উৎপত্তি হইতেছে না, ভ্রান্তিবশতঃ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সংসারভ্রান্তি বশতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্ত প্রাণী আসিতেছে, এবং যাইতেছে। পূর্ব্বে একবার যাহা গিয়াছে, আবার ঠিক তাহাই আসিতেছে। সমস্ত প্রাণীকে তুমি সংসাররূপ মহাসমুদ্রের কণা বলিয়া জ্ঞান করিবে। এই সংসারে কোন কোন জীব ঠিক পূর্ব্ববৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, বন্ধু, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি লইয়াই বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির পূর্ব্বদেহের সহিত অর্দ্ধ সাদৃশ্য এবং কাহারও কাহারও বা এক-চতুর্থাংশ সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। আবার কাহারও কাহারও বা পূর্ব্বজন্মের কোন সাদৃশ্যই থাকে না! তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে জন্মায়। কালপ্রভাবে কেহ বা সমান, কেহ বা বিভিন্নভাবাপন্নরূপে জন্মিয়া থাকে। সমুদ্রে যেরূপ চক্রবৎ বারিপ্রবাহ বহিয়া যায়, তদ্রূপ এই সংসারসমুদ্রেও প্রাণিসলিলের প্রবাহ নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে;—কখন ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে, কখন নিম্নগ হইতেছে, কখন বা সমভাবে চলিয়া যাইতেছে। একভাবে চলিতে চলিতে কখন বা ভিন্নরূপ হইতেছে। আবার কখন পরস্পরের সংঘাতে আহত হইয়া ছুটিতেছে। সংখ্যাতীতভাবেই ছুটিয়াছে। কাহার সাধ্য যে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করে? ৫২-৫৯

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বোক্ত শিলা প্রভৃতির উপর আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টি দেখিবার পর, আমি চিদাকাশ-দেহ সর্ব্বব্যাপী অসীম নিরাময় স্বীয় দেহে পুনরায় দেখিতে পাইলাম, কুসূলের মধ্যে অর্থাৎ সলিলাক্ত ধান্যবীজমধ্যে যেরূপ অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আমার স্বীয় দেহেই অঙ্কুরিত সৃষ্টি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা যে প্রথম দৃষ্টিগোচর করিলাম, তাহা নহে; জলসেচনে স্ফীত প্রত্যেক বীজেই যেরূপ অঙ্কুর থাকে, তদ্রূপ সাবয়ব, নিরবয়ব, চেতন, অচেতন সকল পদার্থেই জগৎ বিদ্যমান। নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নসময়ে চিন্ময় পুরুষের চৈতন্যে যেরূপ স্বপ্নদৃশ্যসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে, স্বপ্নের বিনাশ হইলে আবার সেই চৈতন্যেই

যেরূপ জাগ্রৎপ্রপঞ্চ দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ হৃদয়মধ্যেই অনুভূতিস্বরূপ *আত্মচৈতন্যেই এই জগৎ (দৃশ্যপ্রপঞ্চ) উদিত হয়! বাস্তবিক, দৃশ্যমান এ প্রপঞ্চ আকাশস্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।* ১-৫

শ্রীরাম বলিলেন, হে আকাশরূপ! যদি আপনি চিদাকাশই হয়েন, তবে আপনাতে সৃষ্টি সম্ভব হইল কি প্রকারে? ইহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন। ৬

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! সে সময় আমি বিধাতার সৃজনকর্তৃক আপনার মধ্যে কল্পনা করত স্বপ্নপুরবৎ নশ্বর এই জগৎকে স্বীয় দেহমধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। সেই মহাপ্রলয়রূপ ব্যাপার দেখিবার পর আকাশরূপে অবস্থিত হইয়াই আমি নিজদেহের একভাগে প্রজ্ঞাদৃষ্টি উন্মুক্ত করিলাম। যে সময় আমার প্রজ্ঞাদৃষ্টি উন্মুক্ত হইল, সেই সময়েই আমি তথায় আকাশভাব দেখিতে পাইলাম। হে রাম! স্বপ্নে যে সকল বস্তু দেখিয়া থাক, তাহা যেরূপ তোমার আত্মচৈতন্য দ্বারাই অনুভব কর, তাহার আধার যেরূপ তোমার আত্মচৈতন্য, সেইরূপ সেই সময় আমি যে জগৎ দেখিয়াছিলাম, তাহার আধারকে আত্মচৈতন্য বলিয়াই জ্ঞান করিবে। আকাশই আপনাতে স্পন্দপর্য্যালোচনা করত চিত্তরূপ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই আকাশ 'আমি' এইরূপ জ্ঞান দ্বারা অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়; আকাশ যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাহার নাম হয় বুদ্ধি; সেই বুদ্ধি আরও ঘনীভূত হইলে মনোনামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ৭-১১

মন ক্রমশঃ আপনাতে শব্দতন্মাত্র এবং অন্যান্য তন্মাত্র সকল অনুভব করে। পরে সেই অনুভব দ্বারা পুষ্টিলাভ করত পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে পর্য্যবসিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি এই প্রকার। নিদ্রিতাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হইয়া লোক যেরূপ কল্পিত দৃশ্য পদার্থ দেখে, সেইরূপ সৃষ্টিপ্রারম্ভে মুহূর্ত্তমধ্যে একই সময়ে এই দুঃখময় জগতের উদ্ভব হয়। তবে এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে আকাশাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি, আবার কাহারও কাহারও মতে উহা অলীক, জগৎ একেবারেই উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা যাউক, কল্পনাবশতঃ সে সময় আমি স্বচ্ছ চিদাকাশেই সেই সূক্ষ্ম পরমাণুকণার অভ্যন্তরে জগদাকার অনুভব করিয়াছিলাম। নির্ম্মল আকাশে সর্ব্বত্র যেরূপ বায়ু প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ চিত্তের স্বভাবই হইল যে, সে-ও সর্ব্বত্র আকৃতি দেখিয়া থাকে। পরমা চিৎশক্তি আপনাতে যে প্রকার রূপ বোধ করে, বহু আয়াসেও তাহার অন্যথা করা সম্ভবপর নহে। তাহার পর অপরিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও আমি যে সময়ে চিন্ময়ত্ব

[illegible] রিচ্ছিন্ন অণুস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তখনই বোধ হইল, আমি ভাবনা দ্বারা [illegible]তা প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে যখন আমি স্বীয় রূপকে তেজঃকণারূপে ভাবনা করিলাম, তখনই আমি স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলাম। ১২-১৯

তাহার পর যে সময় আমি আমার সেই স্থূলরূপ সম্যক্‌প্রকারে দেখিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম, তখনই উহা আমি দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম। হে রঘূদ্বহ! তৎকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তোমরা সেই সকলের যে যে নাম কল্পনা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যে ছিদ্র দ্বারা আমি দর্শন করিতেছিলাম, তাহার নাম চক্ষু। যাহা কিছু দর্শন করিলাম, তাহার নাম দৃশ্য। চক্ষু ও দৃশ্য—এই উভয়ের দ্বারা যাহার উৎপত্তি হইল, তাহার নাম দর্শন। যে সময় আমি দেখিলাম, সেই সময়ের নাম কাল। যে প্রকারে দেখিলাম, তাহার নাম ক্রম, প্রৌঢ় অর্থাৎ প্রবল নিয়তি। যে বস্তুর উপরে দেখিলাম, তাহার নাম আকাশ, যে স্থানে অবস্থিত ছিলাম, তাহার নাম দেশ। এই প্রকার কল্পনা ক্রমশঃ আমার গাঢ় হইয়াছিল। সেই সময় সবে মাত্র চৈতন্যের উন্মেষ হইয়াছিল বলিয়া, তখন আমি তন্মাত্রকারণস্বরূপে অবস্থিত ছিলাম। ২০-২৪

তাহার পর 'আমি দেখিতেছি' এইরূপ জ্ঞানও অল্পমাত্র উদয় হইল। পরে আমি ছিদ্রযুগল দ্বারা যাহা দর্শন করিলাম, তাহা আকাশ হইতে পৃথক্ এক মূর্ত্তিমান্ পদার্থ। যে ছিদ্রদ্বয় দ্বারা দর্শন করিলাম, তাহার নাম চক্ষুর্দ্বয়। তৎপরে 'আমি শুনিতেছি' এইরূপ জ্ঞানোন্মেষ হওয়ায় একটা ঝঙ্কার আমি শ্রবণ করিলাম। সেই ঝঙ্কারশব্দ শঙ্খধ্বনিবৎ আকাশদেশ হইতেই উদ্ভূত হইল। যে রন্ধ্রযুগল দ্বারা আমি সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম, তাহার নাম শ্রবণবিবর। ইহার পর আমার স্পর্শজ্ঞান জন্মিতে লাগিল। আমি যাহার দ্বারা স্পর্শ করিলাম, তাহার নাম ত্বক্। তখন আমার অনুভূত হইল, কোন বস্তু আমার দেহস্পর্শ করিল। যে বস্তু আমার দেহে স্পৃষ্ট হইল, তাহার নাম সত্যসঙ্কল্পরূপী বায়ু। ২৫-৩০

এইরূপে অনুভব করিতে থাকায় আমাতে পঞ্চতন্মাত্র আসিয়া আশ্রয় করিল। তৎপরে আমাতে যে আস্বাদসংবিৎ আশ্রয় করিল, সেই আস্বাদসংবিৎ দ্বারা রসেন্দ্রিয়ের আস্বাদ গ্রহণ করিলে আকাশাত্মক আমার আঘ্রাণসঙ্কল্পে সমাকৃষ্ট প্রাণ হইতে ঘ্রাণতন্মাত্রের উদ্ভব হইল। এই প্রকারে আমার সকলই হইল, অথচ প্রকৃতপক্ষে আমার কিছুই হইল না। এইভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়তন্মাত্র আমাতে আশ্রয় লইলে ক্রমশঃ আমি সেই সকলের অনুভব দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, অনুভব করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক ঐ

সকল শব্দের কোনরূপ আকার বর্ত্তমান না থাকিলেও ভ্রান্তি বশতঃ সেইরূপে প্রতিভাত হইল। এই প্রকার ভাবনা পূর্ব্বক আমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তাহাকে তোমরা অহঙ্কার নামে অভিহিত কর। ঐ অহঙ্কার ঘনীভূত হইবার পর বুদ্ধি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধি ঘনীভূত হইলে তাহার নাম হয় মন। এই ভাবে আমি অন্তঃকরণভাব পাইয়া চিদাকাশরূপী আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ফল কথা, আমি তখন শূন্যমূর্ত্তি, সে সময় আমাতে অহংভাবাদি কোন কিছুই নাই, আমি মাত্র আকাশরূপী। কল্পনা-প্রসূত কোন বস্তুই আমি বোধ করি না। ৩১-৩৮

তাহার পব এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া কিছুক্ষণ থাকিবার পর 'আমি দেহী' এইরূপ জ্ঞানোদয় হইল। স্বপ্নাবস্থায় উড়িতে উড়িতে পুরুষ যে প্রকার শব্দ করে, সেই প্রকার আমি শূন্যস্বরূপ হইলেও সেই 'অহং'-জ্ঞান দ্বারা শব্দ করিতে লাগিলাম। সেই বাল্যাবস্থায় 'ওম্' এই যে শব্দ করিয়াছিলাম, তাহাই প্রণবরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরে স্বপ্নপুরুষবৎ যাহা কিছু উচ্চারণ করিলাম, তাহাই পরে বাক্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং ইহাকে তোমরা বাক্যরূপে জ্ঞাত আছ। ৩৯-৪২

এই প্রকারে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্গুরু ব্রহ্মা হইলাম। তৎপরে মনোময় হইয়াই আমি সৃষ্টির কল্পনা করিলাম। এইভাবে আমি এক উৎপন্ন পদার্থ হইলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি জন্মিলাম না। আমি ব্রহ্মাণ্ড দেখিলাম, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত পাইলাম না। এই প্রকারে আমার মনোময় জগতের উদ্ভব হইল সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই হইল না। যে শূন্য আকাশ—সেই শূন্য আকাশই রহিল। যাহা বর্ত্তমান রহিল, তাহা শুধু জ্ঞানাত্মক আকাশমাত্র। ইহাতে পৃথিবী প্রভৃতি ভাব কিছুমাত্র নাই। চৈতন্যই আত্মচৈতন্যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মরীচিকাবারিরূপে স্ফুরিত হইতে লাগিল। বহিরাকাশেও কোনই বাহ্যপদার্থ বিদ্যমান নাই। অন্তর বাহির—সর্ব্বত্রই সেই একমাত্র আকাশ। ৪৩-৪৭

যেরূপ মরুস্থলীতে জলের অস্তিত্ব না থাকিলেও ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা আছে বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ ঐ আত্মচৈতন্যও অকারণে ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাতে ঐরূপ দীর্ঘ জগদভ্রম অনুভব করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জগৎই নাই। ভ্রমবশতঃ সংবিৎ ঐরূপ দেখিয়া থাকে। সংবিৎস্বভাব যখন অজ্ঞানাবৃত হয়, তখনই এইরূপ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। হৃদয়মধ্যে সঙ্কল্পিত মনোরাজ্যবৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদির ন্যায় এই অসৎ জগৎ বিশাল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পার্শ্বদেশে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় কি দেখিতেছে, তাহা যেরূপ স্বপ্নদর্শনকারীর

মনোমধ্যে প্রবেশ না করিলে জানিতে পারা সম্ভব নয়, সেইরূপ এই জগৎ-কল্পনাধার চিদ্রূপ শিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে (চৈতন্যের স্বরূপ না জানিতে পারিলে) জগৎ যে কি পদার্থ, তাহা বুঝা যায় না। দর্পণ-প্রতিবিম্ববৎ বাহির হইতে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার কিছুই দেখা হইবে না; সবই মিথ্যারূপে প্রতিভাত হইবে। ৪৮ ৫২

সাধারণদৃষ্টিতে দেখিলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না, লোকালোক-পর্ব্বতমাত্রই দেখা যাইবে। সেই লোকালোক-পর্ব্বতমধ্যে বিরাজিত জগতের কিছুই নয়নগোচর হইবে না। যদি আতিবাহিকদেহে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই সৃষ্টি সেই নির্ম্মল পরমাত্মাই। জ্ঞাননেত্রে দেখিলে সর্ব্বস্থানেই সৃষ্টির নির্ম্মাণ উপশমই দেখা যাইবে, আর দেখা যাইবে মাত্র ব্রহ্ম। তদ্ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। বিশুদ্ধ নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা যাহা দর্শন করা যায়, তাহাকেই যুক্তি-বিচার বলা হয়, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যাহা দেখা যায়, সেই দেখা রুদ্রদেবের তিন চক্ষু কিম্বা সহস্রলোচনের সহস্র চক্ষুতেও হওয়া সম্ভব নহে। ৫৩-৫৬

যোগিগণের দৃষ্টিতে আকাশ যেরূপ সৃষ্টিব্যাপী বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ আমারও তখন মনে হইতে লাগিল যে, এই পৃথিবীই সৃষ্টিব্যাপী, পৃথিবীতেই সৃষ্টিজ্ঞান করিতে লাগিলাম। আমি সেই সময় পৃথিবীর ভাবনা করিতে করিতে পৃথিবীরূপ ধারণ করিলাম। চিদাকাশদেহ পরিত্যাগ করিলাম না, অথচ মুহূর্ত্তমধ্যে সম্রাট্ হইলাম। পৃথিবীর ভাবনায় বুদ্ধিতেও আমি পার্থিবাভিমানী জীবের মত নিজকে পর্ব্বত-দ্বীপাদিশরীরযুক্ত বলিয়া অনুভব করিলাম। ক্রমশঃ আমি ভূমণ্ডলে পরিণত হইলাম। বিবিধ অরণ্য আমার দেহস্থিত লোমের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। নানাবিধ নগর আমার দেহে অলঙ্কারবৎ মনে হইল; বিবিধ বস্তুতে আমি বেষ্টিত হইয়া পড়িলাম। গ্রাম, নিম্নভূমি আমার অঙ্গুলীপর্ব্বের মত প্রতীয়মান হইল। পাতালবিবর উদরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুলপর্ব্বত হইল আমার বাহু, সেই বাহু সমুদ্ররূপ বলয়বেষ্টিত। তৃণগুচ্ছসমূহ আমার দেহস্থ ছোট ছোট লোম। পর্ব্বতখণ্ড আমার দেহের গুল্ম। আমার এই পার্থিব দেহ দিক্‌হস্তীর গণ্ডস্থলের উপরে বাসুকির সহস্রফণায় অবস্থান করিতেছিল। ৫৭-৬২

গজ-সৈন্যযুক্ত রাজগণ যুদ্ধ দ্বারা আমার এই পার্থিব দেহ কাড়িয়া লয়, মাংসাশী জীবসমূহ আমার দেহ ভক্ষণ করে। ক্রমশঃ আমার দেহ দীর্ঘ হইতে লাগিল। হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত আমার সুদীর্ঘ স্কন্ধবৎ বোধ হইল সুমেরু পর্ব্বত আমার বিশাল গ্রীবার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। গঙ্গা প্রভৃতি

নদী আমার মুক্তাহারের ন্যায় মনে হইল। গুহা, গহন, কচ্ছপাদিযুক্ত সমুদ্র দর্পণ-মণ্ডলবৎ জ্ঞান হইল। মরুস্থলী ও উষরক্ষেত্র আমার শ্বেতবস্ত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। আমার দেহ ভূতপূর্ব্ব মহাসমুদ্রে পরিপূর্ণ ছিল, তখন যেন তাহা সেই মহাসমুদ্রের বারিরাশি দ্বারা ধৌত হইয়া বহির্গত হইল। আমার দেহ পুষ্পোদ্যান-শোভিত এবং চন্দনসদৃশ রজোদ্বারা সমলঙ্কৃত। ৬৩-৬৬

কৃষককুল আমার দেহ প্রত্যহ কর্ষণ করিয়া থাকে; কখন উহা সুস্নিগ্ধ বায়ুসঞ্চালিত, কখন প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত এবং কখনও বা বর্ষাবারি দ্বারা সিক্ত হয়। উন্মুক্ত অসীম প্রান্তর আমার দেহের বক্ষঃস্থল; পদ্মাকর চক্ষু, শুভ্র ও গাঢ়নীল মেঘসমূহ আমার এই দেহের মস্তকস্থিত উষ্ণীষ। দিক্‌সমূহের মধ্যদেশ আমার বাসগৃহ। ৬৭-৬৮

লোকালোক-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে বিশাল খাত বর্ত্তমান, সেই বিরাট খাত আমার সেই দেহের মস্তক, উহা দেখিতে অতি ভীষণাকার। অসীম ভূতগণের স্পন্দন উহার চৈতন্য। উহার অভ্যন্তরে এবং বহির্দ্দেশে নানারূপ জীবনিবহ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পরিব্যাপ্ত। এই দেহের বহির্ভাগে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্তর্ভাগে অন্যান্য প্রাণী ও কীটগণ বাস করে। উহার পাতালরূপ ইন্দ্রিয়বিবরে অসুর ও সর্পগণরূপ ক্রিমিসমূহ বাস করে। ঐ দেহের সপ্তসমুদ্র কোণে নানাবিধ জীবের আবাসভূমি; নদ, নদী, সাগর, দিক্, গিরি, দ্বীপ, জঙ্গল প্রভৃতি প্রদেশ অবস্থিত আছে, উহার ভিতরে নানাবিধশৈল এবং বিভিন্নপ্রকার জনগণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নদী, লতা, শক্রগণ, পদ্মসরোবর দ্বারা আমার সেই দেহ পরিপূর্ণ। ৬৯-৭২

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মানব! এই প্রকারে আমি এক পৃথিবীস্বরূপ হইয়া স্বীয় দেহে নদ নদী প্রভৃতি বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম। দেখা গেল, কোন স্থানে কামিনীকুল আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কোথাও যৌবনমদমত্ত রমণীবা মহানন্দে উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও বা জনসমূহ ভীষণ দুর্ভিক্ষবশতঃ অনাহারক্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করিতেছে। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে কোন স্থানে পৃথিবী ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা। কোথাও বানরেরা পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে

ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোনখানে চিতাগ্নিতে শবসমূহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও গ্রাম, নগর প্রভৃতি ভীষণ প্লাবনে ভাসিয়া চলিয়াছে। ১-৪

কোন স্থানে দুর্দ্দান্ত সামন্তরা পরধন লুটিয়া লইতেছে, কোন স্থানে উদ্দাম-প্রকৃতি রাক্ষস ও পিশাচসমূহ উৎপাত করিতেছে। কোথাও বারিপূর্ণ সরোবরের তীরোত্থিত জল দ্বারা সিক্ত শস্যক্ষেত্রের শস্যসমূহ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন স্থানে পর্ব্বতকন্দরোত্থিত প্রবল ঝটিকার সন্নিকটস্থ মেঘসমূহ দূরে সরিয়া যাইতেছে; কোন স্থানের জনসমূহ সুখ-সন্দেশে আনন্দাতিশয্যবশতঃ রোমাঞ্চিত-কলেবর হইতেছে। বারিবেগে উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ ক্রীড়ারত হওয়ায় বারিরাশিকে উন্নতোন্নত বোধ হইতেছে। কোন নিম্নভূমিতে শিলাখণ্ড-সমূহ শঙ্গবৎ পড়িয়া থাকায় তাহা ভীষণদর্শন হইয়াছে। কোন স্থানে নগরবাসীদিগের সগর্ব্ব পদসঞ্চালনে পৃথিবী কম্পান্বিত হইতেছেন। কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রে সামন্তগণ রণক্লান্ত সৈন্যগণকে বধ করিতেছে। কোন স্থানে চিন্তাহীন সামন্তরা নিশ্চিন্ত-ভাবে সুখে কালযাপন করিতেছে। কোথাও বিজন অরণ্য, দূরদেশ হইতে মাত্র বায়ুর সাঁ-সাঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কোন স্থানে কৃষককুল জঙ্গলস্থ শস্য কাটিয়া লইয়াছে, কোথাও বা তাহারা শস্য বপন করিতেছে। ৫-১০

কোন স্থানে শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্রসকল শোভা পাইতেছে, আবার কোন স্থানে হংস-সারস-পরিবেষ্টিত সরোবর-জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে মরুস্থলী, সেই মরুস্থলীতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হওয়ায় ধূলিরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, সেই ধূলিরাশিকে আবার স্তম্ভের মত বোধ হইতেছে! কোথাও ঘর্ঘররবে নদ-নদীর প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন স্থানে কৃষকগণ কর্তৃক জলসিক্ত উপ্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। ১১-১২

কোনও স্থানে বিপদাপন্ন জনগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিতেছে,—'আমাদের রক্ষা করুন।' কোথাও বট প্রভৃতি সুবৃহৎ বৃক্ষসকল ভূলগ্ন দীর্ঘ দীর্ঘ ঘনবিন্যস্ত শাখা বিস্তৃত করিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষসমূহের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়বে শাখা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোথাও সমুদ্রতটে ঘন-সন্নিবিষ্ট গিরিশিলাবৎ সুনিবিড় বৃক্ষসমূহ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করত সাগরতরঙ্গে আহত হইয়া কাঁপিতেছে। কোনও স্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি থাকায় তথায় সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া সূর্য্যদেব ক্রোধবশতঃ সেই সকল বৃক্ষের পত্ররস আকর্ষণ করিতেছেন। ফলে, শুষ্ক পত্রবগণ সঙ্কুচিত হইতেছে। কোনখানে পর্ব্বতশিখরবাসী হস্তিসমূহের বজ্রবৎ কঠিন দন্তাঘাতে পাদপসমূহ ধরাশায়ী হইতেছে। ১৩-১৭

কোন স্থানে যোগনিমগ্ন যোগিবৃন্দ নয়ননিমীলিত করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের সেই আনন্দে আমিও পরমানন্দ অনুভব করিলাম, আমার দেহে রোমাঞ্চ হইল। আমার এরূপও মনে হইল যে, কোন স্থানে মশক, মক্ষিকা, যূকা প্রভৃতি রহিয়াছে। কোথাও বা পুষ্পমুকুলশায়ী ভ্রমরকুলের পরম বৈরী গজসমূহ বপ্রক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। কোন প্রদেশ এরূপ শীতল যে, গাত্রচর্ম্ম লোল এবং জীর্ণ হইয়া যায়। তথাকার বারিসমূহ পাষাণে পরিণত হইয়াছে। কোথাও ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। কোনও স্থানে অঙ্গে ক্ষত হওয়ায় তথা হইতে কৃমিসকল নির্গত হইতেছে। কোথাও বৃক্ষমূল উচ্চ হইয়াছে, কোথাও বা জলে নিমগ্ন রহিয়াছে। কোন স্থানে বারিবর্ষণ জন্য স্বীয় দেহে জল লাগিতেছে বলিয়া শৈত্যনিবন্ধন রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলাম; কিন্তু তাহাতে কিছু সুখবোধও হইল। বারিবর্ষণের ফলে কোন স্থানে অঙ্কুরোদ্গম হইল। কোথাও মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চালিত পদ্মনাল-সমাচ্ছন্ন সরসী আমার দেহসংলগ্ন ছিল বলিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিলাম। ১৮-২৩

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত

একোনববতিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মাণ্ড দর্শনেচ্ছু হইয়া পৃথিবীবোধে যে ভূর্লোক হইলেন, উহা কি আমাদিগের দৃশ্যমান মৃৎপাষাণাদিময় ভূর্লোক, কিম্বা উহা মনঃ-কল্পিত স্বপ্নময় ভূর্লোক? ১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বৎস! যদি কল্পনা-দৃষ্টিতে প্রশ্ন কর, তবে এই মৃৎপাষাণাদিময় পৃথিবীকে সত্য বলা যায় না; কারণ, ইহাও তো মনঃকল্পনা-প্রসূত। আর যদি তত্ত্ব-দৃষ্টিতে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, তোমার এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীও কিছুই নহে, এবং আমি যে পৃথিবী হইয়াছিলাম, তাহাও কিছুই নহে। বাস্তবিক আমি যাহা, ঠিক তাহাই আছি। মনঃকল্পনাপ্রসূত নহে, এরূপ পৃথিবী কোথাও নাই। এই যে দৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ, ইহাও তো মানসিক কল্পনাপ্রসূত। যাহাকে সৎ কিংবা অসৎ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, উহাও তোমার মনোময়, আমি তো পরিশুদ্ধ চিদাকাশ-মাত্র। সেই চিদাকাশরূপী বিশুদ্ধ আমার যে পরমাত্মরূপ চৈতন্য-মূর্ত্তি, তাহারই নাম সঙ্কল্প। ২-৪

সেই চৈতন্য-স্ফূর্ত্তিই মন, উহাই পৃথিবী, উহাই জগতের পিতামহ ব্রহ্মা,

চিত্তাকাশ চিদাকাশে সঙ্কল্পকল্পিত নগরীর মত প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং ইহাই জানিবে যে, আমার যে সঙ্কল্প, তাহাই মন, সেই মনই ধারণার অভ্যাস দ্বারা পুষ্ট হইয়া বিরাট্ পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবী নহে —মন মনোময় বস্তু, চিদাকাশের বিলাস, চৈতন্যস্ফূর্ত্তি। বাস্তবিক ইহাতে চেত্যভাব কিছুমাত্র নাই। সকল সময়ে সেই মানস-কল্পনা আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে! কিন্তু যে সময় ইহাতে 'ইদং প্রত্যয়' অর্থাৎ এই পৃথিবী এইপ্রকার জ্ঞান হয়, সেই সময় ইহা মানসভাগ ত্যাগ করত মূর্ত্ত স্থূলভাব প্রাপ্ত হয়। বাচারম্ভণ শ্রুতিতে যে ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অনুসারে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, এই পৃথিবী কিছুই নহে; মানস-সৃষ্টির অতি সূক্ষ্ম-স্বরূপমাত্র। স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্যই যেরূপ নগরীর মূর্ত্তিতে প্রভাসিত হয়, সৃষ্টিসময়ে চিৎই সেইরূপ জগদাকারে অবস্থিত আছে। এই যে ভূমণ্ডলাদি ত্রিজগৎ দেখিতেছ, তুমি ইহাকে চৈতন্যরূপ শিশুর মনোরাজ্য-রূপে জ্ঞান করিবে। যেমন চিদ্রূপ আত্মার সঙ্কল্প চিদ্রূপ হইতে পৃথক্ নহে, তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডও ঐ সঙ্কল্প হইতে স্বতন্ত্র নহে। অথচ এই জগৎ সত্য-আত্মময়ও নহে, জড়পিণ্ডও নহে বা প্রোজ্জ্বলও নহে। ৫-১৩

যে পর্য্যন্ত না সম্যক্প্রকারে জ্ঞানলাভ হয়, সে পর্য্যন্ত এই দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব হয়, যে সময় সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়, তখন ইহার কিছুই বিদ্যমান থাকে না। আমি এ পর্য্যন্ত যে সকল উপদেশ দিয়া আসিতেছি, সেই সকল উপদেশ যদি তুমি সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার জ্ঞানলাভ হইবে। আমি সংক্ষেপে আবার বলিতেছি, এই শান্ত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য স্বয়ংই আপনাতে স্ফুরিত হয়েন; ইঁহাতে পৃথিবীরূপ, দৃশ্যরূপ, দ্বিত্ব, একত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই। যেরূপ বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি শুভ্র, পীত প্রভৃতি বর্ণোৎপত্তিতে আয়াসস্বীকার না করিয়াই আপনা হইতে ঐরূপ বর্ণাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিদাকাশ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। চিদাত্মা কোন কিছুই করেন না; নিজ স্বরূপও ত্যাগ করেন না; অতএব মনঃকল্পিত বস্তুও কিছুই নাই; এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহাও কিছুই নহে। চিদাকাশই সকল সময়ে পৃথিবীবৎ বোধ হয়। এই যে অসীম নির্ম্মল অটল আকাশ, ইহা সেই আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। এই চিদাকাশের স্বভাব-মাত্রের স্ফুরণ যেরূপ, ঠিক সেইরূপই আছে, কিন্তু প্রতিক্ষণে অদৃশ্য হয় বলিয়া এই অত্যচ্ছ আকাশই জগদাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। ১৪-১৯

সেই সময়ের ধারণা-কল্পিত পৃথিবী এবং এই পৃথিবী—এই দুইটি পৃথিবীই মহাচিতিস্বরূপ। ইহা তোমারই দৃষ্ট স্বপ্ননগরীর ন্যায় জগদাকারে বোধগম্য হইয়া

থাকে। তোমাদের এই পৃথিবীও আকাশস্বরূপ এবং আমার সেই পৃথিবী আকাশস্বরূপ। অজ্ঞানোপহিত আত্মার জ্ঞান জন্যই ইহা জগদ্ভাবে স্ফুরি হইয়া থাকে। যখন প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়, তখন এই পৃথিবী কিংবা আমা ধারণাকল্পিত পৃথিবী কিছুই বিদ্যমান থাকে না। ২০-২১

ত্রিকালভাবী ত্রৈলোক্যবর্ত্তী প্রাণিসমূহের ভ্রম কিংবা স্বপ্নসঙ্কল্প মনোরাজ্য অবস্থাতেই ঘটিয়া থাকে। হে অঙ্গ! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যে সকল পৃথিবী দেখিতেছ, সে সকলই সত্তাসামান্য, উহা চিৎসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আমিই সেই পৃথিবী ও সেই সকলের অন্তর্গত যে পৃথিবী, তাহাও আমি। এই নিমিত্তই আমি সেই পৃথিবীসমূহ দেখিতে পাইয়াছি এবং অনুভব করি সমর্থ হইয়াছি। হে রাঘব! এই পরমাত্মাই অজ্ঞানাবস্থায় স্বীয় বিশুদ্ধ স্বভাব ত্যাগ না করিয়াই, যথাস্থানে অবস্থিত এই পৃথিবীকে সদ্রূপ করিয়া ধার করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক তিনি কিছুই ধারণ করেন না। ২২-২৫

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত

নবতিতম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে সকল ব্রহ্মাণ্ডের কথা বিবৃত করিলেন, ঐ সকলের মধ্যে আরও অন্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘূত্তম! আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমি সে সময় পরমাত্মরূপী হইলেও পৃথিবীধারণায় জাগ্রৎ-পৃথিবীরূপী এবং স্বপ্ন-পৃথিবীরূপী হইয়া অন্তরমধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করিলাম যে, সকল স্থানেই ব্রহ্মাণ্ডসমুদয় অবস্থিত আছে। দৃশ্যপ্রপঞ্চ শান্ত শূন্য হইলেও দ্বৈতস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে। সর্ব্বত্র সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান এবং সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। এই বাহ্য আড়ম্বর সকলই শান্ত শূন্য সেই পরব্রহ্ম। পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল পদার্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নয়, সবই সেই চিদাকাশ। বাস্তবিক, এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ননগরীবৎ জাত পদার্থ। যথায় নানা, অ-নানা, নাস্তিত্ব, অস্তিত্ব, আমি ইত্যাদি কিছুই বিদ্যমান নাই, তথায় এই জগৎপ্রপঞ্চ আসিবে কোথা হইতে? ২-৬

ভ্রান্তিবশতঃ আমি প্রভৃতি দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও বাস্তবিক

ইহা নাই। আছে বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অজ অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ইহাই স্বীকার্য্য। যখন সৃজনের পূর্ব্বে একমাত্র চিদাকাশ ছাড়া অন্য কিছুই বিদ্যমান ছিল না, তখন চিদাকাশে প্রকাশমান এই ব্রহ্মাণ্ডকে স্বপ্নপুরীবৎ মিথ্যাই বলা কর্ত্তব্য। কোন সময়েই যখন ইহার অস্তিত্ব নাই, তখন ইহা নাস্তি বলাও চলে না ; কারণ, যে বস্তুর অভাব বোধ হইবে, পূর্ব্বে বা পরে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমি পৃথিবীর আকার ধারণ করিয়া যেরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ দেখিয়াছিলাম, জলাকার ধারণ করিয়া তদ্রূপ জলও দেখিয়াছিলাম। ৭-৯

যদিচ আমি অজড়, তাহা হইলেও জলধারণায় জড় জলস্বরূপ হইয়া সাগরাভ্যন্তরে গমন করিয়া বহুদিন গুলগুল শব্দ করিয়াছি। অলক্ষিতে তোমাদের গাত্রে যদি ক্ষুদ্র কীট উঠে, তাহা হইলে তোমরা যেরূপ বুঝিতে পার না, তদ্রূপ জলরূপী আমি অলক্ষিতে মৃদুমন্দগমনে তৃণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদির অন্তরপ্রান্তে উঠিয়াছি। কর্ণাহি (কেন্নু) যেরূপ ধীরে ধীরে দৃষ্টির অগোচরে কর্ণমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জলরূপী আমি ধীরগতিতে তৃণগুল্মাদির ভিতর প্রবেশ করিয়া সে সকলের অভ্যন্তরে বলয়বৎ ছিদ্র করিয়া দিয়াছি। জলরূপী আমি লতা, তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পল্লবে এবং ফলে রসরূপে অবস্থিতি পূর্ব্বক যথাসময়ে পরিপুষ্ট সেই সেই পল্লব প্রভৃতিরূপে অবস্থান করত সে সকলের রেখা রচনা করিয়াছি। জলরূপী আমি জলপানসময়ে প্রাণিগণের মুখ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করত বসন্তাদি ঋতুভেদে তাহাদের ধাতু বৈষম্য ঘটাইয়াছি। বায়ু, পিত্ত এবং কফ—এই তিনটি ধাতুকে কখন তাহাদের দেহে সুস্থির রাখিয়াছি, আবার কখন বা বিষম করিয়াছি। জঠরাগ্নি দ্বারা কতক সুপক্ব করিয়াছি, কতক বা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছি। ১০-১৪

হিমকণারূপে স্বয়ং অখিন্ন হইয়াও সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদিকে এক সময়ে পল্লবশয্যায় শুইয়াছি। আমি নদ, নদী, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়ের অভ্যন্তরে অবিরাম জলরূপে প্রবাহিত হইয়াছি, কখনও কখনও বা সেতুরূপ বন্ধুর অনুগ্রহে বিশ্রামলাভও করিয়াছি। আমি চৈতন্যরূপে অচৈতন্য জড়ভাগকে বিষয় করিয়া মাত্র সেই বিষয়ভাগরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃত চিৎস্বরূপের অনুসন্ধান করি নাই, জড়রূপে মাত্র জড়াশয়ে পরিভ্রমণ করিয়াছি। আমি জলপ্রবাহরূপে গিরিশৃঙ্গ হইতে পাপী ব্যক্তির ন্যায় সুগভীর গর্ত্তে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছি। জলসিক্ত কাষ্ঠ হইতে ধূমরূপে বাহির হইয়া আকাশ-সমুদ্রে সুনীল নক্ষত্ররূপ মণির অভ্যন্তরস্থ রত্নকণারূপে বাস করিয়াছি। ১৫-১৯

আমি মেঘাকারে ঘনকজ্জলবৎ নীলবর্ণ ধারণ করিয়া অনন্ত নাগের দেহে

ভগবান্ বিষ্ণুর মত বিদ্যুদ্বনিতার সহিত মেঘমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছি। যেরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বরূপে সর্ব্ববস্তুতেই অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ আমি পরমাণুময় সৃষ্টিতে পিণ্ডাকৃতি সকল বস্তুর ভিতরেই অলক্ষ্যে বাস করিয়াছি। আমি মধুর প্রভৃতি রসরূপে জিহ্বারূপ অণুর সহিত মিলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসাস্বাদ করিয়াছি; এই যে অনুভব, ইহা শরীরের নহে, উহা মাত্র জ্ঞানের। আর চেত্য বিষয় যাহা, তাহা আমি অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্য। আস্বাদকারী নরদেহ অথবা অপর কোন প্রাণী দ্বারাই আস্বাদিত হয় না; কারণ, উহাতে লেশমাত্র সুখ নাই, এই নিমিত্ত উহা আস্বাদনের যোগ্য নহে। মাত্র চিতিই প্রাণিগণের মোহোৎপত্তির নিমিত্তই অভ্যন্তরে চেত্যকে প্রকাশ করেন। ২০-২৩

আমি চতুর্দ্দিকে সমস্ত ঋতুর রসরূপে বহুবিধ পুষ্পরস ভোগ করিয়াছি ও মধুকরকে উচ্ছিষ্ট দিয়াছি। কল্পনাবশে আমি জড় হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জড়চেতন। এই চেতনরূপে সমুদয় জীবের দেহে আমি বাস করিয়াছি। শীকররূপে আমি পবনরূপ রথে আরোহণ করিয়া গন্ধকণার মত নির্ম্মল গগনপথে খেলা করিয়াছি। হে রাম! তৎকালীন সেই অবস্থায় আমি প্রতি পরমাণুতে জগতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। যদি চ আমি অজড়, তথাপি তৎকালে জলভাবনাবশে জড় হইয়া সকল বস্তুর মধ্যেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবে বাস করিয়াছি। তৎকালে আমি কদলীপত্রবৎ উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছি। আমি এই যে সকল উপদেশ করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ কিংবা অ-জগৎ, সাবয়ব বা নিরবয়ব, যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সে সকলই চিদাকাশ, এই যে চিদাকাশ, ইহা আকাশ হইতেও স্বচ্ছ। তুমিও কিছুই নহ, আর এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও কিছুই নহে। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সে সকলই একমাত্র পরমবোধস্বরূপ; এই যে পরমবোধ, ইহা দৃশ্যস্বরূপ কিংবা অদৃশ্যস্বরূপ নহে। অতএব হে রাম! তুমি অসীম চিদাকাশরূপে বিকসিত হও। ২৪-৩৯

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত

একনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, তৎপরে তেজো ভাবনা দ্বারা আমি সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র অবয়বযুক্ত তেজোরূপে প্রতিভাত হইলাম। আমি সকল সময়েই সত্ত্বপ্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া সমগ্র জগৎ ব্যাপৃত করত অবস্থিত রহিলাম। তখন অন্ধকারসমূহ এই অখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তস্করবৎ

পলাইয়া যাইলে, আমি প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজার মত পরিশোভিত হইলাম। রাজা যেরূপ নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত চরসমূহ দ্বারা পৃথিবীর প্রতি গৃহের সকল ব্যাপারই সর্ব্বসময়ে লক্ষ্য করেন, আমিও তদ্রূপ বর্ত্তিকা-শত-শোভিত প্রদীপাদির সহায়তায় তেজোরূপে সমগ্র জগৎ দৃষ্টিগোচর করিলাম।১-৩

নিখিল জগৎ দেখিয়া পুলকিত, পক্ষান্তরে আনন্দিত চন্দ্র-সূর্য্যাদির রশ্মিরূপ আমার রোমাবলীর উপরিভাগে আকাশসদৃশ নীলবস্ত্র উদ্‌গত হইল। কিন্তু উহা মদীয় গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিল না। অন্ধকার সকল রূপাদির দর্শন বোধ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সেই তেজোদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইল, নিখিল জগৎ তেজঃসংযুক্ত হইয়া নিরতিশয় আলোকোজ্জ্বল হইল, এই তেজঃ অন্ধকাররূপ তমাল-বৃক্ষের কুঠারস্বরূপ। অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বস্ত্র, মণি, মাণিক্য, মুক্তা, সুবর্ণ প্রভৃতিরূপ তেজোময় মানবের জীবনস্বরূপ। এই তেজঃ জ্যোৎস্নাদেবীর অঙ্কশায়ী শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি বর্ণরূপ তনয়ের জনক এবং পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। কারণ, এই তেজঃ অগ্নিদাহ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া থাকে অর্থাৎ অগ্নি সকল পদার্থকে একেবারেই ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, কিন্তু পৃথিবীকে কখনই একেবারে দাহ করিতে সমর্থ নহে। এই তেজঃ অত্যন্ত প্রীতিপরবশ হইয়া প্রতি গৃহে প্রদীপরূপ পুত্রকে সংস্থাপিত করিল। ৪-৮

অন্ধকারসমাচ্ছন্ন পাতাল-প্রদেশেও ঐ তেজঃ অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল। ভূতগণ-সমাকীর্ণ ধূলিধূসর পৃথিবীতেও উহা অৰ্দ্ধেক পরিমাণে দেখা দিল। উহা সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তির মহাপ্রকাশরূপে, দেবভবনের নিত্যতারূপে, ব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎগৃহের দীপরূপে, জল ও অন্ধকারের অন্তর্গ্রাসী সুগভীর কূপরূপে, দিগ্‌বধূগণের স্বচ্ছ-দর্পণরূপে, রাত্রিরূপ তুষারের পবনরূপে, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির সত্ত্বরূপে অর্থাৎ জীবনরূপে এবং গগনের কুঙ্কুমলেপরূপে অবস্থিত রহিল। এই তেজঃ দিবারূপ শস্যসমূহের ক্ষেত্রস্বরূপ, অন্ধকারাবৃত রূপসমূহের প্রকাশকারী বলিয়া যেন তাহার মূর্ত্ত অনুগ্রহস্বরূপ, আকাশরূপ সুবৃহৎ কাচপাত্রের প্রক্ষালনকারী জলস্বরূপ। ৯-১১

এই তেজঃ সমুদয় বস্তুর সত্তা প্রদান করে এবং প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত চিন্মাত্ররূপ পরমপদার্থের সহোদরস্বরূপ, ক্রিয়ারূপিণী নলিনীর সূর্য্যস্বরূপ, পৃথিবীর জীবনস্বরূপ, এবং চৈতন্যবৎ চাক্ষুষরূপ প্রত্যক্ষ এবং মানসিক প্রত্যক্ষের হেতুও ঐ তেজঃ। ইহা এই বিশাল জগদ্রূপ খাতমধ্যবর্ত্তী মহাসমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। গগনতলাবস্থিত নক্ষত্রনিকর সেই মহাসমুদ্রের রত্নরূপে প্রকাশ পাইল। দিন, ঋতু, বৎসররূপ স্ফীত বাড়বাগ্নি-জনিত বিক্ষোভ দ্বারা ঐ মহাসমুদ্র সর্ব্বসময়ে ফেনযুক্ত হইতে লাগিল।

চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপ তাহার উর্ম্মিমালার মধ্যে ধূলিসমূহ পড়ায় ঐ মহাসমুদ্র জল ব্যতীত পঙ্কময় হইল। এই প্রকারে সেই তেজঃ অক্ষয় মহাসমুদ্রবৎ বো হইতে লাগিল। এই তেজই স্বর্ণ প্রভৃতির বর্ণ, মনুষ্য প্রভৃতি জীবনিবহের বল, রত্নাদির জ্যোতিঃ এবং বর্ষ প্রভৃতির প্রকাশক বলিয়া জ্ঞান হইল এই তেজঃ জ্যোৎস্নাদেবীর লাঞ্ছননেত্রশোভাকারী চন্দ্রমুখ-ক্ষরিত স্নেহসুধা ও হাস্যরূপে প্রস্ফুরিত হইল। ১৩-১৮

এই তেজঃ কামিনীসমূহের কপোল-নেত্রাদি উজ্জ্বলকারী সহজ বিলাস স্বরূপে স্পর্দ্ধার সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি ঐ তেজোরূপ ধার করিয়া. যে সকল ব্যক্তি ত্রিলোককে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে, যাহাদের চপেটাঘাতে প্রবল বৈরী বিনষ্ট হয়, সেই সকল বীরপুরুষদিগের মস্তকে অশনিপ্রহাররূপে প্রকাশ পাইলাম, সিংহ প্রভৃতি বলবান্ জীবদিগের দেহে বলরূপে বিরাজিত হইলাম। কঠিন কবচভেদকারী খড়্গসকলের প্রহার জন্য প্রবল টঙ্কারশব্দে যে সকল ব্যক্তি দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলে, সেই সকল যোদ্ধৃগণের উদ্ভট গতিরূপে আমি প্রতীয়মান হইলাম। এইরূপে আমি দেবতার দেবত্ব, দানবের দানবত্ব, স্থাবর প্রভৃতির উন্নত্য, এবং সমগ্র ভূতের বলরূপে প্রকাশ পাইলাম। ১৯-২২

হে কমললোচন! তাহার পর আমি সেই ভাবনা-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের আকাশকোশে, মরুভূমিতে তোমাদের যেরূপ জলভ্রম উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জলভ্রমকর মরুস্থলীর ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া স্বীয় অন্তরে অনুভব করিলাম যে, সূর্য্য চতুর্দ্দিক্-প্রসারিত রশ্মিজাল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ-পক্ষীকে ধরিতেছেন। গিরিশ্রেণী ঐ ব্রহ্মাণ্ডপক্ষীর অঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভূভাগ অতি সামান্যই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সূর্য্যদেব চন্দ্র-কামিনী কুমুদিনীর কোশচক্রের অন্ধকার সমুদ্রে জগৎরূপ-ভবনের দীপস্বরূপ এবং দিনরূপ ফল-সমূহের বৃক্ষ-স্বরূপ ২৩-২৫

তাহার পর আমি ভাবনাবশে চন্দ্র হইয়া গেলাম। আমি সেই চন্দ্র হইলাম —যে চন্দ্র, অমৃতের হ্রদ, আকাশের মুখ, রজনীরূপিণী অভিসারিকা রমণীর হাস্য, নিশাচরদিগের আনন্দ, এই জগতে যে কিছু সুন্দর পদার্থ আছে, স সকলেরই উপমাস্থল, রজনী, রোহিণী এবং কুমুদিনীর প্রিয় পতি এবং জগতের তাবৎ লোকের বদন ও চক্ষুর আনন্দদায়ী পরম প্রিয়রূপে বিরাজিত আছেন। যে নক্ষত্রনিকর আকাশরূপ-লতার পুষ্পসমূহ ও স্বর্গের মশককুল হইয়া শোভা পায়, আমি সেই নক্ষত্ররূপে ভাবনা করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর আমি ভাবনাবলে রত্নে পরিণত হইলাম, যে রত্ন বিপণিতে বণিক্‌গণের তুলাদণ্ডের শোভা বিস্তার করে এবং যাহা সাগর দ্বারা তরঙ্গরূপ-হস্ত কর্ত্তৃক আন্দোলিত

অনন্তর আমি সমুদ্রজলপায়ী বাড়বাগ্নি হইয়া, আমাকে দেখিয়া ভীত, ছোট ছোট শফরী প্রভৃতি মৎস্যের সঞ্চরণ-কৌতুক দেখিলাম। তৎপরে আমি মেঘের বজ্রাগ্নি এবং শৈলের দাবাগ্নি হইয়া স্বীয় শরীরে জ্বালা অনুভব করিলাম। তাহার পর সামান্য বহ্নি হইয়া কাষ্ঠদহনকারী, কাষ্ঠবিদারণ জন্য উচ্চশব্দকারী, সর্ব্ব-প্রসারকারী অগ্নিজ্বলন অনুভব করিলাম। যজ্ঞাগ্নিরূপে আমার দেহে ঘৃতদাহও অনুভূত হইল। ২৩-৩১

এই অগ্নিভাব-ভাবিত হইয়া আমি কত ধনাগার দগ্ধ করিয়াছি ; একত্র বহু বাচাল মূর্খের বাদ-বিতণ্ডা হইলে যেরূপ প্রকৃত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দূর হইয়া যায়, তদ্রূপ ধনাগার-দাহসময়ে আমার তেজঃ মণি-মাণিক্য প্রভৃতির দীপ্তিকেও পরাভূত করিত। ভাবনা দ্বারা মুক্তাহার হইয়া আমি দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-রমণীগণের কুচমণ্ডলে শ্রান্তিবিনোদন করিয়াছি। খদ্যোতরূপে আমি রাজপথসঞ্চারী জনমর্দ্দের পদতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়াছি। কখনও বা রমণীর মুখ-তিলক হইয়াছি। ৩২-৩৪

শফরী যেরূপ সাগরে লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়, তদ্রূপ আমি কখন কখন বিদ্যুদ্রূপে মেঘের কোলে বেড়াইয়াছি ; কখনও বা চম্পককলিকাবৎ মনোরম সুকোমল অন্তঃপুরের দীপকলিকারূপ রমণীগণের রতিক্রিয়া দেখিয়াছি। আবার কখন বা সেই দীপকলিকায় কজ্জলপাত হওয়াতে প্রভাহীন হইয়া আমি কচ্ছপবৎ সঙ্কুচিতশরীরে অবস্থান করিয়াছি। কখন বা মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ড অগ্নিরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইলে মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় কজ্জল সদৃশ সুনীল আকাশে লীন হইয়া গিয়াছি। কখনও বাড়বাগ্নিরূপে কল্পান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় জল পান করিয়াও যখন দেখিলাম, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও জলরাশি আকাশবৎ শূন্য হইয়াছে, সেই সময় আমি গগনদেশে নৃত্য করিয়াছি। ৩৫-৩৯

অঙ্গাররূপ-দন্ত, জ্বালারূপ-বাহু, বিলোল ধূমকবরী সদৃশ প্রচণ্ডবহ্নিরূপে সকল জীবকে উদরস্থ করিয়া এবং সমগ্র সলিল শুষ্ক করত কাষ্ঠ প্রভৃতি সমুদয় বস্তুকে আমার খাদ্য করিয়াছি. কখন আমি কর্ম্মকারগৃহে লৌহভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার লৌহমুদ্গার ও প্রস্তর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরণ করিয়াছি। কখন মহামূল্য মণিরূপে সুবৃহৎ পাষাণখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করত নিখিল জীবের দৃষ্টির অগোচরে শতযুগ কটাইয়াছি ৪০-৪৩

শ্রীরাম বলিলেন, হে মানদ মুনে ! আপনি যে সময় এইরূপে অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন আপনি সুখ বা দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন, আমার জ্ঞানবর্দ্ধনের নিমিত্ত উহা আমাকে বলুন। ৪৪

বশিষ্ঠ বলিলেন, মনুষ্য নিদ্রিতাবস্থায় যেরূপ সচেতন হইয়াও জড়ভাবাপন্ন হয়, তদ্রূপ চিদাকাশ দৃশ্যভাবযুক্ত হইলেও নিজকে জড়রূপে বোধ করেন চিদাকাশ যখন আপনাকে পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান করেন, তখন তিনি নিদ্রিত হইয়া জড়বৎ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অন্যথা তিনি যেরূপ, সেইরূপই থাকেন। তাঁহার পক্ষে পৃথিবী প্রভৃতি রূপ বাস্তবিক সৎ নহে, অসৎ। ব্রহ্ম দ্রষ্টা ও দৃশ্যে প্রতিভাত হইলেও সর্ব্বসময়েই বিকারহীন ভাবেই অবস্থান করেন। যে ব্যক্তির এইরূপ সত্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাহার নিকট এ সকল একই, পঞ্চভূত বা দ্রষ্টা, দৃশ্য, ভ্রান্তি, এ সকল তাহার নিকট কিছুই নাই। সে সময় আমি বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যদি ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ভাবনা দ্বারা এ সকল করা সম্ভবপর নহে। ৪৫-৪৯

সিদ্ধান্ত দ্বারা যখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরাময় আত্মাই এই অখিল দৃশ্যরূপে পর্য্যবসিত হইতেছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আমি সে সময় ব্রহ্মপদে থাকিয়া আত্মাকেই দেখিয়াছিলাম। আমি যদি পঞ্চভূত-ভাবনায় জড়ই হই, আমার যদি চৈতন্যই না থাকে, তবে আমি পৃথ্ব্যাদি হইয়াছিলাম বলিয়া অনুভূত হইত না। সুষুপ্তিসময়ে আমি ঘুমাইলাম, এইরূপ জ্ঞান থাকায় নিদ্রিত ব্যক্তি চেতনপ্রাপ্ত হইলেও সুষুপ্তিজনিত অজ্ঞানরূপ প্রাপ্ত হয় বটে; তবে স্বপ্রকাশ বর্ণনাতীত একরূপ কোন পদার্থের অনুভব সে সময়ে থাকিবেই। জ্ঞানের উদয় হওয়াতে যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ, তাহার এক আধিভৌতিক দেহ শান্ত হয়; তাহার জ্ঞানপূর্ণ আতিবাহিক দেহের ক্রমশঃ উদয় হয়। যোগী যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহকে কখন সূক্ষ্ম, কখন বা বিশাল করিতে সমর্থ হন। সেই আতিবাহিক দেহ অবস্থায় যোগী জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন। অত্যন্ত দুর্ভেদ্য কঠিন শিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, আবার তাহার মধ্য হইতে নির্গত হইবার শক্তি ঐ জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, এই অবস্থায় আকাশ পাতাল সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিবার শক্তি জন্মায়। ৫০-৫৫

সেই সময়ে আমি জ্ঞানময় দেহে সেই সকল ব্যাপার করিয়াছিলাম। হে রাম! যে সকল ঘটনা আমি তৎকালে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই সকল চিন্ময় দেহেই করিয়াছিলাম। সেইরূপ চিন্ময় দেহে আকাশ-পাতাল, অধিক কি, বজ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার শঙ্কা নাই। জ্ঞানময় দেহে জড় অজড় সমুদয় বস্তুতেই সেই চিদাকাশ সমভাবেই বিদ্যমান। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার কি কোনরূপ কষ্ট হইবার

সম্ভাবনা আছে? যদি ইহার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে কি সে ব্যক্তি রূপ ঘুরিয়া বেড়াইত? পণ্ডিতবর্গ মাত্র জ্ঞানকেই অব্যয় আতিবাহিক দেহরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এখন তুমিও সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক শরীরই অনুভব করিতেছ। ৫৬-৬০

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ‘আমিই একমাত্র চিৎ’ এইরূপ ভাবনা দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অস্তগত করিয়া আত্মস্বরূপে সৎ এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপে অসৎ হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যেরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় যে ব্রহ্মাণ্ডকে বর্ত্তমান বলিয়া দেখিতেছি, কিন্তু স্বপ্নে তাহা অবর্ত্তমান হইয়া থাকে, এবং স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকৃত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহা যেরূপ প্রবুদ্ধ অবস্থায় মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানদৃষ্টিতে সত্যরূপে বোধগম্য এই ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। ৬১-৬২। যেরূপ মনোরাজ্য-কল্পিত অঙ্গার-নদীর প্রজ্বলিত-শিখা-সঙ্কুল তরঙ্গ কল্পনাকারী ব্যক্তির দেহসংলগ্ন হইলে তাহার কোনরূপ কষ্ট হয় না, অধিকন্তু কৌতুক অনুভব করে, তদ্রূপ স্বেচ্ছায় প্রস্তরাদিভাব প্রাপ্ত হইলে সেই চিদাকাশের কোনরূপ কষ্টই হয় না। তাহার পর আমি অগ্নি-ভাবনা দ্বারা অগ্নিরূপে কজ্জলরূপ-ভ্রমরনিকরে পরিশোভিত অগ্নিবর্ণ কিংশুক-পুষ্প বিকসিত করত সমস্ত অরণ্য অগ্নিময় করিয়াছিলাম। হে অঙ্গ! এই প্রকারে আমি প্রোজ্জ্বল খল-সম্পদের মত অস্থির অগ্নিজ্বালারূপে উদিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব হইতে অন্তর্হিত হইলাম। আমি অগ্নিরূপ ধরিয়া প্রতি পরমাণুর অভ্যন্তরে এইরূপ অনেক ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছি। হে রাম! আমার দৃষ্ট সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড এবং তোমাদের দৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডও চিদাকাশ হইতে পৃথক্ নহে। তোমাদের স্বপ্নকালীন দৃষ্ট নগর-শৈলাদিই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ৬৩-৬৬

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, তাহার পর আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া বায়বী ধারণা করত বায়ুভাবনা দ্বারা অসীম বায়ুরূপে পরিণত হইলাম। যে বায়ুরূপ আমি ধারণ করিলাম, উহা লতারূপ রমণীর নৃত্যশিক্ষক; পদ্ম, উৎপল, কুন্দ ইত্যাদি সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধকণাবহনকারী; অনায়াসে নীহারবিন্দু অপহরণকৌশলী; রতিশ্রান্ত সর্ব্বাবয়বের স্ফূর্ত্তিসম্পাদনদক্ষ; তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতির নৃত্যশিক্ষাদাতা; লতা, ওষধি, পুষ্প প্রভৃতির গন্ধে আমোদিত। ১-৪

শুভসময়ে বায়ু প্রশান্ত, স্নিগ্ধ ও সৌরভশালী; কিন্তু যে সম প্রলয় উপস্থিত হইল, তখন বায়ু প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল। সেই বায়ু বেগে গিরিশ্রেণী তৃণবৎ ভাসিতে লাগিল। যে বায়ু নন্দনকাননের পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পনিচয়ের মকরন্দ পরাগ দ্বারা অরুণবর্ণ, আবার সেই বায়ুই নরকের অঙ্গাররাশিযুক্ত ভয়ঙ্কর তুষারপাতে জাজ্বল্যমান হইল; এই বায়ু সমুদ্রে মন্দ মন্দ তরঙ্গ তুলিয়াছিল, এই বায়ুই গগনের মেঘাপসারণ করিয়া চন্দ্ররূপ-দর্পণকে ধীরে ধীরে মুছাইয়াছিল। এই বায়ুই নক্ষত্রচক্ররূপ-বাহিনীর দ্রুতগামী রথ, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ-যান বহন করে। এই বায়ুই মনোবৎ বেগশীল, মনে হয়, ইহা বুঝি মনের এক সহোদর। আমি বায়ুমূর্ত্তিতে নিরবয়ব হইলেও সর্ব্বাঙ্গ-যুক্ত এবং নন্দনকাননের চন্দনবৃক্ষকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতাম। ৫-৯

পবনে প্রবহমান তুষারবিন্দুসকল বৃদ্ধদশায় আমার পক্ক শরীররোম হইয়াছিল এবং উহার গন্ধ আমার যৌবনমদে পরিণত হইয়াছিল। ঋষির মৃদুতাধর্ম্ম আমার শৈশবকাল হইয়াছিল। বায়ুরূপী আমি গন্ধ বহিয়া নন্দনবনে মধুরভাবে বেড়াইতাম, বন হইতে কুবেরের চৈত্ররথ বহন করিয়া আনিতাম। রমণীর সুরতক্লান্তি বিদূরিত করিতাম। ভাগীরথীর তরঙ্গমালা বহুক্ষণ আন্দোলিত করিয়া ক্লান্ত হইতাম। প্রকৃত পরিশ্রম কি, তাহা বোধ ছিল না; কিন্তু লোকের অত্যন্ত পরিশ্রমও অপনোদন করিতাম। বিলোল-পল্লব-হস্তা ভ্রমরনেত্রা পুষ্পভারাবনতা লতারমণীকে বায়ুরূপে আমি চঞ্চল করিয়াছি। ১০-১৩। চন্দ্রমণ্ডলের সুধা পান করিয়া আমি মেঘরূপ শয্যায় শুইয়াছি। পদ্মবন আলোড়িত করিয়াছি; কামুকগণের সুরতক্লান্তি দূর করিয়াছি; আকাশগামী অশ্ব হইয়াছি; ধূলিসমূহ উড়াইয়া দিয়াছি; এক হস্তীকে মদগন্ধ দান করত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর হস্তীকে ক্রোধোন্মত্ত করিয়াছি; বিদ্যুদ্রূপ-গোপগণের বাঁশী লইয়া তাহার ধ্বনিতে আমি মেঘরূপে গো-মহিষ প্রভৃতি পশুদিগকে পালন করিয়াছি। আমি জলবিন্দুরূপ-মুক্তা-সমূহের সূত্ররূপে বাস করিয়াছি। ধূলিধ্বংসকারী বারিবিন্দুকে শুষ্ক করিয়া তাহার শত্রুতা করিয়াছি। আমি গগনপুষ্পের গন্ধ, সকলশব্দের সহোদর, সমগ্র জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক ও জীবনিবহের দেহস্থিত নাড়ীরূপ-প্রণালীর অভ্যন্তরে জলরূপে বাস করিয়াছি। ১৪-১৭

মর্ম্মস্থানের কর্ম্মকারগণের আমিই একমাত্র আত্মা স্বরূপ অর্থাৎ সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। হৃদয়রূপ-গুহাবাসী সিংহ-স্বরূপ। বহ্নির বলজ্ঞ অর্থাৎ কোন্ অগ্নি বলবান্, কোন্ অগ্নি দুর্ব্বল, তাহা আমি জানিতে

পারি। যে অগ্নিকে দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাকে নিবাইয়া দিই, আর যাহাকে বলবান্ দেখি, তাহাকে আরও প্রতপ্ত করি। সকল সময়েই আমি খচারী। গন্ধরূপ-রত্ন আমি লুঠ করিয়াছি; আকাশ-যানরূপ-নগর ধরিয়াছি। দীপরূপে অন্ধকারের চন্দ্রস্বরূপ হইয়াছি। শৈত্যরূপ চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান ক্ষীরোদসমুদ্র হইয়াছি; প্রাণ ও অপানবায়ুরূপ অতিসূক্ষ্ম রজ্জু দ্বারা জীবগণের শরীর-যন্ত্র পরিচালনা করিয়াছি। সকল দ্বীপের বৈরিতা ও বন্ধুতা—উভয়রূপই করিয়াছি অর্থাৎ সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া তাহার দ্বারা কোন দ্বীপ ধ্বংস করিয়াছি, এবং তাহার মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা অপর দ্বীপের পুষ্টিসাধন করিয়াছি। সকল দ্বীপেই প্রবাহিত হইয়াছি।১৮-২০

আমি সম্মুখবর্ত্তী হইয়াও সকলের দৃষ্টিবহির্ভূত মনোরাজ্যের মত কালযাপন করিয়াছি; তালবৃন্তরূপ তৈলে তিল হইয়াছি, স্পন্দরূপ হস্তীর বন্ধনস্তম্ভ হইয়াছি, ভাগীরথী-প্রবাহ যেরূপ নানা প্রকার বর্ণরূপ-তরঙ্গমালাকে ধূলিমিশ্রিত করত এক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমি প্রলয়কালীন ঝটিকারূপে মুহূর্ত্তমধ্যেই সকল পর্ব্বতই উৎপাটন করিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছি। ধূম, মেঘ, ধূলি এবং বারির সঞ্চালনকারী প্রচণ্ড বায়ু হইয়াছি, আকাশ-গন্ধ-প্রবাহ যাহার মধু, সেই আকাশরূপ-পদ্মের আমি মধুকর হইয়াছি। আমার ঝটিকারূপ-দেহ দ্বারা বেষ্টন-যুক্ত জীর্ণ পত্রসকলকে আমি ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছি। আমি স্পন্দরূপ পদ্মবনের বিকাসকারী সূর্য্য হইয়াছি; শব্দরূপ বৃষ্টির মেঘ হইয়াছি; আমি বায়ুরূপে গগন-বনে হস্তী, দেহরূপ-ভবনে শব্দকারী ঘরট্টযন্ত্র, অলিশ্রেণী এবং বনকদম্বরূপ-নায়িকার আলিঙ্গনে আমি নায়ক হইয়াছি। ২১-২৫

বায়ুরূপী আমি হিম, ঘৃত প্রভৃতির একত্রীকরণ, গন্ধাহরণ, শৈত্য-সম্পাদন প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকায় প্রলয়ক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিতে পারি নাই। তেজ যেরূপ রস আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তেজের সহোদরবৎ আমি রসের আকর্ষণে ব্যস্ত থাকিতাম। অপহরণ ও গ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ত্তা হস্ত প্রভৃতি অঙ্গের পরিচালন করিতাম; নাড়ীপথ দিয়া আমি দেহপুরে বাধাহীনভাবে যাতায়াত করিতাম; অন্ন-রসময় শরীরভাণ্ডে আমি প্রাণ-অপানাদিরূপে আয়ুরূপ মণির রক্ষণ এবং ব্যয়ে ইচ্ছামত ব্যবহারকারী মহাবণিক্ হইতাম। শরীররূপ নগর কখন ভাঙ্গিতাম, কখন বা নির্ম্মাণ করিতাম। অন্নরস, মল, শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সারাংশ, রক্ত, মজ্জা, বাতপিত্ত ও কফধাতুকে স্বতন্ত্র করিবার কৌশলও আমি আয়ত্ত করিয়াছিলাম। আমি বায়ুভাবে অবস্থিতি করিয়াও প্রতি অণুতে অনেক ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছি এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের আমি পৃথ্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছি; কিন্তু আমার অসীম

সুবিস্তৃত চিদাকাশরূপ সব সময়েই একই ভাবে বর্ত্তমান, কোনও দিন তাহা অন্যথা হয় নাই। ২৬-৩০

হে রাম! যদি কল্পনাদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাইবে, প্রতি পরমাণুতেই সৃষ্টিপরম্পরা চলিয়াছে; কিন্তু যদি পরমার্থদৃষ্টিতে দেখ, তবে বুঝিবে যে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই। আর শূন্যাকারে কি প্রকারেই বা থাকিবে? প্রতি পরমাণুতে যে সকল ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছি, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডেও চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, মহাসমুদ্র, দিগন্তর, লোকান্তর, লোকপতি, ক্রিয়া, কাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ভাব, অভাব, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সকলই বিদ্যমান। হে রাম! এই প্রকারে আমি ত্রিলোকরূপ পদ্মমধ্যে কথিত পঞ্চভূতরূপে বিহার করিয়াছি। জীবনিবহের মৃত্তিকা, বারি, বায়ু এবং তেজের সমষ্টিভূত বৃক্ষশরীরে বাস করিয়া মূলদেশ দিয়া মৃত্তিকারস পান ও অনুভব করিয়াছি। সুধাপরিপূর্ণ চন্দনের ন্যায় শৈত্য প্রভৃতি গুণশোভাযুক্ত তুষারশয্যায় শয়ন করিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াছি। চারিদিকে সর্ব্ব ঋতুতে বনমধ্যে অবস্থান করিয়া আমি নানাবিধ সুগন্ধি-পুষ্পের মধু পান করিয়াছি। পীতাবশিষ্ট মধু মধুকরকেও কিছু কিছু দিয়াছি। ৩১-৩৮

আমার কামেচ্ছা না থাকিলেও শিরীষকুসুমবৎ সুকোমল সুনীল কেশকলাপশোভী সুর এবং গন্ধর্ব্বসুন্দরীগণের অঙ্গে কামভাববর্জ্জিত হইয়া বাস করিয়াছি। আমি কলহংসীর সহিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম প্রভৃতি জলজাত পুষ্পশোভিত কমলসরোবরে কলরব করিয়াছি। জগদাকারে আমি নদীগণকে শিরার মত, প্রাণিগণকে রোমবৎ এবং গিরিশ্রেণীকে অস্থির ন্যায় নিজদেহে ধরিয়াছি। যে সকল পর্ব্বত জগদ্বিখ্যাত, সেই সকল পর্ব্বত, সুদীর্ঘ নদীরূপ সূত্র এবং সাগর আমার অঙ্গে সে সময়ে প্রতিবিম্ব-যুক্ত দর্পণবৎ অবস্থিত ছিল। ৩৯-৪৩

সেই সময় আমার দেহে অতীত সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি সচেতন জীবগণ উৎকুণ ও মশকবৎ অবস্থান করিয়াছে। শুক্ল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণধারী সূর্য্য প্রভৃতি আমার দয়াতেই অবস্থান করিয়াছিল; সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র আমার বাহুর প্রকোষ্ঠদেশে বলয়বৎ সন্নিবিষ্ট ছিল। আমি অলক্ষ্যে বিদ্যাধর-কামিনীগণের দেহ স্পর্শ করিয়া তাহাদের শরীরে আনন্দজনিত রোমাঞ্চ উৎপাদন করিয়াছি, নদীরূপ শিরা, বারিরূপ মজ্জাযুক্ত, ছিদ্রের সহিত সকল ব্রহ্মাণ্ড আমার দেহের অস্থিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। উডুম্বরের ভিতর মশক যেরূপ বাস করে, সেইরূপ আমার তৎকালীন দেহে আকাশবিহারী অগণ্য ঐরাবত প্রভৃতি হস্তী বাস করিয়াছিল। ৪৪-৪৯

হে রাম! আমি ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধরিয়াছিলাম। সমগ্র পাতালপ্রদেশ আমার পদ হইয়াছিল, পৃথিবী উদর এবং আকাশ মস্তক হইয়াছিল। তত্রাপি আমি পরমাণুভাব ত্যাগ করি নাই। চারিদিকে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাকারে নিখিল কার্য্য করিলেও আমি অসঙ্গ এবং শূন্যরূপে অবস্থান করিয়াছিলাম। কিঞ্চিত্ত্ব, অকিঞ্চিত্ত্ব, অবয়বত্ব, নিরবয়বত্ব, জড়ত্ব, চেতনত্ব প্রভৃতি সকলই অনুভব করিয়াছি। মৈনাক সদৃশ অন্যান্য গিরিসকল সমুদ্রমধ্যে যাইয়া অন্তর্লীন হইলে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী সেই সকল স্থান যেরূপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ বহু জগৎ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। দর্পণ যেরূপ নিজমধ্যে প্রতিবিম্ব ধরিয়া থাকে, তদ্রূপ আমিও আমার দেহে প্রকাশ ও অপ্রকাশমান অনেক ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছি। ৫০-৫৪

চৈতন্য যেরূপ স্বপ্নসময়ে নানা পদার্থ সৃষ্টি করে, তদ্রূপ আমি আকাশরূপে অবস্থিত হইয়াও মায়াবশে এইরূপ আপনাতে জল, বায়ু, বহ্নি ও ভূমি সৃষ্টি করিয়াছি। তৎকালে আমি গগনমধ্যে প্রতি পরমাণুতে সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছি। স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ভিতর আবার যেরূপ স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের ভিতরও আবার যেরূপ স্বপ্ন, তদ্রূপ পরমাণুর অভ্যন্তরে যে জগৎ দৃষ্টিগোচর হইল, সেই দৃষ্ট জগতের অভ্যন্তরস্থ পরমাণুর ভিতরেও আবার জগৎ দেখিলাম। ৫৫-৫৭

আমি স্বয়ং দ্বীপ-কুণ্ডল-শোভিত ভূমণ্ডলে পরিণত হইয়াছি, কিন্তু সর্ব্বস্বরূপে কিছুই পরিব্যাপ্ত করত অবস্থান করি নাই, সে সকলই আমার দেহের একাংশে ঘটিয়াছিল। আমি পুরুষাদি দেহ ধারণ করিয়াই তৃণ, লতা প্রভৃতির অঙ্কুরোৎপাদন করত পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়াছি। যে সময় আমি সমগ্র দ্বৈতভাবের ধ্বংসকারী জ্ঞানকাল পাইয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছি, সেই সময় আমাতে এই যে অসংখ্য জগৎ, ইহার কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল না বা থাকিতেও পারে না। চিতির মধ্যে যে সমুদয় আত্মচমৎকৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ হইতেই স্বীয় সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপ চমৎকারভাব ব্রহ্মাণ্ডে আরোপ করত প্রকাশ করে, তাহাই এই সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৫৮-৬১

আমি এত যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে ইহা কিছুই নহে। পরমার্থ চমৎকার ব্যতীত ইহার মধ্যে অপর কিছুই নাই! অধ্যারোপে আত্মাই বিশ্বরূপ এবং সর্ব্বকর্ত্তা অপবাদে তিনিই পরিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। ফল কথা, যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর করিতেছ, এ সকলই ব্রহ্মময়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট সর্ব্বগ আত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ের আশ্রয়, এবং সর্ব্বত্র গতিশীল।

অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট তিনি যে কি বস্তু, তাহার ধারণা আমার না আকাশগর্ভবৎ নির্ম্মল চিদাত্মার এই যে সৃষ্টিপরম্পরা প্রতিভাত হইতেছে, ইহাকে তাপাভ্যন্তরস্থ উষ্মার মত স্বতন্ত্র বলিয়া জানিবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোনরূপ পার্থক্য অনুভব করা যায় না, অথবা কোনরূপ পার্থক্য না অসীম সৎই একমাত্র বর্ত্তমান।৬২-৬৫

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভাবনাবলে এইপ্রকারে আমি জগৎ দর্শন করিবা পরে উক্তপ্রকার কৌতুকদর্শন হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমার পুর্ব্ব-সমাধিস্থান সেই আকাশমধ্যস্থিত কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সে কুটীরাভ্যন্তরে চারিদিক্ দেখিয়াও আমার নিজদেহ কোথাও দৃষ্টিগোচ করিলাম না। মাত্র দেখা গেল, অন্য এক সিদ্ধ সমাধিমগ্ন অবস্থায় অভীষ্ট প পাইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন; বীরাসনে উপবেশন কর সমাধি দ্বারা নিশ্চল শান্তরূপে রহিয়াছেন; নবোদিত প্রাতঃসূর্য্যের ন্যা দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নিবৎ উগ্রতাহীন এবং নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছেন। ১-৩

বীরাসনে উপবেশন করার জন্য তাঁহার অণ্ডকোষ সংযুক্ত-পদদ্বয়ের দুই গোড়ালির মধ্যদেশে রহিয়াছে। বিশাল দুই স্কন্ধ অল্প পরিমাণে নি এবং গ্রীবাদেশ সরলভাবে থাকিলেও শঙ্খবৎ বন্ধুরভাবসম্পন্ন। তাঁহার মন বহির্বিষয় হইতে অতীত, উদার পরম পদার্থে লীন। বদনমণ্ডল প্রফুল্ল; শীর্ষদেশ উন্নত; করদ্বয় নাভির নিকটে উত্তানভাবে রহিয়াছে এবং উহা হইতে দীপ্তি বহির্গত হইতেছে; দেখিয়া মনে হয়, যেন হৃৎকমল হইতে তেজ বহির্গত হইয়া স্ফুরিত হইতেছে। ৪-৬

পক্ষ্মসমূহ পরস্পরসংলগ্ন নেত্রদ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত থাকায় বাহ্যবস্তুর দৃষ্টিশক্তি তিরোহিত হইয়াছে। রাত্রিকালের নিমীলিত-কমলনয়ন নিবাত, নিষ্কম্প, প্রসুপ্ত সরসীর মত তাঁহাকে দেখাইতেছে। উৎপাত-বিরহিত গগনবৎ প্রশান্ত অন্তঃকরণকে সুস্থির রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই। ৭৮

নিজ দেহের পরিবর্ত্তে এইরূপ এক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া আমি স্থিরভা

কাবলাম। আমি ইহার পূর্ব্বে বিচার করত বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তপশ্চরণ করিয়াছিলাম, এই মহাসিদ্ধপুরুষও তপস্যার নিমিত্ত সেইভাবে ানে আসিয়াছেন। আমার মনে হইল, ইনি সমাধিযোগস্থান পাইব কি না, চিন্তা করিয়া ভাবনা দ্বারা এই স্থান পাইয়াছেন। তদনন্তর আমি যখন ন্তা করিলাম, মৎসৃষ্ট বস্তু কিছুই নহে, সমস্তই অলীক, তখনই আমার সেই ল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সিদ্ধপুরুষের সমাধিস্থানও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—রহিল কমাত্র আকাশ। স্বপ্নকালীন সঙ্কল্প নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হইলে স্বপ্নকল্পিত নগরী যেরূপ সপ্রাপ্ত হয়, সেইপ্রকার সেই স্থান ধ্বংস হওয়ায় সেই যোগমগ্ন সিদ্ধপুরুষও শ্রয়ের অভাবে অধোদেশে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। মদীয় সঙ্কল্পক্ষয় জন্য স্থান যখন বিনষ্ট হইয়া গেল, সেই সমাধিমগ্ন ব্যক্তিও তেমনই মেঘ হইতে যরূপ বারিধারা পতিত হয়, সেইরূপ নিম্নতলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। খিয়া মনে হইল, যেন প্রলয়সময়ে চন্দ্রমণ্ডল খসিয়া পড়িতেছে; আকাশতল ইতে মেঘ যেন খসিয়া পড়িতেছে ৯-১৬

পুণ্যক্ষয় হইলে বৈমানিক যেরূপ ভূতলে পড়ে, মূলোচ্ছেদ হইলে মহীরুহ েরূপ পড়িয়া যায়, সেইরূপ সেই যোগীও আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-ণ্ডের ন্যায় পড়িতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে, এই কুটীও পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করুক, এইরূপ আমার সত্যকল্পনার যেমনই পশম হইল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সেই কুটীধ্বংস এবং যোগীরও অধঃপতন হইল। ১৭-১৮

তদনন্তর আমি সেই যোগীকে মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত তনশীল সেই যোগীর সহিত আতিবাহিক দেহে গগন হইতে পৃথিবীতে বতরণ করিলাম। প্রবহ-নামধেয় বায়ু-যানের অন্তঃপ্রবিষ্ট বারি যেরূপ আবর্ত্তবৎ ঘুরিয়া থাকে, সেই যোগীও সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সপ্তদ্বীপ ও াগরের পরপারস্থিত দেবগণের ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইয়া পতিত হইলেন। াহার প্রাণ ও অপানবায়ু সেই সময় ঊর্দ্ধগামী ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি তনাবস্থায় পদ্মাসন বন্ধন করিয়া মাটীতে পড়িলেন। তিনি এইরূপে বিক্ষোভিত লেও প্রবুদ্ধ হইলেন না; চেতনহীন পাষাণবৎ অচল হইয়া তুলার ন্যায় লঘুভার থবা প্রস্তরবৎ ভারযুক্ত হইয়া রহিলেন। ১৯-২২

তখন আমি তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ সত্যসঙ্কল্প দ্বারা মেঘরূপে বারিবর্ষণ এবং ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিলাম। বর্ষাকালে ময়ূর রূপ জাগরিত হয়, এই বারিবর্ষণ ও করকাপাতের ফলে সেই মুনিও সইরূপ প্রবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার দেহসৌন্দর্য্য প্রফুল্ল এবং নেত্রদ্বয় উন্মীলিত

হইল। বারিধারাপরিব্যাপ্ত সেই যোগী বর্ষাকালীন অম্বুজাকরবৎ দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ প্রশান্ত হইলে পরমার্থ-বিচ্যুত ব্যুত্থিত সেই যোগীকে সরলভাবে প্রশ্ন করিলাম, হে যোগিবর! আপনি কোথায় অবস্থিত আছেন এবং কি করিতেছেন? আপনি কে? এই যে আপনি এত উচ্চ হইতে পতিত হইলেন, তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না কেন? ২৩—২৭

আমার এই কথা শুনিয়া সেই যোগী মৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করত, চাতক যেরূপ মেঘের নিকট মধুর শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ মধুরস্বরে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, মহাত্মন্! আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্। পূর্ব্বে আমি আমার অতীত ঘটনাসকল স্মৃতিপথে আনয়ন করি, তাহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিতেছি। ২৮ ২৯

আমার প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়া চিন্তা করিতেই দিবসের সকল ঘটনাই যেরূপ সন্ধ্যাকলে স্মরণ করিলে সহজেই স্মৃতিপথে উদয় হয, সেইরূপ স্মরণ করিয়া অবগত হইলেন। তৎপরে চন্দ্রকিরণবৎ স্নিগ্ধ আনন্দজনক সুখাবহ মিষ্টবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! এখন আমি আপনাকে চিনিয়াছি, আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। প্রথম-দর্শনেই যে আপনাকে অভিবাদন করি নাই, তজ্জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করুন; কেন না, ক্ষমাই সাধুব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ। হে মুনে! মধুকর যেরূপ মধুলোভে প্রতি পদ্মের উপর ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ আমিও বহু দিন ভোগসুখের মোহে মোহগ্রস্ত হইয়া দেবোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি। তাহার পর যখন জ্ঞান হইল যে, আমি এই দৃশ্যরূপ নদীকূলে আমোদোন্মত্ত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে তরঙ্গমালার সহিত একেবারে অতল মহাবর্ত্তে পতিত হইয়াছি, তখন ব্যাকুল হইয়া ভাবিলাম, এখন আমি উদ্বিগ্ন না হইয়া মাত্র চিদাকাশে অবস্থান করি। তাহা হইলে ব্যাকুলতার সকল আশঙ্কাই বিদূরিত হইবে। ৩০ ৩৬

এই দৃশ্যমান জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ব্যতীত অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই রূপ-রসাদিতে আসক্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। সবই তো সেই চিদাকাশমাত্র। সুতরাং আর কেন অজ্ঞান ব্যক্তির ন্যায় এই অসদাকার বাস্তব জগতে আকৃষ্ট হই? শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যে বিষয়, তাহা বিষবৎ ভয়ঙ্কর। রমণীরা মাত্র কামমোহের উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু অনুরাগ-সমাসক্ত পুরুষকেও উহারা সময় সময় উত্ত্যক্ত করিয়া ফেলে। হতবুদ্ধি না হইলে অপর কেহ কি এই বিষয়-বিষে মজিয়া থাকে? জরারূপ-ধারিণী বৃদ্ধা বকী জীবনরূপ জম্বাল দ্বারা বুদ্ধিরূপ শফরীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত দেহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দেহ এত ক্ষণভঙ্গুর যে, সমুদ্রের

জলবুদ্বুদবৎ দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়; দূর হইতে দেখিতে দেখিতেই দীপশিখার মত নিবিয়া যায়। হা ধিক্! এই প্রতপ্ত জীবন-নদী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহাতে উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ এবং আবর্ত্ত খেলিয়া বেড়াইতেছে। জন্ম এবং মৃত্যু হইল এই নদীর উভয় পার্শ্বস্থ প্রশস্ত তটভূমি; সুখ এবং দুঃখ ইহার তরঙ্গ; যৌবন-বিলাস ইহার কর্দ্দম; বার্দ্ধক্যের শুভ্রতা ইহার ফেনরাশি। নদীতে যেরূপ বুদ্বুদ দেখা যায়, সুখও সেইরূপ কাকতালীয় ন্যায় কখন কখন দেখা দিয়া থাকে। ৩৭-৪৩। লোকব্যবহার ইহার প্রবল স্রোত। অজ্ঞ জনের প্রলাপ ইহার জলকলকল-শব্দ। রাগ-দ্বেষরূপ-বারিদ ইহার বারিশোষণকারী; পৃথিবীতে এই নদী তীব্রবেগে প্রবহমানা। লোভ ও মোহ হইল ইহার প্রচণ্ড আবর্ত্তের আলোড়ন। শব্দানুসারে দূর হইতে এই নদীকে স্নিগ্ধ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে—সাতিশয় প্রতপ্ত। আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলন এবং ঐশ্বর্য্য—এই সংসার-নদীর বারিবৎ এক চলিয়া যায়, আবার অন্য আসে। যে সকল বস্তু মাত্র যাতায়াত করে, সেরূপ বস্তুতে আবশ্যক কি? পরন্তু নূতন নূতন যে সকল ভাব সমুপস্থিত হয়, তাহাতেই বা আস্থা আসিবে কি প্রকারে? কেন না, ঐ নূতনও তো স্থায়ী নয়, মুহূর্ত্ত পরেই কোন্ অজানা স্থানে সরিয়া পড়িবে। ৪৪-৪৭

অন্য সকল নদীর জল চলিয়া যাইলেও পুনরায় ফিরিয়া আসে; কিন্তু শরীররূপ নদীর আয়ুরূপ-জল একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। এই সংসার-সমুদ্রের সকল বস্তুরই কুলালচক্রারূঢ়-ঘটাদিবৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়রূপ সুচতুর চোর—বিষম বিষয়রূপ বৈরী চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিবেক-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, সুতরাং জাগ্রৎ অবস্থায় থাকি, নিদ্রিত হইব না, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইবে। আয়ু খণ্ডাকারে বার বার স্খলিত হইতেছে, দিনগুলিও কাল দ্বারা ধ্বংস হইতেছে, ইহা কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহে। অহো! আমার অদ্য এ কি হইল, এই থাকিল, এই চলিয়া গেল, এই বস্তু আমার, এইরূপ ভাবনাবশে ব্যাকুল হওয়াতে আয়ুক্ষয় হয়, মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়, ইহা কোন ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারে না। বহুল পরিমাণে বিষয়োপভোগ করিয়াছি, অন্যান্য অরণ্যে বেড়াইয়াছি, সুখ-দুঃখের সহিত বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, এই সংসারে আমার কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। বারংবার সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, সংসারের সকল পদার্থতে অনিত্য জ্ঞান হইয়া এখন আমি ভোগবাসনা-বর্জ্জিতরূপে অবস্থিত আছি। ৪৮-৫৪

ভোগ্যবস্তুসমূহ বহুপরিমাণে উপভোগ করিয়াছি, সংসারের সকল পদার্থকে অনিত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, কোথাও বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারি নাই। আমি সুমেরু পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে, এবং নন্দনবনে লোকপালসমূহের পুরীতে ভ্রমণ করিয়াছি, কুত্রাপি অবিনশ্বর পদার্থের সন্ধান পাই নাই। সর্ব্বত্রই কাষ্ঠময় বৃক্ষ, মাংসময় প্রাণী, মৃত্তিকাপূর্ণ পৃথ্বী, দুঃখ এবং নশ্বরতা বর্ত্তমান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি প্রকারে আশ্বাস লাভ করি? ধন, মিত্র, সুখই বলুন, আর আত্মীয়-বান্ধবই বলুন, কেহই কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধূলিস্তূপের মত ক্ষণস্থায়ী প্রাণী পর্ব্বত গহ্বরে প্রবিষ্ট মেঘবারিবৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই ক্ষীণ এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। ৫৫-৫৯। কামকে মনোহারী বলিয়া আমি বোধ করি না; আমার নিকট ঐশ্বর্য্য অতি বিরস বলিয়াই আদৃত হয় না। ইহা আমার জানা আছে যে, এই জীবন যৌবনোন্মত্তা রমণীর কটাক্ষবৎ চপল এবং ক্ষণবিধ্বংসী। ক্রূর মৃত্যু আজই হউক আর কল্যই হউক, তাহার আপদভার নিশ্চয়ই মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, ইহার অন্যথা কখনই হইবে না; তবে কিরূপে আশ্বাস লাভ করি? জীর্ণপত্র সদৃশ এই দেহ ক্ষণস্থায়ী; জীবন ক্ষণবিধ্বংসী; এই সকল কারণে চিত্তের স্থিরতা লোপ পাইয়াছে। মধুর প্রভৃতি ষড়বিধ রস আমার কাছে নীরস। এত দিন নীরস বিষয়ভোগে দিনযাপন করিয়াছি; অসাধারণ পুরুষার্থসাধনে কিছুতেই সমর্থ হই নাই; অধিক কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র যত্নও লই নাই। এখন কিঞ্চিৎমাত্রায় সে মোহ আমার দূর হইয়াছে। শরীরের প্রতি, বিষয়ভোগের প্রতি আর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই। এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইযাছে যে, বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। জীবন ও বিষয়ের প্রতি আসক্তিই প্রকৃত নিন্দার্হ মন্দ অবস্থা। ৬০-৬৪

মোহ-বিধায়িনী বিপদ্ এই মুহূর্ত্তে আসিতে পারে মনে করিয়া সংসারাসক্ত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। উচ্চাবচ ভূমিতে বারি যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, মানবসমূহও সেইরূপ নিত্য অনিত্য, বিহিত-নিষিদ্ধ নানা কর্ম্ম দ্বারা অকারণ ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে। বিষয়রূপ বিষাক্তবায়ু চিত্তরূপ পুষ্প হইতে বিবেকরূপ গন্ধ অপহরণ করত তাহাতে মোহ-বিষ মিশাইয়া জগৎকে মূর্চ্ছিত করিতেছে মাত্র। যেরূপ কোন সদ্‌বস্তুকে আবরণ-মণ্ডিত করিলে 'অসৎ' নাই বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ, বিষয়রূপ-মিথ্যাবস্তুকে সদ্রূপে ধারণা করার জন্য উহা ক্রমে সৎ হইয়া উঠিয়াছে, বাস্তবিক উহা সৎ নহে, অসৎ। সাগরবনিতা নদীসমূহ যেরূপ দুই পার্শ্বের তটদেশে স্বীয় দঃ

গড়াইতে লুটাইতে সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ মোহগ্রস্ত জনমর্দ্দ মদমত্তভাবে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিষয়াভিমুখে দৌড়াইতেছে, চিত্তরূপ শর একবার ছুড়িলেই বিষয়রূপ লক্ষ্যে যাইয়া পড়ে, অথচ কৃতঘ্ন ব্যক্তি সৌহার্দ্দের স্পর্শও করে না ; উপকারীই হউক, আর অপকারীই হউক, কাহারও সহিত সদ্ভাব রক্ষা করে না, সেইরূপ চিত্তরূপ-বাণ বিষয় উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হইলে সে আর গুণ স্পর্শ করে না। ৬৫-৭০। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, পরমায়ু উৎপাত-বায়ুর ন্যায় ক্লেশদায়ক। জীবিত থাকায় সুখের লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বে যাহাদের সুহৃৎ বলিয়া বোধ করিতাম, এখন বুঝিতেছি, তাহারা সুহৃৎ নহে, শত্রু। বন্ধুরা বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাদের মায়াকৃষ্ট হইলে বদ্ধই থাকিতে হয়। অর্থই সকল অনর্থের মুল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহাতে সুখজ্ঞান করিয়াছি, এখন দেখিতেছি, উহা সুখ নহে—বিষম দুঃখ। সম্পদ্, বিষম আপদ্। বিষয়ভোগ সংসারে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। এই বিষয়ভোগবাসনারূপ ব্যাধি দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, তাহার রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। বিষয়রতিকে এখন আমি মহা অরাত অর্থাৎ উদ্বেগজনক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। স্পন্দমাত্রই বিপদ্স্বরূপ, সুখ দুঃখেরই হেতু, জীবনের পরিণাম মৃত্যু। হায়, মায়ার কি অদ্ভুত বিলাস! লোকসমূহ কালবিবর্ত্তন, ইষ্টানিষ্ট, সুখ-দুঃখ, প্রিয়জন-বিরহ-জনিত ক্লেশ দেখিয়া শুনিয়া এবং স্বয়ং অনুভব করিয়া জীর্ণ হইতেছে। বিষয়ভোগ বিষধরসর্পের সহিত তুলিত হইতে পারে। কারণ, বিষয়স্পর্শমাত্রই উহা দংশন করে। দেখিতে যাইলে অদৃশ্য হয়। ৭১-৭৫

লোকে অনায়াসসাধ্য পরমপদ-প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে না, অথচ পরিণামে নিদারুণ কষ্টকর বিষয়েই চেষ্টা করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। উপবাস-ক্লিষ্ট বন্যহস্তীকে যেরূপ সহজে বন্ধন করা সম্ভব হয়, সেইপ্রকার ভোগাশাবদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রতিপদে অপমানিত হয়। সম্পদ্ এবং রমণী তরঙ্গবৎ ক্ষণধ্বংসী, কোন্ ব্যক্তি সর্পফণার ছত্রসদৃশ উহার আপাত-শীতল ছায়ায় সেই সম্পদ্ প্রভৃতিতে আসক্ত হইবে? প্রকৃতপক্ষে যদি কাম এবং ঐশ্বর্য্য রমণীয়ও হয়, তত্রাপি উহাতে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কয় দিন উহা ভোগকরা সম্ভব? কারণ, জীবন তো যৌবনোন্মত্ত রমণীর অপাঙ্গ-দৃষ্টির ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী। যাহারা আপাতমধুর বিষয়ে মজে, তাহারা পরিণামে ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৬-৮০

অভব্য ব্যক্তিগণের অর্থই সেব্য। উহাকে আমি পরিতুষ্টির কারণ বলিয়া কখনই মনে করি না। যেহেতু একে তো অর্থসংগ্রহ করিতে শীততাপাদি কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না, যদিও বহুকষ্টে বা সংগৃহীত হইল, তথাপি মুহূর্ত্তমধ্যেই উহা ধ্বংস হয়, অর্থ কোথাও

সুস্থির থাকে না। ক্ষণস্থায়িনী লক্ষ্মী আপাতমধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি অসহনীয় দুঃখ দিয়া থাকেন, কিছুকাল লোককে বিমোহিত করেন মাত্র। অসাধুসংসর্গবৎ অর্থ আপাতত মনোরম, কিন্তু পরিণামে বিষম বিপাকে পাতিত করে, সুতরাং পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে অতি নিকৃষ্ট বলিয়াই জ্ঞান হয়। শরৎকালীন মেঘচ্ছায়ার ন্যায় যৌবন ক্ষণস্থায়ী। ভোগ্যবিষয়সমূহ আপাতত রম্য বলিয়া জ্ঞান হইলেও পরিণামে কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এরূপ কোন মহাত্মাই নাই—যাঁহাকে মৃত্যুর কবলে পড়িতে না হয়। কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, সকলকেই কাল স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া থাকে। প্রাণিগণের আয়ু বৃক্ষশাখাগ্রস্থিত জলবিন্দুবৎ অতি অল্পস্থায়ী। বার্দ্ধক্যদশাপ্রাপ্ত জীবের কেশ, দন্ত প্রভৃতি সবই জীর্ণ হইয়া থাকে, মাত্র এক তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না; অধিকন্তু উহা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। ৮১-৮৬

অনন্তভোগে অতিগহন, সকল শরীর-অরণ্যে একমাত্র তৃষ্ণারূপধারিণী বিষয়বিষমঞ্জরী ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে। ৮৭। বাল্যকাল যৌবনের ন্যায় অতিক্রান্ত হয়, যৌবনও বাল্যের মত চলিয়া যায়; ক্ষণবিধ্বংসী হিসাবে উভয়ই উভয়ের উদাহরণ। অঞ্জলিস্থিত বারি যেরূপ অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া ত্বরায় গলিয়া পড়ে, তদ্রূপ জীবনও অতি সত্বর বিনষ্ট হয়। নদীর স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয়, তাহাকে সেই দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব হয় না; জীবনও সেই প্রকার একবার চলিয়া গেলে, তাহাকে আর ফিরান যায় না। ৮৮-৮৯। ঝটিকার মত কোথা হইতে দেহে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আবার শীঘ্রই তরঙ্গ, মেঘ এবং প্রদীপবৎ দেখিতে না দেখিতেই অদৃশ্য হয়। পূর্ব্বে যে বস্তুকে মনোহর বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, সেই বস্তুই আবার অমনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা স্থিররূপে প্রতিভাত হইত, তাহাই আবার অস্থির বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা একবার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই আবার মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ সাংসারিক সকল বিষয়েই আসক্তিশূন্য হইয়াছি। ৯০-৯১। মন সত্ত্বভাবাপন্ন হইলে আত্মবিশ্রান্তি ঘটে, সেই অবস্থায় যে সুখ উপলব্ধ হয়, সে সুখ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কোন ভোগ্যবস্তুতে বিদ্যমান নাই। অঙ্কিত প্রস্ফুটিত লতা যেরূপ মধুকরকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সকল বিষয়ের ভোক্তা পঞ্চেন্দ্রিয় একত্র হইয়াও আমাকে আর বিষয়-বিষে আসক্ত করিতে সমর্থ হইবে না। ৯২-৯৩

বহুকালের পর আজ আমি নিরহঙ্কার হইয়াছি। আমার স্বর্গ বা মুক্তিলাভের ইচ্ছা একেবারেই নাই। আমি নির্জ্জনে চির-বিশ্রামলাভের নিমিত্ত আপনার ন্যায় এই পরমাকাশে আসিয়াছিলাম। আমি এখানে

আসিবার সময় আপনার কল্পিত কুটীর দৃষ্টিগোচর করিলাম। কিন্তু তখন আমার বোধগম্য হয় নাই যে, এই কুটীর আপনার কল্পিত এবং আপনি সেই স্থানে আসিতেছেন ; আজ আমি সকলই বুঝিয়াছি। তৎকালে আমি অনুমান করিয়াছিলাম, কোন সিদ্ধ পুরুষ ঐ কুটীরে অবস্থান করিতেন ; কিন্তু এখন দেহত্যাগ করত তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯৪-৯৭

হে ভগবন্! এই আমার ঘটনাসমূহ আপনাকে নিবেদন করিলাম। এখন আপনি যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করুন। হে ঋষে! আপনার ন্যায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবহিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক না দেখেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিকালের ঘটনাসকল কিছুই অবগত হইতে পারেন না। অধিক কি, স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রভৃতিও যখন ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সম্যক্ আলোচনা না করিলে আপাতদৃষ্টিতে সবিশেষ ঘটনাসকল অবগত হইতে পারেন না, তখন আমাদিগের মত তুচ্ছ ব্যক্তির কথাই স্বতন্ত্র। সুতরাং আপনাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া আমার যে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। ৯৮-৯৯

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্নবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার পর সেই সপ্তসমুদ্র-পরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপের বহিঃস্থ সুবিশাল স্বর্ণময় প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া সেই সিদ্ধপুরুষকে মিত্রতাসূচক মধুরস্বরে বলিলাম, তৎকালে আপনিই যে শুধু বিচার করিয়া দেখেন নাই তাহাই নহে, আমিও সে সময় বিচার করিয়া দেখি নাই। সকল বিষয়েই ভালরূপ পর্য্যালোচনা না করিলে, ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। সে সময় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমিও অপরাধী। তখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, আপনি মৎসঙ্কল্পিত কুটীরে আসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, তাহা হইলে আপনাকে নিম্নে পতিত হইতে হইত না। আমি বিনা আয়াসে সত্যসঙ্কল্পবলে সেই কুটীর স্বস্থানে রাখিতে পারিতাম, উহাকে ধ্বংস করিতাম না। আপনিও উহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেন। ১-৩

হে তপস্বিপ্রবর! এখন আপনি উঠুন। চলুন, আমরা সিদ্ধলোকে যাইয়া বাস করি। আপনার স্বস্থানে অবস্থান করাই অভীষ্টলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ৪। এইরূপ স্থির করত আমরা উভয়ে ক্ষেপণীযন্ত্র-নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডবৎ নক্ষত্রগতিতে

আকাশের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। ৫। তদনন্তর আমরা উভয়ে উভয়কে প্রণাম করত বিচ্ছিন্ন হইলাম। তিনি নিজ অভিমত স্থানে গমন করিলেন, আমিও আমার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলাম। হে রাঘব! এই পাষাণোপাখ্যান এবং সিদ্ধবৃত্তান্ত সকলই তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। সংসারের ঘটনা-বৈচিত্র্য কত অদ্ভুত, তাহা তুমি আলোচনা করিয়া অনুধাবন কর। ৬-৭

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্! ভবৎ-সঙ্কল্পিত পুরী এবং ভবদীয় শরীর তো তখন পৃথিবীতে লয় পাইয়া পরমাণুতে পরিণত হইল, তবে আপনি আবার কোন্ শরীর লইয়া সিদ্ধলোক পরিভ্রমণ করিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, হ্যাঁ, এইবার আমার স্মরণ হইয়াছে। তদনন্তর আমি এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহে সেই সিদ্ধলোকে লোকপালগণের পুরীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম সেই সময় যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। ৯। তৎপরে সেই সিদ্ধলোক হইতে বাহির হইয়া আমি ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। তৎকালে আমি আমার এই ভৌতিকদেহে অবস্থান করিতেছিলাম না, তখন আমি আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত তত্রত্য অধিবাসীরা কেহই আমাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারে নাই। হে রাম! তখন আমি আধার বা আধেয়—কিছুই ছিলাম না, মাত্র চিদাকাশরূপে অবস্থিত ছিলাম। ১০ ১১। আমি তখন কোন কিছুরই গ্রহীতা ছিলাম না কিংবা তোমার ন্যায় স্থূলদর্শিগণের গ্রহণীয়ও ছিলাম না। সে সময় আমি আকাশমূর্ত্তি ছিলাম। কোথাও দেশ ও কালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। মাত্র মনঃ-সঙ্কল্পরূপে অবস্থিত ছিলাম। তখন আমাতে পৃথিবী প্রভৃতি ভাব একেবারেই ছিল না। আমি সঙ্কল্পময় এক পুরুষমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিলাম। তখন আমি কোন পদার্থই স্পর্শ করি নাই, এই নিমিত্ত আমি কাহারও বোধক হই নাই এবং বস্তুসমূহের দ্বারা সংবদ্ধও হই নাই। স্বপ্নাবস্থার মনোবৎ মাত্র নিজ অনুভব দ্বারা ব্যবহারপরায়ণ হইয়াছিলাম। হে রাম! স্বপ্নকালীন অনুভবই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বপ্নদৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে, বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তবে যে সকল ব্যক্তি স্বপ্নকালীন অনুভবকে অস্বীকার করে, সে সকল ব্যক্তির কথায় প্রয়োজন নাই, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ। ১২-১৫। গৃহস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে নানা স্থানে ভ্রমণ করে, তৎকালে আমিও সেইরূপ স্বর্গবাসিগণের সম্মুখাবস্থিত হইলেও তাঁহারা আমাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন নাই। আমি অন্য সকলকে স্থূল পার্থিব দেহধারী দেখিয়াছিলাম আতিবাহিক দেহধারী আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। ১৬-১৭

শ্রীরাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আপনি দেহশূন্য আকাশমূর্ত্তি বলিয়া যদি

কাহারও গোচরীভূত না হইলেন, তবে সেই সুবর্ণময় ভূভাগে সেই সিদ্ধপুরুষ আপনাকে কিরূপে দৃষ্টিগোচর করিলেন? ১৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমার ন্যায় যোগী সত্যসঙ্কল্পবলে সকলই করিতে সমর্থ; অদৃশ্য-মূর্ত্তিকেও দৃশ্যমূর্ত্তি করিতে পারেন; কিন্তু সঙ্কল্প ব্যতীতকিছুই করিতে সমর্থ নন। নির্ম্মলাত্মা যোগী লৌকিক ব্যবহারে নিমগ্ন হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় আতিবাহিক দেহ বিস্মৃত হয়েন। 'এই ব্যক্তি আমাকে দর্শন করুক,' এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বলিয়াই সেই সিদ্ধপুরুষ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভেদজ্ঞান যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ। যাঁহার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয় নাই, অধিকন্তু দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি সঙ্কল্প দ্বারা কোন কিছুই করিতে সমর্থ নহেন। ১৯-২২। তবে যদি এইরূপ ঘটে যে, কোন সিদ্ধপুরুষ অপর এক সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন যে, আমি ইঁহাকে দেখিব, কিন্তু অপর সিদ্ধপুরুষ সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ইনি যেন আমাকে দেখিতে না পায়েন, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ দুই সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে যাহার স্বভাব অপরের অপেক্ষা বিশুদ্ধ, তিনিই সাফল্যলাভ করেন। আমি সিদ্ধসৈন্যগণের ভিতর এবং লোকপালগণের আবাসে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ ব্যবহারে লিপ্ত হওয়ায় স্বীয় আতিবাহিকভাব ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই মহাকাশে অন্যের সহিত ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কেহই আমাকে যখন-তখন ইচ্ছামাত্রই দেখিতে পায় নাই। ২৩-২৫। হে অনঘ! নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার করিলেও অন্য ব্যক্তি যেরূপ তাহা শুনিতে পায় না, তদ্রূপ সেই দেবলোকে আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও সেই শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। তৎকালে যদি কেহ পড়িয়া যাইতেছে দেখিতাম, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিতে যাইতাম, কিন্তু ধরিতাম না; কেন না, ধরিবার উপযোগী হস্তাদি তো তখন আমার ছিল না, আমি তখন সঙ্কল্পরূপে অবস্থান করিতেছিলাম। ২৬-২৭। হে রঘুনন্দন! বেশী কি আর বলিব, আমি তখন সেই সুরলোকে পিশাচে পরিণত হইলাম। দেবভবনের পিশাচ-ধর্ম্ম আমি আমাতে অনুভব করিতে লাগিলাম। ২৮

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি দেবলোকের যে পিশাচের কথা বলিলেন, তাহারা কিরূপ? তাহারা কোথায় বাস করে, কিরূপ আকৃতি, কি জাতি, তাহাদের আচার-বাবহারই বা কিরূপ? ২৯

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! সুরলোকে যেরূপ পিশাচ বাস করে, তাহাদের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রসঙ্গাধীন যখন পিশাচের কথা উঠিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহা তোমাকে বলাই কর্ত্তব্য। কেন না, প্রসঙ্গক্রমে যে কথা উত্থিত

হয়, তাহা ব্যক্ত না করা অসভ্যতা। কোন পিশাচ গগনবৎ, আবার কোন কোন পিশাচের শরীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোময়মাত্র। তাঁহারাও স্বপ্নবৎ মানসিক কল্পনা দ্বারা হস্তপদাদি সংযুক্ত হইয়া তোমার ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া থাকে। ঐ পিশাচসমূহ নরদেহে নরদিগের চিত্তভ্রমরূপী ভয়াবহ প্রতিবিম্বাকারে প্রবেশ করত তাহাদের মন আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুঃখদায়ী বাসনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া দেয়। যে সকল মানবের সত্ত্ববল কম, উহারা তাহাদিগকে হত্যা করে, তাহাদের দেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, রক্ত পান করে, শক্তি ক্ষয় করিয়া দেয়। এইভাবে চিত্ত আক্রমণ দ্বারাই তাহারা জীবহিংসা করে। ৩২-৩৩

ঐ সকল পিশাচের মধ্যে কেহ কেহ আকাশতুল্য, কেহ বা নীহারিকার ন্যায়, আবার কেহ বা স্বপ্নপুরুষের সদৃশ। তাহারা কল্পনা দ্বারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও বাস্তবিক উহারা আকাশময়। কোন পিশাচ দেখিতে মেঘখণ্ডবৎ, কোন পিশাচের শরীর বায়ুসদৃশ। কোন কোন পিশাচ যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, সে ভ্রান্তিকল্পিত শরীর ধারণ করে। ফল কথা, সেই পিশাচকুলই মনোময়। উহাদিগকে ধরা যায় না, উহারাও কাহাকে ধরিতে সমর্থ নহে। ঐ পিশাচরা আকাশবৎ শূন্যাবয়ব হইলেও স্ব স্ব অবয়ব স্বয়ং অনুভব করে। শীতাতপজন্য সুখ-দুঃখাদিও তাহারা অনুভব করে। তাহারা বাহ জলাদি পান, অন্ন প্রভৃতি ভোজন এবং কাহাকেও আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। তাহাদের ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি সকলই বর্ত্তমান। স্ববলে, ঔষধাদির গুণে, তপস্যা দ্বারা, ধৈর্য্য এবং ধর্ম্মবলে উহারা বশীভূত হয়। যাগ, যন্ত্র এবং মন্ত্রবলেও উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় বা ধরাও যায়। ৩৪-৩৯। এই পিশাচরা দেবযোনিবিশেষ; এই নিমিত্ত দেবতাদিগের ধর্ম্মও উহাদের মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ ইচ্ছাবশে উহারা রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে পারে। উহাদের মধ্যে কেহ বা মনুষ্যের মত শ্রীযুক্ত, কেহ বা সর্পতুল্য, আবার কেহ বা শৃগাল-কুক্কুর-সদৃশ। উহারা গ্রাম, জঙ্গল, জলাশয়, পুরীষ পূর্ণ স্থান, পথ, কিংবা নরকতুল্য অপবিত্র স্থানে বাস করিয়া থাকে। হে রাম! ইহাদের আকার, বাসস্থান এবং আচার-ব্যবহারও তোমাকে বলিলাম; এখন ইহাদের উৎপত্তি হইল কি প্রকারে, তাহাই বলিব। ৪০-৪২। প্রথমে মায়াশবল ব্রহ্মের জীবভাবপ্রাপ্তি এবং মন প্রভৃতি উপাধির উৎপত্তি বলি, শুন, চেত্যভাববর্জ্জিত চিন্ময় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম—যিনি স্বভাবে অবস্থান করেন, তিনি চেত্যসঙ্কল্পপূর্ব্বক পুরুষের ন্যায় জ্ঞান-রূপে অবস্থান করিলে জীবনামে কথিত হইয়া থাকেন। ক্রমশঃ সেই জীব অভি-মান-পরিপুষ্ট হইয়া অহঙ্কার নামে পরিচিত হয়। সেই অহঙ্কার ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিলে তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে মন নামে অভিহিত করেন। সেই মনোরূপী

জীবকেই সমষ্টিভাবে ব্রহ্মা বলা হয়।৪৩-৪৫। সেই ব্রহ্মা সঙ্কল্পাকাশবৎ। আকারশূন্য ঐ অসত্য মনই এই অসত্য জগতের বীজস্বরূপ। ইহার দ্বারা স্থির হইল যে, ঐ মনই ব্রহ্ম, অথচ তিনি দেহী হইয়াও স্বচ্ছ আকাশবৎ। তিনি যদিচ সৎ, তথাপি তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নপুরুষসদৃশ মিথ্যা। তাঁহার পার্থিবাদি আকার নাই, তিনি আতিবাহিকদেহধারী। গগনে সঙ্কল্পিত পুরুষের পৃথিবী প্রভৃতি আকৃতি কিরূপে সম্ভব হইবে? যেরূপ তোমার মন কল্পনাবশে আকাশে নগর দেখিয়া থাকে, সেই প্রকার সেই মন আপনাতে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় কল্পিত বিষয়কে সদ্রূপে অনুভব করেন এবং দেখিয়া থাকেন। যাহাকে জীবনামে অভিহিত করিলাম, সেই জীবও তো সেই সত্য চিন্ময়, জ্ঞানশক্তিও তো তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিশক্তি থাকিবে না কেন? ৪৬-৪৯। সেই শূন্য নিরবয়ব মনোরূপী ব্রহ্মা গগনে কিংবা ব্রহ্মে, শূন্যকে যে জগদাকারে দেখিয়া থাকেন, তাহাই জগৎ নামে অভিহিত। তাঁহার সেইরূপ ভাবনা দীর্ঘ দিনের সত্যভাবনা দ্বারা ঘনীভূত, পরিপুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘস্বপ্নবৎ অতি সুন্দর হয়। আতিবাহিকদেহধারী ব্রহ্মার সেই চিরভাবনায় অসীম চিন্ময় ব্রহ্মই বহুসৃষ্টিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।৫০-৫২। দৃঢ়ভাবনাবশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, তাঁহার ঐ আতিবাহিক দেহ ক্রমশঃ আধিভৌতিকভাব ধারণ করিয়া থাকে। আধিভৌতিকভাব ধারণ করিবার পর ক্রমশ নানা প্রকারে সমুজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড জগদাকারে পর্য্যবসিত হয়। সেই ব্রহ্মা—চৈতন্যরূপী সেই ব্রহ্মা সর্ব্বদা অজাত অবস্থায় অবস্থিত শূন্য ও আকাশবৎ অপৃথক্, বায়ু ও বায়ুস্পন্দের মত অবস্থিত, সেই জীবও পার্থিবাদি জগৎকে ভূতময় বোধ করেন। তাঁহার যে ভূতময় জ্ঞান অসম্ভব, ইহা সম্পূর্ণ অলীক। সঙ্কল্পময় পুরুষ অসত্য হইলেও তুমি যেরূপ তাহাকে পার্থিবাদিভূতময় সত্যপুরুষসদৃশ দেখ, ইহাও সেইরূপ জ্ঞান করিবে।৫৩-৫৬

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্বীয় শরীরের দ্রব, কাঠিন্য প্রভৃতি বিভিন্ন অংশকে ক্ষিতি, জল ইত্যাদি পাঁচটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। ঐ পাচটি অংশ চিতি কর্তৃক পরিপুষ্ট হইলে জগৎ নামে অভিহিত হয়। অসত্যসঙ্কল্পও তদ্গতভাবে ভাবনার দ্বারা যেরূপ তোমার কাছে কখন কখন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মা আত্মসঙ্কল্পকে সত্যরূপে জ্ঞান করিয়াছিলেন।৫৭-৫৮। সেই ব্রহ্মা স্বয়ং চিন্ময় গগনস্বরূপ, তাঁহার সেই সঙ্কল্পও চিদাকাশ। অতএব এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার উৎপত্তি ও ধ্বংসকে স্বপ্ন ব্যতীত আর কি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে? তোমার মন যেরূপ সত্য, তোমার মনের বৃত্তিসমূহও যেরূপ সত্য, সেই ব্রহ্মার সৃষ্ট চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিকেও তদ্রূপ সত্য করিয়া জ্ঞান করিবে, ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন এই জগৎপ্রপঞ্চকে মনোরাজ্য ছাড়া আর কিছুই বলা

চলে না। এই যে মনোরাজ্য, ইহা অপর কিছুই নহে, চৈতন্যশূন্য নিরালম্ব আকাশের স্বয়ংপ্রকাশ। স্বপ্নদৃষ্ট নগরীও যেরূপ আকাশ, সঙ্কল্পদৃষ্ট শৈলও যেরূপ আকাশ, সেই ব্রহ্মার কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ নিরবয়ব নির্ম্মল আকাশ। ৫৯-৬২। স্বচ্ছ চিদাকাশই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক, এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসও মিথ্যা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৬৩। হে অনঘ! এই ভাবে তত্ত্বান্বেষণ করিলে বুঝা যায় যে, এই চিদাকাশ, তুমি, আমি কিংবা ব্রহ্মাণ্ড—কোন কিছুই সৃষ্ট বা ধ্বংস হইতেছে না; সুতরাং কি জন্য তোমার হৃদয়ে সকল অনর্থের মূল রাগদ্বেষাদি অকারণে সঞ্জাত হইত, তাহা আমাকে বল। ৬৪-৬৫। হে অঙ্গ! প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি অথবা সৃষ্টির অভাব এ সকল কিছুই নাই। একমাত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান চিদাকাশ বর্ত্তমান; সেই চিদাকাশই এইরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অসীম বিস্তীর্ণ শূন্য চৈতন্যজলময় চিদাকাশভূমি অজ্ঞানকল্পনারূপ পঙ্ক দ্বারা যখন পঙ্কিল হয়, তখনই উহাতে আকাশরূপ বীজ হইতে অখিল ভূতসৃজনরূপ শিলাসমষ্টির উদ্ভব হইতেছে, হইবে এবং পূর্ব্বেও হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কল্পনারূপ কর্দ্দমের নিরাসে ভূমিও নাই, কোথাও কিছু বপনও হইতেছে না, বীজের অস্তিত্বও কোথাও নাই। চিদাকাশই সর্ব্বদা একইরূপে অবস্থিত আছে। ৬৬-৬৯

কল্পনারূপ কর্দ্দমাক্ত সেই চিদাকাশভূমিতে যে সমুদয় ভূতময় শিলার উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সকলের ভিতর যেগুলি প্রোজ্জ্বল রত্নসদৃশ, সেইগুলিই প্রবুদ্ধমতি দেব এবং মুনিজাতি। যেগুলি অর্দ্ধোজ্জ্বল, সেগুলি মনুষ্য, হস্তী প্রভৃতি জাতীয়; যেগুলি ধূলিধূসরিত এবং মলিন, সেগুলি ভূমি ও স্থাবরজাতীয়; যেগুলি দেখিতে বৃহৎ অথচ কিছুমাত্র ঔজ্জ্বল্য নাই এবং শূন্যাকারে জীর্ণ, বিক্ষত, অর্দ্ধাকার বা আকারহীন, সেগুলি পিশাচজাতীয়। ৭০-৭২। সঙ্কল্পয়িতার ইচ্ছাও সর্ব্বসময়ে স্বাধীন নহে; এইরূপ সৃষ্টি, সৃষ্ট জীবসমূহের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই ঘটে। এই নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ইচ্ছাই ঐরূপ দেব, মানব, পিশাচ প্রভৃতি উত্তম, মধ্যম এবং অধম সর্ব্ববিধ জীবকে সৃজন করিয়াছিল। ইহা যদি না হইত, তবে তিনি মাত্র উত্তম জীবই সৃজন করিতেন। যে সকল ভূতের কথা বলা হইল, উহারা সকলই চিদাকাশরূপী আতিবাহিক দেহে বর্ত্তমান, উহাতে পৃথিব্যাদিভাব কিছুই নাই। ৭৩-৭৪

বহুকালের অনুভব দ্বারা স্বপ্নও যেরূপ সময়ে সময়ে জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই আতিবাহিকদেহী ভূতসমূহ চিরকালের অভ্যাস জন্য আধিভৌতিক ভাবনা পাইয়া থাকে। ঐ পিশাচ প্রভৃতি অধম ভূতজাতি আধিভৌতিকভাবপূর্ণ আপন মনে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারে বিহার করে; অপর

উন্নত জীবের নিকট উহাদের এই অবস্থা দুঃখকর ও নিকৃষ্টরূপে বিবেচিত হইলেও তাহারা এই অবস্থাকে ভাল বলিয়া জ্ঞান করে, তাই তাহারা এই অবস্থাতে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। ৭৫-৭৬। একই গ্রামবাসী জনসমূহ যেরূপ সকলে মিলিতভাবে আহার-ব্যবহার করিয়া থাকে, এক ব্যক্তির স্বপ্নানুভূত ব্যক্তিগণ যেরূপ মিলিতভাবে কার্য্য করে, তদ্রূপ ঐ সকল পিশাচের মধ্যে কোন কোন পিশাচ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আহার-বিহার, পরস্পর তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্য করে; আবার বিভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্নলোকের ন্যায় ইহারা নানা দূরদেশে অবস্থিত, এই নিমিত্ত পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে না। এই জগতে পিশাচাদি নিকৃষ্ট জাতিও যেরূপ যথেষ্ট আছে, সেইরূপ কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, প্রেতাদি জাতিও অনেক বিদ্যমান। যেমন নিম্নভূমিমাত্রেই জল থাকে, তেমনই যথায় পিশাচ জাতি, তথায় সঙ্গে সঙ্গে তমও বিদ্যমান। ৭৭-৮০। মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় যদি পিশাচ আসিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে ঘোর অন্ধকারও তথায় দেখা দেয়; কিন্তু এই অন্ধকার প্রখর সূর্য্যকিরণেও নষ্ট হয় না, ইহা সূর্য্যের ক্ষমতাতীত; তবে এই অন্ধকার সাধারণের দৃষ্টিগম্য নহে, মাত্র পিশাচরাই উহা দেখিয়া থাকে। মায়ার কি অদ্ভুত বিকাশ দেখ! চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল এবং বহ্নি যেরূপ জ্যোতির্ম্ময়, তদ্রূপ ঐ পিশাচমণ্ডলও তেজঃশালী। পেচক যেমন আলোকে অন্ধকার এবং অন্ধকারে আলোক দেখে, সেইরূপ পিশাচরাও আলোকে অন্ধকার দেখে এবং অন্ধকারে উহারা প্রচণ্ড হয়। হে রঘুনন্দন! আমি দেবলোকে পিশাচবৎ ভ্রমণ করিতেছিলাম, এই প্রসঙ্গে আমাকে তুমি যে পিশাচ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি সেই পিশাচ-সম্বন্ধীয় সকল কথাই ব্যক্ত করিলাম। ৮১-৮৫

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার পর আমি সেই গগনে পঞ্চভূতবিহীন চিদাকাশ-দেহে পিশাচবৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তৎকালে চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, হরি, হর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি কেহই আমাকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইলেন না। আমি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেও তাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না এবং আমার বাক্যও তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল না।

এই প্রকারে আমি অপরের নিকট বিক্রীত সজ্জন ব্যক্তির মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ।২-৩। তদনন্তর আমি ভাবিলাম, আমি সত্যসঙ্কল্প, আমার সেই সত্যসঙ্কল্পতাবলে দেবতারা আমাকে দেখুন, আমি এই ভাবনা করিবামাত্রই দেবগণ আমাকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত বৃক্ষবৎ অতর্কিতরূপে আমি দেবগণের সম্মুখে প্রকাশ পাইলাম। তাহার পর আমি দেবলোকে এক জন লোকব্যবহারসম্পন্নরূপে শঙ্কাশূন্য হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। প্রথমাবস্থায় যে সকল দেবগণ চত্বর হইতে আবির্ভূত হইতে দেখিলেন, তাঁহারা আমার পূর্ব্বাপর ঘটনা কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, তাই তাঁহারা আমাকে পৃথিবীসম্ভূত বশিষ্ঠ বলিয়াই স্থির করিলেন। ৪-৭। যে সকল আকাশ-চর আমাকে গগনে সূর্য্যকিরণ হইতে দেখিলেন, তাঁহারা আমাকে তৈজস বশিষ্ঠরূপে কৃতনিশ্চয় হইলেন। খেচর-সিদ্ধগণ দেখিলেন যে, আমি বায়ু হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, তাই তাঁহারা আমাকে বায়ব্য বশিষ্ঠরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। যে সকল মুনিশ্রেষ্ঠ আমাকে জল হইতে উত্থিত দেখিলেন, তাঁহাদের মতে আমি জলময়-বশিষ্ঠ। তাহার পর হইতে আমি কোথাও তেজোময়, কোথাও বায়ুময়, কোথাও জলময়রূপে বিবেচিত হইতে লাগিলাম। ৮-১১

তাহার পর কালপ্রভাবে আমার সেই আতিবাহিকদেহেই আধিভৌতিক ভাব সিদ্ধ হইল। বাস্তবিক কি আতিবাহিক আর কি আধিভৌতিক—এই দুইই সেই একমাত্র আকাশ,—পৃথক্ পদার্থ নহে। একমাত্র চিতিই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিকসিত হন। কোথাও কোথাও আকাশাদি ভূতরূপে থাকিলেও আমি পরম চিদাকাশরূপে অবস্থিত। আমার কোন প্রকার আকৃতি নাই, মাত্র তোমাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্তই আকারবান্ হই ।১২-১৪। ব্যবহারী জীবন্মুক্তও যেরূপ প্রকাশস্বরূপ, বিদেহমুক্তও সেইরূপ ব্রহ্মাকাশস্বরূপ। ফলত, সেই ভৌতিক ব্যবহারেও আমি ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হই নাই। আমাতে সেই ব্রহ্মভাবের অসদ্ভাব একেবারেই সম্ভব নহে। কেবল তোমাদিগকে উপদেশ দান করিবার জন্য ‘ব্রহ্ম আমি’ ‘বশিষ্ঠ আমি’ হইয়া থাকি। ১৫-১৬। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যেরূপ অজাত নিরবয়ব স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্যে আধিভৌতিক বুদ্ধি সঞ্জাত হয়, আমাদেরও তদ্রূপ আধিভৌতিক বুদ্ধি হয়। এই প্রকার ব্রহ্মা প্রভৃতির শরীরেও অন্যদৃষ্টিতে আধিভৌতিকরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। নিজ নিজ দৃষ্টিতে তাহারা জাত নয়। সেই আকাশ-বশিষ্ঠ আজ তোমাদের কাছে তোমাদের বুদ্ধির অনুবর্ত্তনকারী ভৌতিক দেহ পাইয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ১৭-১৯। সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মার সমুদয় সৃষ্টির একমাত্র মন। এই তুমি আমি প্রভৃতি যে সৃষ্টি, ইহা অজ্ঞানতাবশতঃ

শিশুর নিকট বেতালবৎ, তোমাদের নিকট বজ্রতুল্য অচল অটল নশ্বর কঠিনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে, বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অত্যল্পসময়ের মধ্যেই ইহা চিরপ্রবাসী মিত্রের প্রতি স্নেহবৎ ক্ষয় হয়। স্বপ্নকালীন দৃষ্ট রত্নের প্রতি শ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধি যেরূপ স্বপ্নান্তে থাকে না, তদ্রূপ মোহ-নাশ হইলেই এই অহঙ্কারাদি শূন্যভাবও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ২০-২৩। যাহার মরুভূমি বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহার নিকট যেরূপ মরুভূমিতে জলবুদ্ধি থাকে না, সেইরূপ যাহার সম্যক্ জ্ঞান আছে, তাহার নিকট এই সমুদয় দৃশ্য নিবৃত্ত হয়। এই মহারামায়ণতুল্য শাস্ত্রালোচনা করিলেই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানলাভ অতি সহজ। যাহারা সংসার-বাসনাবশে অভাবরূপ শরীর প্রভৃতিতে আসক্ত, যাহাদের মোক্ষবিষয়ে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য কুক্কুর অথবা তুচ্ছ কীট বলিয়া জ্ঞান করিবে। ২৪-২৬। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপে ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন, আর মূর্খ ব্যক্তিই বা কিরূপে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। যে বস্তু অপবিত্র, মূর্খ ব্যক্তিরা তাহাই ভোগ করে, আর জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিদানন্দ উপভোগ করেন। যাহারা মূর্খ, তাহাদিগের ভোগ্যপদার্থে বহ্নিবৎ প্রখর তৃষ্ণা প্রভৃতি সন্তাপ উদ্ভূত হয়; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মহারামায়ণতুল্য শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের সে সন্তাপ থাকে না, তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। চিত্তের স্নিগ্ধতাই মুক্তি, আর চিত্তের সন্তাপই বন্ধন বলিয়া জানিবে। অহো! জনসমূহের মোহ কি বিচিত্র! তাহারা ইহা বিনা আয়াসে বুঝিতে পারিলেও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া অন্তঃকরণে স্নিগ্ধতা আনিতে চেষ্টা করে না। ২৭-২৯

এই যে তাহারা স্বভাবদোষে বিষয়াসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ধন কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু যদি ইহারা এই মোক্ষশাস্ত্র মহারামায়ণের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করে, তাহা হইলে তাহারা আর পরস্পর ঐরূপ ভাবে কাটাকাটি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় না চিরকালের জন্য সুখশান্তিলাভ করত নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। ৩০

বাল্মীকি বলিতেছেন, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এই কথা শেষ হইতেই দিবা অবসান হইল। সাংকৃত্য সমাপন করিবার জন্য সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থিত সকল ব্যক্তি সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া পরস্পর অভিবাদনান্তে সায়ংকৃত্য সমাধানের জন্য প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যকিরণ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ হইলেন। ৩১

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

ষণ্ণবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ! পাষাণোপাখ্যান তোমাকে আমি সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলাম। এই উপাখ্যানের মর্ম্মার্থ যদি উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সকলই চিন্ময় বলিয়া জ্ঞান জন্মিবে। এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ তখন চিদাকাশে অবস্থিত হইবে। কোন সময়েই কোন স্থানেই কিছুই বিদ্যমান নাই, মাত্র আনন্দ-ব্রহ্মে ব্রহ্মই যথাস্থিতরূপে অবস্থান করিতেছেন। ১-২। তুমি সেই ব্রহ্মকে চিন্মাত্র বলিয়া জ্ঞান করিও। ঐ চৈতন্যই স্বপ্নসময়ে নগররূপে প্রতিভাত হয়: কিন্তু নিজস্বরূপ হইতে উহা কখনও স্বতন্ত্র হয় না। ঐ চিদাকাশব্রহ্ম কি জীবসমষ্টিরূপ স্বপ্নস্বরূপপ্রাপ্ত কিংবা স্থূলদৃশ্যভাবপ্রাপ্ত—সর্ব্ব সময়েই স্ব-রূপ ত্যাগ করেন না। স্বয়ং যে অচ্ছ চিদাকাশ, তদ্রূপেই অবস্থান করেন, তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। ৩ ৪

স্বয়ম্ভূ, জগৎ কিংবা স্বপ্ননগরী—এ সমস্তই কিছুই নহে। পরমার্থদৃষ্টিতে কেবলমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজিত আছেন। অনন্তরূপে অবস্থিত চৈতন্যই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্বপ্নানুভূত ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত। স্বর্ণ এবং স্বর্ণ-প্রস্তরের, স্বপ্নপুরী ও চেতনের পার্থক্য যেরূপ কখনই সম্ভব নহে, চৈতন্য ও চৈতন্যপুরুষেরও তদ্রূপ কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। ফল কথা, কেবল চৈতন্যই সত্য, আর এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ মিথ্যা। স্বর্ণই প্রকৃত বস্তু, অন্যরা একটা কল্পিত ভ্রমমাত্র। স্বপ্নসময়ে যে পর্ব্বত-জ্ঞান হয়, উহাতেও মাত্র চৈতন্যই সত্যরূপে বর্ত্তমান। উহাতে পর্ব্বতভাব কিছুমাত্র নাই। বিকারহীন চৈতন্যই যেরূপ স্বপ্নকালে পর্ব্বতবৎ বোধ হয়, তদ্রূপ নিরবয়ব ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এই যে অসীম, অজ, অক্ষয় চিদাকাশ, সহস্রকল্পেও উহার ক্ষয়োদয় নাই। ৫-১০। চিদাকাশই পুরুষ। তুমি, আমি, এমন কি, এই ত্রিলোকই চিদাকাশ। চিদাকাশ যদি ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে এই দেহ শবের ন্যায় নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এই চিদাকাশ অদাহ্য এবং অচ্ছেদ্য। ইহাকে কখনই ধ্বংস করা যায় না। এ সকলই যখন চিদাকাশ, তখন কিছুই মরে না বা জন্মায় না, মাত্র চিৎপ্রকাশই ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদিরূপে অনুভূত হয়। ১১-১৩

চিন্ময় পুরুষের মৃত্যু যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুতে পুত্রের মৃত্যু অবশ্যই ঘটিত। কেন না, শ্রুতিতে উভয়ই এক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব আত্মার মৃত্যু হয় স্বীকার করিলে, এক জনের মৃত্যুতে সকল লোকেরই মৃত্যু হইত

পৃথিবীও জনশূন্য হইত। হে রাম! কাহারও চৈতন্যের মৃত্যু আজি পর্য্যন্ত ঘটে নাই। এই পৃথিবীমণ্ডলও শূন্য হয় নাই। চিন্ময় পুরুষ অক্ষয়, তাহার বিনাশ নাই; এইরূপই তো এ যাবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আসিতেছে। ঐ যে অবিনশ্বর চিন্ময় পুরুষ, আমিই উহা জানিবে। আমার এই শরীরাদি 'আমি'-পদবাচ্য নহে। এইরূপ তত্ত্বান্বেষণ যদি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর জন্ম-মৃত্যুর কথা কোথায়? আমিই সুবিমল চৈতন্য, এইপ্রকার আত্মানুভবকে যাহারা কুতর্ক তুলিয়া ধ্বংস করে, তাহারা তো আত্মঘাতী; বিপৎসমুদ্রের অতল তলেই তাহাদের অবস্থিতি ঘটে। তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, আমি অনন্ত নিত্য বিকারহীন চৈতন্যস্বরূপ; আকাশ অপেক্ষাও আমার স্বচ্ছতা অধিক; আমার আবার জীবন-মৃত্যু কি এবং সুখ-দুঃখই বা কি? ১৪-১৭। আমি চিদাকাশ, আমার তো দেহাদি কিছুই নাই। কিন্তু যাহারা এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অপলাপ করে, সেই আত্মঘাতী লোকেরা ধিক্কারেরই উপযুক্ত। আমি সুবিমল চিদাকাশ, ঈদৃশ আত্মানুভব যাহার হৃদয় হইতে অপসৃত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে শব বলিয়াই মনে করেন। আমার শরীরই বা কি, ইন্দ্রিয়ই বা কি? আমি তো প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ; এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিপদ সেই বিমলাত্মা ব্যক্তির কিছুই করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করত যে ব্যক্তি স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করে, শরে কঠিন প্রস্তর বিদ্ধ না হইবার ন্যায় কোন মনোবেদনাই তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। স্ব স্ব চিন্ময়তা যাহারা ভুলিয়া থাকে, দেহের প্রতি আস্থাশীল হয় এবং দেহকে আত্মবোধে পালন-পোষণ করে, তাহারা প্রকৃতই জ্ঞানহীন, সুবর্ণ ত্যাগ করত ভস্মের প্রতিই তাহাদের আদর-প্রদর্শন করা হয়। 'এই শরীরই আমি' এইরূপ চিন্তার ফলে বল, বুদ্ধি, তেজ, সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর আমি চৈতন্য, এরূপ চিন্তার ফলে ঐ সমস্ত আবার পুনরভ্যুদিত হয়। বিশুদ্ধ আমি—আমার আবার জন্ম-মৃত্যু কি? এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে লোভ-মোহাদির থাকিবার সম্ভাবনা কি? ১৮-২৩।

যে ব্যক্তি চিদাকাশ ত্যাগ করত দেহকেই সারাৎসার জ্ঞান করে, সে তো অতীব মূর্খ; লোভ-মোহাদির আশ্রয় বলিতে তাহাকেই বলা যায়। 'আমি বজ্রসদৃশ কঠোর চিৎস্বরূপ; কিছুতেই আমার ছিন্ন বা দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই,' এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে তৎসকাশে মৃত্যু তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহারা জ্ঞানী, সুধী, তাঁহাদেরও মোহ দেখা গিয়া থাকে। কারণ, সেই সমস্ত জ্ঞানীর মধ্যে অনেকে এই শরীরনাশেই নষ্ট হইলাম বলিয়া ভীতিবিত্রস্ত হইয়া পড়েন। আমি চিদাকাশ ভিন্ন আর কেহই

নহি, এইপ্রকার সত্য ধারণা যখন সুদৃঢ় হইয়া দাঁড়ায়, তখন বজ্রপাত ব প্রলয়াগ্নিও কুসুমবৃষ্টিবৎ প্রতীয়মান হয়। আত্মার কদাচ বিনাশ নাই। তথাচ 'যাহা অবিনশ্বর চৈতন্য পদার্থ, তাহা আমি নহি। আমি শরীর—আমি তো নষ্ট হইয়া গেলাম' এই প্রকার ভাবনা করিয়া যে ব্যক্তি রোদন করে, বিবেকী ব্যক্তিরা তাহার সে রোদন নটের ক্রন্দনবৎ অকিঞ্চিৎ পরিহাসপদার্থ বলিয়াই জ্ঞান করেন।২৭-৩১। যাহা চৈতন্য পদার্থ, তাহাই আমি; এই শরীরাদি আমি নহি; যাহার হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় স্থান পাইয়াছে, সে কখনই মোহমগ্ন হইবার পাত্র নহে। ফলতঃ আমি চিদাকাশ, আমার বিনাশ কোন কালেই নাই। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহা চিদাকাশেই পরিব্যাপ্ত, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। ওহে মহামোহমগ্ন মানবগণ! তোমরাও চৈতন্যমাত্রই; চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই কোথাও তোমরা পাইয়াছ কি? ৩২-৩৪। আমার বিবেচনা হয়, কিছুই তোমরা পাও নাই; মিথ্যা আত্মাপলাপ করিতেছ। বিবেচনা কর, চৈতন্য পদার্থ যদি মৃত হয়, তাহা হইলে তো সকল লোকই মরিয়া যায়। চৈতন্যের যদি মৃত্যু ঘটে, তবে তোমরাও কি মরণদশায় উপস্থিত হও না? প্রকৃত কথা, যদি চৈতন্যের মরণ স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, তোমাদেরও মৃত্যু নিত্যই ঘটে। ফলে, অখিল চৈতন্যই তো এক পদার্থ; মৃত্যু অনুদিন কোথাও না কোথাও ঘটিতেছে। অতএব ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই মরেও না বা কিছুই জীবিতও থাকে না।, আমি জীবিত, আর মৃত, এই অবস্থায় কেবল চৈতন্যই অনুভব করিতেছেন। ফল কথা—তিনি মরেনও না বা জীবিতও হন না। চৈতন্য যাহা অনুভব করেন, তাহাই তিনি আশু প্রত্যক্ষ করেন। কি শিশু, কি বৃদ্ধ, সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ। আরও দেখ, চৈতন্য কোথাও স্বয়ং বিনষ্ট হন না।৩৫-৩৭। সংসার ও মোক্ষ, এই দুই-ই তিনি দেখিতেছেন এবং সুখ-দুঃখও তাঁহার অনুভূত হইতেছে। পরন্তু স্বকীয় সেই যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা হইতে কখনই তিনি কদাচ পরিভ্রষ্ট হইতেছেন না; তিনি যখন স্বকীয় স্বরূপ বুঝেন না, তৎকালেই মোহ আখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যে সময়ে তিনি নিজ স্বরূপ অবগত হন, তখন মুক্তি আখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যখন সমস্তই গগনবৎ স্বচ্ছ চৈতন্য, তখন অস্ত বা উদয় যে কাহারও নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এই চিদাকাশময় জগতে সকলই সত্য হওয়া সম্ভব, আবার সকলই মিথ্যাও হইতে পারে। ভাবনার প্রাবল্যেই সত্য ও মিথ্যা এই দুইটি ঘটিয়া থাকে। যে যে ভাবে যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই তৎসকাশে সেইরূপে প্রতিভাত হইবে। চিদাত্মা যে ভাবে যাহা চিন্তা করে

তিনি সেই ভাবেই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন ! ইহা তো অনুভূতি দ্বারা সকলেই প্রত্যক্ষ করে। সুধাজ্ঞানে বিষও যেরূপ সুধা হয়, আর বিষজ্ঞানে অমৃতও সেরূপ বিষ হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিশ্বের সকল বস্তুই ভাবনানুগুণে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং জগতে এমত কোন পদার্থই নাই, যাহা চিন্তার অনুযায়ী নহে।৩৮-৪১

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম ! এ ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার স্বপ্নভূত ; ইহাকে পরম সত্য ব্রহ্মাকাশরূপে অনুভব করিতে পারিলেই এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইয়া দাঁড়ায়।১। সুতরাং এ জগৎকে সকলেই সত্যরূপে অনুভব করিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিতে পার,—ব্রহ্মরূপে ইহার সত্যতা হইতে পারে ; কিন্তু ভ্রান্তি-প্রত্যয়রূপে এ জগতের সত্যতা সিদ্ধ হয় কিরূপে ? যেখানে রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে, সেখানে তো রজ্জুই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই রজ্জুতে যে ভুজঙ্গের অধ্যাস, সেই ভুজঙ্গ তো আর সত্য পদার্থ নহে। ইহার উত্তর এই যে, রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তস্থলে সর্পের সত্যতা অসিদ্ধ ; কারণ, রজ্জু এবং সর্প দুই-ই দৃশ্য পদার্থ ; কিন্তু দুইয়ের উক্ত দর্শন তো আর যুগপৎ ঘটিবার নহে ; দর্শন হইলে উহাদের মধ্যে একটিরই ঘটিবে ; অর্থাৎ যখন রজ্জু দৃষ্ট হইবে, তৎকালে আর সর্প দৃষ্ট হইবে না ; এই হেতু উহাকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু জগদ্ভ্রমের সময় ভ্রমই মাত্র দৃষ্ট হয়। যাহা মহাচিৎ, তাহা দৃশ্য বস্তু নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে কথা এই, উক্ত চিৎ দৃশ্য জগদ্ভ্রমের হেতু কি না, তাই কার্য্য দ্বারা সত্তানুমান মাত্র হইয়া থাকে।২-৩। এই জন্য এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মহাচিৎ-কার্য্যে জগদ্ভ্রমকে যদি সত্য বলিয়া নিরূপণ করা হয়, তাহা হইলে সে নির্দ্দেশও যুক্তিসঙ্গত হওয়াই সম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য-মিথ্যার ব্যবহার নিজ নিজ অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই ঘটিয়া থাকে। এই ভাবে অনুভূতির উপর নির্ভর করত জগদ্ভ্রমকে যদি সত্য বলা যায়, তাহা হইলে পরমার্থ সত্য আত্মাকেও অসত্য বলা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিলয়রূপ মোক্ষ বন্ধদশায় ঘটে না। মোক্ষ না ঘটিলেও আবার আত্মপ্রত্যয় সম্ভবপর হয় না। যদি মোক্ষ ঘটে, তথাপি প্রতীতিকর্ত্তা জীবের অভাব বশতঃ

কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কোন সময়েই আত্মানুভব হইয়া উঠে না। এই সমস্ত কারণসাহায্যে যাহা পরম সত্য বস্তু, তাহাকে শূন্য বলিয়া নিরূপণ করাও যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপে স্ব স্ব অনুভূতির অনুগুণে যদি সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে কোন সম্প্রদায়ের মতই মিথ্যা হইতে পারে না। ৪-৬।

কাপিল দর্শনের মতে এইরূপ দেখা যায় যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদিক্রমে এই সুখদুঃখসঙ্কুল জগতের আবির্ভাব। চৈতন্যময় পুরুষ সাক্ষিস্বরূপ; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। এই মতও সাংখ্যকর্ত্তা ঋষিবর কপিলের অনুভূতি অনুসারে সত্য হইতে পারে। বেদান্তীরা বলেন, এ জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র। ঈদৃশ মতও তাঁহাদের অনুভবে সত্য। কারণ, কারণপর্য্যালোচনা করিলে বেদান্তীদিগের ঐরূপ অনুভব যুক্তিযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সম্প্রদায়ভেদে এইরূপ মত দৃষ্ট হয় যে, এ জগৎ পরমাণুসমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ মতবাদীদিগের অনুভবে উক্ত কল্পনাও সত্য বলিতে হইবে। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদিগণের কল্পনা এই যে, এ জগৎ যেমন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তদ্রূপই; ইহা না সৎ, না অসৎ ইত্যাদি। এইরূপ মতবাদিগণের অনুভব অনুসারে উক্ত কল্পনাও সত্য বলা যায়। চার্ব্বাকগণ বলেন,—বাহিরে এই যে ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, এই সমস্ত ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই মতও অসত্য নহে। কারণ, উক্ত মতবাদিগণ নিজদেহাভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুই অনুভব করেন না। যাহারা সর্ব্বক্ষণ বস্তুপরম্পরার পরিবর্ত্তন দর্শন করেন, দেখিয়া বলেন, সকলই ক্ষণিক—ক্ষণবিনশ্বর, তাঁহাদের মতও অলীক নহে। কারণ, সেই পরমপদ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। ৭-৯। অর্হতগণের মত এই যে, ঘটাবরুদ্ধ চটক পাখী যেরূপ ঘটের মুখাবরণ খুলিয়া দিলে বাহিরে উড়িয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ দেহান্তরালে পরিচ্ছিন্ন জীব কর্ম্মাবরণের উন্মোচনে পরলোক লাভ করে। এইরূপ মতকল্পনাও অসত্য না হইতে পারে। আর ম্লেচ্ছ-যবনাদিগণ যে কল্পনা করে, এই দেহাকার জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাদিত, মরণান্তে ঐ জীবকে যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়, তৎস্থলেই অবস্থান করে, পরে ঈশ্বর স্বেচ্ছাবশে উহাকে মোচন, উচ্ছেদন, স্বর্গে প্রেরণ বা নিরয়ে নিক্ষেপ করেন, ঈদৃশ কল্পনাও উহাদের অনুভববশে অলীক নহে। জন্ম, মৃত্যু, অমৃত, বিষ প্রভৃতি পদার্থ-পরম্পরা পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন সময়জাত হইলেও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন একমাত্র সত্যপদার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞগণের সকাশে যে নিরন্তর সত্যসমান প্রত্যয় হয়, সে প্রত্যয়ও অলীক নহে। কারণ, ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিময় ও

ময়। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাব হইতেই সঞ্জাত এবং স্বভাব হইতেই বিলয় প্রাপ্ত; ইহার উৎপত্তি-নাশের কর্ত্তা অন্য কেহই নাই। এইপ্রকার মতনিদ্দেশক স্বভাববাদী চার্ব্বাকগণের মতও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ঘট-পটাদির সচেতন কর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সর্ব্ববস্তুর তো কৈ কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। ১০-১২। আরও দেখ, অসাময়িক বর্ষণ, কৃষকের সহায়তা ব্যতীত ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্যেরও কর্ত্তৃপুরুষ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। যাহাদের মতে ক্ষিত্যাদি অখিল কার্য্যের কর্ত্তৃপুরুষ এক, তাহাদের মতও অলীক বলা যায় না; কারণ, তাহারাও তো তাহাদের স্ব স্ব মতের সত্যতা বোধ করত সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরেরই আরাধনা করে এবং সে আরাধনায় নিজ নিজ বাঞ্ছিতসিদ্ধিও করিয়া থাকে। আস্তিকগণ কি ইহলোক, কি পরলোক, দুই-ই মানেন। এই হেতু পরলোকের সুখকামনায় তাঁহারা যে তীর্থ-স্নানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাও অফলপ্রদ বলা যায় না। কাজেই তাঁহাদের তাদৃশ ভাবনাও অলীক নহে। বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্তই শূন্য। এই শূন্যবাদী মতও মিথ্যা বলা যায় না; কারণ, দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা সহকারে কোন কিছুই উপলব্ধ হয় নাই বলিয়াই বৌদ্ধগণ সমস্তই শূন্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ১৩-১৫। এই মতের প্রকৃষ্ট যুক্তি এই যে, চিদ্বস্তু কল্পবৃক্ষ বা চিন্তামণির সদৃশ, উহার যাহা বাঞ্ছিত হয়, তাহাই আশু সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অথচ স্বয়ং যে আকাশময়ী, সেই আকাশময়ী হইয়াই বিরাজমান থাকে। কোন কোন মতে দেখা যায় যে, এ জগৎ না শূন্য না অশূন্য। এই মতও অলীক হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহার মায়া পরমাদ্ভুত ও অনাখ্যেয়। সেই মায়াশক্তি শূন্যও নহে এবং অশূন্যও নহে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিশালী; তাঁহার বিচিত্র মায়াবলে সে যেরূপ অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইতেই তাহার ফললাভ ঘটে। কিন্তু কথা এই যে, ঐপ্রকার কার্য্যের চেষ্টায় থাকিয়া দৃঢ়তা নিবন্ধন তাহা হইতে যেন বিরতি না ঘটে; চেষ্টার বিরতি ঘটিলে কার্য্যফল অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। ১৬-১৭। ফল কথা এই যে, যাবৎ আত্মজ্ঞান উদ্দীপিত না হয়, তাবৎকাল উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু আত্মজ্ঞান সমুদ্দীপ্ত হইলে আত্মাকে সত্য বলিয়া ধারণা হইবে; আর সমস্তই অলীক হইয়া যাইবে। কিন্তু যে সে লোকে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসিবে, আর সেই সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, ঈদৃশী প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই শ্রেয়স্করী নহে। যাঁহারা প্রশস্তবুদ্ধি ধারণ করেন, সদসদ্ বিবেকবতী মতি যাঁহাদের বিদ্যমান, তাদৃশ মনীষীরা অন্য

পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচারালোচনা করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য এবং তদনুসারে কার্য্য করাই বিহিত। যিনি সম্যক্‌প্রকারে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শাস্ত্রবিৎ হইয়া সদাচারে নিষ্ঠাবান্ আছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং তাদৃশ বিজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত। ১৮-২০। শাস্ত্রার্থ লইয়া যাহারা তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ শাস্ত্রের মর্ম্মবোধ যাহাদের নাই, তাহাদিগকে শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া যে ব্যক্তি তাহাদের আনন্দবিধান করেন এবং নিজেও কখন শাস্ত্রবহির্ভূত কার্য্য করেন না, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিতাগ্রণী, তাদৃশ পণ্ডিতের সংসর্গে অবস্থিতি করাই বিধেয়। ২১। জল যেরূপ নিম্নাভিমুখেই প্রধাবিত হয়, সকল জীবই তদ্রূপ নিজ নিজ ইষ্ট বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবকুল নানা পথেই ধাবিত হয়, আর নিজ নিজ রুচি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্তৎপথকে হিতকর ও সত্য বলিয়া নিশ্চয় করে। উল্লিখিত নানা পথের মধ্যে যে পথ অনুসরণ করিলে পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা বিদিত হইবার জন্য সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। অহো! এই জনসমূহ সংসার-সাগরের তরঙ্গ-হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া তৃণাগ্রলগ্ন বারিবিন্দুবৎ অলক্ষ্যে দিন-যাপন করিতেছে। ২১-২৩

শ্রীরাম কহিলেন,—প্রভো! আপনি পণ্ডিতের লক্ষণ যাহা বর্ণন করিলেন, তাদৃশ পণ্ডিত তো অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এখন সকলেরই ভোগপিপাসা বলবতী হইয়াছে। সেই পিপাসা ব্রহ্মাকাশের জগদাকার-বৃক্ষে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করত লতার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করত সারাসারের পার্থক্য বোধ করিয়া প্রকৃত পদার্থ বুঝিয়া লইতে সমর্থ, ঈদৃশ ব্যক্তি এখন কেহ বিদ্যমান আছেন কি? ২৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি যেরূপ পণ্ডিতের কথা বলিলাম, তাদৃশ পণ্ডিত যে অধুনা দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে তাদৃশ পণ্ডিত একেবারেই যে দুষ্প্রাপ্য, এমন কথা অবশ্য স্বীকার্য্য নহে। দেব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদির মধ্যে দুই এক ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে অনায়াসে ঐ প্রকার সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে। ভাস্করতুল্য তেজস্বী তাদৃশ দুই এক জন মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এখনও দিন প্রকাশিত হইতেছে। তদ্‌ব্যতীত অপর জনসাধারণ সকলেই মোহ-সমুদ্রে তৃণপুঞ্জবৎ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ২৫-২৬। দেবাদি যত জাতি বিদ্যমান আছে, সকলের মধ্যেই মোহমগ্ন মূঢ়ের সংখ্যা সমধিক। অধিক কি, সুরবৃন্দের মধ্যেও এরূপ সকল অজ্ঞ দৃষ্ট হয় যে, যাহাদের আত্মজ্ঞান বিন্দুমাত্রই নাই। গিরিস্থিত

বৃক্ষসমূহ যেমন দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত অজ্ঞ কেবল রাগাগ্নিতেই উদ্দীপ্ত হইতেছে। ঈদৃশ বহু অজ্ঞ দৈত্যগণের মধ্যেও বিরল নহে, যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ডবোধের সম্পূর্ণ অভাব। তাহারা যার-পর-নাই উদ্ধত ঘোর অত্যাচারী; আরণ্য হস্তীর ন্যায় এ জগতে ঘোর অত্যাচার করিবার জন্যই যেন তাহারা আবির্ভূত হইয়াছে। সুরবৃন্দ তাহাদের সংহারসাধনেই সতত যত্নবান্। ২৭-২৮। গন্ধর্ব্ব-বৃন্দের মধ্যেও বহু অজ্ঞ বিদ্যমান। বিবেকের বিন্দুমাত্রও তাহাদের নাই। তাহারা হরিণবৃন্দের ন্যায় কেবল সঙ্গীতরসে উন্মত্ত হইয়াই পরিভ্রমণ করে। বিদ্যাধরেরা বিবেচনা করেন, তাঁহারা বিদ্যার আধার। সেই অহঙ্কারেই তাঁহারা আত্মজ্ঞানশূন্য; তাই তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে তাঁহাদের আদর নাই, কেবলমাত্র ভোগবিদ্যাতেই তাহারা অভিরত। যক্ষেরা অজ্ঞতাপূর্ণ; তাহারা অত্যাচারপরায়ণ হইয়া চিরদিনই ভূমণ্ডল ক্ষুব্ধ করে এবং আপনারা চিরকালই অক্ষত থাকিবে বলিয়া মনে করে। যে সমস্ত বালক, বৃদ্ধ বা আতুর লোক সহায়হীন, তাহাদের উপরেই ঐ সমস্ত যক্ষের আধিপত্য। হে রাম! সিংহ যেরূপ মদমত্ত হস্তীর বিনাশসাধন করে, তদ্রূপ তুমিও প্রভূত উদ্ধত নিশাচরের সংহারসাধন করিয়াছ এবং ইহার পরেও অসংখ্য রাক্ষসের বধবিধান করিবে। ২৯-৩২। অগ্নি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাহুতি যেরূপ বহ্নিশিখায় দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পিশাচেরা কেবল প্রাণি-ভক্ষণ-ভাবনাতেই দগ্ধ হইয়া থাকে। পিশাচেরা বড়ই নির্ব্বোধ জীব; তাহাদের বিবেক-লাভের আশা কিছুতেই নাই। নাগবৃন্দ মৃণালনালবৎ ভূগর্ভেই প্রোথিত থাকে এবং তরুমূলবৎ জড় বিমূঢ়ভাবেই তাহাদের কালযাপন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটসকল গর্ত্তমধ্যেই অবস্থিতি করে, তাহাদের ন্যায় গর্ত্তই যাহাদের আশ্রয়স্থল, সেই সমস্ত অসুরজাতির বিবেকপ্রাপ্তির কথাই তো উত্থিত হইতে পারে না। মর্ত্ত্যে মানবজাতির বাস, তাহাদের কথা আর কি বলিব? তাহারা তো পিপীলিকাশ্রেণীবৎ যৎসামান্য ভোজননির্ব্বাহের জন্যই দিবানিশি ঘুরিয়া বেড়ায়। ৩৩-৩৬। এই ভাবেই অখিল জীবজাতিই দুরাশায় সমুদ্দীপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করে। এইভাবেই তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়। যে ব্যক্তি অগাধ জলে ডুবিয়াছে, তাহার শরীরে যেরূপ ধূলিস্পর্শ হয় না, তদ্রূপ বিমল বিবেক প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিকেই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কৃষকেরা শূর্প দ্বারা বাতাস দিলে অসার ধান্যসকল যেরূপ ধান্যাধার হইতে দূরীভূত হয়, তদ্রূপ জীবকুল দেহাত্মাভিমানরূপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া অক্রোধ, অহিংসা প্রভৃতি নিয়ম-নিবহ পরিহার করত ক্রোধ-হিংসাদি শত্রুবর্গের বশীভূত হইয়া থাকে। ৩৭-৩৯

যে সমস্ত তান্ত্রিক যোগিনী আছে, তাহারা সুরা, শোণিত ও মাংসাদিরূপ কর্দ্দমলিপ্ত দুর্গন্ধ-পূরিত পল্বলে পড়িয়া অপবিত্র পিশাচবৎ জীবন কাটাইয়া থাকে। তাহাদেরই বা কিরূপে বিবেকবিকাশ হইবে? সুরবৃন্দমধ্যে হর, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, সূর্য্য, বৃহস্পতি, শুক্র ও অগ্নি প্রমুখ অমরবৃন্দ, দক্ষ-কশ্যপাদি প্রজাপতিসমূহ, নারদ ও সনক-সনন্দনাদি ঋষিবৃন্দ, স্কন্দাদি দেবকুমারকুল, হিরণ্যাক্ষ, বলি, প্রহ্লাদ, ময়, বৃত্র, অন্ধক, নমুচি, কেশিপুত্র ও মুর প্রভৃতি দৈত্যবৃন্দ; বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ ও প্রহস্তাদি রাক্ষসকুল এবং শেষ, তক্ষক, কর্কোটক ও মহাপদ্মাদি নাগবৃন্দ, এই সমস্ত সুর ও সুরেতরগণই বিশিষ্ট বিবেকসম্পন্ন জীবন্মুক্তস্বভাব। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ইন্দ্রধামে ঐ প্রকার আরও অনেক জীবন্মুক্ত মহাত্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধ ও সাধ্যলোকে, অধিক কি, নরলোকেও আরও দুই চারি জন খ্যাতনামা জীবন্মুক্ত নৃপতি, ব্রাহ্মণ এবং ঋষি যে না আছেন, এমন নহে; তবে তাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা দিয়া থাকে। ৪০-৪৬

হে রামচন্দ্র! এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রভূত জীবের বাস; কিন্তু তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীব একান্ত বিরল। দেখ, ফল-পল্লবসমন্বিত বৃক্ষ অসংখ্য আছে; কিন্তু কল্পতরুর সংখ্যা যার-পর-নাই অল্প। ৪৭

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টনবতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যাহাদের বিবেকের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিবেকবলে সংসারে বিরক্ত হইয়া যাঁহারা পরমপদে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, লোভমোহাদি রিপুকুল তাঁহাদের ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১। তাঁহারা কিছুতেই রুষ্ট বা কিছুতেই হৃষ্ট হন না, কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, কোনরূপ ভোগ্য পদার্থের সঞ্চয়ে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন না, কোন কিছু হইতে ভীত হন না, কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, নাস্তিক্যবুদ্ধি লইয়া কোন অবৈধ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন না, আর আস্তিক্যবুদ্ধিতে কোন অতিক্লেশকর কর্ম্মেও সংলিপ্ত হন না। তাদৃশ সংসারবিরাগী ব্যক্তি নিরন্তর উদাসীনভাবেই অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের ব্যবহার বড়ই মাধুর্য্যময়। তাঁহারা সকলের সঙ্গেই কোমল ও মধুরভাবে আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ২-৩। তাদৃশ মহাত্মগণের সংসর্গ শশধর-কিরণবৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দকর। সেরূপ সংসর্গে অন্তরে বড়ই আনন্দোদয় হয়।

তাঁহাদের সংসর্গলাভ হইলে কোনরূপ উদ্বেগেরই সম্ভাবনা থাকে না। কোন কার্য্যে কোনপ্রকার সংশয় সমুদিত হইলে সুচতুর বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা ক্ষণমধ্যেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া দেন। তাঁহারা বাহিরে সর্ব্ববিধ লোকব্যবহার পালন করেন, কিন্তু অন্তরে নিয়তই শীতশান্তভাবে বিরাজমান থাকেন। ৪-৫। তাদৃশ মহাপুরুষগণ শাস্ত্রার্থবিচক্ষণ, শাস্ত্ররসের আস্বাদ-লোলুপ, পূর্ব্বাপর-লোকবৃত্তান্তজ্ঞ, হেয়োপাদেয় পদার্থসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারী। তাঁহারা স্বেচ্ছাবশে কোন একটা কার্য্য করিয়া বসেন না; অশাস্ত্রীয় কার্য্যেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা অতিমাত্র সদাচার-নিরত এবং নিরন্তর আনন্দোৎফুল্ল। ৬-৭। প্রস্ফুটিত পদ্ম যেরূপ সৌরভ ও রসদানে ভ্রমরের অভিনন্দন করে, তাঁহারাও তদ্রূপ সমাগত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া জ্ঞান, আশ্রয় ও অন্নদান করিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুণ-মহিমায় সকল ব্যক্তিই বাধ্য হইয়া পড়ে; সকলেরই সন্তাপ তাঁহারা দূর করেন। শীতল স্থানের ন্যায় তাঁহারা স্নিগ্ধতাময়। ৮-৯। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি বিপদ্, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশবিপ্লব এ সমস্তই তাহারা বর্ষাকালের জলধরের ন্যায় তপোবলেই দূরীভূত করেন। তাঁহাদের দ্বারা ভূকম্পও প্রশান্ত হইয়া যায়; তাঁহারা বিপৎকালে লোকদিগকে সমুৎসাহিত করেন, এবং সম্পদের সময় সুখী করিয়া থাকেন। তাদৃশ মহানুভববৃন্দ চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুস্নিগ্ধ এবং পতিগতপ্রাণা কামিনীর ন্যায় প্রেম-মাধুর্য্যাদি-গুণে বিভূষিত। তাদৃশ সাধু ব্যক্তিরা বসন্তঋতুবৎ যশঃপুষ্পে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন, পুংস্কোকিলবৎ মধুরালাপ করেন, এবং ভাবী সৎফললাভের হেতু হইয়া থাকেন। ১০-১১

লোকচিত্তরূপ মহাসাগরকে নিরুদ্ধ করিতে উক্ত মহানুভবগণই সমর্থ। ঐ মহাসমুদ্র মোহরূপ জলজন্তুর আধার, দুঃখরূপ আবর্ত্ত ও তরঙ্গসঙ্কুল এবং রোষরূপ সমীরহিল্লোলে উদ্বেগময়। বুদ্ধিভ্রংশ হইলে কিংবা বিষম সঙ্কট ও দারুণ দুর্ব্বিপত্তি ঘটিলে তাদৃশ সাধু ব্যক্তিরাই একমাত্র গতি। সংসারপথে পর্য্যটন পূর্ব্বক যে সমস্ত জীব পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা বিশ্রামলাভের জন্য উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা তাদৃশ সাধু ব্যক্তিকে চিনিয়া লইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত থাকিবে। কেন না, তাদৃশ সাধুসঙ্গ ভিন্ন ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই। যাহা ঘটিবার ঘটিবে, সে জন্য আর বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ ধারণা করিয়া বিবরগত কীটবৎ অনবহিতভাবে অবস্থান করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। সাধু ব্যক্তির যে সকল সদ্গুণের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে একটি গুণও যাঁহাতে থাকে, সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারই আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য। ১২-১৮। সম্পূর্ণ গুণ নাই বলিয়া সাধুর প্রতি হতাদর হওয়া সমীচীন নহে। বাল্য

হইতেই যাহাতে দোষ-গুণবিচারের শক্তি জন্মে, তজ্জন্য সম্ভবমত শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষণ করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্র দোষ থাকিলে তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া নিয়ত সাধুসেবা করা কর্ত্তব্য। ঘোর বিষয়াসক্ত ও মোহগ্রস্ত পরিজনবৃন্দের সঙ্গত্যাগ শনৈঃ শনৈঃ করাই উচিত। কারণ, তাদৃশ মোহাপন্ন ব্যক্তির সংসর্গবশে রমণীয় পদার্থও অরমণীয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহা স্থায়ী বস্তু, তাহাও অস্থায়ী বলিয়া উপলব্ধ হয় এবং সাধুও অসাধু হইয়া পড়েন, এ কথা কল্পিত নহে; ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষও করিয়াছি। কাজেই অসাধুর সংসর্গ পরিহার করিবে; তাদৃশ সংসর্গে সকলেরই অনর্থ ঘটিতে পারে। ১৯-২২ দেশ ও কালপ্রভাবে তাদৃশ অসাধুসংসর্গে বিষম বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জন করত কেবল সাধুসঙ্গে থাকাই কর্ত্তব্য। তাদৃশ সংসর্গে বিন্দুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কা নাই। অধিকন্তু তাহাতে ইহ-পরকালেরই কল্যাণসাধন হইয়া থাকে। সাধুসংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনমতেই বিধেয় নহে, বিনীতভাবে সাধুর সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাহারা সাধুগণের নিকট গমন করে, শম-দমাদি কুসুমপরাগে তাহাদের অঙ্গ বিমণ্ডিত হয়। ফল কথা, সাধুর যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, তাহার সংসর্গফলে তৎসমস্ত অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৩-২৪

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতম সর্গ

শ্রীরাম কহিলেন,—ভগবন্! অধুনা আর একটা বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা মানব, আমাদের ঐহিক পারলৌকিক দুঃখ যাহাতে বিনাশ পায়, তাদৃশ উপায় অনেক আছে। সৎশাস্ত্র, সৎসংসর্গ, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা এ সমস্তই সেই উপায়মধ্যে গণনীয়; কিন্তু কীটপতঙ্গাদি যে তির্য্যক্ ও স্থাবরজাতি বিদ্যমান, তাহাদের দুঃখ কি উপায়ে নষ্ট হইতে পারে? আর দুঃখ দূরীভূত না হইলেই বা তাহারা জীবনধারণ করে কিরূপে? এই সমস্ত মৎসমীপে প্রকাশ করিয়া বলুন। ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এ চরাচর-জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই নিজ নিজ ভোগোচিত সুখে তৃপ্ত হইয়া অধিষ্ঠিত আছে। আমাদের ন্যায় অণুপরিমিত সামান্য কীট-পতঙ্গাদিরও ভোগবাসনা আছে সন্দেহ নাই। আমাদের যে ভোগবাসনা, তাহাতে আমাদের আস্থা অতি অল্প। এই জন্য পরমার্থলাভে আমাদের বিঘ্নঘটনাও সামান্যমাত্র। কীট-পতঙ্গাদির ভোগবাসনা অত্যন্ত, সেই জন্য তাহাদের

পরমার্থ-সাধনায় অশেষ বিঘ্ন বিদ্যমান। আপন অধিকারনির্ব্বাহের জন্য বিরাট-নায় হিরণ্যগর্ভেরও যেরূপ স্বীয় ভোগে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্মদেহ কীটাদিরাও নিজ নিজ ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কেশমূলের ছিদ্রবৎ অতি ক্ষুদ্র স্থানেও তাহারা নিজ নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এখন বুঝিয়া দেখ, অহঙ্কারের কতই মাহাত্ম্য। ৩-৫। আরও দেখ, নিরাধার শূন্যমার্গে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইতেছে, মরিতেছে এবং তাবশিষ্টগণ ঐ শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। নিরন্তরই তাহাদের স্ব স্ব ভোগসিদ্ধির প্রয়াস। ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের সে প্রয়াসের বিরাম নাই। সামান্য পিপীলিকার দিকে নেত্রপাত করিলেই দেখিবে,—তাহারা নিজ নিজ আত্মীয়গণের সঙ্গে সামান্য আহারের কারণ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া মনে হয় না কি যে, তাহাদের বাঞ্ছিতসিদ্ধির সময়-সঙ্কুলান আমাদের দিবসব্যাপী সময়েও ঘটে না? বস্তুত ঐ প্রকার কর্ম্মে আমাদের একটি দিবস তাহাদের একটি ক্ষণের ন্যায় অনুমিত হয়।৬-৭

তিমি-নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে; তাহার প্রমাণ একটা ত্রসরেণুর তুল্য। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা দ্রুতগতিতে গরুড়বৎ শূন্যপথে ছুটাছুটি করিয়া ভ্রমণ করে। কেন ভ্রমণ করে? ভোগবাসনার পরিতৃপ্তিই উহাদের ঐরূপ ছুটাছুটির উদ্দেশ্য, ইহা কি বলিতে পারি না? ৮। এই আমার ঘর, এই আমার পুত্রপরিবার, এই ভাবে ‘আমার আমার’ করিয়া জগদ্বাসী লোকেরা যেরূপ দিনাতিপাত করে, সামান্য কৃমিকীটের কথা চিন্তা করিয়া দেখ, তাহারাও তদ্রূপ করিয়া কাল কাটাইয়া থাকে। এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ক্ষতস্থানোপরি জন্মগ্রহণ করে। আমাদের ন্যায় তাহারাও দেশ-কালাদির অনুসরণ করে; ‘এই আমার বসতিস্থল’, এই স্থানে আমি এতটুকু কাল আছি, এই সময় ইহা আহার করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানে কার্য্যে ব্যস্ত হয়, এইভাবে তাহারা স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করে। ৯-১০

স্থাবর পদার্থ বৃক্ষাদিরও কিয়ৎপরিমাণ বোধ ও জীবনীশক্তি আছে। পাষাণাদি অচেতন পদার্থ, তাহাদের বোধশক্তি একেবারেই নাই। কৃমি-কীটাদি জীবকুল মানুষের ন্যায় স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত আছে। তাহারাও মানবগণের ন্যায় স্বপ্নাবস্থায় ও জাগরদশায় উপনীত হয়। স্বপ্নে তাহারা নিশ্চেষ্ট-ভাবে থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় কার্য্য করে। দেহ নষ্ট হইলে আমরা যেমন দুঃখ বোধ করি, তাহারাও শরীরস্থিতিকাল যাবৎই তদ্রূপ সুখ ভোগ করে; দেহনাশে তাহাদেরও দুঃখ-বোধ হয়।১১-১২। কোন ব্যক্তি দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইলে সেখানে যাইয়া সে যেরূপ সবিস্ময়ে অথচ ঔদাস্য সহকারে তত্রত্য নিখিল

বস্তু দেখে, ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, যাবৎ তত্রত্য কাহার সহিত না পরিচয় হয়, তাবৎ কিছুই নিজস্ব করিয়া গ্রহণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পশু, পক্ষী. প্রভৃতি তির্য্যগ্‌জাতিরাও অস্মদীয় ভোগ্য বস্তুগুলি ঐরূপে দর্শন করিতে থাকে। সংসারে আমরা যেরূপ সুখ-দুঃখ দুই-ই উপভোগ করি, তির্য্যগ্‌জাতিরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। তবে আমরা মানবজাতি; আমাদের হিতাহিত-বিবেচনার শক্তি আছে, কিন্তু উহারা তমঃপ্রধান তির্য্যগ্‌জাতি, উহাদের সে শক্তি নাই। কোন অপরিচিত দূরদেশে বিক্রীত ব্যক্তি যেরূপ স্বকীয় দুরবস্থার বিষয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে সমর্থ হয় না, তাহার অন্তরের দুঃখ অন্তরেই থাকিয়া যায়, তদ্রূপ বলীবর্দ্দাদি পশুরাও নাসারজ্জু-বন্ধনে কৃষকগণ কর্ত্তৃক কঠোরভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে না বা কাহারও নিকট নিজ দুঃখ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। ১৩-১৫ আমরা কোমলত্বক্ মনুষ্য, তাই নিদ্রাবস্থাতেও শীত, গ্রীষ্ম ও মশক-মৎকুণাদির দংশনযাতনা আমাদের উপলব্ধ হয়। তরু-গুল্ম-কীটাদিরও ঐ প্রকার হইয়া থাকে। দেশে বিপ্লব-বিপদ ঘটিলে আমরা যেমন পথ অপথ বিচার করি না, কণ্টকসঙ্কুল বন হউক, খাত হউক বা উত্তপ্ত বালু-পূর্ণ সঙ্কট-কঠোর স্থলই হউক, কিছুই লক্ষ্য না করিয়া বিশৃঙ্খলগতিতে যে পথে আশু গমন করা সম্ভব, সেই পথেই ছুটিতে থাকি, সর্প ও পশুপক্ষ্যাদি সম্বন্ধেও ঐ এক কথা জানিবে। ভয়ত্রস্ত হইলে তাহারাও পথ অপথ বিচার না করিয়া উচ্ছৃঙ্খলগতিতে ছুটিতে থাকে। অরণ্যের বাহ্যবিক্ষেপবিরহিত সামান্য কীট, আর স্বর্গের রাজা ইন্দ্র—স্বরূপানন্দ দুয়েরই সমান ; প্রভেদ কিছুই নাই। ১৬-১৭

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-সুখ বাহ্যত ইন্দ্রও যেরূপ ভোগ করেন, কীটবৃন্দও তদ্রূপ করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি ও দ্বেষজনিত সুখদুঃখ বা জরামৃত্যু-ক্লেশ—এ সমস্ত সুরপতি ইন্দ্রেরও যদ্রূপ, সাধারণ কীট-জাতিরও তদ্রূপই। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পাপপুণ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি এবং অতীত ও ভাবী ঘটনার জ্ঞান, এই সমস্ত ভিন্ন অপরাপরবিষয়ক জ্ঞান—শৃগাল, সর্প, নকুলাদি জীব ও অন্য মনুষ্য সাধারণ সকলেরই তুল্য। ১৮-২০। পাষাণাদি স্থাবর জীব সুষুপ্তি-দশাবস্থ বৃক্ষের সত্তাও স্বীয় সত্তামাত্র অনুভব করে। হিমাচল ও সুমেরু প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ গিরিরাজি অখণ্ড চিদাকাশের অনুভব করিতে করিতেই সমাধিতে অধিষ্ঠিত। ২১। এইপ্রকার অনুশীলন করিলে বোধ হয় যে, বৃক্ষাদি-দৃষ্টিতে এই জগৎ-কল্পনার অনুভবই হয় না ; কারণ, ঐ বৃক্ষাদি ঘোরতর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাহাদের বোধশক্তি কিছুমাত্রও নাই। পর্ব্বতাদি জীবজাতির অনুভবে এই জগৎ-কল্পনার প্রত্যয়ই হয় না ; কারণ, তাহারা স্বকীয় সত্তামাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই

অনুভব করিতে সমর্থ নহে। জঙ্গম জাতির মধ্যে অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যমান। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই জগৎকল্পনার অনুভব হয় না; কারণ, মাত্র চিদাকাশেরই তাঁহারা অনুভব করিতে থাকেন। কেবল কতিপয় জঙ্গম জীব আছে, তাঁহাদের দ্বারাই এই জগৎকল্পনার অনুভব হয়। কিন্তু তাহাতে জগৎসত্তা যথাযথ প্রমাণ করা অসম্ভব। এই সকল হইতে বুঝিতে হইবে, শৈলাদির সত্তা, বৃক্ষাদির সত্তা বা জগৎসত্তা সমস্তই সেই একমাত্র অখণ্ড চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতভাবের বিন্দুমাত্রও ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ২২-২৩

যাবৎ না নিজতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তাবৎই জগৎ; কিন্তু যখন তাহা বিদিত হওয়া যায়, তখন আমি, তুমি, সত্তা, অসত্তা, কিছুরই আর পার্থক্য থাকে না। একমাত্র সচ্চিদাকাশই অজ্ঞ জনসকাশে স্বপ্নবৎ জগদ্বৈচিত্র্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। চিদাকাশের অবস্থান্তর কিছুই নাই; উহা সৃষ্টির প্রারম্ভেও যদ্রূপ ছিল, এখনও তদ্রূপই আছে; আবার পরবর্ত্তী কালেও এই একইরূপে থাকিবে। ইহাতে আত্মত্ব, পরত্ব, জগত্ত্ব, শূন্যত্ব, মৌনিত্ব, মৌনত্ব, ইহার কিছুই নাই। তুমি যেরূপ আছ, তদ্রূপই থাক। আমিও যেরূপ আছি, তদ্রূপই থাকি। কারণ, শান্ত পরমাকাশ; তাহাতে সুখাসুখ নাই। ২৪-২৮

স্বপ্নাবস্থায় যে নগর পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে পরমাকাশত্ব ভিন্ন আর কি আছে বল দেখি? পরিদৃষ্ট স্বপ্ননগর পরমাকাশই বুঝিবে, অজ্ঞানই ঐরূপ ভ্রান্তির উৎপাদক। পরমাকাশের স্বরূপজ্ঞান হইলে আর এ ভ্রম বিদ্যমান থাকে না। ২৯-৩০। এই জগৎস্বপ্নের স্বরূপজ্ঞান জন্মিলে যখন ইহার সত্যতা-সমুপলব্ধি বিদূরিত হয়, তখন উহার প্রতি এত আগ্রহপ্রদর্শনের প্রয়োজন কি? বন্ধ্যাপুত্রের প্রতি আবার স্নেহাকর্ষণ কি প্রকার? স্বপ্নসময়ে এই জগৎস্বপ্ন প্রতি পরমাণুতে হওয়াই সম্ভব। জাগ্রৎকালে কিছুই তো ইহার থাকিবার নয়; সুতরাং ইহার প্রতি আর আস্থা করিবার কারণ কি? যদি এ প্রকার একটা আপত্তি করা যায় যে, প্রবোধকালে এই জগৎস্বপ্ন অসৎ হইয়া যাউক, স্বপ্নকালে ইহা সত্য হইবার পক্ষে হানি কি? এই আপত্তির উত্তর এই যে, স্বপ্ন এবং প্রবোধ, এই দুইয়েরই অসদ্ভাব; সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় ঐ জগদ্ভাবদর্শন অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ স্বপ্ন এবং প্রবোধ, এরূপ প্রভেদকল্পনাই অলীক; সুতরাং স্বপ্নে সত্য আর প্রবোধে মিথ্যা, এ কথা বলার আর তাৎপর্য্য কি? সকলই একমাত্র সম চিদাকাশ। ৩১-৩৪

সলিলগর্ভে তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে তরঙ্গরাজি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু জলের কোনই ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ দেহে দেহে আঘাত লাগিয়া দেহ নষ্ট হয়; কিন্তু চিদাত্মার তাহাতে কোনই হানি ঘটে না। চিদাকাশে যে 'অহং'

ইত্যাকার ভ্রান্তি জন্মে, সেই ভ্রান্তিজ্ঞানই দেহ ; এই দেহ নষ্ট হইলে তাহাতে চিতের কি কিছু বিনাশ পাইয়া থাকে ? জ্ঞানী ব্যক্তি এই জগৎকে চিদাকাশেরই স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করেন। ক্ষিত্যাদি ভূতসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে অলীক, উহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই। সুতরাং এই জগৎ যে একটা স্বপ্ন, তুমি ইহাই ধারণা কর। সৃষ্টির প্রাক্কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবিষ্ট চিৎ স্বস্ব সংস্কারবাসনার অনুগুণে ক্ষিত্যাদি পদার্থ অনুভব করিয়া থাকে। সেই অনুভূতি স্বপ্নের ন্যায়ই হয়। সুতরাং ক্ষিত্যাদি বস্তুতে ও স্বপ্ন-পদার্থে যে সত্যতা-ভ্রান্তি, তাহা কেবল কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৩৫-৩৮

এই যে জগৎস্বপ্ন অনাদিপ্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে, ইহা যদিও সম্পূর্ণরূপেই অলীক, তথাচ মূঢ় ব্যক্তিরা ইহাকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে। এই জগৎস্বপ্ন একটা ভ্রান্তিমাত্র ; এ ভ্রান্তি মিথ্যা হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে একান্তই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহা অতীব স্বচ্ছ সুবিমল। জড়তা আসিয়া তাহাকে কদাচ কলুষিত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাকেই অনন্ত বিস্তৃত চিদ্ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ফলতঃ তিনিই একমাত্র বিদ্যমান। ক্ষিত্যাদিনামীয় কোন সত্য পদার্থই কোন কালে বিদ্যমান ছিল না ; সুতরাং তাহার স্মর্ত্তা বা বিস্মর্ত্তা কে কি প্রকারে হইতে পারে ? ৩৯-৪১। যাহা পবিত্র চিৎস্বরূপ, তাহার অপরিজ্ঞানবশতই জগতের প্রতি সত্যতা-বোধ দৃঢ় হইয়া উঠে। পরন্তু যখন চিৎস্বরূপের জ্ঞান জন্মে, তখন ভ্রান্তিকবাট উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অজ্ঞানের বাধঘটনা যৎকালে হয়, তখন চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। তখন ক্ষিত্যাদির সত্তা কোনরূপেই সম্ভবিতে পারে না। কি দ্রষ্টা, কি দৃশ্য, সমস্তই তখন একমাত্র শিবস্বরূপ হইয়া যায়। বাহিরে যদি পদার্থ থাকে, তবে তদভিমুখস্থ মুকুরে প্রতিবিম্বপাত হয় ; কিন্তু এই যে জগৎ, ইহা চিৎস্বরূপ মুকুরে আপনা হইতেই প্রতিবিম্বাকারে নিপতিত হইয়া থাকে। মুকুরে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিকে যেরূপ ধরিয়া দেখিতে গেলে থাকে না, তদ্রূপ এই চিদাকাশের প্রতিবিম্ব—বিশ্বকেও দেখিতে যাও, কিছুই থাকিবে না। ৪২-৪৩। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিচার সহকারে প্রমাণ দ্বারা দেখিতে গেলে একমাত্র চিৎই যে পরমার্থ সত্য, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। তদ্ব্যতীত এই ভ্রান্তপ্রত্যয় জগৎ কখনও হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কি প্রকারে সৎ বলা যাইবে ? যদি সৎই না হয়, তবে আমাদের এ জগতে ব্যবহার চলিতেছে কি প্রকারে ? ইহার হেতু দেখাইতে গেলে বলা যায়, যাহা ভ্রমাত্মক কার্য্য, স্থলবিশেষে তাহা যথার্থ কার্য্যকারী হইয়া দাঁড়ায়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্নে রমণীসম্ভোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, ঐরূপ সম্ভোগ

প্রকৃতপক্ষে অলীক ; তথাচ প্রত্যয়ক্ষণে প্রকৃত রেতস্খলনাদির কারণ হইয়া দাড়ায়। বস্তুতঃ কি 'তুমি' কি 'আমি' প্রভৃতি দৃশ্যদশা কিছুই কিছু নহে। ৪৬-৪৮

হে রাম ! উপরিকথিত জ্ঞানযুক্তিক্তবলে তুমি চৈতন্যস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহ। সুতরাং তোমার শরীরনাশে পুনর্ব্বার যদি জন্ম হয়, তাহাতে তোমার কিছুই হানি নাই ; আর যদি একেবারেই মুক্তি ঘটে, তাহা হইলে তো শান্তিই হইয়া গেল। ফলে যে দিক্ দিয়াই বিবেচনা কর, কোন দিকেই তোমার দুঃখকারণ নাই। তবে মূঢ় ব্যক্তিরা যে জননমৃত্যুতে দুঃখবোধ করে, তাহার হেতু তাহাদেরই পরিজ্ঞেয় ; আমাদের তাহা জ্ঞেয় নহে। যে ব্যক্তি মরীচিকাজলের মীন হয়, মরীচিকা-নদীর তরঙ্গান্দোলন কিরূপ, তাহা সেই ব্যক্তিই জানে। অন্তরে বাহিরে একমাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান, তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ইহাই বিদিত আছেন। চিদাকাশই চিদাকাশ হইয়া 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি সর্ব্বস্বরূপে অথচ একইভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সঙ্কল্পিত শাখা-প্রশাখাদি লইয়া চিদাকাশময় আত্মাই দেহ-তরুরূপে প্রতিভাত হয়, এই যেরূপ দৃষ্টান্ত, 'তুমি' 'আমি' বা 'জগৎ' ঈদৃশ ভাবসমষ্টিও তদ্রূপ। ৪৯-৫১

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত

শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! আরও একটি বিষয় জানিতে আমার ইচ্ছা। আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহার একটি মীমাংসা আপনি করিয়া দিন। কোন সম্প্রদায় বলে যে, যাবৎ বাঁচিতে হইবে, সুখেই কালাতিপাত করিবে। মৃত্যু তো আর প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে না ; সুতরাং তাহার জন্য ভাবনাচিন্তা করিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি ? মৃত্যু হইল তো সকলই শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুর পর আর আসার সম্ভাবনা কোথায় ? শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেলে সে শরীরের পুনরাগমন আর কোথা হইতে হইবে ? এইপ্রকার মতবাদিগণের দুঃখোপশম হইবার উপায় কি ? তাহারা যে মত প্রকাশ করে, তাহা তো সমগ্র আস্তিকসমাজের অননুকূল, অথচ আপনি ঐরূপ মতকে সত্য বলিলেন কি প্রকারে ? ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম ! উক্ত মত সত্য হওয়া বড় একটা বিস্ময়ের বিষয়

নহে। কেন না, সম্বিৎ অন্তরে যে ভাবে নিশ্চয়বতী হয়, অনুভবও তাহার ঠিক তদনুরূপই হইয়া থাকে। এ বিষয় তো সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ফল কথা, এই যে বহিরাকাশ বিদ্যমান আছে, ইহা যেমন সর্ব্বগত ও শান্ত, সেই চিদাকাশও তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী। কি চার্ব্বাকাদির কল্পিত দেহাত্মবাদ দ্বৈত, কি বেদান্তবাদী কোবিদগণের অনুভবসিদ্ধ ঐক্য, উভয়ই সেই চিদাকাশমাত্র জানিবে, তদ্‌ব্যতীত আর কিছুই সম্ভব নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ মহাপ্রলয়াবস্থা, তাহাতেও ঐ চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। চিদাকাশ বিশাল ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র সকল সময়েই বিরাজিত। উহার কারণ কেহই নাই।৩-৫। যাহারা এ সমস্ত কথা অগ্রাহ্য করে, বেদবাক্য মানে না, মহাপ্রলয়াদির বিষয় অমান্য করে, তাহারা যার-পর-নাই মূঢ়; শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খেরা আমাদের নিকট মৃত বলিয়াই স্থিরীভূত, সেই জন্যই তাহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ দিতে আমরা ইচ্ছা করি না। তাহারা উপদেশ পাইবার যোগ্য, এ কথাও আমরা মনে করি না। যাহাদের মন প্রত্যগাত্মচৈতন্য-ভাবসম্পন্ন হইয়া সকলই ব্রহ্মবোধে পূর্ণকাম ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ দিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। পুরুষের চিত্তে যেরূপ অনুভবের উদয় হয়, পুরুষ ঠিক সেইরূপই হইয়া উঠে। শরীর থাকুক আর না থাকুক, কিছুই হানি নাই। ফলে চার্ব্বাকাভিমত দেহাত্মবাদে ঐরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক অনুভবই একমাত্র কারণ; শরীরকে কারণ বলা হয় না। এই জন্যই বলিতে হয়, আত্মা আনন্দময় হইলেও তথাবিধ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা অনুভূতিপ্রভাবে পুরুষ দুঃখবোধই করে। দৃঢ়চিন্তার প্রাবল্যবশে জীব তন্ময় হইয়া গেলেই আত্মস্বভাব-বিরোধী দুঃখাদি জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ৬-৯। এই দুঃখময় জগৎকে যদি নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ চিৎস্বরূপে চিন্তা করিতে পারা যায়, তবে তথাবিধ দেহাত্মবাদিগণেরও উদ্ধারসাধন অসম্ভব হয় না। যিনি কূটস্থ অদ্বয় চিদাকাশ, তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহারা যে সময় সেই চিদাকাশময় হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের দুঃখবোধ আর কি প্রকারে সম্ভবে? তাহারা তো তৎকালে আনন্দময়রূপেই পর্য্যবসিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিন্তা করিতে করিতে চিদাকাশকেই দৃঢ়নিশ্চয়রূপে অনুভবগোচর করিয়াছেন, শূন্যে যেরূপ ধূলিপটল লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাদের অন্তরেও সুখ বা দুঃখ কিছুই সংলগ্ন হইতে পারে না। ১০-১১।

অনুভূতি সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, আপাততঃ যে একটা নিশ্চয়, তাহাই তো সত্য বা অসত্য এই উভয়ানুভবের হেতু হইতে পারে। যে পথেই যে গমন করুক না কেন, সকলেরই একটা না একটা অনুভব বিদ্যমান থাকে।

চার্ব্বাকানুমোদিত শরীর, সাংখ্যাভিমত পুরুষ এবং মীমাংসকমতের ভোক্তা জীব, ইহাদিগকে যদি উক্ত অনুভব হইতে পৃথক্রূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে আর কিছুই থাকে না। এই জন্যই কথিত হয়, অনুভবই সর্ব্বকল্পনাস্থল ; অনুভবই সকল এবং এ বিশ্বের অনুভাবক। যে অনুভবে জগৎসত্তা স্থিরীকৃত হয়, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহা দ্বারাই স্বপ্নে আকাশ, পাতাল, জল, স্বর্গ, সর্ব্বত্রই স্বকল্পনানুরূপ শরীরেরও প্রত্যয় হইয়া থাকে। উক্ত প্রত্যয়জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, পুরুষও নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ হয়। ঐ জ্ঞান নিশ্চয় হইয়া গেলে তৎকালে তাহা সত্যরূপেই স্থিরীকৃত হইয়া উঠে। আমি যে সমস্ত মতের সত্যতার সমর্থন করিয়াছি, তাহা এই অনুভূতিনিশ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া জানিবে। আমার মতে কেবল মাত্র অনুভবজ্ঞানই সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার।১২-১৭। চৈতন্যে যে অবিদ্যা বিদ্যমান, তাহাই নানা সম্প্রদায়ের নানা অনুভবরূপে পরিণত। ঐ অবিদ্যা যখন বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন উহা বিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষ-ফলেরই আস্পদ হইয়া দাঁড়ায়। পুণ্যতীর্থে পুণ্যকালে স্নানদানাদি, যথাসময়ে মণি, মন্ত্র ও ঔষধাদির ব্যবহার এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা উল্লিখিত অবিদ্যার ঘনত্ব কিঞ্চিৎ বিদূরিত হয়। তাহা হইলে তখন যে বিশুদ্ধ সম্বিদের উদয় হয়, সে সম্বিদ্ কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উক্ত অবিদ্যা ক্ষীণ হইবার পর যদি ক্ষণমধ্যেই পুনরায় আবিষ্কৃত হয়, তবে কোন প্রকারেই আর জীবের দুঃখশান্তি ঘটে না। মনুষ্যগণের অবিদ্যাবিষ্ট চৈতন্যই জীব ; দৃঢ়ভাবনাবশের প্রাবল্যে সেই জীব যৎকালে সুস্থ হইয়া উঠে, তখনই সে নিশ্চয় সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। প্রত্যক্ আত্মচৈতন্যকে বাস্তব পক্ষে জ্ঞাত হইতে পারিলে, সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞদিগের যে তথাবিধ নির্ম্মল চৈতন্যজ্ঞানই সংসারবন্ধনচ্ছেদনের অদ্বিতীয় উপায়। উক্ত জ্ঞান না হইলে শিলার ন্যায় জড়ভাব ও অন্ধভাব চিরদিনই পুরুষের থাকিয়া যায়। নিদ্রাবস্থায় যেরূপ জড়তারই অনুভূতি হয়, তদ্রূপ পুরুষ স্বপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও ঐ প্রকার নিজস্বরূপের অজ্ঞানপ্রভাবেই এই বাহ্য-প্রপঞ্চের অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং যাবৎ স্বস্বরূপের না বিকাশ ঘটে, তাবৎ পর্য্যন্ত উহার অজ্ঞানান্ধতাই অবশিষ্ট থাকে ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই থাকিবার নহে। ১৭-২২

শ্রীরাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই সংসার অপার, অনন্ত ; কদাচ ইহার ক্ষয় নাই। ইহা সর্ব্বসময়ের জন্যই সত্য। এইপ্রকার চিন্তাবশে জগতের উপর নশ্বরত্ববুদ্ধি যাহার নাই, ইহা অবিনশ্বর বলিয়াই জ্ঞান করে, এ জগৎ যে বিজ্ঞানঘন চৈতন্যমাত্র, তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না, এই যথাবস্থ জগৎকেই

কেবল দেখে ; তাদৃশ মোহান্ধ জীবের দুঃখপ্রশমনের উপায় কি ? এই বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। এ বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় রহিয়াছে। আপনি আমার সে সংশয় ভঞ্জন করিয়া জ্ঞানবর্দ্ধন করুন। ২৩-২৫

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! ঈদৃশ নাস্তিকের কথা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। এই সমস্ত নাস্তিকের সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। ইহারা পাষণ্ড, তাই ইহাদের কথা বলিতে বা শ্রবণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, বহু আয়াস স্বীকার করিলে তবে উহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে উহাদের পরিত্রাণ না পাইবার তো কারণ কিছুই দেখি না। উহারা যাহাতে সুপথের পথিক হইতে পারে, তাহার যে উপায় আছে, তাহা বলি, অবধান কর। ২৬-২৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহার দুঃখোপশমের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলে, সে ব্যক্তির মতে আত্মা কি দেহাতিরিক্ত চৈতন্য ? কিংবা আতিবাহিক শরীর, স্থূল শরীর, বিশুদ্ধ সম্বিৎ বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিৎকেই সে আত্মা বলিয়া অভিহিত করে অথবা তাহার মতে সম্বিদের কথা একেবারেই কি মিথ্যা ? যদি তাহার মতে দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা হয়, তাহা হইলে তো আপনাকে সে চৈতন্যরূপে জ্ঞান করিতে পারে। কারণ, মরণান্তে যখন দেহাদি উপাধির বিলয় ঘটিবে, তখন তো সে পরমাত্মা সহ এক হইয়াই যাইবে। অন্ততপক্ষে তখন অনুভব হইবারই কথা। আর যদি অন্নরসময় বিনশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে নিজের বিনাশ আশঙ্কায় নিশ্চয়ই তাহার দুঃখ হইবে। কিন্তু অবনিশ্বর চৈতন্যকে আত্মা বলিলে ঐ দুঃখ আর ঘটিবে না। এইভাবে ক্রমে যদি বুঝাইতে পারা যায়, তবে পূর্ব্বোক্তপ্রকার নাস্তিকও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি তন্মতে স্থূলদেহই আত্মা বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, স্থূল দেহমাত্রই অবয়ববিশিষ্ট, সুতরাং যাহার অবয়ব বিদ্যমান, তাহার তো বিনাশ হইবেই হইবে। কিন্তু আত্মার তো বিনাশ নাই। যদি এইরূপ বুঝাইতে পার যায়, তাহা হইলে আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু, তাহা আপনা হইতেই সে বুঝিতে পারিবে। যাহার দুঃখোপশমের উপায় তুমি জানিতে চাহিয়াছ, তাহার মতে যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা হয়, তাহা হইলে তো সে জীবন্মুক্ত পুরুষ, সে ব্যক্তি নিয়ত লীলাসহকারে জগদ্দর্শন পূর্ব্বক অবশেষে বিদেহমুক্তি লাভ করিবে ; এ সংসার সে আর দর্শন করিবে না। আরও এক কথা, যদি অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যই তন্মতে আত্মা হন, তাহা হইলে তো তাহাকে চিরদিন সংসারী হইয়াই অবস্থান করিতে হইবে। কারণ,

অজ্ঞানাবৃত চৈতন্য যদি জ্ঞানসলিলে ধৌত না হন, তবে আর সংসারমুক্তি ঘটিবে না। তবে কথা এই, সংসারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি কদাচিৎ তাহার জ্ঞানোদয় হয়, তবে তখন তাহার মুক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। হে রাম! তোমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্বিদের অস্তিত্ব একবারেই স্বীকার না করে, তাহা হইলে তো তাহাকে মানুষের মধ্যেই গণনা করা যাইবে না; সে তো দেখিতেছি, অচেতন প্রস্তরবৎ জড় পদার্থমাত্র। ২৮-৩১

তাদৃশ অজ্ঞ আমরণ ঐ প্রকার ধারণা লইয়াই কাল কাটায়, পরে যখন তাহার দেহাবসান ঘটে, তৎপরে সে সম্পূর্ণভাবেই সুষুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন তাহার আর সুখ-দুঃখজ্ঞানই থাকে না। সেই মরণই তখন তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের মতে সবই শূন্য, আত্মার অস্তিত্ব যাহারা স্বীকার করে না, তাদৃশ দৃঢ়-নিশ্চয়শালিগণের পক্ষে শুদ্ধ চৈতন্যলাভ সম্ভাব্য নহে। তাহারা দেহাবসানে জড়ভাব ধারণ করে এবং অসূর্য্যনামা অন্ধতমসাবৃত লোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৩২-৩৩। যাহারা বিবেচনা করে, জগৎ স্বপ্নবৎ ক্ষণিক জ্ঞানময়, এ জগৎ অন্যের নিকট যেমন সুখদুঃখময়, তাহাদের কাছেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ৩৪। যাহারা মনে করে, এ জগৎ চিরস্থির, সুখদুঃখভোগ তাহাদেরও যেমন, ঐ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণেরও সুখদুঃখভোগ তদ্রূপ। জগতের স্থিরত্ব বা অস্থিরত্বজ্ঞানভেদে সুখ-দুঃখের কিছুমাত্র পার্থক্য হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানী মহৎ ব্যক্তিদিগের বিচারে এই ক্ষিত্যাদি ভূতসমূহ ক্ষণিক কি অক্ষণিক, সে প্রশ্ন আদৌ উত্থিত হইতে পারে না। ওরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহারা জানেন, যিনি অজ্ঞানাবৃত অনন্ত চৈতন্য, তিনিই এই ক্ষিত্যাদি ভূতরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু সেই চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব কোনমতেই সম্ভবিতে পারে না। ভ্রান্ত ব্যক্তি ভ্রান্ত যুক্তির প্রভাবেই চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব স্থির করিয়া চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র জগতের সত্তা অঙ্গীকার করে। ঐ সমস্ত ব্যক্তি মূঢ়, উহাদের সহিত আলাপ করাও অকর্ত্তব্য। ৩৫-৩৭। যাহাদের মতে চৈতন্য হইতে দেহোৎপত্তি অঙ্গীকার্য্য, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানবান্, তাদৃশ জ্ঞানী সাধুবৃন্দ সর্ব্বত্রই পূজনীয় হইয়া থাকেন। নিকৃষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেহ হইতে চৈতন্যোৎপত্তির কথা বলিয়া থাকে। তাহাদের সে কথা শ্রবণের অযোগ্য। যেরূপ শূন্যে উড্ডীয়মান মশকাদি, কিংবা যেরূপ বৃহৎ পাত্রপূর্ণ বারিবিন্দুশ্রেণী, তদ্রূপ জীবের চৈতন্যস্বরূপ বীজসমষ্টি উর্দ্ধে, নিম্নে এবং অন্তরালে সর্ব্বস্থানেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ৩৮-৩৯। সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপী চিদাভাস বীজসমষ্টিরূপী আত্মাকে ব্যষ্টিভূত কর্ত্তৃরূপে অনুভব করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই ভাবে ভাবিত হন এবং স্বকীয় হৃদয়ে আপনিই নানারূপ

কর্ত্তৃস্বরূপ অনুভব করিতে করিতে নানাকারে বিকীর্ণ হইয়া পড়েন এবং এই সংসাররূপে পরিণত হইতে থাকেন। সেই হইতে চৈতন্যময় জীব যেরূপ অনুভব করে, আশু সেই সেইরূপে উপনীত হয়, ইহা সর্ব্বত্রই সুসঙ্গত। শূন্যে ধূম ও মহাসাগরে জল যেমন বিচিত্র আবর্ত্তরূপে ঘূর্ণ্যমান, এই সংসারও তদ্রূপ চিদাকাশে গতিবৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তনশীল। ৪০-৪২। স্বপ্নাবস্থায় চিদাকাশই যেরূপ নিদ্রিত পুরুষের দৃষ্টিতে বিচিত্র পুরীরূপ ধারণ করে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ঐ চিদাকাশই তদ্রূপ জগৎ-আকার ধরিয়া আছে। স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি নির্ম্মাণ হয়; সে নির্ম্মাণের সহকারী অন্য কোন কারণই যেরূপ দেখা যায় না, তদ্রূপ যখন সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছিল, তখন পৃথিব্যাদি ভূতনিকরের বিনা সহায়তায় এ জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। যাবৎ স্বপ্নদর্শনের সম্পূর্ণ বিকাশ না ঘটে, তাবৎ স্বপ্নপুরীর অঙ্গসকল অপরিপুষ্টভাবেই বিদ্যমান থাকে। যে কালে উত্তমরূপে স্বপ্নদর্শন হয়, তখন যেরূপ নগরের সর্ব্বাঙ্গশূন্যতা দৃষ্ট হয়, এই যে জগদাকার স্বপ্নপুরী, ইহার বস্তুপরম্পরাও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে পুষ্টি পাইয়াছে। ৪৩-৪৫। বাস্তব কথা এই, সমস্ত লোকই চিদাকাশ; চিদাকাশে দ্বিত্ব বা একত্ব নাই। শূন্যে অঞ্জনলেপ আবার কিরূপ? আকাশে আকাশই অধিষ্ঠিত। শীতসমাহ্লাদিনী চিচ্চন্দ্রিকা চারিদিকেই চৈতন্যালোক বিকিরণ করিয়া দিতেছে। সেই আলোকেই এ জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে নিরবধি প্রলয় পর্য্যন্ত কেবল শূন্যস্বভাব চিদাকাশেই এই সৃষ্টিদর্শন হইয়া আসিতেছে। ফলে, চিদাকাশ ব্রহ্মই সৃষ্টিদৃষ্টি; তাহা ভিন্ন ইহা অন্য কিছুই নহে। ব্রহ্মাকাশই পরিচ্ছিন্ন জগদাকারে স্বপ্নের ন্যায় সমুদীয়মান হইতেছে, আবার অপরিচ্ছিন্নরূপে বিলীন হইয়া অস্ত হইয়াও যাইতেছে। সেই চৈতন্যরূপ সৎপদার্থ শ্রুতিপ্রথিত; উহা যাহাই অনুভব করিবে, আশু তাহাই ঘটিবে। সেই সৎপদার্থই বিদ্যমান; তাহা ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা আছে, সেই সমস্তই সেই সুপবিত্র চৈতন্যমাত্র। যাঁহারা পরমপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তাদৃশ চৈতন্যরূপী শান্ত সাধুবৃন্দ অম্বরতুল্য সুবিমল ও চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্ররূপে অসৎস্বরূপ হইলেও নিয়ত চিৎস্বরূপেই বিরাজমান; তাঁহারা সঙ্গদোষবর্জ্জিত, মান-মোহ-বিরহিত হইয়াছেন, তদবস্থায় যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করত নিরাময়ভাবে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ অবুদ্ধিযোগেই যাবতীয় লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছেন। ৪৬-৫১

শততম সর্গ সমাপ্ত।

একাধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, একমাত্র অদ্বয় সেই চৈতন্যই পুরুষ ; তিনিই এই জগৎরূপে ও পুরুষরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই চৈতন্য হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করিলে আর কিছুই অনুভূতিগোচর হয় না। বিশুদ্ধ আকাশই চৈতন্য বলিয়া কথিত। এই দ্রষ্টৃভাব ও এই জগৎ এই দুইটিও চৈতন্যময়। সুতরাং ইহাতে কি হেয় কি উপাদেয় এরূপ জ্ঞানের সম্ভাবনা কি ? ১-২। যে ব্যক্তি বৃহস্পতি-মতের অনুগামী হইয়া ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রচার করে, তন্মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন উহা অন্য কিছুই নাই। সুতরাং সে মতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঐ মতসিদ্ধ পদার্থও চৈতন্যই ; তদ্‌ভিন্ন আর কিছুকে সারবস্তুরূপে স্বীকার করা যায় না। ৩-৪

হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! এই জগৎস্বপ্ন চিদাকাশময় ; বল দেখি, ইহাতে ইষ্টানিষ্ট বা অনুরাগবিরাগের কি আছে ? আমি তো সমস্তই সমাকার দেখি। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ঈদৃশ জ্ঞান—চিদাকাশই কল্পনাবলে করিতেছেন। আমি কিন্তু নির্মল চিদাকাশই চিদাকাশে বিরাজমান দেখিতে পাই। আমার দৃষ্টিতে ইহাতে তো হেয়োপাদেয়জ্ঞানের বিষয় কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। দেব-মনুষ্য-নাগাদি চরাচরাত্মক ভাবাভাব সমস্ত বস্তুই সম্বিন্মাত্র। সমুদ্রের তরঙ্গরাজিবৎ ভেদদর্শীর কাছে সম্বিৎ পৃথক্ পৃথক্‌রূপেই অনুভূয়মান। এই যে আমাকে দেখিতেছ, আমিও সেই সম্বিদাকাশ। আমার কখনই মৃত্যু নাই ; সম্বিদের কি কখন মৃত্যু হয় ? সম্বিদের যে অন্য একটা কিছু সম্বেদ্য আছে, ইহাও মনে করিও না। সেই সম্বিদ্ নিজেই সম্বেদ্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এ জগতে সম্বিদ্ ভিন্ন তদতিরিক্ত দ্বিত্ব একত্ব কিছুই নাই। বিচার ও অনুশীলন করিয়া দেখ, তদতিরিক্ত কোথাও কিছু পাইবেও না। ঐ সম্বিদ্‌ই নিত্য পদার্থ, তাহা ছাড়া আর নিত্য পদার্থ কিছু আছে কি ? উহার মৃত্যু ঘটিলে আমরা কি জীবিত থাকিতে পারিতাম ? ৫-৯। সৌগত ও লোকায়তিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা উক্ত সম্বিদাকাশই স্বীকার করেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই স্বীকার্য্য আছে কি ? কেহ কেহ বলেন, এই সম্বিদাকাশই ব্রহ্ম, কেহ বলেন জ্ঞান, কেহ বলেন শূন্য এবং কেহ কেহ বলেন, গুড়তণ্ডুলযোগে মত্ততাশক্তিবৎ পদার্থশক্তি। কেহ বা বলেন,—ঐ সম্বিদ্‌ই পুরুষ। আবার কেহ বলেন, চিদাকাশ এবং কাহারও মতে শিবাত্মা। ১০ ১২।

এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় উহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উহা যে চিন্মাত্র, সেই চিন্ময়ই বিদ্যমান থাকে, কদাচ তাহার অন্যথাভাব

ঘটে না। চিৎ নিজেই নিজেকে অবগত আছেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হউক, অথবা সুমেরুবৎ সুদৃঢ় থাকুক, কিছুতেই আমার তো লাভ বা ক্ষতি নাই; আমি চিদাকাশরূপী। পিতামহাদি সকলেরই মরণ হইয়াছে; কিন্তু চিতের মৃত্যু নাই; তিনি মরেনও নাই। যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে আমাদের চিৎও মরিয়া যাইতেন এবং আমাদিগকেও আর জন্মগ্রহণ করিতে হইত না। ১৩-১৫। অক্ষয় চিদাকাশের জন্মমরণ নাই। বিবেচনা করিয়া বল দেখি, যাহা আকাশ, তাহার আবার কি ক্ষয় হইবে? ঐ চিৎ অবিনশ্বর, উহা জগদাকারে প্রকাশমান; তাঁহার অস্তও নাই, উদয়ও নাই; তিনি আপনাতেই আপনি কেবলাকারে অধিষ্ঠিত। চিদাকাশ স্ফটিকপর্ব্বতবৎ আপনাতেই জগদ্ভাব ধারণ করেন, আবার স্বয়ংই তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। তাঁহার কখনই আদি নাই, অন্ত নাই, অবধিও নাই। তিনি স্বচ্ছভাবে আপনাতেই স্বয়ং বিরাজমান। রাত্রিকালীন অন্ধকারে যেরূপ একটি জলদমণ্ডল-প্রায় জগদাবরণ পরিদৃষ্ট হয়, আবার যখন রজনী প্রভাত হইয়া যায়, তখন সেই অন্ধকারাবৃত আবরণ চক্ষু চাহিতে না চাহিতেই বিনাশ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিশ্বও আত্মায় উদয় লাভ করে এবং দেখিতে দেখিতেই কোথায় বিলীন হইয়া যায়। পুরুষ চিন্মাত্র আকাশতুল্য, তাহার কদাচ নাশ নাই। সুতরাং 'আমি নষ্ট হইলাম' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা বৃথা। তবে কি না, এই শরীরের একটা পরিবর্ত্তন ঘটে, তা ঘটুক, সে তো আনন্দের কথা। কারণ, একটা পুরাতন জীর্ণ শরীর ফেলিয়া নূতন শরীরেরই লাভ হয়। অতএব হে সংসারান্ধ জীবগণ! মরণের জন্য চিন্তা কর কেন? সেই তো তোমাদের আহ্লাদের বিষয়; সে আহ্লাদে আবার শোক কিসের? ১৬-২২। মনে কর,—মৃত্যু ঘটিল, মরণান্তে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইল না; ইহাও তো একটা পরমশ্রেষ্ঠ অভ্যুদয়। ইহাতে শোক-দুঃখের কারণ তো কিছুই দেখা যায় না। ইহাতে তো ভাবাভাবজন্য পীড়াও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বলি, সুখ বা দুঃখ এই দুইটা বস্তু যখন কিছুতেই নাই, তখন জীবন ও মৃত্যু তো সমান কথা। বস্তুতঃ ও সকল কিছুই নাই; কেবল চিদাকাশই এইরূপে বিবর্ত্তমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৃত ব্যক্তির দেহপ্রাপ্তি তো একটা নূতন উৎসববিশেষ। কারণ, মৃত্যুশব্দের অর্থ শরীরনাশ; শরীরনাশে তো পরমসুখের আবির্ভাব। অত্যন্ত নাশকেই যদি মৃত্যু বল, তবে তো তাহা আরও উত্তম। কারণ, তাহাতে সংসাররোগের চরম উপশমই ঘটে। আর যদি নূতন শরীরপ্রাপ্তি হয়, তবে তো একটা মহোৎসবব্যাপারই হইয়া দাঁড়ায়। অতএব মৃত্যুতে ভয়ের হেতু তো কিছুই নাই। ২৩-২৬। তবে কথা এই যে, যাহারা কুকর্ম্ম করে, তাহারা

নরকযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ইহাও একটা ভীতির বিষয়। যদি সে ভয় হয়, তবে তাহা তো ইহধামেও বর্ত্তমান। ঐ ভয় যে শুধু মরণান্তেই ঘটিবে, তাহার অর্থ কি? লোকে ইহধামে কুকর্ম্ম করিলে তাহার উপর রাজদণ্ড পতিত হয়; সুতরাং এইরূপ ভীতি থাকিলে কেহই আর কুকর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইও না, কুকর্ম্মানুষ্ঠান কেহই করিও না; ইহ-পরকালে কল্যাণ হইবে। মরিব মরিব, বলিতেছ; কিন্তু জন্মিব জন্মিব, এ কথা তো বলিতেছ না। দেখা কর্ত্তব্য—মরণান্তে নূতন হইতে হইবে; সে নূতনত্বে হর্ষ আছে। ফলে জন্মমৃত্যু কৈ? জন্মমৃত্যুর আধারই বা কৈ? সর্ব্বত্রই চিদাকাশ, আকাশ—আকাশরূপেই অধিষ্ঠিত। ২৭-২৯

হে রাম! তুমি নিজে চিদাকাশস্বরূপ; সুতরাং এরূপ শয়ন, ভোজন ও পানাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাক, যেন সংসারে তোমার মমতার উদয় না হয়। সাধু পুরুষ আপনার কর্ত্তব্য বিশুদ্ধ নিত্য ক্রিয়াগুলি দেশ-কালানুসারেই সম্পন্ন করেন, যথালব্ধ পূত ভোগ্য বস্তু নির্ভয়ে ভোগ করিয়া যান, দেশ ও কালভেদে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে, সাধু ব্যক্তি অবজ্ঞার সঙ্গে সে সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; তিনি স্বচ্ছন্দে মনের পুলকে অধিষ্ঠিত থাকেন। মরণেও তাঁহার দুঃখানুভব হয় না, জীবিতাবস্থাতেও তাঁহার সুখবোধ নাই, সুখের আশা বা দুঃখের প্রতি দ্বেষ তাঁহার থাকে না; নিয়ত বাসনা-বিহীন হইয়া তিনি অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, জন্ম মৃত্যু তৎসমীপে জীর্ণবৎ তুচ্ছ পদার্থ, তিনি ইচ্ছা ও বাসনাবিরহিত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় নির্ভয়ে অচলবৎ স্থিরভাবে বিরাজমান থাকেন।৩০-৩৪

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! যাহা আদি-অন্ত-হীন, তাদৃশ পরম পদার্থ বিদিত হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ অবস্থাপন্ন হন, তাহা মৎসমীপে কীর্ত্তন করুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষ কীদৃশ, আজীবন তাঁহার কি প্রকার আচার-ব্যবহার, তাহা বলি, অবধান কর। ২। তাদৃশ জ্ঞানী যদি জনহীন বনেও থাকেন, তথাপি তিনি জনাকীর্ণ রম্য ভবনে বাস করিতেছেন, ইহাই যেন তাঁহার মনে হয়। তিনি বনবাসে থাকিয়া প্রস্তরকেও মিত্র জ্ঞান করেন। বনতরু তাঁহার বন্ধু, বন্য মৃগশিশু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, এই প্রকারেই

তাঁহার অনুভূতি হইয়া থাকে। যাহা শূন্যস্থান, তাহাও তিনি জনসঙ্কুল বলিয়া জ্ঞান করেন। বিপদ্ তৎসকাশে সম্পদ্ বলিয়া অনুভূত হয়। বধ-বন্ধনাদি যে কোন বিপদই ঘটুক, তৎসমীপে তৎসমস্তই মহোৎসব বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তিনি মহারাজ্যেই বাস করুন বা মহাবনেই থাকুন, কিছুতেই তাঁহার ভাবান্তর দৃষ্ট হয় না। অসমাধি অবস্থাই তাঁহার মহাসমাধি, দুঃখই মহান্ সুখ, ব্যবহারদশায় অবস্থানই মৌনাবলম্বন এবং কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য। তিনি জাগ্রদ্দশাতেই সুষুপ্তিগত এবং জীবনসত্ত্বেই মৃতবৎ। সমস্ত লোকব্যবহারই তাঁহা দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথচ তিনি নিজে যেন কিছুই সম্পাদন করেন না ৩-৬। তিনি রসিক অথচ অরসিক, সুহৃদ্বৎসল অথচ স্নেহ-হীন, একান্ত দয়াশীল অথচ নির্দ্দয় এবং পিপাসার্ত্ত অথচ পিপাসা-বিরহিত। তাঁহার সাধু-ব্যবহার সর্ব্বজন কর্ত্তৃকই প্রশংসিত; পরন্তু তিনি বিবেচনা করেন, তিনি নিজে কিছুই করেন না, যেন নিশ্চেষ্টভাবেই অবস্থিত আছেন, এইরূপই তাঁহার বোধ হয়। তাঁহার শোক নাই, ভয় নাই, ক্লেশ নাই অথচ তিনি যেন শোকার্ত্ত বলিয়াই পরিদৃষ্ট হন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই ভীত হয় না এবং তিনিও কাহাকে দেখিয়া ভয় করেন না। সংসারের রসাস্বাদ তিনি করেন বটে, অথচ সে রসে বিশেষ ভয়ও করিয়া থাকেন। ৭-৯। কোন লব্ধ বিষয়ের জন্য তিনি অভিনন্দন করেন না এবং কোন অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্যও তাঁহার ইচ্ছা নাই। যথাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান বিষয়ে যে একটা আনন্দ বা বিষাদ প্রতীয়মান হয়, তিনি তৎশূন্য হইয়াও অধিষ্ঠান করেন। কোনরূপ সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে। সুখ-দুঃখ যাহাই ঘটুক, সমস্তই তিনি তুল্যভাবে সহ্য করিয়া যান; তিনি দুঃখীর দুঃখে এবং সুখীর সুখে সুখী হন। যেরূপ অবস্থাই ঘটুক, একই ভাবে তাঁহার কাল কাটে। পুণ্যক্রিয়াই তাঁহার প্রিয়; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম তিনি ভালবাসেন না। কেন না, মহতের স্বভাবই এই যে, অশাস্ত্রীয় কার্য্য হইতে নিয়ত তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন। তিনি কোথাও রসিকতা প্রকাশ করেন না, অথচ তিনি যে কোন স্থানে অরসিকতাও দেখান না। উপযাচক হইয়া কোনরূপ কর্ম্ম করাও তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। অন্তরে তিনি বীতরাগ অথচ সর্ব্বত্রই তাঁহার সরাগভাবের অনুভব পরিদৃষ্ট হয় ।১০-১৩। এ সংসারে সুখ-দুঃখে তিনি স্পৃষ্ট নহেন; এই অবস্থায় শাস্ত্রবিহিত কার্য্যই কেবল তাঁহার করণীয়। সে কার্য্যেও কোনপ্রকার আনন্দ বা বিষাদভাব তাঁহার নাই। এই সংসার-নাটকের অভিনয়প্রদর্শনচ্ছলে কখন কখন তিনি সুখ-দুঃখভাব প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু সে ভাবটা তাঁহার আন্তরিক নহে। সংসারীর অনুকরণ করিতে এক একবার তাঁহার ইচ্ছা হয়; তাই তিনি ঐরূপ করেন মাত্র; বস্তুতঃ একই প্রকার স্বভাবে তাঁহার অধিষ্ঠান।

পুত্র-পরিজন বা ব্যবহারোপযুক্ত বস্তু ইত্যাদি সকল দ্রব্যই তত্ত্বদর্শীর নিকট জলবিম্বতুল্য। তৎসমস্তের প্রতি তাঁহার স্নেহ বা অনুরাগের ভাব কিছু লক্ষিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অন্তরে এইরূপ স্নেহরহিত হইলেও বাহিরে প্রগাঢ় স্নেহার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তির ন্যায় বাৎসল্যব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট আত্মার দৈনিক সত্তা স্বীকার্য্য, তাই মোহান্ধ হইয়া একেবারে বিষয়রসে মগ্ন হইয়া থাকে।১৪-১৭। সন্তপ্ত বৈতরণীসলিলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া লোকে যেরূপ উন্মগ্নমুখে কিঞ্চিন্মাত্র বায়ুস্পর্শসুখ বোধ করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত লোকের ভাগ্যেও বিষয়ের কিয়দংশমাত্র ভোগ হয়। পরন্তু সম্পূর্ণ বিষয়ভোগ করিয়া বিশ্রামপ্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তত্ত্বজ্ঞানী বাহিরে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন করেন; অথচ অন্তরে তাঁহার নিয়তই স্নিগ্ধভাব। তিনি অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিবিহীন, অথচ বাহিরে আসক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।১৮-১৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনিপ্রবর! আপনার কথিত এই যে তত্ত্ববিদের লক্ষণ, ইহা কি সত্য, না দাম্ভিকাদি ব্যক্তির কল্পিত অলীক? ইহা কি উপায়ে নিরূপিত হয়? অজ্ঞ দাম্ভিক ব্যক্তিও তো বাহ্যক্রিয়ায় এরূপ ভাব দেখাইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এরূপ ঘটনা অপ্রত্যক্ষও নহে যে, ভণ্ডলোকে আপনাকে একটা সাধু তপস্বী বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার অভিলাষে চিত্তশুদ্ধি না থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞানীর ভান প্রদর্শন করে।২০-২১

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! আমি তোমার কাছে তত্ত্বজ্ঞানীর স্বরূপ বর্ণন করিলাম, উহা সত্যই হউক বা ভণ্ডচর্য্যাই হউক, ঐ প্রকার ভাবই সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন, সংশয় নাই। ভণ্ডচর্য্যা করিয়া যদি এরূপ ভাব কেহ দেখায়, তাহাও উত্তম; কারণ, অভ্যাস করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ ঐ ভাবটা স্বাভাবিক হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। ফলতঃ তোমায় আমি যে সকল লক্ষণ নির্ণয় করিয়া দেখাইলাম, তত্ত্বজ্ঞদিগের স্বভাবানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই উহা যথাযথ কীর্ত্তিত হইল। আমার উদ্দেশ্য ভণ্ডচর্য্যার কথা বলা নহে; আমি তাহা বলিও নাই। সংসারে তত্ত্বজ্ঞানিগণের অনুরাগ নাই; তাই ক্রিয়াফলেও তাঁহারা আগ্রহশূন্য। তবে যে তাঁহারা সংসারানুরাগী লোকের ন্যায় লক্ষিত হন, তাহা কেবল বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ব্যবহারের অনুরোধেই ঘটে। তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই দয়ার্দ্র; সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহাদের হাস্য-বিকাশ নাই; তথাচ অজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারদশায় হাস্য করিয়া থাকেন। চিত্ত দর্পণে সমগ্র দৃশ্যবস্তুই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। তাঁহারা ঐ সমস্ত বস্তুকেই স্বপ্নাবস্থায় করগত কাঞ্চন ও মিথ্যাকল্পিত রম্য অট্টালিকার ন্যায় অসৎ বলিয়াই বিবেচনা

করেন। লোকে যেরূপ দূর হইতেই আঘ্রাণ দ্বারা চন্দনবৃক্ষের সৌগন্ধ বুঝিতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃস্নিগ্ধতা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ২২-২৫। আর যাঁহারা জ্ঞেয় পদার্থ বিদিত হইয়াছেন, যাঁহাদের আশয় পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা তো দর্শনমাত্রই তত্ত্বজ্ঞানীর ঐরূপ ভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলে সর্পের পদ সর্পেই জ্ঞাত হইয়া থাকে। নিজের ঐরূপ ভাব দাম্ভিকেরাই জনসমাজে দেখাইয়া বেড়ায়; পরন্তু যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মহামনা, তাঁহারা সেরূপ করেন না। তাঁহারা উহা গোপনেই রাখিয়া দেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, সাধারণ লোকে যে বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না, সেই অমূল্য চিন্তামণি বস্তু—কেহ কি তাহার বিপণিতে বৃথা পাতাইয়া রাখে? জ্ঞানীরা স্বকীয় গুণপ্রকাশে কুণ্ঠিত হন কেন? তাঁহারা নিজগুণ গোপন করিয়া রাখেন কেন? ইহার মর্ম্মার্থ—দাম্ভিকেরা যেরূপ অপরের নিকট সুখ্যাতি-সম্মানের বাসনা করে, তাঁহাদের সেরূপ আশা নাই। কারণ, তাঁহাদের বিষয়-স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাব। ২৬-২৮

হে রাম! অন্যে অবজ্ঞা করুক, স্বয়ং অন্যের নিকট অসৎকৃত হউন, কিংবা দারিদ্র্যদশা ভোগ করিতে থাকুন, তাহাতে তিনি যেরূপ সুখবোধ করেন, মহাসম্পত্তি প্রাপ্ত হউন বা জনসমাজে মহাসম্মানে সম্মানিত হউন, তাহাতেও তাঁহার তাদৃশ সুখোদয় হয় না। তাঁহাদের যে স্বানুভবস্বরূপ জ্ঞাতজ্ঞেয়তা, তাহা তাঁহারা অন্যকে প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। অধিক কি, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি স্বয়ংও তাহা দেখিতে সমর্থ নহেন। আমি গুণী, অপরে আমার গুণ বিদিত হউক—বিদিত হইয়া আমার সম্মান-সৎকার করুক, ঈদৃশী বাসনা অভিমানিগণেরই হইয়া থাকে। যিনি মুক্তচেতা যোগী ব্যক্তি, তিনি কদাচ ঐরূপ বাসনা অন্তরে পোষণ করেন না। ২৯-৩১

হে রাম! মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিলে খেচরী প্রভৃতি সিদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও আয়ত্ত হইতে পারে। কি প্রাজ্ঞ, কি অজ্ঞ, যাহার যেমন আয়াস, সে নিশ্চয়ই সেইরূপ ফললাভেই সমর্থ। চন্দনসৌরভ যেরূপ চন্দনকাষ্ঠের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, তদ্রূপ বিহিত অবিহিত কর্ম্মফলও সর্ব্বলোকহৃদয়ে সদা সন্নিহিত, পরন্তু সময় পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। অহম্ভাব, বাসনা, দ্বৈতভাব ও বাস্তববুদ্ধি যে ব্যক্তির দৃশ্যবস্তুতে বিদ্যমান, শূন্যগতি প্রভৃতি ক্রিয়াফলসাধনে সেই ব্যক্তিই সমর্থ। যিনি সকলই ভ্রান্তি বলিয়া অবগত আছেন, কিছুই কিছু নয়—সবই শূন্য, ইহাই যাঁহার সিদ্ধান্ত, সেই বাসনা-বিরহিত তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে ক্রিয়াফল-সাধনে সমর্থ হইবেন? কি কার্য্য, কি অকার্য্য, কিছুতেই তিনি প্রয়োজনীয়তা দর্শন করেন না। সমগ্র ভূতকুলের

মধ্য কোন একটি ভূতের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ রাখেন না। ৩২-৩৭। কি মর্ত্ত্য, কি স্বর্গ, কি দেবস্থান, কোন স্থানেই তত্ত্বজ্ঞানীর উদার চিত্তের লোভনীয় পদার্থ পরিদৃষ্ট হয় না। এই নিখিল জগৎই যৎসমীপে তৃণবৎ তুচ্ছ, তাঁহার আবার আদরের বস্তু কি হইবে? জাগতিক সমস্ত কার্য্যই যিনি সম্পাদন করিয়াছেন, তাদৃশ পরিপূর্ণমনা মুনি যথাস্থিতভাবেই অনিশ্চিত এবং যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়তই শীতল। তাঁহার মন নিরন্তর সত্ত্বভাবে সংস্থিত ও তাঁহার আকার পরিপূর্ণ সমুদ্রবৎ সর্ব্বদা পূর্ণতাময়, আশয় গভীর হইয়াও প্রকটরূপ। তিনি সতত মৌন-ভাবেই অধিষ্ঠিত। সুধাপূর্ণ হ্রদ এবং পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তিনি নিত্যই আপনাতে আনন্দধারী এবং অপরেরও আনন্দদায়ী। জ্ঞানীর দ্বারা অপরের যতদূর আনন্দ জন্মে, বোধ হয়, পারিজাতমঞ্জরী-মণ্ডিত রমণীয় সুরকুঞ্জেও তদ্রূপ আনন্দলাভ হয় না। ৩৮-৪৩। গ্রীষ্মকালীন শশাঙ্কমণ্ডল আর সুরভি পুষ্পোদ্যানের বসন্ত, এই দুইটির সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানীর তুলনা করা যায়। তিনি যেরূপ উদার অন্তঃকরণকে সাররূপে গ্রহণ করেন, তাহা রাগাদি দ্বারা দূষিত নহে, উহা অক্ষত। তত্ত্বজ্ঞানীর ধারণা—এই ইন্দ্রজালময় ব্রহ্মাণ্ড অলীক ভ্রান্তিমাত্র; এইরূপ ধারণাবশেই তদীয় হৃদয় হইতে বিশ্ববিষয়িণী সঙ্কল্পকল্পনা অহরহ দূরীভূত হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী শীত-গ্রীষ্মাদি ক্লেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাই ঐ সমস্ত তাঁহার দেহস্থিত হইলেও অন্যের দেহস্থ বলিয়াই জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ ঐ সকল কিছুই তিনি স্বয়ং অনুভূতি করেন না। লতা যেরূপ একমাত্র পাদপেরই আশ্রয় লইয়া তাহা হইতেই জল গ্রহণ করে, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, এই সংসারবিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরাও তদ্রূপ একমাত্র করুণোদার বৃত্তি অবলম্বন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৪৪-৪৭। সাধারণ লোক যে প্রকার ব্যবহার করে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তদ্রূপ ব্যবহার করিলেও, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতের উপরেই তিনি বিরাজ করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বুদ্ধি-প্রাসাদে সমাসীন; তাই তাঁহার কোনরূপ অনুশোচনার বিষয় কোথাও নাই। পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টিতে মর্ত্ত্য জনগণ যে ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার চক্ষুতেও সমস্ত লোক সেই প্রকারেই প্রতিভাত। এক সংসারভ্রম বিশাল সমুদ্র; ইহার পরপারে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন এবং ঐ সমুদ্রের তরঙ্গতাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তিনি পরম বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। এ জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা তিনি প্রশান্ত অন্তঃকরণে পর্য্যালোচনা করেন, এবং মনে মনে উপহাস করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি ভ্রমান্ধ, তাহাদিগকেও তিনি উপহাস করেন

এই বিনাশশীলা সংসারদৃষ্টিকে দিগ্‌ভ্রমের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে; অথচ ইহাই পূর্ব্বে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল, এই ভাবিয়া তিনি অন্তরে বিস্ময় অনুভব করেন। সমগ্র সম্পদ্‌ই আমার নিকট তৃণবৎ অসার পদার্থ, এইরূপ তিনি তাহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত-বৃত্তি বলিয়া তিনি হৃদয়ে কিছুমাত্র গর্ব্বভাব পোষণ করেন না। ৪৮-৫৩

তত্ত্বজ্ঞদিগের বাসস্থানের কোনও প্রকার বিশেষ নিয়ম কিছু নাই; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ ভাবেই কালযাপন করিয়া থাকেন। কেহ ভিক্ষুকের বেশে ঘুরিয়া বেড়ান, কেহ সন্ন্যাসীর বেশে নির্জ্জন স্থানে বাস করেন, কেহ বা মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অথবা ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালযাপন করেন, কেহ কেহ পণ্ডিতরূপে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্রোতৃরূপে, কেহ রাজার বেশে, কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণের বেশে বাস করিয়া থাকেন। কেহ অজ্ঞবৎ হইয়া থাকেন। ৫৪-৫৬। কেহ কেহ গুটিকাদি-সিদ্ধ হন। কেহ বা শিল্পকলায় অভিজ্ঞ হইয়া অবস্থান করেন, কেহ কেহ দুরাত্মাজনোচিত বেশে বিরাজ করেন, কেহ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেশে ভ্রমণ করেন, আবার কেহ বা আচারহীন যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন। কেহ এরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন যে, দেখিয়া মনে হয়, যেন এক পাগল যাইতেছে। আবার কেহ বা পরিব্রাজকের ন্যায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। ৫৭-৫৮। দেহ প্রভৃতিকে পুরুষ বলা চলে না, আবার চিত্ত প্রভৃতি বস্তুও পুরুষপদবাচ্য নহে; পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার কোন সময়েই ধ্বংস নাই। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও নিত্য, এই প্রত্যেক বিশেষণই তাঁহাতে সুসঙ্গত। তিনি সর্ব্বগামী, সনাতন, স্থাণুর ন্যায় চলাচল-হীন। এইরূপ জ্ঞানযোগ লইয়া যে ব্যক্তি প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্রই যথেচ্ছরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ; তাঁহার বাসস্থানের কোনরূপ একটা নিয়ম নাই। তিনি পাতালে গমন করুন, আকাশ ভেদ করত ঊর্দ্ধগ হউন, দিক্‌চক্রবালে ভ্রমণ করিতে থাকুন, অথবা শিলা দ্বারাই পিষ্ট হউন, কোন অবস্থাতেই তাঁহার স্বভাবের অভাব নাই। তিনি অজর চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার ধ্বংস-সম্ভাবনা কোন সময়েই নাই। তিনি আকাশের ন্যায় বিশদ, শিব, শান্ত, অজ, ধ্রুব বস্তু, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫৯-৬২

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আমার কথিত সেই চৈতন্যরূপী পুরুষ প্রত্যগাত্মার প্রকাশরূপে বিষয়াকারে সকল স্থানে প্রকাশমান। তিনি আদ্যন্তহীন। সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার ধ্বংস-সম্ভাবনা হইতে পারে? অস্মদীয় মতে সেই চিন্মাত্রই পুরুষ নামে প্রখ্যাত। এই পুরুষের ধ্বংস কখনই নাই। যদি বল, তাঁহার ধ্বংস আছে, তবে তাহার উত্তর এই যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির সাক্ষী থাকে না বলিয়া সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রথমে চৈতন্যের উদ্ভব, তাহার পর সৃষ্টি, যদি এইরূপ বল, তবে তাহার উত্তর এই যে, ঐরূপ বলাও সঙ্গত নহে; কারণ, চিৎ এক ব্যতীত দুই নহে। কেহ কেহ চিতের ভেদ-ভিন্নতা স্বীকারই করেন না। চিতিজ্ঞান বা অনুভব নামক বস্তু প্রত্যেকের নিকটে এক ।১-৩। ইহা যেমন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, হিম—শীতল, অগ্নি—উষ্ণ এবং জল—মধুর, সেইরূপ যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্র, তিনি একই পদার্থ, ইহাই সকল পণ্ডিতের অভিমত। যদি তুমি এই কথা বল যে, শরীরের ধ্বংস হইলে চিন্মাত্রেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে বলিব, ঐ ধ্বংসই আনন্দের বিষয়। কেন না, যে ধ্বংসে সংসারের ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাতে তো কিছুমাত্র দুঃখ নাই। এই কথাটা যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, চার্ব্বাক ও বৈশেষিকের মতে সুখ-দুঃখের অনুভবরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তদ্ব্যতীত চিন্মাত্র বা চিৎসামান্য বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞান নাই। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, উক্ত বিশেষ জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে দেহই হইল একমাত্র কারণ; সুতরাং জ্ঞানের কারণীভূত যে দেহ, তাহার ধ্বংসে জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব এই চার্ব্বাক-বৈশেষিকাদির মতানুসরণ করিলেও মৃত্যুতে আনন্দেরই বিষয়, দুঃখের কারণ কিছুমাত্র নাই। কেন না, যাহা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান, তাহাই অস্মদীয় মতে সংসার। পরন্তু যদি মৃত্যুতেই এই জ্ঞানের শেষ হয়, তাহা হইলে তো মুক্তি সহজই হইয়া পড়িল। ইহাতে যদি আনন্দ না হয়, তাহা হইলে আর আনন্দ হইবে কোথায়? ৪-৫। এখন যথার্থ কথা এই, দেহের ধ্বংস হইলে চিদাকাশের ধ্বংস হয় না। কারণ, দেহ যদি বিনষ্ট হয়, তবে সেই শরীরাধিষ্ঠাতা যে পিশাচ-ভাবাদি পাইয়া থাকেন, ইহা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই বহু সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। দেহধ্বংসে চিতিরও ধ্বংস হইবে, ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। পিশাচ-দর্শন অধম প্রাণীরই ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে বলা যায়, অধম প্রাণী তাহার বন্ধুমরণের পরই পিশাচ দেখিয়া থাকে কেন? সব সময়ই কেন না দেখে? যদি এ কথা বল, পিশাচদর্শন

জীব-সাধারণেরই ধর্ম্ম নহে; যাহার বন্ধুমরণ-জ্ঞান থাকে, সেই পিশাচ দর্শন করে, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, মনে কর, কাহারও বন্ধু বিদেশে অবস্থান করিতেছে, এক জন মিথ্যা করিয়া বলিল, তোমার বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে ঐ বিদেশী ব্যক্তির বন্ধুমরণ-জ্ঞান থাকিলেও তাহার পিশাচ-দর্শন হয় না কেন? ৬-৯। এ কথা সত্য যে, এই চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, ইনি কোন বস্তুকৃত পরিচ্ছেদে নিয়ন্ত্রিত নহেন। ফলে ইনি যেখানে যে যে বস্তু জ্ঞান করেন, তাহা দ্বারা আপনাকেই সেই সেই বস্তুরূপে বোধ করিয়া থাকেন। যে বস্তু জ্ঞেয়, তাহা ইহা হইতে পৃথক্ নহে। সম্পূর্ণ ঘনীভূত অবাধিত চিৎসঙ্কল্পগুণে যিনি যেরূপ হন, অনুভবও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। সৃষ্টিবিষয়ে চিতের স্বভাবই একমাত্র কারণ; তদতিরিক্ত অপর কারণ কিছুই দেখা যায় না। যদি এমন কথা বলা হয় যে, চিতি ব্যতীত অপর কারণ আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—সেই কারণ কি, কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা সম্ভবপর? ফলতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগদাকৃতি বিকল্পকল্পনা ছিল না; একমাত্র চিদাকাশই এরূপে প্রকাশমান। এই সমুদয় যে দৃশ্যাকারে প্রভাসিত হইতেছে, ইহা সেই চৈতন্যেরই বিবর্ত্ত-মাত্র। স্বকীয় যে একটা চমৎকার চতুরতা, চিদাকাশ তাহাকেই দৃশ্যাকারে জাগ্রৎস্বপ্নবোধে অনুভব করেন। নিদ্রিত অবস্থায় ঐরূপ জ্ঞান থাকে না; সেই জন্য তখন ঐ দৃশ্যবোধ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, ঐ বোধাবোধ চিদাকাশেরই স্বরূপ। উহা চিদাকাশরূপে একই বস্তু। এ বিষয়ে বাক্যের পার্থক্য ব্যতীত আর অপর কিছু পার্থক্য নাই। সুতরাং দৃশ্যভাব যে নাই, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত হইল। তবে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞদিগের যে দৃশ্যভাব, তাহা অবিচারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ অবিচারণা তত্ত্বজ্ঞানের বিচারোদয়েই দূর হইয়া যায়। সুতরাং সে দৃশ্যভাব আর কোথায়? আত্মজ্ঞানের বিচারবিষয়ে বুদ্ধির চেষ্টা জন্মে। এই চেষ্টা দ্বারাই আত্মজ্ঞানের প্রকৃষ্ট অভ্যাস হয়; এই অভ্যাসগুণেই উভয়লোকসিদ্ধি হইয়া থাকে। ১০-১৮

হে সাধো! যদিও তোমাদের অবিদ্যার নাশ হয়, তাহা হইলেও অভ্যাস ব্যতীত সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি শম-দমাদি সাধনযুক্ত হইয়াছে এবং আলস্য-উদ্বেগাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে এই উভয়-লোক-হিতকর অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা বহু সৌভাগ্যশালী আর তোমরাই যদি একযোগে একনিষ্ঠভাবে আত্মজ্ঞানবিচার অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে উহা জ্ঞাত হইলেও অবিজ্ঞাতরূপেই থাকিয়া যাইবে। দেখ, যে ব্যক্তি যে বস্তুর জন্য আন্তরিক যত্ন করে, সে তাহা অবশ্যই লাভ করে, তাই বলি, তোমরা অসৎশাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ কর, যাহা সৎশাস্ত্র,

তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। যদি এইরূপ কর, তবে রণভূমি হইতে বিজয়লক্ষ্মীলাভের ন্যায় শীঘ্রই তোমরা শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ১৯-২৩। বিবেক এবং অবিবেক এই দুই দিকেই মনোরূপ নদী প্রবাহিত, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা যে দিকে প্রবাহ নিয়মিত করা যায়, উহা সেই দিকেই স্থির হয়। আমার কথিত এই অধ্যাত্মশাস্ত্র অপেক্ষা কল্যাণজনক আর কিছুই বর্ত্তমান নাই এবং ভবিষ্যতেও কিছু হইবে না। তাই বলি, যাহা পরমবোধ, তাহা পাইবার নিমিত্ত এই অধ্যাত্মশাস্ত্রেরই বিচারালোচনা কর। স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিতে সমর্থ হইলেই সংসাররূপ পথ-ক্লেশহর পরম জ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে, নচেৎ বর-শাপাদির ন্যায় সহসা উহা উৎপন্ন হয় না, মাতা-পিতা অথবা তোমার অর্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম তোমার যে কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় নাই, এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তোমার সেই কল্যাণ সাধিত হইবে। ২৪-২৭

হে সাধো! এই ভববন্ধনময়ী বিসূচিকা অত্যন্ত বিষমা; আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহার উপশম হওয়া সম্ভব নহে। 'অহং' এইরূপ মোহময়ী মায়ার প্রসাদে যে একটা দারুণ ক্লেশজনক দশা উপস্থিত হয়, শাস্ত্রার্থের ভাবনা দ্বারাই সেই দশা হইতে সত্বর মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ক্ষুধাতুর সর্পের রসহীন বায়ুভক্ষণের ন্যায় তোমরা পরিণাম-দুঃখদ বিষয়সমূহের আস্বাদ গ্রহণ করত আকাশরূপিণী সংসার-মায়ায় আর আবদ্ধ থাকিও না। অহো! কি দুঃখের কথা! তোমাদের অজ্ঞাতসারেই এই সমুদয় দিন চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং এখন হইতে যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন শুভকর্ম্মেই সেই সকল দিন কাটাইয়া দেও। ২৮-৩১। শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা আশ্বাসলাভ করিবার সুযোগমাত্র মৃত্যু-দিন পর্য্যন্তই আছে। যখন করাল কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তো কিছুই করিতে পারিবে না। মৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন আর কষ্টের সীমা থাকিবে না। গাঢ়ভ্রমান্ধকারময় মূঢ় ব্যক্তিরা প্রাণপাত করিয়াও ধন-মানাদি অর্জ্জন করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়; কিন্তু তাহাদের মূঢ়তা এতই অধিক যে, তাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিবেক-বৈরাগ্যাদি অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানশালিনী পবিত্র বুদ্ধিযোগে অনায়াসলভ্য অজর পদলাভের নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টিত হয় না। যাহারা চেষ্টা করিলেই চিদাকাশের উপর পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কি জন্য যে স্বীয় মস্তকে অজ্ঞানরূপ শত্রুর পদক্ষেপ সহ্য করে, ইহা প্রকৃতই ধারণা করা যায় না। ৩২-৩৫

হে সজ্জনগণ! তোমরা মান, মোহ পরিত্যাগ কর, সুদৃঢ় বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং মোক্ষপথের পথিক হইয়া অসার সংসারগতি আর লাভ করিও না। যদি বিবেকবৈভবে আত্মবোধ পাওয়া যায়, তবেই সকল বিপদের

উন্মূলন হওয়া সম্ভব ।৩৬। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি দিবারাত্রি তোমাদের নিমিত্তই বাক্যব্যয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছি, সুতরাং আমি যাহা বলি, তোমরা কৃপা করিয়া তাহা একবার শ্রবণ কর এবং তদনুসারে দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন আত্মভাব ত্যাগ করত ব্রহ্মভাব অর্জ্জন কর। যে মূঢ় ব্যক্তি মরণরূপ অবশ্যম্ভাবিনী বিপদের চিকিৎসা তৎক্ষণাৎ করিতে না পারে, ফলে মৃত্যু যদি উপস্থিত হয়, তখন সে কোন্ উপায় অবলম্বন করিবে? তৈলপ্রার্থীর প্রয়োজন তিল দ্বারাও যেরূপ পূর্ণ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানার্থীর কামনা এই গ্রন্থের সহায়তাতেই পূর্ণ হয়। এই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণই আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট সহায়; ইহা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নাই। প্রদীপ দ্বারা যেরূপ বস্তু প্রকাশ পায়, এই শাস্ত্র দ্বারাই সেইরূপ আত্মজ্ঞান প্রভাসিত হইয়া থাকে; ইহা পিতার ন্যায় জ্ঞান দান করে এবং স্ত্রীর ন্যায় মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। ৩৭-৪০। অপর শাস্ত্রের সাহায্যে যে আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় না, এই শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সেই দুর্লভ জ্ঞান অনায়াসেই লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানোপযোগী যে সমস্ত সমুদয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিদ্যমান, এই গ্রন্থই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের সাহায্যে আত্মজ্ঞান অতি সহজেই আয়ত্ত হয়। পক্ষান্তরে, এই গ্রন্থ যে নীরস এবং কর্কশ, তাহাও নহে; ইহাতে রসান্তরও আছে সুপ্রচুর। ইহাতে অতিরঞ্জিত কোন বিষয়ের আলোচনা নাই। এই গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞানিসম্প্রদায়ের সিদ্ধ ঘটনাপারম্পর্য্যেরই যথাযথ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত এই গ্রন্থমধ্যস্থিত অপূর্ব্ব উপাখ্যান পাঠ করে, তাহার পরমাত্মলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই। ৪১-৪৬। যে পণ্ডিতবর্গ সমুদয় শাস্ত্রতত্ত্ব বিদিত আছেন, অথচ অদ্যাপি যে সকল তত্ত্ব তাঁহাদের লাভ হয় নাই, এই গ্রন্থের মর্ম্মার্থসকলের বিচার দ্বারা তাহা তাঁহারা অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে উদাহরণ—স্বর্ণসদৃশ বেলাভূমি প্রক্ষালন করিলে অবশ্যই স্বর্ণলাভ করা যায়। যদি বল, এই গ্রন্থের যিনি প্রণেতা, তিনি যেরূপে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরাও সেইপ্রকারে জ্ঞানলাভ করিব, তাহার জন্য এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিবার কোনই আবশ্যক নাই। এ কথার উত্তর এই যে, যখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই সংখ্যাতীত যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই অনেকে জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে, তখন আর এই গ্রন্থপ্রণেতার জ্ঞানসঞ্চয় হইল কি প্রকারে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক কি? সে পথে গমন না করিলেই বা ক্ষতি কি? এই গ্রন্থের মর্ম্মার্থ হৃদ্গত কর এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া যাও; ইহাতে আপত্তির অবকাশ কোথায়?

অজ্ঞান ব্যক্তি দ্বেষ বা মোহবশবর্ত্তী হইয়া বিচার না করিয়া এই শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে। তাহারা আত্মঘাতী, তাহারা আত্মজ্ঞানলাভের শক্তি কখনই অর্জ্জন করিতে পারে না এবং তাদৃশ জনগণের সংসর্গে বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। ৪৪-৪৬

হে রাম! তোমার, আমার এবং এই শ্রোতৃগণের কাহার কিরূপ গুণাগুণ আছে, না আছে, তাহা আমি ভালরূপে জ্ঞাত আছি; তথাপি তোমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই তোমাদিগকে উপদেশ দানের নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। কিংবা এই যে আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি, ইহা অন্য কিছুই নহে; আমি তোমাদেরই শুদ্ধ সচ্চিৎ আত্মা,—তোমাদিগকে উপদেশ দিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। ইহা ছাড়া আমি তো অন্য কিছুই নহি। আমি দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইহাদেরও কেহ নহি। ৪৭-৪৮। যিনি তোমাদিগের জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, সেই আত্মাই আমি। এই যে তোমরা, এই তোমরাও সেই বিশুদ্ধ সম্বিৎ-স্বরূপ, তোমাদিগের আত্মজ্ঞানই পুণ্যপরিপাক-বশে এই বশিষ্ঠরূপে অবস্থান করিতেছে; তদ্ব্যতীত আমি তো আর কিছুই নহি। অতএব আমি তোমাদের পরম-প্রেমাস্পদ আত্মরূপেই যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা ধীরভাবে শ্রবণ কর। যত দিন না তোমাদের ভীষণ মৃত্যুসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তত দিন বাহ্য বস্তুর প্রতি তোমরা বৈরাগ্য আনয়ন কর। ইহাই জানিবে যে, বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঔষধ থাকিতেও যে ব্যক্তি এই স্থানে নরকরোগের চিকিৎসা করিল না, সে পীড়িতাবস্থায় ঔষধহীন স্থানে গিয়া কি করিবে?—এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে কি প্রকারে? ৪৯-৫১। যত দিন না সমগ্র বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তত দিন এই ভবভাবনা ক্ষয়িত হইবে না। বাসনাকে ক্ষীণ করিতে হইবে, নচেৎ আত্মোদ্ধারের কোন উপায় নাই। যদি এই সকল বাহ্য বস্তু সত্য হইত, তাহা হইলেও না হয় ইহাতে ইচ্ছা করা সম্ভব হইত। বাস্তবিক এ সমুদয় তো সত্য নহে; শশশৃঙ্গাদির ন্যায় মিথ্যাবস্তু বিচার না করার জন্য, ঐ সকলের সত্যত্ব ও মনোহারিত্ব বোধ হইয়া থাকে, আর বিচার করিয়া দেখিলে ইহার কিছুমাত্র সত্তা বোধগম্য হইবে না; সকলই মিথ্যা হইয়া পড়িবে। যদি প্রমাণ-প্রয়োগ গ্রহণ করিয়া বিচার করা যায়, তবে এই জগদ্ভাব প্রকৃতই যে কিছুই নয়, এইরূপই প্রতিপন্ন হয়। আর যদি সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে সে সত্তা কিরূপ? তাহার স্বরূপই বা কি? ৫২-৫৬

ফলে আমাদের দৃষ্টিতে এই সমগ্র জগদ্ভাব প্রকৃতপক্ষে উৎপন্নই নহে। কেন না, ইহার উৎপত্তির কোনরূপ কারণ নাই। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সে সকলই পরম পদ। ৫৭। ইহা সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনোনামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ন্যায়

অতীত। অতএব ইহাকে এই ভাবসকলের কারণ বলা যাইতে পারে না, আর মনোনামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও কারণ নহে। যেহেতু, এই ভাবসকল মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াত্মকই। আরও দেখ, তাঁহার কোন আত্মাই বিদ্যমান নাই। কিন্তু এই ভাবসমষ্টি নানা অভিধায় অভিহিত; সুতরাং যাহা নামশূন্য, তাহা অভিধা সম্পন্নের কারণ হইবে কি প্রকারে? ফলে কার্য্য এবং কারণে বৈসাদৃশ্য থাকা সম্ভব নহে; কার্য্য যেরূপ, কারণও তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। ইহা নিশ্চয় যে, বস্তুতে অবস্তুত্ব এবং আকাশে অনাকাশত্ব অসম্ভব। যে বস্তু সাকার, তাহার কারণ হইতে সাকার বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার উদাহরণরূপে বটবীজের নাম উল্লেখ করা যায়। অন্যথা যাহা নিরাকার, তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুর সাকারত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? ৫৮-৬০। যাহাতে আকৃতিমৎ কিছুমাত্র বীজও বিদ্যমান নাই, তাহা হইতে সাকার বিশ্বের উৎপত্তি, ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। প্রকৃত কথা এই যে, সেই পরম কার্য্য-কারণ-ভাবের সম্পূর্ণ অভাব; তথাপি লোকে যে তাঁহার নাম নির্ব্বাচন করে, তাহা তাহাদের মূর্খতামূলক বাচালতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ৬১-৬২। যদি সহকারী বা নিমিত্তকারণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মাত্র সমবায়িকারণরূপেই কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। ইহা সকল লোকেরই বোধগম্য। ৬৩। ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানস্বরূপে চিৎ কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হইতে পারে না; কেন পারে না, তাহার উদাহরণ এই যে—ঘটজ্ঞান কি কখন ঘটকারণ হওয়া সম্ভব? ফলে যাহা চৈতন্য, তাহাতে চৈতন্য ব্যতীত অপর জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।—আতপে কি কখন ছায়া থাকিতে পারে? পরমাণুসমষ্টি মিলিতরূপেই জগৎ হইয়া থাকে, ইহাই কোন কোন সম্প্রদায়ের মত; কিন্তু ইহাও সমীচীন নহে। কারণ, পরমাণু অতি সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয়; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। যেরূপ শশশৃঙ্গ মিথ্যা বস্তু, জগতের মিথ্যাত্বও তদ্রূপ জানিবে। যদি পরমাণুসমষ্টির সম্মিলন দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ সকল পরমাণু আবার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারিত। ৬৪-৬৬। ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গস্বরূপ সূক্ষ্ম ধূলিকণাসমূহ, প্রত্যহ, প্রতিদেশ ও প্রতিগৃহ হইতে যদি কিছু কিছু করিয়া উড়িয়া যাইত, তবে তাহা কোন স্থানে যাইয়া হয় তো একত্র স্তূপীকৃত হইত, অথবা ধূলি উড়িয়া যাওয়াতে কোন স্থানে গভীর খাত হইত; সমান-সংস্থান নিশ্চয় থাকিত না। নিরাকার পরমাণু যে কোথাও আছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, তাহা আছে, তাহা হইলেও তাহাকে দ্রব্যপর্য্যায়ে গণ্য করা যায় না। তাহার কারণ এই যে, সংযোগযোগ্যতা তাহাতে নাই। দ্রব্যমাত্রই সংযোগ; সংযোগ

একদেশবৃত্তি বলিয়া নিরাকারের উহা সম্ভব নহে। আরও এক কথা, অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমষ্টির সংযোগ দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত হয়, তাহার কর্ত্তা কাহাকে বলা যাইতে পারে? সংসারীকে বলিব—না অসংসারীকে বলিব? যদি সংসারীকে বলা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত; কারণ, তাহার সেই কর্ত্তৃত্ব-সামর্থ্য নাই। যিনি অসংসারী, তিনি তো ঈশ্বর; জগৎ-রচনাকর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরের প্রয়োজন কিছুই দেখা যায় না; কারণ, তিনি নিত্য মুক্তস্বরূপ। তিনি কি জন্য এই জগৎরচনা করিতে যাইবেন? ৬৭-৬৯

তাহা হইলে কি পরমাণু স্বয়ং কর্ত্তা? ইহাও বলিতে পার না; কেন না, পরমাণু জড় বস্তু, জড় বস্তুর ঐ রচনাক্ষমতা সম্ভব নহে। হে রাম! প্রকৃত তথ্য এই যে, বুদ্ধি পূর্ব্বক কেহই এ কার্য্য করে না; ইচ্ছা করিয়া [illegible] কার্য্য বা অকার্য্য করিবার ইচ্ছা পাগল ব্যতীত আর কাহার হওয়া সম্ভব? বায়ুর কর্ত্তৃত্বেও এ কার্য্য সম্ভব নহে; কেন না, বায়ু হইল—জড়; বুদ্ধি দ্বারা চেষ্টা করিবার সামর্থ্য তাহারও নাই। বুদ্ধি পূর্ব্বক চেষ্টা না করিলে পরমাণুসংযোগ হওয়াও অসম্ভব। তুমি, আমি, সে ইত্যাদি সকলেই আমরা সেই চিদাত্মা; যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকলই চিদাকাশমাত্র। তথাপি স্বপ্নে যেরূপ বিভিন্ন লোক দেখিয়া থাক, সেইরূপ এই সকল বিভিন্নমূর্ত্তিতে দেখিতেছ। ৭০-৭২। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্বের এই উৎপত্তিও নাই, অবস্থিতিও নাই, এক সেই স্বচ্ছ চিদাকাশই আপনাতে আপনি প্রকাশমান। বায়ুতে যেরূপ স্পন্দন, জলে যেরূপ দ্রবত্ব, আকাশে যেরূপ শূন্যতা; সেইরূপ একমাত্র চিদাকাশেই এই বিশ্বাকাশ বিশ্রাম লাভ করে। মুহূর্ত্তমধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে, মধ্যে যে সম্বিদাকার বোধ হয়, তাহাই চিদাকাশের কলেবর বলিয়া জানিবে। ফল কথা, চিদাকাশই সর্ব্বপদার্থস্বরূপ এবং সর্ব্বপদার্থই চিদাকাশময়; সুতরাং এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আকাশস্বরূপ। চিদাকাশ স্ব-স্বভাব হইতে স্বতন্ত্র না হইয়া যে বিবর্ত্তমান হয়, ঐ বিবর্ত্তনই জগতের রূপ। অতএব জগৎ ও চিদাকাশ, এই উভয়ের কিছুই ভিন্নতা নাই। বায়ু ও বায়ুস্পন্দনের ন্যায় ঐ উভয়ের রূপ একই, কিছুমাত্র পৃথক্ত্ব নাই। ৭৩-৭৭

মনোমধ্যে এক দেশ অনুভব করিবার পর অন্য দেশানুভবের উদ্ভব হইতে না হইতেই সম্বিদের যে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যহীন আকারই চিত্তের মুখ্য স্বরূপ। উহাই সর্ব্বপ্রাণীর স্বভাব। হরি-হরাদি প্রধান প্রধান যোগিগণ সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যান করিতেছেন। তাঁহারা ঐ নিত্য চিৎরূপ হইতে একটুও বিচলিত হন না। আকাশই এ বিশ্বের প্রকাশ; তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই মত যে, বিশ্বের কোনরূপ মূর্ত্তি নাই। ইহা অব্যয় চিৎস্বভাবরূপেই অবস্থান

করিতেছে ; তদ্ব্যতীত অপর কিছু নহে। ফলে কাহারই জন্ম-মৃত্যু হইতেছে না : কিম্বা যদি হয়, তবে কোথাও পুনরাবির্ভূত হইতেছে না ; আকাশ হইতে শূন্য যেরূপ পৃথক্ নহে, এই জগৎও সেইরূপ চিদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্ব নাই, পূর্ব্বেও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবার নয়। যাহা কিছু প্রকাশমান হইতেছে, সে সকলই চিদাকাশ ; চিদাকাশই পরমাত্মায় প্রতিভাসমান। ৭৮-৮২। স্বপ্নাবস্থায় চিন্মাত্র যেরূপ নগরাদিভাব ধারণ করে, সেইরূপ জাগ্রৎস্বপ্নেও জগদ্ভাব-ধারণ হইতেছে। সৃষ্টির প্রথমে পদার্থসমূহের এই বাহ্য সত্তা ছিল না ; সুতরাং শরীরস্থিতিই বা কিরূপে থাকিতে পারে ? স্বয়ম্ভূ-নামধেয় শরীর সেই মহাচিতের প্রথম স্বপ্ন ; তাহার পর এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নের ন্যায় ঐ স্বয়ম্ভূ-দেহ হইতেই আমাদিগের আবির্ভাব। আমরা গলগণ্ডোপরিজাত বিস্ফোটক সদৃশ ; আমাদের ভ্রম অত্যন্ত অধিক। প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও চিত্ত আমাদের পরব্রহ্মে লীন হয় না। ব্রহ্মই অসত্য পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া গণ্ডোপরিজাত বিস্ফোটকের ন্যায় সত্যরূপে অনুভূত হন। ব্রহ্ম যে সময় হইতে জীবভাব ধারণ করিয়াছেন, তখন হইতেই এই মিথ্যা জগতের বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত এই সমুদয় জগৎ অলীক ; স্বপ্নদৃষ্ট অলীক বস্তু যেরূপ স্বপ্নভঙ্গে লয় পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই জগৎও সত্বর বিনশ্বর হয়। স্বপ্নে চিদাকাশই জগদ্ভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া বিনষ্ট হন। ৮৩-৮৮। এই প্রকারে তিনিই আবার জাগ্রৎস্বপ্নে জগদ্ভাব উপগত না হইয়াই প্রকাশমান হন। স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্যের যেরূপ অলীক জগদাদিরূপে আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এ জগৎ অসত্য হইলেও অনুভূতিগম্য ও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত। ঐ চৈতন্য পরমাণুবৎ আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ; তথাচ জগদ্ভাব উপগত না হইয়াও যেন সাক্ষাৎ সাকারভাবে বিরাজমান। প্রকৃত কথা, আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতাধর্ম্ম সেই চৈতন্যে বিদ্যমান না থাকিলেও তাঁহাকে আকাশ হইতে সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, জগতের স্থূলভাব তাঁহাতে থাকা সম্ভব নহে। ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদি যেরূপ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জগৎ হইতেই জগদুৎপত্তি, এ কথা ঠিক নহে ; কারণ, সৃষ্টির প্রথমে জগদাদি কিছুই ছিল না ; সুতরাং জগৎ হইতে জগতের উৎপত্তি, এ কথাও বলা চলে না। অপিচ, স্বপ্নাবস্থায় ইষ্টক প্রভৃতির অভাব থাকিতেও যেরূপ গৃহাদির নির্ম্মাণ দেখা যায়, সেইরূপ জাগ্রদাখ্য স্বপ্নে চিদাকাশেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। শূন্য এবং আকাশের অপৃথক্ত্ববৎ স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত এবং চিদাকাশের কিছুমাত্র ভেদ নাই। চিদাকাশ ও স্বপ্নন্যায় এই দুই একই পদার্থ, পার্থক্য কিছুই নাই। ৮৯-৯৪। স্পন্দাস্পন্দ স্বরূপ বায়ু যেমন অবিকল আকাশতুল্য, সেইরূপ চিদাকাশ জগদাকারে দৃষ্ট হন।

প্রকৃতপক্ষে সকলই শূন্য, সকলই নিরালম্ব এবং সকলই চিদাদিত্যের দ্যুতিমাত্র। তত্ত্বদর্শনে জগৎ প্রভৃতি সকল বস্তু শান্ত—উদয়াস্ত-বর্জ্জিত; এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে কি আছেন? মাত্র পাষাণবৎ অচল নির্ম্মল চিদ্বিকাশ বিদ্যমান, উহা অনন্ত ও অনাময়। এই সকল বাহ্যভাব কিরূপে কোথা হইতে তাঁহাতে প্রকাশ পাইবে? ভাববুদ্ধি, দ্বৈত, একত্ব, ভাব বা ভাবনা, এ সকলেরই বা কে কোথায় আছে? প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই এবং কিছু নয়। ৯৫-৯৮

হে রাম! যদি চ তুমি ব্যবহার-পরায়ণ, তাহা হইলেও তোমার একত্ব-দ্বিত্ব সংখ্যাশূন্য নিত্যোদিত বিকারহীন অন্তরে অতি স্নিগ্ধ অনাময় শুদ্ধ বোধের সহিত আম একত্ব লাভ করিয়া নির্ব্বাণপদে অবস্থান কর। তখন তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে, প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় ভাব একেবারেই বিদ্যমান নাই। ৯৯

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুরধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! আকাশ হইল শব্দতন্মাত্র, এবং বায়ু হইল স্পর্শতন্মাত্র; এই উভয় তন্মাত্রের একান্ত সংঘর্ষের ফলে রূপতন্মাত্রের উৎপত্তি। এই রূপতন্মাত্রই তেজ নামে অভিহিত। এই তেজের উপশম দ্বারাই শৈত্য-দ্রবত্বের অধিগতি হইয়া থাকে; সেই শীত-দ্রব্য-ভাবই রসতন্মাত্র বা জল। এই সমুদায়ের সংমিশ্রণে যে গন্ধতন্মাত্রের উদ্ভব হয়, তাহার নাম পৃথিবী। এই প্রকারে এই জগদাকৃতির ভাব চৈতন্য হইতেই হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ যদি মূর্ত্তিহীন, নিরবয়ব, তবে তাহা হইতে আকারের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? ১-২। যদি বল, অনুভবগুণেই কল্পনা করা হইয়াছে, অনুভবাত্মিকা বুদ্ধদেবীই আমাদের নিখিল-বিরোধ-নাশকারিণী; অনুভবগুণেই রূপশূন্য আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি ক্রমানুসারে রূপাদির আবির্ভাব। ইহার উত্তর এই যে, যদি বহু দূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে জ্ঞপ্তিদেবীরই শরণ লইতে হয়, তবে ঐ জ্ঞপ্তিদেবীই স্বপ্নসম্ভ্রমের ন্যায় জগদাকারে বিবর্ত্তমান; এ কথা বলিলে কি দোষ থাকে? যাহাতে কোনরূপ দোষের লেশমাত্রও নাই, যিনি স্বভাবতই অমলিন, তাদৃশ ব্রহ্মপদেই এ সকল বিবর্ত্তের সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া কি শ্রেষ্ঠ নহে? একান্ত নির্ম্মলা জ্ঞপ্তিদেবীই আত্মস্বরূপে প্রকাশমানা। এইপ্রকার ভানই জগৎ। যদি পরমার্থ-যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা হইলে এ সকলই যে একমাত্র ব্রহ্ম, ইহাই প্রতীত হয়। ৩-৪

প্রকৃতপক্ষে আকাশ-পুরীবৎ ভূতপঞ্চকের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই। উক্ত প্রকৃতই অসৎ হইলেও যে অনুভবগোচর হইয়া থাকে, তাহাকে স্বপ্নকালীন অনুভবের ন্যায়ই বলা যায়। নির্ম্মল স্বভাবই জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ননগরের ন্যায় জগদ্রূপে প্রতিভাসমান। কিন্তু উহা আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি এবং জগৎ, এই উভয়রূপেই একমাত্র চিদাকাশ বিরাজিত। সুতরাং আমি এবং জগৎ এই উভয়ই একমাত্র শিলার ন্যায় ঘটাকাশই; ইহাতে অপর কিছুই নাই। ৫-৭। এ জগদুৎপত্তির কথাই উত্থাপন কর কিম্বা স্থিতি সংহারের কথাই বল, এ সমুদয়ই সেই এক নিরবয়ব আকাশ। কত প্রকারে কত পরিবর্ত্তন অনুভূত হইতেছে, তথাপি চিদাকাশ তুল্যরূপেই বিরাজিত আছেন। নির্ম্মল আত্মস্বভাবের অববোধে দুঃখহীন সুখময় যে অবস্থা, তাহাই মোক্ষ; তুমি সেইরূপ মোক্ষই লাভ কর এবং সেই মোক্ষ পাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ কর। ৮-৯।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! চৈতন্যস্বভাব আত্মা আপনা হইতেই স্বস্বভাবকে জগদ্রূপে অনুভব করেন; এই যে অনুভব, ইহা স্বপ্নবৎ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই কল্পনাখ্য জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। এই জাগ্রৎপ্রকার জগদ্ভাবভাবিতাবস্থাতেই তিনি সুষুপ্ত; ইহার মূলভাগ শিলার ন্যায় কঠিন এবং অধিষ্ঠানাংশে ইহা শূন্যাকাশমাত্র। যদিচ এ জগৎ কিছুই নহে, তথাপি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় সৎ হইয়া পড়ে। স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় এই জাগ্রদ্দশায় প্রতীয়মান জগৎও অসৎ বলিয়াই জানিবে। জাগ্রৎই বল কিম্বা স্বপ্নই বল, কোন অবস্থাতেই জগৎশব্দার্থের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না! ফলে যাহা চিদাকাশের ভাব, তাহাই জগদ্রূপে প্রতীয়মান। ১-৫। চিদাকাশ স্বয়ম্ভূ; তিনিই অবিদ্যাবৃত আত্মাকাশে পর্ব্বতাদিরূপ ধারণ করিয়া আত্মবিবর্ত্ত তমোভাগকেই জাগ্রৎস্বপ্নে জগদ্রূপে অনুভব করেন। কিন্তু এ জগৎ যেরূপ অকিঞ্চিৎ, চিতের রূপও সেই প্রকার অকিঞ্চিৎ। এই চিদাকাশেও জগৎ বৃথাই প্রকাশমান। ত্রৈলোক্য জাগ্রদবস্থায় প্রকাশমান; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ইহার যেরূপ কিছুই থাকে না, সমস্তই শূন্য হইয়া যায়, জাগ্রদ্দশাতেও সেইরূপ বিকারশূন্য হইয়া আছে মাত্র, ইহার স্বরূপ কিছুই নাই। ৬-৮। হে মহাবুদ্ধে! স্বপ্নাবস্থা নানা নির্ম্মাণশালিনী;

যাহাতে সর্ব্বারম্ভই অনারম্ভ এবং অসৎও সৎ হইয়া যায়। যাহা অনাকাশ, তাহাই সীমাহীন অনন্ত আকাশ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ আকাশ নানা মূর্ত্তিতে নানা গিরিশ্রেণীরূপে পরিণত থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ঘন-গর্জ্জন ও সমুদ্রের কলকলনাদ এতই মৌন হয় যে, পার্শ্বস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিও তাহার কিছুই জানিতে পারে না। বন্ধ্যানন্দনের উৎপত্তি স্বপ্নেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যায়, মানুষ মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিলেও বিস্মৃতিবশে মনে করে যে, আমি জন্মগ্রহণ করি নাই; একই আছি। স্বপ্নকালে শয়নস্থানের অননুভূতির জন্য সৎও অসৎ হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রি দিন হয় এবং দিনও রাত্রি হইয়া পড়ে।৯-১৩। এইরূপে ভাবিয়া দেখ, স্বপ্নকালে সমুদয় বস্তু বিপরীতরূপে বোধ হয়। এমন কি, স্বীয় মৃত্যুদর্শন তো নিতান্তই অসম্ভব; এই যে অসম্ভব ব্যাপার, তাহাও স্বপ্নে সম্ভবপর হয়। আকাশে যেরূপ জগতের ভান হয়, সেইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়। পেচকাদি জীব দিবাভাগে নিদ্রিত থাকে, তাহাদের নিকট আলোকই অন্ধকার এবং অন্ধকারই প্রকৃষ্ট আলোক হইয়া থাকে। স্বপ্নসময়ে যখন এইরূপ অনুভব হয় যে, আমি গর্ত্তে পড়িতেছি, তখন পৃথিবীই গর্ত্তরূপে বিবেচিত হয়। স্বপ্নকালে যেমন অসত্য বিষয়ের প্রতিভাস হয়, জাগ্রৎ অবস্থাতেও ভান সেইরূপ হইয়া থাকে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র ভেদই দেখা যায় না। পূর্ব্বদিন যে সূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল, আর আজ যে সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, এই উভয় সূর্য্যই যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় অবস্থা একই; কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ১৪-১৮

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাকেই এক বলিতেছেন; কিন্তু আমার জ্ঞানে তো উহা পৃথক্‌রূপেই প্রতীতি হইতেছে। কেন না, স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, তাহা স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তো দূর হইয়া গেল; সুতরাং তাহা যে অসত্য বস্তু, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু যদি জাগ্রদবস্থার কথা বলা যায়, তাহা হইলে এই অবস্থায় অনুভূত বিষয়ের বাধ কখনই সম্ভব হয় না; সুতরাং স্বপ্ন ও জাগ্রৎ, এই উভয় অবস্থা একরূপ হয় কি প্রকারে? ১৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, সে স্বাপ্নজগতে কত স্বপ্নব্যক্তির সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়; স্বপ্নজগতে মৃত্যু হইলে স্বাপ্নজীবের বিয়োগজনিত দুঃখও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর স্বপ্নভঙ্গে সে যখন জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে নিদ্রামুক্ত বলা হয়। দ্রষ্টাকে স্বপ্নজগতে দিবারাত্রির বিপর্য্যয়ে এইপ্রকারে কতরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া পরে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয়। তাহার পর যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন স্বপ্নজগৎ হইতে সে অব্যাহতি পাইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার এইরূপ জ্ঞান হয় যে, এই স্বপ্নজগৎ অলীক। এইরূপে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি

স্বপ্নের সংসারে যেমন মরিয়া থাকে, অমনি আবার অন্যরূপ জাগ্রৎস্ব দেখিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর জাগ্রৎদর্শী জাগ্রৎ-সংসারে মৃত্যুলাভ করিয়া আবার অন্যরূপ জাগ্রৎস্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ২০-২১

জাগ্রদ্দশায় মরণাপন্ন হইয়া অন্য দশায় জন্মগ্রহণের পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাগ্রদ্দশায় যে যে বিষয় সে দেখে, তাহাই তাহার সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এইপ্রকারে এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হইলে, পূর্ব্বের স্বপ্নও জাগ্রতের ন্যায় সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। মূঢ় মানব এইপ্রকারে স্বপ্নে জাগ্রদ্বোধ স্থাপন করে, এবং সেই অবস্থাতেও স্বপ্নান্তর দেখিয়া থাকে; বারবার স্বপ্নান্তর হওয়ায় স্বপ্নও তাহার নিকট জাগ্রৎরূপে অনুভূত হয়। এইভাবে জাগ্রৎই বল, আর স্বপ্নই বল, কোন অবস্থাতেই জীবের প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুও হয় না কিম্বা জন্মও হয় না। এইমাত্র হয় যে, সেই সেই দেহাভিমানের ত্যাগে এবং গ্রহণে দ্রষ্টা মৃত ও জাতরূপে ব্যবহৃত হয়, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নভঙ্গে প্রবুদ্ধ আর জাগ্রদবস্থায় মরিলেও সে স্বপ্নে প্রবুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে দেখিতে গেলে জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়কেই একই ভাবে জ্ঞান হয়। ২৫-২৯

এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে উপনীত হওয়ায়, সে সময় দ্বিতীয় স্বপ্ন পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন অপেক্ষা বর্ত্তমান বলিয়া প্রকৃষ্ট দর্শন ও জাগ্রৎ আখ্যায় নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এইরূপে জাগ্রদবস্থায় মৃত্যুর পর স্বপ্নে জাগ্রতের অন্তরালে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির পূর্ব্বজগতের স্বপ্ন নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই প্রাক্তন ব্যাপারের খ্যাপনাত্মক ও পরস্পর উপমানোপমেয়-ভাবাত্মক। এইপ্রকারে স্বপ্ন জাগ্রতের ন্যায় এবং জাগ্রৎও স্বপ্নের ন্যায় হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই অসৎ, অলীক; একমাত্র চিদাকাশই সত্যরূপে পরিস্ফুরিত চরাচরাত্মক সকল ভূতনিবহের মধ্যে চিন্মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই উপলব্ধি করা যায় না। মৃন্ময় ভাণ্ডে মৃত্তিকা না থাকিলে যেমন কিছুই থাকে না, সেইরূপ চিদ্বৈচিত্র্যরূপ কাষ্ঠ-পাষাণাদি যদি চিদ্‌বর্জ্জিত হয়, তবে আর তাহার কিছুই থাকে না। এই সকল বস্তু স্বপ্নকালেও যেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, জাগ্রদ্দশায় সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাগ্রদ্দশায় যেপ্রকার প্রস্তর দর্শন কর, স্বপ্নাবস্থায় পাষাণদর্শনকালে তাহার বিপর্য্যয় কিছু দেখিয়াছ কি? ৩০-৩৫। বিজ্ঞ তুমি বিজ্ঞতার সহিত যদি এ সম্বন্ধে একবার বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে—চিদ্‌বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত হইলে এই সকল পদার্থের কিছুই বিদ্যমান থাকে না। চিদ্‌ভিন্ন হইলে, কি বলিয়াই বা ইহার নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়? বিচার করিলে ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, একমাত্র চিৎই বিদ্যমান, অপর কিছুই নাই। স্বপ্নে যেরূপ, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ কিম্বা তাহা হইতে অভিন্ন আকার

গা থাক। অতএব বুঝ যে, চিন্ময় ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিভক্ত; অধ্যারোপ বা অপবাদক্রমে যে দিক্ দিয়াই অবগত হও, সবই সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ম। যে ভাণ্ড মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, তাহা যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতীত পাওয়া যায় না, তদ্রূপ চিন্ময় চেতনও চিদ্‌বর্জ্জিতভাবে প্রাপ্য নহে। যেরূপ দ্রবরূপ জল দ্রবশূন্য হয় না এবং উষ্ণরূপ অগ্নি উষ্ণতাশূন্য দেখা যায় না, সেইরূপ চিন্ময় চেত্যকেও চিদ্‌বর্জ্জিতরূপে পাওয়া সম্ভব নহে। পবন স্পন্দময়, তাহা যেমন স্পন্দ ভিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ চেত্য বস্তুও চিদ্‌ভিন্ন মিলিতে পারে না। মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুর মৃত্তিকা ব্যতীত পাত্র সম্ভব কি? অশূন্য আকাশই বা কোথায় পাওয়া যায়, মূর্ত্তিহীন পৃথিবীরই বা অস্তিত্ব কোথায়? এই পরিদৃশ্যমান ঘটপটাদি সকল বস্তুই চিদাকাশময়রূপে বিরাজিত; অতএব স্বপ্নই বল, আর জাগ্রৎই বল, সকল অবস্থাতেই সকল বস্তু চিদাকাশাত্মকরূপেই স্থিরীকৃত। ৩৬-৪৪ হে সুভগ! এই যে পর্ব্বত-নগরাদি সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সমুদয় যেরূপ স্বপ্নে দেখা যায়, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থাতেও দেখা যায়, ইহা উভয় অবস্থাতেই চিদাকাশময়। যখন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই কল্পনার উপশম হয়, তখন একমাত্র চিৎই বিরাজমান থাকেন, ইহাতে বিবাদ বা বিতর্কের বিষয় কিছুই নাই। ৪৫

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহাকে চিদাকাশরূপে বর্ণন করিলেন এবং যাহা পরব্রহ্ম শব্দে কথিত হয়, সেই চিদাকাশ কিরূপ, তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন। আপনার উপদেশ-বাক্য বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি পূর্ণরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; যতই শুনি, শ্রবণেচ্ছা ততই বলবতী হয়। ১

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাঘব! লৌকিক ব্যবহার জন্য যেরূপ দুইটি যমজ সন্তানের দুইটি ভিন্নরূপ নাম রাখা হয়, সেইরূপ অখণ্ড চিন্ময় স্ফটিক-শিলাতলেরও দুইটি পৃথক্ নাম নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, সেই দুইটির নাম—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ; এই স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উল্লিখিত শিলাতটেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। ফল কথা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন এই দুইটি একই বস্তু, বিভিন্ন পাত্রস্থিত দুগ্ধের ন্যায় উহাদের ভেদ-ভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দুইটিই সেই সুনির্ম্মল চিদাকাশ; তদ্‌ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এক দেশ হইতে দেশান্তরে মুহূর্ত্তমধ্যে গমনসময়ে সম্বিদের যে প্রকার রূপ

বোধ হয়, তাহারই নাম চিদাকাশ।১-৪। মূলদেশ দ্বারা মৃত্তিকার রসাকর্ষণকারী বৃক্ষের যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি-বিরহিত ভাব, চিদাকাশও সেইমতই স্বচ্ছভাবময়। সকল ইচ্ছা দূর হওয়ায় যাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে, তাঁহার ভাব যেরূপ, চিদাকাশও সেইরূপ। নিদ্রার প্রারম্ভে মন যখন বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার যে স্বস্থভাব ঘটিয়া থাকে, সেই ভাবের নামই চিদাকাশ। বর্ষাকালে কিম্বা শরৎকালে অভ্যুদয়প্রাপ্ত লতা-গুল্মাদির যে একটা আনন্দজনিত ভাব হয়, সেই ভাবের নামই চিদাকাশ। যে জীবিত ব্যক্তির বাহ্য রূপের মনন নাই, মন নাই, তাহার যেরূপ শরৎকালীন আকাশের ন্যায় বিশদ ভাব, সেই ভাবই চিদাকাশ। শিলা, পর্ব্বত ও কাষ্ঠাদির যে ক্রিয়াহীনভাবে অবস্থান, সেই স্বাভাবিক অবস্থান যদি সচেতন জীবের সত্তায় পরিণত হয়, তবে সেইরূপ স্বরূপাবস্থানের নামই চিদাকাশ। যাহা হইতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনটির উদ্ভব হয়, আবার যাহাতেই পুনরায় ঐ সকল লয় পাইয়া থাকে, তাহাই অনাময় চিদাকাশ। যাহা হইতে এই সকল বিচিত্র পদার্থের উদয় ও যাহাতেই পরিণাম ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও নাম চিদাকাশ। ৫-১২

যাঁহাতে সকল, যাহা হইতে সকল, যিনি সকল এবং সকল হইতে যিনি, সেই সর্ব্বদা সর্ব্বময় দেবই চিদাকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বান্তরে, সর্ব্ব-বহির্ভাগে, সর্ব্বত্রই প্রতিভাত হইতেছেন, সেই প্রকাশময় দেবই চিদাকাশ। কঠিন সূত্রে মাল্য যেরূপ আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ যে নিত্য বস্তুতে এই সদসদাত্মক বিশ্ব গ্রথিত এবং এই বিশ্ব যাঁহার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাঁহারই নাম চিদাকাশ। সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে সংঘটিত হয়, যাহাতে লীন হয় এবং এই সকল প্রপঞ্চই যন্ময়, তিনিই চিদাকাশ। সুষুপ্তি-প্রলয়রূপ নিদ্রার অবসানে যাহা হইতে এই জগৎস্বরূপ বিশ্বের পুনরাবির্ভাব হয় এবং বিক্ষোভশক্তির উপশমে যাহা শান্ত হইয়া থাকে, তাঁহারই নাম চিদাকাশ। যাঁহার উন্মেষ এবং নিমেষে এই জগৎস্থিতির প্রলয়োদয় হয়, সেই স্বীয়াভ্যন্তরে স্বয়ং স্থিত স্বানুভবাত্মক দেবই চিদাকাশ নামে অভিহিত। তন্ন তন্নরূপে বিচার করিলে যে সময় সমস্তই 'কিছু নহে' হইয়া পড়ে, সেই সময়ের যাহা অবশেষ, তাহাই চিদাকাশ। মনের একদেশ হইতে দেশান্তরগমনসময়ে অন্তরালে সম্বিদের যে আকারের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই অর্দ্ধনিমেষ-লক্ষিত সম্বিদাকারই চিন্মাত্ররূপ বলিয়া নিরূপিত। এ বিশ্ব সর্ব্বদা যে ভাবেই অবস্থান করুক,ইহা সকল সময়েই যে চিন্ময়, তাহাতে আর তর্কের অবসর কোথায়? ইহা রূপ, আলোক ও মনোভাবে ভাবিত, তথাপি তিনি চিদাকারময় হইয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ১৩-২১

চিদাকাশের অল্প উন্মেষণেই এই বিচিত্র বিশ্ব যেন ভাবান্তর পরিগ্রহ করে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না; নির্ম্মল সত্য চিদাকাশই অবশিষ্ট থাকেন। এ জগতের যে ভিন্নতাভ্রম, তাহা বাসনার দ্বারাই ঘটিয়া থাকে; অতএব তুমি বাসনা পরিত্যাগ কর, সেই অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দ্রষ্টা হইলেও নিশ্চয়ই চিদেকঘন হইতে সমর্থ হইবে। তাই বলিতেছি, বাসনাত্যাগী হইয়া সুষুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে থাক। তুমি বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হও। ঐ অবস্থায় গমন, আসন, সংগ্রহণ বা কথোপকথন, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার; সেরূপ করায় তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট নাই। তুমি নিয়ত চিদেকঘন ও মৌনাবস্থ হইয়া পাষাণের ন্যায় অচলভাবে বিরাজিত হও। তোমার সম্মুখস্থ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ বাস্তবিক মরীচিকাবারি বা দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় একান্তই অসম্ভব। যদি বল, কেন অসম্ভব? তাহার উত্তর এই যে, ইহার কারণাভাব বলিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুৎপন্ন। দেখ, কারণ ব্যতীত কখনই কার্য্যোৎপত্তি হয় না। ২২-২৬

এই যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সকলই কারণহীন ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। ফলতঃ ব্রহ্ম যথাস্থিতরূপেই বিদ্যমান; তাহার অন্যথাভাব সম্ভব নহে। তবে এ সকল বস্তু যে দেখা যায়, তাহা কি? উহা মিথ্যা; ভ্রমবশতই মাত্র উৎপন্ন বলিয়া দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল যথাস্থিতভাবে একইরূপে অবস্থিত। যেরূপ একই চন্দ্রমণ্ডলকে ভ্রম জন্য দুইটি বলিয়া লক্ষিত হয়, সেইরূপ এই সকল একমাত্র চিদাকাশস্বরূপ হইলেও ভ্রম-প্রযুক্ত তদ্ব্যতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাতে যে জগদ্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা স্বপ্নদৃষ্টা কামিনীর ন্যায় অসত্য হইলেও সেইরূপ আবার কার্য্যোপযোগী হইতেছে। তাই বলি, প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যোৎপত্তি হয় নাই, হইতেছে না বা হইবেও না। ইহার যে ধ্বংস হয়, তাহাও নহে; কেন না, যাহার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, তাহার আবার ধ্বংস কোথায়? প্রকৃতপক্ষে সেই পরম শান্ত চিদাকাশই স্বস্বরূপ হইতে অচ্যুতভাবে স্বস্বরূপে স্বভাবে অবস্থান করত যেন জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। সম্মুখস্থ কোন দৃশ্যই প্রকৃত বা সৎ নহে; ইহার দ্রষ্টাও কেহই নাই। ফলে দৃষ্টার্থই যখন অবিদ্যমান, তখন আর দ্রষ্টৃত্ব হইবে কি প্রকারে? ২৭-৩২

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের প্রত্যয় হয় কি জন্য? আর এই চক্ষুর সম্মুখেই বা এ সকল কি দেখা যাইতেছে, তাহা বলুন। ৩৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ইহার কোনরূপ কারণ নাই; সুতরাং এ অসত্য দৃশ্যের একেবারেই সম্ভাবনা নাই। তবে যে ইহা দৃশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হয়, সেটা প্রৌঢ়োক্তিমাত্র; আপনা হইতে সম্ভবপর নহে। স্বপ্নে যে আকাশারণ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার স্থিতি আত্মচৈতন্যেই; এইরূপে চিন্মাত্রই আপনাতে জগৎস্বরূপে অবস্থিত আছেন। সৃষ্টির প্রথম হইতে এ যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোন উপাদান-কারণ কোথাও দৃষ্টিপথে পড়ে না, এরূপে একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত রহিয়াছেন। আত্মায় স্বতই যে চিদাকাশের পরিস্ফুরণ, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডাকারের গ্রাহক। ভাবের ভাবত্ব, শূন্যের শূন্যত্ব ও আকারবানের আকারশালিত্ব যেরূপ, চিদাকাশের এ জগৎও তদ্রূপ। পরমার্থঘন চিদাকাশই মায়ার বশে স্বয়ং এইরূপ ত্রিপুটী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ফলে মায়া ত্যাগ করিলে দ্বিতীয় প্রত্যয় আর কিছু থাকে না, তখন সৎ কি অসৎ, কেহই তাহা বুঝিতে পারে না, একমাত্র অনির্দ্দেশ্য পরম পদার্থই বিরাজিত থাকেন। ৩৪-৪১

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহাই যদি হয়, তবে এই কার্য্যকারণাদি-ভেদ হইল কি প্রকারে? কিরূপেই বা ইহার সত্যতা-সম্ভব হইল? ৪২

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! জীবদিগের কর্ম্মবাসনার উদ্বোধন-ক্রমে সত্যসঙ্কল্পতা বশতঃ চৈতন্যময় ঈশ্বর যে ভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন, তুমিও সেই ভাবে দেখ এবং সেই প্রকারই তোমার অনুভূত হয়। এই কার্য্য-কারণভাবও চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঘটের উপাদান মৃত্তিকার ন্যায় ইহার উপাদানও চিদাকাশই। ইহার নিমিত্তকারণের নাম মোহ। এই চিদাকাশ যে সময় আত্মাকাশে পরিজ্ঞাত হন, সে সময় ইনি মোহে নিমগ্ন থাকেন। লোকে যেমন নিদ্রাতুর হইলে মোহমগ্ন এবং নিদ্রাভঙ্গে মোহমুক্ত হন, সেইরূপ ইনিও যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন মোহমুক্ত হয়েন। ইনি কি কারণে যে মোহগ্রস্ত হন, এরূপ অনুযোগই বা কে ইঁহার নিকট করে? একভাব হইতে অন্যভাবপ্রাপ্তির অন্তরালে সম্বিদের যে আকৃতি থাকে, তাহাই চিদাকাশ নামে অভিহিত। সেই যে চিদাকাশ, তিনিই অখিল বস্তুরূপে প্রকাশিত। ঈশ্বর যে সময় জীবভাবের কল্পনা করিলেন, জীবও ঠিক সেই সময়ে স্বীয় অবিদ্যাবশত কার্য্য-কারণাদি ভাবের কল্পনা করিল। এই কল্পনাকর্ত্তা আত্মার উদ্দেশে কে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিবে যে, হে আত্মন্! তুমি এইরূপ কর কি নিমিত্ত? অন্য কেহ যদি ইহার কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অনুযোগ করা চলিত যে, এ দৃশ্য কি জন্য এবং কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? বাস্তবিক সেরূপ কর্ত্তা কেহ নাই; একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান, তিনিই এই সকলের কল্পনাকর্ত্তা। ৪৩-৪৭। ফলে স্বপ্নে যেখানে আভাসশূন্য, নির্ম্মল, এক হইয়াও বহুরূপী চিদাকাশই বিরাজিত আছেন, তথায় আর কিরূপে ঐরূপ অনুযোগ উত্থাপনের অবসর থাকিতে পারে? আত্মযোনি ব্রহ্মা হইতে নিখিল সৃষ্টি

পর্য্যন্ত সকল পদার্থ চিন্মাত্রে প্রতীয়মান। ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা সেই ব্রহ্মই। অপরিজ্ঞানের ফলে ভ্রান্তি, মায়া, জগৎ, অবিদ্যা, দৃশ্য ইত্যাদি বিবিধ নামে ইহা নিরূপিত হয় মাত্র। বালক যেরূপ অসত্য বেতালকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, সেইরূপ চিদাকাশ হইতে অপৃথক্ হইলেও চিদাকাশের বিকাশ দ্বারা চিৎস্বভাব একটা পৃথক্ দৃশ্য পিশাচরূপে অনুভূত হয়। স্বপ্নকালে কত পর্ব্বত-নগরাদি সত্যরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, এইরূপে এই জগদ্ভাবের অসত্যতা থাকিলেও চিদাকাশ-বশেই উহা সত্য সাকাররূপে উপলব্ধ হয়। স্বপ্নাবস্থায় যেমন শৈল-নগরাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ চিৎই আমি পর্ব্বত, আমি সাগর, আমি বিরাট্, আমি রুদ্র ইত্যাকার অনুভব আকাশে করিয়া থাকেন। কোনরূপ মূর্ত্ত কারণ নাই; তাই প্রকৃত-পক্ষে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। বাস্তবিক মহাপ্রলয়রূপ চিদাকাশে চিৎই এই প্রকারে কারণ ব্যতীতই চিদাত্মায় এই নিরাকার চিন্ময় আকাশকে জগদ্রূপে অনুভব করিতেছেন। ৪৮-৫৫

দর্পণ নিজ অভ্যন্তরে বহুবিধ চেতনমূর্ত্তি ধারণ করে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে তাহার জড়ত্ব যেরূপ দূর করিতে সমর্থ হয় না, যে জড়—সেই জড়রূপেই তাহাকে অবস্থান করিতে হয়, তদ্রূপ সকল জীবসম্বন্ধেই সেই এক কথা যে, তাহারা স্ব-স্বরূপ নিরূপণ করিতে অসামর্থ্য বশতঃ জড় হইয়া বৃথাই জীর্ণ দশায় উপনীত হয়। তবে যে ব্যক্তি বিচার করিতে সমর্থ, চিন্ময় প্রত্যগাত্মা তাহার করতল-গত হন। তাই বলি, সেই সেই বিভিন্ন স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে মাত্র চিদাকাশরূপে ভাবনা করত চিদেকঘনরূপে পাষাণের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিবে। দেহাদি মায়িক বস্তু; ইহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা নিতান্ত অন্যায়। জল আপনাকে স্পন্দিত করিয়া আবর্ত্ততরঙ্গাদিরূপে যেরূপ অবস্থান করে, সেইরূপ এই চিৎও আপনাতে চেতন-কর্তৃত্বাদির কল্পনা-পূর্ব্বক জগদ্রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। কল্পতরু ও চিন্তামণি এই দুইটি পদার্থ যেরূপ ভাবনানুরূপ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ চিৎও অন্তরস্থ ভাবনানুযায়ী ইষ্ট-সিদ্ধি মুহূর্ত্তমধ্যেই করিয়া দেন। আকাশরূপিণী চিৎ স্বীয় অভীষ্ট অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করেন। মনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমনসময়ে চিতের যেরূপ আকার থাকে, এই দৃশ্যসমুদয়েরও আকার তদ্রূপই। সুতরাং একত্ব-দ্বিত্বরূপ ভ্রম কিরূপে সম্ভব? আকাশের নীলিমার ন্যায় অনন্তোজ্জ্বল স্বচ্ছ চিৎপ্রভাই শূন্যময়ী হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতীয়মান। তাই এ দৃশ্যদর্শন অন্য কিছুই নহে। ইহা সেই আদ্যা চিৎ, তিনিই স্বপ্নের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। ৫৬-৬৩

ষড়ধিক-শততম-সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিক-শততম-সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা চেত্য নয়, ইহা চিন্ময়; চতুর্দ্দিকে মাত্র চিদাকাশই প্রতিভাসমান, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই। কি চেতা, কি চেতয়িতা, কি চেতন, এ সমুদয়ই নির্ম্মল চিদাকার; সুতরাং জীবন থাকিলেও সকলে মৃতরূপেই অবধারিত। সমস্তই ব্যবহারদশায় থাকিয়াও কাষ্ঠ-পাষাণাদির ন্যায় ব্যাপার-হীন এবং চেষ্টা-শূন্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিংবা এই যে চরাচরাত্মক সমুদয় বস্তু দেখিতেছ, এ সকলই আকাশের ন্যায় আকারশূন্য। এই যাহা কিছু সকলই আকাশ, কাচ ও কেশ-নীলিমার ন্যায় অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই কিছু নহে, ইহাই স্থির। এই চিদাকাশেই বা কিরূপে কোন্ বস্তু থাকা সম্ভব? বাস্তবিক এই দৃশ্যমান প্রত্যয়যোগ্য সকল পদার্থই আকাশে অনুভূয়মান কেশ-গুচ্ছ, নদী, ধূম বা মুক্তাদির ন্যায় অসত্য পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে আকাশই অনুভূত হয়, ইহাতে অন্য কিছুই অনুভূত হয় না। এই যে জগৎ-নামধেয় চিদাকাশ অনুভূত হইতেছে, ইহাও শূন্য, ইহাতে আস্থাস্থাপন করিবার কি আছে? ১-৬। এই পৃথিবী প্রভৃতি ভ্রমের বশে আকাশে প্রকাশমান; ইহা সেই চিৎশক্তিরই কল্পনা—শূন্য, বৃথা, অকিঞ্চিৎকর! হে বুদ্ধিহীন শিশুগণ! তোমরা কি নিমিত্ত এই ব্যর্থ অলীক বিষয় লইয়া 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ আসক্তি প্রকাশ করিতেছ? তোমাদের বালকবুদ্ধি এখনও দূর হয় নাই, তাই বোধ হয়, তোমাদের এরূপ বিশ্বাস? বালকই বালকোচিত বিষয় লইয়া খেলা করে। ওহে নির্ব্বোধ জনগণ! তোমরা যদি এই সত্তাহীন পৃথ্ব্যাদি পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাক, তবে তোমাদের কাল অনর্থক কাটিয়া যাইবে। আকাশকে জল দ্বারা ধৌত করার ন্যায় ফলশূন্য কার্য্যেই তোমরা বৃথাই কালক্ষয় করিবে; প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা তোমরা কিছুই জানিতে পারিবে না। এই আকাশ অজাত অলীক পদার্থ; ইহাকে লইয়া যাহারা কার্য্য করে, সেই জীবন্মৃত পুরুষেরা অজাত বা মৃত সন্তানই পালন করে মাত্র।৭-১১। ফলে যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহারা সেই কার্য্যই করিতে থাকে। এই যে পৃথ্ব্যাদি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহাই বা কি? কোথা হইতে কাহা দ্বারা কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইল? প্রকৃতপক্ষে এ সকল কিছুই কিছু নয়, একমাত্র চিদাকাশ স্বয়ং স্বকীয় ভাবে প্রকাশমান। যাহাদের চিত্ত কার্য্য, কারণ, কাল ইত্যাদির কল্পনায় চঞ্চল, সেইরূপ বালকের নিকটেই পৃথ্বী প্রভৃতি সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সকল জ্ঞানহীন শিশুগণের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ—এই উভয় অবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎই চিদাকাশময়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ আত্মানুভব, সেই চিদাকাশের আকৃতি মূর্ত্তিহীন এবং তাহাই দৃশ্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে। ১২-১৫

সপ্তাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সেই চিদাকাশের অবিদ্যা শূন্যরূপিণী হইয়াও লোকের নিকট অশূন্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকে, উহার স্বরূপ কিরূপ এবং পরিমাণই বা কি, আর কত দিনই বা উহা ঐরূপভাবে অবস্থান করে, ইহা আমাকে আবার বুঝাইয়া দিন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! পরব্রহ্মের যেরূপ দেশ-কাল-কৃত পৃথক্ পরিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ ঐ অবিদ্যা দ্বারা যাহারা আক্রান্ত, সেই সকল অজ্ঞ ব্যক্তির ধারণায় উহা দেশকালক্রমে অপরিচ্ছিন্নরূপেই প্রতিভাত। তাহাদের ধারণা, অবিদ্যার আদি এবং অন্ত নাই। এ সম্বন্ধে এই স্থানে একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। চিদাকাশের কোন এক কোণে এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডবৎ অবিকল এক ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। এ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা যেরূপ, সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাদিও ঠিক সেইরূপই। তাহার ভিতর জম্বুদ্বীপ নামে এক ভূভাগ আছে। তাহার কোন এক সমতল প্রদেশে ততমিতি নামক এক পুরী বিদ্যমান, সে পুরী সেই দ্বীপের অলঙ্কাররূপিণী এবং বহু জাতীয় প্রাণিগণের বিহারস্থান। সেই পুরীর রাজার নাম বিপশ্চিৎ; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। বিপশ্চিৎ অত্যন্ত সভ্য রাজা, সভাস্থলে তাঁহার শোভা পরম রমণীয়। লোকের নিকট তাঁহার সমাদরও ছিল অত্যন্ত অধিক। কমল-পরিপূর্ণ সরোবরে রাজহংসের, নক্ষত্র-চক্রের অন্তরালে চন্দ্রমার এবং গিরিশ্রেণীর মধ্যে সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, সভামধ্যে তিনিও সেইরূপ শোভা-সম্পন্ন। ২-৭। তাঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না; কবিগণ তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, তথাপি তিনি কবিগণের যশোমানের রক্ষাকারী এবং তাঁহাদিগের সঙ্গ করিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক। প্রত্যহ প্রভাতে যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহ হইতে সূর্য্যকিরণশ্রী সমুদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ সেই রাজার প্রত্যহ বিকশিত প্রতাপসম্পদ্ সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইত। তিনি ব্রাহ্মণগণের

হিতকারী ছিলেন; একমাত্র অগ্নিকেই তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি সহকারে পূজা করিতেন; তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে তিনি মানিতেন না। তাঁহার অনেক মন্ত্রী ছিলেন, তাহার মধ্যে চারি জন ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। এই মন্ত্রিচতুষ্টয় যেন চারি দিকে চারি মহাসমুদ্রবৎ বিরাজিত। তাঁহারা মহাসমুদ্রসকলের ন্যায়ই মৎস্য, মকরব্যূহ ও আবর্ত্ত, চক্রব্যূহাদি দ্বারা পরিশোভিত, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সৈন্যতরঙ্গে ভয়াবহ। সমুদ্র যেরূপ মর্য্যাদারক্ষক, ঐ সকল মন্ত্রীও সেইরূপ রাজার মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা কখন অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না; তাঁহারা সর্ব্বদাই পরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলেন। এই সকল মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা বিপশ্চিৎ প্রকৃতই নিখিল লোকের আশ্রয় এবং বিষ্ণুচক্র-সদৃশ সর্ব্বশত্রুর অজেয় ও সর্ব্বত্র বিজয়ী ছিলেন। ৮-১৩

এক দিন পূর্ব্বদিক্ হইতে এক চতুর চর উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট ব্যস্তভাবে নিবেদন করিল,—হে মহারাজ! আপনি নিজ বাহুরূপ বৃক্ষ দ্বারা পৃথিবীরূপিণী গাভীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বজয়ী, আপনিও সেইরূপ সর্ব্বত্র জয়শালী। যাহা হউক, এখন আমার প্রকৃত বক্তব্য নিবেদন করি, শুনিয়া আপনার যেরূপ অভিরুচি, তাহা করুন। হে রাজন্! আপনি যে মন্ত্রীর উপর পূর্ব্বদিক্-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি জ্বররোগে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। আমার এক এক সময় মনে হয়, আপনি শত্রুকে জয় করিতে ভালবাসেন; তাই তাঁহাকে দিগ্‌বিজয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন: তিনিও যমরাজকে জয় করিবার নিমিত্তই যেন যমালয়ে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দক্ষিণাপথে নিযুক্ত আপনার মন্ত্রী পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। কিন্তু সেই দিকেই এক দল শত্রু আগমন করিয়া তাঁহাকে সবলে নিহত করিয়া যমালয়ে পাঠাইয়াছে। দক্ষিণাপথের মন্ত্রী এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, আপনার পশ্চিমদিকৃস্থিত মন্ত্রী আসিয়া সদলবলে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় পূর্ব্বাঞ্চলের বৈরিকুল দক্ষিণাপথের শত্রুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মধ্যপথেই তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনিও মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। ১৪-১৯

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! সেই চর যখন এই কথা বলিতেছিল, সেই সময় প্রলয়কালীন জলস্রোতের ন্যায় অতি তীব্রগতিতে আর এক জন চর সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে রাজন্! রাজ্যের উত্তরাংশে আপনার যে সেনাপতি ছিলেন, শত্রু তাঁহাকে সদলে বিতাড়িত করিয়াছে, সেই নিমিত্ত সেতুভঙ্গ হইলে

জলস্রোত যেরূপ বেগে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ গতিতে তিনি তাঁহার দলবল লইয়া এই দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ২০-২১

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,—রাজা বিপশ্চিৎ দূতদ্বয়ের এই সকল কথা শুনিয়া স্থির করিলেন, আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া নিজ সুন্দর ভবন হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন,—হে কর্ম্মচারিসকল! তোমরা আমার অধীনস্থ সামন্ত ও মন্ত্রীদিগকে অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস; আমার যে অস্ত্রাগার আছে, তাহার দ্বার খুলিয়া দাও, সেই স্থান হইতে ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্র বাছিয়া আনিয়া আমাকে দাও, যোদ্ধগণ সকলেই নিজ নিজ গাত্রে বর্ম্ম পরিধান করুক; পদাতিবৃন্দ উপস্থিত হউক; সৈন্যসংখ্যা গণনা করিয়া উপস্থিত যুদ্ধের জন্য উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হউক; সেনাপতিগণ ত্বরায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হউন; যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়, চারিদিকে সত্বর চর-সমূহ গমন করুক। ২২-২৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া এইরূপে যুদ্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, ইত্যবসরে প্রতীহারী সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল,—রাজন্, আপনার যে সেনাপতি উত্তরদিক্-রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, কমল যেন সূর্য্যদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। রাজা কহিলেন—তুমি সত্বর তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আইস। কোথায় কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা আমি তাঁহার মুখে অবগত হইতে পারিব। ২৫-২৭

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজাজ্ঞায় প্রতীহারী উত্তরদিক্ হইতে সমাগত সেনাপতিকে রাজসমীপে উপস্থিত করিল। সেনাপতি রাজাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন। রাজা সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; মুখ দিয়া শোণিত বহির্গত হইতেছে; প্রবল শ্বাস বহিতেছে; তখনও তাঁহার দেহে বহু বাণ বিদ্ধ রহিয়াছে, সেনাপতি এই অবস্থায়ও স্বীয় ধৈর্য্যগুণে ক্ষতবেদনা সহ্য করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যগ্রভাবে রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! তিন দিকের তিন প্রধান সেনাপতিই নিজ নিজ বিপুল বাহিনীর সহিত যেন যমরাজ্যজয়ের জন্যই তথায় উপনীত হইয়াছেন। মাত্র আমিই অবশিষ্ট আছি; তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলি রক্ষার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াও আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তাহারা প্রবল শত্রু। ঐ দেখুন,—আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত এই স্থান পর্য্যন্তই

আগমন করিয়াছে। আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্রই এখন শত্রুসৈন্যে সমাচ্ছন্ন। ইহাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা এক্ষণে আপনিই করুন। এ জগতে আপনার অজেয় যে কিছু আছে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। ২৮-৩৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,—অস্ত্রাঘাতে দুর্ব্বলাঙ্গ সেনাপতি রাজসমীপে বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ এক জন আসিয়া কহিল, দেব! ঐ দেখুন, অগণ্য লোক আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অল্প বায়ুবেগে পত্রপুঞ্জের ন্যায় তাহারা হস্তমস্তকাদি সঞ্চালন করত আস্ফালন করিতেছে। অসংখ্য শত্রুসৈন্য আপনার রাজধানীর চতুর্দ্দিক্ অবরুদ্ধ করিয়াছে। রাজপুরীর বহির্ভাগের স্থানসকল লোকালোক-পর্ব্বতের তটদেশের ন্যায় বিপুল শত্রুসৈন্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের নিকট যে সকল চক্র, গদা এবং কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আছে, সে সকলের প্রভায় চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, রথসমূহ শত্রুগণের অস্ত্র ও পতাকাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান ত্রিপুরসমবায়ের মত ধাবিত হইতেছে। আরও দেখুন, শত্রুপক্ষের হস্তিসমূহ নিজ নিজ শুণ্ডাদণ্ড উত্তোলন করিয়া আকাশে যেন মাংস-বৃক্ষের অরণ্য করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষাকালের মেঘসমূহের ন্যায় ইহারা বৃংহণধ্বনি করিতেছে। উচ্চাবচ ভূভাগ দিয়া বিপক্ষপক্ষের অশ্বসমূহ অসমগমনে পরিভ্রমণ করত গভীর হ্রেষারব করিতেছে। মনে হইতেছে, প্রলয়বায়ুপ্রবাহে কলকল্লোলনাদী সমুদ্র যেন গর্জ্জন করিতেছে। অশ্বগণ ফেনোদ্গিরণ পূর্ব্বক আবর্ত্তের ন্যায় গগনমণ্ডলে তরঙ্গায়িত লবণ-সমুদ্রের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। শত্রুসৈন্যের আর শেষ নাই। ৩৪-৪১। ঐ দেখুন, নিজ নিজ বর্ম্ম ও শস্ত্র সমূহে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুসৈন্যগণ প্রলয়কালীন সাগরপ্রবাহের ন্যায় ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। উহাদের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার-সমূহ আছে, সে সকলের কান্তিচ্ছটা যেন আপনার প্রতাপানলশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মৎস্য ও মকরব্যূহান্বিত আবর্ত্তগতি সৈন্যশ্রেণী সাগরতরঙ্গসদৃশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাদের কুন্তাদি অস্ত্রশস্ত্রসকল পরস্পর সঙ্ঘর্ষে আহত হইয়া ঝক্ঝক্ করিতেছে, আর ঝন্ঝন্ শব্দে ক্রোধজ্বলিত হইয়াই যেন হুঙ্কার করিতেছে। হে রাজন্! আপনার সীমান্তরক্ষাকারী সেনাপতির পদে যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমার সেই প্রভু আমাকে ভবৎ-সকাশে এই সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি এখন সীমান্তপ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধের জন্য শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছেন। দেব! আমিও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া এখন তাঁহারই পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হই। আমার বক্তব্য যাহা সকলই বলা হইয়াছে, এখন যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই সমাধা করুন। ৪২-৪৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই লোক রাজসমীপে এই সকল সংবাদনিবেদনান্তে

প্রণাম পূর্ব্বক দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। তখন রাজপ্রাসাদের সকল স্থানেই রাজা হইতে মন্ত্রী, যোদ্ধা, ভৃত্য, এমন কি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সকলেরই মনে একটা ভীতিভাব সমুদিত হইল। রাজসৈন্যগণ দলে দলে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। সমগ্র রাজপ্রাসাদ তখন প্রচণ্ড পবন-চালিত মহারণ্যের মূর্ত্তি ধরিল। ৪৭-৪৮

অষ্টাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! দৈত্যগণ যে সময় আকাশপথ আক্রমণ করে, তখন যেরূপ আকাশচারী সিদ্ধ-মুনিগণ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সেই দুর্ঘটনার প্রারম্ভে সমস্ত মন্ত্রী রাজার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমরা বিশেষ বিচারালোচনা পূর্ব্বক দেখিয়াছি, সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে উপস্থিত শত্রুগণকে দমন করা সম্ভব হইবে না। ইহাদের উপর চরম উপায়—দণ্ডপ্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। ইহাদের সহিত সদ্ভাবসংস্থাপন করা চলিবে না, কিংবা স্বপক্ষভুক্ত লোকদিগকে ছলক্রমে শত্রুদের মধ্যে শরণাগতরূপে প্রবেশ করাইয়া গোপনে ধ্বংসচেষ্টা করিলেও বিশেষ ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেরূপ কোন উপায় অবলম্বন করাও এখন কর্ত্তব্য নয়। বৈরিগণ নানা দেশীয়, পাপাচরণে সিদ্ধহস্ত ও ধনবান্, উহাদের সংখ্যাও সামান্য নহে। উহারা ছিদ্র পাইয়া একযোগে আসিয়াছে। এই নিমিত্ত সামদানাদি উপায়ে কোনই ফল ফলিবে না। সুতরাং এখন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এই নিমিত্ত এখন উদ্‌যোগ করাই কর্ত্তব্য বীরগণকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হউক, ইষ্টদেবতার অর্চ্চনার পর সামন্ত রাজগণকে যুদ্ধে আহ্বান করা হউক, রণদুন্দুভি সকল বাজিতে থাকুক, যোদ্ধৃগণ সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুক, প্রলয়সমুদ্রসদৃশ প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হস্তি-সৈন্যসমূহ চারিদিক্ অবরুদ্ধ করুক, ধনুঃসমূহ আস্ফালিত হইতে থাকুক, তাহাদের জ্যানির্ঘোষে আকাশদেশ বিদীর্ণ হউক, অর্দ্ধমণ্ডলাকার ধনুকে চতুর্দ্দিক্ শ্যামলবর্ণ ধারণ করুক। বীরগণ মেঘমালার ন্যায় মৌর্ব্বীরূপ বিদ্যুল্লতার আলোকচ্ছটায় চারিদিক্

আলোকিত করুন এবং সুগভীর গর্জ্জন করত নারাচাস্ত্রনিভ বারিধারা বর্ষণ করুন। ১-৯

রাজা বলিলেন,—আর ক্ষণমাত্র বিলম্বের আবশ্যক নাই। সকলেই যুদ্ধের জন্য যাত্রা কর; এই দারুণ যুদ্ধে যাহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহারা সকলেই অতিসত্বর তাহা পালন কর। আমি-স্নান সমাপনান্তে অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছি। রাজা এই উপদেশ দিয়া মনে মনে মহাকার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই ঘটপূর্ণ গঙ্গাজলে স্নান সমাপন করিয়া বর্ষাবারিস্নাত নবোদ্যানের ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহার পর রাজা অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া ভক্তিসহকারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি নানা প্রকার ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়া এই দীর্ঘকাল হেলায় অতিবাহিত করিলাম। এত দিন ধরিয়া প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিলাম। আসমুদ্র পৃথিবীর শাসন-পালন করিলাম। কত সময়ে কত প্রবল বৈরী আসিয়া পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি পদতলে পিষ্ট করিয়াছি। আমার শাসনে নানাদেশবাসী জনসাধারণ ফলভারনম্র বৃক্ষবৎ নত হইয়াছে। প্রকৃতিপুঞ্জের চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ হৃদয়ক্ষেত্রে আমার শুভ্র যশোরাশি অঙ্কিত করিয়াছি। এ পৃথিবীতে ভাগীরথীর ন্যায় কত কীর্ত্তিই না আমি সংস্থাপন করিয়াছি। সুহৃৎ, মিত্র, বন্ধু ও অপরাপর সাধুসজ্জনগণের আকাঙ্ক্ষা আমি ধনরাশি বিতরণ দ্বারা কোষাগারের ন্যায় পূরণ করিয়াছি। আমি দিক্‌চক্রবাল জয় করত সাগরতীরে উপবেশন করিয়া বহুবার নারিকেলাসব পান করিয়াছি। ১০-১৬। আমার শত্রুগণের প্রাণ আমি ভেককুলের কণ্ঠত্বকের ন্যায় কাঁপাইয়া তুলিয়াছি। আমার শাসনমুদ্রা দ্বারা দ্বীপান্তরস্থ কুলাচলসমূহও অঙ্কিত হইয়াছে। দিগ্‌দিগন্তে যে সকল সিদ্ধ সেনা বিদ্যমান আছেন, তাহাদিগের সহিত আমি বিহার করিয়াছি। এমনও অনেক সময় গিয়াছে, যখন আমি লোকালোক-পর্ব্বতের শিখরদেশে জলদের ন্যায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। সে সময় আমার মনে হইয়াছিল, যেন আমি একান্তমনে পরব্রহ্মেই বিশ্রাম পাইয়াছি। প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য কত রাজ্য আমি জয় করিয়াছি। দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণকে বহুবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছি। অক্ষতভাবে ধর্ম্মার্থকামের সেবা করিয়া আমার এই সুদীর্ঘ বয়স অতিক্রম করিয়াছি। আমি শ্বেতবর্ণ যশোরাশি পান করিয়াই যেন জরাধবলিত হইয়াছি। শষ্পোপরি হিমবিন্দুসমূহবৎ আমার কেশকলাপ এখন ধবলিমা ধারণ করিয়াছে। ১৭-২১। বার্দ্ধক্যই সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনার নাশকারী; সেই বার্দ্ধক্যই এখন আমাকে অধিকার করিয়াছে। আমি এখন বৃদ্ধ, তাহার উপর আবার চারিদিক্ হইতে শত্রুসৈন্যের এই ভীষণ আক্রমণ; এখন আমি

উঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিব কি না সন্দেহ। সুতরাং আমার এখন আর কি কর্ত্তব্য আছে? যিনি আমার জয়দাতা ইষ্টদেব, সেই অগ্নিদেবকেই আমি আমার এই মস্তক আহুতিস্বরূপে প্রদান করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপশ্চিৎ অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো হব্যবাহন! পূর্ব্বে আপনাকে যেরূপ যজ্ঞীয় আহুতি প্রদান করিতাম, সেইরূপ আজ আমার এই মস্তক আহুতি প্রদান করিতেছি, কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। দেব! আমার এই কার্য্যে যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার কৃপায় আমার ইষ্টসিদ্ধি হউক। হে ভগবন্! আপনার এই কুণ্ড হইতে বিষ্ণুর চারিটি ভুজতুল্য চারিটি দেহ আমার উত্থিত হউক। আমি সেই দেহচতুষ্টয় দ্বারা চারিদিকে গমন করিয়া অনায়াসে শত্রুকুলের ধ্বংসসাধনে যেন সমর্থ হই। হে প্রভো! আপনার দর্শন পাইব বলিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমাকে দর্শন দিন। ২৭-২৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজা বিপশ্চিৎ অগ্নিদেবকে এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং বালক যেরূপ অবহেলে পদ্ম দ্বিখণ্ড করে, সেইরূপ তিনি নিজ মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি যে মুহূর্ত্তে সেই ছিন্ন মস্তক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি দেহ সহ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইলেন। অগ্নি তাঁহার সেই আহুত দেহ ভক্ষণ করিলেন এবং তিনি আবার চতুর্গুণ দেহ দান করিলেন। বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তিরা যাহা গ্রহণ করেন, তাহার অধিকই প্রদান করিয়া থাকেন। ২৮-৩০। তাহার পর রাজার তেজঃপুঞ্জ-পরিদীপ্ত চারিটি মূর্ত্তি অগ্নি হইতে উত্থিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বলবর্ণ সেই দেহচতুষ্টয় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সেই দেহচতুষ্টয়ের উপযুক্ত বস্ত্র, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রও অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন বর্ম্ম, শিরোরত্ন, কটক, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলাদি দেহভূষণসমূহও তাহা হইতে উঠিল। ঐ চারিটি দেহই অবিকল একরূপ ও একাবয়বসম্পন্ন, ঐ চারিটি মূর্ত্তি চারিটি শ্রেষ্ঠ অশ্বে সমাসীন। চারিটি মূর্ত্তিই স্বর্ণময়, তূণীরধারী; তূণীরগুলিও স্বর্ণময় শরনিকরে পরিপূর্ণ। উঁহাদের প্রত্যেকের হস্তেই ধনুর্ব্বাণ বিদ্যমান। ঐরূপ দেহধারী পুরুষেরা সকলেই সদাশয়। ৩১-৩৫। উঁহাদের আর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, নরযান, অশ্বযান, হস্তিযান বা রথ, যাহাতেই উঁহারা আরোহণ করুন না কেন, কোন প্রকারেই তাহা নষ্ট হইবার নহে। অগ্নি হইতে সেই প্রোজ্জ্বল দেহচতুষ্টয় আবির্ভূত হওয়ায় মনে হইল, বাড়বানল যেন চতুঃসমুদ্র পান করত তাহা ঐ সকল অভূতপূর্ব্ব পুরুষাকারে পরিণত করিল এবং পরে অগ্নিকুণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া মনে হইল, যেন

চারিটি বিষ্ণুমূর্ত্তি অথবা মূর্ত্তিমান্ সমুদ্রচতুষ্টয় কিংবা যেন দেহধারী চতুর্ব্বেদ আসিয়াই আবির্ভূত হইল। সেই অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিচতুষ্টয় চন্দ্রকান্তিসদৃশ ঈষৎ হাস্যচ্ছটায় চারিদিক্ সমুদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৮

নবাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দশাধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এ দিকে সেই রাজার রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বেই আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের সহিত রাজপক্ষের ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ হইল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িল। শত্রুগণ বহু প্রজার গৃহ ভস্মীভূত করিল। অগ্নিসংযোগে গৃহগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মেঘমালাবৎ সমুত্থিত ধূমস্তোম আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। শরনিকরের ন্যায় মহাধূমোদ্গমে সৌরমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ফলে চতুর্দ্দিক্ ঘোরান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল। ক্রমে সৌরমণ্ডল দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অগ্নিদাহ হইতে যে ভীষণ উত্তাপ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে অরণ্যের লতা-পাতাগুলিও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল! আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত শূল, মুষল, অঙ্গার ও পাষাণাদি দ্বারা আকাশদেহ পরিপূর্ণ হইল। প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতিবিম্বপাত হওয়ায় উভয় পক্ষ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহের দীপ্তি আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যুদ্ধে মৃত মহাবীরবর্গ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্সরাদিগের অধরামৃত পান করিতে লাগিল। ১-৫। যুদ্ধেচ্ছু বীরসমূহ মদমত্ত হস্তীর বৃংহণধ্বনি শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎসাহে পূর্ণতা লাভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অজস্রধারে ভূষণ্ডী, প্রাস, শূল, তোমর প্রভৃতি বর্ষিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বলেরা প্রবল হুঙ্কার শুনিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ধূলিরাশিরূপ শ্বেতবর্ণ মেঘখণ্ড প্রকাশ পাইয়া স্বর্গপথ অবরুদ্ধ করিল। অনেক বাণাহত সামন্ত নৃপতি মৃত্যুভয়ে ভীত-ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে রণস্থল হইতে পলাইলেন। চারিদিক্ হইতে বজ্রাগ্নি পড়িতে লাগিল, তাহাতে প্রজাগণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অগ্নিদগ্ধ ভবনসমূহ ভূপতিত হইলে অগ্নিকণাবর্ষণকারী ধূমপুঞ্জ সেই স্থান হইতে মেঘমালার ন্যায় বাহির হইতে লাগিল। অশ্বসমূহ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলিল; তাহাদের গতিবেগে সমুদ্রতরঙ্গও পরাভূত হইল। সংখ্যাতীত বাণবর্ষণরূপ মেঘের উদয় হওয়ায় কোন পক্ষ বিষাদিত, কোন পক্ষ

বা আনন্দিত হইতে লাগিল। দন্তিসমূহ পরস্পর দন্তসংঘর্ষণ করায় অতি বিকট উচ্চনাদ উত্থিত হইল, ফলে যুদ্ধক্ষেত্র কর্কশ আকার ধারণ করিল। ৬-১০। প্রধান প্রধান যোদ্ধবর্গ দুর্গপার্শ্বস্থিত কুটীরভিত্তিতে কণ্টকের ন্যায় বাণসমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিল। গৃহসমুদয় অগ্নিদাহে চটচট ধ্বনি করত সঙ্কুচিত হইল এবং তাহাদের শীর্ষদেশে অগ্নিশিখা দীপ্তি পাইতে লাগিল। যোদ্ধগণ নিরন্তর অগণিত পট্টিশাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল; তাহারা হুহুঙ্কার শব্দে পথ দিয়া গমনাগমন করায় পথিকগণের যাতায়াত রুদ্ধ হইয়া গেল। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধ্বজপটাবলী পার্শ্বস্থ প্রাসাদে সংলগ্ন হওয়ায় বায়ুভরে পট পট ধ্বনি করিতে লাগিল। গজরাজের দন্তদীপ্তিচ্ছটার বিকাশ, শিলার সহিত অস্ত্রসমূহের সংঘর্ষণ, এবং বীরগণের উচ্চ হুঙ্কার—এই সকল দ্বারা বোধ হইতে লাগিল—যেন দিগ্‌হস্তিসমূহ রণমদে উন্মত্ত হইয়া রণস্থলে আগমন করিয়াছে। ১১-১৫

বাণশ্রেণীরূপিণী নদীর স্রোতে আকাশরূপ মহাসমুদ্র পরিপূর্ণ হইল যোধগণের চক্র, কুন্ত ও অসিসমূহ সেই সমুদ্রে যেন মকরসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বীরগণ হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। তাহাদের গাত্রের বর্ম্মসকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় ঝন্-ঝন্ শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে দ্বীপসমূহ পরিপূর্ণ হইল। রক্তাক্ত মৃতদেহগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল এবং সেই সকল মৃতের রক্তে ও সেই আর্দ্র স্থান পাদপৃষ্ট হওয়ায় কর্দ্দমাক্ত হইল। নানা স্থান দিয়া রক্তনদীর প্রবাহ ছুটিয়া চলিল এবং সেই প্রবাহ রথ-গজাদি ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় কখন পতিত এবং কখন বা উৎপতিত হইতে লাগিল। এক পক্ষের অস্ত্ররূপ জলজীবসমূহ যেন অন্য পক্ষের বাণতরঙ্গের সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। অস্ত্রসকলের পরস্পর সংঘর্ষজনিত অগ্নিশিখাসকল আকাশদেশে প্রদীপ্ত হইল। যে সকল যোদ্ধা যুদ্ধে নিহত হইল, তাহারা স্ব স্ব বার্দ্ধক্য ত্যাগ করিয়া স্থিরযৌবন লাভ করত স্বর্গে গমন করিল। গগনে মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধূলিরাশি উত্থিত হইতে লাগিল এবং তাহার উপর উজ্জ্বল চক্রাস্ত্র যেন বিদ্যুতের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। হেতি অস্ত্র উঠিয়া আকাশদেশ ছাইয়া ফেলিল, ফলে তথায় কিছুমাত্র অবকাশও দৃষ্টিগোচর হইল না; রণক্ষেত্র অস্ত্রশস্ত্রে-পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহা আর যুদ্ধের উপযুক্ত রহিল না। ১৬-১৯। বাণবর্ষণকারী যোদ্ধগণের সগর্ব্ব আক্রোশ প্রকটিত হইল, ফলে তাহাদের প্রতিযোদ্ধারাও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড চীৎকারে সেই রণক্ষেত্র আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। শকটসকলের পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ায় কোন কোন স্থান নিষ্পিষ্ট হইল, ফলে গতিহীন রথসমূহ মাটীতে গড়াইতে লাগিল। দৃষ্ট হইল, সেই রণক্ষেত্রের কোন স্থানে কবন্ধ নাচিতেছে, কোথাও বেতাল পরিভ্রমণ করিতেছে, শত্রুদল আস্ফালন করিতেছে এবং

কোনও স্থানে বেতাল শবদেহ হইতে মাংস ছিঁড়িতেছে। এইপ্রকারে সেই সমরক্ষেত্র অত্যন্ত দুরবিগম্য হইয়া উঠিল। যোদ্ধগণ শত্রুকুলের মস্তক, হস্ত, নখ, উরু, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। তথায় কবন্ধকুল দেখা দিল; তাহাদের ভুজরূপ বৃক্ষ আকাশে ঘূর্ণ্যমান হওয়ায় আকাশকে একটা নিবিড় বন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বেতালগণ স্তূপীকৃত শবদর্শনে আনন্দে আস্ফালন করিতে লাগিল এবং হস্ত-মুখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজ নিজ পেটিকার ভিতর মৃতদেহগুলি পূরিতে লাগিল। কোন স্থানে বর্ম্ম-চর্ম্মধারী ভীষণ যোদ্ধগণ সগর্ব্বে ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিজ নিজ বীরত্ব কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ২০-২৩

বীরনিকর 'হয় মারিব না হয় মরিব' এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধে প্রমত্ত হইল। যাহারা কাহাকেও প্রহার করিতে পারে না, কিংবা যাহারা অপরের প্রহার সহ্য করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ প্রচারিত হইল। অনেক বীরবরের এবং অনেক মত্তহস্তীর মদজল শুকাইয়া গেল। অনেক যোদ্ধা অসংখ্য সৈন্যধ্বংস দ্বারা যমরাজের প্রীতিবর্দ্ধন করিল। যে সকল বীর মুখে আত্মশ্লাঘা করে না, কিন্তু কার্য্য দ্বারা যাহারা শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইতে লাগিল, সে সকল মহাবীরসমূহের জয়ধ্বনি সর্ব্বত্র শতমুখে বিঘোষিত হইতে লাগিল। যে সকল ধারা ব্যক্তি ভয় বশত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল, সেই সকল কাপুরুষগণের কথা অনেকে তাহাদের প্রভুর গোচর করিল। যাহাদের বাহু প্রভৃত-বলবীর্য্য-সমন্বিত এবং যাহারা দুর্ব্বলের আশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল গুণবান্ বীরের বাহুবল সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইল; ফলে তাহারা মনে মনে অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিল। ২৪-২৭।

গজারোহী ও রথারোহিগণের পরস্পর যে যুদ্ধ হইল, সে যুদ্ধে রথারোহীর বাণ-প্রহারে গজারোহীর গজসমূহের গণ্ডস্থল ক্ষত বিক্ষত হইল এবং মত্ত হস্তিগণ প্রহারে ভয় পাইয়া পৃষ্ঠস্থিত আরোহীর সহিত জলমধ্যে প্রবেশ করিল। এই ব্যাপারে আরোহীরা সারসপক্ষিবৎ চীৎকার করিতে করিতে গজপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া পলাইয়া গেল। কোন কোন অভিজ্ঞ বীর বৃদ্ধ হইলেও স্বীয় যুদ্ধকৌশল দেখাইতে ত্রুটি করিল না। কোন স্থলে অসংখ্য সৈন্যকে মৃতপ্রায় করিয়া বীরসমূহ সগর্ব্বে চলিয়া গেল। মৃতপ্রায় যোদ্ধারা পলায়ন করিতে যাইয়া পরস্পরের পদাঘাতে পিষ্ট হইতে লাগিল। অভিমানরূপ উন্মাদনাবশে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া বীরগণ পদানত কাপুরুষগণকে প্রহার করিতে দ্বিধা করিল না। রণভূমি যেন একটা প্রকাণ্ড বিপণিতে পরিণত হইল; তাহাতে অসংখ্য জীবনের ক্রয় বিক্রয় চলিতে লাগিল। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ পতাকাগুলি গমনশীল বাহুবৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং সেই পতাকাগুলি শোণিতসিক্ত হইয়া

লোহিতবর্ণ ধারণ করায় উহা প্রবালভূষণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২৮-৩২

মন্থনকালীন ফেনায়মান ক্ষীরসমুদ্রবারিবৎ শ্বেত ছত্রসমূহ আকাশাঙ্গনে কুসুম-গুচ্ছের ন্যায় প্রতিভাত হইল। সুর, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আকাশে অবস্থান করত রণক্ষেত্রস্থ শ্রেষ্ঠ বীরসমূহের সমর-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যোধবৃন্দ আকাশস্থিত গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির গাত্র ও নিজ নিজ হেতিপ্রভায় বলরামের ন্যায় শ্বেতশ্রী ও আনন্দোন্মত্তরূপে প্রতীয়মান হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য রাক্ষস আসিয়া দেখা দিল। তাহারা অর্দ্ধমৃত সৈন্যগণকে মারিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া নীরবে উদর পরিপূর্ণ করিল। ভুক্তাবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা লইয়া গিয়া তাহারা গিরি-দরী-বাসী বিষবৃক্ষসম অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে খাইতে দিল। কুন্তাস্ত্র-ধারী বীরগণ কুন্তাঘাতে বিপক্ষগণের হস্ত এবং মস্তক ছেদন করিয়া সেই সকল ছিন্নাবয়ব দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করিল। অনেক বীর ক্ষেপণীচক্র দ্বারা অগণিত শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক ভয়াবহ করিয়া তুলিল। বীরগণের বাহু-আস্ফালন-জনিত চটচটা শব্দে মনে হইল, যেন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল অগ্নিদগ্ধ হইয়া চটচট শব্দে ফাটিয়া পড়িতেছে। যে সকল নারার স্বামী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল বিধবার করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে নগর-মন্দির সঙ্কুল হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষ-নিক্ষিপ্ত শাণিত শরনিকর আকাশে উঠিয়া প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ স্ব স্ব ধন, জন, গৃহ পরিহার করিয়া দূরে পলায়ন করিল। ৩৩-৩৮। দিকে দিকে স্রোতরাজি সমুৎক্ষিপ্ত হইলে দর্শকগণ ভীতিবিহ্বলভাবে সেই স্থান হইতে পলাইতে লাগিল। সর্পকুল যেরূপ গরুড়ের নিকট হইতে দূরে থাকে, সেইরূপ সেই কাপুরুষগণ একেবারেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হতাবশিষ্ট সেনা হস্তিগণের শুণ্ডাদণ্ডের আঘাতে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। সেই সময় গজগণ্ড যেন যমরাজের মনুষ্যরূপ দ্রাক্ষাফল-পেষণের যন্ত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনেক বীর পাষাণযন্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকায় বিপক্ষপক্ষের আকাশ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। যোদ্ধগণের সিংহনাদের সঙ্গে সঙ্গে গজরাজির বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সে চীৎকারে পর্ব্বতগুহা অবধি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঐ চীৎকার যখন পর্ব্বতগুহায় যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল, তখন উহা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। বীরগণ তাহাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে যোদ্ধগণ যেন ভাজা ভাজা হইতে লাগিল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রভৃতি বহুবিধ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতে কত যে অসংখ্য প্রাণী যমালয়ে গমন করিল, তাহা বলা যায় না। ৩২-৪৩

হতাবশিষ্ট বীরগণ প্রভুর জন্য প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা যুদ্ধে মৃত্যুকেই জীবন এবং জীবনকেই মরণ বলিয়া জ্ঞান করে, সেই সকল শ্রেষ্ঠ বীরগণ মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ প্রবলপরাক্রান্ত বীর ছিল, যাহারা সুবৃহৎ গজরাজকেও অবহেলে বধ করিয়া বীরদর্পে অবস্থান করিতে লাগিল। পাষাণযন্ত্রের নিক্ষেপ-ধ্বনি, সদ্যশ্ছিন্ন মস্তকসমূহের ফুৎকার শব্দ, ঘূর্ণায়মান অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনাধ্বনি ও হস্ত্যশ্বাদির বিকট চীৎকার এবং শরবর্ষণকারী সৈন্যগণের সিংহনাদ, এই সকল বিকট শব্দে সেই স্থানে প্রাণিগণের কর্ণকুহর বধির হইয়া গেল। মনে হইল, কে যেন তাহাদের কর্ণছিদ্র এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ৪৪-৪৭

দশাধিক-শততম-সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! এইপ্রকারে প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য সেনা পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। কত ভেরী, তূরী ও মহাশঙ্খের ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। খড়্গের কচকচা-ধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ সকল শব্দ যেন একযোগে আকাশ ভেদ করত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। বীরগণের উচ্চ হুঙ্কারবৎ ধনুর্গুণধ্বনিও তাহার সহিত উত্থিত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবৃন্দের কটকট শব্দে বিপক্ষপক্ষের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইল। তাহাদের সেই কঠোর কর্কশ আস্ফালন দেখিয়া সকলেরই অন্তরে ভয় দেখা দিল। রাজা বিপশ্চিতের পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে আহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইতে লাগিল। ১-৪

এই সময় রাজা বিপশ্চিৎ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিযানসময়ে ঘোর দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল। সে বিকট শব্দে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। এক এক করিয়া চারি প্রস্থ দুন্দুভি হইতে একযোগে বিরাট ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখনকার সেই দুন্দুভিধ্বনি এতই ভীষণ হইয়া উঠিল যে, প্রলয়মেঘের গভীর গর্জ্জনের সহিত তাহার তুলনা করা চলে। মনে হইল, যেন একই কালে কুলপর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন দুন্দুভির চটচটাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রাজা বিপশ্চিৎ বিষ্ণুর ভুজচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহিত চতুরঙ্গ সৈন্য বহির্গত হইল। তিনি সেই সকল সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া

তাঁহার রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন,—তাঁহার সৈন্যদল প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রবল শত্রুসমূহ ভীষণ যুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতেছে। শত্রুপক্ষ কোথাও মকরব্যূহ, কোথাও গজব্যূহ, কোথাও অশ্বব্যূহ, কোথাও চক্রব্যূহ, কোথাও বা আবর্ত্তব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের বিক্ষিপ্ত বাণ-সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ৫-৮

তিনি আরও দেখিলেন,—সেই সৈন্যসমুদ্রের মধ্যভাগ তরঙ্গায়িত হইয়াছে; রথরাজি আবর্ত্তবৎ চলিয়া যাইতেছে; ছত্রসমূহ ফেনপুঞ্জের ন্যায় বোধ হইতেছে; হেতিসকল সেই সমুদ্রে বারিধারাবৎ লক্ষিত হইতেছে; হস্তী এবং অশ্বগণ চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় ছুটিয়া চলিতেছে; অস্ত্রজালে পড়িয়া পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছকুল কৃষ্ণসর্পসমূহের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে; দ্রাবিড়ী যোদ্ধৃগণ গুলুগুলুরবে পরস্পর আলাপ করিতেছে। সেখানে প্রলয়-বায়ু পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ঘুম্ ঘুম্ রবে প্রবাহিত হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ কখন উন্নত এবং কখন বা নত হইয়া চলিয়াছে। ঐ সকল মাতঙ্গের আকারপ্রকার দেখিলে মনে হয়, তাহারা ইচ্ছানুসারে বৃহৎ বৃহৎ গিরিসমূহকেও উন্মগ্ন এবং নিমগ্ন করিতে সমর্থ। রাজা বিপশ্চিৎ আরও দেখিলেন,—সেই যুদ্ধস্থলে যে সকল অশ্বগজাদি অবতীর্ণ হইয়াছে, যদি বিপক্ষদল হইতে গিরিশ্রেণীও নিক্ষিপ্ত হয়, তথাপি তাহারা অনায়াসে তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিতে পারে। গণনাতীত সৈন্যশ্রেণী তরঙ্গায়িত সমুদ্রবৎ প্রতীত হইতেছে। তখন সেই যুদ্ধ যেন আকালিক প্রলয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। রক্তে রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র যেন মহাসমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সমুদ্র ভূতল ও আকাশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করত প্রবাহিত হইতেছে। যোদ্ধগণের সমুজ্জ্বল অস্ত্রসমূহ রত্ননিকরবৎ চারিদিকে সমুত্থিত হইয়া সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যূহবদ্ধ সৈন্যশ্রেণী চলিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষেপণ-পাষাণসকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বীরগণের গাত্রবর্ম্ম ও রত্নপ্রভাসমূহের সংমেলনে স্থানে স্থানে সান্ধ্য মেঘজাল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। কোথাও কোথাও প্রচুর ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা অস্ত্রসকল ঢাকিয়া গিয়াছে। ৯-১৮

এই প্রকার রণার্ণব দর্শন করিয়া রাজা বিপশ্চিৎ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—এই যে সমুদ্র, অগস্ত্য মুনির মত আমি এক্ষণে ইহাকে পান করিব। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া রাজা তখন সেই সমরসাগর পান করিবার জন্য বায়ব্যাস্ত্র স্মরণ করিলেন। ত্রিপুরাসুরধ্বংসসময়ে ভগবান্ শূলপাণি যেরূপ সুমেরুশৈলরূপ শরাসনে শরযোজনা করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সেই চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী বায়ব্যাস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। রাজা স্বীয় সৈন্যদল-রক্ষার জন্য অগ্নিদেবকে

প্রণতি ও অগ্নিমন্ত্র জপ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রতাপাগ্নিপ্রশমনের জন্য মহামেঘাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। রাজার চারিটি দেহ; সেই চারিটি দেহেরই ধনুশ্চতুষ্টয় হইতে বাণ, ত্রিশূল, শক্তি, ভুষুণ্ডী, মুদ্গর, প্রাস, তোমর, চক্র এবং ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের নদী প্রবাহিত হইল। তখন প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে জনসাধারণের মনে প্রলয়াশঙ্কা সমুদিত হইল। চারিদিক্ হইতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বারিধারা নিক্ষিপ্ত হইয়া নদীর ন্যায় বহিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ১৯-২৭

বৃহৎ বৃহৎ সর্প প্রবল বায়ুতে বর্দ্ধিত হইয়া তৎসহ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই সকল ভীষণ সর্প দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন প্রধান প্রধান শৈল হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তখন সেই সৈন্যসাগর অস্ত্রবৃষ্টির প্রচণ্ড আঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যেই ধূলিরাশির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রবল বায়ুপ্রবাহে এবং বজ্র ও জলাস্ত্রবর্ষণে সৈন্যসকল ভগ্নসেতু বারিপ্রবাহের ন্যায় বিভিন্নদিকে ছুটিয়া চলিল। রাজা বিপশ্চিতের অস্ত্রবেগে পরাভূত হইয়া শত্রু-সৈন্যদল বর্ষাকালীন পার্ব্বত্য নদীর প্রবাহের ন্যায় চারিদিকে ক্ষিপ্রভাবে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজপতাকা বায়ুবেগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপতিত বৃক্ষবৎ সেই সৈই সৈন্যসাগরে ভাসমান হইল। চঞ্চল অসিলতা নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পাষাণখণ্ডের ন্যায় লুটাইতে লাগিল। তাহাদের রক্তস্রোতে সেই রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। যে সকল অস্ত্রাহত সৈন্য মূর্চ্ছিত হইল, তাহাদের ঘোর ঘুরঘুর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপর ভীরুজনদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সেই সৈন্যসমুদ্রে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাদের দন্তঘর্ষণশব্দে মনে হইল, যেন ভীষণ মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। ২৮-৩৪

অস্ত্র ও শিলাসমূহের পরস্পর আঘাতে যে শব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে পার্ব্বত্যনদীতীরোৎপন্ন পুষ্পোপরিস্থিত মধুকরনিকরের ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অশ্বসমূহ অবিকল নদীতরঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। শিলাহত বীরগণের চীৎকারধ্বনি ঠিক যেন বর্ষাকালীন ভেকরববৎ জ্ঞান হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকায়, সেই সকল স্থান নিতান্ত দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও ধনুকের কঠোর টঙ্কারধ্বনি, কোথাও আহতদিগের বিকট চীৎকার এবং কোথাও বা গেলাম, মলাম ইত্যাদিরূপ করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল। ফলে সেই যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। কোন কোন স্থান হইতে সৈন্যগণ অবিরাম পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পলায়নকালে একপ্রকার গুল্গুল্ধ্বনি উত্থিত হইল। নীহারবিন্দুবৎ আকাশদেশে

শোণিতবিন্দুসকল সংলগ্ন হইল; তাহাতে গগন যেন সান্ধ্য মেঘবিতানে সমাবৃত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইল। আকাশপথে প্রচলিত অস্ত্রসমূহ জলভারাবনত মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনেক স্থানে সমরভূমি শোণিত-কর্দ্দমাক্ত হওয়ায় সৈন্যগণ তাহার উপর বালি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া গমনের পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। বহু সৈন্য বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তীব্রবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। ভীরু ব্যক্তিরা হরিণশিশুর ন্যায় করুণ-কণ্ঠে চীৎকার আরম্ভ করিল, হস্তী, অশ্ব এবং যোদ্ধগণের স্তূপীকৃত শবদেহ নানা স্থানে জীর্ণ পর্ণরাশির ন্যায় পড়িয়া রহিল। অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত দেহসমূহ হইতে অবিরাম বসা ও রক্তাদি নির্গত হইতে লাগিল; তাহাতে অনেক স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িল। ৩৫-৪১। মৃত কঙ্কালসমূহ অশ্বাদির খুরপ্রহারে চূর্ণিত ও পিষ্ট হইয়া শ্বেত বালুকারাশিব ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সমরসাগরে কত শিলা এবং কত শত কাষ্ঠ ভাসিতেছিল এবং তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে ঠংঠং ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মেঘগর্জ্জন, বায়ুপ্রবাহ, বারিধারাবর্ষণ এবং ভীষণ বজ্রধ্বনি, এ সমুদয়ই প্রলযকালেব ন্যায় আরম্ভ হইল। সমগ্র যুদ্ধভূমি পতঙ্গ ও জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। দিকে দিকে সুখকর স্নিগ্ধ বারিধারাও প্রবাহিত হইতে লাগিল। গ্রাম, গৃহ, নগর, সর্ব্বত্রই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হস্তী, অশ্ব, সৈন্য ও অন্যান্য জনসমূহ ভয়ে ভীষণ গভীর চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতলে রথনির্ঘোষ, আকাশে মেঘগর্জ্জন এবং মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী রাজা বিপশ্চিতের ধনুকচতুষ্টয়ের উচ্চ টঙ্কার তখন চতুর্দ্দিক্ ভীষণ করিয়া তুলিল। পরস্পরসঙ্ঘর্ষে মেঘসমূহ হইতে গভীর গর্জ্জন উত্থিত হইল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হওয়ায় চক্ষু ঝল্‌সিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের বর্ষণ হইতে লাগিল। ৪২-৪৭

এইপ্রকারে সেই রাজা বিপশ্চিতের সেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিপক্ষদলের রাজগণের গণনাতীত সৈন্য দলে দলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে দুর্ব্বল মশককুলের ন্যায় নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। জীর্ণারণ্যে অগ্নিসংযোগ হইলে যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, রাজা বিপশ্চিতের বিপক্ষ সৈন্যগণেরও ঠিক তেমনি অবস্থা ঘটিল। অনবরত অস্ত্রাঘাতে এবং লোকবিধ্বংসী বিদ্যুদ্‌বজ্রপাতে তাহারা বাড়বানলে দহ্যমান জলজন্তুনিবহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ৪৮-৪৯

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই সময় দৃষ্টিগোচর হইল, চেদিদেশীয় যোধগণ যেন চন্দনবন ; তাহাদের গলবিলম্বিত মনোহর হারগুচ্ছ যেন ভুজঙ্গসমূহ ; তাহারা পরশুপ্রহারে ছিন্নদেহ হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রের জলে পতিত হইতে লাগিল। পারসীকদেশীয় যোদ্ধৃগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া চঞ্চল-কাননে গিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দর্দ্দরদেশীয় ভীষণ যোদ্ধৃগণ সমরে আহত হইয়া দর্দ্দরগিরির দুরধিগম্য গুহার ভিতর পলায়ন করিল, কিন্তু ভয় বশতঃ তাহাদের হৃদয়কন্দর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শর, প্রাস, অসি ও পরশু প্রহারে বিচূর্ণিত শিলাবর্ম্মাদির ভগ্নাংশ লইয়া পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। হস্তিগণ তখন পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া ভগ্নদন্ত ও রক্তাক্তকলেবর হইল। তাহাদিগকে যমের উদরপূর্ত্তিকর ভূরি ভূরি গ্রাসপিণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল। দরদদেশীয় যোদ্ধৃগণ ভীষণ তোমরাস্ত্রতাড়িত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য রৈবতক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল ; কিন্তু সেখানেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না ; রাত্রিকালে সেখানকার মায়াবিনী পিশাচীরা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া কুটিয়া বিভাগ করত ভক্ষণ করিল। ১-৬। দশার্ণদেশীয় বীরগণ জীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া তমালতালীবনে পলাইল, কিন্তু সেখানেও তাহারা অনেকক্ষণ অবস্থান করিতে পারিল না। সিংহ আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল। যবনগণ পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে নারিকেলবনে পলায়ন করিল ; কিন্তু সমুদ্র হইতে কতকগুলি কুম্ভীর উঠিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। শকদেশীয়গণ নারাচাঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা সেই অস্ত্রে আহত হইয়া বজ্রাহত পদ্মকাননের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যেই বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। নীলবর্ণ অগণ্য বীর আকাশপথে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় মহেন্দ্র-পর্ব্বত মেঘজালবেষ্টিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারখচিত তঙ্গন-সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল ; কিন্তু তস্করগণ পথিমধ্যে তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল। অবশেষে রাক্ষসের হস্তে তাহারা বিগতজীবন হইল। যেরূপ নক্ষত্রসমূহ আকাশের শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ সেই সময় অগ্নিময় অস্ত্র-সকল দ্বারা রণক্ষেত্র শোভা পাইতে লাগিল, মেঘধ্বনির প্রতিধ্বনিচ্ছলে আকাশ যেন মৃদঙ্গবাদ্য দ্বারা রাজা বিপশ্চিতের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। মৎস্যকুলের লীলাভূমি—শৈবালপল্বল যখন জলহীন হয়, তখন যেরূপ মৎস্যসমূহ ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দ্বীপান্তরস্থ সৈন্যগণ চক্রাস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইল। যবদ্বীপবাসী বীরগণ অস্ত্রাহত হইয়া সহ্য-পর্ব্বতে পলাইল

এবং সেখানে গোপনে সাত দিন অবস্থান করিয়া চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে স্বস্থানে চলিয়া গেল। গান্ধারদেশবাসী যোদ্ধগণ প্রাণরক্ষার্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতের পুন্নাগবনে পলাইয়া গিয়া বিদ্যাধরকামিনীগণের আশ্রয়লাভ করত প্রাণ রক্ষা করিল।৭-১৬

এ দিকে রাজা বিপশ্চিৎ যে সকল চক্রাস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন, সে সকল অনুকূল বায়ুবেগে প্রেরিত হইয়া চীন, হুন ও কিরাতদেশীয় যোদ্ধগণের মস্তকসকল খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল। বিপশ্চিৎ রাজার ভয়ে নিলীপদেশীয় যোদ্ধগণ পলায়ন করিয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিল। বিপশ্চিৎ-ক্ষিপ্ত দূরগামী বাণসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকের শৈলবন অবধি বিক্ষুব্ধ হইল। কণ্টকদেশস্থ কর্কশপ্রকৃতি বীরগণ সভয়ে দস্যুবসতি নির্জ্জন কঞ্জর-বনে পলায়ন করিল। ভীত-ত্রস্ত পারসীকগণ প্রলয়সময়ের ভীষণ বায়ুচালিত নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় সবেগে ধাবিত হইয়া সন্তরণ দ্বারা সাগরপারে উপনীত হইল। প্রলয়বায়ুর ন্যায় সে সময়ের প্রচণ্ড বায়ু পর্ব্বতসমূহ বিধ্বস্ত, চতুর্দ্দিক্স্থ বনভূমি চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং সমুদ্র সমুদ্বেলিত করত প্রবাহিত হইল। প্রচণ্ড-বায়ুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রজালে ও ধারাসারে দশ দিক্ পঙ্কিল ও জলপূর্ণ হইয়া যেন দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। শব্দায়মান বায়ুবেগে ছপ্-ছপ্ করিয়া নীহারপাত হইতে লাগিল। দূরদেশীয় রথারোহিগণ প্রবল বায়ু-তাড়নায় তরঙ্গসমূহের ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক রথ হইতে সরসীনীরে পড়িতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র থাকিতেও অনেকে বিপশ্চিতের চক্রাস্ত্রাঘাতে কাতর হইল, তাহারা এত কাতর হইল যে, তাহাদের পলায়ন করিতেও সামর্থ্য রহিল না; কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। ১৭-২৬। হুনদেশীয় বীরগণ বালুকাময় দেশে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল এবং কর্দ্দমাক্ত হইয়া মলিনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। বিপশ্চিৎ রাজা শকদেশীয় যোদ্ধগণকে পূর্ব্ব-সমুদ্রের তীরস্থিত এলাবনে এক দিন বন্দী করিয়া রাখিলেন; পরে কৃপা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন; তাই তাহাদিগকে আর যমালয়ে যাইতে হইল না। মদ্রদেশীয় যোদ্ধগণ মহেন্দ্র-পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে পতিত হইলে, সেই স্থানের মুনিগণ আশ্রমমৃগের ন্যায় তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কতকগুলি বীর সহ্য-পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, হঠাৎ তাহারা শিখরাভ্যন্তরস্থিত এক ভীষণ গহ্বরে প্রবেশ করত তত্রত্য দেবীর নিকট হইতে দুইটি বর লাভ করিল। বাস্তবিক ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে কাকতালীয় ন্যায়ে অনর্থ হইতেও ইষ্টার্থলাভ ঘটিয়া থাকে। দশার্ণদেশীয় বীরগণ দর্দ্দুর পর্ব্বতের ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতসারে বিষফল খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। হৈহয়দেশীয় যোধগণ হিমালয় পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক বিশল্যকরণীভোজনে বিদ্যাধররূপে নিজভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বঙ্গদেশীয

বীরকুল পৃষ্ঠদেশে ম্লান পুষ্পমাল্য এবং হস্তে মাত্র ধনুক ধারণ করিয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল, সেই যে তাহারা চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। অঙ্গদেশীয় যোধগণ ভাগ্য বশতঃ একপ্রকার বন্য ফল ভক্ষণ করিয়া বিদ্যাধরপদ লাভ করিল, তাহার পর হইতে আজও তাহারা স্বর্গে বিদ্যাধরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ২৭-৩৪। পারসীক সৈন্যগণ তালী ও তমালীবনে প্রবেশ করিল, প্রবেশমাত্র শত্রুপক্ষের শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেই মোহ আর ঘুচিল না। তাহারা মনে করিল, যেন বিমানচারীর ন্যায় তাহারা অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হে রাম! কলিঙ্গদেশীয় চতুরঙ্গবাহিনী পথিমধ্যে অঙ্গদেশীয় সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তীব্রগতিতে তঙ্গনদেশীয়গণের গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিল। সাল্বদেশীয়েরা পলায়নসময়ে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইল। তখন তাহারা স্বীয় প্রভুর সহিত শরশৈলের অন্তর্গত কোন এক সরোবরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। এইপ্রকারে অনেক লোক পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করত প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। নদ, নদী, সমুদ্র, গিরি, বন, নদীতট, প্রপাত, গ্রাম, নগর, কূপ, তড়াগ, কন্দর ও লোকালয় প্রভৃতি কত স্থানে যে এইপ্রকারে সৈন্যগণ পলায়ন করিল, তাহা নির্ণয় করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? ৩৫-৩৯

দ্বাদশাধিকশততম-সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! সেই শত্রুসৈন্য যেমন পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয়ও অমনি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বহুদূরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তিমান্, সকলেই সর্ব্বজনহৃদয়স্থিত সেই চিন্ময় ঈশ্বরের নিয়োগবশেই একই ভাব-ভাবিত হইয়া দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সমুদ্রতীর অবধি বিপক্ষপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অবিরামগতিতে সেই অবধি গমন করিয়াই তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদের আরও অধিক শ্রান্তিবোধ হইল। স্বল্পতোয়া নদীর জল যেমন ক্ষীণ হইয়া থাকে, সেইরূপ দূরদেশে যাওয়ার জন্য নিজ এবং পরপক্ষীয় সৈন্যগণ মুমুক্ষু ব্যক্তির

পাপপুণ্যের ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছে, আর ইন্ধনাভাবে অগ্নিজ্বালার যেমন উপশম হয়, সেইরূপ নিজেদের কৃতকৃত্য অস্ত্রশস্ত্রও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে; এই সকল দেখিয়া এবং অনুভব করিয়া বিপশ্চিৎচতুষ্টয় শত্রুগণকে আর আক্রমণ করিলেন না। পক্ষিকুল যেমন দিবাবসানে নিজ নিজ নীড়ে যাইয়া নিদ্রিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের অস্ত্রসমুদয়ও স্ব স্ব স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ১-৭। তরঙ্গ যেমন জলে, হিম যেরূপ মেঘে, মেঘ যেমন বায়ুতে এবং গন্ধ যেমন আকাশে লয় পায়, সেইরূপ ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রও স্ব স্ব আধারে আত্মগোপন করিল। সেই সময় আকাশরূপ অনন্ত সমুদ্র জলময় ও শান্ত হইয়া গেল। নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র তখন জলচর প্রাণীর ন্যায় শান্তভাবে কর্দ্দমনিম্নে মগ্ন রহিল। আকাশে নারাচ-নীহারের সে বর্ষণ আর নাই; চক্রাবর্ত্তের সে ভ্রমণও নাই; মাত্র নির্ম্মল সৌম্যভাবই আকাশে বিদ্যমান। মেঘসংরম্ভ আর নাই। নক্ষত্ররূপ রত্নসমূহ আকাশদেশে লীন রহিয়াছে। আকাশরূপ মহাসমুদ্রের এক কোণে সূর্য্যরূপ বাড়বানল প্রভা বিস্তার করিতেছে। মহতের মনের ন্যায় আকাশপ্রদেশ তখন রজোরহিত হইয়া স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন,—কল্লোলসমূহের গুলুগুলু গর্জ্জনে সমুদ্র-শ্রেণী আকুল হইয়াছে। নীহারবিন্দুবাহী মেঘমালার সঞ্চরণে সাগরসমূহ সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। রোগ-তাপে ক্লিষ্ট বলিয়াই উহারা যেন পৃথিবীতে নিজদেহ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে এবং তরঙ্গরূপ বিশাল বাহু আস্ফালন করিতেছে। উহারা যেন দশাবিপর্য্যয়ে সংসারের ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, কল্লোলমালায় কুটিল হইয়াছে এবং জড় হইলেও স্পন্দময় হইতেছে। সমুদ্রসমূহের তটস্থিত রত্ননিচয়ের কিরণচ্ছটায় দীপ্তিমান্ সূর্য্যের কিরণসমূহ আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। তীরস্থিত শঙ্খসমূহের ভিতর বায়ুপ্রবেশ জন্য শব্দ হওয়ায় যেন গভীর গর্জ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে। ৮-১৭।

উত্তুঙ্গ তরঙ্গশ্রেণী হইতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; তাহাতে আকাশ পর্য্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাল-পাদপসমূহ গোলাকার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। সমুদ্রের মধ্য হইতে মকরকুলের গভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যের পুচ্ছাঘাতে অনেক নৌকা জলমগ্ন হইতেছে, তাহার আরোহীরা তখন করুণ চীৎকারে দিক্‌সকল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মকর-কূর্ম্মাদি জলজীবগণ গ্রীবা উত্তোলন করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে গলাধঃকরণ করিতেছে। সূর্য্য এবং সূর্য্যাশ্বের প্রতিবিম্ব তরঙ্গমালার উপর পড়িয়া উহা যেন আকাশের ন্যায় বোধ হইতেছে। এক একবার প্রবল ঝটিকা আসিতেছে, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ মহাজনের নৌকাসকল

মগ্ন হইতেছে। তরঙ্গোপরি ভাসমান মণিরত্নসমূহ তরঙ্গাঘাতে তীরগত হইয়া উৎপতন করিতেছে; উৎপতনসময়ে রত্নরাশির ঝন্ ঝন্ শব্দ উত্থিত হইতেছে; নানা স্থানে নানা রশ্মিবিকিরণকারী মণি-মাণিক্যসকল এক একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে। কোন স্থানে হিণ্ডীরময় আবর্ত্ত-বিবর্ত্তের উপর মকরব্যূহ ভাসিয়া উঠিতেছে। কোথাও জলনিমজ্জিত হস্তিসমূহের শুণ্ডাসকল উর্দ্ধোন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে ঠিক যেন বাঁশবনের ন্যায় বোধ হইতেছে। তরঙ্গরাজির উপর গজ-পুচ্ছসকল লতাতন্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। হস্তীদিগের নীলবর্ণ পৃষ্ঠ যেন ভ্রমরপংক্তি; তাহাতে ফেনরাশি পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় সংলগ্ন; মনে হয়, যেন মাধব জলমধ্যে স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ১৮-২৪। কোথাও দৈত্য বাস করিতেছে; কোথাও দেবমণ্ডল বাস করিতেছেন। কোন স্থানে ফেনপুঞ্জময় তরঙ্গসমূহ নক্ষত্রনিচয়মণ্ডিত আকাশকে উপহাস করিতেছে। কোথাও পক্ষযুক্ত শৈলমালা পক্ষচ্ছেদনের ভয়ে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুহামধ্যস্থিত মশককুলের ন্যায় বাস করিতেছে। কোন স্থানে তীরস্থিত গিরিশ্রেণী বৃহৎ তরঙ্গসমূহের প্রবলাঘাত পাইতে থাকায় ক্ষুদ্রাকৃতি হইতেছে, কোথাও সমুদ্রাভ্যন্তরস্থ রত্নরাজির সমুদ্ভিন্ন প্রভাসমূহ আকাশক্ষেত্রের অঙ্কুরনিবহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। কোথাও সমুদ্রবেলায় স্তূপে স্তূপে শুষ্ক শুক্তি-নির্গত মুক্তাসমূহ পড়িয়া আছে। কোনও স্থানে সমুদ্রসকল তন্তুবায়ের তন্তুস্থিত বস্ত্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। কোথাও ইন্দ্রনীলমণিময় তটসকল মুক্তাশুক্তিসমূহে শোভিত হইয়া একীভূত শতচন্দ্রবৎ প্রতিভাত হইতেছে। কোথাও তরঙ্গোপরি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তীরস্থিত পুষ্পিত তালীবন রত্ননিচয়ের রশ্মিবৎ প্রতিভাত হইতেছে। ২৫-৩০

কোথাও জলজন্তুসমূহ ফললাভের জন্য তীরস্থিত এলাবনে প্রবেশ করিতেছে। কোথাও তীরগত আম্র, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষস্থিত পক্ষিকুলের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়াছে এবং জলজন্তুরা প্রকৃত ফল মনে করিয়া তাহা খাইতে গিয়া প্রতারিত হইতেছে। কোথাও কোন বৃহৎ খেচর প্রাণীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া জলজন্তুগণ ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। চারিদিকের সমুদ্রচতুষ্টয় আকাশবৎ সুনির্ম্মল; উহারা নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে ত্রিজগতের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে; তাই কুক্ষিস্থ ত্রিলোকধারণকারী নিরবয়ব বিষ্ণুচতুষ্টয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। গাম্ভীর্য্য, নৈর্ম্মল্য ও বিস্তৃতি, এই সকল গুণ দেখিয়া মনে হইতেছে, সমুদ্রচতুষ্টয় যেন হৃদয়ে আকাশ ধারণ করিতেছে। পদ্ম যেরূপ স্বীয় অভ্যন্তরে মধুকরকে ধারণ করে, সেইরূপ সমুদ্রচতুষ্টয় হৃদয়ে জলচর বিহঙ্গগণের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। ৩১-৩৬। সমুদ্রবারির অন্তর্গত গিরিকন্দরে যেন প্রলয়ের মেঘসমূহ

ক্কায়িত আছে ; পবনের প্রবেশ-নির্গমরূপ উদ্গার বশতঃ কন্দরোদরের অনন্ত গাম্ভীর্য্যই এইরূপ অনুমান হইতেছে। জলমধ্যস্থিত পর্ব্বতের গুহা হইতে আবর্ত্তসমূহের গভীর গুলুগুলুধ্বনি উত্থিত হওয়ায় সমুদ্রের কোন কোন স্থান বজ্রের ন্যায় ভীষণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; সমুদ্রের বাড়বাগ্নি যেন অগস্ত্য মুনিকেও উদরস্থ করিতেছে। জলরূপ অরণ্য যেন আকাশে উত্থিত হইয়াছে। জলকণাসমূহ ঐ অরণ্যের পুষ্পাবলী, তরঙ্গ উহার বৃক্ষ এবং লহরী উহার মঞ্জরীস্বরূপা। উড্ডয়নশীল মৎস্যাদি প্রাণি-পরিবৃত তরঙ্গরাজি একবার আকাশে উঠিতেছে, উঠিয়া আবার নিম্নে পতিত হইতেছে। রাজা বিপশ্চিতের সৈন্যমণ্ডলী ঈদৃশ সমুদ্রের তীরদেশে উপস্থিত হইল এবং বিশাল তীরভূমিস্থিত আকাশস্পর্শী গিরিশিখরে এলা, লবঙ্গ, বকুল, আমলকী, তাল ও তমাল-বনের ভ্রমরসন্নিভ শ্যাম কান্তি দর্শন করিতে লাগিল। ৩৭-৪১

ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম ! যাহারা রাজা বিপশ্চিতের পার্শ্বচর ছিল, তাহারা তাঁহাকে সেই বিবিধ বিচিত্র বন, বৃক্ষ, সমুদ্র, গিরি এবং মেঘ প্রভৃতি মনোরম বস্তু সকল দেখাইতে দেখাইতে বলিল,—মহারাজ ! ঐ দেখুন, ঐ পর্ব্বতের শেখরভূমি কেমন উচ্চ মনে হইতেছে, যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রস্তরসমূহ সুবিন্যস্ত থাকায় ইহার মধ্যস্থল কেমন উন্নত হইয়াছে। ঐ বনশ্রেণীর স্থানে স্থানে কি মনোহরভাবে সুবিন্যস্ত বকুল, নারিকেল ও পুন্নাগাদি তরুরাজি বিরাজ করিতেছে। ১-৩। এই দেখুন, নানবিধ সুগন্ধ লইয়া সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। আবার দেখুন, সমুদ্রের তীরস্থিত উপত্যকা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী শিলাসমূহ, এমন কি, পর্ব্বতের মূলদেশ অবধি ফলপল্লব-পরিব্যাপ্ত বনভূমিও সমুদ্রতরঙ্গরূপ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন, গিরিমালার অধিত্যকার উপর কত বারিদ বিশ্রাম করিতেছে ; বায়ু দ্বারা ধূমপুঞ্জ-বিতাড়নের ন্যায় সমুদ্রই যেন বায়ুচালিত তরুলতাদিরূপ বাহু আন্দোলন করিয়া উহাদিগকে বিধূনিত করিতেছে। আবার ঐ দেখুন, সমুদ্রতীরে যে সকল বৃক্ষ আছে, পূর্ণিমার নিমিত্ত জলবৃদ্ধি হওয়ায় তাহার সহিত সমাগত শঙ্খসঙ্ঘ উহাদের প্রতি শাখায় সংলগ্ন থাকায় পূচন্দ্রবিম্বের ন্যায় সুধার্ণ

ফলসমূহশোভী কল্পবৃক্ষগণের ন্যায়ই উহারা প্রভাম্বিত হইতেছে। ৪-৬। ঐ দেখুন, তরুগণ লতাবধূ সমভিব্যাহারে রক্তপল্লবরূপ হস্ত দ্বারা রত্নপুষ্পগুচ্ছের উপহার লইয়া যেন আপনাকেই পূজা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। ঐ শ্রবণ করুন, ভল্লুক যেরূপ ঘুরঘুর শব্দ করে, ঐ ঋক্ষবান্ পর্ব্বত সেইরূপ শব্দ করিতেছে। উহার গুহামুখে পাষাণশ্রেণীরূপ দন্তপংক্তি বিরাজ করিতেছে; সমুদ্রতরঙ্গের সহিত সমুদয় জলজন্তু উর্দ্ধে উঠিতেছে, ঐ পর্ব্বত তাহার গুহামুখ দ্বারা সে সকলই গ্রাস করিতেছে। এই যে মহেন্দ্র-পর্ব্বত বর্ত্তমান, ; ইহার উর্দ্ধদেশে মেঘদল গর্জ্জন করিতে থাকায় মনে হইতেছে, যেন কোন বিপক্ষদলকে এই পর্ব্বত তর্জ্জন দ্বারা তিরস্কার করিতেছে। ৭-৯

আবার দেখুন, চন্দনবিলেপিত শ্রীমান্ মলয় পর্ব্বত যোদ্ধার ন্যায় প্রতিযোদ্ধা সমুদ্রের তরঙ্গরূপ বাহ্বাস্ফোট প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই যেন সমুদ্যত রহিয়াছে। এই সমুদ্রের সকল স্থানেই রত্ন আছে, তাই তরঙ্গরূপিণী মালারাজি দ্বারা ইহা শোভা পাইতেছে; আকাশচর জীবনিবহ ইহাকে পৃথ্বীদেবীর রত্নবলয়রূপই অনুমান করিতেছে। এই যে সকল বনশ্রেণী-পূর্ণ ক্ষুদ্রকায় পর্ব্বত আছে, এ সকল বায়ুবেগবিক্ষুব্ধ সর্পকুলের ন্যায় নতোন্নতভাবে কাঁপিতেছে। সর্পমস্তকে যেরূপ রত্নের অসদ্ভাব নাই, এই সকল শৈলসমূহেও সেইরূপ প্রভূত রত্ন বিরাজমান। ১০-১২। সমুদ্রতরঙ্গোপরি মকর ও জলহস্তিসমূহ ভাসিয়া বেড়াইতেছে; দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন পর্ব্বতশৃঙ্গ উদরস্থ করিবার নিমিত্তই বদন বিস্তৃত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। ঐ দেখুন, একটা হস্তী হঠাৎ সমুদ্রের অগাধ জলে পড়িয়া যাওয়ায় জলে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে, মাত্র শুণ্ডাদণ্ডটি উচ্চ করিয়া সে মরণাপন্ন হইয়াছে। এই সমুদ্রসমূহ অতল জলে পরিপূর্ণ; ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে পর্ব্বত আছে, তাহাতে উহারা ভয়াবহ হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মের অনন্ত অসীমরূপে অবস্থিত। এখন আর গর্ভে সার পদার্থ কিছুই নাই; পূর্ব্বে দেবাসুরগণ মন্থন করিবার সময় ইহার সকলই অপহরণ করিয়াছেন; মাত্র কতিপয় সূর্য্যকান্তমণি লুক্কায়িত রাখিয়াছিল; সেই সকল মণি অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়, তাই পাতালতল হইতেও সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। মণিগুলি নিভৃতে সুরক্ষিত হইয়া পরে পশ্চিমসমুদ্রের মধ্যে প্রত্যহ এক একটি নিক্ষিপ্ত হয়। দেখিয়া মনে হয়, তাহাই বুঝি প্রত্যহ পূর্ব্ব-সমুদ্রের উপর দিয়া আকাশে উঠিতেছে। যেমন কোন উৎসবব্যাপারে কলকল শব্দে চারিদিক্ হইতে লোকসমাগম হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা দিক্ ও নানা দেশ হইতে জলরাশি আসিয়া এই সমুদ্রে কলকলরবে মিলিত হইতেছে। ১৩-২১

আমরা ভাবি, যত কিছু যুদ্ধোৎসাহী জীব আছে, তাহার মধ্যে জলজীবগণই

শ্রেষ্ঠ ; কারণ, উভয় সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে উভয়মুখী স্রোতের প্রতিকূল জলজীবগণ পরস্পর আহত হইয়া অনবরত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সে যুদ্ধের বুঝি আর শেষ নাই। ঐ দেখুন, তিমি প্রভৃতি সুবৃহৎ মৎস্যকুল তরঙ্গোপরি আবর্ত্তবিভ্রম সহকারে নাচিয়া নাচিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। বায়ু উহাদিগকে যেন জলবিন্দুরূপিণী মুক্তাশ্রেণী পারিতোষিকস্বরূপ বিতরণ করিয়া এই দিকে আসিতেছেন। ঐ দেখুন, নদী যেন মুক্তাহার এবং মেঘ যেন তাহার মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ মণি ; ঈদৃশ মুক্তাহার সমুদ্রকণ্ঠে লম্বিত হওয়ায় পরস্পরসংঘর্ষে খন্‌খন্‌ শব্দ করিতেছে। ঐ দেখুন, গুহাগৃহে সমুদ্রবারি প্রবেশ করায় সিদ্ধ-সাধ্যাদি দেবযোনিসমূহ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের ঊর্দ্ধস্থিত উন্মুক্ত তটদেশে গমন করত সুখে বাস করিতেছেন। ঐ দেখুন, মন্দর পর্ব্বতের কন্দরোত্থিত বায়ুপ্রবাহে বনভূমি কম্পিত হওয়ায় কত পুষ্পমেঘ আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যুৎসদৃশ চকিত নেত্রযুক্ত মেঘরূপ হরিণসমূহ আম্র, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ-পরিবৃত গন্ধমাদনের গুহামধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ২২-২৭। হিমাচল-গুহানির্গত মৃদু মৃদু সমীরণ লতাসমূহকে নাচাইয়া উপরিস্থিত মেঘ ও নিম্নস্থিত সমুদ্রতরঙ্গশ্রেণী ভেদ করত ধাবিত হইয়াছে। গন্ধমাদন পর্ব্বতের সমীরণ আম্র ও কদম্ব-পুষ্পের সংস্পর্শে সদ্গন্ধ হইয়া সমুদ্রকল্লোল আলোড়িত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অলকাপুরীর অলকস্বরূপ মেঘসমূহকেও ঐ বায়ু চালিত করিতেছে এবং অরণ্যভাগের গগনোপরি পুষ্পমেঘ প্রসারিত করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। ঐ দেখুন, দেব ! এই স্থানের সমীরণ কুন্দ ও মন্দার-পুষ্পের মধুর সুরভি দ্বারা মন্থর হইয়া তুষারকণিকা বহন করিতে করিতে কেমন স্নিগ্ধ হইয়াছে, একবার তাহা স্পর্শ করিয়া দেখুন। আরও লক্ষ্য করুন, গন্ধশালী সমীরণ মৃদুমন্দ গতিতে মল্লিকাদি লতানিচয় নাচাইয়া পারসীকনগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ২৮-৩২

ঐ দেখুন, মহাদেবের প্রমোদোদ্যানের সৌরভামোদিত মেঘকম্পনকারী প্রকম্পন কৈলাস পর্ব্বতের কমলাকর কাঁপাইয়া কেমন একরূপ মধুরভাবে বহিয়া যাইতেছে ! এই বিন্ধ্যকন্দরের পবন বৃহৎ বৃহৎ করিকুম্ভ-নিঃসৃত মদজল স্পর্শ করিয়া মন্থরগতিতে কেমন যেন সুক্-সুক্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখুন, মলয় পর্ব্বতের বনরাজি যেন একটা নগরীর ন্যায় বোধ হইতেছে। এই অরণ্যের অভ্যন্তরেই ব্যাধকুল সপরিবারে বাস করিতেছে। ইহাদের পরিধান বৃক্ষপত্র ; তাহা দ্বারাই উহারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাধের মহিমায় এই বনমধ্যে মৃগ-পক্ষীর সঞ্চার আর তাদৃশ নাই। আরও দেখুন, চারিদিকেই নারাচাস্ত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্ ! ঐ দেখুন, পর্ব্বত, সমুদ্র, সরসী, অরণ্য ও জলদজাল-সমাবৃত দিগ্‌দিগন্ত সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হওয়ায় মনে হইতেছে,

উহা যেন নিজ অসামান্য প্রতাপ-দর্শন করিয়া মহানন্দে হাস্যচ্ছটা বিকিরণ করিতেছে। এই প্রদেশস্থ পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ বনবীথিকায় বিদ্যাধর-দম্পতিগণের যে সকল বিহারশয্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের উভয় পার্শ্বস্থ অলক্তক-চিহ্ন দেখিলে মনে হয়, যেন সুন্দরী রমণীগণ এই স্থানে পুরুষায়িত আচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ৩৩-৩৭

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

পার্শ্বচরগণ বলিতে লাগিল, হে দেব ! আবার ঐ দিকে দেখুন, পর্ব্বতোপরি কিন্নরদম্পতি ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া মনের সুখে বিহার করিতে থাকায় সন্ধ্যা সমাগত বলিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না। উহারা মধ্যে মধ্যে গান গাহিতেছে ; সে গানের কি মাধুর্য্য ! উহাদের প্রিয়ারাও গান গাহিতেছে, উহারা সে গানও শ্রবণ করিতেছে। ঐ যে হিমাচল, মলয়, বিন্ধ্য, সহ্য, ক্রৌঞ্চ, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর ও মন্দর প্রভৃতি শৈলসমূহ শুভ্রবর্ণ মেঘপটলে পরিবৃত হইয়া বহু দূর হইতে দর্শকদিগের দৃষ্টিতে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত লোষ্ট্রস্তূপবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ঐ সমুদয় কুলপর্ব্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ; দূর হইতে উহাদের অন্তরালপথ দেখা যাইতেছে না বলিয়া উহারা ঠিক যেন একটা বৃহৎ পুরীর প্রশস্ত প্রাচীর-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। ঐ দেখুন, নদীসমূহ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে ; প্রবেশসময়ে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১-৩। হে মহারাজ ! একবার পর্ব্বতের উচ্চদেশে চাহিয়া দেখুন,—দশদিক্ কিরূপ সুসজ্জিত হইতেছে ! চতুর্দ্দিকই মেঘপটলে সমাবৃত, তাই তাহারা প্রগাঢ় শ্যাম শোভা ধারণ করিয়াছে। পক্ষিকুল কলরব করত বিচরণ করিতেছে, লতাবিচ্যুত পুষ্পনিকর দ্বারা ঐ মনোরম বনরাজি সুশোভিত হইতেছে ; ঐ বনরাজি দেখিয়া বোধ হয়, উহা যেন দিগ্মণ্ডলের বাহুলতার ন্যায় শোভমান। পক্ষীর কলকল শব্দ উহার আলাপের ন্যায় হইয়াছে। মনে হয়, সুন্দরী দিগঙ্গনারা যেন নিজ সৌন্দর্য্য দ্বারা স্বীয় অন্তঃপুরিকাগণকে উপহাস করিতেছে। সমুদ্রের তীরস্থিত বনশ্রেণী তমাল, তালী ও বকুলাদি বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু দূর হইতে উহাকে যেন একরূপ বলিয়াই বোধ হইতেছে। বিলোল সমুদ্রতরঙ্গ তীরদেশে ছুটিয়া চলিতেছে ; তাহাতে ঐ অরণ্য সমাহত হইয়া তীরলগ্ন ঘন শৈবালসমূহবৎ দৃষ্টিগোচর

হইতেছে। ঐ সমুদ্রের এক প্রান্তে বিষ্ণু শয়ন করিয়া আছেন। অন্য দিকে তাঁহার শত্রুগণ অবস্থান করিতেছে। উহার কোন অংশে পক্ষযুক্ত গিরিসমূহ আসিয়া পক্ষচ্ছেদভয়ে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। কোথাও বা বাড়বাগ্নি বিদ্যমান, কোথাও বা পুষ্করাদি মেঘমালা আসিয়া জল-গ্রহণ করিতেছে। ঐ সমুদ্রের কি অপূর্ব্ব শক্তি! একই সময়ে এত ভার বহন করিতেছে। ৪-৬

হে রাম! বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি উত্তরাভিমুখে গিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে সুমেরু পর্ব্বতের জম্বূনদীতীর দেখাইয়া বলিল, হে রাজন্! ঐ দেখুন, সূর্য্য-কিরণ-পরিব্যাপ্ত জম্বূনদীতীর কেমন শোভায় শোভিত হইয়াছে। এই জম্বূনদীর তীরদেশে যে সকল গ্রাম, বন, পুরী, শৈল, বৃক্ষ এবং স্থাণু আছে, সে সকলই সুবর্ণময় হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে কান্তিচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হওয়ায় মনে হইতেছে, আকাশমণ্ডল যেন অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। হে দেব! এইপ্রকার রম্য স্থান দেবগণেরই উপভোগ্য; মানবদিগের ইহা ভোগ করা সম্ভব নয়। এই সুমেরুপর্ব্বতের সৌরপথপাতী অধিত্যকাসমূহ কদম্ববনে আকীর্ণ হইয়া কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। উহারা সূর্য্যপথাবরোধী মেঘমালা বলিয়া আপনার যেন ভুল না হয়। পৃথিবী যেরূপ, ইহাও সেইরূপই একটা স্থলপ্রদেশ বলিয়াই জানিবেন। ৭-৮

এই যে সম্মুখে একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছেন, ইহার নাম মলয় পর্ব্বত; এই স্থানে রম্য রম্য লবলীলতায় জড়ীভূত চন্দনবৃক্ষের তীব্রতর সুগন্ধ দ্বারা অত্রত্য অন্যান্য বৃক্ষসমূহও চন্দনরূপে পর্য্যবসিত হয়। দেব, অসুর, মনুষ্য সকলেই উহার তিলক ধারণ করিয়া থাকে; মহাদেবের নৃত্যসময়ে যে সকল স্বেদবিন্দু বাহির হয়, ঐ চন্দনবৃক্ষের সৌরভ বশতই তাহা শীতল হইয়া থাকে। উক্ত পর্ব্বতের সমুদ্র-তরঙ্গ-বিধৌত সুবর্ণতটে এই সমুদয় চন্দনবৃক্ষ বিরাজিত। বৃহৎ বৃহৎ সর্পসমূহ ঐ সমুদয় চন্দনবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এখানে বিদ্যাধরীগণের মুখপদ্মের কি সুন্দর ছবি! যেন ভূধরের সকল শিলাতটই তাহাতে কনককান্তি ধারণ করিয়াছে। ৯-১০। ঐ দেখুন ক্রৌঞ্চগিরি; কত শত বংশস্তম্ভ উহার ঊর্দ্ধদেশে বিরাজ করিতেছে; ঐ বংশস্তম্ভ হইতে কেমন একরূপ কচকচ শব্দ অনবরত শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ পর্ব্বতে যে সকল নদী, কন্দর ও শিলাকুঞ্জ আছে, সে সকলেরও ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এই সমুদয় শব্দময় বংশধ্বনি ও তাললয়-সহকৃত গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুকুলগত মধুকরেরা নীরবে অবস্থান করিতেছে; এখানে ময়ূরসমূহ নৃত্য করিতেছে; তাহাদের কেকারবে ভীত হইয়া সুবৃহৎ অজগর সর্প নানা স্থানে ঘুরিতেছে। ঐ শুনুন, দেব! ঐ শুনুন,

ক্রৌঞ্চগিরির তটভাগে কোমল কনকলতা-রচিত কুঞ্জমধ্যে, কান্তসহ বিহার-নিরতা রমণীগণের কেমন মধুর বলয়-শিঞ্জন শ্রুত হইতেছে। অনুরক্ত রমণীরা উহাকে কর্ণামৃতের ন্যায় বোধ করিতেছে। ঐ দেখুন, সমুদ্রোত্থিত বারিকণা গজশুণ্ড-ক্ষরিত মদজলধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া, অনন্তর বিলোলতরঙ্গরূপ ভ্রমরসমূহে চর্চ্চিত ও বিরক্তীকৃত হইয়া যেন কাঁদিতেছে। রাজন্! দেখুন, দেখুন, নির্ম্মলদেহ চন্দ্রদেব প্রতিবিম্বচ্ছলে ক্ষীরসমুদ্রে পড়িয়া যেন পিতার অঙ্কে ক্রীড়া করিতেছেন! নবনীতবৎ কোমলদেহ তারা-সুন্দরীরা উঁহার চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে। ১১-১৪

ঐ দেখুন, মলয়পর্ব্বতের সুবিমল সানুদেশে নব নব লতাবধূসকল মধুমত্ত কোকিলগণের কলকূজনচ্ছলে কাকলী তুলিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। ঐ যে বিলোল ভ্রমরশ্রেণী দেখিতেছেন, উহারাই ঐ লতাবধূগণের নেত্রমালা। বিবিধ পুষ্পসম্ভার ঐ সকল লতাবধূর পত্ররূপ পাণিপুটে বিরাজিত; যেন উহারা বসন্তোৎসবের সজ্জা করিয়া বহির্গত হইয়াছে। পর্ব্বতোপরিস্থিত বংশচ্ছিদ্রে, সাগরে শুক্তিমধ্যে, স্বাতীনক্ষত্র-দিনে যে সমুদয় বর্ষাবিন্দু পতিত হয়, তাহারা মুক্তাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই স্থানে যে সমুদয় গন্ধহস্তী আছে, তাহাদের কুম্ভের ভিতরও মুক্তা পাওয়া যায়। এইপ্রকারে এই ভূধরের বংশরন্ধ্র, শুক্তি ও গজকুম্ভ এই তিন স্থানে তিন প্রকার মুক্তা জন্মিয়া থাকে। মহারাজ, এখানে যে সকল গিরি, সমুদ্র, অরণ্য, ভেক, শিলা ও হস্তী আছে, সেই সকল হইতে নানাবিধ মণি উৎপন্ন হয়। তাপশমন, শত্রু-সমুচ্চাটন, মারণ, জ্বর, ভয়, ভ্রমোৎপাদন, দূরগমনশক্তি, গগনে গমন-শক্তি, ভূত-ভবিষ্যৎ-দর্শনশক্তি এবং ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির বিনাশশক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যাপার ঐ সকল মণি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ১৫-১৭

চন্দ্র উদিত হইলে এই স্থানে মন্দরপর্ব্বত যেন স্বীয় কন্দরজাত বেণুরন্ধ্র দ্বারা সুধাসিন্ধু শশধর দেবের স্তুতি করিতে থাকে। এই হিমাদ্রি হইতে যে সময় মেঘপুঞ্জ সমুত্থিত হয়, তখন মুগ্ধ সিদ্ধরমণীগণ শঙ্কান্বিত হইয়া উন্মুখনয়নে চকিতে মেঘগতি দর্শন করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ ভয় হয় যে, বায়ু বুঝি শৈলশৃঙ্গ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। দেব! ঐ দেখুন, মহেন্দ্র পর্ব্বতের তটে তটে কেমন সুন্দর পুষ্পসমূহ ফুটিয়া আছে। ঐ দেখুন, বিদ্যাধরেরা মনোরম শিলাতলে বসিয়া রহিয়াছে। গঙ্গাতরঙ্গের শীতল বারিকণা আসিয়া ঐ প্রদেশ যেন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ১৮-২০

হে মহারাজ! এই স্থানে এই যে সকল পুণ্যক্ষেত্রোপরি সুবিস্তৃত বনশ্রেণী, পুষ্পবন, উপবন, নগর ও পুণ্যবারি আছে, এই সকল দর্শন করিলে দুর্ভাগা

আর থাকিতে পারে না। এই পর্ব্বতস্থিত সাধুর আশ্রম, বারিদ-মণ্ডিত হিমাদ্রিকন্দর, কুঞ্জপুঞ্জ এবং সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থসকল দর্শন করিলে অতি বড় গুরুতর পাপসকলও দূরীভূত হয়। হে রাজন্! মলয়পর্ব্বতের চন্দনবন, বিন্ধ্যাচলের মদমত্ত গজ, কৈলাসপর্ব্বতের অনুত্তম সুবর্ণ, মহেন্দ্রপর্ব্বতের চন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ ধাতুবিশেষ এবং হিমাদ্রির অতি রমণীয় রত্ননিকর বর্ত্তমান থাকিতেও দুর্ভাগ্য মানবের সে সকল দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা অন্ধ ইন্দুরের ন্যায় পুরাতন গৃহেই বৃথা অবসাদ পাইয়া থাকে। ঐ দেখুন, মেঘান্ধকারাবৃত দিক্সমূহ প্রলয়কালে একার্ণবীকৃত ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতিভাত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ উঠিয়া চঞ্চল শফরীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে ২১-২৪

শব্দযুক্ত বর্ষাবায়ু চতুর্দ্দিকে শীতল নীহার বর্ষণ করিয়া মেঘমালাকে মাতাইয়া প্রবাহিত হইতেছে। গাত্রে শীতল বাতাস স্পর্শ করিতেছে; রোমাঞ্চোদ্গমে গাত্র অঙ্কিত হইতেছে। বায়ু চতুর্দ্দিকে পুষ্প-পল্লব ছড়াইয়া দিতেছে এবং সুনীল মেঘমালার সঙ্গে সঙ্গে শীতল-ভাবে ছুটিয়া যাইতেছে। উহা পুষ্পোদ্যান আলোড়ন করিয়া চলিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকেই মনোহর সৌগন্ধ্য ছড়াইতেছে। শীতল জলকণা-বর্ষণে ঐ বায়ু নিদাঘক্লিষ্ট জনগণের নিকট বড়ই আরামপ্রদ হইতেছে। উহা সুরতাসক্ত রমণীগণের নিশ্বাস দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্বর্গচ্যুত প্রাণিগণের প্রাক্তন বাসনার অবশিষ্টাংশ লাভের ন্যায় কিঞ্চিৎ সৌরভ্যও লাভ করিতেছে। কুবলয়কানন বিকসিত করিয়া—বন উপবন কম্পিত করিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ কেমন প্রবাহিত হইতেছে। সমীরণের সঞ্চার-বেগে মেঘজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে; অরণ্যের পুষ্পসমূহ বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে সুন্দর সুকোমল পুষ্পসমূহ বিকীর্ণ থাকিলে পাছে উহা পিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় সেই স্থানের ভৃত্যগণ যেমন শনৈঃ শনৈঃ চরণচালন করে, সেইরূপ আকাশ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ধ্য মেঘমালার ছেদ-ভেদ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য ধীরে ধীরে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। ২৫-২৯

শৈলশৃঙ্গ সঞ্চরণশীল সমীরণ কোথাও পুষ্পগন্ধ এবং কোথাও বা পদ্মগন্ধ ছড়াইতেছে, কোথাও পবনপ্রবাহে সুন্দর সুন্দর বকুলফুলের বৃষ্টি হইতেছে; কোথাও অন্যজাতীয় পুষ্পসমূহ বিকীর্ণ হইতেছে; ঐ পবন কোথাও হিমসংস্পর্শে পাণ্ডুবর্ণ এবং কোথাও বা গৈরিকাদি ধাতুসংস্পর্শে হরিত, পীত ও শ্যামাভ হইতেছে; উহা কামুকদিগের সুরতজনিত ঘর্ম্ম দূর করিতেছে। কোথাও দিবাকর কিরণ-সহযোগে দহ্যমান সূর্য্যকান্তমণি হইতে অঙ্গারসমূহ বর্ষণ করিতেছেন, কোথাও যুবতীজন পুরুষ-রসায়ন ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই, তাই সম্ভোগতৃপ্ত পুরুষ যখন সেই যুবতীর নিকট বিদায় চাহিতেছে, তখন

সেই বিদায়বাক্য তাহার নিকট বিষের ন্যায় অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও মৃদু মন্দ বনবায়ু পদ্মস্পর্শে সুগন্ধি এবং সুধাকর-করস্পর্শে সুশীতল হইয়াও বিরহিগণের নিকট অগ্নির ন্যায় তাপজনক বোধ হইতেছে। ৩০-৩৩

এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন, মহারাজ! ঐ পূর্ব্ব-সমুদ্রের নিম্নতটে যৌবন-মদোন্মাদিনী শবর-রমণীরা কেমন গতিভঙ্গী দেখাইয়া চলিয়াছে। উহাদের হস্তে কাংস্যকটক শোভমান; উহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে। ঐ দেখুন, কোন কামিনী প্রাণকান্তের সহিত নবানুরাগে সম্ভোগাসক্ত হইয়া সুখরাত্রির অবসান-শঙ্কায় মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে না; মনে হইতেছে, চন্দনলতা যেন স্বীয় অঙ্গ হইতে সর্পালিঙ্গন কদাচ ত্যাগ করিতেছে না। ঐ দেখুন, প্রাতঃকালীন তূর্য্যনাদ হইলেও কোন রমণী স্বামীর বক্ষে লীন হইয়াই অবস্থান করিতেছে; সহজে আর উঠিতেছে না। দক্ষিণ-সমুদ্রের তটে বনরাজির স্থানে স্থানে কিংশুকপুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় মনে হইতেছে, বনবিভাগ যেন অগ্নি দ্বারা জ্বলিয়া উঠিতেছে; তাই তাহার শান্তির জন্য সমুদ্রের জলতরঙ্গ যেন উহাকে ভিজাইয়া দিতেছে। ঐ সকল কিংশুকতরু হইতে বায়ুপ্রবাহে পুষ্পসমূহ যেন জলদঙ্গারের ন্যায় পতিত হইতেছে। ঐ বনদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা যেন ধূমস্তোমবৎ বহির্গত হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিকুল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অঙ্গারের ন্যায় যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ দেখুন, উত্তরদিকের শৃঙ্গশৈলস্থিত বনভূমি প্রকৃতই অগ্নিযোগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বায়ু দূর হইতে তাহা আবার সঞ্চালিত করিতেছে। ৩৪-৩৯। ঐ দেখুন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের তটপ্রদেশে জলভারমন্থর মেঘমালার গভীর গর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরসমূহ নাচিতেছে। ফলপুষ্পময় বনপ্রদেশ বাতবর্ষার বিধূননে বিধ্বস্ত হইতেছে। ঐ সূর্য্যরথ অস্তাচলের সুবর্ণ-খচিত শৃঙ্গে সমাহত হইয়া শ্লথসন্ধিবন্ধন হইতেছে। উহার চক্রকূবর প্রভৃতির উচ্চধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অবশেষে ঐ রথ নিম্নে পতিত হইতেছে। ঐ উদয়গিরি-শিখরে চন্দ্রদেব ভেরুবৃক্ষের পুষ্পের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। কলঙ্করূপ মধুকর আসিয়া ঐ চন্দ্রপুষ্পে বসিয়াছে। বাস্তবিক বিধাতা এ জগতে কাহাকে কলঙ্কিত না করিয়াছেন? ৪০-৪২

ঐ দেখুন, যেমন সায়ংকালে নৃত্যপরায়ণ ত্রিলোকসংহারকর্ত্তা রুদ্রদেবের অট্টহাস, সেইরূপ এই আকাশ-সমুদ্রের চন্দ্রালোক, অথবা ইহা যেন জগদ্‌গৃহের সুধাধবলিমা কিম্বা যেন ক্ষীরসমুদ্রের বারিরাশি। ঐ দেখুন, চন্দ্ররূপ ক্ষীরসমুদ্রের দুগ্ধ-তরঙ্গময় প্রভাপুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল যেন গঙ্গার প্রবাহে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। হে মহিমময় দেব, ঐ দেখুন, ঐ গুহ্যকেরা রাত্রিকালে বেতাল-শিশু সঙ্গে লইয়া

আপনার অধিকৃত হূন নগর আক্রমণ করিতেছে। ঐ নগরে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্য নাই, তাই উহাদের ঐরূপ সাহস জন্মিয়াছে। ঐ দেখুন, যে পর্য্যন্ত বধূবদন-চন্দ্রমা গৃহ হইতে বাহির না হইতেছে, ততক্ষণই আকাশে পূর্ণচন্দ্রের শোভা বিকাশ পাইতেছে। ঐ দেখুন, তুষারময় বিশাল হিমালয়শৃঙ্গ চন্দ্রকিরণরূপ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে; গঙ্গাজলের প্রবাহগুণে উহার শিলাতল প্রক্ষালিত হইতেছে। ঐ শৃঙ্গোপরি প্রাদুর্ভূত দীর্ঘ দীর্ঘ লতাগুলি উহার জটাচ্ছটাবৎ প্রতীত হইতেছে। ঐ দেখুন, মন্দরের মন্দারবনে সুন্দরী অপ্সরারা দোলায় ঝুলিয়া গান গাহিতেছে। বায়ুপ্রবাহে উহাদের সঙ্গীতধ্বনি দূরদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ মন্দারপর্ব্বতের বহু স্থানে বিবিধ মণির কিরণ-পাতে নানা চিত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা এতই অধিক যে, মনে হয়, উহা আকাশের উপরেই বুঝি অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখুন, শিলীন্ধ্র বৃক্ষের পুষ্পাবলী বিকশিত হওয়ায় ঐ পর্ব্বতসকল যেন পুষ্পার্ঘ্যপাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহাদের তটভাগ জলদগর্জ্জনে গম্ভীর হইয়াছে। উহা নক্ষত্র-নিকরব্যাপ্ত আকাশশ্রী ধারণ করিয়াছে। ৪৩-৪৯

অন্যদিকে দেখুন, দেব! ঐ কৈলাসপর্ব্বত কেমন এক অপূর্ব্ব শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে। উহার শ্বেতকান্তিচ্ছটা চতুর্দ্দিকে আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত হওয়ায় ঐ আকাশমণ্ডল শম্ভুপুত্র কার্ত্তিকেয়ের সুধাধবল কেলিগৃহের ন্যায় বোধ হইতেছে। খণ্ডিত শাল্মলীশাখা এবং নিম্নগত মৃত্তিকাভিত্তি, দূরাবস্থিত হইলেও নিরন্তর বারিবর্ষণে বৃক্ষশাখা ও ভিত্তিপ্রভৃতিতে তৃণাদির অঙ্কুর উদ্গত হইয়া পবনপ্রবাহে পরস্পর মিলিত হইতেছে। কদম্ব ও কুন্দসৌরভবাহী সমীরণ মকরন্দবর্ষণে পরিপুষ্ট হইতেছে, আর সকলের নাসারন্ধ্রে সৌরভ লেপন করিতেছে। পুষ্পকলি-বিকাশোন্মুখ বনভূমিতে, পুষ্পশ্যামল জঙ্গলমধ্যে ও ফলপূর্ণ বৃক্ষগণাকীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষ্মীদেবী বাস করিবার জন্য যেন স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইতেছেন। ৫০-৫৩। কোশাতকী লতাসমূহ এই গ্রামের সৌধাবলীর মধ্যে বাতায়নপথে প্রবেশ করত ভবনগুলি আবৃত করিতেছে। ফলে গ্রামটি যেন বনদেবতার নগরীরূপ বোধ হইতেছে। ঐ যে পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, উহার ঊর্দ্ধদেশে অনেক ছোট ছোট রমণীয় গ্রাম আছে, ঐ সকল গ্রামের স্থানে স্থানে কুসুমাকীর্ণ চম্পক-বৃক্ষের শাখায় শাখায় দোলা নির্ম্মাণ করিয়া রমণীয়মূর্ত্তি রমণীগণ ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখুন, নির্ঝর-সমূহ হইতে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে জল বাহির হইতেছে, চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ তালতরুসকল দাঁড়াইয়া আছে; লতাগৃহসমূহ বিকসিত লতামঞ্জরী দ্বারা শোভিত হইয়াছে; তাহার স্থানে স্থানে ময়ূরেরা আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিতেছে। চতুর্দ্দিকের

সমুন্নত তালবৃক্ষে মেঘপুঞ্জ বিলম্বিত আছে। ঐ গ্রামের বনস্থলী শস্যশ্যামলা, উহার স্থানে স্থানে বায়ুকম্পিত পলাশপল্লবময় লতামণ্ডপ আছে। কোথাও কুক্কুট, কোথাও চক্রবাক এবং কোথাও বা লাবক প্রভৃতি পক্ষিগণ অস্ফুটধ্বনি করিতেছে। কোথাও শবরকামিনীরা গান গাহিতেছে। কোথাও গোপবালকেরা নিরুপদ্রবে গোবৎসসকল পালন করিতেছে। কোথাও ক্ষীর, দধি, মধু এবং ঘৃতভোজনে সুপুষ্ট গোপবালক ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখুন, এই সকল রমণীয় পার্ব্বত্য গ্রামগুলি যেন বিধাতার অমৃতময় বিশ্রামগৃহ বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। ৫৪-৬৬

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ

অনুচরগণ বলিতে লাগিল, মহারাজ! ঐ দেখুন, যুদ্ধপ্রিয় রাজগণের সেনাদল যুদ্ধের জন্য কিরূপ উন্মত্ত হইয়াছে। উহাদের পরস্পর অস্ত্রাঘাতে যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহা আকাশতল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। যুদ্ধে যে সকল বীর প্রাণত্যাগ করিতেছে, অপ্সরাগণ মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই পরস্পরজয়েচ্ছু যোদ্ধগণের তুমুল যুদ্ধ জনগণের যৌবনোচিত সুরতকেলির মত নিতান্তই ধর্ম্মসঙ্গত; অতএব বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কেন না, সংসারে সদুপায় দ্বারা অধিগত সম্পদ্, সেই সম্পদ্-সম্পন্ন আরোগ্য ও পরহিতার্থ ধর্ম্মযুদ্ধ, এ সকলই জীবনের সাফল্যজনক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নিজের সম্মুখাগত উপযুক্ত যোদ্ধবীরের সহিত যে বীর ধর্ম্মতঃ যুদ্ধ করিয়া থাকেন, দেবতার ন্যায়ই তিনি সম্মান পাইয়া থাকেন। ১-৫। ঐ দেখুন, অশ্বখুরোত্থিত ধূলিসমূহে আকাশপ্রদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, তাহাতে অসময়ে রাত্রিসমাগম বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ দেখুন, জয়লক্ষ্মী যেন স্বয়ম্বরকালীন শস্ত্রাদি বিবিধ ভূষণ-ভূষিত সাহসী বীরকে সুখে বরণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। ঐ বীরশ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধে শর, শক্তি, শূল, অসি, গদা, ভুষুণ্ড, তোমর, কুন্ত ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রে পরিবৃত হইয়া শুষ্ক তৃণ-গুল্মাবৃত শৈলশৃঙ্গে দাবানলের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। মনে হয়, বিষধর সর্পগণ যেন রণসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। হে দেব! এইবার একবার গগনপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ঐ দেখুন, আকাশ

যেন এক দিকে সজল জলধরসদৃশ নীল সমুদ্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অন্য দিকে চঞ্চল নক্ষত্রনিকর, যেন উহার স্থূলতম মুক্তাহারের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার কোন দিকে কেবল নীলবর্ণ আছে; তাহাতে উহা সজল জলধরের ন্যায় শ্যামল অন্ধকারের সহিত তুলিত হইতেছে। অপরদিক্ চন্দ্রকিরণে পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং আকাশের কি একরূপ অপূর্ব্ব শোভাই না হইয়াছে। যেখানে সুরাসুরদিগের নিত্য বিহারস্থান বিমানশ্রেণী নক্ষত্রনিকররূপে পরিগণিত এবং যাহা অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহের এবং সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি উচ্চ গ্রহগণের নিত্যাশ্রয়, সেই আকাশ সর্ব্বথা পরিপূর্ণ থাকিলেও অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট উহার শূন্যতা-বোধ আজও বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং ইহা বেশ বোধগম্য হইতেছে যে, আকাশ অসীম হইয়াও অজ্ঞজনপ্রদত্ত অপবাদ যখন ক্ষমা করিতে সমর্থ হইল না, তখন এ জগতে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, লোকাপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ৬-৯

এই আকাশে অনেকবার মেঘসংবর্ষণ ঘটিয়াছে, প্রলয়াগ্নির সংস্পর্শও হইয়াছে, পর্ব্বতসমূহের পক্ষালোড়নও হইয়াছে, অসংখ্য নক্ষত্র-সম্পর্ক হইতেছে, এবং দেব-দানবের যুদ্ধে বহুবার বহু সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এই মহাকাশ যেরূপ সেইরূপই রহিয়াছে; ইহার কিছুমাত্রও স্বভাববৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝিতেছি যে, মহিমান্বিত গুণী ব্যক্তির মাহাত্ম্যের শেষ পাওয়া যায় না। হে সাধুস্বভাব গগন! তোমাকে আর কি বলিব, নিরন্তর তুমি তেজোময় চন্দ্র-সূর্য্য ও বিষ্ণুকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিতেছ, নিয়ত তোমার অঙ্কে বিদ্যুদাদি-দীপ্ত পরিজন বিচরণ করিয়া থাকে, তথাপি হৃদয়ের নীলিমরূপ অন্ধকার তুমি আজও পরিত্যাগ করিতে পার নাই, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। ১০-১১। হে আকাশ! তুমি মালিন্য প্রভৃতি নানা দোষ-দুষ্ট হইয়াও সর্ব্বদাই একরূপী। তাই নির্ব্বিকার তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নির্ব্বিষয় সুখের ন্যায় তোমারও শূন্যতারূপ অসামান্য গুণ বিদ্যমান। হে আকাশ! তুমি প্রলয়ের মেঘমালা এবং উদ্ভিদ্, তরুলতা প্রভৃতির অবকাশ দিয়া থাক, তাহাদের উন্নতিবিধান করিয়া দাও; চন্দ্র, সূর্য্য, সুর, অসুর, কিন্নর, সকলকেই তুমি ধারণ করিয়া আছ; তুমি নির্ম্মলস্বভাব বলিয়া তোমার সকল কর্ম্মই সুন্দর; পরন্তু সূর্য্যাদি তেজস্বিগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া তুমি জগতেরও সন্তাপজনক। তোমার এরূপ কার্য্য আমাদের বড়ই দুঃখদায়ক। ১২-১৪। আকাশ! তুমি অত্যন্ত স্বচ্ছ, একান্তই ভাস্বর এবং উন্নত; তাই দেবগণের তুমি শ্রেষ্ঠ আধার। কিন্তু ঐ দেখ, ঐ শিলাবর্ষী মেঘ তোমার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া সাধারণকে পীড়িত করিতেছে; এ দোষ তোমার অত্যন্ত হীনতাজনক। হে আকাশ! দিবাভাগে তুমি ভাস্বরবর্ণ, সন্ধ্যাকালে তুমি

রক্তকলেবর এবং রাত্রিতে কৃষ্ণবর্ণ; অথচ তুমি কখনই কোন সৎপদার্থের বাহক নও; এই নিমিত্ত কোন বস্তুতেই তোমার স্পর্শ নাই। সুতরাং তত্বজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারের ন্যায় তোমারও মায়া সকলেরই জ্ঞানবহির্ভূত। তত্বজ্ঞানী সর্ব্বশূন্য হইয়াও সর্ব্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন; আকাশ! তুমিও সেইরূপ অন্তঃশূন্য অথচ সর্ব্বোন্নত পদার্থেরই উন্নতিকারক। তুমি আকাশ; শূন্যপথে তোমার বিশ্রামস্থান নাই, পথিকের শ্রান্তিনাশক ছায়া বা পের নাই, গ্রাম বা কোন রাজভবনের অস্তিত্ব-সম্ভাবনাও নাই; ঘন পল্লবময় বৃক্ষ নাই কিম্বা কোন পানীয়শালাও দেখা যায় না, তথাপি সূর্য্যদেব প্রত্যহই একইভাবে ঐ পথে পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্যের পরিভ্রমণ করার কারণ এই যে, সত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মগণ আরব্ধ কার্য্য কখনই ত্যাগ করেন না; তাঁহারা নিজ শক্তি দ্বারা অবশ্যই তাহা সমাধা করেন। ১৫-১৯। এখানে সূর্য্যকিরণরূপ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া দিবা আপনাকে ভূষিত করিতেছে, রজনী অন্ধকাররূপ বস্ত্রাবৃত হইতেছে; চন্দ্র স্বীয় কিরণরূপ কর্পূররাশি দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন; নক্ষত্ররূপ পুষ্পসমূহে অন্তরীক্ষ স্বীয় অঙ্গ শোভিত করিতেছে; মেঘমালার এবং তুষারের বারিবিন্দুরূপ পুষ্পপ্রকরযোগে ঋতুকাল নিজ নিজ সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে; অপিচ এই সকল মিলিতভাবে আবার বিশ্বপতি সূর্য্য-চন্দ্রের ক্রীড়া-ভূমি এই আকাশ অলঙ্কৃত করিতেছে। এই আকাশে ধূম, মেঘ, ধূলি, অন্ধকার, চন্দ্র, সূর্য্য, সন্ধ্যা, নক্ষত্র, বিমান, দেব, দানব প্রভৃতি অনেকেরই নিত্য সম্পর্ক বিদ্যমান; তথাচ ইহা অল্পমাত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইতেছে না; আকাশ তাহার পূর্ব্ব-অবস্থা ত্যাগ করিতেছে না। বাস্তবিক মহাত্মাদিগের অবস্থান একান্তই বিস্ময়পূর্ণ। এই ত্রিভুবন একটা জীর্ণ ভবন; চতুর্দ্দিক্ ইহার ভিত্তিভূমি; ঐ অন্তরীক্ষ উহার উচ্চস্থিত গৃহ, পৃথিবী ও পর্ব্বত প্রভৃতি ইহার ভাণ্ডাদি গৃহোপকরণ; বিদ্যাধর, সর্প, দৈত্যাদি উহার ঊর্ণনাভি এবং ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোক ইহার পিপীলিকাশ্রেণী; এইরূপ সংসারভবনে শুধু কাল ও ক্রিয়ারূপিণী দম্পতি মনোরম উদ্যানবিহারী ভোগবিলাসী দম্পতির ন্যায় চিরকাল বাস করিতেছে। অথচ প্রত্যহই ঐ ভবনের ধ্বংসাশঙ্কা বিদ্যমান; তথাপি ইহার যে ধ্বংস নাই, এইটিই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই আকাশে লক্ষ লক্ষ জগৎ উদ্ভূত হইতেছে, আবার লক্ষ লক্ষ লয় পাইতেছে, তবুও ইহাকে যে শূন্যরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, আমি এ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারি না; এ সমুদয় সংসার আকাশে লয় পায় এবং আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং আকাশকে যাহারা ঈশ্বরাতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারা উন্মাদপদ-বাচ্য। ২০-২৬। যেখানে সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে এবং নিরন্তর উৎপতিত

ও নিপতিত হইতেছে, সেই অনাদি, অমধ্য, অনন্ত আকাশই মাত্র কারণরূপে বিবেচিত ; ঈশ্বরাভিধেয় অপর কারণ নাই। এ ত্রিভুবনে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে, যিনি তাহার আধাররূপে স্বীয় অঙ্গে সকল পদার্থ ধারণ করিতেছেন, এবং এই জগদ্ভ্রমের অস্তোদয় যাঁহাতে হইতেছে, সেই চিন্ময় ব্যোমস্বরূপ পরমব্রহ্মাকার একমাত্র আমাকেই আমি জানিতে পারিতেছি। ঐ সম্মুখস্থ পার্ব্বত্য বনভূমির মনোরম বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কামাতুর বনচরগণ সুন্দর গান গাহিতেছে। ঐ যে উহার নিম্নদেশে বিয়োগবিধুর পথিক ঐ গান শুনিয়া নিতান্ত সরস চটুলভাবে গায়কের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। ঐ দেখুন, কোন বিয়োগিনী বিদ্যাধরী ঐ উচ্চ শৃঙ্গের উন্নত বনশ্রেণীকুঞ্জে প্রিয়তমের উদ্দেশে উৎকণ্ঠিতার ন্যায় অস্ফুট মধুর স্বরে গান গাহিতেছে, আর উহার নিম্নদেশে এক পান্থ ভ্রমণ করিতেছে, সে আর সেই গান শুনিয়া চঞ্চলচিত্তে সম্মুখে যাইতে পারিতেছে না এবং তাহার সঙ্গী অনুচরেরাও তাহাকে যাইবার জন্য উৎসাহ দিতেছে না। ২৭-৩০। ঐ শৈলশৃঙ্গ, উহার উপরিস্থিত বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া, ঐ বিয়োগিনী বিদ্যাধরী কাতরভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে আর এইভাবে গান করিতেছে যে, হে নাথ! তোমার সেই হাস্যপূর্ণ মুখ আমার মনে উদয় হইতেছে, আমি তোমার অঙ্কশায়িনী হইয়া তোমার ঐ মুখের চুম্বন কতবার যে মহৌষধির ন্যায় পান করিয়াছি, এখন তাহাই স্মরণ করত এই সম্বৎসর কাটাইয়া দিয়াছি ; আর সহ্য করিতে পারিব না ; নাথ! প্রসন্ন হও। হে রাজন্! এই যে বিদ্যাধরীর কথা কহিলাম, ইহার যুবক স্বামী কোন ঋষির শাপে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বৃক্ষ হইয়া অবস্থান করিতেছে। সেই নিমিত্ত এই বিদ্যাধরী ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া এই ভাবে সম্বৎসর গণনা করিতে করিতে বৃক্ষকেই নিজ পতিজ্ঞানে গাঢ়ালিঙ্গন করত গান গাহিতেছে। আমি পথিকদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার দর্শনমাত্রেই না কি সেই বিদ্যাধরের শাপবসান ঘটিবে, ইহাই সেই ঋষি শেষে বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম ; আমার দর্শনমাত্রই ঐ বৃক্ষরূপী বিদ্যাধর যেন শাপমুক্ত হইয়া তাহার প্রণয়িনী বিদ্যাধরীকে আলিঙ্গন করিল। ঐ দেখুন, তাহাদের সেই বহুকাল পরের প্রণয়াচরণ। আবার দেখুন, দেব! শৈলশৃঙ্গসমূহ যেন গজরাজি ; বৃক্ষসকল যেন উহাদের রোমাবলী ; তাহাতে ঐ যে বিকশিত পুষ্পসম্ভার আছে, উহারা বসন্তকালের হিমরাশির ন্যায় কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। এ দিকে এই কাবেরী নদী পুষ্পসম্ভাররূপ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেমন অপূর্ব্বভাবে শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কত মৎস্যাদি জলজীব আছে। তাহাদের সবেগ উল্লম্ফনে কি শোভাই না হইয়াছে। উহার কূলে কূলে ও নিকটবর্ত্তী

অল্পজলময় স্থানসমূহে গণনাতীত মৃগ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করিতেছে। ৩১-৩৫ এই দিকে দেখুন, সুবেলপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান; ঐ স্থানে ঐ যে স্বর্ণময়ী উজ্জ্বল ভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা রবিকরযোগে কেমন শোভা-যুক্ত হইয়াছে; যেন সমুদ্রের তরঙ্গপরম্পরায় চারিদিকে বহু বাড়বানল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাহার অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। এ দিকে ঘোষপল্লীর গৃহসকলের শোভা একবার নেত্রগোচর করুন, ঐ সকল গৃহ পর্ব্বত-সন্নিহিত বলিয়া বিশাল মেঘসমূহে সতত সমাচ্ছন্ন: উহার সীমান্তপ্রদেশে যে সকল নবরোপিত বৃক্ষ রহিয়াছে, পুষ্পসমূহের বিকাশ জন্য তাহারা অতীব শোভা পাইতেছে। ঐ সকল গৃহের উচ্চভাগ পলাশবৃক্ষের শাখাপল্লব দ্বারা সমাচ্ছাদিত। ঐ সম্মুখে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল গ্রাম আছে, তাহাদেরও শোভা অতিসুন্দর! কারণ, ঐ সকল গৃহের সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানগুলি বিকসিত পুষ্পসম্ভারে কতই না সুন্দর হইয়াছে। ঐ দেখুন, অনূপ স্থানগুলিতে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। জলপ্রপাতের ধ্বনির ন্যায় বাদ্যধ্বনি গুহাভ্যন্তরে উত্থিত হইয়া সেই নৃত্যের অনুকরণ করিতেছে। গায়কদল স্বর্গ মনে করিয়া ঐ সকল স্থানে সানন্দে গান করত অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেছে। পার্ব্বত্য গ্রামসমূহে যে সকল পুষ্পকানন আছে, তন্মধ্যে মধুপানমত্ত মধুকরগণ কূজন করিতেছে; সেই কূজনশব্দে কামোন্মত্ত ঘোষদম্পতিগণ কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেছে। আমার মনে হয়, যদি দেবতারা নন্দনকাননেও ক্রীড়া করেন, তথাপি তাঁহারা ঐরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হন কি না সন্দেহ! এই স্থানের বনশ্রেণীর লতাকুল ভ্রমরসমূহের ক্রীড়াসাধন দোলাস্থানীয়, দেখিয়া ব্যাধবধূগণ মনের আনন্দে গান গাহিতেছে। মৃগীগণ সেই গানে মুগ্ধ হইতেছে, এবং উহাদের সুনয়নে স্ব স্ব সুনয়ন যেন মিশাইয়া দিয়াছে। স্বীয় কামিনীগণের নেত্রশোভা-অপহরণকারিণী মনে করিয়াই যেন ব্যাধগণ ঐ মুগ্ধ হরিণীদিগকে শত্রুবৎ অকারণে বধ করিতেছে। ৩৬-৪০

ঐ দেখুন, সম্মুখস্থ গ্রামসমূহে বিবিধপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। মৃদু-মন্দ সমীরণ ঐ সকল পুষ্পের সৌরভভরে একান্ত সুরভিত হইয়া, লতাসমূহ কম্পিত করত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে, আর জলসম্পর্কে জলবিন্দুসংযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ বায়ুপ্রবাহে গ্রামসমূহ সৌরভ্য-শৈত্যাদি গুণে যেন সুধাকর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই স্থানের নির্ঝরসকলের জলরাশি হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে উন্নত তালবৃক্ষসকল দাঁড়াইয়া আছে। বিকসিত-কুসুমাকীর্ণ লতাসমূহ সুশোভিত হইতেছে। ঐ অন্তরীক্ষ চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সীমান্তে মেঘমালা লম্বিত হইয়াছে; সুতরাং এই সকল অতিরম্য গ্রামগুলি চন্দ্রলোকের

কাননবৎ প্রতিভাত হইয়া বিবিধগুণে ব্রহ্মলোককেও পরাজয় করিতেছে। ময়ূরগণের সুকোমল পুচ্ছখণ্ডের সম্পর্কবশতঃ ঐ সকল গ্রাম যেন চন্দ্রকান্তমণিময়-রূপেই বিরাজমান। বিদ্যুদ্‌বিমণ্ডিত পয়োদদিগের ঘর্ঘরশব্দ শ্রবণ করিয়া নৃত্য-পরায়ণ ময়ূরেরা নব নব তাণ্ডবকালে ঐ সকল পুচ্ছ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। এক অংশে যাহাদের সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলরূপ ভূষণ এবং যাহাদের অন্য দিকে জলভারাবনত শ্যামল মেঘরূপ হস্তিগণ, সেই সমুদয় গিরিতটভূমিতে অবস্থিত হইয়া ঐ গ্রামসমূহ কেমন শোভা পাইতেছে। এই স্থানের পর্ব্বতগহ্বরগুলি নন্দনের ন্যায় অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। অত্রত্য কুঞ্জশ্রেণী কল্পপাদপগণকেও পরাভূত করিতেছে এবং ভ্রমরসমাকুল বিকসিত নিম্ববৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। তাই আমার ইচ্ছা হয়, আমি এইখানেই অবস্থান করি। ৪১-৪৫

এই সকল পার্ব্বত্য গ্রাম মৃগীগণের মধুর গীতধ্বনিতে রমণীয়; সুন্দর কামগৃহে থাকিয়া জীবের যেপ্রকার প্রীতির উদ্ভব হয়, এখানেও মানবগণের সেইরূপই অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে এই গ্রামগুলির গহ্বরে গহ্বরে স্ফটিকনির্ম্মিত স্তম্ভরাজিবৎ কত সুদৃশ্য ঝরণার জল পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া ময়ূরীরা কি মনোহর নৃত্য করত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের নৃত্য দেখিয়া পুষ্পভারাবনতা লতা-কামিনীরাও যেন বিলাসবতী হইয়া নির্ঝর-সন্নিহিত কুঞ্জসমূহে অবস্থান পূর্ব্বক পবনকম্পনচ্ছলে কেমন একপ্রকার নাচিতেছে। ঐ গ্রামসমূহের উপবন-বৃক্ষসমূহে হরিতাল পক্ষীরা কেমন আনন্দে বাস করিতেছে। এই স্থানের সরসীসমূহ হংসসারসাদির মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। আমার মনে হয়, গিরিগুহার সন্নিহিত গ্রামগুলিতে কামদেব যেন নিজ রস সঞ্চারিত করিয়া মহানন্দে পূর্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখুন, জলদোদয় হইয়াছে। হে মেঘ! তোমার চরিত মহৎ ব্যক্তির ন্যায় অতীব উদার। তুমি জগৎপ্রতিপালক মহৎ ব্যক্তি। তোমার মূর্ত্তি আতপ-হারিণী, অভ্রোন্নতা ও গভীরতাময়ী। হে পয়োদ! তুমি শৈলসমূহের শিরোরত্ন এবং তুমিই জলের একমাত্র আশ্রয়ভূমি। তোমার গুণের শেষ নাই; তথাপি তুমি যে সময় বর্ষণকালে উষরক্ষেত্রে ও পল্বল প্রভৃতি অনাবশ্যক স্থানেও মহানন্দে সুক্ষেত্রের ন্যায় জলবর্ষণ করিয়া থাক, তখন তোমার যে স্থান-অস্থান-বোধ নাই, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে। ৪৬-৫০

হে জলধর! গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তথায় প্রত্যহ তুমি স্নান করিয়া থাক; শৈলাদি যে সকল উচ্চ স্থান আছে, তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যেককেই তুমি জল দান কর; বনভূমিতে মৌনাবলম্বন করিয়া বাস কর; বর্ষাকালে তুমি প্রভূত জল বিতরণ কর; তাই শরৎকালে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও

তোমার দেহে অপূর্ব্ব শ্রী দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দান করিবার জন্য উত্থিত হইয়াও তুমি যে কুলশিল প্রকাশ করিয়া কর্কশধ্বনি করিয়া থাক, ক্ষুদ্র ব্যক্তির মত তোমার এই ব্যবহার নিতান্তই অনুচিত। এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট বস্তুও যদি মন্দ স্থানে পতিত হয়, তবে তাহা মন্দ হইয়াই দাঁড়ায় আর নিকৃষ্ট বস্তুও উত্তম স্থানগত হইলে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আজ স্বচ্ছ শুভ্র জল মেঘ-রূপ মন্দপাত্রে পড়িয়া কৃষ্ণচ্ছবির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ মেঘ-সমূহ যখন বারিবষণ করে, তখনই তাহাতে ভূমিসকল পূর্ণ হইয়া যায়। ধনবান্ যেরূপ ধন দ্বারা দরিদ্র বন্ধুবান্ধবকে পোষণ করে, সেইরূপ বারিবর্ষণের ফলে পৃথিবীর শুষ্ক শস্য আবার সরস হইয়া থাকে। ৫১-৫৩

এইবার মূর্খগণের বিষয় চিন্তা করা যাক্। নির্ঘৃণতা, চঞ্চলতা, অপবিত্রতা, সতত ভ্রমণ-শীলতা ও গর্হণীয়তাদি যে সমুদয় দোষ মূর্খ-দিগের আছে, আমি আজও ধারণা করিতে পারি নাই যে, মূর্খেরা ঐ সকল দোষ কুক্কুরগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, কি কুক্কুরেরাই মূর্খগণের নিকট হইতে ঐ সকল শিক্ষা করিয়াছে? বাস্তবিক মূর্খব্যক্তিরা কুক্কুরবৎ নিকৃষ্ট। কুক্কুররা বহু দোষে দূষিত হইলেও তাহাদের শৌর্য্য, সন্তোষ ও প্রভুভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি গুণ বিদ্যমান বলিয়াই তাহারা অনেকের নিকট আদর পাইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি উন্মাদনায় বা ক্রোধের উত্তেজনায় কূপ প্রভৃতিতে নিমজ্জিত হইতে যায়, মদ্যপানে মত্ত হয়, ভূতাবেশে সতত ধাবিত হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় চরম দশায় উপনীত হয়, একান্ত ভোগাসক্ত বিষয়লম্পট মূর্খব্যক্তিরাই তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলে মূর্খেরা কুক্কুরবৎ এবং ঐ উন্মত্ত প্রভৃতি হইতেও হেয়স্বভাব। সিংহ ও কুক্কুরের পশুভাব তুল্য; কিন্তু মেঘধ্বনি প্রভৃতির কোলাহল সিংহের মুদ্রিত নয়নে উপেক্ষিত হয় আর কুক্কুরেরা ঐ ধ্বনি শুনিয়া ভীত হয়; সুতরাং সিংহ এবং কুক্কুরের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পণ্ডিতে ও মূর্খে যে পরিমাণ পার্থক্য, উহাদের পার্থক্যও তদ্রূপই। কুক্কুরকে বলিতে পারা যায়, ওহে কুক্কুর! তুমি সর্ব্বদাই অশুচি! কেন না, অকারণে তুমি সমস্ত পথ বিচরণ করিয়া থাক। তোমার মনোবৃত্তি মূর্খেরই ন্যায়; তাই মনে হয়, কোন মূর্খ ব্যক্তি হয় তো বা তোমাকে নিত্য অপবিত্রতাদি গুণ শিখাইয়াছে। ৫৪-৫৮

বিধাতা নিয়ত তুল্যাতুল্য জগদ্ব্যাপার নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এক স্থানে এক জাতীয় বহু বিষয় দেখিবার বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই বোধ হয়, নিজ কন্যা দেবশুনীর বংশধর কুক্কুরের নিমিত্ত গর্ত্তমধ্যে বাস, বিষ্ঠাদি-ভোজন, প্রকাশ্য রাজমার্গে মৈথুন এবং সর্ব্বজন-গর্হণীয় এই কুৎসিত দেহ সৃষ্টি

করিয়াছেন। কোন সময়ে এক কুক্কুরকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল, তোমার অপেক্ষা অধম জীব কে আছে? তখন কুক্কুর সেই প্রশ্নকর্ত্তাকে উত্তর দিয়াছিল, যে ব্যক্তি অজ্ঞান, অশুচিদেহ এবং অবিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমার অপেক্ষা সেই ব্যক্তিই অধিক অধম। আমার বিক্রম, ভক্তি ও ধৈর্য্য এই সমুদয় গুণ বিদ্যমান; কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিতে উহার একটিও পাওয়া যায় না, অতএব মূর্খ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা সম্পূর্ণ অধম। ফল কথা, কুক্কুর অতি জঘন্য কার্য্যেই ব্যাপৃত; সে জীবিত নকুল প্রভৃতি প্রাণীকে অকারণ বধ করে, বিষ্ঠাদি অতিজঘন্য বস্তুতে একান্ত লোভযুক্ত; অজাদি দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে বিনা দোষে দংশন করিয়া থাকে; যে সময় কুক্কুর কুক্কুরীর সহিত মৈথুনাসক্ত হয়, সেই সময় সকলেই লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়না করে। ফলে বিধাতৃসৃষ্ট কুক্কুরদেহধারী ক্ষুদ্র জীব সারা জীবন কৌতুকেই যাপন করে। এ হেন কুক্কুর অপেক্ষাও মূর্খ ব্যক্তি জঘন্য, ইহা নিঃসন্দেহ। ৫৯-৬১

তাহার পর কোন কাক নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিবার জন্য শিবলিঙ্গোপরি উপবেশন করিল, তাহা দেখিয়া কোন ভাবুক বলিতে লাগিলেন—ঐ কাক বিসর্জ্জন-প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের উপর বসিয়া দেখাইতেছে যে, এ পৃথিবীতে যত প্রকার পাপের কার্য্য আছে, তাহার মধ্যে আজি আমি শিবদ্রব্য-ভোজনরূপ চরম পাপ অনুষ্ঠান করিতেছি; একবার সকলে চক্ষু মেলিয়া দেখ! কিন্তু ওহে কদাকার বায়স! তুমি কর্কশ শব্দে হংস-সারসাদি পক্ষীর রব চাপা দিয়া এই সরোবরের কর্দ্দমে বিচরণ করিতে করিতে ভ্রমরগুঞ্জনকেও যে দূর করিয়া দিতেছ, ইহাতে মনে হইতেছে, তুমি আমার মস্তকব্যথাজনক শল্যস্বরূপই হইয়া উঠিয়াছ। এই বলিয়া বন্ধুসম্ভাষণের পর অপর বন্ধু বলিল, দেখ বন্ধু, এই কাক নরম মৃণালনাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আগ্রহের সহিত যে ঘৃণ্য বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; কেন না, যাহার যাহা চিরদিনের অভ্যাস, সে সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে।৬২-৬৪। ঐ কাকের দেহ প্রথমে বিবিধ পুষ্পপরাগে শুভ্র হইয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল, ঐ বুঝি একটা হংস বসিয়া আছে; কিন্তু যখন দেখিলাম, সে গলিত কৃমিসকল ভক্ষণ করিতেছে, তখনই উহার সম্বন্ধে স্বরূপজ্ঞান হইল। তখনই বোধ হইল, ওটা কাক ব্যতীত অপর কেহই নহে। ঐ কাক যখন নিজসদৃশবর্ণ কোকিলের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন যতক্ষণ না সে শব্দ করে, ততক্ষণ কোনরূপেই উহাকে কাক বলিয়া বুঝা যায় না। যখন রাত্রিকালে লোকসকল ঘুমাইয়া পড়ে, তখন ঐ কাক চতুষ্পথাবস্থিত উন্নত বৃক্ষারূঢ় চোরের ন্যায় বনমধ্যস্থ পুরাতন মৃত্তিকাস্তূপের উপর উপবেশন করত আহারান্বেষণে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। ঐ দেখ, সারসখণ্ডিত পদ্মের মধু লাগায়

কাকের বর্ণ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। ঐ কাক নিজ স্কন্ধ ধূলিধূসরিত করিয়া কেমন ক্রীড়ারত হইয়াছে। ৬৫-৬৮

হে দেব! ঐ দেখুন, দুষ্ট কাক সম্মুখস্থ সরসীর কমলদলমধ্যে রাজহংসগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া নানা ভঙ্গী করত ঐ হংসদিগের অনুকরণ করিতেছে। ইহা অত্যন্ত দৃশ্যকটু! উহার মুখে প্রস্তর প্রহার করাই উচিত। অরে বায়স! কটুশব্দরূপ ক্রকচ দ্বারা তুমি সব সময়ই চিহ্নিত থাক, তোমার সেই সদা সশঙ্কভাব এখন কোথায়? হে নির্ব্বোধ কাক! তুমি এই কোকিল-শিশুকে অনর্থক পুত্রজ্ঞানে পালন করিতেছ; তোমার এ কার্য্য যে প্রকৃত উপহাসের বিষয় হইবে, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? রে বায়স! তুমি পদ্মবনের কলঙ্কস্বরূপ; কেন না, সেখানে বসিয়া তুমি যে কঠোর শব্দ করিতে থাক, ইহা আমার অসহ্য। তোমার ঐ কর্কশ ধ্বনি শুনিয়া যাহার চৈতন্য লোপ না পায়, তুমি তাহাকেই উহা শুনাইতে থাক, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই। এই সম্মুখাবস্থিত সরোবরে অনেক জন্তু বেড়াইতেছে। এখানে বক, কাক প্রভৃতি নিত্যই অবস্থান করে। এখন আবার পেচকদল আসিয়া যদি এই কাকদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই এ সভা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কোকিল কাকের দলে আসিয়া মিলিলে, উভয়ে তুল্যরূপ বলিয়া যদিও সহজে পার্থক্য বোধগম্য হয় না, তথাপি কোকিল কথা কহিলেই সভাস্থ পণ্ডিতবৎ তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ঐ দেখ, পুষ্পশালিনী কোমলা লতা কোকিলের নির্ম্মম দলনও সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বক কাক প্রভৃতির কঠিন স্পর্শও তাহার অসহ। লোকে বলিয়া থাকে, সাধুর অপরাধ সহ্য করা যায়, কিন্তু খলের ব্যবহার অসহনীয়। এই কথার সহিতই উক্ত ব্যাপারের উপমা দেওয়া চলে। ৬৯-৭৪

ওহে কোকিল! তোমার ঐ মধুরস্বর দম্পতির প্রলয়কলহ অতি সহজেই মিটাইয়া দিতে সমর্থ; কিন্তু কেহই তো তোমার ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতেছে না। কারণ, ঐ কুঞ্জমধ্যে কাকসমূহ কৌশিকগণের সহিত বিবাদ করিতেছে; তাহার ফলে যে ঘোর কলরব উঠিতেছে, সে রবে শ্রোতৃবর্গের কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে! মূর্খগণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সাধুর মিষ্ট শব্দ যেরূপ কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না, সেইরূপ তোমার শব্দও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। ঐ দেখুন দেব, কোকিলশিশু কোমলবাক্যে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে, অমনি কোথা হইতে অকস্মাৎ দুষ্ট কাক আসিয়া এই বলিয়া বিকট শব্দ আরম্ভ করিল যে, এই আমার পুত্র; ইহাকে আমি পালন করিয়াছি। এ শব্দ শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ নষ্ট হইল। ফল কথা, অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তিরই এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। ওহে পিক! তুমি আনন্দিতমনে মধুর শব্দ করিও না;

কারণ, ইহা তো সেই পুষ্পনিচয়পূর্ণ ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তের রাজ্য নয়; এখন হেমন্ত ঋতুর অধিকার। সেই জন্য হিমসংস্পর্শে বৃক্ষাবলী শুকাইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই সময় তোমার বাক্য বৃথাই হইতেছে। ৭৫-৭৭

হে রাজন্! কোকিল দেখিয়া বিরহিণীরা চৈত্রমাসে এই বলিয়া দুঃখ করে যে, হে চিরসুন্দর কোকিল! এই মধুমাস কাহার? তুমি যে প্রত্যহ 'তোমার তোমার' বলিয়া চীৎকার কর, ইহা তোমার অত্যন্ত ভ্রম। কারণ, এরূপ দুঃখ-পূর্ণ মিথ্যা কথা তুমি কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? ইহা জানিও যে, মধুমাস বিরহিণীর পক্ষে মোটেই মধুর নহে; তোমার ন্যায় প্রিয়-সহচর জনের পক্ষেই উহা মধুর। মহারাজ, কোকিল কাকের সহিত মিলিত হইয়া নীরবে অবস্থান করে বটে, উহার বর্ণ এবং বিধূনন প্রভৃতি কাকের ন্যায়ও বটে, তথাপি ঐ মনোহর-মূর্ত্তি কোকিলকে দূর হইতেই অনুমান করা যায়। বাস্তবিক মূর্খসমাজে পণ্ডিতকে অক্লেশেই চিনিতে পারা যায়। কেন না, যাহাদের আকৃতি দেখিয়া কার্য্যের অনুমান করা যায়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তুল্যরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও তিনি স্বীয় মহিমায় স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকেন। দেখ কোকিল! এই উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কাকসমূহ শব্দ করিতেছে; ইহাদের দেখাদেখি তুমি কেন অনর্থক শব্দ করিতেছ? এখনও বসন্ত ঋতুর আগমন হয় নাই। ইহা শীতকাল; এ সময় তোমার ধ্বনিতে কোন গুণেরই প্রকাশ নাই। সুতরাং তুমি পত্রপুঞ্জ-পরিবেষ্টিত বৃক্ষকুঞ্জকোটরে নীরবে অবস্থান কর। হে রাজন্! এই সব ব্যাপারের মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কোকিলশিশু তাহার মাতা কাকীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; কাকীই আবার উহাকে চঞ্চু এবং চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছে। কোকিলশিশু মাতার ন্যায়ই সোৎসাহে বাড়িতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয় বুঝিতে পারা যায়, ভাগ্যবানের মহিমা সকল স্থানেই বিস্তার লাভ করে। ৭৮-৮১

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ

সহচরগণ বলিতে লাগিল, হে রাজন্! ঐ যে সম্মুখে পর্ব্বত রহিয়াছে, উহার তটদেশে কি বিচিত্র সরসী দেখুন। ঐ সরসীর কুমুদ প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্পোপরি বিবিধ পক্ষিকুল উপবেশন পূর্ব্বক মধুর কূজন করিতেছে। দেখিয়া মনে হয়, যেন উহা নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশপ্রতিবিম্বই প্রকাশ পাইতেছে।

ঐ অতি মনোরম সরোবর দর্শকের কামোদ্দীপক বসিয়া উহা যেন কামের প্রধান অনুচরের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ঐ সরোবরে নানাজাতীয় কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই পঙ্কজের অন্তরালে রাজহংসশ্রেণী কেমন সুন্দরভাবে বিরাজ করিতেছে। উহাতে ভ্রমরপংক্তি ইন্দ্রনীলময় পীঠের ন্যায় শোভমান; সেই জন্য উহা পৃথিবীতে বিধাতার দ্বিতীয় গৃহের ন্যায় পরিশোভিত। ১-২। ঐ সরোবর নিরন্তর বারিবিন্দু ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ হিমময় করিয়া তুলিয়াছে এবং উহা স্বয়ং প্রফুল্ল পঙ্কজের পরাগসংস্পর্শে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। উহার উপরিদেশে মধুলোভ-মুদিত মধুকরসমূহের ও স্নানাগত বিপ্রগণের গীতধ্বনিতে উহা সততই মুখরিত হইতেছে। ঐ সরোবরের কোন অংশ তরঙ্গসমাকুল; উহার কোনও স্থান মদমত্ত মধুকরনিকরেব অনবরত ঝঙ্কার-ময়; কোথাও বা অতি গভীর নির্ম্মল বারি যেন নিদ্রামগ্ন এবং কোন কোন স্থান বা পদ্ম ও কুমুদাদি পুষ্পে সমাচ্ছন্ন। ঐ সরোবর হইতে মুক্তাবৎ স্থূল বারিবিন্দুসমূহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাধারণের ক্লেশ দূর করিতেছে; কোন সিংহ উহার তীরে আসিয়া নির্ম্মলজলে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অপর সিংহের আশঙ্কায় জলপান হইতে বিরত রহিয়াছে। বারিপ্রায় দেশসমূহ ঐ সরোবরের তরঙ্গাঘাতে ধৌত হইয়া যাইতেছে। উহার বহুবিস্তৃত কচ্ছদেশ দর্শন করিলে উহাকে পৃথিবীগত অন্তরীক্ষরূপেই অনুমিত হয়। ঐ সরোবরের মধ্যস্থল পবন-প্রচালিত পদ্মপরাগসংস্পর্শে বিদ্যুদ্বিলসিতের ন্যায় শোভাশালী। উহার স্থানে স্থানে বারিবিন্দু এবং স্থানে স্থানে অন্ধকার থাকায় উহা সায়ংকালীন আকাশের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান হইতেছে। । ৩-৬। উহাতে হংসসমূহ একত্র সঞ্চিত চন্দ্রবিম্বাবলীর ন্যায় ছড়াইয়া পড়ায় উহা বায়ুবিচালিত মেঘখণ্ডপূর্ণ শরৎকালীন আকাশের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বায়ু-তাড়নে উহার তরঙ্গসমূহ সজল পঙ্কস্থান আহত করিতেছে এবং সেই আঘাতে উহা হইতে পটপট-শব্দ উত্থিত হইতেছে। সেই শব্দ শুনিয়া পক্ষিকুল সংক্ষুব্ধ হওয়ায় তাহাদের গাত্রসংঘর্ষণে তীরস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তাহা দেখিয়া মনে হয়, তরঙ্গাবলী যেন সরোবরের পটপ্রণয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। উহার পদ্মরূপ চঞ্চল তালবৃন্ত উহাকে ব্যজন করিতেছে; মনোরম ফেনসমূহ উহার চামরকার্য্য সম্পাদন করিতেছে; ভ্রমর-কোকিলাদিরূপ বন্দিগণ উহার স্তুতি করিতেছে; পদ্মলতারূপিণী কামিনীকুল সর্ব্বদা উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; ইহার সম্মুখে ভ্রমররূপ মুখপাত্রগণের মনোহর গীতধ্বনি হইতেছে; পদ্মপরাগের মর্দ্দনরূপ যুদ্ধে উহা ব্যাপৃত আছে এবং ধবল পুষ্পখণ্ডরূপ ভূষণ দ্বারা উহা বিভূষিত রহিয়াছে; অতএব ঐ সরোবর রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সরোবরকে সাধুসঙ্গের সহিত তুলনা করা যায়; কেন না,

সাধুসঙ্গে হৃদয়পদ্ম নির্ম্মল ও আহ্লাদযুক্ত হইয়া থাকে এবং স্বাদুরসে আপ্লুত হয়। ঐ সরোবরও স্বীয় হৃদয়মধ্যে সাধারণের আহ্লাদজনক পঙ্কজসমূহ ধারণ করিতেছে এবং নিজে সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ৭-১১

হে রাজন্! ঐ দেখুন, মরুভূমির জলহীন শরৎকালীন আকাশকে প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঐ সরোবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রতিবিম্বগ্রাহী জ্ঞানিজনের মানসবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা হেমন্তকালে হিমাবৃত হইয়া অল্পমাত্র দৃষ্ট হইবে এবং ইহার শ্যামলতা অপসারিত হইয়া যাইবে। সেই সময় ইহা হিমব্যাপ্ত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। এই দৃশ্যসমূহ ব্রহ্মের যেরূপ কোনরূপ বিকারই নহে, সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সেইরূপ উহার জলে তরঙ্গাদির পৃথক্ সত্তা কিছুই নাই; সকলই একমাত্র জল। হে দেব! যাহারা মাত্র জলময়, জলেই যাহাদের চক্রাবর্ত্তাদি আকারকল্পনা করা যায়, সেই জলাশয়সমূহের তরঙ্গাদিরূপে পার্থক্য-নির্দ্ধারণ করা একান্তই বিস্ময়কর। বাপী, কূপ, সমুদ্র, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ের আকৃতিগত ভেদ ব্যতীত যেরূপ প্রকৃত ভেদ কিছু নাই, সেইরূপ এ সংসারে স্ত্রীপুরুষাদি জীবসমূহের আকৃতিগত ভেদ বিদ্যমান থাকিতেও বাস্তব পার্থক্য কিছুমাত্র নাই। ১২-১৬। জীব বারম্বার বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া একান্ত জীর্ণ হয়, তাহাতে তাহার চিত্তের ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি অগণ্য ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ঐ পরিবর্ত্তন যে কতপ্রকার, তাহা যেমন নিরূপণ করা সম্ভব নয়, সেইরূপ বিবিধ পুষ্পলতাদির নিরন্তর সম্পর্কগুণে এই জীর্ণ অবস্থাপন্ন সরোবরের অসংখ্য পদ্মদলেরও সংখ্যা করা কাহারও সাধ্য নহে। হে দেব! ইহার জলের বিলাস অত্যন্ত বিস্ময়জনক। ঐ দেখুন, ঐ জলগত পঙ্কজ স্বয়ং অশেষ-গুণাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, তথাপি বিজ্ঞজনকৃত দোষ-গোপনের ন্যায় স্বীয় গন্ধাদি গুণরাশিকে মুকুলাবস্থায় অন্তরে রাখিয়া সাধারণের নিকট নিন্দিত কণ্টক-সমূহ প্রকাশ করিতেছে। কমলদলের গুণ অশেষ, তথাপি উহারা ছিদ্রময়, অতি সূক্ষ্ম এবং তুচ্ছ; সুতরাং একান্ত উপেক্ষার বস্তু; কিন্তু উহাদের অশেষ গুণও আছে। ঐ সকল গন্ধময় পঙ্কজসমূহের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সহস্রমুখ বাসুকিরও সাধ্য নহে। ১৭-২০। বিশেষ কথা এই যে, ভগবান্ নারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা ভগবতী পদ্মা নিজ শোভাবৃদ্ধির জন্য যে পদ্ম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার আর অন্য প্রশংসার আবশ্যক কি? হে রাজন্! এই সরোবরস্থিত পদ্ম ও কুমুদের আন্তরিক দ্বেষভাব সূর্য্য-চন্দ্রের প্রতি যথাক্রমে সমান হইলেও উভয়ের আকৃতিগত পার্থক্য থাকায় উভয়ই পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সম্মুখস্থিত প্রফুল্ল পঙ্কজের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা,—সে শোভা বিকসিতকুসুম সরোবরের, নক্ষত্রনিকরসঙ্কুল আকাশের কিম্বা অগণ্য

চন্দ্রের সহিতও তুলনীয় নহে। ষট্পদগণ একমনে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া পুষ্পমধু পান করে, তাহারাই ভাগ্যবান্। আর যাহারা সরস পুষ্পের সৌরভ্য ও অঙ্কুররস পান করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই সকল ভ্রমরেরাও ধন্যবাদের পাত্র। ঐ যে কত মধুপান-লোলুপ মধুকর কমলাকরের উপর গুঞ্জন করিয়া ঘুরিতেছে, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, উহারা যেন কোন মধুর রসাস্বাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত ভ্রমরগণকে উপহাস করিতেছে। ২১-২৬। ঐ যে মধুকর এখন শশিগর্ভতুল্য কোমল পঙ্কজোদরে সোল্লাসে শয়ন এবং উপবেশন করিয়া গুঞ্জন করিল, আহা! শিশিরসমাগমে ঐ মধুকরই রসহীন বৃক্ষপুষ্পে মধুলোভে ভ্রমণ করিবে। ঐ দেখুন, দেব! অস্ফুটন্ত মল্লিকামুকুলে মধুকর কেমন উপবেশন করিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেব যেন উহাকে নিজ শূলোপরি বসাইয়া রাখিয়াছেন। ২৭-২৮

অপর কেহ বলিল,—মধুকর! তুমি সমুদয় পর্ব্বতস্থিত লতাগৃহে ভ্রমণ করিয়া সতত পুষ্পমধুর আস্বাদন করিতেছে; তথাপি তোমার আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি, কি নিমিত্ত তোমার মনে এরূপ দুরাশার উদয় হইল? অথবা এখনও বুঝি তুমি মনের মত বস্তু পাও নাই! তাই তুমি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছ। ২৯

অন্য কেহ কহিল,—হে পদ্মরসাস্বাদ-চতুর মধুব্রত! তুমি কেন অনর্থক বদরীকুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় পদ্মরসপুষ্ট দেহকে কণ্টকিত করিতেছ? যাও যাও, তুমি সরোবরে যাও। সুধী ব্যক্তি স্বীয় যোগ্য অনুকূল সমাজ না পাইলে যেরূপ সুধী ব্যক্তির সংসর্গে থাকিবার ইচ্ছায় অগত্যা প্রতিকূল সমাজে যাইয়া বাস করেন, সেইরূপ তোমায় বলি, ওহে মধুকর! তুমিও হেমন্ত বা শিশিরকালে যখন পদ্মের মনোরম সঙ্গ না পাইবে, তখন অগত্যা অতসী বা বিকসিত তমালে যাইয়া কালাতিপাত করিও। ৩০-৩১

এক জন ভাবুক অনুচরের দৃষ্টি হংসশ্রেণীর উপর পতিত হইল। সে রাজাকে বলিল, ঐ দেখুন, রাজন্! হংসশ্রেণী সামগানের ন্যায় মধুর কূজন করিতে করিতে চলিয়াছে। কমল-কিঞ্জল্ক ভোজন করায় উহাদের দেহকান্তিও ঐরূপ দর্শনীয় হইয়াছে। ঐ দেখুন, কোন হংস প্রিয়তমাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না বলিয়া প্রিয়ার সন্ধানে আকাশে উঠিয়াছে। হংস প্রিয়তমার চিরবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। বলিব কি, দেব, এরূপ স্ত্রৈণতা যেন কোন পুরুষে আশ্রয় না করে। ঐ দেখুন, মহারাজ! ঐ সেই স্ত্রৈণ হংস প্রিয়ার জলমজ্জন আশঙ্কা করিয়া নিজেই অগ্রে জলে ডুবিয়া মরিল। ৩২-৩৪

অন্য কেহ বলিল,—আহা! রাজহংস অবহেলে যেরূপ কূজন করিল, বক যদি

শত বর্ষ শিক্ষা করে, তথাপি ঐরূপ স্বর কখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। দেখা যায়, জন্ম, স্থান, আকার, জাতি, ব্যবহার, আহার—এ সকলই সমান ; অথচ রাজহংসে ও অন্য হংসে কত পার্থক্য। ঐ দেখুন, কুমুদপুষ্পের ন্যায় শুভ্রপক্ষ হংস নিজ শোভায় লোকলোচনের কিরূপ প্রীতিদায়ক হইয়াছে! ঐ দেখুন, সরসীর পদ্মনাল তীরে উঠিতেছে। পদ্মসমূহ কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া আছে। ঐ পদ্মসমাকুল সরোবরে যে সকল হংস বিহার করিতেছে, উহাদের সহিত কি অন্য কোন পক্ষীর তুলনা করা সম্ভব? ৩৫-৩৮। ঐ সরসী যেন কামিনী। উহা সুন্দর হংস দুইটির দ্বারা কেমন শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। উড্ডয়নশীল ভ্রমরকুল ঐ সরসীকামিনীর লোল অলকাবলী, সারসের কূজন উহার নূপুরনিক্কণ, আবর্ত্ত নাভিস্থল, চঞ্চল ঊর্ম্মি নেত্রভঙ্গী, বিশীর্ণ বারিবিন্দুসমূহ মুক্তাহার। কুমুদ কহ্লার ও উৎপলাদি পুষ্প ঐ সরসীকামিনীর ভূষণস্বরূপ। ৩৯-৪১

কেহ হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ওহে হংস! জলকাক, বক ও কাকাদিরূপ হিংস্র পক্ষিসমাকুল সরোবরে তুমি কখন একাকী বাস করিও না। কারণ, সহসা যদি কোন বিপৎপাত ঘটে, তাহা হইলেও কেহই ঐরূপ দুর্জ্জনদিগের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করে না; এই তো মধুকর, এখন ইহার কতই না আনন্দ! ইহা সুবৃহৎ হস্তীর গণ্ডদেশে পদার্পণ করিতেছে এবং কহ্লার, কুমুদ ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পের রসগ্রহণ করিয়া নিজে যে এক জন ভাগ্যবান্, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু যখন শীতকাল আসিবে, তখন উহাকেই আবার জীর্ণ-শীর্ণ বকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। ফল কথা, এইরূপই ঘটিয়া থাকে। বিপদে পড়িলে মহৎ ব্যক্তিরাও দীনভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে দেব! হংসের পক্ষসঞ্চালনবিধুত পদ্মনালরূপ গহনে প্রবিষ্ট হইয়া আমি কমলোদরস্থিত হংসশাবকের উচ্চ কূজন শুনিয়া মনে করিলাম, হংসশাবক বোধ হয় তাহার পিতাকে বলিতেছে, হে পিতঃ, ঐ দেখ, পদ্মিনী কিরূপ মুক্তাবৃষ্টিতুল্য বারিবিন্দু বর্ষণ করিতেছে; এই মধ্যাহ্ন সময়েও আমার মাথায় তুষারবিন্দু বিদ্যমান, প্রচণ্ড রৌদ্রেও উহা শুকাইয়া যায় নাই। ৪২-৪৪

হে মহারাজ! ঐ সরোবরের স্বচ্ছ নীরে নীরবে যে হংস ভ্রমণ করিতেছে, উহার পক্ষতাড়নে পদ্মিনীনাল প্রকম্পিত হইতেছে; তাহাতে পদ্মযোনি পদ্মাসনের ন্যায় সুন্দর পদ্ম হইতে যে মধুময় বারিবিন্দু চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, জলচরগণ তাহা তখনই পান করিয়া ফেলিতেছে। ৪১-৪৫

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশাধিক-শততম সর্গ

সহচরেরা বলিয়া চলিল,—হে রাজন্! বক যদিচ নির্গুণ পক্ষী, তথাপি একটিমাত্র গুণ এই যে, উহারা 'প্রাবৃট্ প্রাবৃট্' এই কথা বলিয়া লোককে বর্ষাকাল মনে করাইয়া দেয়। কেহ বককে ডাকিয়া বলিতেছে, ওহে বক! তুমি ঠিক হংসের মত দেখিতে, সুতরাং তুমি মদ্গুর সহিত সদ্ভাব, নৃশংস ব্যবহার এবং কঠোর বাক্য পরিহার করত স্পষ্টরূপে হংসই হও। ১-২,

অন্য কেহ বলিল,—ওহে চতুর মদ্গু! যেখানে মৎস্যাদি বহু জীব বাস করে, তুমি সেই জলের মধ্যে বার বার তাহাদিগকে চঞ্চু দ্বারা ধরিয়া ধরিয়া ভোজন করিয়াছ, আজ দৈববশে তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, তাই তুমি মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারিতেছ না, ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও নিশ্চেষ্টভাবে তীরে অবস্থান করিতেছ; সম্মুখাগত সহজলভ্য মৎস্যগণকেও তোমার ধরিবার ক্ষমতা নাই। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের হিংসা করিলে পরিশেষে এইরূপ ফলই ঘটিয়া থাকে। এই বক উদ্গ্রীব হইয়া স্বীয় স্বচ্ছ পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, দূর হইতে দেখিয়া লোকে ইহাকে হংস বলিয়া মনে করিতেছে। এই বক যে সময় অল্প জল হইতে শফরী লইয়া উড়িয়া যাইবে, লোকে তখনই ইহাকে বক বলিয়া জানিতে পারিবে।৩-৫। এই সরোবরের তীরস্থিত কামিনীগণ এতাবৎ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র এবং তৎপর বকদিগকে নিশ্চল মৌনী দেখিয়া রাত্রিতে কুকর্ম্মশীল এবং দিবসে সায়ংকাল পর্য্যন্ত মুনিব্রতাবলম্বী ধূর্ত্তগণের চরিত্র মনে করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছে। কোন পথিকবধূ স্বীয় পতিকে জল হইতে কমলদলচয়কারিণী গ্রাম্যরমণীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বলিতেছে, হে প্রিয়তম! এই যে সকল রমণী পদ্মচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেছে, যদি তুমি ইহাদের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমি আর তোমার প্রিয়তমা নহি; অতএব আর এখানে থাকিয়া আমি কি করিব? যাই। পথিক কুপিতা প্রিয়তমার এই কথা শুনিয়া তাহার প্রসন্নতালাভের জন্য পথিপার্শ্বস্থিত পুষ্পলতাবৃত কেলিবনে বিশ্রামের জন্য চলিতেছে। ৬-৮

কেহ বলিল,—রাজন্! ঐ দেখুন, ঐ কামিনী হাব-ভাব, সকোপ দৃষ্টি ও হাস্য দেখাইয়া পথিকদিগকে কি যেন বলিতেছে! মূর্খ ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সদ্ভাব থাকে না, সেইরূপ ঐ বক, মদ্গু প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব নাই। খঞ্জনপক্ষীর চঞ্চুর অগ্রভাগে দুর্ভাগ্য পতাকাসদৃশ ছোট ছোট কীট কিট্-কিট্ করিতেছে। ঐ দেখুন, পল্বলতীরস্থিত বৃক্ষে বসিয়া চঞ্চল বক যেমনই চীৎকার করিল, অমনি পঙ্কময় স্বল্পজলস্থিত শফরী

ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বকের গ্রাস হইতে নিজদেহ রক্ষা করিল। বাস্তবিক যখন প্রাণনাশকর মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত অন্য উপায় কি আছে? বক, অজগর, মদ্গু প্রভৃতি মাংসাশী জীবগণ যে সকল প্রাণীকে না চিবাইয়া মাত্র গিলিয়া ফেলিতেছে, সেই সকল প্রাণী তাহাদের উদরে যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বিড়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখিলে মৎস্যাদি জলচর প্রাণীর অন্তরে যে ত্রাসসঞ্চার হয়, তাহার নিকট বজ্রপাতভয়ও অতি নগণ্য। এ কথা আমি কোন জাতিস্মর পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি মৎস্য-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সেই অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। ৬-১৫

একজন অপরকে বলিতেছে, ঐ দেখ, পুষ্পাস্তীর্ণ সরসীতীরস্থ বৃক্ষতলে যে সকল হরিণ উপবেশন করিয়া চারিদিকে উৎপল, কেতকী প্রভৃতি ফুল ছড়াইতেছে, তুমি এখন ভ্রমর-শোভা না দেখিয়া তোমার প্রিয়জনকে হরিণশোভা দেখাও। ঐ দেখুন, উন্নতহৃদয় ময়ূর পাকশাসনের নিকট বারি প্রার্থনা করিতেছে, মহাত্মা পাকশাসনও তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন এবং সেই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীই জলপূর্ণ করিয়া দিতেছেন। এই ময়ূরসমূহ জলদের স্তন্যপায়ী শাবকের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। মলিনের পুত্র মলিন হয়। জলধর মলিন, ময়ূরও মরকতমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, এই নিমিত্ত ময়ূরকে তাহার পুত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন পথিক মৃগ দেখিয়া দয়িতার নেত্র চিন্তা করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে; অন্য কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই। জল লইতে হইলে নত হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় ময়ূর জল গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু সর্পগণকে সবলে ধরিয়া ধরিয়া ভোজন করিতেছে। ইহা সর্পের দৌরাত্ম্য কি ময়ূরের দৌরাত্ম্য, তাহা বলা যায় না। ১৬-২০

ঐ দেখুন, ময়ূরেরা নিজ নিজ পুচ্ছজাল বিস্তার করিয়া কেমন সুন্দর নাচিয়া বেড়াইতেছে। এখানে সমুদ্রই তরঙ্গমালা সঞ্চালন করিয়া তীরস্থিত মুক্তাজাল উৎক্ষিপ্ত করত চঞ্চলপুচ্ছ ময়ূরগণকে নাচাইতেছে অর্থাৎ তরঙ্গমালা এবং তীরোৎক্ষিপ্ত মুক্তাজাল দেখিয়া সেখানকার ময়ূরগণ পুচ্ছরূপ তরঙ্গ বিস্তার করত নাচিতেছে। ওহে চকিত চাতক! তুমি কি জন্য গ্রীষ্মপীড়িত হইয়া অভিমানবশে শুষ্ক কোটরে অবস্থান করিতেছ? উঠ, তৃণাঙ্কুরসকল ভোজন কর, পল্বলে যাইয়া জল পান কর, কদলীবনে বিশ্রাম লাভ কর। অপর কেহ ময়ূরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, ওহে ময়ূর! ঐ যে আকাশে কৃষ্ণবর্ণ কি একটা উঠিতেছে, উহাকে তুমি সমুদ্রবারিপূর্ণ জলধর মনে করিয়া ভুল করিও না কিংবা উহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ অরণ্য হইতে উত্থিত ধূমপুঞ্জ মনে করিও না। যে মেঘ শরতে ময়ূরকে জল দান করিয়া তৃপ্তি দিয়াছিল, সেই মেঘ যে বর্ষাকালে সরোবর পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে.

ইহা অসম্ভব। ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাই এইরূপ করিয়া থাক ২১-২৫। ফল কথা, উদার-চরিত্র বারিদরের হঠাৎ জলদানে কার্পণ্য দেখিয়া দুর্জ্জনরা পরিহাস করিলে সজ্জন ব্যক্তি তাহাতে দুঃখিত হইয়া থাকেন। এইরূপ চিন্তা করত ময়ূর পিপাসার্ত্ত হইয়াও সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেছে। ময়ূর পূর্ব্বে মেঘের স্ফটিকস্বচ্ছ জল পান করিয়াছে, তাই এখন তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও সে অন্য জল পান করিতে সমুৎসুক হইতেছে না। সে নিরন্তর জলদকে স্মরণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। ফলতঃ যাহারা গুণবানের নিকট প্রার্থী হয়, তাহাদের শ্রম বা কষ্টও সুখদায়ক হইয়া থাকে। হে রাজন্! ঐ দেখুন, কতকগুলি যুবতী সরোবর হইতে পদ্ম, উৎপল, কুমুদ, মৃণাল, পদ্মপত্র ও শীতল জল লইয়া ভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহা দেখিয়া কোন পথিক জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি জন্য তোমরা ইহা লইয়া যাইতেছ? যুবতীরা উত্তর দিতেছে, ওহে পথিক! কোন বিরহপীড়িত তরুণীর আমরা সহচরী; সখীর বিরহতাপ দূর করিবার জন্যই এই সকল আমরা লইয়া যাইতেছি। যুবতীদিগের ঐ কথা শুনিয়া পথিকের মনেও তাহার প্রিয়ার কথা উদয় হইল। পথিক ভাবিল,—এই আকাশ, এই ঘনশ্যামল বর্ষাকাল এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কানন—এই সকল দেখিয়া আমাদের বিলাসিনীগণেরও বিরহানল নিশ্চয়ই উদ্দীপিত হইতেছে। এইরূপে তাহারাও সখীজনের পরিচর্য্যায় তাপ দূর করিতেছে, আর নির্জ্জনে বসিয়া কতই না ক্রন্দন করিতেছে। হায়, হায়! মধুকর পদ্মরূপ পাত্রে নলিনীর মধু পান করত যেন প্রমত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। স্নিগ্ধ বায়ু তীরাবস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর পল্লবদলের নৃত্যের সহিত মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এবং মৃদু গম্ভীর সাঁ সাঁ শব্দ করত স্বীয় শৈত্য, মান্দ্য এবং গন্ধগুণ কীর্ত্তন করত চলিয়াছে। ২৭-৩২

অষ্টাদশাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

সহচরগণ বলিল,—দেব! ঐ দেখুন, পথিক বহুদিন পরে প্রিয়তমাকে পাইয়া তাহার কাছে নিজ বিরহসময়ের অবস্থা বর্ণন করিতেছে। পথিক বলিতেছে,—প্রিয়ে! তোমার নিকট হইতে যখন আমি দূরে ছিলাম, তখন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল; আজ তাহা আমি তোমার নিকট প্রকাশ

করিতেছি ! আমি এক দিন মনে করিলাম,—তোমার নিকট দূত পাঠাই, কিন্তু কাহাকে পাঠাইব ? সেই চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইলাম ; ভাবিলাম,—এই বিরহসময় প্রলয়কালের ন্যায় ; এ সময় প্রিয়ার নিকট আমার সংবাদ লইয়া গমন করিবে, এমন ব্যক্তি কে আছে ! বাস্তবিক পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য সরলভাবে যিনি চেষ্টা করেন, সংসারে এরূপ ব্যক্তি একান্তই দুর্লভ। এই তো দেখিতেছি, এই শৈলশৃঙ্গে অশ্বের ন্যায় বেগশালী পরোপকারব্রত পয়োদ বিদ্যুদ্বনিতার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ১-৪

বলি ভাই আকাশবিহারী পয়োদ ! তুমি নিজোচিত গুণযুক্ত ইন্দ্রধনু গ্রহণ করিয়া আমার প্রিয়ার পার্শ্বে যাও, গিয়া নিজ ধারাসিক্ত মন্দ সমীরণ দ্বারা আমার প্রিয়াকে আশ্বাসিত কর, মুহূর্ত্তের জন্য দয়া কর, আর ধীররবে সংবাদ দিয়া আইস। যদি ধীর রব ত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কঠোর রব কর, তাহা হইলে আমার সেই নবমৃণাল-কোমল-দেহা তন্বী প্রিয়া সে রব সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আহা! প্রিয়া আমার বিরহব্যাকুল হইয়া নিরন্তর বাষ্পাকুলনয়নে সমাসীনা। ওহে বারিধর ! আমি চিত্তরূপ তুলিকা দ্বারা হৃদয়াকাশে সেই সুন্দরীর মূর্ত্তি আঁকিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলাম ; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, আমার সেই প্রিয়া এখন সে স্থান হইতে কোথায় পলাইয়া গেল। অয়ি প্রিয়ে ! মেঘকে এই বলিতে লাগিলাম, আর তোমার ভাবনায় আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। আমার মনের বিস্মৃতি অন্তরে লয় পাইল ; তাহাতে আমার পূর্ব্বাপর সকল স্মৃতিই নষ্ট হইয়া গেল কাষ্ঠকুড্যবৎ আমার শরীর সে সময় নিস্পন্দ হইল। হায়, হায়, দুঃসহ বিরহযন্ত্রণায় কত দুঃখ ! এ জগতে সে দুঃখ কেহই সহ্য করিতে পারে না। প্রিয়ে ! আমি সেই অবস্থায় পড়িয়া গেলাম ; আমাকে দেখিয়া অনেক পথিক একত্র হইল। কোন পথিকবধূ বক্ষে করাঘাত করিয়া আমার দুঃখে কতই রোদন করিতে লাগিল, বলিল—হায়, কি কষ্ট ! পথিক বুঝি মরিয়া গেল ! সেই পথিকসমূহের মধ্য হইতে কেহ কেহ আবার মেঘকেও তিরস্কার করিতে লাগিল। ৫-৮

তাহার পর সমবেত পথিকগণ আমার মৃত্যু স্থির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরে কাষ্ঠও সংগৃহীত হইল ; আমার দেহ দাহ করিবার জন্য তাহারা ভীষণ শ্মশানে লইয়া গেল। সেই রুদ্রমূর্ত্তি শ্মশান তখন প্রজ্জলিত চিতাগ্নির চটপট ধ্বনিতে শব্দায়মান হইতেছিল। অয়ি কমলনয়নে ! সেই সময় কতকগুলি পথিক কাঁদিতে কাঁদিতে আমায় চিতায় শুয়াইয়া দিল। তাহার পর তাহারা চিতায় অগ্নি দিল। যখন অগ্নিসদৃশ স্বর্ণের কণামাত্র দৃষ্টিগোচর হইল, তখন উষ্ণ কৃষ্ণ ধূমসমূহ আমার কণ্ঠ ও নাসারন্ধ্রে

প্রবেশ করিল; কিন্তু আমি তোমার মূর্ত্তিতুল্য অমৃত দ্বারাই আচ্ছাদিত ছিলাম, সেই জন্য সে ধূমপুঞ্জ আমাকে কোনই কষ্ট দিতে পারে নাই। ৯-১৪। শুধু ধূম কেন, তোমার মূর্ত্তিরূপিণী কামনদীতে স্নান করায় সেই মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ অগ্নিরাশিও আমার ক্লেশ জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। আমার সেই মূর্চ্ছাবস্থায় তোমার সহিত বহুক্ষণ আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেছিলাম। আমার তখনকার সেই সুখের তুলনায় বিশাল রাজ্যের আধিপত্যসুখও দুঃখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রিয়তমে! সেই সময় তোমার যে সেই হাস্যপূর্ণ মধুর বাক্য, সেই বিলোল কটাক্ষ, সেই নখক্ষতাদি চেষ্টা ও সেই সুরতকালীন যে মধুর শব্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা মনে করিলে এখনও আমার হৃদয় অমৃতরসাহ্লাদে মগ্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, পরে তোমার সহিত মিলন-জনিত সুরত-সুখ-রসায়নে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম। তাই শ্রমপীড়িত হইয়া শরতের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ চন্দ্রবিম্বসদৃশ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে চন্দন-কর্দ্দম-শীতল সুধাকর হইতে সমুৎপন্ন বজ্রতুল্য একান্ত অসম্ভাব্য চিতাগ্নি—আমি আমার শয্যায় দেখিতে পাইলাম; দৃষ্ট হইল—ক্ষীরসমুদ্রের বাড়বাগ্নির ন্যায় উহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ১৫-১৬

রাজ-সহচরগণ এই সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতে লাগিল, হে রাজন্! দয়িতের এই কথা শুনিয়া সেই মুগ্ধস্ত্রী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সে প্রগাঢ় মূর্চ্ছায় অভিভূত হইল। সেই সুন্দরীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার পতি তখন শীতল পদ্মপত্র-ব্যজনে তাহাকে আশ্বাসিত করিল এবং তাহার কণ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক এই মন্দরগিরিতে বাস করিতে লাগিল। তখন আবার সেই প্রিয়তমানুরক্ত পুরুষ স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার সেই শেষ অংশ শুনুন। সে বলিয়াছিল,—অয়ি প্রিয়তমে! আমি কিছু কাতর হইয়া যেমন 'হা অগ্নি' মাত্র এই কথা উচ্চারণ করিলাম, অমনি সেই সমবেত পথিকগণ আনন্দিত হইয়া আমার সেই চিতাগ্নি নিবাইয়া দিল। আমি পুনর্জীবন লাভ করত আনন্দিত হইলাম। পথিকগণ আমাকে চিতা হইতে তুলিল। তাহারা আমার দেহে তরুমঞ্জরী দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল এবং সকলেই সানন্দে হাস্য, নৃত্য ও উল্লম্ফন করত সেই স্থান পূর্ণ করিয়া তুলিল। ১৭-২১। তাহার পর আমি সেই শ্মশানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম,—সেই শ্মশান সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেহবৎ বিষ-বিনায়কগণের অভিমত এবং ভীম ভুজগ, শব ও চন্দ্রতুল্য শুভ্র অস্থিতে পরিপূর্ণ। সেখানে প্রবলতর কঠোর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ঐ বায়ু ভস্মসমূহ ছড়াইয়া দিয়া পার্শ্বস্থ কাননসমূহের হরিৎকান্তি হরণ করিয়াছে;

উহার প্রবাহে অস্থিগন্ধ সকল পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; উহা পাংশুমিশ্রিত নীহাররাশি চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। ঐ বায়ু সকলের কেশসমূহ বিধূনন করিয়া আকাশকোষস্থ শরাকার ধরিয়াছে এবং রুদ্রদেবের ভূষণযোগ্য অস্থিপুঞ্জের আঘাতে ঘোর শব্দ উত্থাপন করিতেছে। সেই শ্মশানভূমির জ্বলন্ত চিতা হইতে ধূমরাশি প্রবাহরূপে বাহির হওয়ায় স্ফুলিঙ্গময় পবন দ্বারা বৃক্ষনিচয়ের পত্রসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; সেই ভীষণ স্থান অগ্নি, বায়ু ও যমের বিহারভবন হইয়া উঠিয়াছে। ঐ স্থান প্রমত্ত শৃগাল, কাক প্রভৃতির কর্কশ শব্দে ভীষণ হইয়াছে; অর্দ্ধদগ্ধ অস্থিমালায় ভরিয়া গিয়াছে এবং ঐ স্থান হইতে বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। ঐ শ্মশানে দাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল শব আনীত হইয়াছে, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব আত্মীয়গণের ক্রন্দনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ স্থানে পক্ষিকুল শবদেহের অন্ত্র-তন্ত্র টানিয়া বাহির করিতেছে; তাহাতে উহা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ শ্মশানের কোন স্থান চিতাগ্নিশিখায় সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কোথাও মহাকেশসমূহ মহামেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং কোন স্থান রাত্রিকালীন অস্তগিরির ন্যায় দৃষ্টিপথে পড়িতেছে; আমি তখন সেই শ্মশানকে এইপ্রকার ভয়াবহ দেখিয়াছিলাম।২২-২৭

ঊনবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ

সহচরগণ বলিতে লাগিল,—ঐ দেখুন, দেব! সেই প্রণয়িযুগল এইপ্রকার আলাপ-আলোচনার পর উৎকৃষ্ট মদিরাপানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দেখুন, ঐ স্থানে পুষ্পপরাগমণ্ডিত বিবিধ সমীরণ কদলী ও কন্দলী প্রভৃতির স্বচ্ছ পুষ্পসকল বিকসিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সমীরণ কান্তক্ষিপ্ত ললনাকুলের বিলাসক হইয়া নানারূপ আহ্লাদজনকভাবে চলিতেছে, আর ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ শোষণ করিতেছে। ঐ দেখুন, লবণসমুদ্রের বায়ু কুলাচলসমূহের গুহাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহাবলবান্ সিংহের ন্যায় মেরুশিখরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।১-৪। ঐ দেখুন, জলকল্লোলোদ্ভূত যে সকল বায়ু তমাল ও তালবৃক্ষসমূহে বালকের ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া পরে বৃক্ষশীর্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই বায়ু এখন পুষ্পধূলিধূসরিত হইয়া, মন্দ মন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া উদ্যানমধ্যে রাজার ন্যায় বিহার করিতেছে। এই যে বংশবন-পরিশ্রান্ত শ্রান্ত বনপবন, এ যেন

হস্তিনানগরের নারীকুলের নিকট শিক্ষা পাইয়াই গান গাহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ণিকার-বৃক্ষসমূহ বায়ুকে তিরস্কার করিয়াছিল; এই জন্য বোধ হয় ভ্রমরসমূহ দূর হইতে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে। এই তালবৃক্ষ অত্যুচ্চ স্তম্ভের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, সেই জন্য যাচকগণকে ফলপল্লবদানে অসমর্থ হইয়াছে। ৫-৯। রাজন্! গুণহীন জড়াত্ম বস্তুনিচয়ের রাগ শুধু শোভারই জন্য। উদাহরণ দেখুন, কিংশুক বৃক্ষ মাত্র রাগবশেই বাজবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ঐ বৃক্ষকুসুমসমূহ আগুচ্ছ কর্ণিকারময় হইলেও দর্শকগণের বিকারের হেতু হইয়াছে। ঐ সকল পুষ্পের কিছুমাত্র গন্ধ নাই; সুতরাং গুণহীন জীববৎ ইহা দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি কিছুই হইবার নহে। এই তো অসিত তমালবৃক্ষরাজি বর্ত্তমান। ইহাদের বিলোল মঞ্জরীসমূহ তড়িদাকারে শোভা পাইতেছে; তাই চাতককুলের অকারণ মেঘভ্রম উৎপাদন করিতেছে। এই তো উন্নত বংশসমূহ পত্রভূষিত ও দুর্ভেদ্য শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে; উহারা নিজ কান্তিচ্ছটায় শৈল-নিকর সমাবৃত করিয়া গুণযুক্ত মহাবংশের ন্যায় অবস্থিত আছে। ঐ মেঘমালা স্বর্ণসানুরূপ আসনে সমাসীন হইয়া পীতবাসা বিষ্ণুর ন্যায় বিদ্যুদাচ্ছাদিত অম্বর ধারণ করিয়াছে। যাহাতে প্রবেশ-নির্গম-ব্যাকুল বিহঙ্গগণের ন্যায় ভ্রমররূপ শরসমূহ উপবেশন করিতেছে, সেই কিংশুক যোদ্ধার ন্যায় রক্তাক্তকলেবর হইয়া অবস্থান করিতেছে। ১০-১৫

প্রমত্ত কামী গন্ধর্ব্ব মন্দারমঞ্জরীর জ্যোতিতে অকুণিত মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরে প্রসুপ্ত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, মহারাজ! ঐ পথিক বিদ্যাধরগণ কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া বীণা প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে মধুর স্বরে গান গাহিতেছে। ঐ দেখুন, কল্পবৃক্ষের অরণ্যে প্রতি পল্লবে পল্লবে বিশ্রান্ত সুরসুন্দরীগণ গীত ও হাস্য করিতেছে। ঐ রমণীয় মন্দরপর্ব্বতে সেই মন্দপাল-নামক উদার ঋষি বাস করেন; ঐ ঋষিরই সেই প্রখ্যাতনাম্নী পক্ষিণী পত্নী হইয়াছিল। ঐ দেখুন, দেব! ঋষিকুলের আশ্রমসমূহ; উহা সর্ব্ব-ঋতুতে ফলপুষ্পদায়ক ও নানাবিধ বৃক্ষনিচয়শালী। ঐ সকল আশ্রমে সিংহ, হস্তী, নকুল ও সর্প প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী জীবগণ স্বাভাবিক দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সপ্রণয়ে বসবাস করিতেছে। ঐ দেখুন, সমুদ্রতীরে কত প্রবালতরুশোভিত লতা আছে; উহাদের পল্লবস্থিত জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যদেব প্রতিবিম্বিত হইতেছেন; তাহাতে ঐ সকল লতা অত্যন্ত সুশোভিত হইয়াছে। তরুণীগণ যেরূপ বিলাসীদিগের বক্ষঃস্থলে সবিলাসে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ মণি-মাণিক্যনিচয়ের আকরে তরঙ্গসমূহ আবর্ত্তমালায় পরস্পর বিহার করিতেছে। ১৬-২২

হে মহারাজ! ঐ শুনুন, নাগলোকস্থিত রমণীবৃন্দের যাতায়াতে তাহাদের

যে স্বর্গীয় ভূষণঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহা সুস্পষ্টভাবেই শুনা যাইতেছে। এই সকল স্থান গজগণ্ড-চ্যুত মদোন্মত্ত ভ্রমরীদিগের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহা ঐরাবতের স্নানভূমি বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই কাননরূপিণী রমণী অত্যন্ত প্রশংসার্হ; এখানকার পরিমলগন্ধই ইহার নিশ্বাস, ছায়াই শীতলদেহ ও বিকসিত পুষ্পই নয়ন; এই রমণী নানাবিধ পুষ্পসজ্জায় শোভিত, উহার বনবিন্যাস বস্ত্রসমূহ, নির্ঝর বিমল হাস্যতুল্য এবং বিকীর্ণ কুসুমকলাপ আস্তরণসদৃশ। ২৩-২৭। প্রশস্তহৃদয় মানবেরা নন্দনবনে যেমন আনন্দলাভ করিয়া থাকে, স্তব্ধ শুষ্ক বনভূমিতেও তাহাদের সেইরূপই আনন্দ হয়। ঋষিদিগের বিষয়বিমুখ চিত্ত ও বিষয়ার্থিগণের অনুরক্ত চিত্ত, এই দ্বিবিধ চিত্ত হরণ করিবার শক্তি এই রমণীয় বনভূমিরই আছে। সমুদ্রতীরস্থিত যে সকল পর্ব্বতের বপ্রসমূহ জল দ্বারা ধৌত হইয়াছে, তাহাদের পাদপর্ব্বতসমূহ নূপুরের ন্যায় রত্নরাজি-শোভিত হইয়া শব্দায়মান হইয়াছে; যে সকল পুন্নাগ-নগবিশ্রান্ত স্বর্ণচূড় পক্ষিগণের কান্তি কান্ত সুবর্ণের ন্যায় দেদীপ্যমান, ঐ দেখুন, তাহারা নভোমণ্ডলে দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আরও দেখুন, ভ্রমর ও মেঘরূপ ধূম ও প্রস্ফুটিত চম্পকবনময় পর্ব্বত প্রজ্বলিত পদার্থের ন্যায় বায়ুভরে কাঁপিতেছে। কোকিল কোকিলাকে আলিঙ্গন করত গীতালাপ করাইতেছে। ঐ দেখুন, লবণসমুদ্রের তটভূমিসমূহ উপায়নপাণি রাজকুলের কলকল-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। ২৮-৩৪

হে মহারাজ! লবণসমুদ্রের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে যে সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমাগত হইয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে জয় করিয়া নিজের বশীভূত করিয়া লউন। সকল দিকের সকল স্থান রক্ষার জন্য আপনি ক্ষমা সহকারে অস্ত্র ধারণ করুন এবং চির-তুলনাহীন বীর্য্য প্রকাশ করত শান্তির সহিত সকলের শাসনসংরক্ষণ বিধান করুন। ৩৫

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তাহার পর সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইলেন এবং তখন হইতে সেই স্থানেই যথাক্রমে নিজ নিজ বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ বিঘোষিত করিবার নিমিত্তই যেন সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া

পাতালতলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় শ্যামকান্তি রজনীর বিস্তার হইল। তাহা দেখিয়া তাঁহারা দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিয়া নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিলেন। ১-৪। তাঁহারা নদী-স্রোতোবৎ সমুদ্র পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন; এখন বিস্মিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আহা! দেব-দেব অগ্নিদেবের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! আমরা তাঁহারই অনুগ্রহে এবং আমাদের উৎকৃষ্ট বাহকগণের সহায়তায় আজ এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছি, এই সুন্দর দৃশ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ! এ দিকে অনন্ত সমুদ্র, তার পর দ্বীপসমূহ এবং তাহার পর সর্ব্বসমুদ্রের অধিপতি আর এক মহাসমুদ্র বিদ্যমান। ৫-৭। আবার এই দিকে দ্বীপ; তাহার পর সমুদ্র; এই সমুদ্রই কি শেষসীমায় অবস্থিত কিম্বা তাহারও পরে আবার দ্বীপ রহিয়াছে? এইরূপ মায়ার পরিমাণফল কত এবং কিরূপ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং আমরা হুতাশনদেবের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপায় অনায়াসে আমরা দিঙ্মণ্ডলের সীমাভাগ দেখিতে সমর্থ হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা সকলেই একযোগে যথাযথ স্থানে উপবেশন করিয়া সমস্বরে ভগবান্ অগ্নিদেবের উপাসনা করিতেলাগিলেন। পরে তাঁহাদের প্রতি চিরপ্রসন্ন মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—বৎসগণ! তোমরা ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। ৮-১১

বিপশ্চিদ্‌গণ বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমরা এই স্থূলদেহের, মন্ত্রদেহের এবং মনের অগম্য পঞ্চভূতাত্মক দৃশ্যের শেষসীমায় যাহাতে যাইতে পারি, এবং যাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিযোগ্য বিষয়সমূহ দেখিতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ শ্রেষ্ঠ বরই প্রদান করুন। আরও যে সকল পথ যোগিজনগম্য ও যাহা মনোমাত্রের দৃশ্য, আমরা আমাদের এই স্থূলদেহেই যাহাতে সেই সকল স্থানে যাইতে পারি, এবং যোগলভ্য পথে গমনসময়ে মৃত্যু যাহাতে আমাদিগকে অধিকার করিতে না পারে, আপনি সেই বর প্রদান করুন। ১২-১৫

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে, অগ্নিদেব বলিলেন,—তথাস্তু। তাহার পর তিনি সমুদ্রগমনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অগ্নি অন্তর্দ্ধান করিলে পর রাত্রি সমাগত হইল। কিছুকাল পরে সেই রাত্রিও অতিক্রান্ত হইল। পরে দেব দিনকর পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইলেন। তখন সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়েরও সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা দেখা দিল। ১৬-১৭

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় প্রাতঃকালে পৃথিবীর যথাশাস্ত্র সমস্ত শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। মন্ত্রিগণ প্রীতিপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। রাজ-পরিবারগণ সকলেই শোকাশ্রুমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া নির্ম্মমভাবে মাৎসর্য্য, অভিমান, লোভ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিলেন; মুখে বলিলেন,—আমরা দিগন্ত দেখিয়া সমুদ্রপার দর্শন করিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা মন্ত্রশক্তি দ্বারা সকলেই উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইলেন এবং হাঁটিয়াই সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। বিপশ্চিৎগণের প্রত্যেকের সহিত এক এক জন ভৃত্য চলিল; তাহারাও প্রত্যেক দিকে সমুদ্রে প্রবেশ করিল। ১-৪

বিপশ্চিৎগণ সাগরজলে তরঙ্গের উপর পাদবিন্যাস করিয়া এক এক জন বিমুক্তদেহে যাইতে লাগিলেন। সমুদ্রতীরে তাঁহাদের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা তখনও তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শারদ মেঘবৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হস্তিচালকের প্রেরণায় হস্তিগণ যেরূপ দ্রুত গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারাও তখন সমুদ্রে পাদ-চালন পূর্ব্বক সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় আরোহণ ও অবরোহণক্রমে পর্ব্বতসদৃশ তরঙ্গমালার শোভা হরণ করিয়া তাঁহারা ভগবন্মূর্ত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রধারী বিপশ্চিৎ কখনও কোন স্থানে সমুদ্রে প্রমত্ত মকরগ্রস্ত হইয়াও মন্ত্রবলে আবার দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জলকল্লোলে বিশ্রান্ত ও বায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়াও মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত যোজন দূরে যাইতে লাগিলেন। ৫-১১। সমুদ্রের জলকল্লোল যেন গজরাজ, তাঁহারা সেইপ্রকার হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক রাজ-হস্তিসমূহের পৃষ্ঠারোহণশ্রী ধারণ করিলেন। তাঁহারা তটাহত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় নিজ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গস্থিত মুক্তামাণিক্যশ্রেণীতে তাঁহাদের মূর্ত্তিসমূহ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাঁহারা একাকী হইলেও পুরুষকারপরম্পরাবৃত বলিয়া উপলব্ধ হইতে লাগিলেন। ১২-১৫

তাঁহারা শ্বেতবর্ণ হিণ্ডীরপিণ্ড-সমূহের মধ্যে আরোহণ করত শুভ্রপদ্মগত রাজহংসদিগের ন্যায় শোভান্বিত হইলেন। ভীষণ বেলাবন-বিজৃম্ভিত সমুদ্রের গভীর উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে সেই পর্ব্বতসদৃশ বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় কিছুমাত্র ভাত বা বিচলিত হইলেন না। গগনচুম্বী সজল পর্ব্বতসমূহের পতন ও

উৎপতন জন্য তাঁহারা কখন পাতালে এবং কখন বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ; বারিপ্রবাহের পতনরূপ পটাবৃত হইয়া তাঁহারা মেঘবিতান-বেষ্টিতবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। জলময় তরঙ্গশ্রেণীর শ্বেতবর্ণ জলবিন্দু দ্বারা তাঁহাদের দেহচ্ছবি পুষ্পভূষিতবৎ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কুলীর-কর্কট-কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ আবর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিভ্রান্ত মকরসমূহ তাঁহাদের সহচরের স্থান অধিকার করিল। এইরূপে তাঁহারা সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ১৬-২০

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! সেই সমুদ্রগামী বিপশ্চিদ্‌গণ এইপ্রকারে দৃশ্যরূপিণী অবিদ্যার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সমুদ্র হইতে দ্বীপ এবং দ্বীপ হইতে সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। যে বিপশ্চিৎ পশ্চিমদিক্‌সীমা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কোন এক অতি বেগবান্ মৎস্য সহসা উদরস্থ করিল। ঐ মৎস্য বিষ্ণুমীন-বংশোদ্ভব। ঐ বিপশ্চিৎ ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে গমন করিলেই মীনগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু মীন তাঁহাকে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইল না। এই নিমিত্ত ঐ মৎস্য ক্ষীরসমুদ্র ত্যাগ করিয়া দূরদিগন্তে প্রস্থান করিল। ১-৪। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ ইক্ষুরস-সমুদ্রস্থিত যক্ষনগরে গমন করিলে সেখানকার বশীকরণচতুরা কোন এক যক্ষিণীর বশীভূত হইয়া তিনি কামুক হইয়া পড়েন। ৫। তৃতীয় বিপশ্চিৎ পূর্ব্বদিক্-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সময় তিনি গঙ্গার সহস্র মুখের বিভেদ দর্শন করেন, সেই সময় কোন এক মকর তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য আসিয়াছিল ; কিন্তু তৃতীয় বিপশ্চিৎ নিজ উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত তাহাকে গঙ্গায় আনয়ন করেন এবং সেখানে তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন। তাহার পর তিনি সেই মকরকে গঙ্গার পথে আনয়ন করিয়া কান্যকুব্জ নগরে নিক্ষেপ করেন। ৬। চতুর্থ বিপশ্চিৎ উত্তরকুরুদেশে গমন করত তথায় ঈশ্বরীর সহিত ক্রীড়ানিরত ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করায় মৃত্যুভয়শূন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই বিপশ্চিৎ মকরাদির গ্রাসে পতিত হইয়াও আবার নিজদেহ লাভ করিতে লাগিলেন এবং বহু দ্বীপান্তরস্থিত কুলাকুলসকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। স্বর্ণচূড় গরুড় পক্ষী সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে পৃষ্ঠে করিয়া কুশদ্বীপে লইয়া যায়। ৭-৯

পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চদ্বীপের কোন বনের ভিতর রাক্ষসের কবলে পতিত হন ; কিন্তু তাহার হৃদয়ান্ত্র বিদীর্ণ করিয়া আবার তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ শাকদ্বীপে দক্ষের শাপে যক্ষ হইয়া শতবর্ষের পর মুক্তি লাভ করেন। উত্তর-বিপশ্চিৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নদী অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্র-মধ্যস্থ সুবর্ণভূমিতে কোন সিদ্ধের অভিশাপে শিলামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর শত বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে অগ্নির প্রসাদে সেই সিদ্ধশাপ হইতে মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ আট বৎসর পর্য্যন্ত নালিকের-নিবাসী-দিগের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাহার পর কালক্রমে তিনি পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০-১৪

তিনি মেরুর উত্তরদিক্‌স্থিত কল্পবৃক্ষারণ্যে অপ্সরাগণের সহিত দশ বৎসরকাল বাস করেন। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ পক্ষিসমূহের বশীকরণ বিষয়ে তত্ত্বাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এক পক্ষিণীর সহিত পক্ষিকুলায়ে দশ বর্ষকাল বাস করেন। তাহার পর মন্দরী-নাম্নী কোন কিন্নরী মন্দরপর্ব্বতের মৃদুলতাময় গৃহে এক দিন সেই পশ্চিম-বিপশ্চিৎকে ভজনা করে। আর সেই পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ নারিকেলবন হইতে ক্ষীরাব্ধির বেলাভূমিতে গমন করিয়া অপ্সরাগণের সহিত কামাকুল হইয়া বিহার করিতে থাকেন। ১৫-১৮

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনে! পরস্পর একই দেহ এবং একই আত্মবিশিষ্ট সেই বিপশ্চিদ্‌গণ কি নিমিত্ত নানারূপ ইচ্ছা-সম্পন্ন হইয়াছিলেন? ফলতঃ জীব এক হইলেও নানা প্রকার ইচ্ছা হইল কি প্রকারে? ১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! সম্বিৎরূপ ঘনাকাশ একমাত্র হইলেও স্বয়ংই নানা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। যে সময় আত্মা সুপ্ত হয়, সে সময় চিত্ত যেরূপ অবিদ্যার বশে বিবিধ ভাব পাইয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা ব্যতীত জীবের জাগ্রদবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও তথাবিধ কর্ম্মসত্ত্বে সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেরূপ কুমুরোদরের আকাশে গিরিনদী প্রভৃতির সহিত নির্ম্মল মহাকাশপ্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ সম্বিদ্‌ঘনের স্বচ্ছতা নিবন্ধন নানারূপে প্রতীত আত্মা স্বাত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। ২-৪ যে যে সময় যে যে ভোগ্য বস্তু যেরূপ অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যের সান্নিধ্য লাভ করে, সেই সেই সময়

সেই সেই বস্তুর দ্বারা সেই চৈতন্যই স্ব স্ব ভোগব্যাপার সম্পন্ন করেন। ইহা চিদ্‌ঘনের স্বাভাবিক গুণ। যদি নানা মাত্র নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত একইরূপ হইয়া থাকে। আরও অনানাত্ব ধর্ম্মের নিষেধ দ্বারা নানাত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে না। সুতরাং বাস্তব আনানা ঘটনা দ্বারা ব্যবহারতঃ নানারূপে প্রতীত হয়; এই জন্য ব্যবহারিক ও পারমাথিক ভেদ নিবন্ধন বস্তুর উভয়াত্মকতা অবিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য সেই বিপশ্চিদ্‌গণের মধ্যে যে যে পদার্থ যাহার সম্মুখাগত হইয়াছিল, তিনি সেই সেই পদার্থে বিস্ময় লাভ করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে এক দেশীয় যোগিসমূহ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করেন এবং ত্রৈকালিক সর্ব্ববিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। ৫-৮

সেই বিপশ্চিদ্‌গণও সেইরূপ হইয়াছিলেন এবং সেইরূপ হইয়াই সেই সকল কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পয়োদ যেরূপ স্বমহিমায় পর্ব্বতনগরাদি নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় অংশভাবে এই সময়ে সৌধক্ষালন, পুটভেদন, জলবর্দ্ধন ও শস্যপরিপোষণ প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন করে এবং 'আমার দ্বারাই এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে' ভাবিয়া তদভিমানী জীব অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও উপপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, তাঁহারা একই সময়ে অসংখ্য জগদুৎপন্ন কর্ম্মসমূহ দেখিয়া থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি,—ভগবান্ বিষ্ণুর চারিটি বাহু; তিনি সেই বাহুচতুষ্টয় দ্বারাই বিভিন্ন কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং জগৎ-পরিপালন পূর্ব্বক বরাঙ্গনা-সম্ভোগও করিয়া থাকেন। ৯-১১। অনেক লোক বহু হস্ত দ্বারা এককালীন অর্থ সংগ্রহ করে; আবশ্যক হইলে সম্মিলিত সর্ব্ববাহু দ্বারা যুদ্ধও করিয়া থাকে। এইরূপে সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় সম্বিন্ময় হইয়াও সর্ব্বদিকে অবস্থান করত সেই সেই বিভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূশয্যায় শয়ন, দ্বীপান্তরে ভোজন, বনশ্রেণীমধ্যে বিহার, মরুভূমিতে ভ্রমণ, গিরিসমূহে বাস, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ, নানা দ্বীপপুঞ্জে বিশ্রাম, মেঘসমূহে গমন এবং সাগরশ্রেণী, বাত্যা ও জলবীচিসমূহের ঊর্দ্ধে আরোহণ, তথা স্থলে ও সমুদ্রের তীরস্থিত নগরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৯-১৬। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ যক্ষ দ্বারা সম্মোহিত হইয়া শাকদ্বীপের অভ্যন্তরস্থিত পর্ব্বততটে সপ্ত বর্ষকাল বাস করেন। ইনি অত্যন্ত পাষাণজল পান করিয়া সেই অবস্থায় সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। শাকদ্বীপের অস্তশৈলশৃঙ্গে যে অভ্র-গুহাগৃহ আছে, পশ্চিম-বিপশ্চিৎ তাহার মধ্যে পিশাচাপ্সরার প্রভাবে একমাস মাত্র কামুকতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। তাহার পর তিনি শান্তভয়-নামক বর্ষে

কোন ঋষির অভিসম্পাতে হরীতকী-বৃক্ষরূপে অন্তর্হিত অবস্থায় বাস করেন। রৈবতক পর্ব্বতে শিশির নামে এক বর্ষ আছে, তাহাতে পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ যক্ষবশীভূত হইয়া দশ রাত্রি সিংহরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিশাচ-মায়ার অবসান হইলে, তিনি এক সুবর্ণকন্দরের ভেক হইয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দশ বর্ষ অবধি বাস করিতে হয়। হিমাদ্রির উত্তর তটে কৌমার বর্ষ আছে। তিনি ঐ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অন্ধমণ্ডূকাকারে এক বৎসর অবস্থান করেন। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ মরীচক বর্ষের কোন বিদ্যাধরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় বেলা-অরণ্যভাগের শীতসুরভি বায়ুতেই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। ১৭-২৪

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! পূর্ব্বে যে শান্তভয় নামক বর্ষের কথা বলিয়াছি, উহাতে জলধরাখ্য এক শৈল আছে। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ ঐ শৈলের হরীতকী-বনে হরীতকী-বৃক্ষাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি শিলাসম্পর্কিত জল পান করিতে করিতে শাকদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর এই ঘটনা পাশ্চাত্য-বিপশ্চিতের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি সেই স্থানে আগমন করিয়া শাপদাতা ঋষিকে প্রসন্ন করেন এবং পূর্ব্ব-বিপশ্চিতের বৃক্ষত্ব দূর করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ নিজে শিশির নামক বর্ষে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ আসিয়া গোমাংসাদি দান করিয়া, শাপদাতা পিশাচকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে অচিরাৎ মুক্ত করিয়া দেন। কোন গোরূপধারিণী পিশাচী পশ্চিম-বিপশ্চিৎকে অভিশাপ দিয়াছিল, তাহাতে তিনি অস্তাচলশৃঙ্গের অপরপারস্থিত শিখবর্ষে এক বৎসরকাল বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই প্রদেশেরই ক্ষেমক বর্ষে দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ যক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোন যক্ষের কৃপায় মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানের বৃষক বর্ষে কেশর নামক এক পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ সিংহাকার প্রাপ্ত হয়েন; অনন্তর পশ্চিম-বিপশ্চিৎ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ১-৬

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনে! যোগিসমূহ একদেশস্থিত হইয়া কি করিয়া

সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করেন, আমার জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশ করুন। ৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যে সকল ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ, তাহাদের দৃষ্টিতেও যখন ভূতভৌতিকাদি বিবিধ স্থূল বস্তুর সদ্ভাব আছে, তখন প্রবুদ্ধের মনোমাত্র বস্তুরূপে সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার সমাধান হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দৃশ্যের ধ্বংসপ্রায় সময়ে যোগিগণের দৃষ্টিতে চিন্মাত্রসত্তা-সামান্য ভিন্ন অনাত্মস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিভাস হয় না। ফলতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড বা জাগতিক বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই; তাঁহারা দেখিয়া থাকেন, সকলই চৈতন্যময়। হে রাম! যিনি সর্ব্বগতি সর্ব্বাত্মক ব্যক্তি, বলিতে পার, কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে কোথায় কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশকার্য্যে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হয়? হে রাম! যাহা কিছু ভূত, ভাবী এবং বর্ত্তমান, স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সেই সেই সময়ে সেই সেই স্থানে প্রকাশমান, সে সকলের কোন কিছুই আমাদের সেই সর্ব্বাত্মায় বিদ্যমান নাই। ৮-১২। এইপ্রকারে কি দূর, কি অদূর, কি নিমেষ, কি কল্প, কি সেই অতীতাদি প্রপঞ্চ, সমস্তই সত্তাসামান্যস্বরূপ ত্যাগ করে। দেখ, যথাস্থানস্থিত মায়াপ্রপঞ্চসমূহ সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপেই অবস্থান করে; এই জন্য বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ সর্ব্বাত্ম ব্রহ্ম আকাশত্বকামনায় আকাশস্থ হইয়াছেন। জগদাত্মা মায়াশবল; এ জগতে দৃষ্ট-দৃশ্য-ভাবাপন্ন হইয়া তিনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপে সমুদিত হইতেছেন। তিনিই এই বিশ্বের আত্মা; তিনিই দৃক্ ও বপুঃস্বরূপ। এই নিমিত্ত কখনও কেহই তাঁহার জ্ঞাননিরোধ করিতে সমর্থ নহে। হে তত্ত্বজ্ঞ! বুঝিয়া দেখ, যিনি সাধ্য এবং অসাধ্য এই উভয়স্বরূপ, কোন্ বস্তু তাঁহার অসাধ্য? সুতরাং ঈশ্বর একই, মাত্র চৈতন্যোপাধির নানাত্ব নিবন্ধন এক ভাবাপন্ন চিতের মহিমাবলে সেই বিপশ্চিৎ-সমূহের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়াছিল। যদি চ প্রবোধানুগামী পরম পদার্থ ঈশ্বরচিৎ একই, তথাপি তাহাতে সর্ব্ববিষয়ে সকলকর্ম্মেই সংযোগ অসম্ভব নহে। ফল কথা, বোধশবল আত্মরূপে কিছুই তাঁহার অসাধ্য নহে। এইরূপে সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় সকলদিকে গমন করিয়া পরস্পরের সর্ব্বব্যাপার সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের দর্শন, অনুভব এবং সঙ্কটে সুচিকিৎসা ইত্যাদি করিতে পারিয়াছিলেন। বোধাকাশ স্ব-স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইলে যথাবস্থিত সুসঙ্গত ব্যক্তিও অন্যথাভাবে উপগত হইতে সমর্থ হয়! ১৩-২১

শ্রীরাম প্রশ্ন করিলেন,—ভগবন্! সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় প্রবুদ্ধ হইয়াও কি জন্য সিংহ-বৃষাদি-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহা আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য প্রকাশ করুন। ২২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! আমি প্রসঙ্গক্রমে বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়ের প্রবুদ্ধভাব ব্যক্ত করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে পারা যায়, তাঁহারা প্রবুদ্ধ ছিলেন না; সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় প্রকৃষ্টরূপে প্রবোধ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বোধ এবং রোধ—এই উভয় দর্শনমধ্যে দোলাচলভাবে অবস্থিত ছিলেন। মোক্ষ ও বন্ধ উভয় চিহ্নই তাঁহাদের বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা দোলায়িত-চিত্ততা নিবন্ধন ধারণার বলে যোগিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; পরন্তু ব্রহ্মপদ অধিগত করিতে সমর্থ হন নাই। আরও তাঁহারা ধারণাগুণে যোগিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবিদ্যাপরিবর্জ্জিত প্রকৃত যোগিত্ব লাভ করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। হে রাম! যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা কি কখন অবিদ্যা দৃষ্টিগোচর করেন? কখনই তাঁহারা তাহা পারেন না। তবে যদি বল, এই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় কিরূপ যোগী? তবে বলিব, ইঁহারা মাত্র ধারণাযোগী। ইঁহারা অগ্নির কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু অবিদ্যা বর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই, পরন্তু তাহাতে আসক্ত ছিলেন; সেই জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। হে রাম! যাঁহারা জীবন্মুক্ত প্রাণী, তাঁহাদের অন্যপ্রকার সমাধির পর ব্যুত্থান-অবস্থাতেই অন্য পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে।২২-২৯। যাহা চেতোধর্ম্ম মোক্ষ, তাহা তাঁহাদের সমাহিত চিত্তে সকল সময়ে অবস্থান করে। পরন্তু যখন দেহভাবাপন্ন ব্যুত্থান অবস্থা, তখন ঐ মোক্ষ অবস্থান করে না। দেহভাবাপন্ন ব্যবহার-অবস্থায় জীবন্মুক্ত দেহের কখনই নিবৃত্তি ঘটে না; এই নিমিত্ত ব্যুত্থানসময়ে পদার্থান্তরের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরন্তু সেই নির্ম্মুক্ত চিত্ত পুনরায় আর অবস্থিত হইবার নহে। বুঝিয়া দেখ, যে ফল একবার বৃন্তচ্যুত হয়, তাহাকে আর কে পূর্ব্বস্থানে সংবদ্ধ করিতে পারে? জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের দেহ দেহধর্ম্মেই আবদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের যে চিত্ত, তাহা পর্ব্বতবৎ অবিচলিতই থাকে। মধুরাদি আস্বাদসুখবৎ মোক্ষমাত্র আত্মসংবেদ্য; পরন্তু তাহা ধারণাদির ন্যায় পরজ্ঞেয় নহে। স্বানুভবপ্রদ আত্মা সুখদুঃখাদি মনোধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া স্বয়ং বন্ধনাদি অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই মনের যেমন মুক্তি ঘটে, সেই সময় তিনি মুক্তিমান্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যাহার অন্তঃকরণ সুশীতল, তাঁহারই নাম মুক্তিমান্। যে চিত্ত পরিতপ্ত, তাহাতেই বন্ধ অবস্থান করিয়া থাকে, খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেহচ্ছেদ করিলেও এই বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না।৩০-৩৬

এ জগতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি রোদনই করুন বা হাস্যই করুন, তাহাতে দেহবশে সুখ-দুঃখ তাঁহার অনুভূত হয় না। শরীরে অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সুখদুঃখাদি গ্রহণ করিলেও আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপ জ্ঞান মনুষ্যদিগের আত্মায় পর্য্যবসিত

হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারসকল আত্মাতেই ঐ ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু দেহাদিতে ঐরূপ কল্পনা হয় না। এই জন্য আত্মার অধ্যাস জ্ঞানের অভাব বশতঃ দেহাদিতে আত্মাভিমানবশে রূপান্তরিত চার্ব্বাক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও কণাদ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী বৈদান্তিকগণের নিকট পরাভূত হন। স্বভাববশে জীবন্মুক্তদিগের দেহাদি কখন জন্মায় না, কিংবা দেহাদি মরিয়াও মরে না, কাঁদিয়াও কাঁদে না। মহদাশয় জীবন্মুক্ত ব্যক্তি হাসিয়াও হাসেন না। ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বীতরাগ হইয়াও সরাগ, ক্রোধহীন হইয়াও ক্রোধী এবং মোহশূন্য হইয়াও মুগ্ধ হন। দর্পণ যেরূপ গগনপথ হইতে অতিদূরে অবস্থিত হয়, সেইরূপ এই সুখ, এই দুঃখ, ইত্যাদিরূপ কল্পনা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকে। যে সকল ব্যক্তির জগদাত্মা জগৎ-স্বরূপ ও অজ্ঞানশূন্য অথচ উহা সর্ব্বত্র একরস ব্রহ্মে বিরাজিত, সেই সকল জীবন্মুক্তগণের সুখদুঃখও আকাশবৃক্ষবৎ অলীক। জয়যুক্ত জীবন্মুক্তগণ শোকরহিত হইয়াও শোকযুক্ত হইয়া থাকেন। ৩৭-৪৩

তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টিতে একমাত্র অচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় আত্মভাবই পতিত হয়। মহাদেব মাত্র নখপ্রহার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার এক মস্তক অক্লেশে ছেদন করিয়াছিলেন। ঐ মস্তক পদ্মের ন্যায় মনোহর এবং উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতেছিল। ব্রহ্মা তাঁহার সেই মস্তক সংযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার উৎপাদনে আর যত্ন করেন নাই। ব্রহ্মা আকাশবৎ অলীক মস্তকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া সে সম্বন্ধে বিরত হইয়াছিলেন। যে বিষয় যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা সেইরূপেই হউক, তন্নিমিত্ত অপর সাধনের কি প্রয়োজন? মহাদেব অনুগ্রহভাজন মদন হইতে মৃগশাবকলোচনা দুর্গাদেবীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন এবং নিগ্রহপ্রাপ্ত মদন হইতে সমাধিসময়ের অশ্রুধারণ করেন। সামর্থ্য থাকিতেও এই দেবদেব মহাদেব ক্রোধ পরিত্যাগ করেন নাই। যখন তিনি মদনভস্ম করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে নারীসদৃশ গুণ দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহলোকের কৃত বা অকৃত বিষয়ে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোনও আবশ্যক নাই। পরন্তু সমূহ জীবের ভিতরেও তাঁহাদের কোনরূপ প্রয়োজনপ্রাপ্তি নাই। ৪৪-৪৯। এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা রাগিতা বা অরাগিতা এই বিষয়ে কোন কিছুতেই কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন না। যেপ্রকারে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে, সেইপ্রকারেই তাঁহারা তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। জনার্দ্দন স্বয়ং জীবন্মুক্ত পুরুষ, তিনি নিজে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং অপরকেও সেইভাবে কার্য্য সম্পাদন করান। সেইরূপ জীবন্মুক্তগণ লীলাসম্বরণের নিমিত্তই অপরের দৃষ্টিতে মৃত হন

এবং নিরন্তর জন্ম ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন। জীবন্মুক্তগণের শক্তি থাকিতেও আজর ও জরীভাব প্রাণিকর্ম্মের নিমিত্তই ত্যাগ করেন না, আর যদিই বা কখন এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি কি হইতে পারে? এই জন্য সেই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বাসনাশূন্য হইয়া অবস্থিত থাকেন। শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু নিরিচ্ছ হইয়াও অবস্থান করেন, ইহাই ইহার উদাহরণ। সূর্য্যদেব জগদ্‌গৃহের আকাশাঙ্গণে কালকন্দুকের ন্যায় অবস্থান করত অনবরত আপনাকে আন্দোলিত করিতেছেন। তিনি ইচ্ছাশূন্য হইয়াও নিজ-শরীরনিরোধে অক্ষমতা প্রযুক্ত যথাযথভাবে অবস্থান করিতেছেন। রোহিণী বল্লভ চন্দ্র কল্পের শেষ অবধি দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে অনর্থকই আক্রান্ত আছেন। তাহার জীবন্মুক্ততা নিবন্ধনই তিনি সেইভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৫০-৫৬

জীবন্মুক্ত অগ্নিদেবও যথাস্থানে অবস্থান করত যজ্ঞের হব্য ও শৈব বীর্য্য-গ্রাস প্রভৃতির দুঃখ ভোগ করিতেছেন। জগদ্‌গুরু শুক্র এবং বৃহস্পতি জীবন্মুক্ত হইলেও বহু বিজীগিষা করিয়া পরে কৃপণের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। জীবন্মুক্ত রাজর্ষি জনক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও এ জগতে বহুবার অনেক প্রবল যুদ্ধে জর্জ্জরীভূত হইয়াছেন। নল, মান্ধাতা, সগর, দিলীপ এবং নহুষ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ জীবন্মুক্তভাবে বহু দিন রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এতদুভয়ের ব্যবহার তুল্য, তবে তাঁহাদের বন্ধ-মোক্ষের হেতু শুধু বাসনা এবং নির্ব্বাসনাই। বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি, বৃত্র এবং অন্ধক প্রভৃতি অসুররাজগণ জীবন্মুক্ত এবং রাগশূন্য হইয়াও রাগযুক্তবৎ ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই জীবন্মুক্তগণের চিদাকাশে লক্ষ্যস্থাপনে রাগ এবং দ্বেষের ক্ষয়োদয়ে অথবা সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা থাকিতেও প্রকটস্বরূপ মোক্ষের সেই সেই বিষয়ে কিছুমাত্র সংস্রব থাকে না। যে সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মাকাশের ন্যায় শুদ্ধজ্ঞানে সমুদয় প্রাণীকে অদ্বয় ব্রহ্মাকাশরূপে লাভ করিয়া থাকেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইবে কি জন্য? যেরূপ উজ্জ্বল আভাসমাত্র ইন্দ্রধনু বিততাকারে বহুপ্রকার বর্ণযুক্ত পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ পরমাণুসমষ্টি অলীক হইলেও প্রকাশ পাইতেছে। ৫৭-৬৬। আকাশ যেরূপ শূন্যতার অনুৎপত্তি ও অনিরোধ হইলেও প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ এই জগৎ অসৎ হইলেও সদ্‌বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এ জগতের আদি, অন্ত বিদ্যমান থাকিলেও ইহা আদ্যন্তহীন। এই জগৎ অশূন্য হইলেও শূন্য, উৎপন্ন হইলেও অনুৎপন্ন এবং বিনাশশীল না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিনাশশীল। এ জগতের উৎপত্তি-বিনাশ থাকে, থাকুক, তাহা হইলেও ইহা সুচিরপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সমাধিকালে নিখিল কল্পনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিদ্রাহীন

আত্মতত্ত্বে অবস্থান করিলে যেরূপ একান্ত চিদাভাস দৃষ্ট হয়, জগতের স্বরূপও ঠিক সেইরূপই ; সমাধিহীন অবস্থায়ও যখন শাখাচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তখন শাখাচন্দ্র হইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত চন্দ্রপ্রাপ্তি সময়ের অন্তরালে যে বিষয়হীন স্থান প্রকট চৈতন্যস্বরূপ, তাহাই হইল এই ব্রহ্মাণ্ড। এই প্রকারে চিদাত্মায় দ্বৈতবিশেষরূপ যে একত্ব এবং সামান্যাকার একত্ব প্রকাশ পায়, তাহা সেই চিদাকাশের স্বাভাবিক অভাব বলিয়া বোধগম্য হয়। তাহা যে মাত্র শূন্য, এ কথাও ঠিক নহে। কারণ, যাহা পূর্ণানন্দৈকরস, তাহাতে শূন্যত্বও থাকিতে পারে না। এই জগদাকাশ আত্মস্বরূপ কিংবা আত্মাবস্থিত ; ইহার উদাহণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভাবী পুর দৃষ্টিগোচর হইলেও অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইলেও পরিদৃষ্ট হয়। ৬৭-৭৩

হে আকাশকোশ-বিশদাশয় রাঘব ! এই দৃশ্য প্রপঞ্চ শিলাঘনবৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মৌনরূপেই অবস্থিত আছে। ইহার স্বীয় আত্মাতেই জগদিত্যাদিরূপ অভিধান বিধান করত সমগ্র প্রাণিনিবহ মোহিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। আহা, মায়ার কিবা অভাবনীয় প্রভাববিস্তার ! ৭৪

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! সেই বিপশ্চিদ্‌গণ এই দ্বীপ-সমুদ্র-বন-গিরি-যুক্ত দিগ্‌দিগন্তে কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন ? ১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই বিপশ্চিদগণ তাল-তমাল-মালা-মণ্ডিত দ্বীপ-সমুদ্র-অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিপশ্চিৎ গজপদপিষ্ট মালাবৎ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপস্থিত গিরিতটে পিষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎকে কোন এক রাক্ষস আকাশে লইয়া গমন করে, ফলে তাহাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হন। পরে তিনি বাড়বাগ্নিতে পতিত ও ভস্মীভূত হন। বিদ্যাধরগণ তৃতীয় বিপশ্চিৎকে ইন্দ্রসভায় উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে অভিবাদন না করায় ইন্দ্রের অভিশাপে তাঁহাকে ভস্মীভূত হইতে হয়। ২-৫। চতুর্থ বিপশ্চিৎ কুশদ্বীপের শৈলতটে গমন করেন। গমনকালে নদীতীরস্থিত একটা মকর তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে। মহাপ্রলয়ে যেরূপ লোকপালগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হন, সেইরূপ

সেই ব্যাকুলচেতা বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। তাহার পর বিপশ্চিদ্‌গণের সম্বিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের বশে ব্যোমরূপ হইয়া পূর্ব্ববৎ মেদিনীমণ্ডল দর্শন করিয়াছিল। সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র ঐ মেদিনীমণ্ডলের বলয়স্বরূপ ও পত্তনসকল ভূষণের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। ফলে চিদাত্মাই ঐ ভূমণ্ডল দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। সুরপর্ব্বতের শূন্যদেশ ঐ চিদাত্মার আসন, ব্রহ্মলোক মস্তকমণি, চন্দ্র এবং সূর্য্য নেত্র, নক্ষত্রসমূহ মুক্তাশ্রেণী, চঞ্চল জলদ নগ এবং বিবিধ বন অঙ্গবলয়স্বরূপ। এইপ্রকারে সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদিগের সম্বিৎ সেই চতুর্থ দেহ দর্শন করিল। তখন আকাশাত্মক বিপশ্চিদ্‌গণ মানস প্রতিভামাত্রে বিষয়ে প্রাতিভাসিক দেহের আধিভৌতিক শরীর হেতু স্থূলভাবসমূহ পূর্ব্বে অবলোকন করিলেন। ৬-১২। এইরূপ নিশ্চিত শরীরের অজ্ঞাত আত্মভাব-প্রাপ্তির পর সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয় এই দৃশ্যরূপিণী অবিদ্যার পরিমাণ কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য পুনরায় চেষ্টিত হইলেন। দৃশ্য ও দর্শনের মধ্যে উৎকীর্ণ মণ্ডলীরূপ অনুভবাকার যে অবিদ্যা, তাহার স্থিতিনিরূপণের নিমিত্ত তাঁহারা দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত মহাদ্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে জনার্দ্দনের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। দ্বীপান্তরে সেই মহাপুরুষ হইতে তিনি অতুলনীয় জ্ঞান অধিগত করিলেন এবং পঞ্চ বৎসর অতীত হইলে, আবার নিজ হৃদয়ে সত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর তাঁহার দেহভাব পরিত্যক্ত হইল। তাঁহার চিত্তে সন্মাত্ররূপতা উদিত হইবার পর, তিনি পরম নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ নিজ শরীরকে পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের পার্শ্বগতরূপে চিন্তা করিতেছিলেন। অনেক দিনের বহু চিন্তার পর তিনি শরীর পরিত্যাগ করত চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩-১৮

দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ শাল্মলী দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে শত্রুকুলের উচ্ছেদসাধন করিয়া এখনও রাজত্ব করিতেছেন। এই বিপশ্চিৎ পরমাত্মতত্ত্ব অধিগত করিয়াও বাহ্য ব্যাপারসমূহ বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন নাই। উত্তর-বিপশ্চিৎ তরল কল্লোলময় সপ্তম সমুদ্রের অন্তরালাবস্থিত কোন এক মকরের উদরে এক সহস্র বৎসর বাস করেন। তাহার পর তিনি তাহার উদরগত থাকিয়াই তাহার মাংস খাইয়া ফেলেন; ইহাতেই সেই মকরপ্রবর মরিয়া যায়। পরে তিনি সেই মকরের গর্ভ হইতে বহির্গত হন। তাহার পর সেই বিপশ্চিৎ দেবগম্য মহামহীতে প্রস্থান করেন। এই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে হিমসদৃশ শীতল-বারিপূর্ণ মধুর সমুদ্রের অবশিষ্ট অশীতি সহস্র যোজন পার হইতে হইয়াছিল। ১৯-২১। পরে বনময় দশ সহস্র যোজন-ব্যবধানে উক্ত মহামহী সুবর্ণ

নির্ম্মিতরূপে দৃষ্টিগম্য হয়। মহামহীতে উপস্থিত হইবার পর তিনি লোকালোক পর্ব্বতে গমন করেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনিও দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই বিপশ্চিৎ দেবসমূহের মধ্যে এক জন প্রধান দেবতা হন এবং সেই অবস্থায় ভূমণ্ডল-বৃক্ষের আলবালরূপে লোকালোক পর্ব্বতে গমন করেন। এই পর্ব্বতের প্রথম ভাগ পঞ্চাশৎ যোজন-বিস্তৃত এবং সৌর ও মনুষ্যলোকের আচারব্যবহারযুক্ত। ঐ বিপশ্চিৎ যখন লোকালোকশৃঙ্গে উপনীত হইয়া তারকাপথে অবস্থিত ছিলেন, তখন অধোলোকবর্ত্তী জনসমূহের দৃষ্টিতে উচ্চস্থ তারকারূপে ভ্রম জন্মিয়াছিল। ২৩-২৯

হে রাম! ঐ মহাপর্ব্বতের অপর ভাগ অন্ধকারময়; উহার চতুর্দ্দিক্ পরিখা-পরিবেষ্টিত, আকাশের ন্যায় শূন্য ও যোজনবিস্তৃত। তাহার পরই এই গোলাকার ভূভাগের পরিসমাপ্তি। ঐ পর্ব্বতের পরবর্ত্তী স্থান মাত্র পরিখাবেষ্টিত, অন্ধকার-পুঞ্জময় ও আকাশবৎ শূন্য। হে রাম! ইহা জানিও যে, ঐ স্থানে একমাত্র অন্ধকারই বিদ্যমান। উহা ভ্রমর, কজ্জল এবং তমালবৃক্ষের ন্যায় অতীব নীলবর্ণ। ঐ স্থানে মৃত্তিকা নাই, জঙ্গমাদি কোন প্রাণী নাই, এমন কি, কোন আশ্রয়ই নাই এবং কোন সময়ে কোন পদার্থেরও উৎপত্তি হয় নাই। ৩০

ষড়্বিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনে! এই পৃথিবী কিরূপে অবস্থিত আছে, কি ভাবে নক্ষত্রসমূহ গমনাগমন করিতেছে, লোকালোক পর্ব্বতের স্বরূপই বা কি, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—চিন্মাত্র বালক এই পৃথিবীর কল্পনা করিয়াছেন। যেরূপ বালককল্পিত কন্দুক আকাশে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ এ পৃথিবী আকাশেই অবস্থিত আছে। যাহার চক্ষু তিমিররোগে আক্রান্ত হয়, সে যেমন কেশগত চন্দ্রাদি দর্শন করে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমে চিদাকাশেরও পৃথিবী প্রভৃতির দর্শন ঘটিয়াছিল। কোন সঙ্কল্প-কল্পিত নগর যেরূপ কোনরূপ আধারধৃত বলিয়া দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ চৈতন্যের পৃথিবী-অনুভব কোন আধার-পরিধৃত বলিয়া লক্ষিত হয় না। ২-৪। চেতনার স্বভাবই হইতেছে চৈতন্য; উহা যখন যে ভাবে যতটুকু প্রকাশিত হয়, চেতনাত্মক পদার্থও তখন সেই ভাবে ততটুকু পরিমাণে

প্রকাশ পায়। তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ তাহার দৃষ্টিতে আকাশের কেশোণ্ডুক দেখিয়া থাকে, তেমনই চিন্মাত্রে যে মহীগোলক প্রকাশ পায়, তাহাও সেই ভাবে অবস্থান করিতেছে। সৃষ্টিসময়ে যদি নদীসমূহের ঊর্দ্ধ-প্রবাহ ও অগ্নির অধোমুখ গতি কল্পনা করা হইত, তাহা হইলে বিপরীত বোধ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহা সেই ভাবেই অবস্থান করিত; কোন প্রকারেই তাহা অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইত না। সুতরাং বাদী ব্যক্তিরা যে ভূমির অনবরত পতন, ঊর্দ্ধগমন, ভ্রমণ ও পতনাদি প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা অল্পবুদ্ধিযুক্ত চৈতন্যসত্তাতেই সত্য; স্বরূপতঃ কিন্তু সত্য নহে। সুতরাং বাদিগণের স্ব স্ব বুদ্ধিতে যে চৈতন্যভান, সেই অনুসারে বিরুদ্ধ নানাত্মকতাও সম্ভবপর। ৫-৮। পৃথিবী নিশ্চলভাব-সম্পন্ন; সেই জন্য স্তব্ধ এবং যে সকল প্রাণীর দৃষ্টি দিবারাত্রি কুণ্ঠাহীন, তাহাদের দৃষ্টিতেই নিয়ত প্রকাশমানা। কিন্তু যাহারা জাত্যন্ধ, তাহাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বদা অপ্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিপরিব্যাপ্ত চৈতন্যে বিরাজমান। সদসদ্‌বাদিগণের চিদ্‌ভাবক্রমে ঐ অখণ্ড নক্ষত্রচক্র ও ভূমণ্ডল লোকালোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। তাহার পর আকাশরূপী সুগভীর গর্ত্ত; উহা একার্ণব সদৃশ মহান্ অন্ধকারপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। পরন্তু লোকালোক পর্ব্বতের উভয় শৃঙ্গের অন্তরালপ্রদেশে কিঞ্চিন্মাত্র সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াও থাকে। নক্ষত্রচক্র অতিদূরে অবস্থিত। মহাশৈলে লোকালোক বিরাটাকারে প্রতিভাত। উহার ঐ অংশে গাঢ় অন্ধকার এবং অধিত্যকা অবধি কোন দেশে তেজেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই জন্য ঐ পর্ব্বতের নাম লোকালোক। লোকালোক পর্ব্বতের পরপারস্থিত গগনমণ্ডল হইতে দশদিকেই অতি দূরে দূরে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। ৯-১৩।

পাতাল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত নক্ষত্রচক্র আছে। সর্ব্বোচ্চে ধ্রুব; ধ্রুব ভ্রমণশীল নহে; তদ্ব্যতীত অপর সকল নক্ষত্রই ভ্রমণ করিতেছে। পাতালের সহিত সমগ্র ভূর্লোককে নক্ষত্রমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই যে প্রদক্ষিণ, ইহাও চিৎকল্পনার অতিরিক্ত কিছুই নহে। লোকালোক এবং ভূর্লোকের দ্বিগুণ গগনমার্গের পর নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। বিল্বত্বগ্‌বৎ স্থিতিশীল দশদিকেই নক্ষত্রচক্রের পরিপুষ্টতা। এইরূপ সন্নিবিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডরূপে যে জগতীস্থিতি, তাহা মায়াশবল ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পরূপ কচচ-কচনরূপেই প্রতীয়মান। ১৪-১৮। আর এক আকাশমণ্ডল আছে, তাহা ঋক্ষচক্র হইতে দ্বিগুণ। তাহারও কোন কোন স্থান আলোকময় এবং কোন কোন স্থান গভীর তমসাচ্ছন্ন। পূর্ব্বকথিত গগনদেশ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডখর্পর বিদ্যমান। ঊর্দ্ধভাগে এবং অধোভাগে শতকোটি যোজন-পরিমিত বিস্তীর্ণ, বজ্রের ন্যায় কঠিন, কল্পনাময়

দুইটি খর্পর; মধ্যস্থলে আকাশ। পরমার্থপক্ষে আকাশবিকার পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্য, ভূতব্যোম চিদাকাশই মহাগোলাকার নভোদেশের সকল দিকেই সূর্য্য, নক্ষত্রজ্যোতিশ্চক্র অবস্থান করিতেছে। ঐ জ্যোতিশ্চক্রে ঊর্দ্ধ বা অধোভাগের নির্দ্দেশ কি? উহার সকলই ঊর্দ্ধ, সকলই অধঃ; সকলই উত্তর, সকলই দক্ষিণ, সকলই পূর্ব্ব, সকলই পশ্চিম। নিখিল বস্তুর পতনোৎপতন, তির্য্যগ্‌গমন প্রভৃতি যে কিছু প্রকাশ পায়, তাহা প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণ অর্থাৎ প্রতিভানমাত্র। প্রকৃতপক্ষে পতন, উৎপতন, গমন বা আগমন, এ সকল কিছুই নহে। ১৯-২৭

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ঐ যে লোকালোক পর্ব্বত ও নক্ষত্রচক্রাদির সংস্থানের কথা বলিয়াছি, উহা আমাদিগের ন্যায় যোগীর প্রত্যক্ষ, উহা অনুমানের বিষয় নহে; আমাদের আতিবাহিক দেহেই আমরা যোগাভ্যাস দ্বারা তত্ত্ববোধরূপ সমগ্র জগৎতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অবশ্য একথা ঠিক যে, উহা আমাদের এই স্থূল দেহে প্রত্যক্ষ হয় নাই, আমাদের দৃষ্ট জগৎস্বপ্নেই লোকালোকাদি অভিহিত হইয়াছে। আমরা যাহা দৃষ্টিগোচর করি নাই, তদ্‌ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডান্তরলক্ষণ জগৎস্বপ্নেও সামান্যতঃ লোকালোকাদির সংস্থান একই প্রকার। আবার কোথাও কোথাও উহার রূপান্তরও আছে। এক্ষণে তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে আপনারা ইহা স্থির জানিবেন যে, সাধারণভাবে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেই সমুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জ, এবং সমুদ্রের উত্তরভাগে মেরু ও দক্ষিণভাগে লোকালোক পর্ব্বত বিদ্যমান। এইরূপ সংস্থান সপ্ত দ্বীপের অধিবাসিগণের পক্ষেই বলা যায়; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে যাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ নির্ণয় সঙ্গত নহে। ১-৬

হে রাম! এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি, আকর্ণন কর। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাণ্ডকপাট বা খর্পরদ্বয়ের প্রমাণ-নির্ণয় করিয়াছি, তাহার বহির্দ্দেশে দশ গুণ জলাবরণ আছে। নিজ শক্তি দ্বারা তৃণমণির তৃণধারণ অথবা কল্পবৃক্ষের নিকট প্রার্থিত রত্নাদিধারণ যেরূপ, স্বীয় স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকপাটের উক্ত জলরাশিধারণও তদ্রূপই। জলের নৈসর্গিক আকর্ষণী শক্তি

না থাকিলেও সর্ব্বত্র পার্থিবাংশের বিদ্যমানতা থাকায় মেঘযুক্ত জল-করকাদি সমুদ্রজলে পড়িয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডাবরণ বারিরাশির বহির্দ্দেশে সেই পরিমাণ নিরিন্ধন তেজোরাশি বিদ্যমান আছে। তেজোরাশির বহির্ভাগে আবার বিস্তীর্ণ বায়ুরাশি অবস্থিত আছে। উক্ত বায়ুর বহির্ভাগে দশগুণ নির্ম্মল আকাশ বিদ্যমান। ৭-১১। তাহার পর অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মাকাশ। ঐ অনন্ত ব্রহ্মাকাশের প্রকাশও নাই কিম্বা তথায় অন্ধকারও নাই। উহা মহাচিদ্‌ঘন অব্যয় পদার্থ। উহার ভিতরে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মাণ্ডের দূরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের বার বার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। ঐ মহাকাশের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, উহা সর্ব্বাত্মস্বরূপ, লৌহসদৃশ ছিদ্রহীন, নির্ব্বাণাকার ও মহাচিদাখ্য। ব্রহ্ম-মহাকাশ প্রকৃতপক্ষে বিকারহীন, উহা দ্বারা কোন কিছুই হইতেছে না, মাত্র ব্রহ্মই অবিদ্যার কর্তৃত্বে জগদ্রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। ১২-১৫

হে রাম! তোমার নিকট এই দৃশ্যানুভবক্রম বলিলাম। এক্ষণে লোকালোক পর্ব্বতে বিপশ্চিতের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। বিপশ্চিৎ দিগন্ত দর্শন করিবার জন্য সংস্কার-নিশ্চয়ে প্রেরিত হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে উক্ত পূর্ব্বকথিত তমোবিবরে পতিত হইলেন। তাহার পর এক পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ পক্ষী তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। পরে সেই স্থানে মনোময় শরীর নিজ পূর্ব্বচিন্তিত দিগন্ত দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। সেই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া তাঁহার আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিকতা সংস্কার উদ্ভূত হইল। তদ্ব্যতীত সেইটুকুমাত্র প্রবোধযুক্ত বিপশ্চিৎ-দেহত্রয় অতিরিক্ত বিশুদ্ধ চিন্মাত্রাত্ম-বিষয়ক প্রবোধও অধিগত হইলেন। এইপ্রকারে দিগন্তদর্শনের শেষ হইল জানিয়াও তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ১৬-২০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেহাভাব অবস্থায় চিত্তের প্রসার কিরূপে হওয়া সম্ভব এবং পূর্ব্বদেহ হইতে আতিবাহিক দেহের বিশেষত্বই বা কিরূপ? ২১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! অন্তঃপুরবাসিগণের মন যেরূপ সঙ্কল্পের পথে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই বিপশ্চিতের মনও সঙ্কল্পমার্গেই ধাবিত হইয়াছিল। ভ্রান্তিসময়ে মনোরাজ্য ও স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানে এবং কথা শ্রবণ করিয়া মন যে প্রকার প্রসৃত হয়, সেইভাবেই সেই বিপশ্চিতের মনঃপ্রসার সম্ভব হইয়াছিল। যে দেহে ভ্রম, স্বপ্নাদি ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই আতিবাহিক দেহ বলিতে পারা যায়। কালপ্রভাবে আতিবাহিক দেহাভিমানের যখন বিলোপ হয়, তখন আধিভৌতিক বুদ্ধি উদ্ভূত হয়, বিচার দ্বারা আধিভৌতিক ভ্রম দূর হইলে আতিবাহিক দেহই বর্ত্তমান থাকে। ইহার দৃষ্টান্তরূপে রজ্জু এবং সর্প-ভ্রম-বিচারে, মাত্র রজ্জুরই অবশেষের কথা বলা যাইতে পারে। আবার

ঐ আতিবাহিক দেহেরও নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাও চিন্মাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ২২ ২৬। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনের অভ্যন্তরেও ঐ অনন্ত চিন্মাত্র এক সম্বিদেরই রূপ বর্ত্তমান; সুতরাং কোথায় দ্বৈত, কোথায় দেশ, আর কোথায়ই বা রাগাদির অবস্থান বলিতে পার কি? এ সকলকেই আদি-অন্তহীন নিত্যবোধাত্মক শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিবে। নির্গলিত মন-মননই নির্ম্মল এবং উৎকৃষ্ট বোধ; সেই আতিবাহিক দেহাভিমানী বিপশ্চিৎ সেইরূপ বোধ পাইলেন না, তাহার বিপরীত আতিবাহিক দেহমাত্র আত্মবোধ দ্বারা তিনি বিশিষ্ট হইলেন। এইরূপ বোধ জন্য সেই বিপশ্চিৎ মনকে গর্ভবাসসদৃশ তমঃপ্রদেশে যাইতে দেখিয়াছিলেন। ২৭-৩০।

অনন্তর কোটি-যোজনপ্রসৃত স্বর্ণময় ব্রহ্মাণ্ডের কপাটসদৃশ বজ্রসারের ন্যায় ভূতল তিনি দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি ব্রহ্মাণ্ডকপাট হইতে আট গুণ অধিক জলরাশি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ জলরাশি কপাটভূমির ন্যায় বলিয়া দ্বীপান্তে সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত। বিপশ্চিৎ উহা অতিক্রম করিয়া ভয়াবহ প্রলয়ানলসদৃশ ঘন জ্বালাপিণ্ডকোঠরতুল্য ভাস্বর তৈজসাবরণ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার দাহ-শোকাদি-বর্জ্জিত মনোময় শরীরে ঐ তৈজসাবরণ পার হইলেন এবং পূর্ব্বকথিত বায়ব্যাবরণে বহন অনুভব করিতে লাগিলেন। বিপশ্চিৎ সেই বায়ব্যাবরণে উহ্যমান হইয়া আতিবাহিক আত্মাকেই বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই চিন্মাত্রাত্মা অনুভব করিয়াছিলেন, যেন স্বকীয় কিছু উহ্যমান হইতেছে ৩১-৩৫

এইরূপ বোধের সহায়তায় ঐ ধীরপ্রকৃতি বিপশ্চিৎ বায়ুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার পর তিনি সেই বায়ুসাগর হইতেও দশ গুণ অধিক আকাশমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি ঐ আকাশমণ্ডল অতিক্রম করিয়া অপার অনন্ত অবিদ্যাশবল ব্রহ্মাকাশ প্রাপ্ত হইলেন; যাহা হইতে নিখিল উৎপত্তি-স্থিতি হইয়া থাকে, সেইপ্রকার অবর্ণনীয় ব্রহ্মাকাশে সেই বিপশ্চিৎ তখন মনোময় শরীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আরও দূরে প্রস্থান করিলেন, সংস্কার বশতঃ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও জগৎ তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি আবার সংসাররচনা, স্বর্গসংস্থান, দিক্‌চক্রবাল, পর্ব্বতসমূহ, আকাশমণ্ডল এবং মনুষ্যসমুদয় দৃষ্টিগোচর করিলেন। আবার পঞ্চ মহাভূত, এবং সেই পঞ্চভূতে নিখিল জগৎ, আবার স্বর্গসংস্থান, দিঙ্মণ্ডল, অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মাকাশ, স্বর্গ, এবং অন্য অব্যবস্থান্বিত বস্তুসকল তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। এইপ্রকারে সেই বিপশ্চিৎ বহুদিন বিচরণ করিয়াছেন, এবং এখনও সেইভাবেই অবস্থান করিতেছেন। ৩৬-৪১। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি চিরাভ্যস্ত সত্যতা-বিশ্বাস থাকায় আজও

তিনি নিবৃত্ত হন নাই। এই জন্য আজও তাঁহার অবিদ্যার অবসান ঘটে নাই। ফল কথা, অবিক্রিয়স্বভাব ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। এই যে নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ, ইহাই অবিদ্যারূপে কথিত। দৃক্‌স্বভাবই আত্মা, তিনি স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাব। জাগ্রৎই হউক কিংবা স্বপ্নই হউক, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম পূর্ব্বে যে যে ভাবে দৃষ্ট হইয়াছেন, এখনও সেই সেই ভাবেই দৃষ্টিগম্য হইতেছেন; পরবর্ত্তী সময়েও তিনি সেই সেই ভাবেই দৃষ্ট হইবেন। ব্রহ্ম নিত্য বস্তু; তিনি সেইরূপেই নিত্য ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। ছিল, আছে এবং থাকিবে ইত্যাদি ক্রমযুক্ত জগৎ-প্রতিভা নিদ্রিত নেত্রদ্বয়ের তৈমিরিক চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই প্রতিভা চিন্ময়াত্মদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে সৎ নহে এবং অজ্ঞদৃষ্টিতে অসৎও নহে। ৪২-৪৫

হে রঘুকুলোত্তম! রঙ্কু নামক মৃগ যেরূপ অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই বিপশ্চিৎ অসংবিদিত-পরমতত্ত্ব নিবন্ধন তনুতর বৈশ্বানরোদরের মধ্যেও পূর্ব্বদৃষ্ট এবং তত্তুল্য অন্য জগতে বার বার বিচরণ করিতেছেন। ৪৬

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশদধিক-শততম সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুর কৃপায় এক বিপশ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়াছেন; অন্য বিপশ্চিৎ অবিদ্যার বশে বারম্বার ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিলাম। অন্য দুই বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে শাল্মলীদ্বীপ-রাজ্যে ভোগাসক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দিগন্তদর্শনরূপ দেববর সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আপনি তাহা বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই বিপশ্চিৎ-দ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ-বিপশ্চিৎ চিরাভ্যস্ত বাসনাবশে নানা দেহ ধারণ করত বিবিধ দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর-বিপশ্চিতের পথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তর-বিপশ্চিতের ন্যায় তিনিও ব্রহ্মাণ্ডাবরণ উন্মোচন করিয়া পরমাকাশাভ্যন্তরে অনন্ত সংসারপরম্পরা দর্শন করিতে করিতে অদ্যাপি অবস্থিত আছেন। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে চন্দ্রের নিকট ছিলেন; চন্দ্রের মৃগের উপর তাঁহার অতিশয় স্নেহ হইয়াছিল; সেই জন্য সেই মৃগের সঙ্গ বশতঃ তিনি ভ্রমণময় দেহোপলক্ষিত মৃগরূপে অদ্যাপি পর্ব্বত-প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। ২-৪

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সেই বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়ের সর্ব্বদা একত্ব বাসনার উদয় ছিল। তবে কি নিমিত্ত তাঁহারা উত্তমাধম ফল প্রাপ্ত হইলেন? ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রাণিনিবহের নিজাভ্যস্ত বাসনা দেশ, কাল ও ক্রিয়া বশতঃ কোমল হইলে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে; আর যদি উহা কঠিন হয়, তবে অন্যথাভাব ঘটে না। দেশ, কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির একত্ব এবং বাসনার একত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বলবান্ হইবে, তাহারই নিশ্চয় জয় হয়। ঐরূপ বিভাগ জন্যই সেই বিপশ্চিদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অবিদ্যাবাধ্য, এক জন মুক্ত এবং এক জন মৃগরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই ভ্রান্তিবুদ্ধিশালী বিপশ্চিৎ-ত্রয় অবিদ্যার অন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। অবিদ্যা সহস্র সহস্র ভ্রান্তি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া অনন্তাকারে বিরাজিতা। ৬-৯

সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারপুঞ্জ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়, সেইরূপ যখন বিজ্ঞানালোক প্রস্ফুট হয়, তখন অবিদ্যার শীঘ্রই উপশম ঘটে। পশ্চিম-বিপশ্চিতের স্ব-বাসনাকল্পিত জগতে যে প্রকারে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পশ্চিম-বিপশ্চিৎ যখন স্মৃতিভ্রম বশতঃ মধুর-সমুদ্রের পরপারস্থিত স্বর্ণভূমির ব্রহ্মমহাকাশব্যাপ্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চে বাস্তব ব্রহ্মরূপে দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার শম-দম এবং ভগবদনুরক্তি প্রভৃতি গুণসমূহ সঙ্গবশে জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের অন্তর্গত হইয়া দৃশ্যমান জড়বস্তুসমূহ যথাযথ জ্ঞাত হইয়াছিল এবং তাহাদের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা মৃগতৃষ্ণা-বারিবৎ অবিদ্যা তখন ব্যাহত হইল। ১০-১৪

পশ্চিম-বিপশ্চিৎ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিলাম। অবিদ্যা ব্রহ্মময়ী বলিয়া ইহা ব্রহ্মের ন্যায় অনন্তা। অবিদিত অবস্থায় ব্রহ্ম মিথ্যা অবিদ্যানামে নিরূপিত হন; আর বিদিত হইলেই শান্ত ব্রহ্ম নামে কথিত হন। ভেদই অবিদ্যাময়; সুতরাং এ ভেদ ভেদই নয়। বিপশ্চিৎ শত যুগেও অবিদ্যার অন্ত লাভ করিতে সমর্থ নহেন। ১৫-১৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিবর! ঐ বিপশ্চিৎ কি ব্রহ্মাণ্ড-কপাট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আপনি তো পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকপাট ভেদ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। ২০

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই দ্বিধা-বিভক্ত ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলকে দুই হস্তে ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিভাগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ দুই ভাগ পরস্পর বহুদূরে অবস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকথিত জল প্রভৃতি আবরণ কথিত ভাগদ্বয়ের ন্যায় বিভক্ত হইয়াই দুই ভাগকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

তাহারা স্বয়ং স্বকীয় আধারস্থান। ঐ তুই অণ্ড-কপাটের মধ্যদেশেই আকাশ অবস্থিত; সেই আকাশই আনীল বলিয়া পরিদৃষ্ট। উহাতে জলাদি আবরণ সংলগ্ন হয় না বা থাকেও না। উহা স্বচ্ছ শূন্যময়; প্রলয় পর্য্যন্ত উহা অন্যান্য ভূতসমূহের আধাররূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। বিপশ্চিৎ দীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় সেই অবিদ্যার পরীক্ষা জন্য মোক্ষ পর্য্যন্ত আকাশে নক্ষত্রচক্রের ন্যায় গমন করিয়াছিলেন। অনন্তরূপিণী অবিদ্যা ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু নহে। কারণ, অবিদ্যাই তো ব্রহ্মময়ী। অপরিজ্ঞান-অবস্থায় উহার অস্তিত্ব ও পরিজ্ঞাত হইলেই অনস্তিত্ব। এই নিমিত্তই বিপশ্চিদ্‌গণ পরমাকাশে দূর দূরান্তরে অবিদ্যার জগৎ-স্বরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মুক্ত, কেহ মৃগ এবং অপর কেহ বা পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি ভ্রমণপরায়ণ। ২১-২৯

শ্রীরাম বলিলেন,—ঋষিবর। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকারে জগতের কত দূরে কোন্ স্থানে সেই বিপশ্চিদ্‌গণ ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে বলুন। যে সংসারে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সংসার কত দূরে অবস্থিত? আপনি আমাদের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। ৩০-৩১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিপশ্চিৎদ্বয় যে জগতে বাস করিতেছেন, বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবে না। তৃতীয়-বিপশ্চিৎ মৃগযোনি লাভ করিয়াছেন; তিনি মৃগরূপে যেখানে বাস করিতেছেন, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সংসার ব্রহ্মাণ্ডও আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। ৩২-৩৩

শ্রীরাম বলিলেন,—তৃতীয়-বিপশ্চিৎ মৃগযোনি লাভ করত যে জগতে বাস করিতেছেন, সেই জগৎ কোথায় অবস্থিত তাহা ব্যক্ত করুন। ৩৪

বশিষ্ঠ কহিলেন—পরমব্রহ্মময় পরমাকাশে মৃগরূপী বিপশ্চিৎ যে জগতে অবস্থান করিতেছেন, তাহা শুন। এই ত্রিজগতের ভিতরেই ঐ মৃগ বর্ত্তমান আছে। এই সেই পরমব্রহ্ম মহাকাশ। এই আকাশেই পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ জন্মস্থান হইতে দূরে অবস্থিত। ৩৫-৩৬

শ্রীরাম বলিলেন,—ঐ বিপশ্চিৎ এই জগৎ হইতেই গতি পাইয়াছেন, আবার এই জগতেই মৃগরূপে জন্মান, কিপ্রকারে এ ঘটনার সামঞ্জস্য সম্ভব হইতে পারে? ৩৭

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! শরীরী যেরূপ নিখিল শরীর নিত্য জ্ঞাত হইতে পারেন, আমিও সেইরূপ ব্রহ্মাত্মাবস্থিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই জ্ঞাত আছি। সম্প্রতি যাহা অসদ্রূপে উৎপন্ন, পূর্ব্বে যাহা সম্পন্ন এবং যাহা বিনশ্বর, বিচিত্র, পরস্পর অদৃশ্য, এবং অভিন্ন চৈতন্যে অবস্থিত অধ্যাস জন্য পরস্পর প্রোত পৃথিবীবিকারভূত

পটত্ব্রাদিরূপে অবস্থিত, সেই সমুদয়ও আমি বিদিত আছি। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালাবস্থিত অন্য কোন মার্গে অবস্থিতিসময়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই ব্রহ্মাণ্ডে যেরূপে সংঘটিত হয়, তাহা আমি তোমাকে সেইরূপেই বলিয়া আসিতেছি। বিপশ্চিদ্গণ স্ব স্ব বাসনাকল্পিত বিবিধ সংসারে সেই সেই দেহ দ্বারা দশ দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ অসীম আকাশপথে দুঃখহীন-মনে কাকতালীয় ন্যায়ে বহু জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া এই জগতেরই কোন এক গিরি-দরী-প্রদেশে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বহু দূর-দুরান্তরে অনেক জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া যে সৃষ্টিতে মৃগরূপ প্রাপ্ত হন, সেই সৃষ্টিও এই ব্রহ্মাকাশে কাকতালীয়বৎ অবস্থিত আছে। ৩৮-৪৩

শ্রীরাম বলিলেন,—ঐ মৃগরূপী বিপশ্চিৎ কোন্ স্থানে, কোন্ দিকে, কোন্ দেশে, কোন্ পর্ব্বতে বা কোন্ বনে অবস্থান করত কি করিতেছে? কি প্রকারেই বা সে শস্য-যুক্ত ভূমিস্থিত দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিতেছে? ঐ মৃগ সর্ব্বথা শিথিল-জ্ঞানযুক্ত; সুতরাং কবেই বা তাহার সেই পূর্ব্বজাতি স্মৃতিপথে আসিবে? ৪৪-৪৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! ত্রিগর্ত্তের রাজা তোমাকে একটা ক্রীড়ামৃগ উপহার দিয়াছেন; ঐ মৃগ এখন তোমার ক্রীড়াগৃহে অবস্থান করিতেছে, উহাই সেই পূর্ব্ব-বিপশ্চিৎ, ইহা অবগত হইবে। ৪৬

বাল্মীকি বলিলেন,—রামচন্দ্র সভামধ্যে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং বালকগণকে সেই মৃগ আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর সেই হৃষ্টপুষ্ট মৃগ উপস্থিত হইলে, সভাস্থিত সভ্যগণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার শরীরাবস্থিত বিন্দুসমূহ নক্ষত্রবিন্দুখচিত আকাশমণ্ডলকে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। সে দৃষ্টিপাতরূপ উৎপলাসার দ্বারা সুন্দরীগণকে যেন পরিতর্জ্জন করিতে লাগিল। সে যেন সভাস্তম্ভশোভিত মরকতজ্যোতিতে হরিততৃণভ্রান্তিপ্রযুক্ত তাহা গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সেই ঊর্দ্ধীকৃত-নয়ন-গ্রীব মৃগ বেগ বশতঃ অস্থির ও অনিবার্য্য হইল। তাহার অবস্থান হেতু সভ্যগণ দর্শনোৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উঠিলেন, এবং তাহার আশঙ্কাও তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই মৃগকে দর্শন করিয়া রাজা, মুনি, মন্ত্রী ও অন্যান্য সকল লোকই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, আহা, সংসারের কি অনন্ত মায়া! সকলের দৃষ্টিরূপ নিবিড়োৎপলবর্ষণে সেই মৃগ তখন নীলীকৃতের ন্যায় অবস্থিত এবং রত্নাংশজালে পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া অদ্ভুত রসাস্বাদজনিত বিস্ময়জড়ীকৃত সর্ব্বলোকপরিবৃতা সেই সভা চিত্রলিখিত পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৭-৫৩

ঊনত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—তাহার পর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষিবর! কি প্রকারে এই বিপশ্চিতের দেহলাভ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা বাস্তব আত্মাবির্ভাবে উহার দুঃখের অবসান হইবে? ১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে পুরুষ যে দৈবের চির-উপাসনা দ্বারা বার বার ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি সেই দৈব ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। যদিও কোনরূপে তাহা হয়, তথাপি তাহা শোভন হয় না; যদিও শোভা পায়, তাহা হইলেও পরিণামে তাহা কখনই সুখপ্রদ হয় না, যদিও সুখলাভ সম্ভব হয়, তথাপি পরলোকে তাহা কখনই হিতকারিণী হইতে পারে না। এই বিপশ্চিতের বহ্নিই রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিসংস্পর্শে স্বচ্ছতা লাভ করে, সেইরূপ ঐ মৃগ অগ্নিপ্রবেশ করিয়াই উহার পূর্ব্বাকৃতি লাভ করিবে। তোমরা দেখ, আমি উহা অনুষ্ঠান করিয়া তোমাদিগকে দেখাইব যে, ঐ মৃগ এখনই অগ্নি-প্রবেশ করিবে। ২-৪

বাল্মীকি বলিলেন,—ইষ্টচেষ্টাপরায়ণ বশিষ্ঠ-মুনি এই কথা বলিয়া, যথাবিহিত কমণ্ডলু-জলে আচমন করিয়া জ্বালাপুঞ্জময় ইন্ধনশূন্য অগ্নিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যান জন্য সভামধ্য হইতে জ্বালামালা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই বহ্নি—অঙ্গারহীন, ইন্ধনশূন্য, ধূমবিরহিত এবং নিষ্কজ্জল। উহা হইতে বম্‌-বম্‌ শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। সেই অগ্নিকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন একটা দীপ্তকান্তি স্বর্ণমন্দির অথবা সুন্দর কিংশুকবৃক্ষ কিংবা যেন সান্ধ্য মেঘ সমুত্থিত হইয়াছে। সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখিয়া সভ্যগণ দূরে অপসৃত হইলেন; কিন্তু ক্ষীণপাপ হরিণ প্রাক্তন ভক্তি জন্য অগ্নি দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইল এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় তাহার পশ্চিমদিকে উৎপতনোদ্যত সিংহের ন্যায় উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে ঋষিবর বশিষ্ঠ মৃগসম্বন্ধে বিচার করত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাহাকে পাপহীন করিয়া লইলেন এবং অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন্‌, হব্যবাহন! আপনি দয়া করিয়া এই কমনীয় মৃগের পূর্ব্বজন্মের ভক্তি স্মরণ করুন এবং ইহাকে আবার সেই বিপশ্চিৎ করুন। ৫-১২

বশিষ্ঠমুনি এই কথা বলিবামাত্র বেগনির্ম্মুক্ত বাণ যেরূপে লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ সেই মৃগ সভামধ্য হইতে ছুটিয়া যাইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। মৃগ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে দর্পণগত প্রতিবিম্ব বা সন্ধ্যার আকাশের ন্যায় তাহাকে

স্পষ্টরূপে বিশ্রান্তকলেবর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আকাশস্থিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় দেখিতে দেখিতে ঐ মৃগ নরমূর্ত্তি লাভ করিল। যেরূপ অর্কবিম্বে আদিত্য, চন্দ্রমণ্ডলে নিশাপতি, মহাসমুদ্রে বরুণ, সান্ধ্যমেঘে শশধর এবং নয়নকণীনিকা-কোষে, মুকুরে, মণিতে ও সলিলে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তখন অগ্নিমধ্যে এক কনককান্তি ভক্তে পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পর সন্ধ্যাভ্রের ন্যায় অথবা বায়ুতাড়িত প্রদীপের ন্যায় সেই অগ্নি তখন সভামধ্য হইতে আকাশে বিলীন হইল। দৃষ্টিপথে পড়িল—দেবালয় ভগ্ন হইলে তাহার মধ্যস্থিত দেবপ্রতিমার ন্যায় অথবা দৃশ্যপট উত্তোলন করিলে অভিনেতার ন্যায় সেখানে এক পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তিনি অক্ষমালা-ধারী, শান্ত, স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীতী, অগ্নি-শুদ্ধ-বস্ত্রাচ্ছাদিত ও সদ্যঃ সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী। ১৩-২১। তাঁহার বেশ দেখিয়া সভ্যগণের মুখ হইতে—'অহো ভো!' এইরূপ বিস্ময়সূচক বাক্য উচ্চারিত হইল। সভাস্থ অনেকে বলিয়া উঠিলেন,—এই পুরুষ মূর্ত্তিমান্ আভাসতুল্য; সুতরাং ইনি ভাসনামেই কথিত হইবেন। তাঁহাদের সেই ভাস-আখ্যা বশতই তিনি ভাস নামে প্রথিত হইলেন। তাহার পর সেই ধ্যানস্থ ভাসাখ্য পুরুষ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বজন্মের আত্মবৃত্তান্ত মূল হইতে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সভাসদ্গণ সে সময় একান্ত বিস্ময়াবেশে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন ভাস ক্ষণমধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ধ্যান হইতে নিবৃত্ত এবং উত্থিত হইলেন। এই সময় সভাস্থ সভ্যগণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ২২-২৬। তাহার পর আহ্লাদিত হইয়া বশিষ্ঠমুনিকে তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন—হে জ্ঞানপ্রভাপ্রদ ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। তখন বশিষ্ঠ মুনি স্বীয় উভয় হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমার চিরদৃশ্যমান অবিদ্যা দূর হউক। অনন্তর সেই পুরুষ রামচন্দ্রকে 'জয় হউক' বলিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলে, রাজা দশরথ নিজ আসন হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন, হে রাজন্! আপনার কল্যাণ তো? আপনি এই আসনে উপবেশন করুন। হে জন্মজন্মান্তরীণ সংসার-ভ্রান্ত! আপনি এখন এইখানে বিশ্রাম করুন। ২৭-৩০

বাল্মীকি বলিলেন,—রাজা দশরথের উক্তির পর ভাসনামধেয় বিপশ্চিৎ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ৩১

তখন দশরথ বলিতে লাগিলেন, হায়, আলানবদ্ধ গজ যেরূপ দুঃখ পায়, সেইরূপ এই অবিদ্যাবদ্ধ বিপশ্চিৎ দীর্ঘ দিন বহু দুঃখ ভোগই করিয়াছে। হায়, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির কি বিষম গতিই না ঘটে! স্বচ্ছ আকাশে একমাত্র অজ্ঞানই

সৃষ্টিবিভ্রম প্রদর্শন করায়! বিতত আত্মা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ সমাবৃত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল এখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন! বাস্তবিক চিদাত্ম-বৃত্তি শূন্যাত্ম মায়ার কি আশ্চর্য্য মহিমা! উহা স্বয়ং মহিমশূন্য হইয়াও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ব্রহ্মচিদ্ঘন বিচিত্র জগদ্রূপে প্রকাশমান। ৩২-৩৫

ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

দশরথ বলিলেন,—এই বিপশ্চিৎ অবিদ্যা বশতঃ যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা অবিপশ্চিৎ-কার্য্য বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ, 'অবশ্যই ইহা সাধন করিব' এইরূপ একটা বিফল আগ্রহ যদি মিথ্যা বস্তুতে করা হয়, তাহা হইলে উহা দুঃখদায়ক হয়। ১

বাল্মীকি বলিলেন,—এই সময় রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রসঙ্গাধীন বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার বাক্য সত্যই, যে সকল ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই, সেইরূপ ব্যক্তির এইপ্রকার ভ্রান্তিরূপিণী বাসনাই সমুদিত হয়। এই অবিদ্যা জন্যই অক্ষীণনিশ্চয় বাটধান রাজকুমারগণ আজ সপ্তদশ লক্ষ বৎসর যাবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা মৃত্তিকার শেষ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আজও উদ্বেগরহিত হইয়া ধাবিত হইতেছেন। এই যে প্রসিদ্ধ পাতাল-ভূরাদি-লোক-ঘটিত পৃথিবীসমষ্টি, ইহা আকাশেই গোলাকারে অবস্থিত। হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পবলেই ইহা স্থির করা যায়; পরন্তু অপরের পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। বালকের সঙ্কল্পবৃক্ষবৎ ইহার অবস্থিতি। যেরূপ পিপীলিকাশ্রেণী আকাশরুদ্ধ কন্দুকের দশ দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ভূতসমূহ তাহার আধারভুবনে নিয়ত পরিভ্রমণশীল। ২-৭। এই পৃথিবীর অধঃ ও ঊর্দ্ধ অংশের যেখানে যে বাস করে, সে সেই স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের মন্দাকিনী ও চন্দ্রার্কাদি নক্ষত্রচক্র বায়ুবন্ধন জন্য দূর হইতে ভূর্লোক আশ্রয় করিয়া পরস্পর সংস্পর্শ-রহিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। জ্যোতিশ্চক্র-পরিবেষ্টিত এই ভুবনেই দ্যুলোকের অবস্থিতি। সকল দিকেই ঊর্দ্ধে আকাশ ও অধোভাগে মৃত্তিকা বিরাজমান। পৃথিবীমণ্ডলের অধোভাগে যে সকল পদার্থ-পরম্পরা ভ্রমণপরায়ণ, তাহারা নিজ নিজ অবয়ব চিৎপ্রদেশে সংযুক্ত করত ঘুরিয়া থাকে। পক্ষিকুল উৎপতন দ্বারা যে আকাশে গমন করে, তাহাই ঊর্দ্ধ নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পুরাকালে ভূলোকস্থ বাটধান-দেশে বাতদধীশ্বর নামক এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার বংশে তিনটি রাজপুত্রের জন্ম হয়। বিপশ্চিৎ যেরূপ জগতের শেষ সীমা দর্শন জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সেই তিন রাজপুত্রও সেইরূপ জগতের শেষ কোথায়, তাহা দর্শন নিমিত্ত দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। ৮-১৩। তাঁহারা বহুবার কত কত দ্বীপ, কত সমুদ্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন। বার বার সেই সকল স্থান তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতে লাগিল; তাঁহারাও বার বার উহা অতিক্রম করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর পর আবার নব নব দেহ লাভ করত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বচ্ছ কন্দুকাসক্ত কীটবৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতেও পৃথিবীর শেষ-সীমাদর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বিবিধ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিয়া তাঁহারা অভিজ্ঞ হইলেন মাত্র। যেরূপ আকাশ কন্দুক-ভ্রান্ত পিপীলিকাশ্রেণী, সেইরূপ তাঁহারা আজও অবস্থিত আছেন। হে মহারাজ! তাঁহারা কখন দুঃখিত হন নাই অথবা এখনও দুঃখানুভব করিতেছেন না। এই ভূলোকের অধঃ বা পার্শ্বস্থ যে যে স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই সীমাহীন অধ ও উর্দ্ধদিক্ সমুদয় দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। ১৪-১৭

তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যদিচ আমরা বিশেষ উদ্‌যোগ করিয়া এ স্থান হইতে শেষ সীমা পাইলাম না, তথাপি আমাদের নিবৃত্তি নাই; আমরা এখনও ভ্রমণ করিব। এইরূপে বুঝিবে, সমুদয়ই সেই ব্রহ্মসঙ্কল্পাড়ম্বরময়; প্রকৃতপক্ষে কিছুই কিছু নয়। এ সকলই স্বপ্নদৃশ্যবৎ অসীম। ইহা চিদধিষ্ঠান বশতঃ অজ্ঞানকল্পিত সঙ্কল্পের চিন্মাত্রই তত্ত্ব। সঙ্কল্প ব্রহ্মাধিষ্ঠিত, এই নিমিত্ত চিৎস্বরূপই ব্রহ্ম। আবর্ত্ত, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদাদি প্রভৃতি যেরূপ জল হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ যাহা চিন্মাত্রকল্পিত, তাহাও চিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তত্তুল্য অন্যের অত্যন্তা-সম্ভাবনা বশতঃ যাহা যে প্রকারে প্রভাম্বিত হয়, তাহা চিদাভাতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় এই নামরূপ প্রকাশিত জগৎ বিদ্যমান ছিল না; সুতরাং ইহা শূন্য। এই যে শূন্য, ইহাই ব্রহ্মাকাশ; সেই ব্রহ্মই এখন স্বয়ং জগদাকারে প্রতিভাসমান হইতেছেন। প্রলয়-সৃষ্টি এইরূপেই দৃষ্ট হইতেছে। ১৮-২২। কাম, কর্ম্ম ও বাসনা অনুসারে সেই চিদ্রূপকে যিনি যে ভাবে কল্পনা করেন, তিনি সেইরূপেই তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেও চিরকাল যেরূপ জড় ও চিদ্রূপের অন্যান্যাধ্যাসযুক্ত স্বসংসার বর্ত্তমান ছিল, অগ্রেও চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। উহা দৃশ্যাত্মক, একরূপ ও ক্ষয়রহিত। ঐ অক্ষয়রূপ স্বয়ম্প্রকাশ এবং অপ্রকাশের ন্যায়ও আভাসযুক্ত। যেরূপ পর্ব্বতাভ্যন্তরে শিলা ও আকাশে নির্ম্মল আকাশ অবস্থিত, সেইরূপ সেই সূক্ষ্ম চিন্মধ্যেই সেই

সেই আকৃতিযুক্ত বাসনাবচ্ছিন্ন জগদনুভবাণুসমষ্টি বিদ্যমান। স্বভাবনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই অব্যাকৃত আত্মোদরে অবস্থান করেন; নিরবস্থ চৈতন্যে অবস্থিতি করেন না। কারণ, তাহাতে অন্য ব্যাবর্ত্ত্য রূপের অস্তিত্ব নাই। হে পবিত্রচেতা সভ্যসমূহ! সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যাবৃত্ত এই জগৎ; কারণ, সুবিস্তৃত জগৎ ব্রহ্মভাবস্বরূপেই অবস্থিত। পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্ত লইয়াই ইহা নির্দ্দিষ্ট। জীব সেই পরমধাম হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং প্রচ্যুত না হইয়াও নানাত্ববুদ্ধি বশতঃ 'জীবোঽহং'রূপে গ্লানি ভোগ করে; ইহাই বড় বিস্ময়ের বিষয়। হে বিপশ্চিৎ! হে ভাসাপরনামধারিন্! হে রাজন্! তুমি কোন্ কোন্ দৃশ্য দেখিয়াছ? কোন্ স্থানেই বা ভ্রমণ করিয়াছ? যদি তোমার স্মরণ হয় তো সংক্ষেপে তাহা বিবৃত কর। ২৩-২৯

ভাস বলিলেন,—আমি বহু দৃশ্য দেখিয়াছি; অখিন্ন অন্তঃকরণে বহু স্থানে অনেক ভ্রমণও করিয়াছি। বিবিধ প্রকারে অনুভূয়মান অনেক পদার্থ আজও আমার স্মৃতিপথে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি দূরে—অতি দূরে নানা শরীরে অসীম জগদন্তরালে অব্যাকৃত আকাশতটে অনন্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি। আমি অগ্নিদেবের প্রসাদে দৃঢ়চিত্তে বিচিত্র শরীরে জন্মান্তরাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; স্বয়ং অসীম দৃশ্যপরম্পরা অনুভব করিয়াছি। আমি প্রতি জগতে বিবিধ দেহে পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বতন দৃঢ় নিশ্চয়ের স্মরণ জন্য দৃশ্যাত্মক অবিদ্যার শেষ পরীক্ষায় সম্পূর্ণ যত্ন লইয়াছিলাম। আমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বৃক্ষরূপে ছিলাম। সেই সময় বহিঃপ্রবৃত্তি-বর্জ্জিত জীব কর্ত্তৃক আমার সুখ-দুঃখ-ভোগ হইত। তখন পূর্ব্বাপর-পরামর্শের জন্য চিত্ত না থাকায়, পুষ্পফল প্রভৃতির উৎপত্তিবিস্তারবিষয়ে আমি কন্দবিশেষের ন্যায় ভৌমরসকালাদিতন্ত্র হইয়াছিলাম। ৩০-৩৪। তাহার পর আমি শত বর্ষ ধরিয়া মেরুপ্রদেশের মৃগরূপে ছিলাম। সে সময় আমার স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও বৃক্ষপর্ণের ন্যায় কর্ণ হইয়াছিল। আমি তখন দূর্ব্বাঙ্কুরভোজন এবং গান করিতাম; ঐ দুই ব্যাপারে আমার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। সে বনে যে সকল হরিণ ছিল, আমি তাহাদের অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলাম; সেই জন্য আমার শরীর ক্ষুদ্র ও অল্পবলশালী ছিল। সুতরাং আমি কাহাকেও হিংসা করিতে পারিতাম না। অনন্তর ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতপ্রদেশের কাঞ্চনকন্দরে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত শরভাকারে ছিলাম। সে সময় আমার আটটি পদ ছিল। কিন্তু কিছু কাল পরে শিলাদিপাতে আমার অতি শোচনীয়রূপে মৃত্যু হইয়াছিল। অতঃপর আমি বিদ্যাধরযোনি প্রাপ্ত হই। তখন মলয় ও মন্দর পর্ব্বতের মন্দার, চন্দন ও কদম্ববৃক্ষের নিকুঞ্জসমূহে সৌরভময় বৃক্ষান্দোলিত বায়ুর সহিত বিদ্যাধর-কামিনীগণের সুরতধর্ম্মামৃত পান করিয়াছি। অতঃপর আমি বিরিঞ্চিবাহন হংসের পুত্ররূপে পঞ্চদশ বৎসর মেরুপর্ব্বতে মন্দাকিনীর তটান্তরালে

রমণ করিয়াছি এবং স্বর্ণপদ্মের মধু-পিশঙ্গিত পয়ঃপানে কালযাপন করিয়াছি। ৩৫-৩৮। ক্ষীরোদ-বেলারণ্যের সমীরণ যাহাদিগের লীলালকবল্লরী আন্দোলিত করিত, আমি শত বর্ষ যাবৎ সেইরূপ মাধব-সুন্দরীগণের শোকাপহারী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি। আমি কালঞ্জর শৈলের মঞ্জরিত করঞ্জগুঞ্জাবনে জম্বুকরূপে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় এক দিন করিপদ দলনে আমার দেহ পিষ্ট ও চূর্ণিত হয়; তাহার ফলে আমি অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ি। সেই অবস্থায় দৃষ্টিগোচর করিলাম,—একটা সিংহ আসিয়া সেই হস্তীকেই বধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর সহ্য গিরির সন্তানকশোভী সানুদেশে সিদ্ধশাপবশে আমি চন্দ্রবদনা সুরসুন্দরী হইয়া কল্পদ্রুমসমূহের স্তবকমণ্ডিত ভবনে সত্যযুগের অর্দ্ধেক সময় একাকিনী অবস্থান করিয়াছি। তৎপরে আমি হিমালয়-সন্নিহিত জলপ্রায়-প্রদেশে করবীর-লতাকুঞ্জে সর্ব্বদা রমণশীল বল্মীক নামক পক্ষী হইয়া শঙ্কাশূন্য-মনে শত বৎসর যাপন করিয়াছি। এইপ্রকারে দুই জন্মে আমার সিদ্ধশাপ বিদূরিত হয়। তাহার পর আমি এক সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করি। সেই অবস্থায় আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতের সানুদেশে চন্দনবৃক্ষ-বেষ্টিত লতাগৃহে কত কামিনীজনকে লম্বিত দর্শন করি। তাহারা যেন সেই লতাসমূহের ফলসমষ্টির ন্যায় আবলিত হইতেছিল। তাহার পর আমি তাহাদিগকে অপহরণ করিলাম এবং এক এক করিয়া বহু দিন উপভোগ করিলাম। ইহার পর আমি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই। আমি সেই স্থানের পর্ব্বতের নিতম্ব-কদম্বকচ্ছে তপস্বী হইয়া কালযাপন করি। ৩৯-৪৪

হে মুনীন্দ্র! আর একটি আশ্চর্য্য পদার্থের কথা বলি, শ্রবণ করুন। সেই আশ্চর্য্য পদার্থ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সেই ব্রহ্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা পরিপূরিত; বারিচরসমূহের ন্যায় অশেষ দিগন্তস্থ ভূতকুল তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে সেই ঈষদ্ব্যাকৃত নামরূপাবস্থ ব্রহ্মই অতি আশ্চর্য্য। ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে এক কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেখিলাম,—নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ তাহার দেহে আকাশ-পর্ব্বতাদিসহ দিক্, কাল ও প্রাণিপরিবেষ্টিত ত্রিলোক প্রকাশমান হইতেছিল। আমি সেই কামিনীকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, অয়ি বরাঙ্গি! তুমি কে? ত্রিজগদ্-ঘটিতই কি তোমার এই দেহ? শুনিয়া সেই কামিনী আমাকে বলিলেন,—যে শুদ্ধচিৎ বস্তুপরম্পরায় সর্ব্বপ্রকাশিকা, আমি তদ্ব্যতীত অপর কেহই নহি। এই যে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক মহাজগৎ বিদ্যমান, ইহা আমারই শরীর। হে পুরুষ! যেরূপে আমি বিশ্বৈকদেহা, সেইরূপে সকলই। ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। লোকগণ যখন এইরূপে সকল বস্তুই জানিতে পারে, তখন আর এ ভাব তাহারা দর্শন করে না। আর যে সময়ে প্রতি বস্তুস্বভাব

সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তখন এই ভাব দেখিয়া থাকে। প্রাণিগণ এই দেহান্তর্গত জগতে প্রত্যহই সর্ব্ববেদ এবং শাস্ত্রাদির শব্দসামান্যরূপ নাদাত্মক অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করে। ৪৫-৪৯। সেই যে স্বতঃধ্বনি, তাহা বিধি ও নিষেধগর্ভ; অর্থাৎ বিধি থাকিলে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, শমদমাদির অনুষ্ঠান করিবে, আর নিষেধ স্থলে, অমুক কার্য্য করিও না, অমুক বস্তু খাইও না, ইত্যাদি। সেই ধ্বনি শ্রবণ করত তাহার অন্তর্গত বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের ন্যায় বাচ্যরূপ জগৎও যে দেহে বিদ্যমান আছে, এইরূপ সম্ভাবনা অবগত হইবে। বস্তুসমূহে অনুগত সত্তা যে প্রকার শব্দ-সামান্যস্বভাব, ঐ অনাহত ধ্বনিও ঠিক সেইরূপই। ফলতঃ অতি বড় জড়বুদ্ধি প্রভৃতিতেও যখন জগদ্‌ঘটিত চৈতন্যের সামঞ্জস্য দেখা যায়, তখন চেতনপ্রায় তোমাদের শরীরে তো বাস্তবিক অসামঞ্জস্য হইতেই পারে না। আমি কোন সময়ে কোন দেশে স্ত্রী-শূন্য জগতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে বহু ভূত বাহির হইতেছে। সেখানে উৎপাতাদিজন্য নিরপেক্ষ আকাশে আমি মেঘ দেখিয়াছি। তাহাতে শস্ত্র-সংঘটনধ্বনির ন্যায় ঝন্ ঝন্ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ৫০-৫২

সেই মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় বিদ্যুদাদি বহির্গত হয়, সেই বিদ্যুৎখণ্ডের সহায়তায় মনুষ্যগণের শস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ জগতে যে পরিমাণ গ্রাম-গৃহাদি আছে, সে সকলই আকাশপথে গমন করিতেছে; অতি দূরে দিগন্তরে চলিয়াছে। কিন্তু সেই সকল গ্রাম আমি অন্য স্থানেও দেখিয়াছি। এ জগতে যে সমুদয় গ্রাম-গৃহ আছে, আমি সে সকলই দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমার দৃষ্টি সে সময়ে তিমিরাদি দ্বারা উপহত হইয়াছিল। এই দেব, মনুষ্য ও নাগাদি ত্রিলোকবাসীর যাহা কিছু অবান্তর বিভাগ, সে সকলই শূন্য; সুতরাং বলিতে পারা যায়—সর্ব্বভূতই তুল্য। আকাশ হইতে সর্ব্বভূতই উদ্ভূত এবং কালক্রমে আকাশেই সর্ব্বভূত লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি এ জগতের এক বাক্যাতীত অধিস্বামীকে স্মরণ করিতেছি, আর স্মরণ করিতেছি—অপূর্ব্ব দেব-দানব-সর্প-মনুষ্যাদি ভূতসমূহ, অপূর্ব্ব বৃক্ষ-গ্রাম-রাজি ও অপূর্ব্ব লোকান্তর-সমন্বিত অসীম মহাজগৎ। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ফলকথা, আমি গমন করি নাই, এমন দিক্ নাই, আমি দেখি নাই, এমন দেশও নাই, এবং যাহা অনুভব করি নাই, এমন কৌতুকও কিছুই নাই। ফলে আমার অনুভূতিরূপ সর্ব্বসাক্ষী হইতে স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান অপর কিছুই বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনসময়ে পরিভ্রমণশীল মন্দর পর্ব্বতের রত্নময় শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্র-ঘর্ষণ দ্বারা উপেন্দ্রের ভুজাঙ্গদের যে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শিঞ্জন জনসমূহ কর্তৃক শ্রুত হইয়াছিল, আমি সেই আশ্চর্য্যজনক শিঞ্জন অদ্যাপি স্মরণ করিতেছি। ৫৩-৫৮॥

একত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাত্রিংশদধিক শততম সর্গ

ভাস বলিলেন,—আমি এক সময়ে মন্দরগিরির মন্দারপুঞ্জময় গৃহে মন্দরানাম্নী এক অপ্সরাকে আলিঙ্গন করত সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম। সেই সময়ে নদীপ্রবাহ তৃণের ন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এই জলপ্লাবন দেখিয়া অপ্সরা ব্যাকুল হইল। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—অয়ি বালে! এই আকস্মিক নদীপ্রবাহে আমরা নিপতিত হইলাম কি জন্য? ভয়চকিতা অপ্সরা উত্তর দিল—প্রিয়তম! এই অঞ্চলে যে সময় চন্দ্রোদয় হয়, সে সময় চন্দ্রকান্তমণিময় পর্ব্বততটের সন্তানস্বরূপ নদী সমূহ প্রস্রবণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের নিদ্রার পূর্ব্বে এ কথা বলিতে আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কারণ, তখন তোমার সঙ্গমরসাবেশে আমার মন তন্ময় হইয়াছিল। এই কথা বলিয়া সেই অপ্সরা পক্ষিণীর ন্যায় আমাকে লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। ১-৪। আমি সেই অপ্সরার সহিত আবার সাত বর্ষকাল বিমল মন্দর-শৃঙ্গে বাস করিলাম। ইহার পর-জন্মে আমি জ্যোতিশ্চক্রশূন্য এক প্রকার জনাকীর্ণ স্বপ্রকাশ জগৎ দৃষ্টিগোচর করিলাম। সে জগতে দিগ্‌বিভাগ, দিবা-রাত্রি, শাস্ত্র বা বেদবাদ কিছুই নাই এবং দৈত্যাদিত্যদিগের ভেদ নাই। সে জগৎ আত্মার প্রকাশ দ্বারা প্রকাশমান। তাহার পর আমার যে জন্ম হয়, তাহাতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী আকাশস্পর্শী গিরিনিতম্ব-কদম্বকচ্ছে বিদ্যাধর এবং দেবগণের বিহার-বিমান প্রদেশে আমি সোম নামক বিদ্যাধররূপে চতুর্দ্দশ বৎসর তাপস হইয়া অবস্থান করিয়াছিলাম। এই জগতে যে সময় আমি অবিদ্যা-দর্শনের জন্য উৎসুক হই, তখন অগ্নিদেবের বরপ্রসাদে কখন বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সুন্দর অশ্ব, মেঘাকৃতি মানব এবং সিংহ, হস্তী, হরিণ, তরুলতা ও অন্যান্য বিবিধ মৃগ-পক্ষি-পন্নগ-সমাবৃত অসীম আকাশে উপস্থিত হইয়া অতি দ্রুত জন্ম গ্রহণ করিলাম। পরে সেই জগৎ হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন মহাসমুদ্র-বিস্তৃত এক নভঃপ্রদেশে পতিত হইলাম। সেই স্থানে সেই সেই দেশের আকাশনক্ষত্রচক্রে আবদ্ধ হইয়া দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু ও অয়নাদি কাল এবং দিক্‌চক্রবালে যাতায়াত অনুভব করিতে লাগিলাম। আকাশে ঐ প্রকারে পড়িয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্য আমার অত্যধিক নিদ্রার উদ্রেক হইল। আমি সেইরূপ নিদ্রিত-দেহে স্বপ্নাত্মক জাগ্রদবস্থায় স্বাত্মাতেই বিশ্বোপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ৫-১২। ক্ষুদ্র পক্ষী যেরূপ বায়ুবলে পরিচালিত হয়, সেইরূপ আমাকেও তখন সংসারচাঞ্চল্যবশে

পরিচালিত হইয়া আবার পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য-পরিচ্ছেদরূপ জগদ্‌গুহায় পড়িতে হইল। যে পর্য্যন্ত চক্ষুর বিষয়দর্শনাশা প্রাদুর্ভূত হয়, সে পর্য্যন্ত আমি ক্ষণমাত্রেই গমন করিয়াছিলাম। আবার সেইরূপ দৃষ্ট হইল, দৃষ্ট হইবার পর দৃশ্য বস্তু সমস্তই পাইয়াছিলাম। এইপ্রকারে যাহা জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ও তদ্‌ভিন্ন অবস্থায় অদৃশ্য, এইরূপ বিষয়োদ্দেশে প্রবলবেগে গম্যাগম্য দেশসমূহ উল্লঙ্ঘন করিলেও আমার বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। হৃদয়স্থ পিশাচের অলীকত্ব বালক যেরূপ জানিতে পারে না, সেইরূপ দৃশ্যনামক অবিদ্যার আমি অন্ত পাইলাম না। ইহা সৎ নহে, ইহাও সৎ নহে, এইপ্রকার বিচার যদিও আমি বহুবার করিয়াছি, তথাপি চিরাভ্যস্ত দ্বৈতসংস্কারের প্রাবল্যে উহা সত্য, ইহা সত্য, এইপ্রকার প্রতিবিষয়বিষয়িণী দুদৃ‍ষ্টি আমার নিবৃত্ত হয় নাই। উহা বিচারযোগে নিবৃত্ত হইলেও প্রতি মুহূর্ত্তেই দেশ-কালভেদে ইষ্টানিষ্ট জনগণের সমাগম জন্য প্রসক্ত সুখদুঃখ দ্বারা নদীবারির ন্যায় নূতনভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৩-১৮

এইবার আমার এক অপূর্ব্ব তালীতমালবকুলাদিসমন্বিত উন্মাদ-বায়ুবেগান্বিত শৃঙ্গ স্মৃতিপথে প্রকাশ পাইতেছে। সেই শৃঙ্গে সূর্য্য প্রভৃতির রশ্মি নাই; তথাপি উহা নিজ কান্তিচ্ছটায় প্রকাশমান। এই যে চরাচরাত্মক বিশ্বসংসার দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আমার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব শৃঙ্গের সানুস্থানীয়। সেই আশ্চর্য্য শৃঙ্গ অন্য কিছুই নহে, তাহা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, সেই শৃঙ্গ তাঁহাদেরই মন হরণ করে। অপিচ, যাহা নির্ম্মল, দ্বিতীয়রহিত, সর্ব্ববিকার-শঙ্কা-বিরহিত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য বস্তু, তাহাও কোন রম্য জগতে আমি অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার তুলনায় দেবরাজলক্ষ্মীও গণ্যা নহেন। ১৯-২০

দ্বাত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

বিপশ্চিৎ বলিতে লাগিলেন,—শ্রবণ করুন, অপূর্ব্ব জগতে আমি যে এক আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি, তাহা শুনুন। ব্রহ্মহত্যাদির ফলে যে রৌরব প্রভৃতি নরকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, উহা তাহার তুল্য হইলেও অগ্নিসকাশ হইতে লব্ধ বর-প্রভাবে সবলে তাহা আমার অনুভূতিগোচর হইয়াছিল! আপনাদিগের অগম্য কোন এক আকাশপ্রদেশ আছে; সেখানে প্রদীপ্ত-সূর্য্য-চন্দ্রাদি-সমন্বিত

এক আশ্চর্য্য জগৎ বর্ত্তমান। সন্নিবেশক্রমে ঐ জগৎ এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ হইলেও শূন্যত্ব নিবন্ধন ইহা হইতে অন্যরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বপ্নকালীন যে নগরাদি দৃষ্ট হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট নগরসদৃশ হইলেও জাগ্রৎসময় তাহার অভাব নিমিত্ত অন্যরূপ বলিয়াই বোধ হয়। ঐ জগতে যে সময় আমি বাস করি, তখন আমার হৃদয়স্থিত অর্থানুসন্ধানের জন্য যখনই দিঙ্মুখে দৃষ্টিদান করিলাম, অমনি দেখিতে পাইলাম, পৃথিবীপৃষ্ঠে এক ভ্রমরনিকরবৎ মলিনাকৃতি পর্ব্বততুল্য মহাচ্ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই অত্যধিকচ্ছায়াজনক আশ্চর্য্য পদার্থটি কি, তাহা ভাবিতে ভাবিতে যেমন আমি সেই জগতের ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম, অমনি দৃষ্ট হইল, আকাশপ্রদেশেও একটা গিরিসদৃশ পুরুষমূর্ত্তি ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। চিন্তা করিলাম—এই বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় পতিত শৈলবৎ গুরু বস্তুটি কি? ইহা কি আকাশব্যাপী দেহযুক্ত ব্রহ্মা? না—ব্রহ্মাণ্ডাবয়ব বিরাট পুরুষ? ইহার মূর্ত্তি দ্বারা সৌরমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পাইতেছে না। ১-৫

এইরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে কল্পান্ত-বায়ু-বিবর্ত্তিত পাতালপতনের ন্যায় আকাশ হইতে সূর্য্যদেব পতিত হইলেন। মনে হইল, ঐ ভীমমূর্ত্তি পুরুষ যখন পড়িবে, তখন মুহূর্ত্তমধ্যেই এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং ঐ সঙ্গে আমারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ বিচার করত আমি আমার অভীষ্টদেব অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, আমার শত জন্মের উপাসিত ভগবান্ হুতাশন চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হইয়া আমাকে বলিলেন,—বিপশ্চিৎ! তোমার কোন ভয় নাই। আমি বলিলাম, হে দেব! আপনি জয়যুক্ত হউন। প্রতি জন্মেই আপনি আমার প্রকৃষ্ট আশ্রয়। হে প্রভো! এই অসময়ে কল্পান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে; আমাকে রক্ষা করুন। আমার এই কথা শুনিয়া অগ্নিদেব বলিলেন,—ভয় নাই, বৎস! চল, তুমি আমার সহিত মদীয় লোকে আগমন কর। এই কথা কহিয়া ভগবান্ বৈশ্বানর আমাকে তদীয় বাহন শুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সেই পতনোন্মুখ মহাদেহের একাংশ দাহ করিয়া সেই ছিদ্রপথে আকাশে উঠিতে লাগিলেন। তাহার পর আকাশদেশে উঠিয়া ভয়ঙ্কর ভূতসম্পাতের অন্তরাল হইতে উহার পতন দেখিতে লাগিলাম। ৬-১৩

সেই বিরাট পুরুষমূর্ত্তি যখন বেগে পড়িতে লাগিল, তখন গিরি-সমুদ্র বন-পত্তন-পরিবৃতা সমুদয় বসুন্ধরা অতীব চঞ্চল হইলেন। প্রবহমানা নদী-সমুহের জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাতে পার্ব্বত্য-নদীর উভয় তট দিয়া জলপ্লাবন হওয়ায় দুইটি জলপ্রপাত প্রকাশ পাইল। বারিরাশি বেগে পতিত হওয়ায় ভূবিদারণ জন্য বাপী-কূপ-তড়াগাদিরূপ বহু গর্ত্ত হইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম

উত্তর ও দক্ষিণদিক্ এবং আকাশ, পর্ব্বত ও অন্যান্য ভূতসমূহের সহিত সমগ্র জগৎ যেন প্রলয়াশঙ্কায় ভীত চকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পৃথিবী সেই পতিত মহান্ পুরুষাকৃতি শবের ধারণা জন্য ঘোর রোল-বেগ-সংরম্ভে সমগ্র দিগন্তর তর্জ্জিত করিলেন। ময়ূরগণ আকাশে ঘুঙ্কুমধ্বনি করিতে লাগিল। ১৪-১৬

গিরিদরীসমূহ অত্যধিক বিদীর্ণ হওয়ায় নির্ঘাত নিস্বন উঠিতে লাগিল। সেই শব্দে কর্ণ, হৃদয় প্রভৃতি যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উৎপাতজনিত ভীমবেগে মেঘাকর্ষণকারী প্রবল বায়ু যেন সংরব্ধ প্রলয়মেঘধ্বনি করত তর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ ধ্বনি দিঙ্মুখে যাইয়া শত গুণ ব্যাহত হইল। বিরাট শবদেহপাত হওয়ায় কুলতটপর্ব্বত ও হিমাচল-শৃঙ্গসমূহ পাতালে প্রবেশ করিল। সেই সুমেরু পর্ব্বতের শিলাকার শবপতনে গিরিশৃঙ্গসমূহ দলিত, পৃথিবী বিদারিত, বারিরাশি ক্ষোভিত, পর্ব্বত এবং ভূপৃষ্ঠ একীকৃত এবং সর্ব্বভূত পীড়িত হইতে লাগিল। ঐ ভীষণ ব্যাপার তখন প্রলয়ার্থী রুদ্রসমূহের ক্রীড়া-সাধন হওয়ায় পৃথিবীতে সূর্য্য পতিত হইলেন; গিরিশ্রেণী চূর্ণীকৃত হইল। আকাশচরগণ দ্বিতীয় পৃথ্বীপীঠবৎ, অপর ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধবৎ অথবা মূর্ত্তাকারে পতিত শূন্যভাগের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, উহা একটা মাংসময় পর্ব্বতপাত। এই সপ্তদ্বীপা সুবিশালা বসুন্ধরা; ইহাতেও তাহার একটি অঙ্গের স্থান হইবে বলিয়া আমার বোধ হইল না। এই জন্য আপনার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। হে ভগবন্, বৈশ্বানর! এ কি ব্যাপার! এরূপ একটা মাংসবহুল শরীর পতিত হইতেছে কি জন্য? তাহার সহিত সূর্য্যই বা কেন আকাশ হইতে পড়িতেছেন? এই পর্ব্বত-বন-সমুদ্র-সমন্বিত পৃথ্বীপৃষ্ঠে তো এরূপ একটা বিশাল মাংসল শরীরের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নহে। ১৭-২৫

অগ্নি বলিলেন,—হে বৎস! ব্যস্ত হইও না, মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর। পরে আমি তোমাকে সকল বলিতেছি। ভগবান্ অগ্নি এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, নানা দিগ্দিগন্ত হইতে নানা বসন-ভূষণ-মাল্যাদি-শোভিত আকাশচরগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সিদ্ধ, সাধ্য, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিন্নর, ঋষি, মুনি, যক্ষ ও অমরকুল সকলেই ভক্তিসহকারে সর্ব্বেশ্বরী শরণ্যা কালরাত্রি দেবীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬-২৯

আকাশচরগণ বলিলেন,—মহাপ্রলয়সময়ে লয়প্রাপ্ত প্রজাপতির কপিল জটাকলাপ যিনি খড়্গাগ্র শৃঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিহত দৈত্যকুলের মুণ্ডমালা যিনি স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন, সংহার-দশাগ্রস্ত গরুড়ের পক্ষ দ্বারা যিনি মস্তকশোভা রচনা করেন, এই নিখিল বিশ্বসংসারের যিনি সংহারকারিণী

এবং এই সমুদয় সংহার করিয়াও যিনি নির্লিপ্তা বা শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপা, তিনি—সে দেবী কালরাত্রি আমাদের প্রতি কৃপা-বিতরণের জন্য মূর্ত্তি ধারণ করত আমা দিগকে রক্ষা করুন। ৩০

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম সর্গ

বিপশ্চিৎ বলিলেন,—দেবকুল যে সময় মহাদেবী কালরাত্রির স্তব করিতেছিলেন, তখন আমার দৃষ্টিগোচর হইল, সেই পূর্ব্বকথিত পতনোদ্যত বিরাটদেহ পুরুষ সমুদয় পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি শবতুল্য,—উহা প্রাণসঞ্চারহীন। সেই শবদেহের যে অংশ দ্বারা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সমাচ্ছাদিত রহিয়াছেন, সেই মহাপর্ব্বতসন্নিভ কুক্ষি নামক অংশ আমি দেখিতে পাইলাম। আমি অগ্নিদেবের নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সেই বিপুল শবদেহের বাহু, উরু ও শিরোভাগ লোকালোক পর্ব্বতের মানবের দুরবিগম্য পরপারে পড়িয়াছে। সেই ব্যোমনিবাসী সিদ্ধগণ দেবীকে স্তব করায়, দেবী সেই প্রদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি শুষ্ক বলিয়া বোধ হইতেছিল, প্রেতগণ তাঁহার সহিত যাইতেছিল। মাতৃমণ্ডল, কুষ্মাণ্ড, যক্ষ ও বেতালসমূহ তৎসহ আকাশপথে অবস্থান করিতেছিল। ১-৫। শিরা-পরিব্যাপ্ত সুদীর্ঘ দোর্দণ্ড প্রসারণ দ্বারা বনীকৃতনভস্থলী সেই দেবী কালরাত্রি দিগ্‌দাহকরী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যদেবকে যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দেবীর প্রচণ্ড প্রোজ্জ্বল অস্ত্রসমূহের ঝঞ্ঝনশব্দ ব্যোমকোটরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সকল শাস্ত্রাঘাতে ব্যোমবিহারী অসংখ্য পক্ষী শত শত ভাগে বিভক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহাবয়বে দেহজ্বালা ও নয়নবহ্নি দীপ্তি পাইতেছিল। তাহাতে তাঁহার দেহকান্তি সুদীর্ঘ বেণুবনসদৃশ কোটি যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। দৃষ্ট হইল, তাঁহার দন্তেন্দুকান্তিচ্ছটায় দিঙ্মুখসকল দুগ্ধশ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার কৃশ দীর্ঘ বিশাল দেহে আকাশ যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সান্ধ্য মেঘমালার ন্যায় তিনি লব্ধাস্পদা এবং প্রেতাসনে উপবিষ্টা হইয়া পরম পদে প্রকট হইলেন। সেই স্ফুরৎপ্রোজ্জ্বলরূপধারিণী মহাদেবী যেন আকাশ-সমুদ্রের বাড়বাগ্নিশ্রী ধারণ করিলেন। তিনি যেন শব, শবাঙ্গ, মুষল, কুন্তল, তোমর, মুদ্গর, আসন ও উদূখলাদি-নির্ম্মিত চঞ্চল মালা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতোদ্ভবা নদী যেমন ঘর্ঘরশব্দে প্রস্তরখণ্ডসমূহ বহন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি কটমটশব্দে দশনশব্দ করত আকাশাঙ্গনে জনাঙ্গমালা বহন করিতে লাগিলেন। ৬-১৩

দেবকুল সেই মহাদেবীকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে দেবি, অম্বিকে! আমরা আপনাকে এই শবোপহার প্রদান করিতেছি, নিজ পরিজনবর্গের সহিত আপনি ইহাকে সত্বর ভোজন করুন। দেবগণ এইপ্রকারে নিবেদন করিলে সর্ব্বজন-প্রাণশক্তিময়ী দেবী প্রাণ-বায়ুযোগে সেই দেহ হইতে শোণিতসার আকর্ষণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার যেরূপ গিরিদরীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ু-যোগে আকৃষ্ট হইয়া শোণিতসমূহ সে সময় ভগবতীর মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইপ্রকারে তিনি আকাশে অবস্থান করত প্রাণাকৃষ্ট সমুদয় রক্ত পান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার আকৃতি শুষ্ক দেখাইতেছিল, এক্ষণে রক্তপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করায় পীনাবয়বসম্পন্ন হইলেন। বর্ষাকালীন বিদ্যুৎ-তরলনেত্র ও রক্তবর্ণ মেঘসমূহের ন্যায় তিনি রক্ত-পরিপীন-দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দেবী কালরাত্রি লম্বোদরা, বিষমসর্প-বিভূষণা, রক্তাসব-মদোন্মত্তা ও নিখিলশস্ত্র-ধরা। ১৪-১৯

তিনি গগন-দেশ স্বীয় দেহার্দ্ধ দ্বারা পরিপূরিত করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। লোকালোক পর্ব্বতের শৃঙ্গে বিরাজমান অমরনিকর তাহা দেখিতে লাগিলেন। যেমন মেঘসমূহ মহাচল আবৃত করে, সেইরূপ পিশাচকুষ্মাণ্ডাদি মহাগণ-গণ সেই শব ঢাকিয়া ফেলিল। কুষ্মাণ্ডগণ ঐ শব-গিরির কটিভাগ গ্রহণ করিল। উদর-রূপিকা এবং যক্ষকুল তদীয় পার্শ্বদেশ ধরিল। তাঁহার কটি-পৃষ্ঠ গ্রহণের পর অবশিষ্ট উরু-কন্ধর প্রভৃতি অবয়বসমূহ ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের অপরপারে যাইয়া পতিত হইল। এই নিমিত্ত ভূতগণ সেই দূর-দিগন্তরালস্থিত দেহাংশ পাইল না। ঐ সকল কালসহকারে আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া গেল। চণ্ডিকা যখন আকাশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভূতসমূহ শবের জন্য যখন ব্যাকুল হইল, দেবগণ যখন পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পিণ্ডীভূত ভক্ষ্য-নেয়-আম-দুর্গন্ধি বসামাংসাদি ত্রিভুবনে ছড়াইয়া পড়িল। মাংসচর্ব্বণের সংরম্ভ বশতঃ সে সময় 'শবশবাকার' ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শিরা ও অস্থিরাশির বিদারণ জন্য আকাশে তখন বৃহৎ 'কটকটারব' উদ্ভূত হইল। ভূতসমূহের পরস্পর বিষম বিশ্লেষণে ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। তখন বিন্ধ্যপর্ব্বতসদৃশ অস্থিরাশি দ্বারা ভুবন-তল ছাইয়া গেল। ২০-২৮। দেবীর মুখাগ্নিতেজে মাংসপুঞ্জ পক্ক হইতে লাগিল। শোণিত-শীকরবর্ষণ হেতু দিঙ্‌মণ্ডল সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিল। দেবগণ চারিদিকে দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকায় দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সপ্তদ্বীপমণ্ডিতা

পৃথ্বী রুধিরৌঘপ্লাবনে একার্ণবীভূতা হইয়া গেল। সমগ্র পর্ব্বতমণ্ডল শিখরের সহিত একবারে অন্তর্দ্ধান করিল; বোধ হইল, দিগঙ্গনাগণ যেন রক্তপ্রভ অম্বর-সম্ভাররূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিতা হইল। নভস্তল তখন দেবী ও তাঁহার গণ-সমূহের লম্বিত ভুজসমূহ-ভ্রান্ত অস্ত্রসমূহে সমাচ্ছন্ন হইল। পুরসকল ও পত্তনমণ্ডল তখন মাত্র স্মৃতিপথেই রহিয়া গেল। চরাচরাত্মক সমগ্র জগৎ নিতান্ত অসম্ভব-রূপে অন্বিত হইয়া কুস্তাণ্ডাদি অনন্তগণের অনন্ত সমাজে পরিণত হইল। যে সকল ভূতদল আকাশে নাচিতেছিল, তাহাদের অন্ত্রসমূহ দ্বারা সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইল। পিশাচগণের ঔদ্ধত্যে জগৎ যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। লোকালোক পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ দেবগণ জগৎকে রক্তার্ণবীকৃত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। ২৯-৩৭

শ্রীরাম বশিষ্ঠকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে শবদেহের অতিদীর্ঘ কর-চরণাদি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই প্রকার মহাশব দ্বারা লোকালোক পর্ব্বত আচ্ছাদিত হয় নাই কি জন্য? ৩৮

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! সেই মহাশবের উর্দ্ধোপলক্ষিত মধ্য শরীর সপ্ত দ্বীপের মধ্যেই ছিল। শির ও খুরোপলক্ষিত দুই চরণ ও হস্তাদিসমূহ বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিল। এইরূপ ভাস-কথিত বিবরণ যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই মহাশবের পদদ্বয়, উরু, মধ্য, কটি, পার্শ্বদ্বয়, শির ও অংসযুগলে লোকালোকপর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন হয় নাই, সুতরাং লোকালোক পর্ব্বত উর্দ্ধে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সে সময় দেখা গিয়াছিল, লোকালোক পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি দেবগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। মাতৃগণ যখন নৃত্যপরায়ণ হইলেন, তখন ভূতসমূহ অধোমুখে পতিত সেই মহাশব ভোজন করিতে লাগিল। অজস্র রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া চলিল। সর্ব্বত্র মেদোগন্ধ বিস্তারিত হইল। তৎকালে দেবগণ দুঃখিত হইয়া সকলেই এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, হায়, কি কষ্ট! কোথায় গেল পৃথিবী! আর কোথায় গেল বারিরাশি! কোথায়ই বা সেই ভূতসমূহ! কোথায় গেল শৈলশ্রেণী! কোথায় গেল সেই মন্দর!—যাহা সেই চন্দন-কদম্ব-মন্দার-মণ্ডিত পুষ্পমণ্ডপের ন্যায় শোভা পাইত। দেখিতেছি, উচ্চ উচ্চ স্বর্ণভূমিসকল যেন শুক্রবর্ণের উপর ক্রোধ বশতই শোণিতপ্রবাহে পঙ্ক-পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ শৈলে এক মহান্ কল্পদ্রুম ছিল; তাহার শাখাকান্তি ব্রহ্মলোক অবধি বিসর্পিত হইত। এখন দেখিতেছি, সে কল্পবৃক্ষ নাই; ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ৩৯-৪৭

হে ক্ষীরসমুদ্র! তুমি পরিজাত-পদ্ম, চন্দ্র এবং অমৃতের আধার। হে নবনীতপূর্ণ-বেলারণ্য, দধিসমুদ্র! হে যোগেশ্বরীসেবিত মধুসাগর! তোমরা কোথায় আছ? যাহারা দেবরমণী এবং দিগ্বনিতাগণের মুকুরের কার্য্য

সম্পাদন করিত, সেই স্ফটিক প্রভৃতি রত্নশিলাসমূহ এখন কোথায়? হে ক্রৌঞ্চগিরে! তোমার চতুর্দ্দিকের বনশ্রেণী কমলোদ্ভববাহন হংস ও পদ্মদলে আচ্ছন্ন ছিল, তুমি কল্পপাদপ ও স্বর্ণলতিকায় বেষ্টিত ছিলে। হে পুষ্করদ্বীপ! তোমার কদম্ববনে বিদ্যাধরীগণ বিশ্রাম করিত; কত ক্রীড়াবিশারদ বিদ্যাধর-নায়ক তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইত; তুমি সেই সকল নায়ক-নায়িকার কুঞ্জস্বরূপ ছিলে; তোমরা সকলে এখন কোথায় গমন করিয়াছ? গোমেধ দ্বীপ, তৎস্থানের কল্পপাদপারণ্য, স্বর্ণলতা, শ্বেতবর্ণ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত, তাহার মনোরম দরীগৃহসমূহ ইত্যাদি পুণ্য পদার্থসকল স্মরণ করিবামাত্র মানবদিগের স্বর্গ-সুখদায়ক পুণ্য-রাশির আবির্ভাব ঘটে। মন্দানিলা বলিতনববল্লী ও পল্লব-সমূহে যাহারা সংযুক্ত ছিল, সেই সকল সন্তানকবৃক্ষে দিগন্তসমূহ এক সময় মুখরিত হইত, কিন্তু হায়! এখন সে সমুদয়ই বিলোপ হইয়া গিয়াছে! কি কষ্ট! মাদৃশ জনগণ এখন কি প্রকারে চিত্তনির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইতেছে? জানি না, সমুদ্রের তীরস্থিত শিলীভূত শর্করাপূর্ণ ভূভাগে আবার কোন্ সময়ে মাধুর্য্যময় গুড়মোদকসমূহ দৃষ্টিগোচর করিব? কবেই বা আমাদের ক্রীড়ার জন্য শর্করা-পত্রিকা দেখিতে পাইব? তালীতমালীবন-মণ্ডিত গিরিশ্রেণীর কদম্ব-কল্পপাদপ-স্নিগ্ধ কাঞ্চনাগারে উপবিষ্ট হইয়া কবে আমরা চন্দনবিলেপিত অপ্সরাগণের নৃত্য সন্দর্শন করিব? ৪৮-৫৩। জম্বূদ্রুমের যে সকল ফল আকারে হস্তিতুল্য, অমৃতরসের আস্বাদ ও জাম্বূনদ-স্বর্ণের হেতুভূত, সেই সকল প্রসিদ্ধ জম্বূফল এখন স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। দুঃখের কথা আর বলিব কি! যে সকল ফলের রসবারিধারায় জম্বূদ্বীপে নদী প্রবাহিত হইত, সেই সমুদয় ফল এবং সুরাসমুদ্র-তীরের শিলীন্ধ্র-নীরন্ধ্রীকৃত মহীধ্র-গুহামধ্যস্থ মধুমদমত্তা অমরকামিনীগণের নৃত্য-গীত স্মরণ করিয়া প্রাতঃকালের পদ্মের ন্যায় অথবা এখনকার পৃথ্বীর ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে বন্ধু! ঐ দেখ দেখ, রক্তবর্ণ বারিরাশিপরিপূর্ণ অভিনব সমুদ্রের উচ্চদেশে সূর্য্যের উদয়াস্তময়ের নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগে সন্ধ্যারুণ স্বর্ণকান্তি মেরুশৃঙ্গস্তোকোদিত চন্দ্রকলার ন্যায় প্রভান্বিত হইতেছে। আহা, ঐ দেখ, সে পৃথিবী আর নাই; সমুদ্রসলিল যাহার বলয় ছিল, দ্বীপ, নদী, বন, জঙ্গল, গ্রাম, নগর, ব্রাহ্মণপল্লী, তরুপল্লবাঙ্কুরাদি যাহার ভূষণের ন্যায় শোভা পাইত, সে পৃথিবী এখন কোথায় অন্তর্হিত হইল, কে জানে! ৫৪-৫৭

চতুস্ত্রিংশদাধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিক-শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—মত্ত মহাভূতসমূহ সে মহাশবের দেহ ভক্ষণ করিতেছিল; যখন অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন লোকালোক-পর্ব্বতস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণ আবার বলিতে লাগিলেন,—ঐ আকাশে—বিদ্যাধর ও অমরসমূহের ভ্রমণস্থানে ভূতকুল মেদোযুক্ত অন্ত্ররাশি ছুড়িয়া ফেলিতেছে। মাত্র এই আকাশেই নহে,—এই সপ্ত দ্বীপেই ভূতগণ মেদোরাশি ছড়াইতেছে। মহাশবের মাংসস্তূপ ভক্ষিত হইয়াছে; সমুদয় রক্ত পীত হইয়াছে। এখন এই পৃথিবী কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পৃথিবী সকল প্রাণীরই প্রমোদজননী ছিল, এখন মেদোরূপ পট দ্বারা ইহার সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছে। অহো! কি দুঃখের কথা! ঐ সকল বনভূমিও মেদোময় শারদ জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় যেন উহা ধূসর-কম্বলে সম্বীত বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ মহাশবের অস্থিস্তূপ পড়িয়া এক একটা মহীধ্রের মত দেখাইতেছে। উহা হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় দিব্-তটভূমি আচ্ছন্ন করিয়াছে। ১-৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! দেবগণ যে সময় এইপ্রকার আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, সেই সময় ভূতগণ পীতাবশিষ্ট মেদোরাশি দ্বারা পৃথিবীকে মেদোলিপ্ত করিয়া প্রমত্তভাবে নাচিতে লাগিল। ভূতকুল যখন নৃত্যপরায়ণ হইল, তখন দেবগণ তাহাদের পীতাবশিষ্ট রক্ত—সঙ্কল্পোদ্ভূত এক প্রবাহ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে লইয়া গেলেন। দেবগণ সঙ্কল্প দ্বারা সেই সমুদ্রকেই সুধাসমুদ্রে পরিণত করিলেন। অদ্যাপি ঐ সমুদ্র সুরার্ণবরূপে বিরাজমান। ভূতবৃন্দ আকাশে নৃত্য করিতে করিতে তত্রত্য সুরা পান করিয়া আকাশাঙ্গনে মহানন্দে নাচিতে লাগিল। সেই সময়ের সেই ভূতগণের ন্যায় বর্ত্তমান ভূতসমূহও যোগেশ্বরীগণের সহিত আজও মদিরার্ণব হইতে মদিরা পান করে। সেই ভূতবৃন্দ যে মেদোজাল ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, কালসহকারে তাহা শুষ্ক হওয়ায় পৃথিবী মেদিনী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ঐরূপে ক্রমে সেই মহাশব-দেহ ক্ষয় হইল। সূর্য্য স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মেরুপ্রমুখ পর্ব্বতসমূহও উদ্ভূত হইল। ক্রমশঃ দিবা ও রাত্রি প্রকাশ পাইল। তাহার পর প্রজাপতি অভিনব প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ভূত ভৌতিক-সৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। ৬-১২

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

ভাস বলিলেন,—হে মহীপতে দশরথ! অগ্নিবাহন শুকের পক্ষপুটে অবস্থান করত আমি হুতাশন দেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ভগবন্! ঐ যে একটা মহাশব দেখিলাম, ইহার পূর্ব্বে উহা কি ছিল এবং কি নিমিত্তই বা ঐরূপ শবরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। ১-২

অগ্নি বলিলেন,—হে রাজন্! সেই ত্রিলোক-ভাস্বর অনন্ত অক্ষত মহাশবের বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরম ব্যোম—অসীম, দ্বিতীয়রহিত, নিরবয়ব। উহা চিন্ময়স্বরূপ; সংখ্যাতীত জগৎপরমাণু ঐ চিন্ময়াকাশে অধ্যস্ত। এক দিন ঐ সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ চিন্মাত্রাকাশে কোন এক কারণে স্বয়ং সম্বেদময়ী সম্বিদ্ আবির্ভূত হইল। কোন-পান্থের বিষয় চিন্তা করিয়া নিদ্রিত হইলে তুমি স্বয়ং যেরূপ নিজের পথিকভাব দেখিয়া থাক, সেইরূপ তিনি স্বীয় সঙ্কল্পবশে নিজবিষয়ক তেজঃসম্পন্ন পরমাণুত্ব অনুভব করিলেন। চিত্তের অজ্ঞানাবরণ অবস্থায় সেই পরমাণু পদ্মরজঃসদৃশ সঙ্কল্পাত্মক অণুত্ব অনুভব করিলেন। ঐ ভাসমান অণুত্ব স্বীয় উচ্ছূনতা ভাবনা বশতঃ নিজ চক্ষুরাদীন্দ্রিয় অনুভব করিলেন। তাহার পর তাঁহার অনুভূত হইল, উহা যেন স্বতঃই দেহে লগ্ন হইল। স্বপ্নদৃষ্ট নগরের ন্যায় ঐ চক্ষুরাদিও স্বভাবের প্রেরণাবশে প্রথমে শব্দস্পর্শাদি গুণসমূহের আধারাধেয়বৎ ভূতময় জগৎ দেখিল। জাতিবিশেষবিশিষ্ট অসুরনামা কোন জীব বেদনাদি বিষয়ান্ত-অধ্যারোপরূপ কার্য্য-কারণের সমষ্টিমধ্যে বিদ্যমান ছিল। ঐ জীব স্বভাবের বশে অত্যন্ত অভিমানী হইয়াছিল। উহাদেরও বিদূরথ-পিত্রাদির ন্যায় অসত্য প্রতিভাসাত্মক পিতৃপিতামহ ছিল। ঐ অসুর এক দিন দর্পান্বিত হইয়া কোন মান্যবর ঋষির সুখাবহ আশ্রম ধ্বংস করিয়া দেয়। ৬-১১। তখন সেই ঋষি এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তুই বৃহচ্ছরীর হইয়া আমার আশ্রম নষ্ট করিয়াছিস্; সুতরাং তুই এই দেহ ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র মশকাকার ধারণ কর্। ঋষিশ্রেষ্ঠ যে মুহূর্ত্তে অভিশাপ দিলেন, সেই ক্ষণেই সেই অসুর শাপানলে ভস্মে পরিণত হইল। দেখিয়া মনে হইল, বাড়বাগ্নি যেন সমুদ্রবারি শোষণ করিল। তখন আসুরিক চেতন আধারশূন্য নিরবয়ব আকাশসদৃশ হইল। চিত্ত নিদ্রিত, মূর্চ্ছিতবৎ হইল। তাহার পর সেই অব্যাকৃত চেতন ভূতাকাশে মিশিয়া গেল। ভূতাকাশ বায়ুর সহিত একীভূত হইল। দেহভ্রান্তির পরবর্ত্তী কালে যাহা প্রাণী নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই চেতনবিশিষ্ট আত্মা তখন অপঞ্চীকৃত ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। স্বভাব বশতঃ আকাশে যেরূপ বায়ব্যাণু

স্পন্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র-পরিব্যাপ্ত চিন্মাত্রাণু স্বভাবের বশেই স্পন্দনত্ব প্রাপ্ত হইল। বর্ষাকালে বায়ু ও বৃষ্টির সাহায্যে মৃত্তিকাস্থিত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ সেই বায়ুগত চেতন স্থূলভাবে প্রকট হইল। অসুরসম্বন্ধীয় চিদাভাস সেই শুদ্ধ তপস্বীর শাপবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাণাণুস্থ নিজ মশকত্ব জ্ঞান-যুক্ত ছিল। সেই জন্য উহা সেই সংস্কার বশতঃ মশকাকার পক্ষপাদাদি-যুক্ত হইয়া স্বয়ংই মশকে পরিণত হইল। ঐ মশকের পতন এবং উৎপতন নিশ্বাসমাত্রেই ঘটিয়াছিল। এইরূপ ক্ষুদ্রকায় সেই স্বেদজ মশকের আয়ুঃ দুই দিন স্থিরীকৃত হইল। ১২-২০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! জগতে যে সকল প্রাণী আছে, সে সমুদয়ের কি যোন্যন্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে, অথবা অন্য প্রকার উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে? ২১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণীরই উৎপত্তি দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে, এক ভ্রান্তিজা এবং অপর ব্রহ্মময়ী। প্রাণিগণের উৎপত্তিই ভ্রান্তিজা এবং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের কখনই জগদ্ভ্রান্তি নাই, তিনি সৃষ্টিসময়ে স্বয়ংই জীবভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহার উৎপত্তিই ব্রহ্মময়ী। ঐ উৎপত্তি যোনিজা নহে। আজন্মসিদ্ধ কপিলাদি মুনিগণই এই ব্রহ্মময়ী উৎপত্তি অনুভব করেন। অজ্ঞান মশকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং জগদ্ভ্রান্তি বশতই মশকের উৎপত্তি হইয়াছিল; ব্রহ্মময়ী উৎপত্তি তাহার হয় নাই। এইবার ঐ মশকের চেষ্টাক্রম শুন। মশকগণ পৃথিবীতে ইক্ষুগুল্মে, নবতৃণে ও কাশমুঞ্জে অব্যক্ত ধ্বনি করে। ঋষির শাপে যে মশকের উৎপত্তি, সেই মশকও তাহার মধ্যে অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে ক্রীড়ানুরাগে তাহার পরমায়ুর অর্দ্ধসময় এক দিন কাটাইয়া দিল। পরদিন সে তাহার স্ত্রীর সহিত সাদ্বলোদর-দোলায় শিশু ক্রীড়া বশতঃ দোল খাইতে লাগিল। মশক দোল খাইয়া শ্রান্তি বশতঃ যেমন বিশ্রাম করিতে লাগিল, অমনি সমাগত এক হরিণের পাদ-পাতন-চাপে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইল। মশক মৃত্যুসময়ে হরিণাকার ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাই মশকদেহের অন্তে তাহাকে হরিণরূপে জন্মিতে হইল। ২২-২৯। তাহার পর হরিণ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক দিন ব্যাধের অকস্মাৎ শরাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুসময়ে ব্যাধের মুখপানে আবদ্ধদৃষ্টি হইয়া হরিণ দেহ ত্যাগ করায় জন্মান্তরে সে ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর ব্যাধ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল; এক দিন হঠাৎ এক তাপসের আশ্রমসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ব্যাধ তথায় বিশ্রাম করিল এবং সৎসঙ্গ-লাভে তাহার প্রবোধ-লাভ হইল। ঋষি তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—ওহে ভ্রান্ত ব্যাধ! তুমি এ কি করিতেছ? দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিবার জন্যই কি এইপ্রকারে মৃগগণকে

হত্যা করিতেছ ? এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী ; এখানে অহিংসা ও অভয়দানাদি মহাফল-দায়ক হইলেও ঐ সকল শাস্ত্রমর্য্যাদা কি নিমিত্ত তুমি রক্ষা করিতেছ না ? যদি বল, মৃগবধ ব্যাধকুলের চিরাচরিত জীবিকা ; যদি উহা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে কিরূপে জীবনরক্ষা হইবে এবং কি প্রকারেই বা ভোগসিদ্ধিলাভ হইবে ? ইহার উত্তর এই, ইহা স্থির জানিও—আয়ু বায়ু-বিতাড়িত মেঘপুঞ্জের ন্যায় চঞ্চল-বারিবিন্দুবৎ ক্ষণবিধ্বংসী, মেঘসমূহ জলদ-বিতান-মধ্যে ক্রীড়াশীল। বিদ্যুতের ন্যায় বিচঞ্চল। ভোগ্য যৌবনবিলাস জলপ্রবাহের ন্যায় নিতান্তই অস্থির। এই ভোগায়তন শরীরের প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বংসসম্ভাবনা। হে রাম! এই সকল কারণেই বলিতেছি, এ সংসারের পারলৌকিক ভাবী অনর্থসমূহের বিষয় আলোচনা করত ত্রস্ত হও এবং অভয়দান ও অহিংসাদি উপায়সকল অবলম্বন করিয়া আত্যন্তিক অনর্থনিবৃত্তিলক্ষণ নিত্য নিরতিশয়ানন্দরূপ নির্ব্বাণ ব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ৩০-৩৩

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ প্রশ্ন করিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, হিংসা প্রভৃতি কর্ম্ম যদি দুঃখেরই হেতু হয়, তাহা হইলে এমন কি ব্যবহার আছে, যাহা দুঃখক্ষয়ের প্রতি কর্কশও নয় এবং মৃদুও নয়, এরূপ ব্যবহারক্রম কি আছে, বলুন ? ১

মুনি বলিলেন,—ওহে ব্যাধ! তুমি এই মুহূর্ত্তে বাণের সহিত ধনুক ত্যাগ কর, মৌনাবলম্বন কর, যমনিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই আশ্রমে বাস কর। ২

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই ব্যাধ মুনির নিকট এইরূপ প্রবোধ পাইয়া ধনুঃশর পরিত্যাগ করিল এবং মুনিজনোচিত অযাচিতাশন হইয়া সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে ব্যাধের কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে সৎসঙ্গবশে তাহার হৃদয়ে শাস্ত্রসিদ্ধ সারাসার-বিবেক প্রবিষ্ট হইল, জ্ঞান হইল, পুষ্পকোরকের বিকাশাদি-ক্রমোদ্ভব-জনিত আমোদ যেন মনুষ্যহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিল। হে শত্রুমর্দ্দনকারিন্! ঐ ব্যাধ এক দিন সেই মুনিকে প্রশ্ন করিল হে—ভগবন্! প্রাণিবর্গের অন্তরের স্বপ্ন জাগ্রতের ন্যায় বাহিরে কি নিমিত্ত প্রকাশ পায় ? বাহিরের প্রপঞ্চ যদি স্বপ্ন হয়, তাহা হইলে কি জন্য

অন্তরে উহা দেখা যায়? কি উপায়েই বা প্রাণিগণের আন্তর স্বপ্ন দৃষ্ট হয়? বাহ্য আন্তর স্বপ্নসমূহ কি প্রকারে দৃষ্টিগোচর হয়? এবং প্রপঞ্চই যদি স্বপ্ন, তবে অন্তর্ব্বহির্ভেদে দুই প্রকার দেখা যায় কি নিমিত্ত? ৩-৫

মুনি বলিলেন,—হে সাধো! আকাশে হঠাৎ মেঘোদয়বৎ আমার চিত্তের প্রথম অবস্থায় এইরূপই তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অবধি আমি বদ্ধপদ্মাসনে বহিঃকুম্ভক ধারণ করত সর্ব্বাত্মভাবে সুপ্রসিদ্ধ সম্বিৎস্বরূপে স্থির হইয়াছি। সায়ংকালে দিনকর যেরূপ স্বীয় মণ্ডলশ্রী দ্বারা আতপ প্রত্যাহৃত করেন, আমিও সেইরূপ তখন সম্বিৎস্বরূপে স্থির হইয়া সম্বিৎ দ্বারা দূর-ক্ষিপ্ত চিত্তকে নিজ হৃদয়ে প্রত্যাহৃত করিলাম, পুষ্প হইতে বাহিরে গন্ধপ্রসারবৎ জীবোপাধি চিত্তান্বিত প্রাণকে প্রাণের সহিত জীবের বহির্গমনানুকূল যোগশাস্ত্রসিদ্ধ প্রযত্নের দ্বারা বহির্দ্দেশে বাহির করিয়া দিলাম। তাহার পর বাহ্য ব্যোমগত জীবোপাধি চিত্তযুত প্রাণবায়ুকে আমি আমার সম্মুখভাগস্থ প্রাণীর প্রাণের সহিত সম্মিলিত করাইলাম। ভল্লূক যেমন গর্ত্তমধ্যে নিজ মুখ প্রবেশ করাইয়া আহারভূত সর্পকে টানিয়া আনে, সেইরূপ আমিও যে প্রাণী হইয়াছিলাম, তাহার প্রাণাবলম্বন করিয়া তাহার হৃদয়ে উপনীত হইলাম। পরে তাহার প্রাণরূপ অশ্বারোহণ করত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাণদ্বয়ের অনুসরণ দ্বারা নিজ বুদ্ধিবশে সঙ্কটে পতিত হইলাম। ৬-১২। বহু কুল্যা-পরিবৃত বাহ্য দেশের ন্যায় সেই সঙ্কটস্থানও চতুর্দ্দিকে বিচরণশীল রসময় বহু নাড়ী-যুক্ত; পার্শ্বাস্থিপঞ্জরে, প্লীহা, যকৃৎ, ও রক্তাদিপিণ্ডে জীবভবন-স্বরূপ দেহ সঙ্কট-পরিব্যাপ্ত। নিদাঘ-তপ্ত ঊর্ম্মিজালব্যাপ্ত সমুদ্রবৎ সেই স্থান জঠরানল-জনিত শলশলা ধ্বনির সহিত উষ্ণাবয়বসমাকীর্ণ। সেই স্থান অনবরত চিত্তসমভিব্যাহারী প্রাণবায়ু দ্বারা নাসাপ্রদেশ হইতে জীবনের জন্য বহিঃশৈত্যময় চেতনাত্মক বায়ু উন্নীত হয়। রক্ত, অন্ন, রস, শ্লেষ্মা ও রসস্রাব জন্য সেই স্থান সর্ব্বদা পিচ্ছিল; উহা ঘনান্ধকারযুক্ত ও উষ্ণ; সুতরাং ঐ স্থান নরকবৎ সঙ্কট-পরিব্যাপ্ত। উহার দ্বাসপ্ততি সহস্র নাড়ীসমূহের মধ্যে কোন স্থানে উদর, কোন স্থানে বা অবয়বাশ্লেষবশে স্পষ্টাস্পষ্টরূপ প্রাণাদি বায়ুসমূহে ক্রীড়াশীল। উহা সপ্ত ধাতুর সাম্য এবং বৈষম্যবশে আগামী রোগাদির সূচক, কোথাও বা অপানাদি ছিদ্রপথে বায়ুনির্গম জন্য শব্দ প্রকাশিত এবং কোথাও হৃদয়পদ্মনালের মধ্যে জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত। উহাতে বাসনাপরিবৃত ইন্দ্রিয়-বদ্ধ জীব সাক্ষী আত্মস্বরূপে স্বচ্ছ এবং চিত্তবৃত্তি-ভেদে বা প্রদেশভেদে কোথাও সৌম্য এবং কোথাও বা ক্ষুব্ধতাময়। ১৩-২০।

বহু নরাবয়ব-সম্বাধ অবকাশহীন নরসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠ নর যেরূপ প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্রামান্তে আমি সেই জন্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

যেমন সূর্য্যালোক নিশাকালে চন্দ্রকিরণের ভিতর গমন করে, সেইরূপ আমিও বিশ্রামান্তে সেই জন্তুর হৃদয়মধ্যস্থ তেজোধাতু প্রাপ্ত হইলাম। যাহা ত্রিভুবনের অন্তরভান জন্য ত্রৈলোক্যবিষয়ে দীপের ন্যায় প্রকাশক এবং যাহা যাবতীয় বস্তুর সত্তাস্বরূপ, সেই পরমাত্ম জীব উহাতেই অবস্থান করেন। সর্ব্বগতাত্মা জীব যদিও শরীরমধ্যে আনখাগ্র প্রবিষ্ট আছেন, তথাপি ওজোধাতুতেই বিশেষরূপে তিনি কৃতাধিষ্ঠান। আমি সেই জীবাধার ওজোধাতুর ভিতরে অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ স্থান করণাভিমানী দেবগণ দ্বারা সর্ব্বতঃ সুরক্ষিত। যাহা সাক্ষাৎ জীবোপাধিভূত মনোময় বিজ্ঞানময় কোষসংযুক্ত আনন্দময় কোষ, তাহার পর আমি তাহাতেই প্রবেশ করিলাম। সুগন্ধ যেমন বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে, সূর্য্যকিরণ যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয় এবং জল যেমন মৃৎপাত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সেই ক্ষীরবুদ্‌বুদসদৃশ সুন্দর স্থানে বিশ্রাম করিবার পর, স্বীয় ওজোধাতুর অভ্যন্তরে কৃতবসতির ন্যায় সুস্থভাবে নিজ স্বপ্নসদৃশ তাহার স্বপ্নরূপ অখণ্ড বিশ্ব দর্শন করিলাম। ২১-২৯। দেখিলাম—সূর্য্য, গিরি, সমুদ্র, অমর, অসুর, নর, পত্তন, আভোগ, লোকান্তর, দ্বীপ, কাল, করণ, গ্রাম, কল্প, ক্ষণ, যাবতীয় ঋতু, এমন কি, চরাচরাত্মক নিখিল বিশ্বরূপ স্বপ্নই অনাদি প্রবাহগত প্রসিদ্ধ জগতের ন্যায়ই তথায় বিদ্যমান। আমি জাগ্রদবস্থায় সেই স্থানে অবস্থান করিলাম; কারণ, জাগ্রদ্‌ভঙ্গে আমার আর নিদ্রা হইল না। আমি তখন চিন্তা করিলাম, তবে কি বিনিদ্র অবস্থাতেই আমি এই স্বপ্ন দেখিতেছি? এইরূপ চিন্তা করিতেই বুঝিতে পারিলাম, এ সকলই সেই চিদাত্মার ঐশ্বরিক রূপ; তিনি আকাশাত্মক আত্মাকে ঘটপটাদি যেরূপ নামরূপে ব্যপদিষ্ট করেন, উহা আপনা হইতে সেই সেই নাম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে সকল স্থানে চিদ্ধাতু অবস্থান করে, সেই সকল স্থানেই তিনি জগদাকারে স্বীয় দেহ দেখিয়া থাকেন। ৩০-৩৫। অহো! এই পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব এত দিনে আজ এইপ্রকারে বোধগম্য হইল। লোকে ইহাকেই স্বপ্ন বলে। ইহা চিদ্বিবর্ত্তমাত্র, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নয়। কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, এই উভয়ই চিদ্‌বিবর্ত্তমাত্র। ফল কথা, স্বপ্ন এবং জাগ্রতের দ্বৈবিধ্য কিছুমাত্র নাই ৩৬-৩৮।

পুরুষ চিন্মাত্র; তাই মৃত্যু নামে একটা কোন পদার্থ নাই। হে মতিমন্! বহু শত শরীর মৃত্যুগ্রস্ত হইলেও কোন কালেই কোন পুরুষের কোন প্রকারেই মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। তিনি চেতন; আকাশাকারে তাঁহার অবস্থিতি। তিনি দেহাকারে বিবর্ত্তমান হন। অনন্ত অবিভাগস্বভাব মূর্ত্ত ও মূর্ত্তিহীনরূপে তিনি কল্পিত হইয়া থাকেন মাত্র। যাহা স্বভাবতঃ মূর্ত্তিরহিত, নিত্য অনন্ত প্রকাশস্বরূপ

এবং যাহা চিৎসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সূক্ষ্ম বস্তু, তাহার সারই জগৎ। ফলতঃ ভ্রম বশতই জগৎরূপের কল্পনা। চিদাকাশের ভিতর জগদ্ভ্রমানুভবরূপ অণু প্রকাশমান হয় এই প্রকাশ অবয়বীতে বিচিত্র অবয়বাণু-প্রকাশের সদৃশ। জীব যখন বাহ্যভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাধার হৃদয়ে বাস করে,তখন বাহ্য সংস্কারানুরোধী যে নিজ রূপ, তাহাই স্বপ্নসৃষ্ট হয়। ইহারই নাম চিদ্‌বিবর্ত্ত বলিয়া জানিবে। পক্ষান্তরে, চিত্ত যখন বাহ্যোন্মুখ হয়, তৎকালের স্বীয় রূপই জাগ্রৎশব্দে শব্দিত হয়। আবার চিত্ত যে সময় অন্তঃস্থিত হইয়া থাকে, তখন ঐ জীবই স্বীয় রূপকে স্বপ্ন দেখেন। ৩৯-৪৪। অন্তরে ও বাহিরে স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, নদী ও দিক্‌সমূহরূপ একাত্মক জীবই প্রসৃত হন। তেজোরাশি দিবাকর যেরূপ স্ববিম্বগত হইয়া দীপ্তিচ্ছটায় একত্র অবস্থান করেন, সেইরূপ জগদাত্মক জীবও অন্তরে বাহিরে বিরাজিত। অন্তরের স্বপ্ন ও বাহিরের জাগ্রৎ এই উভয়ই চিদাত্মক আমি; ইত্যাকার জ্ঞান যখন যথাযথরূপে উদয় হয়, আর যখন ভূমিকাভেদের পরিণাম বশতঃ বাসনাসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখনই মুক্তিলাভ ঘটে। অচ্ছেদ্য অদাহ্য জীব দ্বৈত সঙ্কল্প দ্বারাই অন্যরূপ বিবেচনাবশে বালকের ন্যায় মুগ্ধ হয়। স্বাত্মার অন্তর্জগদ্রূপে যে দর্শন, তাহারই নাম স্বপ্ন, এবং বহির্জ্জগদ্‌রূপে যে দর্শন, তাহাই জাগ্রৎ। সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ এই উভয়ই আত্মার স্বরূপ। জাগ্রৎস্বপ্নের এইপ্রকার তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে সুষুপ্তির স্বরূপ জানিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইল। আমি তদনুসারে সুষুপ্তির অংশানুসন্ধানে চেষ্টিত হইলাম। এই যে সকল দৃশ্য দৃষ্টি, ইহাতে আমার কি প্রয়োজন আছে? আমি চিরদিন নিশ্চিন্ত ও তূষ্ণীম্ভাবেই থাকিব। এইরূপ সমরূপিণী সম্বিৎই সুষুপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ৪৫-৫১

দেহে যেরূপ নখলোমাদি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়রূপেই অবস্থিত, সেইরূপ সুষুপ্তিও চেতনাত্মায় অজড় অথচ জড় এইরূপেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ভ্রমণে শ্রমক্লিষ্ট; বিশেষ সম্বেদনে আমার আবশ্যক কি? আমি কিছুদিন শান্তভাবেই অবস্থান করিব। এইপ্রকার সঙ্কল্প দ্বারা যে প্রগাঢ় নিদ্রাকার অনবচ্ছিন্ন পরিণতি, তাহারই নাম সুষুপ্তি। যিনি জাগ্রৎ পুরুষ, তাঁহাতেই নিশ্চিন্তাবস্থায় এইরূপ নিদ্রানিবিড়াত্মক সুষুপ্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে। এইপ্রকার অবস্থিতির ঘনতাপ্রাপ্তি-অবস্থায় উহা নিদ্রা নামে নির্ব্বাচিত হয়। ঈষদ্ বিক্ষেপরূপে যদি কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটে, তবেই তাহা স্বপ্ন নামে অভিহিত হয়। ৫২-৫৫। এইরূপে আমি সুষুপ্তি স্থির করিলাম। তাহার পর বিশিষ্ট বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে তুরীয় পদার্থের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। যেমন তম হইতে প্রকাশপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ সমীচীন শুদ্ধ বোধ ব্যতীত তুরীয় বস্তুর পূর্ণরূপপ্রাপ্তি ঘটে না।

যাহা সম্যক্ বোধ, তাহাই তুরীয়লাভের একমাত্র উপায়। যে সময় সম্যক্ বোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় এই দৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্বজ্ঞান বিদ্যমান থাকে না; বিশ্ব তখন স্বরূপে অবস্থান করে; সুতরাং আত্যন্তিক বিলয় ঘটে না। স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি, এই তিনটি জগৎসহ তুরীয়েতেই অবস্থিত। পরন্তু ঐ সমুদয় পরিদৃশ্যমানাকারে বিদ্যমান নাই। যিনি সৎ, অজ, ব্রহ্ম, তিনিই এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে কল্পিত আছেন। এইপ্রকার যে নিত্য জ্ঞান, তাহারই নাম তুর্য্যতা। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জন্ম বা তৎকারণপরম্পরার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সৃষ্টিজনক দ্বৈতও কিছুই নাই; কিন্তু জল যেরূপ স্বয়ংই দ্রবত্বকে গ্রহণ করে, সেইরূপ জগদাকার চেতনার কর্তৃত্ব হেতু চিতেই সৃষ্টিসম্বিত্তি স্বয়ং গৃহীত হইয়া থাকে। ৫৬-৬১

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিলেন,—এইপ্রকারে জাগ্রদাদি তুর্য্য অবধি অবস্থাতত্ত্ব বিচার করত আমি সেই প্রাণীর চিদাভাসলক্ষণ জীবের সহিত একীভাব লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুষ্পিত সহকারসম্বন্ধীয় সৌরভ যেরূপ বায়ুর সাহায্যে পদ্মাকারে নীত হইয়া পদ্মোদ্ভূত বায়ুগত সৌরভের সহিত মিলিত হয়, আমার সেই প্রবৃত্তিও তখন সেইরূপ হইয়াছিল। আমি চিদাভাসে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া যেমন তেজোধাতু পরিত্যাগ করিলাম, অমনি সমুদয় ইন্দ্রিয়-সম্বিৎ বহির্মুখব্যাপারে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর অন্তঃপ্রবণ প্রযত্ন সম্বিত্তি দ্বারা সেই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সম্বিত্তি-সকলকে সজোরে নিগৃহীত করত জলে তৈলবিন্দু যেরূপ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ অন্তরে প্রসৃত হইলাম। এইপ্রকারে উপাধিব্যাপ্তি দ্বারা যেমন আমি সেই প্রাণীর চিদাভাস-সম্বিতে মিলিতভাবে পরিণত হইতে লাগিলাম, অমনি তাহার বাসনা এবং আমার বাসনার অন্তঃপ্রতিভাসবশে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দ্বিগুণিতরূপে অবস্থিত দেখিলাম। ১-৪। তখন দৃষ্ট হইল, দিক্‌সমূহ দ্বিগুণ হইয়াছে; দুই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, দুই পৃথিবী প্রতিভাত হইতেছে; দুই অন্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ হইতেছে; মুকুরপ্রতিবিম্বিত দুইটি প্রতিবিম্বমুখ যেমন দেখা যায়, দ্বিগুণীকৃত জগৎও সেইরূপ মিশ্রিতভাবে দৃষ্ট হইতেছে; তিলদ্বয়ে তৈলের ন্যায় বুদ্ধিকোশস্থ চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে; এই উভয় সম্বিৎকোশস্থিত উভয়

জগতের মিশ্রণ ঘটিলেও বাসনার অমিশ্রণ জন্য ক্ষীর-জলবৎ প্রকাশ পাইতেছে। আমি তখন দর্শনমাত্রেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই প্রাণীর চিদাভাস-সম্বিৎ নিজ সম্বিৎ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়াই একাত্মতায় উপনীত করিয়া লইলাম। ফলতঃ সে সময় উভয় উপাধির ঐক্যদ্বারা একীভূত করিলাম। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক ঋতুর অপর ঋতুর সহিত, ক্ষুদ্র জলাশয়ের বৃহৎ জলাশয়ের সহিত, আমোদ-লেখার বায়ুর সহিত এবং ধূমলেখার মেঘের সহিত মিলন যেরূপে ঘটে, ইহাও তাহাই। সে সময় বাসনার একীকরণ দ্বারা উভয় সম্বিদের ঐকান্তিক একতা যেমন সম্পাদিত হইল, অমনি অনুভূতপূর্ব্ব দ্বিগুণীভূত জগৎও এক হইল। যেমন দৃষ্টিদোষযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্ট চন্দ্রদ্বয় আবার দৃষ্টি সুস্থ হইলে এক হইয়া যায়, ঐ একত্বও সেইভাবেই ঘটিল। ৫-১১

তাহার পর তচ্চিতি-গত আমার নিজ বিবেক পরিত্যক্ত না হওয়ায় সঙ্কল্প কমিয়া গেল এবং তাহার সঙ্কল্পানুসারিণী স্থিতি লাভ করিল; তখন আমিও তাহার চিত্তবৃত্তি দ্বারা তাহারই ভোগ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং তাহার হৃদয় ত্যাগ না করিয়াই জাগ্রদ্ব্যবহাররূপ প্রাত্যহিক আচারসমূহ অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পর সেই প্রাণী অন্ন, জল গ্রহণ করিল এবং শ্রমকাতর হইয়া ইচ্ছামত ঘুমাইয়া পড়িল। সূর্য্য যেরূপ সন্ধ্যাকালে স্বীয় তেজ উপসংহার করেন, সেইরূপ দিক্‌সমূহে প্রসৃত রূপালোকক্রিয়াজনক চিত্ত উপসংহৃত হইল। চিত্তের উপসংহারব্যাপারে কূর্ম্মদেহে কূর্ম্ম-প্রবেশের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিও চিত্তের সহিত ছিন্ন হইয়া হৃৎকোশে প্রবিষ্ট হইল। চক্ষু প্রভৃতি মুদ্রিত হইয়া হৃদাকারে পরিণত হইল; মৃতের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইল। চিত্তের অনুবিধায়িত্ব জন্য আমিও তদীয় চিত্তবৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয়গোলক পরিত্যাগ করিয়া নাড়ীপথে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম। যাহা শয্যার ন্যায় কোমল তৈজসাণ্ডস্থ আনন্দময় কোষ, তাহাতে আমি বাহ্যানুভব ত্যাগ করত মুহূর্ত্ত জন্য সুষুপ্তি অনুভব করিলাম। যে সময়ে অন্নপান বিকার সচ্ছিদ্র নাড়ীসমূহে নিরুদ্ধ; সমান-বায়ুর বহির্নির্গম নাই; সে সূক্ষ্মগতিতে অন্তরে ভ্রমণশীল, সে সময়ে প্রাণাত্মক অদ্বৈত প্রসন্নাত্মা তন্মাত্র-তৎপর হইয়া হৃদয়ে পুরীনিচয়ে প্রবেশ করিয়া প্রত্যগাত্মরূপ পরমপুরুষার্থ স্বভাববশে চিত্তকে স্বীয় অধীন করিয়া লয়েন। তখন নিরতিশয় আনন্দরূপ সুষুপ্তিতে ঐ নিরতিশয় আনন্দ-কলেবরই শোভিত হয়েন; তাঁহার বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকে না। ১২-২২

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! প্রাণায়ত্ত হইয়াই মন মননাদি করে। সুষুপ্তি-অবস্থায় প্রাণায়ত্ত বলিয়াই মন যদি মনন করিতে না পারে, তাহা

হইলে জাগ্রৎকালেই বা কিরূপে মনন করা সম্ভব ? কারণ, প্রাণ হইতে মনের যে একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ, তাহা তো আর নাই। আর তাহাই যদি হয়, তবে তো তাহা কিছুই নহে। ২৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যদি অধিষ্ঠান সন্মাত্র হইতে স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে তো দেহ-প্রাণাদির কিছুই সত্তা থাকে না। সেই সন্মাত্র হইতে যদি অপৃথক্ করা না হয়, তবেই তো তাহার সত্তায় সমুদয়ই সত্তাসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, প্রাণ হইতে যদি স্বতন্ত্র করা যায়, তবে আর মনই থাকে না। এই আশঙ্কা তোমার অতি অল্প ; কারণ, স্বপ্ন-শৈলের ন্যায় এই দেহই যখন মনের কল্পনাত্মক, তখন মন হইতে স্বতন্ত্র করিলে এই স্বানুভূত নিজ দেহই তো থাকে না। চেত্যার্থের অভাব হেতু চিতের অবিদ্যমানতা ঘটে ; আর সৃষ্টি প্রভৃতি সময়ে কারণ না থাকায় দৃশ্যোৎপত্তিও সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত বলা হয়, এই পরিদৃশ্যমান তাবৎ পদার্থ ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা, তাই এ বিশ্ব যথাযথরূপেই বিদ্যমান, সত্তাশ্রয় চিত্ত দেহাদি সকল পদার্থ ই ব্রহ্মজ্ঞদিগের নিকট ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। অব্রহ্মজ্ঞগণের মতে এই চিত্ত বা দেহাদি যেপ্রকার, আমাদের মতে সেরূপ নহে। হে রাম ! এই যে নানা প্রকার ত্রিজগৎ দেখিতেছ, ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ কথা বিশদরূপে বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। ২৪ ২৮

একমাত্র চিন্মাত্র পদার্থ ই বিদ্যমান। উহা মলশূন্য, অসীম, আকাশস্বরূপ ; উহাকে জগৎ বা দৃশ্য কিছুই বলা যায় না। অনাদিশুদ্ধ বুদ্ধরূপের পরিহার না করিয়া সর্ব্বজ্ঞ চিন্মাত্র দ্বারা প্রথমে মনস্তত্ত্বই অধ্যারোপিত। এই মনো দ্বারা আত্মার যে বিচরণকল্পনা, তাহাকেই প্রাণবায়ু বলিয়া জানিবে। এইপ্রকারে মনো দ্বারা কল্পিত হইয়াই যেরূপ প্রাণতার অনুভব হয়, সেইরূপ ইন্দ্রদেহাদি দিক্‌পালকল্পনাও মনো দ্বারা কল্পিত হইয়াই অনুভূতিগম্য হইয়া থাকে। এইপ্রকারে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অখণ্ড চিত্তমাত্র। যাহা চিত্ত, তাহাও চিন্মাত্র ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কারণ, এই যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সে সকলই ব্রহ্ম-কল্পিত ; সুতরাং যিনি নিরবয়ব, আদ্যন্তহীন, অনাময়, অনাভাস, শান্ত চিন্মাত্র, সন্মাত্র ব্রহ্মপদ, এ জগৎ তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রাথমিক মনঃশক্তি দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ অনুভবোদ্ভাবিত হইয়া পরমব্রহ্ম যে প্রকারে সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বত্র স্বপ্ন-জাগরস্বরূপ ভূতজগৎও সেইরূপেই তাঁহার অনুভূত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পাত্মক মনই কার্য্য-ব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। এই ভূরাদি লোক ও অন্য বিষয়সমূহ যেভাবে তিনি সঙ্কল্প করেন, সেইভাবেই অনুভব করেন। এইপ্রকারে ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। ২৯-৩৬

হে রাম! যিনি শূন্যাত্মক চেতনাত্মা পুরুষ, তিনিই প্রথমে চিত্ত দ্বারা প্রাণবান্, তাহার পর দেহী, অনন্তর গিরিকৃত এবং তাহার পরে ত্রিভুবনীকৃত হইয়া থাকেন। স্বপ্নকালে নিজদেহে কল্পিত পুরীর অন্তরালে প্রত্যেকেই এই সমুদয় অনুভব করিতে সমর্থ হন। ৩৭

অষ্টাত্রিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এ জগতের কর্ত্তা হইতেছে চিত্ত। চিত্তের সঙ্কল্পিত যাহা, তাহাই ঘটিয়া থাকে। চিত্তের সঙ্কল্প-গুণেই কোন বিষয় অসত্য হয়, কোন বিষয় ব্যবহারিক হয়, আবার কোন কোন বিষয় প্রাতিভাসিক হইয়া থাকে। প্রাণ সকল বিষয়ের সম্পাদক; তাহা ভিন্ন আমি থাকিতে পারি না; এ সমুদয় কল্পিতমাত্র; এই নিমিত্তই চিত্তকে প্রাণাধীন বলা হয়। প্রাণাভাবে কিছুকাল থাকিতেও পারি, নাও পারি, এ কথাও কল্পিত। মনঃসংযুক্ত প্রাণ দ্বারা দেহ যেখানে কল্পিত হয়, সুবিস্তৃত মায়ানগরের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যেই দেহের সেই স্থানে আবির্ভাব ঘটে। পরে আমি যেন কখনও প্রাণ ও দেহশূন্য না হই, এইরূপ একটা সুদৃঢ় নিশ্চয় জীবেরই হইয়া থাকে। যিনি চিন্মাত্রস্বভাব আত্মা, তাঁহার ঐরূপ নিশ্চয় হয় না। সন্দেহবশতঃ দোলায়মান চিত্তই দুঃখভাগী হইয়া থাকে; তাহার বিপরীত দৃঢ় নিশ্চয়ের যাথার্থ্য ব্যতীত সে দুঃখের উপশম হয় না। যে ভ্রমজ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সামান্য বিকল্পনায় দূর হইবার নহে। যাহার অহংপ্রত্যয় বিদ্যমান, তাঁহার ভ্রমজ্ঞান কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভ্রমজ্ঞান নাশ করিবার পক্ষে আত্মবিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ উপায়; তদ্ব্যতীত উহা দূর করিবার অন্য উপায় নাই। এ দিকে মোক্ষোপায়-বিচার ব্যতীতও তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মোক্ষের উপায় কি, তাহা যত্ন সহকারে বিচার করিয়া দেখ। ১-৮।

'অহং' এবং 'ইদং' এই দুই প্রকার অবিদ্যা বিদ্যমান আছে জানিবে। মোক্ষোপায় ব্যতীত কোন কারণেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। প্রাণই আমার পরম প্রেমাস্পদ, এইরূপ দৃঢ়াভ্যাস দ্বারাই মন প্রাণাধীন হইয়া আছে। এই প্রকারে মনের দেহাধীনতাও বর্ত্তমান। প্রাণ যদি সুস্থদেহে স্থির থাকে, তবেই সে মনন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু দেহ যদি ক্ষুব্ধ হইয়া

উঠে, আর সেই ক্ষোভ যদি প্রাণগত হয়, তাহা হইলে মনের আত্মতত্ত্ব-বিবেক-দৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। মন যে সময়ে স্বকর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য উদগ্র হয়, তখন সে কোন প্রকারেই আত্মজ্ঞানোন্মুখ হয় না। ৯-১২। প্রাণ এবং মন পরস্পর রথ-সারথির ন্যায় বিদ্যমান। রথ এবং সারথি পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তনকারী। এতদুভয়ের কে না কাহার অনুবর্ত্তন করে? এইরূপে মন ও প্রাণ এই উভয়েও পরস্পর অনুবৃত্তিস্বভাব। ইহাদের দ্বারাই সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা কল্পিত হন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি মূর্খগণের নিয়তি-নিবৃত্তি হয় না। পরমপদে অনধিরূঢ় মন-প্রাণ দেহীদিগের দেশ, কাল ও ক্রিয়াদ্রব্য ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাণ ও মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাম্যভাবে স্বকর্ম্মসাধন করত অবস্থান করে, ততক্ষণ জাগ্রদভিধেয় সমব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। যে সময়ে প্রাণ ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তনা হইতে উপরত ও বিষমভাবসম্পন্ন হয়, তখন বিষম ব্যবহার ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নাভিধেয় মানস ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। নাড়ীপথ যখন ভুক্ত অন্নরসাদি দ্বারা রুদ্ধ হয়, তখন পিণ্ডিত প্রাণের আনন্দ সঞ্চার হয়। ঐ সময়ে মনের শান্তি ও সুষুপ্তির আবির্ভাব ঘটে। অন্নরসাদি দ্বারা পূর্ণ না হইয়া যদি নাড়ীপথ ক্ষীণও থাকে, তাহা হইলে শ্রমনিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দভাবে থাকিলেও সুষুপ্তির উদ্ভব হয়। নাড়ীর যদি মর্দ্দনাদি দ্বারা মৃদু বা বাণ-ক্ষত-ব্রণে শোণিতাদি দ্বারা পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে তখন প্রাণের লীনাবস্থায় নিস্পন্দ সুষুপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৩-১৯

তাপস বলিলেন,—আমি সেই যে তখন এক প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, সে ব্যক্তি আহার করত পরিতৃপ্ত হইয়া সে সময়ে সুষুপ্তভাবে ছিল। আমার চিত্ত তাহার চিত্তের সহিত একীভূত হওয়ায় আমি স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত হইয়া সুখসুপ্ত নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার পর সেই প্রাণীর উদরদেশের অন্নাদি যখন পরিপাক হইল, স্বাভাবিক নাড়ীপথ যখন অস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন প্রাণও স্পন্দিত হইতে লাগিল; সুতরাং সুষুপ্তি তখন হ্রাস প্রাপ্ত হইল। সুষুপ্তির হ্রাস হইলে পৃথিবী সন্দর্শন করিলাম। দেখিলাম,—সেই পৃথিবী প্রলয়ের ক্ষুব্ধ সমুদ্রজাত মহাজলসমূহ দ্বারা প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। সেই বারিরাশি আবার অধঃপতিত মুষলসদৃশ বৃষ্টিধারায় স্ফীত পর্ব্বততুল্য তরঙ্গপ্রবাহে অন্বিত এবং সঞ্চালিত বনমালার ন্যায় তৃণরাজিপূর্ণ পর্ব্বত-পরিব্যাপ্ত। দৃষ্ট হইল, গিরিমূলোৎপাটনকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ত্রিলোক অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়াছে; আকাশাবস্থিত দেব-দানবগণের নগরসমূহ খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে। ২০-২৬ সে সময় আমি যে তত্রত্য কোন নগরস্থিত গৃহে স্বীয় পত্নীসহ বাস করিতেছিলাম, তাহাও দৃষ্টিপথে পড়িল। দেখিতে পাইলাম,—স্ত্রী, ভৃত্য, বান্ধব, গৃহোপকরণ

ও গৃহাদিসহ সেই প্রলয়বারিরাশিতে ভাসিয়া চলিলাম। সেই গ্রাম নগর তখন প্রলয়বারি দ্বারা উহ্যমান হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সেই সেই স্থান উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিল। জলপ্রবাহে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইল। ফলে তথায় ঘোরতর কলকল শব্দ উঠিতে লাগিল; তাহাতে মনে হইল, সে শব্দে বুঝি সমুদ্রগর্জ্জনও তখন তিরস্কৃত হইতেছিল। তত্রত্য লোকসমূহ একান্ত ক্ষুভিত হইয়াছিল। অনেকের পুত্রাদি আত্মজন মৃত্যুমুখে পড়িত লাগিল।২৭-৩০। চঞ্চল আবর্ত্তময় জলোচ্ছ্বাসে নগর ও গ্রাম ভাসিয়া গিয়া ব্যাকুল হইল। জনগণ সেই স্থানের জঙ্গলসমূহে যাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত কাঁদিতে লাগিল। তাহাতে সেই জঙ্গলসমূহ ভীষণাকারে পর্য্যবসিত হইল। সেই নগরস্থিত গৃহসকলের ভগ্ন ভিত্তিসমূহের শিথিল কাষ্ঠশঙ্কুসমূহ হইতে কটু-কঠোর শব্দ হইতেছিল। গৃহসকলের প্রতি গবাক্ষে রমণীমণ্ডলীর মুখরাজি শোভা পাইতেছিল। আমি তদবস্থায় ক্ষণকালের জন্য সকল বিষয় দৃষ্টিগোচর করিয়া দীনভাবে কাঁদিতে লাগিলাম। প্রবল-তরঙ্গের আঘাতে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীজন-পরিপূর্ণ গৃহসমূহ শিলাপতিত নির্ঝরের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর আমি স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত আত্মীয়, এমন কি, চিত্ত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম; শুধু প্রাণমাত্র লইয়া সেই প্রলয়সলিলে ভাসিতে লাগিলাম। তখন তরঙ্গনিচয়ে পতিত হইয়া আমি এক যোজন হইতে অপর যোজনে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রবাহোপরি যে সকল বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে বাধ্য হওয়ায় আমার দেহ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে প্রচুর কাষ্ঠ ছিল। আমি সেই সকল কাষ্ঠের সংঘর্ষণে আস্ফালিত হইতেছিলাম এবং আবর্ত্তবশে পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া বহুকাল পরে উপরে উঠিয়াছিলাম।৩১-৩৭। তখন আগম এবং অপায় দ্বারা অনির্ব্বচনীয় গুরু-গম্ভীর শব্দময়, অত্যধিক কল্লোলযুক্ত সলিলে আমি একবার ডুবিতে এবং একবার উঠিতে লাগিলাম। কখন বা পরস্পর-ঘর্ষণে ভগ্ন পর্ব্বতপঙ্কিল জলে আমি পল্বলমজ্জিত হস্তীর ন্যায় ডুবিতে লাগিলাম, আবার সহসা আগত জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া উঠিতেছিলাম। আমি যে সময়ে পর্ব্বতখণ্ডোপরি আরোহণ করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করিতেছিলাম, সেই সময়েই প্রলয়-জলরাশি আসিয়া আমার উপর পতিত হইতেছিল। অধিক আর কি বলিব, সেই কল্লোলময় বারিরাশিতে আশ্রয় লইতে হওয়ায় আমাকে অত্যন্ত দুঃখই ভোগ করিতে হইয়াছিল।৩৮-৪১

সেই সময়ে সেই স্থানে চিরজীবনের অভ্যস্ত চিত্তবিষাদবশে পূর্ব্বেকার নিজ সমাধিময় রূপ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল, আমি চিন্তা করিতে

লাগিলাম—অহো! আমি পূর্ব্বজন্মে অন্য এক জগতে জনৈক তাপস ছিলাম। পরে অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত তাহার দেহে প্রবেশ করত এই সকল ভ্রম দর্শন করিতেছি। বর্ত্তমান স্বপ্নপ্রপঞ্চে দৃঢ়াভ্যাস জন্য নিজ শরীরে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হেতু সেই কল্লোল দ্বারা প্রবাহিত হইয়াও তাহা স্মরণের পর সুখে অবস্থান করিলাম। সে সমুদয় প্রলয়-বিবর্ত্তনক্রমে শৈল, নগর, গ্রাম, ভূখণ্ড, বৃক্ষ, দেব, মানব, নাগ, নারী, নভশ্চর ও লোকপালগণের গৃহাদি বাহিত হইতেছিল। প্রসিদ্ধ মরু-মরীচিকার সলিলবৎ সেই সকল প্রলয়-বিবর্ত্তন মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিলাম। তার পর ভূধরযুক্ত জলকল্লোল দ্বারা শৈলপরম্পরার বিঘট্টনা-সমূহ বার বার দর্শন করিয়া এ জগতের ধ্বংসব্যাপারের চিন্তা করিতে লাগিলাম।৪২-৪৮।

ভাবিতে লাগিলাম,—কি আশ্চর্য্য! দেবদেব মহাদেব সমুদ্রান্তরালে জীর্ণ তৃণের ন্যায় উহ্যমান হইতেছেন! অহো! তবে আর পোড়া বিধাতার অকার্য্য কিছুই নাই। প্রভাতে সূর্য্যকিরণ যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মমধ্য দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ গৃহসকল চতুর্ব্বিধ ভিত্তি বিদীর্ণ করিয়া নিজমধ্যস্থিত শোভা দেখাইতেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল তরঙ্গসমূহের মধ্যে মধ্যে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, মানব, নাগ ও নারীসমূহ আনন্দিত হইতেছে। আর একটা আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল পদ্মশোভিত প্রসিদ্ধ নদী অন্যান্য নদী হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। এই জলরাশিমধ্যে দেবাসুর-নাগগণের মহা গৃহসমূহের ভিত্তিসমুদয় সুবর্ণময় নৌকাশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র শীর্য্যমাণ মণিরচিত গৃহের মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রলয়-জলভরে নিমগ্ন হইতেছেন এবং কুঙ্কুমলাঞ্ছিত মত্ত করিসমূহের কুম্ভসদৃশ পৌলোমীর আপীন স্তনযুগলে রতিখেদজনিত শ্রান্তি বশতঃ তাহা দূর করিবার জন্যই যেন জলকেলি-সুখোদ্দেশে তরঙ্গদোলাসমূহ সমাধা করিতেছেন। ৪৯-৫৩। অহো! জলবেষ্টনে আকাশ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ পুষ্পশ্রেণীর ন্যায় পরিকম্পিত নক্ষত্রসমূহ বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইতেছে। রত্নসানুময মধ্যপ্রদেশে দেবগণের বিমানশ্রেণী পতিত হইতেছে। বায়ু উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পবর্ষণ দ্বারা যেন মঙ্গলাচরণ করিতেছে। শৈলক্ষুব্ধ বারিনিধির ভীষণ জলোর্ম্মিমালা আকাশে উত্থিত হইয়া মন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হৈম দৃষদবৎ ব্রহ্মলোকে ধ্যানপরায়ণ প্রজাপতির পদ্মাসন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে। ঐ ঊর্ম্মিসমূহ আকাশে জলদজালের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার আকৃতি হস্তি-অশ্ব-সিংহ-নাগ-দ্রুম ও পৃথিবীর ন্যায় এবং উহা অতি গম্ভীর ঘুক্কুম-শব্দ জন্য ভয়াবহ। অতসীপুষ্পবৎ শ্রীসম্পন্ন প্রলয়সমুদ্রের জলোর্ম্মিমধ্যে স্বয়ং যমরাজও যেন জলময় শরীরধারী অন্য যম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছেন। পর্ব্বত-গুহা-প্রবিষ্ট বারিপূর ব্যাবর্ত্তিত হইয়া গুড় গুড় ধ্বনি করিতেছে; অদ্রি-নগরাদির

সহিত নিখিল লোকপাল ও নাগসমূহ জলমগ্ন হইতেছে। ভূতল, পাতাল, নভস্তল ও দিক্‌সকল দুর্ব্বার বারিবলনায় পরিপূরিত হইয়াছে; তাহাতে গ্রাম, পত্তন, বিমান ও নগসহ ইন্দ্র, যম, যক্ষ ও দেবাসুরগণ মৎস্যকুলের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। ৫৪-৫৯। অহো! দোহনকালে গোশাবকের মাতৃজঙ্ঘার ন্যায় উহ্যমান শ্রীকৃষ্ণের অণু-তনু লোকসকলের বন্ধনস্তম্ভ হইল। সুরাসুরমধ্যে পরস্পর নারী লইয়া হলহলা ধ্বনি হইতে লাগিল। তাহাতে একপ্রকার বুড়বুড় ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কোলাহলাকুল দেব-দানবগণের বেগপাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া আকাশবৎ অভ্রোদরে সঞ্চরণশীল মেঘজাল যেন জলময় স্পষ্ট ভিত্তি রচনা করিতেছে। অহো! কি কষ্ট! ঐ জগৎপ্রসিদ্ধ সূর্য্যদেব আবর্ত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্নে পতিত হইতেছেন। এই যে দেখা যায়, কুবের, যম, নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন। ৬০-৬৩। দেহাদি অহন্তাবশূন্য তত্ত্ববিদ্‌গণ নিজ নিজ শান্ত জড় দেহ সকল উহ্যমান দেখিয়া নিজেরাই শবের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। হায়! এই বারিসমূহকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ইহারা অর্দ্ধপরিপিষ্ট হইয়া এইখানেই কষ্ট ভোগ করিতেছে। জনসমূহ যমের দংষ্ট্রা দ্বারা চব্বিত হইতেছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের রক্ষায় অসমর্থ। সর্পের ন্যায় সর্পণকারী প্রবল জলচরসমূহের ভয়ঙ্কর কল্লোল শ্রুত হইতেছে। কল্লোলমধ্যে দেবপত্তনসকল নৌকার ন্যায় উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। ত্রিভুবন ধ্বংস হইয়াছে এবং জল-বিলোড়িত দ্বীপ গিরীন্দ্র ও সুরাসুর-নাগ-চারণে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হায়! সেই প্রবল প্রভাসম্পন্ন বিশ্বনায়ক ইন্দ্রাদি দেবকুল আজ কোথায়! ৬৪-৬৭

উনচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ বলিল,—হে প্রভো! আপনি জ্ঞানযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ; ভবাদৃশ ব্যক্তির পূর্ব্বকথিত প্রলয়-জল-প্লাবনাদি বিবিধ ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় অতীতানাগত নিখিল বস্তু দর্শনোপায় ধ্যান যোগাঙ্গের প্রয়োগ দ্বারাও সর্ব্বভ্রম দূরীভূত হইল না কেন? ১

তাপস বলিলেন,—প্রলয় উপস্থিত হইলে অধিষ্ঠানচৈতন্যে ভ্রমরূপ জগতের বহু প্রকার ধ্বংস হয়। কোন কল্পান্তকালে উহার ক্রমিক নাশ হয় এবং কখন

বা সপ্ত সমুদ্রের একসঙ্গেই ধ্বংস হয়। যে সময়ে সহসা বারিবিকার উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট জানাইবার জন্য যেমন গমন করিতে ইচ্ছা করেন, অমনই জলপ্রবাহে তথায় নীত হইতে থাকেন। তখন আমাদের কথা আর কি কহিব ? সে সময় দেবগণও প্রমাদ গণিয়া থাকেন। বিশেষ,—ওহে বনেচর ! কাল যখন সর্ব্বসংহারকারী হইয়া উঠেন, তখন ভবিতব্যতার গতিরোধ করিতে সকলেই অসমর্থ। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। ধ্বংসকাল আসিলে মহৎ লোকেরও বল, বুদ্ধি, তেজ বিপর্য্যস্ত হয়। অথবা বুঝিয়া দেখ, আমি যে সকল ঘটনার কথা বলিয়াছি, সে সমুদয়ই স্বপ্নে দেখা ; স্বপ্নে কিছুই অসম্ভব নহে। ২-৭

ব্যাধ বলিল,—হে মুনে ! ভবৎকথিত বিষয় যদি স্বপ্নের ন্যায় অসত্য হয়, তাহা হইলে তাহা বর্ণন করিবার আবশ্যক কি ? ৮

তাপস বলিলেন,—হে মতিমন্ ! এ বিষয়ে তোমার নিজের বোধ আবশ্যক। আমি যে দৃশ্যপ্রপঞ্চের কথা বলিয়াছি, তাহার ন্যায় দৃশ্যমান প্রপঞ্চও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বুঝিবে। ইহার পর অবশিষ্ট সত্য ব্যাপার আমার নিকট শ্রবণ কর। তার পর সেই প্রাণীর ওজোমধ্যস্থিত ভ্রান্ত আমি তথাকথিত একার্ণবমধ্যে স্বপ্নযোগে ভ্রান্ত বস্তুসমূহ দর্শন করিতে লাগিলাম। বজ্র-বিধ্বস্ত বিক্ষুব্ধ পক্ষযুক্ত গিরীন্দ্রসমূহের ন্যায় যে সময়ে সেই আবর্ত্তকল্লোলাদিময় জলরাশি কোথাও নির্গত হইল, তখন আমিও সেই জলরাশি দ্বারা উহ্যমান হইয়া দৈবক্রমে কোন শৃঙ্গপ্রান্ত-তুল্য তটপ্রদেশ প্রাপ্ত হইলাম এবং সেই তটাশ্রয়েই অবস্থান করিতে লাগিলাম। ৯-১২। দেখিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যেই অসীম জলরাশি নির্গত হইয়া গেল। স্বর্ণদ্বীপসদৃশ স্বর্গপুর-পরিব্যাপ্ত, ভ্রমণশীল দেবললনালীন, পদ্মিনী-জালমণ্ডিত, নীলবারি-জাতি-শায়িত স্ফুরৎনীরশীকর ও উল্লোল বীচি-বিক্ষুব্ধ দীর্ঘ দীর্ঘ কল্পপাদপযুক্ত সেই বারিরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহার পর সেই একার্ণব-খাত শুষ্ক কোটরে পরিণত হইল। তখন দৃষ্ট হইল, কোন স্থানে সহ্যশৈল গলিত, কোথাও শীর্ণচূড় ভূধর ভূতলগত, কোথাও পঙ্কনিপতিত চন্দ্র, যম ও ইন্দ্র প্রভৃতি বিরাজমান, এবং কোথাও বা পদ্মতুল্য শীর্ণ লোকপাল-কপাল-কর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোন স্থান শোণিতহ্রদে পাটলীকৃত আছে ; কোথাও কণ্ঠনিমজ্জিত বিদ্যাধরীগণ বিরাজ করিতেছে ; কোন স্থানে মৃত হস্তিসদৃশ যমবাহন মহিষবর পড়িয়া আছে ; কোথাও অমরপর্ব্বততুল্য মহাকায় গরুড় পতিত রহিয়াছে ; কোথাও ভূমিগত যমদণ্ডসদৃশ বারিনিরোধ-ক্ষম মহাসেতু অবস্থিত আছে ; কোথাও প্রজাপতিবাহন হংসের সহিত পঙ্কিল ভূমি আছে, এবং কোন স্থানে বা দেবগণের দেহার্দ্ধ পঙ্কপ্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। ১৩-২৩

তাহার পর আমি কোন পর্ব্বতের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলাম। তথায় কোন ঋষির আশ্রম ছিল। আমি সেই আশ্রমে গিয়া যখন বিগতশ্রম হইলাম, তখন প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া আমাকে অধিকার করিল। তার পর পূর্ব্বকথিত বাসনায় অন্বিত হইয়া নিদ্রাবসানে আবার নিদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। আমার সেই যে ওজোধাতু, আমি তাহাতেই স্থির থাকিয়া সেই কল্লান্তই দেখিতে লাগিলাম। তখন আমার আবার দ্বিগুণ দুঃখ হইল। জাগরণের পর আমি আবার সেই প্রাণীর হৃদয়স্থ স্বপ্ন অবলোকন করিতে লাগিলাম। ২৪-২৬ দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। লোক, আকাশ, পৃথ্বী, পর্ব্বত, এ সমুদয়ই অতি সুন্দর বোধ হইল। বৃক্ষ হইতে পত্রাদি যেরূপ জন্মায়, সেইরূপ স্বর্গ, পৃথ্বী, পবন, আকাশ, গিরি, নদী ও দিক্‌সমূহ চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইল। তাহার পর সেই সকল বস্তু দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের কিছু মনে পড়ায়, আমি সেই বস্তু দ্বারাই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আজ ষোড়শ বর্ষ আমার জন্ম হইয়াছে; ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, আর এই আমার ভবন ইত্যাদিরূপ ব্যবহারপ্রতিভা সে সময় আমার উদয় হইয়াছিল। তৎকালে কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রম আমি দেখিতে পাইলাম। সেখানে বহু লোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমি তাহাদের গ্রাম্য গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেখানে জাগ্রদাদি দশা অনুভব করিতে করিতেই আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই সকল গ্রাম তখন যথার্থরূপেই প্রতিভাত হইল। ২৭-৩২। ইহার পর কালের গতি বশতঃ আমার প্রাক্তন বুদ্ধি দূর হইয়া গেল। ক্রমে আমি এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ হইলাম; দেহমাত্রে আস্থা স্থাপন করিলাম। আমার বিবেক চলিয়া গেল; দেহমাত্রে আত্মবুদ্ধি আসিল; রমণীমাত্রেই আসক্ত হইলাম; একমাত্র বাসনাই সার হইল। ধনমাত্রেই আগ্রহ জন্মিল। ধনের মধ্যে আমার একটি জীর্ণ গো-মাত্র। আমি আমার গৃহাঙ্গনে একপ্রকার লতা দিয়া বৃতি প্রস্তুত করিলাম। অগ্নি, ক্ষেত্রোচিত ভূমি, পশু প্রভৃতি প্রাণী ও কমণ্ডলু, এই কয়টি পদার্থ আমি উপার্জ্জন করিলাম। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইলাম। আমার ভবনপার্শ্বে এক নীলবর্ণ শাদ্বলস্থলী ছিল। তথায় আমি মধ্যে মধ্যে উপবেশন করিতে লাগিলাম। শাক ও শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে করিতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। তখন নদী, হ্রদ ও সরোবরে আমি স্নান করিতাম। ইহা আমার কর্ত্তব্য, আর ইহা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ, এইরূপ বিধি-নিষেধরজ্জু দ্বারা আমি আবদ্ধ ও বিবশীকৃত হইয়া পড়িলাম। ৩৩-৩৯

এইপ্রকারে যখন আমি শত বর্ষে উপনীত হইলাম, তখন এক দিন এক

আত্মজ্ঞ মুনি অতিথিরূপে আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে পূজা করিলাম। তিনি স্নান করিয়া আমার গৃহে বিশ্রাম লইলেন। তাহার পর রাত্রিকালে আহারের পর শয্যায় উপবেশন করিয়া তিনি নানা কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথায় বিবিধ রসের অবতারণা হইতে লাগিল। তিনি নানা দিক্, দেশ, পর্ব্বত এবং পৃথিবী সম্বন্ধে বহু কথাই ব্যক্ত করিলেন। শেষে তিনি এক মনোরম কথাপ্রসঙ্গ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুই অসীম, বিকারহীন চিন্মাত্র; এই চিন্মাত্রই জগদ্রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল। তৎপরে সেই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে ধারণাবশে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হইল; আমার আত্মবার্ত্তা মনে পড়িল। যাহার উদরাভ্যন্তরে আমি ছিলাম, তাহার বিরাট রূপের আশঙ্কায় তথা হইতে বাহির হইবার উদ্‌যোগ করিলাম; কিন্তু তাহার উদরস্থ সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথ্বী ও নদীসমন্বিত ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়াও আমি তখন নির্গমপথ দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর আমার সেই বন্ধুজন-পরিবৃত গ্রাম ত্যাগ না করিয়াই বাহির হইবার জন্য সেই প্রাণীর প্রাণবায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তথাকার বিরাটের অভ্যন্তর-দেশসমূহ দেখিব, এইরূপ সঙ্কল্পবশে সেই প্রাণ অহম্ভাবে ধারণাবদ্ধ হইলাম এবং কুসুম হইতে যেরূপ গন্ধনির্গম হয়, সেইরূপ তাহার প্রাণবায়ুসহ নির্গমন করিলাম। ৪০-৪৯। পরে বাতস্কন্ধ অবলম্বন করত তাহার মুখগহ্বর প্রাপ্ত হইলাম এবং বাতরূপ রথারোহণ করিয়া একটি বহির্নিঃসৃত পুরী দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম,—বাহিরে কোন গিরিকন্দরে এক ঋষির আশ্রম রহিয়াছে। শিষ্যগণ সে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম,—সেই আশ্রমে আমার দেহ পূর্ব্বানুভূতের ন্যায় বদ্ধপদ্মাসনে সমাসীন। আমি এক শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; দেখিলাম, সেই শিষ্য গ্রামে যাইয়া কোন এক উৎসবপ্রাপ্ত অন্নে তৃপ্তি লাভ করত শয়ান রহিল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কাহারও নিকট আমি কিছুই প্রকাশ করিলাম না, কৌতুকপরবশ হইয়া আবার তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিলাম। তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে যাইয়া যেমন তাহার আনন্দময়াদি কোষত্রয় অধিগত হইলাম, অমনি ভয়াবহ যুগান্তকাল উপস্থিত হইল। ত্রিভুবনের বিপর্য্যয় ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যবহার-পরিবর্ত্তন দেখা দিল। দেখিলাম,—তত্রত্য ভুবনস্থিতি সম্পূর্ণই অভিনব; তাহার পর্ব্বত, পৃথিবী এবং দিক্‌সংস্থান সকলই অন্যরূপ। আমার সেই পূর্ব্ব-বন্ধুগণ, সেই গ্রামসন্নিবেশ, অথবা সেই ভূপ্রদেশ, এ সমুদয় কোথায় যে অন্তর্হিত হইল, আমি তখন কিছুই ধারণা করিতে

পারিলাম না। মনে হইল, যেন প্রবল বায়ু এ সকল কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। ৫০-৫৮

তখন সেই অপূর্ব্ব সন্নিবেশ-যুক্ত অপূর্ব্ব ভুবন যেমনই একটু প্রণিধান করিয়া দেখিতেছি, অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখা গেল,—দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত, আর তাহাদের প্রচণ্ড উত্তাপে দশদিক্ প্রজ্বলিত; সে তাপে ঘনীভূত জলের ন্যায় পর্ব্বতসমূহ গলনোন্মুখ; পর্ব্বতে পর্ব্বতে দিকে দিকে বনরাজি প্রজ্বলিত; সমস্ত রত্নভূতি দগ্ধপ্রায়—উহা মাত্র স্মৃতিপথেই অবস্থিত। তখন সপ্ত সমুদ্র শুষ্ক হইল। দিঙ্মণ্ডল হইতে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। পৃথিবী রাশীকৃত অঙ্গারাভা ধারণ করিল। প্রথমে পাতাল হইতে, পরে পৃথিবী হইতে, তার পরে দিক্চক্রবাল হইতে নিরন্তর জ্বালামালা বহির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে নিখিল বিশ্বই এক জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সায়ংকালীন মেঘপটলের ন্যায় বিশ্বমণ্ডল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। স্বর্ণপদ্মকোষে যেরূপ মধুকর ভ্রমণ করে, সেইরূপ আমি সেই জ্বালাময় পদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু পতঙ্গের ন্যায় আমি তখন দাহাদি বিকারজনিত দুঃখ অনুভব করি নাই। সে সময় বায়ুরোধে আমি পবনাত্মক হইয়াছিলাম; সেই অবস্থায় জ্বালাময় মহাম্বুদকণ্ঠে বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলাম। আমার শরীর জ্বালা-পরিস্পন্দনে বিলোল হইতেছিল। স্থলপদ্মমধ্যে যে ষট্পদ বিচরণ করে, আমি ঠিক তাহারই শোভা ধারণ করিয়াছিলাম। ৫৯-৬৫

চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

তাপস বলিলেন,—আমি সেই স্বস্থানে অবস্থান করত সর্ব্বতোভাবে অগ্নিপরিবেষ্টিত হইলাম; কিন্তু উহাতে আমি দুঃখবোধ করিলাম না। উহা আমার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাই আমি দুঃখ ভোগ করি নাই। সেই নবোদ্ভূত জ্বালামণ্ডল অবলম্বন করত অলাতচক্রের ন্যায় সমগ্র নভঃপ্রদেশে আমি বিচরণ করিতে লাগিলাম। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় আমার বুদ্ধি অখিন্ন হইয়াছিল, আমি সেই অগ্নিতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে পবন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পবনপ্রবাহে মেঘরবসদৃশ অতি গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। উহ্যমান শিলা, উল্মুক, রজ ও ভস্মাদি বস্তুসমূহে

ঐ বায়ু সমাকীর্ণ হইল। পরিবর্ত্তমান দ্বাদশ আদিত্যের সংমিশ্রণে ঐ বায়ু অলাতচক্রবৎ হইয়া উঠিল।১-৯। জ্বালারূপ সান্ধ্য জলদজালে অগ্নিময়ী শত শত বৃহৎ নদী উদ্ভূত হইতে লাগিল। অতিদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া দেবকামিনীগণ পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পতনের ফলে অগ্নিশিখা দ্বিগুণ হইতে লাগিল। অঙ্গারসদৃশ জলধারা সকল পতিত হওয়ায় অগ্নিবাণাকৃতি শীকরসমূহ উন্নত দন্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধদিঙ্মুখ ধূমান্ধকারে মলিন ও আচ্ছাদিত হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মুখ হইতে জ্বালারূপ সান্ধ্য মেঘ বহির্গত হইতে লাগিল। ঐ জলদ দ্বারাই দেবগণের সহিত সপ্তলোক জ্বালাশৈল-সম্পিণ্ড-মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই পূর্ব্ব-কথিত প্রচণ্ড বায়ু কালানলের ন্যায় নাচিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথাও দৃষ্ট হইল, ঊর্দ্ধে উচ্ছলন জন্য আকীর্ণ অগ্নিকণাসমূহ কপিলবর্ণ মূর্দ্ধজরূপে পরিণত হইল। কখন অধোদিকে পদাঘাত জন্য কুড্যসমূহ উড়িতে লাগিল। কঠোর-রটন-পটু পবনের অঙ্গসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত হইল। পতনোন্মত জ্বালামালা কখন মধ্যদেশে উপসংগৃহীত হওয়ায় পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১০-১১

একচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

তাপস বলিলেন,—তখন আমি সম্ভ্রম ও শ্রম বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম—অপরের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেন এ বৃথা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি? এ সকল ত্যাগ করিয়া আবার আমি জাগ্রদবস্থায় উপনীত হইয়া নিবৃত্তি লাভ করি।১-২

ব্যাধ বলিল,—আপনি স্বপ্নতত্ত্বনির্ণয়ের জন্য পর-দেহে প্রবেশ করত পরের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এখন আপনার স্বপ্নতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে ত? আপনি যে অন্যহৃদয়ে মহার্ণবাদি দেখিলেন, তাহা কি, উদরে কল্পবায়ু এবং হৃদয়ে কল্পাগ্নি, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, বায়ু, গিরি, দেহ ও দিক্‌সমূহ হৃদয়ে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এ সকলের স্বরূপ কি, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।৩-৫

তাপস বলিলেন,—সৃষ্টির কোনরূপ কারণ নাই, উৎপত্তিও কিছুই হয় না; সুতরাং সৃষ্টি-শব্দার্থ একটা অজ্ঞানবিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে

সৃষ্টিশব্দার্থে কোনও একটা তাৎপর্য্য নাই। পরমাত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই চিৎ-প্রতিবিম্ব-সমন্বয়ে সৃষ্টিশব্দার্থ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেখ, যদি অভিপ্রেত স্বপ্নাদি জগৎ-তত্ত্ব জ্ঞানলব্ধ হয়, তাহা হইলে মূর্খতার উপশান্তি ঘটে। আমি বলিয়াছি, অনাদি অসীম পরম পদে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিশব্দার্থ নাই। মূঢ় সম্বেদনে ঐ শব্দের যে অর্থ, তাহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং তাহা আমার জ্ঞাত নহে। বোধমাত্র বস্তুই অবস্তুরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, তাই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রতিভাত হয়, কোথায় দেহ, কোথায় হৃদয়, কোথায় স্বপ্ন, কোথায় জলাদি, কোথায় জ্ঞান, কোথায় অজ্ঞান, কোথায় বিচ্ছেদ, কোথায় উৎপত্তি, আর কোথায়ই বা স্মৃতি প্রভৃতি? বাস্তবিক কিছুই কোথাও নাই। একমাত্র বস্তুই আছে, তাহা নির্ম্মল চিন্মাত্র; ঐ চিন্মাত্র বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম; উহা এত সূক্ষ্ম যে, আকাশও উহার নিকট স্থূল বলিয়া গণ্য করা যায়। এতই স্থূল, যেন অণুর নিকট পর্ব্বত। ৬-১২। স্বপ্ননগরে অদ্বিতীয় চিৎ যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পুরপ্রভৃতি কোন কিছুই থাকে না, সেইরূপ আকাশে জগদাকারে চিন্মাত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ চিন্মাত্র বস্তু শান্ত অনাভাত ও অনন্ত। চক্ষু যদি তিমিরাক্রান্ত হয়, তবে আকাশে যেরূপ চক্রকাদি দেখা যায়, সেইরূপ অজ্ঞানবশেই চিৎপদার্থের নানা রূপ দৃষ্ট হয়। আমাদের নিকট অজ্ঞান নাই, প্রতিভাসিক নাই, ব্যবহারিকও নাই, শূন্যও নাই, এক কথায় কিছুই নাই। যাহা আদ্যন্তরহিত, অদ্বিতীয়, নিরবয়ব চিদ্ব্যোম, তাহাই মাত্র প্রকাশমান। স্বপ্নে যে কারণ-শূন্যের ন্যায় ভান, তাহা মাত্র ত্রিপুটীপরিবর্জ্জিত শুদ্ধ দ্রষ্টা। এইরূপ নির্ণয় জন্যই পূর্ব্বে জাগ্রদবস্থায় কারণভাব বলা হইয়াছে। দ্রষ্টৃদর্শনাদি ত্রিপুটী জাগ্রদবস্থাতেও বিদ্যমান নাই। কোন স্বচ্ছ বস্তুই প্রকাশ পাইতেছে, উহার অনুভব অত্যন্ত ব্যক্ত হইলেও উহা অব্যক্ত ও আদ্যন্তবর্জ্জিত এবং অদ্বিতীয় ও দ্বৈতৈকশূন্য। যেরূপ একই কাল সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়াত্মক, যেরূপ একই বীজ—অঙ্কুর, কাণ্ড, বৃক্ষ, শাখাদি হইতে ফল, পল্লব, পুষ্পান্ত পর্য্যন্ত নিজেই অবস্থিত, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডই সর্ব্বাত্মক। ১৩-১৮। এক ব্যক্তি যাহাকে মহাকুড্য বলিয়া বিবেচনা করে, অন্য ব্যক্তি তাহাই নির্ম্মল আকাশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। স্বপ্ন-সঙ্কল্প-ভ্রম-ব্যাপারে ইহা অনুভূত হইয়া থাকে। চিন্মাত্র আত্মা যেরূপ স্বপ্নকালে জাগ্রদ্বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রন্ময় স্বপ্নেও প্রকাশ পায়। অণুমাত্র স্বপ্ন হইতে জাগ্রতের অন্যথা ভান হয় না। ঐরূপে এখনও অন্যথা ভান হইতেছে না। এ যাবৎ আত্মা অদ্বিতীয় বলিয়াই স্বীকৃত। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য বায়ুতে যে সুগন্ধ অবস্থান করে, তাহা যেরূপ ঘ্রাণজ অনুভব দ্বারাই

নির্ণয় করা যায়, সেইরূপ অমূর্ত্ত চিন্মাত্রেই অমূর্ত্ত জগৎ অবস্থিত আছে। মনন-সমুদয় ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে 'তুমি' থাকিবে, তিনিই নিরাময় বহিরন্তরবস্থিত অনন্ত আত্মা ; সেই আত্মাই চিরকাল সুস্থির থাকিবেন। ১৯-২২

ব্যাধ বলিল,—হে ব্রহ্মন্! এ সংসারে কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রাক্তন কর্ম্ম থাকে, আর কাহাদেরই বা উহা থাকে না? আর যদি মাত্র কর্ম্মই থাকে, তাহা হইলেই বা মনন এবং তাহার ত্যাগই কিরূপে সম্ভব হয়? ২৩

তাপস বলিলেন,—সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মাদি স্বয়ম্ভু দেবগণ আবির্ভূত হন। তাঁহাদের দেহ বিজ্ঞানমাত্র ; জন্ম-কর্ম্ম তাঁহাদের নাই, সংসার-ভোগ নাই, দ্বৈতাদ্বৈত-কল্পনাও নাই। তাঁহাদিগের দেহ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়, সেই দেহেই সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মরূপে তাঁহারা অবস্থান করিয়া থাকেন। সৃষ্টিসময়ে কাহারও প্রাক্তন কর্ম্ম থাকা সম্ভব নহে ; সে সময়ে ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে বিজৃম্ভমাণ হন। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাদি যেরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ অন্য শত সহস্র জীবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরন্তু জীব সে সময়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে ; তাই স্বীয় ব্রহ্মত্ব অনুভব করিতে পারে না। ফলতঃ আমি ব্রহ্ম নহি, তাহারা এইরূপই বুঝিয়া থাকে। এইপ্রকারে যে অসাত্ত্বিক জীব অবিদ্যানামধেয় দ্বৈতে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, তদ্বাসনায় বাসিত হইয়া পরলোকে গমন করে, পরবর্ত্তী কালে তাহারই কর্ম্মের সহিত জন্ম দেখা যায়। যেহেতু সেইরূপ জীব অচিৎ দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান বশতঃ পরমার্থ বস্তু বিস্মৃত হইয়া যাহা অবস্তু, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহাদের কখনও ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত অন্য জ্ঞান নাই, সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদিই কর্ম্মবন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত। তাঁহারা কদাচ কখন মলিনোপাধিতে জীববৎ ভান পাইয়া থাকেন। যে স্থানে জীবত্ব, সেই স্থানেই অবিদ্যার অবস্থিতি। আত্মাও সংসার-নামরূপ ধরিয়া সেই স্থানেই বিদ্যমান। ২৪-৩১। যখন কালবশে আপনা হইতেই আত্মস্বরূপজ্ঞান উপলব্ধ হইবে, তখন নিজেই স্বরূপাভিন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। দ্রবত্বের জন্য জলের অভ্যন্তরে যেরূপ আবর্ত্ত জন্মায়, সেইরূপ অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরও সর্ব্বদাই ভ্রান্তিস্বভাব হইয়া থাকে। বাস্তবিক সৃষ্টি নাই, উহা ব্রহ্মেরই ভানমাত্র ; উহা স্বপ্নও নহে, কিছুই নহে। ব্রহ্মের সর্গত্ব বা অন্যত্র কল্পসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? ফলে কল্প, অবিদ্যা বা সর্গ কিছুই নাই ; সম্বেদনবশে সকলই অসদ্রূপে প্রতীত হয়, স্বয়ং ব্রহ্মই সর্গভূতাত্মক কর্ম্ম-জন্ম প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেইরূপেই তিনি ভান পান। তিনি বিভু এবং সত্যসঙ্কল্প ; সেই জন্য তিনিই কল্পিতার্থের আশ্রয়। সর্গাদিকালে কোন জীবেরই কোনরূপ কর্ম্ম সম্ভব নহে। জীব পশ্চাৎ অবিদ্যা-কল্পনা জন্য দেহাদির সাহায্যে কর্ম্ম সম্পাদন করত ভোগ করে। যাহা জলাবর্ত্ত, তাহার আবার

দেহই বা কি, আর কর্ম্মই বা কি ? জলাবর্ত্ত যেরূপ জল ব্যতীত অন্য কিছু না, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্মমাত্রই । ৩৩-৩৯ । স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্যগণের যেরূপ প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম নাই, সেইরূপ চিন্মাত্র জীবেরও আদি সর্গে, শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহে কর্ম্ম-সম্ভাবনা নাই । যেহেতু তাহাদের সর্গ-বোধই হওয়া সম্ভব নহে । সর্গে যদি সর্গবুদ্ধি রূঢ় হয়, তাহা হইলেই কর্ম্মকল্পনা সম্ভব হয় ! পরে কর্ম্ম-পাশ-নিয়ন্ত্রিত জীব সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে । যাহা স্বর্গ, তাহাই তো বাস্তবিক সর্গ নহে ; সর্গরূপে ব্রহ্মই অবস্থিত । সুতরাং কোথায় কর্ম্ম, কাহারই বা কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মের স্বরূপই বা কি ? যিনি স্বয়ং পরমাত্মা, তাঁহার অপরিজ্ঞান-মাত্রই কর্ম্মবন্ধনের হেতু । যিনি জ্ঞানী, তাঁহার অজ্ঞানরূপ কর্ম্মবন্ধ থাকিতে পারে না । পাণ্ডিত্য-বিজ্ঞান যখনই প্রবর্ত্তিত হয়, অমনি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় । বাস্তবিক যাহার সত্তাই নাই, তাহার শান্তির জন্য আবার কি কদর্থনা করিতে হইবে ? মাত্র পরমার্থই বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত স্বরূপতঃ বন্ধ কিছুমাত্রই নাই । যতক্ষণ না পাণ্ডিত্যসঞ্চয় হয়, ভবভয়করী মায়া ততক্ষণই থাকে । যাহা সঞ্চিত হইলে পুনরায় আর ভববন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না, তাহারই নাম পাণ্ডিত্য । নচেৎ মাত্র তর্কাদির ক্ষমতা জন্মিলেই যে পাণ্ডিত্য হইবে, তাহা নহে ; সুতরাং নিরন্তর মলশূন্য জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা পাণ্ডিত্যলাভে চেষ্টিত হইবে । পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভবভয়-শান্তির অপর কোন উপায় নাই । ৪০-৪৬

দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

তাপস বলিলেন,—পণ্ডিতই সভার অলঙ্কারস্বরূপ । তিনি সমুদয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অবিরোধী লৌকিক আচার এবং এই উভয়ের ফলস্বরূপ ঐহিক পারত্রিক সুখের তারতম্য নির্দ্ধারণ করত সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া শ্রোতৃগণের বুদ্ধিবিকাশ করিয়া দেন । আত্মজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, ইন্দ্রশ্রী তাহার নিকট জীর্ণ তৃণের ন্যায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর । পাণ্ডিত্য হইতে যে সুখ জন্মায়, তদতিরিক্ত সুখৈশ্বর্য্য পাতালে, ভূতলে বা স্বর্গেও নাই ! যেরূপ মেঘমুক্ত শারদ চন্দ্রকিরণে চক্ষুঃ স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানবান্ পণ্ডিতের সৎশাস্ত্র-বিচারজনিত পরমার্থ-বস্তুরূপিণী দৃষ্টি নিজাত্মায় প্রসন্ন হয় ।১-৪।

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ, যৎকালে তাঁহার ব্রহ্মসত্যত্ব-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তৎকালে তিনি ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থিত হন । ব্রহ্মের প্রতিভাসই এই জগৎ নামে

অভিহিত। প্রাতিভাসিক বলিয়া সকলই মিথ্যা ও তাহার কারণাভাব। স্বপ্নে যে সমুদয় মানুষ দেখা যায়, তাহাদের পিত্রাদি কারণ যেমন কাল্পনিক, প্রকৃতপক্ষে কিছুই থাকে না, সেইরূপ জাগ্রদ্রূপে ও স্বপ্নে যে সকল দৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রকৃত কারণ নাই। তবে যাহা কারণরূপে অনুভব করা যায়, তাহা কাল্পনিক মাত্র। স্বপ্ন অবস্থায় পুরুষের স্ত্রী-পুরুষাদি-ভাবে যেমন জন্মান্তরীণ কর্ম্ম কারণ নহে, সেইরূপ জাগ্রৎ-স্বপ্নভাবে ভাসমান দৃশ্যপ্রপঞ্চেরও প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ বলিয়া স্বীকৃত নহে। জীবগণ সমস্ত স্বর্গেই পরস্পর সমগ্র স্বপ্নার্থ দৃষ্টিগোচর করে। বাসনাবশতঃ এ স্বর্গেও যে মিথ্যাভূত ব্যবহারপরম্পরা সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রাক্তন কর্ম্মের সত্তা বা বাসনা সমুদয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। ভূত-ভৌতিক সৃষ্টির অন্তরে জীবনিবহ দেহ লাভ করিলে সংসারে স্বাপ্ন বস্তুর ন্যায় স্ব-স্ব সম্বিদনুসারে প্রকাশ পায়, সেই নিমিত্ত স্বাপ্ন বস্তুতুল্য তাহারা সম্বেদ্যাংশে সৎ ও অন্য অংশে অসৎ। স্বপ্নদশায় সম্বেদনে অনুপাত অনুসারে তাহাদের ভান হয় এবং জাগ্রৎ বস্তুর ন্যায় পরস্পর অর্থক্রিয়ায় সামর্থ্য জন্মায়। স্বপ্নে বাহ্যার্থের অভাব হেতু যেরূপ ভোজন প্রভৃতি সঙ্কল্পসম্বিৎ পাকাদি সম্বিৎক্রমে গ্রাসাদি পদার্থতৎপর হইয়া থাকে, তৃপ্তি প্রভৃতি ফলও এইরূপেই সম্পন্ন হয়। এই ভাবে জাগ্রৎ সঙ্কল্প সম্বিৎ এবং অর্থক্রিয়া-সামর্থ্য হয়। তাহার মধ্যে স্বপ্ন অস্ফুট ও জাগ্রৎ স্ফুট হইয়া থাকে। ভাস্বর স্বভাবস্থ শুদ্ধ সম্বিৎ স্ফুট অথবা অস্ফুট যেরূপেই স্বয়ং ভান প্রাপ্ত হন, জাগ্রৎ বা স্বপ্ন এই দুই লৌকিক সংজ্ঞা সেইরূপেই হইয়া থাকে। ৫-১২

সর্গাদিতে দেহাবসানে যেরূপ বেদন যে ভাবে ভান পায়, সেই বেদন সেই ভাবে মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রবাহরূপে অবস্থান করে। ইহাই সর্গ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। জাগ্রৎ অথবা স্বপ্নে যে যে বস্তু প্রসিদ্ধ, তাহাদের সমূর্ত্ত সম্বিদের সহিত তাহারাও অস্বতন্ত্র। এই আস্বতন্ত্র্য আলোক ও প্রকাশের অভিন্নতার ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, অগ্নিতে ও উষ্ণতায়, বায়ুতে ও স্পন্দনে, দ্রবে ও জলে এবং শৈত্যে ও অনিলে যেরূপে অভিন্নতা, উক্ত অপার্থক্যও তদ্রূপই। ১৩-১৯। জগৎজাত নিখিল বস্তুই অপ্রতিঘ, শান্ত ও অসন্ময়; পরন্তু উহা অধিষ্ঠানচিৎস্বরূপেই সন্ময়। ব্রহ্ম জগদাত্মকরূপে উদ্ভূত এবং প্রলয়াত্মকরূপে মৃতাবস্থ; সুতরাং তিনি দৃশ্যানুভবস্বরূপ এবং পরমার্থ, শান্ত, অজর, নির্ম্মল, অদ্বিতীয় ও চিন্মাত্ররূপে বিরাজিত। মৃৎ-কুম্ভাদি বস্তু সকলের কার্য্য-কারণভাব যেরূপ পুরুষের কল্পনাপ্রসূত, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পদার্থসমূহেরও কার্য্য-কারণভাব সেইরূপ কল্পিত; অদ্যাপি সেইরূপ কল্পনাই চলিতেছে। তোমার হৃদয়ে যেমন স্বপ্নপুরীর কল্পনা হয়, ব্রহ্মের হৃদয়ে

তেমনই এই সর্গ-কল্পনা হয়। স্বপ্নেও যেরূপ, স্বর্গেও সেইরূপ কার্য্যকারণতা; সম্বিদ্‌ঘনোদয়ে সর্গাদিতে যে কার্য্য-কারণতার কল্পনা হয়, সে কল্পনা আজও আছে। তোমার স্বকীয় যেরূপ কল্পনাপুরীর কল্পনা, আর তোমার স্বসঙ্কল্প-পত্তনে নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য-করণ-ব্যবস্থা যেরূপ, চিত্তের সঙ্কল্পরূপ সর্গে কার্য্য-করণরূপা ব্যবস্থা সেইরূপই প্রকল্পিতা। ২০-২৫। এই যে দৃশ্যমান সর্গ, ইহা ব্রহ্মার সঙ্কল্প-সম্ভূত। অতএব এ সর্গ সঙ্কল্প-সর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত। তোমার স্বসঙ্কল্প-পত্তনে চিৎ-সূর্য্যের স্বপ্রকাশরূপ অবস্থা সর্ব্বসময়েই বিদ্যমান। এই যে অবস্থা, ইহাও সেই কার্য্য-করণতার জন্য স্বভাবসিদ্ধ। সর্গারম্ভসময়ে ব্রহ্মার হৃদয়স্থ চিৎপদার্থে গন্ধ-কাঠিন্যাদিরূপে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থে যে চিত্তস্ফুরণ হইয়াছিল, সে স্ফুরণ অদ্যাপি বিদ্যমান। পৃথিব্যাদির গন্ধকাঠিন্য প্রভৃতি, জলের দ্রবত্ব, তেজোবস্তুর উষ্ণপ্রকাশ ও বায়ুর স্পন্দ-সৌক্ষ্ম্য-নিয়তি, ইত্যাদি, অতীত এবং অনাগতাদি কালরূপে প্রাচী-প্রতীচ্যাদি দেশরূপে অবস্থিত। শন্যতার যে নামে ও যে রূপে চেতনাকাশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপে সেই পদার্থেই কার্য্য-কারণভাব আশ্রয় করিয়া আছে। বায়ুর স্পন্দসত্তা যেরূপ বায়ুর অতিরিক্ত স্বরূপশূন্য ও পবনানন্য, সেইরূপ চিদাকাশে যে জগদ্রূপী শূন্যতা বিদ্যমান, তাহাও অনন্য। ২৬-৩১। আকাশে সুষিরতা ও নিবিড়তা এবং নীল-বর্ণের অবস্থিতির ন্যায় চিৎপদার্থে চৈতন্য ও নিবিড়তা এবং সর্গোপস্থিতি হইয়া থাকে। এই সর্গ যখন সাধনাভ্যাসবশতঃ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-পরিশূন্য চিন্মাত্র-স্বভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তখন আবার বিসর্গ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রজ্জু এবং সর্পে আবার রজ্জুরূপের পরিস্ফুরণ। মৃত ব্যক্তিও স্বপ্নসদৃশ অপর জগৎ দেখিয়া থাকে। ফলে, ঐহিক ও পারলৌকিক সর্গ সমস্ত স্বপ্নপ্রতিম। ৩২-৩৪

ব্যাধ বলিল,—এই দেহ ধ্বংস হইবার পর অপর দেহ কি প্রকারে জন্মায়? সে দেহের উপাদান কি এবং নিমিত্ত বা সহকারীই বা কি? মূর্ত্ত দেহাবচ্ছেদে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিত্য মোক্ষ নামক রূপ সম্পাদন করিয়া থাকে, এই কথা অসংলগ্ন; কারণ, জন্মমাত্রই তো অনিত্য বস্তু? ৩৫-৩৬

তাপস বলিলেন,—ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাসনা, কর্ম্ম, জীব এই সমুদয় পর্য্যায়-শব্দ-সমষ্টি কল্পিত মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কিছুমাত্র অর্থভেদ নাই। চিদাকাশরূপ আত্মাতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নাম চিদাভাসরূপী জীব দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেরূপ স্বপ্নে এবং সঙ্কল্পে অসৎকে সৎরূপে বোধ হয়, সেইরূপ সম্বিদাত্মাও, যখন বিজাতীয় মনঃসংযোগ ধ্বংস হয়, তাহার পর অসৎকে সৎরূপে স্থির করেন। ফল কথা, তিনি স্বয়ং চিৎপদার্থ বলিয়া শূন্যে

শূন্যাত্মক দেহরূপই বিদিত হন। মরণের পর জীববুদ্ধি স্বপ্নতুল্য ভানই পাইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি তাহাই পরলোকরূপে দেখিয়া থাকে; পরন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে সত্যতার কোন সম্বন্ধ নাই। ৩৭-৪০। মৃত ব্যক্তিকে পুনর্নির্ম্মাণ করিলে কি প্রকারে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি সঞ্চার হওয়া সম্ভব? আর কিরূপেই বা 'সেই এই' এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে? পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাশ্রয়ে জাত চৈতন্য শূন্যমাত্র; তাহা মরণের পর পুনরায় জন্মে না, পরন্তু চিত্তই জন্মাদি বিক্রিয়াময়, আমি এই স্থানে এই প্রকারে জন্মিয়াছি, চিত্তই এইরূপ মিথ্যা কল্পনা আত্মাতে করিয়া থাকে। সে স্বীয় অভ্যস্ত স্বভাব চিরদিন অনুভব করে, তাহাতে স্পষ্ট বিশ্বাসী হয় এবং অকারণ সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। আকাশাত্মা আকাশেই স্বপ্নসদৃশ দৃশ্যাধ্যাসপূর্ব্বক বারম্বার স্বীয় জন্ম-মরণ ও জগদনুভব করে। ব্যষ্টিভাব অবলম্বন করিয়া জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সময়ে সন্নিধিমাত্রে বিষয় দর্শন, যাহা স্বাধ্যস্ত কার্য্যকরণ, তাহাকে বিষয়ে প্রবর্ত্তনা এবং সুষুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষাবস্থায় সকলের অভ্যবহার উহা দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি প্রকৃতরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চিতই কেহ কাহারও অভ্যবহরণীয় নহে এবং কেহই কাহারও অভ্যবহর্ত্তাও নহে। এই প্রকার কোটি কোটি জগৎ বিদ্যমান। এই সমুদয় যখন অবগত হওয়া যায়, তখন সকলই ব্রহ্ম, আর অনবগত অবস্থায় সমস্তই দৃশ্যমাত্র। ফলে ঐ সমুদয় জগৎ স্বরূপতঃ সৎ নহে। ঐ কোটি কোটি জগতের অন্তরালে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সেই সেই জীবাভিমত হইয়াই বিরাজ করিতেছে; ইহারা বিসদৃশভাবে বিরাজ করে না। এই ভূতসমষ্টিও ব্যবহারদৃষ্টিতে সত্য, কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মমাত্র। ৪২-৪৬। যিনি জ্ঞানবান্, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা সৎ, যে অজ্ঞ, তাহার দৃষ্টিতে তাহা অসৎ। পক্ষান্তরে, চৈতন্যের স্বতরূপ ভান, সে সকলই সত্য; সুতরাং নিখিল ভূতগ্রামও সত্যস্বরূপ। জগৎ-স্বরূপের সত্যতা কি অসত্যতা, তাহা সত্যসম্বিদ্ দ্বারাই নির্ণীত হয়। ভগবতী সম্বিদের নিরূপণ সত্যই হয়, তাহার বিপরীত করিবার শক্তি কাহারও নাই। যে পদার্থ সম্বিদনুসারে ভান প্রাপ্ত হয়, তাহাতে একত্ব-দ্বিত্বের কথা আসিতেই পারে না। দৃশ্যমান সকল বস্তুই জ্ঞান-জ্ঞেয়-ভেদে জ্ঞানমাত্রই। ইহা দ্বারাই দৃশ্যপরম্পরার গ্রাস হয়, এই নিমিত্ত চিদদ্বৈতসিদ্ধিই প্রতিপন্ন হইল। জ্ঞপ্তি যদি অসতী হইত, তাহা হইলে সেই জ্ঞান, এই জ্ঞেয়মাত্র, এইপ্রকারে দৃশ্যেই পরিসমাপ্ত হইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না; কারণ, জ্ঞপ্তি সত্যরূপা; অন্যথা নির্জ্ঞপ্তি-জ্ঞেয়সিদ্ধি সম্ভব নহে। ৪৭-৫৩

জ্ঞানই যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে জ্ঞপ্তি হইতে এই প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র স্থিত

নয়; এই প্রকারে সকলই অর্থজ্ঞানাকারে থাকিলে অজ্ঞানবশে দ্রষ্টা স্বীয় জ্ঞপ্তিস্বভাব হইতে প্রচ্যুত হন; ফল কথা, জ্ঞপ্তির ধ্বংস হয় না। যাহা জ্ঞান, তাহারই নাম জ্ঞেয়; অন্য কোন জ্ঞেয়-সম্ভাবনা নাই। জ্ঞেয় জগদাত্মার বিস্তার—অজ্ঞানজ্ঞানই করিয়া থাকে। স্বতন্ত্ররূপে যাহা অসৎ, তাহাও জ্ঞাপ্তিরূপে সৎ হয়। এই প্রকার সর্গদর্শী তত্ত্বজ্ঞের যে দর্শনাদিসম্পাদক চক্ষুরাদি সর্গ, তাহা জ্ঞাপ্তি ব্যতীত অন্য নহে। যে সর্গ মূর্খের জ্ঞান-বিষয়ীভূত, তাহা আমার অজ্ঞাত। প্রবোধবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাহা এক চিন্মাত্র পদার্থ, তাহা চিজ্জড়াত্মক প্রাণীর বহু সম্বেদনে বহু সহস্র। অপিচ, একই চিন্মাত্র স্বপ্নে লক্ষাত্মরূপে অবস্থিত। পুনরায় যখন সুষুপ্তিকাল আগমন করে, তখন সেই লক্ষাত্মাই একমাত্র হইয়া থাকেন। যাহা চিদাকাশে স্বপ্ন-সম্বেদন, তাহাতেই জগৎস্থিতি নিরূপিত হইয়া থাকে এবং যাহা সুষুপ্ত, তাহাই প্রলয় নামে অভিহিত। একই সম্বিত্তি স্বপ্নসঙ্কল্পের ন্যায় ভোগ্যাত্মরূপে মনুষ্য-লক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৪-৬০। ঐ প্রকারে আবার অর্থপরিহীনতা-প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে সমগ্রই শুদ্ধ বেদনমাত্র; উহা প্রকারে যখন ভান পায়, তখন সেই সংজ্ঞাই পাইয়া থাকে। সর্গাদি কালে সর্গসিদ্ধির জন্য একই সম্বিত্তি আকাশ, পবন, অনল, জল ও পৃথ্বী প্রভৃতি নিখিল পদার্থাকারে ভান পায়। কারণ, একমাত্র আকাশ-রূপিণী সম্বিত্তিই ক্ষিত্যাদি নানা নামে প্রকট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জগৎ শূন্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। সম্বিদের ভান নশ্বর ও অনশ্বররূপে হয়; ফলে, সম্বিদের ধ্বংস নাই। যাহার ধ্বংস আছে, যাহা নষ্ট হয়, তাহাকেও ধ্বংসের পর সম্বিদরূপে পরিণত হইতে হয়। তুমি পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে চিরকালই মন দ্বারা গমন কর, এবং সেই সেই স্থানের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত অর্থ সমুদয় পরিজ্ঞাত হইয়া থাক, তোমার যে সর্ব্বত্র অপ্রতিঘাত, তাহা সম্বিদরূপেই হইয়া থাকে; এইজন্য সম্বিদ্ সপ্রতিঘ নহে। যে ব্যক্তি যুগপৎ দর্শন এবং শ্রুতার্থ অভ্যাস করে, সে যদি পরিশ্রম বশতঃ প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই তাহা অধিগত করিতে সমর্থ হয়। ৬১-৬৬

ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে যাইব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হয়, তাহার গতি সেই দিকেই হইয়া থাকে; পরন্তু তদিতর ব্যক্তি ইতর দিক্ ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যায় না। এইরূপে মদ্-দৃষ্ট ও মৎসঙ্কল্পিত অর্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া যাহার সম্বিত্তি স্থিরভাবে থাকে, তাহার উভয় অর্থসিদ্ধিই ঘটে। কিন্তু অন্যত্র অচল সম্বিদের উভয়ই নষ্ট হয়। দক্ষিণ বা উত্তর দিকে যাইব, চিন্তা করিয়া যাহার সম্বিৎস্থৈর্য্য ঘটে, তাহারও উভয়সিদ্ধি হয়; কিন্তু অপরত্র অচলসম্বিত্তি ব্যক্তির দুই-ই নষ্ট হয়। আমি আকাশে নগররূপ

ও পৃথিবীতে পশুরূপ ধারণ করিব, এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পনিষ্ঠ ব্যক্তির উভয়ই হয়, আবার উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যখন প্রবোধোদয় হয়, তখন সর্ব্ববস্তুই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক চিদাত্মরূপে বোধ হয়। যতক্ষণ না প্রবোধোৎপত্তি হয়, ততক্ষণ সেই বস্তু নানা সম্বিৎসম্পন্ন সহস্র সহস্র জড়চৈতন্যময় জীবরূপে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইয়া থাকে। জীবদেহের নশ্বরতা বা অনশ্বরতা যাহাই হউক না কেন, তাহার নিকট এ সংসার সকল অবস্থাতেই স্বপ্নের ন্যায়। দেহের ধ্বংস হইলেও জীবাত্মা পৃথক্‌ভাবে থাকে। ৬৭-৭১

ম্লেচ্ছদেশে মৃত্যু হওয়ায় পিশাচত্ব-প্রাপ্তির পর পরে আর্য্যভূমিতে সমাগত কোন ব্যক্তির জীবাত্মার মুখে পূর্ব্ববর্ত্তী গৃহকৃত্যাদি শুনিয়া ভূততত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষতই উপলব্ধি করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ-দেশে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়াছে, তাহারাও নিজ নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে। এইরূপ একটা প্রতিবাদ হইতে পারে যে, ভূত ও পিশাচাদির সকল কথা কল্পনামাত্র। ভূততত্ত্বজ্ঞগণের যে পিশাচাদি দর্শন, তাহা ভ্রমজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এইরূপ প্রতিবাদ করা চলে না। কারণ, ঐরূপ জ্ঞান তো মাত্র সেইরূপ মৃত ব্যক্তি-বিষয়েই ঘটে, যে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া জীবিত আছে, তাহার সম্বন্ধে তো কখন ঐরূপ জ্ঞান জন্মায় না। আর এই এক কথা আছে, যদি ভূততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের তথাবিধ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তো উহা জীবিত অথবা মৃত, উভয়ের সম্বন্ধেই একরূপ হওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। কেন না, জীবিতের ন্যায় মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপই অনুভব হয়। এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় প্রকট হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই অভ্রান্ত। কারণ, এ বিষয়ে সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রেরই একবাক্যতা দেখা যায়। জগৎকে যাহারা সৎ ও অসৎরূপে দেখিয়া থাকে, তাহাদের মতও পরস্পর প্রতিঘাতবর্জ্জিত। চিৎশক্তি মাত্র সৎবস্তুবিশেষের গ্রাহক, শুদ্ধ অনুভূতিরূপে প্রকাশমান এবং স্বয়ং অর্থশূন্য। ফলতঃ চিৎশক্তি স্বয়ং উদাসীন; অথচ সর্ব্বপদার্থরূপেই পরিস্ফুরণশীল। ৬৮-৭৯

চিদাকাশে যেরূপ সমগ্র জগৎ অপ্রতিঘাত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক ও অপ্রকাশাবস্থায় বিদ্যমান, তুমি আত্মানুধ্যানে নিরত হইয়া সেইরূপেই অবস্থান কর। মনকে স্থির করিয়া অচল সম্বিৎ যেরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ, এইপ্রকার জ্ঞানেরও শীঘ্রই প্রকাশ ঘটিতে থাকে। দেহ, কর্ম্ম, দুঃখ এবং সুখ, এই সকল নিজ অদৃষ্টবশে যেভাবে নিশ্চিত হইয়াছে, হউক, সেইভাবেই অবস্থান করুক, তাহাতে কাহার কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে? এইপ্রকারে সর্ব্বজগৎ সৎ বা অসৎ যাহাই কেন হউক

না, সে জন্য তোমার হৃদয়ে কোনরূপ সম্ভ্রম সমুৎপন্ন হওয়া উচিত নহে। তোমার সমীচীনরূপে প্রবোধোদয় হইয়াছে; সুতরাং অকিঞ্চিৎকর ফললাভের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর। ফলহীন পরিশ্রমে আবশ্যক কি? ৮০-৮৩

ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

তাপস বলিলেন,—সর্ব্বপ্রকার ভাব এবং অভাবস্বরূপ স্বপ্নজ্ঞানাত্মক জগৎ-পরম্পরায় কেই বা বদ্ধ আর মুক্তই বা কে? আকাশে দৃষ্টির আভা গন্ধর্ব্ব-নগরাদি নানাস্বরূপে যেরূপ স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই জগৎস্ফুরণও সেইরূপ। এ জগৎ নিরন্তর বিপর্য্যাসিত হয়, তথাচ অজ্ঞানবশতঃ ইহা স্থির বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। এই আর্য্যাবর্ত্তের যেমন কালে কালে বিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এই জগৎ সেইরূপ নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল। ক্ষিতি, জল, আকাশ ও পর্ব্বতাদিময় জগৎ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই পণ্ডিতগণ ক্ষণ, লব ও ত্রুটি প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা যুগকল্পাদির ভেদ গণনা করিয়াছেন। এই নিখিল জগৎ যদিও অসৎ, তথাপি স্বপ্নের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। যে সময়ে জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান লোপ পাইবে, তখন একমাত্র চিৎকেই সর্ব্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আমরা যেরূপ এই একটি জগৎ অনুভব করিতেছি, আকাশে এইরূপ শত সহস্র জগৎ বিদ্যমান। পরন্তু উহারা পরস্পর পরস্পরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে। সরোবর, সমুদ্র ও কূপাদি জলাধারে বিভিন্নরূপ মণ্ডূকাদি জলজন্তু দেখা যায়; কিন্তু উহারা কখন নিজ নিজ অবাসাতিরিক্ত জলাশয়ের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। ১-৭

একই গৃহে নিদ্রিত শত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে শত প্রকার নগর দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ একই আকাশে সংখ্যাতীত জগৎ বর্ত্তমান। উহারা নিজ নিজ আশ্রিত ব্যক্তি দ্বারা অনুভূত হওয়ায় সৎ এবং অন্য কর্ত্তৃক অননুভূত বলিয়া অসৎ। একই গৃহে শয়িত শত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় শত প্রকার নগরশোভা দেখিয়া থাকে, অথচ সেই সকল নগরের নাম প্রকাশ পায় না; তদ্রূপ সৎ এবং অসৎরূপ জগৎও আকাশে শোভা পাইয়া থাকে। আত্মা চিৎ—চেতনশক্তি, মাত্র প্রকাশ-স্বরূপ। দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ আত্মার দেহস্বরূপ এবং উহা হইতে ভিন্ন নহে। জগৎ রূপবান্, আত্মা রূপশূন্য; জগৎ কারণের সহিত বর্ত্তমান এবং আত্মার

কোনরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। তৎ-দৃশ্যাকারে পরিণত ও চিদাভাসব্যক্তি কর্তৃক চিৎস্বভাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিরই সংস্কার প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়া-সম্পন্ন জড়স্বরূপ অবয়বের কোনরূপ স্বতন্ত্র সংস্কার হয় না। সঙ্কলিত তীর্থের অনুভাববিষয়ে স্মৃতিই অপূর্ব্বরূপে উদ্‌বুদ্ধ হয় বলিয়া স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। জন্মান্তরীণ অনুভূত সংস্কার বশতই স্বীয় মৃত্যু প্রভৃতির অনুভব হয়। ৮-১২

এই জাগ্রৎ সর্গাত্মক ব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টির প্রথমে স্বপ্নপ্রতিভাবৎ বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। চিৎপ্রকাশস্বরূপা এবং জন্মহীনা, অন্য কোন নামাদি তাহার নাই, ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। এই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, এই জগৎ নূতনভাবে স্বরূপে প্রতিভাত হয় না, ইহা পূর্ব্বেও প্রতিভাত ছিল ; অতএব ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক্। সেই পরমাত্মাই কার্য্য এবং কারণরূপে কথিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি কারণরূপে অবস্থিত থাকেন এবং পরে কার্য্যরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হন। কার্য্যের যে সংস্কারধারা, তাহাই কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সেই পরমাত্মাই কার্য্যানুকূল যত্নরূপ সংস্কারস্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই স্বপ্নের প্রথমে যে জাগ্রৎ বস্তু বিলক্ষণ অর্থ দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই সূক্ষ্ম অর্থ ই সংস্কার-নামে কথিত হয়। তদ্ব্যতীত অপর কোন বাহ্য অর্থ চিত্তে নাই। সেই স্বপ্নদশায় পরিদৃষ্ট সংস্কাররূপ পদার্থ জাগ্রৎকালে অদৃষ্ট হয় বলিয়াই যে, উহার অভাববোধ কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু উহা চিত্তাকাশে চেতনাবৎ সর্ব্বসময়েই বিরাজমান। সেই আকাশের ন্যায় নিরবয়ব আত্মাও স্বপ্নকালে সাক্ষিরূপে অবস্থান করে এবং জাগ্রৎসময়ে দৃষ্ট বস্তুবৎ বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। সেই বেদান্তখ্যাত দ্বিতীয়-রহিত সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ দ্বৈতভাবশূন্য হইয়া যথাস্থিতরূপে স্ব-স্বভাবে বিদ্যমান হয়েন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতবর্গ পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য শিষ্যগণকে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বাজ্ঞাত পরমাত্মাই সংসার এবং বিজ্ঞাত ব্রহ্মই মোক্ষ। ১৩-১৮

স্বপ্নে যে জাগ্রৎ সংস্কার দৃষ্ট হয়, তাহা জাগ্রৎ-সময়ে অনুভবকৃত এক অপূর্ব্ব পদার্থ, এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ উহাকে অজাগ্রৎ অথচ জাগ্রতের আভাস-রূপেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, যেহেতু পবনে যেরূপ স্বাভাবিক বলবত্তা বিদ্যমান, সেই চিত্তে সেইরূপ ভাবসমূহ স্বাভাবিকরূপেই অবস্থিত। স্বপ্ন কালে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে এ ব্যাপারে সংস্কারের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিব কি নিমিত্ত? একমাত্র চিৎই স্বপ্নসময়ে লক্ষরূপে উপস্থিত হয়, স্বপ্নকালে লক্ষরূপ হইলেও নিদ্রিত অবস্থায় পুনরায় একই স্বরূপে অবস্থান করে। চিত্তরূপ আকাশে যে স্বপ্নবোধ হয়,

তাহাই জাগ্রৎ-নামে কথিত হয়। সুষুপ্তি প্রলয়-নামে কথিত হয়; সুতরাং পরমাত্মাই যে সদ্‌বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯-২২। চিৎস্বরূপ আকাশ স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই যে স্বপ্নবৎ বহুবিধ অবয়ব ধারণ করে, তাহাই জাগ্রৎ নামে অভিহিত। এইপ্রকার পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মস্বরূপ চিতির মধ্যে এই সকল জগৎ-বস্তু বিদ্যমান। যেরূপ স্বপ্নে মুকুরাভ্যন্তরে নদ, নদী, কানন, গিরি প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার চিতির ভিতরও জগৎ বিদ্যমান। ইহা স্বয়ং অপরিণামিনী এবং পরিপূর্ণ। এই যে চিতি, ইহা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; পরমাণুর ন্যায় ইন্দ্রিয়াগোচর সূক্ষ্ম, ইহা জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি, মধ্য এবং সীমাশূন্য; ইহাই জগৎ নামে কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অসীম সর্ব্বব্যাপক চিদাকাশের সহিতই জগতের ভান সম্পূর্ণরূপে সম্বদ্ধ; এই জন্য উহা হইতে জগৎ স্বতন্ত্র নহে। নিখিল বিশ্ব চিৎস্বরূপ এবং তুমি, আমি ইত্যাদি সমগ্র জাগতিক বস্তুও চিৎ হইতে স্বতন্ত্র নহে, এইপ্রকার গুরু এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে এই জগৎ অজ এবং পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম। সুতরাং আত্মা (আমি) পরমাণুস্বরূপ এবং সমগ্র জগদ্রূপে পরিণত। সকল স্থানে, এমন কি, পরমাণুর অভ্যন্তরেও বাস করিয়া থাকি। ২৩-২৮। আমি চিতিস্বরূপ পরমাণু পদার্থ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও আকাশবৎ সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী, তাই আমি সর্ব্বাবস্থাতেই ভুবনত্রয়ের দ্রষ্টা অথবা সাক্ষিস্বরূপ। দুই স্থানের জল একত্র করিলে উভয় জলই যেরূপ একরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান পরমাণুরূপী চিদ্বস্তু, অহং পরিশুদ্ধ পরমাণুরূপী চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এই দুই-ই এক হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তুমি, আমি ইত্যাদিরূপ ভেদজ্ঞান দূর হইয়া একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অঙ্কুরসময়ে অবস্থিত পদ্মমধ্যে বীজ যেরূপ বর্ত্তমান থাকে, আমিও সেই সময় সেই তেজঃপূর্ণ ব্রহ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুভূত ত্রিলোকরূপে বিরাজমান হই। সে সময় আমি ত্রিজগদাকারে সেই পরমাত্মার মধ্যেই বাস করিয়া থাকি; তাঁহার বহিঃস্থিত কোন কিছুরই সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকে না। স্বপ্ন বা জাগ্রৎ—যখন যে অবস্থায় যেপ্রকার বাহ্য বা আভ্যন্তর দৃশ্য প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, ঐ সমুদয় নিজ চিতির ভান ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। স্বপ্নকালে জীবের যে সর্ব্বব্যাপী আনন্দময় জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, উহা স্বপ্নদশায় পরিণত অণুস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মারই সেইরূপে প্রকাশ। ২৯-৩৪

ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, এই জগৎ যদি কারণশূন্যই হয়, তবে উহার সত্তা হয় কি প্রকারে? আর যদি প্রকৃতই উহা কারণশূন্য হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে সেই সকল কারণের অভাব থাকিলেও সৃষ্টি প্রভৃতি জ্ঞানের উদ্ভব হয় কি জন্য? ৩৫

মুনি বলিলেন, প্রথমে অকারণই সৃষ্টি আরম্ভ হয়; যেহেতু সে সময় সৃষ্টিরূপে পরিণত চিদাকাশ ব্যতীত অপর কোন কারণই থাকে না। এই সংসারে কারণ ব্যতীত ভাবপদার্থসকলের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া কখন কোন-প্রকার সপ্রতিঘ সৃষ্টিও সম্ভব নয়। স্বভাবেশে ভাস্বর চিন্ময় ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রভাসিত হইয়া থাকেন। তিনি আদ্যন্তহীন হইলেও সৃষ্টি প্রভৃতি নামে কথিত হয়েন। এইরূপে অকারণ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাকারে পর্য্যবসিত হইলে, এই মায়াময় জগৎ সেই নিত্য পরমাত্মার শরীররূপে প্রকটিত হইলে অর্থাৎ একই ব্রহ্ম বিবিধ অব্রহ্মরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, সেই কূটস্থ নিরবয়ব সাবয়বরূপে প্রকাশ পাইলে, সেই চিন্ময়রূপত্বনিবন্ধন স্বয়ংপ্রকাশ নিরবয়ব ব্রহ্মই সাবয়ব পদার্থবৎ প্রত্যক্ষগোচরীভূত হইয়া স্থাবর, জঙ্গম, দেব, মুনি প্রভৃতিরূপে প্রকট হন এবং ক্রমবশে নিয়তি, বিধি, নিষেধ, দেশ, কাল এবং ক্রিয়া প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৩৬-৪২। ভাব এবং অভাবরূপে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুসকল ব্যভিচার পাইয়া থাকে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সমুদয় পদার্থের অন্ত হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই নিয়তি ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। যদবধি এইরূপ নিয়তির কল্পনা হইয়াছে, তদবধি বালি হইতে যেরূপ তৈলের উদ্ভব সম্ভব নহে, সেইরূপ বিনা কারণে কার্য্যসকলের উৎপত্তিরও সম্ভাবনা নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নিয়তি ও নায়ক—ইহারা ব্রহ্মের দুই অংশরূপে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। এক হস্ত দ্বারা যেমন অপর হস্তকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও ইহাদের একের দ্বারা অপরের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। আবর্ত্তসমূহ যেরূপ জলে আপনা আপনিই উদ্ভূত হয়, সেইরূপ জীবনিবহের জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিরূপ ব্যাপারসমুদয় কাকতালীয়বৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অনিচ্ছা প্রযুক্ত জন্মিয়া থাকে। ৪৩-৪৬

নিয়তির সন্নিবেশ অর্থাৎ সংযোজক নিয়মস্বরূপ ঐ নিয়তি বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্যের প্রতিঘাত ঘটে। ঐ নিয়তি না থাকিলে স্বয়ং ব্রহ্মও মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহেন এবং সমুদয় বস্তুর ধ্বংস হইয়া থাকে। এই জন্যই যাবতীয় দৃশ্য বস্তু সর্ব্বসময়ে নিজ নিজ কারণের সহিত বিদ্যমান আছে। যে সময় হইতে যে কিছুর সৃষ্টিতে নিয়তির কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সময় হইতেই নিয়তি তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মসৃষ্টি স্বরূপ হইলেও অজ্ঞের নিকট অকারণ বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এই যে কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞান, তাহা ভ্রমরূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জগৎসৃষ্টি যদি কাকতালীয়ন্যায়ে হইত, তাহা হইলে ইহা চিরকাল এইরূপেই চলিয়া আসিত, ইহা চিরকাল যে চলিয়া আসিতেছে না, এইরূপ ধারণাকেই নিয়তিরূপে

নির্দ্দেশ করা হয়, উৎপত্তিশীল বস্তুসকলের পূর্ব্বাপরক্রম দেখিয়াই উহাদিগকে সকারণরূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিরূপ যে জ্ঞান, তাহা কখনই অকারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বপ্নসময়ে নিখিল বিশ্বব্যাপী জলপ্রবাহ দেখিলে যে প্রলয়ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহার কারণ—ঐ বিষয়ের শ্রবণ এবং অনুভব বশতই হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সমগ্র পদার্থেই ব্রহ্ম এবং জগৎপ্রপঞ্চে একতা-সম্পাদক যুক্তিসমূহ স্ফটিক ও শুক্তির মত আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতে থাকে; সুতরাং প্রমাণসমূহের প্রাণস্বরূপ, নির্দ্ধারণসমর্থ শাস্ত্রানুকূল যুক্তির ভাবনানুভবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। ৪৭-৫০

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ

মুনি বলিতে লাগিলেন, জীবগণ বহিরিন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বাহ্যিক স্বপ্ন এবং অন্তরিন্দ্রিয়নিবহ দ্বারা আভ্যন্তরিক স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকেন, এবং এই উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ স্বপ্নই অনুভব করেন। যে সময় ইন্দ্রিয়সমূহ বহিঃসমাকুলরূপে অবস্থিত হয়, সে সময় সঙ্কল্পিত অর্থসমূহ কথঞ্চিৎ অস্ফুটরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয়নিবহ অন্তর্মুখ হয়, তখন জগৎ অতি সূক্ষ্ম বাসনাস্বরূপে পরিণত হয় এবং জীবও সে বিষয় অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করে। বাহ্যই হউক আর আভ্যন্তরিকই হউক, কোন জগৎই কখন স্থূলভাবে অবস্থান করে না। জীবের জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়গণের স্থূলত্বকল্পনার জন্য যে স্থূল জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার দ্বারা এ জগতের স্থূলতা বোধ হইয়া থাকে। ১-৪। জীবের নয়নস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়নিবহ যখন অতীব বহির্মুখ হয়, তখন জীবভাবাপন্ন চিতি স্থূলাকার বাহ্য-জগতের অনুভব করিয়া থাকে। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, ইচ্ছাপ্রধান অন্তঃকরণ এবং চিদাভাস—এই সকল সম্মিলিতরূপে জীব নামে কথিত হয়। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক চিতির আভাসে জীব সর্ব্বসময়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করে বলিয়া সর্ব্বদাই বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্ববিধ জগতের অনুভব করে। যে সময়ে জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম নাড়ীগত হইয়া শ্লেষ্মাত্মক অন্নরস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সে সময় সেই সকল সূক্ষ্ম নাড়ীর ভিতরেই বহুপ্রকার অদ্ভুত ভ্রম

অনুভব করিয়া থাকে। জীব তখন বিবেচনা করে যে, স্বয়ং ক্ষীরসাগরে উড়িতেছেন, গগনে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সরসীসমূহ প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং কহ্লার দ্বারা শোভা পাইতেছে। ঐ সরসীসমূহ যেন কুসুমময় জলদের প্রতিনিধি-শোভিত এবং ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা উপনীত বসন্তরাজের অন্তঃপুরতুল্য জীব-গগনে উদয় হইয়াছে। ৫-১০

জীব বহুপ্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন এবং পেয়বস্তু দ্বারা গৃহাঙ্গনের শোভাসম্পাদক, ক্রীড়াশীলা বনিতাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠীয়মান, অজ্ঞতাপূর্ণ উৎসবসমূহ দেখিয়া থাকে। জীব আরও দেখে যে, বিবিধ প্রকার জলজাত পুষ্প দ্বারা শোভিত, ফেনরূপ হাস্যপরিপূর্ণ, চপল শফরীর ন্যায় নয়নযুগশালিনী, যৌবনমদমত্তা যুবতীবৎ তরঙ্গিণীকুল বিলাসতৎপর হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। হিমাচলতুল্য ধবলশৃঙ্গযুক্ত, অতীব শৈত্যপূর্ণ, সুতরাং যেন ইন্দুময় কুট্টিম-পরম্পরায় নির্ম্মিত, সুধাধবলিত সৌধসমূহও সে দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকে। সে আরও দেখে যে, শিশিরাসার, হেমন্ত এবং বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নীলপদ্মের লতা এবং দূর্ব্বাদল-পরিশোভিত শ্যাম ক্ষেত্রসমূহ। বিবিধ প্রকার কুসুমাকীর্ণ, হরিণতুল্য পান্থগণের বিশ্রামস্থান, পত্রাবলীযুক্ত বৃক্ষগণের সুস্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত নগরস্থ উপবনের বিশ্রামভূমি সে দেখে। ১১-১৫। কদম্ব, কুন্দ ও মন্দারপুষ্পের চন্দ্রপ্রতিম ধবল মকরন্দে প্লবমান, সুতরাং চিত্রবর্ণ আসনবৎ পরিশোভিত পুষ্পস্থলীসমূহ অবলোকন করে। পদ্মনিচয়-পরিশোভিত, পুষ্পকাননবহুল, মেঘহীন নির্ম্মল গগনের ন্যায় শোভাশালী, কদলী, কন্দলী, কুন্দ এবং কদম্বতরু-পরিবেষ্টিত শৃঙ্গ ও সুন্দর বৃক্ষপল্লব দ্বারা স্নিগ্ধ শৈলশ্রেণী মৃদুমন্দ-সমীরণে দোলায়মান, শাখাশালিনী সুতরাং নৃত্যপরায়ণা যুবতীতুল্য কৃশাঙ্গী মালতীলতা সকল, সুচারু চামর, ভৃঙ্গসার চন্দ্রাতপ-শোভিত, প্রফুল্ল শ্বেতপদ্ম-প্রতিম রাজসভাসমূহও দেখিয়া থাকে। আরও, লতাবলয়ের সবিলাস বিন্যাস দ্বারা শোভিতাঙ্গ বিলোল কুল্যাবারিবিহারী জলচর পক্ষিকুলের কাকলী-পরিপূরিত বনরাজিসমূহ এবং সজল মেঘমালা-সমাকীর্ণ শৈলশ্রেণী, বিদ্যমান শীকর-নীহাররূপ হারশোভিত দিঙ্মণ্ডল দর্শন করে। ১৬-২১

যে সময় জীব পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে পিত্তযুক্ত রসে পরিপ্লুত হয়, তৎকালে তেজঃপ্রধান সূক্ষ্মস্বরূপে সেইরূপ পিত্তপ্রধান সূক্ষ্মশিরাসমূহের অভ্যন্তরে বক্ষ্যমাণ দৃশ্যসমূহ দৃষ্টিগোচর করে। বায়ুস্পন্দনে বিশুষ্ক কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভাশালী এবং প্রোজ্জ্বল কমলদলসদৃশ স্নিগ্ধ অনলশিখাসকল ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। দিক্‌সকল উত্তপ্ত বালিরাশিতে বারিসেক করায় বাষ্পাচ্ছন্ন নদীরূপ শিরাসমূহে পরিবেষ্টিত এবং দাবাগ্নিশিখা-সমুদ্ভূত ধূমস্তোমে শ্যামলত্ব

ধারণ করিয়াছে। অগ্নির ন্যায় কর্কশ, শাণিত চক্রবৎ তীক্ষ্ণাভাযুক্ত প্রভাসমূহ জলাশয়সমূহকে দাবদাহ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিতেছে। ত্রৈলোক্যমণ্ডল স্বয়ং খিন্ন হইয়াও স্বীয় অন্তরস্থিত উষ্মা দ্বারা সমুদ্রকে উষ্ণ করিতেছে। বৃক্ষগুল্মাদির নিবিড়তা নিবন্ধন বিজন বনভূমি হইতে যেন ক্ষীর নির্গত হইতেছে। ভাসমান মরীচিকার জলে সারসকুল সাঁতার দিতেছে। বনভূমিসমূহ বৃক্ষশূন্য হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হইতেছে।২২-২৮। পথিকগণ দূর হইতে পথমধ্যস্থিত শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষকে অমৃতবোধে সেই দিকে ধাবমান হইয়া প্রতপ্ত ধূলিতে ধূসরিত হইয়া যাইতেছে। পৃথিবী বহ্নিবেষ্টিত, উত্তপ্ত ও সেই উত্তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে এবং দিক্ ও আকাশপ্রদেশ ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকেই গৃহ, গ্রাম, সমুদ্র, গিরি, বন এবং গগন প্রভৃতি অগ্নিতুল্য হইয়াছে। শরৎ, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ঋতু সূর্য্যোত্তাপকে আরও প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। বনস্থলীসমূহ তৃণ, পত্র, লতাসকল, পদ্মসমূহ এবং উষ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আকাশতল স্বর্ণময় আকার ধারণ করিয়াছে। পৃথিবী, দিক্‌সমূহ ও বহু সরসীযুক্ত হিমাচলের প্রদেশগুলিও প্রগাঢ় উত্তপ্ত হইয়াছে। ২৯-৩৩

যে সময় জীব পূর্ব্বকথিত শ্লেষ্মা ও পিত্তরসশূন্য নাড়ীতে প্রবেশ করত বায়ু-পরিপূর্ণ হয়, সে সময় সেইরূপ সূক্ষ্ম জীব সেই নাড়ীর মধ্যে বক্ষ্যমাণ দৃশ্যসমুদয় দেখিয়া থাকে। বায়ু কর্তৃক চেতনা বিক্ষুব্ধ হয় বলিয়া পৃথিবী যেন অদৃষ্ট বলিয়া অনুভব হয়। নগর, গ্রাম, সমুদ্র, পর্ব্বত এবং কাননভূমিসমূহও অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। যেন স্বয়ং উড্ডীন হইতেছে এবং তৎসহ শিলাসকল ও পার্ব্বত্যভূমিও যেন উড়িতেছে। জলদনির্ঘোষে সকল স্থানই যেন পরিপূরিত এবং চক্র ব্যতীতও যেন সঞ্চরণশীল। আমি স্বয়ং কখন অশ্বোপরি, কখন উষ্ট্রোপরি, কখন গরুড়োপরি, কখন বা মেঘের উপর, আবার কোন কোন সময় হংসোপরি আরোহণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতেছি। কখন বা যক্ষবিদ্যাধরাদির ন্যায় যাতায়াত করিতেছি। সাগরে বুদ্বুদসমূহ যেরূপ কাঁপিয়া থাকে, সেইরূপ শৈল, গগন, পৃথ্বী, অব্ধি, দ্রুম, নগর, গ্রাম, দিক্‌নিচয়, ভীত-ত্রস্ত জীবগণ নিরন্তর কাঁপিতেছে। জীব কখন নিজকে অন্ধকূপে, কখন বা বিষম সঙ্কটে নিপতিত, কখন বা অত্যুন্নত আকাশে বৃক্ষাগ্রভাগে অথবা অমরশৈলশৃঙ্গে অধিরূঢ় বলিয়া দেখিয়া থাকে। যে সময় জীব বাতপিত্তশ্লেষ্মযুক্ত হইয়া বায়ুবশে শ্লেষ্মাদি রস-ভাগে পূর্ণ হয়, সেই সময় সে বিকৃতিপ্রাপ্তি বশতঃ এই সমুদয় দৃশ্য দর্শন করে। ৩৪-৪০

আকাশ হইতে শৈল-বর্ষণ হইতেছে, শিলাবৃষ্টির জন্য বিষম সঙ্কট হেতু বৃক্ষসমূহ চূর্ণীকৃত, ভবনও শৈলশ্রেণীর ন্যায় ভীষণরবে পরিভ্রমণ করিতেছে। গজ,

সিংহ প্রভৃতি সকল বর্ষাঋতুর মেঘমালা-পরিব্যাপ্ত দিঙ্মধ্যভাগে ঘন অরণ্যানী-পরিভ্রমণে নিরত হওয়ায় বিকট জলদজাল ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহের উদয় হইতেছে। তমাল, তালী ও হিন্তালসমূহের প্রজ্বলনে সমাবৃত সেই দিঙ্মধ্যভাগে ঘু ঘু ভোঁ ভোঁ ঘর্ঘর ঘর্ঘর রব উত্থিত হইতেছে। হস্তিসমূহ দলনকালে পরস্পরের অনিবার্য্য সংঘর্ষণে মন্থনকালীন মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতেছে। শৈলশৃঙ্গদ্বয়ের সংঘর্ষণ তুল্য প্রচণ্ড শব্দশালিনী নদীসমূহের চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণের কর্কশ কেকারবে মুক্তার ন্যায় আকাশতলকে যেন পুষ্পমাল্যবৎ ভূষিত করিতেছে। ৪১-৪৫

প্রলয়-সময়ে উদ্বেলিত মহাসমুদ্র শিলাশকলপূর্ণ বারিরাশি দ্বারা আকাশতল পূর্ণ করিতেছে এবং ভীষণপ্রবাহে প্লবমান কানন ও জলদজাল দ্বারা জগৎ সংঘর্ষিত করিতেছে। পরস্পর বিধৌত চতুর্দ্দিক্ দর্শনে দন্তবিকসিত হাস্যকারীর ন্যায় বিরাজিত, দিগন্তপূর্ণকারী চটচটাধ্বনিতে শৈলসমূহ বিদীর্ণ হওয়ায় যেন টঙ্কাঘাত-শব্দ দ্বারা পরিপূরিত গগনমার্গে বহমান পবন-কম্পিত অরণ্যে পবনানুসারিণী লতাসকলে সঙ্কুলিত, স্বয়মাগত শব্দায়মান প্রস্তরচূর্ণ দ্বারা বিচিত্রবর্ণ পদ্মসকল-সংযুক্ত ত্রিজগৎ যেন সমুদ্রমন্থনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরস্পর নিপীড়নকারী সুরাসুরগণের গভীর গর্জ্জনবৎ প্রচণ্ড রবে পূর্ণ হইতেছে। ত্রিধাতুপূর্ণ নাড়ীতে পূর্ব্বকথিত কাষ্ঠ, প্রস্তর ও মৃত্তিকাসংমিশ্রিত পবন দ্বারা স্বপ্নে জড়ীকৃত জীব পরিপীড়িতভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। মৃত্তিকামধ্যে যেরূপ ক্ষুদ্র কীট থাকে, শিলাসমূহের মধ্যস্থানে ভেক যেরূপ অবস্থান করে, অথবা গর্ভস্থ অপরিণত ভ্রূণের ন্যায়, ফলমধ্যস্থিত বীজের ন্যায়, বীজমধ্যস্থিত অঙ্কুরের ন্যায়, পিণ্ডীকৃত দ্রব্যে পরমাণুর ন্যায় কিম্বা অশ্রান্তস্তম্ব-কোশস্থিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় যে সময় জীব পুরিতত্তী নাড়ী-পঞ্জরে অবকাশের অভাব বশতঃ প্রাণবায়ুজনিত স্পন্দশূন্যভাবে বাস করে এবং 'সুষ্ঠুরূপে উন্নতিপ্রাপ্ত পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিরূপ শিখাখণ্ডে নিষ্পিষ্ট হইয়া গর্ত্তমধ্যে আবদ্ধবৎ সর্ব্বব্যাপারবিরহিত হইয়া অবস্থান করে, সেই সময় সেই ঘন তেজোরাশিমধ্যে অন্ধকূপের অন্তরতুল্য গভীর পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরের ন্যায় সুষুপ্তি অনুভব করে। ৪৬-৫৪

যে সময়ে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া যায় এবং অন্নরসের পুনঃ প্রবেশ না করায় অভ্যন্তর শূন্য হয়, সেই সময় জীব বহির্গত হইবার চেষ্টা পায় এবং প্রাণ দ্বারা প্রবোধিত হইয়া স্বপ্নানুভব করে। যে সময় সেই অন্নরস দেহে পরিণত হয় এবং জীবের সহিত এক নাড়ী হইতে অন্য নাড়ীতে যাইয়া পতিত হয়, সে সময় পর্ব্বতবর্ষণ অনুভূত হয়। বহুসংখ্যক জঠরানলপরিব্যাপ্ত বাতপিত্ত প্রভৃতির সংযোগে বাহিরে ও অন্তরে নানাপ্রকার সম্ভ্রম দর্শন করে এবং সামান্য

জঠরানলব্যাপ্ত বাতপিত্তসংযোগ দ্বারা অল্প সম্ভ্রম দৃষ্টিগোচর করে। এই বাতপিত্তপরিচালিত জীব অন্নরসের বশীভূত হইয়া অন্তরে যেরূপ দেখিয়া থাকে, বহির্ভাগে এবং উপরিভাগে সেইরূপ জ্ঞান ও প্রবৃত্তি জন্মায়। বাতপিত্তাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ অন্নরসের পরিমাণ যদি অল্প হয়, তাহা হইলে অন্তর ও বাহিরে অল্প ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মে এবং বাতপিত্তকফাদির সহিত অন্নরসের পরিমাণ তুল্য হইলে দৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। জীব যদি কুপিত বাতপিত্তাদি দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে ভূমি, পর্ব্বত এবং আকাশের কল্পনা কিংবা অগ্নি দ্বারা জ্বলিত হওয়া দেখিয়া থাকে। ৫৫-৬০

জীব আপনার আকাশে বিচরণ, চন্দ্রের উদয়, হিমাচলশ্রেণী, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের গহন এবং বারিসমূহ দ্বারা আকাশপ্লাবন দেখিয়া থাকে। দেবলোকে সুরত-সুখ উপভোগ করিতেছে, গিরিশৃঙ্গস্থিত উপবনে শ্বেত মেঘরচিত পীঠোপরি ভ্রমণ করিতেছে, ইহাও দেখে। আবার কখন বা দেখে, বৃহৎ ক্রকচে নিষ্পিষ্ট হইতেছে অথবা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কখন বা আকাশতলে তমাল-তালী-হিন্তালারণ্যের সঞ্চলনও অনুভব করে। কোন সময় চক্রবৎ ঘুরিতেছে, ঝক করিয়া আকাশে উঠিতেছে, আকাশে জলসমাগম হইতেছে, কখন বা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে, এ সবও দেখিয়া থাকে। বিবিধরূপ আশ্চর্য্য দর্শন এবং বিপরীত ব্যবহারে, রাত্রিকে দিবা ও দিবাকে রাত্রি বলিয়া জ্ঞান হয়। গগনতলে সপর্ব্বত পৃথিবী, ঘন প্রাচীর দ্বারা আবৃত স্থানকে আবরণশূন্য, আকাশতলে কুড্যবন্ধ এবং শত্রুকে বন্ধু বলিয়াও মনে হয়। আত্মীয়কে পর, দুর্জ্জনে সুজনভ্রান্তি, উচ্চাবচ ভূমিকে সমতলজ্ঞান এবং সমতল ভূমিকে গর্ত্তরূপে অনুভব হইয়া থাকে। ৬১-৬৭

উদ্গীতালাপে সুস্নিগ্ধ, সুধাবধৌত অত্যাশ্চর্য্য নবনীত-রচিতবৎ শ্বেত স্ফটিক বা রজতনির্ম্মিত পর্ব্বতসমুদয় জীব অবলোকন করে। পদ্মে যেরূপ ভ্রমর বিশ্রাম করিয়া থাকে, সেইরূপ কদম্ব, নীপ ও জম্বীর-পত্রগুচ্ছে নির্ম্মিত ভবনমধ্যে রমণীর সহিত সুখে বিশ্রামও অনুভব করে। দেহস্থিত রসধাতুর বৈষম্যহেতু ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ অন্তরে নিদ্রিত হওয়ায়, এই সমুদয় ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধাতুর বৈষম্য ঘটিলেই নিদ্রা বা জাগ্রদবস্থায় এইপ্রকার বিবিধ দর্শন ও অনুভব ঘটে। ধাতুর অসমতা জন্মিলেই প্রাণিসমূহ অন্তরে ও বাহিরে নানাপ্রকার বিপরীত ও ভয়ানক কার্য্যকলাপ দেখিয়া থাকে। ধাতুসমূহ সাম্যাবস্থায় থাকিলে জীব নিজে তেজঃশালী নাড়ীতে অবস্থিত হইয়া এই লোকপ্রসঙ্গ বিকারহীন ব্যবহার-স্থিতির অনুভব করিয়া থাকে। পুর, গ্রাম, পত্তন, নগর এবং বনশ্রেণী, তথা স্বচ্ছ জল, তরুচ্ছায়া, দেশ, পথ ও যাতায়াত যথাযথভাবে

দেখে। সুখদায়ক রৌদ্রযুক্ত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং দিবারাত্রি-বিভূষিত এই অনুৎপন্ন পৃথিবীকে যেন উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। চিত্ত দৃশ্য বস্তুর উপলব্ধিরূপে পর্য্যবসিত হইলে, বায়ুতে যেরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়, তদ্রূপ অসৎ সত্তের ন্যায় এবং পৃথক্ অপৃথকের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। প্রপঞ্চশূন্য ব্রহ্ম হইতেই নিখিল জগতের উৎপত্তি; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তুই প্রপঞ্চহীন নহে। অপর পদার্থ সদ্রূপে অনুভূত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সৎ নহে। সুতরাং অসীম চিতির আকাশকল্প দেহে বিবিধপ্রকার জগৎ কেবল প্রতিভাসস্বরূপ আভাত হইয়া থাকে। ৬৮-৭৭

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌চত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ বলিল, হে তাপসবর! তাহার পর সেই ভ্রমররূপী ওজোধাতুর অভ্যন্তরে আপনি নামমাত্র অবস্থিত হইলে কোন্ প্রকার স্বপ্নদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহা বলুন। ১

মুনি বলিলেন, হে বৎস! আমি তেজোধাতুর অভ্যন্তরে উপবিষ্ট এবং সেই দেহস্থিত জীব কর্ত্তৃক আমার দেহ মিশ্রিত হইবার পর যে সমুদয় স্বপ্নাদিদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শুন। ২। সেই ভীষণ প্রলয়কাল সমাগত হইলে, প্রলয়-পবন দ্বারা সুবৃহৎ পর্ব্বতসমূহ তৃণবৎ সঞ্চালিত হইতে থাকিলে এবং আমি সেই তেজোধাতুর মধ্যে প্রবেশ করিবার পর অকস্মাৎ কোথা হইতে পর্ব্বত-বর্ষণ হইতে থাকিল। জলদসদৃশ বিশাল শৈলশৃঙ্গসমূহ গ্রাম ও পত্তনের সহিত উড়িয়া পড়িতে লাগিল। যে সময় আমি সেই ওজোধাতুর অভ্যন্তরে অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে আসীন হইয়া সেই দেহের জীবাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময় সেই পর্ব্বতপতন দেখিয়াছিলাম। সেই সূক্ষ্ম নাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত অন্নরসের মধ্যবর্ত্তী অন্নবলরূপ দীর্ঘ গিরিসমুদয় দ্বারা আমার শরীর পিণ্ডীকৃত এবং আমি চেষ্টাবিরহিত হইবার পর সেই অজ্ঞানসদৃশ অন্ধত্ব দ্বারা সংবলিত গাঢ় নিদ্রা অনুভব করিয়াছিলাম। ৩-৬

কিছুক্ষণ এইভাবে নিদ্রানুভূতির পর প্রাতঃকালে যেরূপ পদ্ম প্রস্ফুটোন্মুখ হয়, আমিও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ প্রবোধোন্মুখ হইয়াছিলাম। বহুক্ষণ অন্ধকারে দৃষ্টি নিমীলিত থাকিলে যেরূপ তেজঃপূর্ণ চক্রাভাসে পরিণত হইয়া থাকে, সেই সময় আমারও সেইরূপ সেই নিদ্রা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল। এই

প্রকারে আমি সুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে স্বপ্ন-নিদ্রায় প্রবিষ্ট হইলাম এবং সাগর যেরূপ সহস্র সহস্র তরঙ্গ-সমাকুল নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ সেই ওজোধাতুর অভ্যন্তরে বিক্ষেপসহস্র দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম। স্থির বায়ুর মধ্যে যে প্রকার স্পন্দন স্বতই বিদ্যমান, সেইপ্রকার এই জগৎ জ্ঞানময় কোশাত্মকরূপে আমার অন্তরে উদিত হইল। অগ্নি প্রভৃতিতে যেরূপ উষ্ণতা, জলে দ্রবত্ব, মরিচাদিতে কটু আস্বাদ, সেইরূপ স্বতঃপ্রবিষ্ট চিদাকাশাভ্যন্তরে জগৎ সেই সময় সুষুপ্ত্যাত্মক দৃশ্য হইতে শিশু সন্তানের ন্যায় প্রসূত জগৎরূপ দৃশ্য চিতিস্বভাবের সহিত একাকারে আপতিত হইয়াছিল। ৭-১২

ব্যাধ বলিল, হে বক্তৃপ্রবর! আপনি যাহাকে সুষুপ্ত্যাত্মক দৃশ্যরূপে বর্ণন করিলেন, সেই সুষুপ্তদৃশ্য কি প্রকার, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। ১৩

মুনি বলিলেন, জাগ্রদ্দশায় ঘট এবং জগৎ প্রভৃতি প্রতীত ও স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই যে উক্তি, উহা দ্বৈতবাদীর কল্পনাত্মক প্রলাপ-উক্তি। 'জাত' এই শব্দটি সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান-পর্য্যায়ভুক্ত; ইহার কারণ বলিতেছি, শুন। জন (জনি) ধাতুর প্রকৃতিগত অর্থ যে প্রাদুর্ভাব, তাহা পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'প্রাদুর্ভাব' শব্দটির প্রকৃতি হইতেছে 'ভূ' ধাতু। ভূ ধাতুর অর্থ হইতেছে বিদ্যমান; অতএব বিদ্যমান পদর্থ ই জাতরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। 'সৃষ্টি হইতে জাত' এইরূপ বাক্যে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকেও সৎ বলা হইতেছে। আমাদিগের ন্যায় পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টিতে কোন পদার্থই উৎপন্ন বা ধ্বংস হয় না, সমুদয় পদার্থই শান্ত, অজ এবং সৎ। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ সত্তাস্বরূপ এবং জগৎও সর্ব্বসত্তাত্মক, এইরূপ অবস্থায় পদার্থগণের 'অস্তি' এই নিয়মের এবং 'নাস্তি' নিষেধের অবকাশ কোথায়? এখন যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে অস্তি-নাস্তির ব্যবহার হইবে কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, মায়া নামে যে বস্তু আছে, তাহাতেই অস্তি-নাস্তির ব্যবহার হয়; যে হেতু অজ্ঞ ব্যক্তির এই মায়াশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মায়ার অসামান্য শক্তির জন্য তাহাতেই ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বশক্তিঘটিত-রূপেই তাহাদের সংস্কার। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপার আছে, তাহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট কিছুই নহে। ১৪-২১

সৃষ্টির প্রথমে যেরূপ জগতের কোন কিছুই বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ অনুভবমাত্রাত্মক স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপ্রবাহের বাস্তবিক কিছুই নাই। প্রাণাদি-সম্পন্ন জীব এই দর্শনের দ্রষ্টা হইতে পারে বটে, কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রাণ প্রভৃতির সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ হইতেও স্বচ্ছ শুদ্ধ চিন্মাত্রই বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইহ-জগতে দ্রষ্টা বা ভোক্তা কেহই নাই; কেন না, এই জগতের

তাবৎ পদার্থই চিৎস্বরূপ, তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, অথচ কিছু, এবং বাক্যের অতীত হইয়াও স্বয়ং বাক্যহীন। স্বপ্নকালে কল্পিত রমণীর ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে কারণের অভাববশতঃ যে বস্তু যে ভাবে সেই চিন্ময়ে স্ফুরিত হইয়াছিল, সৃষ্টির পর হইতে প্রলয় অবধি সেই বস্তু সেইরূপেই বিদ্যমান থাকে। বালক যেরূপ নিজ অঙ্কাবস্থিত ব্যাঘ্রাদির ছবি দেখিয়া ভীত হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয় না, সেইপ্রকার অজ্ঞ ব্যক্তি কথিত চেতনাত্মক চৈতন্য হইতে ভয় পায়; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি উহাতে ভীত হন না। প্রকৃতপক্ষে সেই আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অদ্বিতীয়, প্রকাশস্বরূপ, শুদ্ধস্বভাব বিকারহীন ব্রহ্মই মায়া বশতঃ যখন অসীম বিবিধ স্বভাবে অবস্থান করেন, তখন এই নিখিল জগৎ অশান্তিময় হইলেও পূর্ণরূপে শান্তিময়।২২-২৭

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তাহার পর আমি সুষুপ্তি হইতে নির্গত হইলে আমার মনে হইল, স্বপ্নসময়ে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অকস্মাৎ যেন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইল, গগনের মূর্ত্তি এবং পৃথিবী উৎকীর্ণ হইল, বৃক্ষ হইতে যেরূপ কুসুমের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইপ্রকার চিত্ত হইতে বিকসিত কিংবা দৃষ্টি হইতে বাহির হইল। পূর্ব্বে ইহা বিদ্যমান থাকিলেও সে সময় উৎপন্ন হইল বলিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র, কিংবা প্রবহমান জলরাশি হইতে যেরূপ তরঙ্গশ্রেণী উত্থিত হয়, ইহাও দৃষ্টির সেইরূপ তরঙ্গস্বরূপ। ইহা হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িল, চারিদিক্ হইতে বিনির্গত হইল, পর্ব্বতের মূর্ত্তি হইতে ক্ষোদিত হইল, কিংবা ভূমি হইতে উদ্ভূত হইল অথবা গগনে যেরূপ মেঘোদয় হয়, বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে, ক্ষেত্র হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ইহাও আমার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইল। যেন আমার দেহ হইতেই বহির্গত হইল, আমারই ইন্দ্রিয়নিবহ দ্বারা চারিদিকে ক্ষোদিত হইল, কিংবা পট হইতে যেরূপ চিত্র প্রকাশিত হয়, মন্দির হইতে প্রতিমা বহির্গত হয়, তদ্বৎ কোন অদৃশ্য স্থান হইতে গগনমার্গে উড়িয়া পড়িল অথবা ইহলোকে সঞ্চিত পুণ্য যেরূপ পরলোকে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উপস্থিত হইল। ইহা সমুদ্রতরঙ্গবৎ ব্রহ্ম-বৃক্ষের কুসুমসদৃশ বিকসিত হইল, কিম্বা চিত্তরূপস্তম্ভে উৎকীর্ণকারী ব্যতীত মাত্র একটি পুত্তলিকা উৎকীর্ণ হইল। ইহা আকাশরূপ

মৃত্তিকা-রচিত, সংখ্যাতীত, কুড্য-বেষ্টিত, শূন্যময় পত্তন, ইহাতে হস্তীর ন্যায় মন বিলসিত হইতেছে। জীবের জীবনই অসত্য। ১-৯

এই জগৎ শূন্যের উপর অবস্থিত, ভিত্তিহীন, রঙ্গ-রহিত, এক বিচিত্র চিত্র স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অবিদ্যারূপ ঐন্দ্রজালিকের অসামান্য নিপুণতা প্রকট করিতেছে। এই জগৎ মহারম্ভ এবং সুস্থির হইলেও দেশ এবং কালের সীমাশূন্য, বিবিধ পদার্থে পূর্ণ হইলেও অদ্বিতীয় এবং নানাস্বরূপ হইলেও ইহা কিছুই নহে। এই জগৎ বলিয়া ইহাতে গন্ধর্ব্বনগরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় এবং অসত্য হইলেও জাগ্রদবস্থাতে ইহা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহা চিত্তের স্ফুরণমাত্র এবং ইহার আরম্ভ না থাকিলেও দশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, সৃষ্টি-সংহার-সংযুক্ত-আরব্ধ পদার্থবৎ অবস্থিত আছে। কদলীতরু যেরূপ খোলার অভ্যন্তরে খোলা থাকায় বিচিত্র বলিয়া অনুভূত হয়, তদ্রূপ এই জগৎও দেব, দানব প্রভৃতি উপলক্ষিত ত্রিলোকের গর্ভ এবং সেই গর্ভে জড়িত মূর্ত্তি অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয় এবং দাড়িম্ব যেরূপ বিভিন্ন কোশের সহিত বীজপূর্ণ, ইহাও তদ্রূপ। ১০-১৪

তাহার পর আমি নদী, পর্ব্বত, অরণ্যাদি-ব্যাপক আকাশস্থিত নক্ষত্র, মেঘমালা-পবিব্যাপ্ত শীতসমুদ্র-গর্জ্জন, রণবাদ্য ও বেদপাঠধ্বনি-নিনাদিত, বায়ুর ঘর্ঘর রব-মুখরিত এই সকল দৃশ্যসমূহ দেখিয়াছিলাম। এই সমুদয় দর্শন করিতে করিতে আমার সেই পূর্ব্ববাসভূমি নেত্রপথে পতিত হইল। পূর্ব্বে অনুভূত বয়ঃস্থ বন্ধুগণ, সেই সন্তানসমূহ, সেই স্ত্রী, সেই ভবন—সমুদয়ই ঠিক সেইরূপই দেখিলাম। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ উদ্বেল হইয়া তীরস্থিত ব্যক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ সেই জন্মান্তরীণ গ্রাম্য স্বজাতিবর্গকে দেখিয়া তাহারা বলপূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মের বাসনাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ১৫-১৮। তৎপরে তাদৃশ অবস্থায় আমি বাসনা-বশে সুখী হইলাম; কেন না, ঐ বাসনার সম্পর্কে আমি জন্মান্তরীণ স্মৃতিসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মুকুর যেপ্রকার সম্মুখস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করে, চিত্তরূপ দর্পণ স্বভাবতঃ তদ্রূপ। যে ব্যক্তি সমুদয় পদার্থকেই চিন্মাত্র আকাশরূপে বোধ করিয়া থাকে, তাহার দ্বৈতজ্ঞান আর থাকিতে পারে না, সে মাত্র এককই অবস্থান করিয়া থাকে। যাহার স্বচ্ছ জ্ঞানশালিনী স্মৃতি ধ্বংস না হয়, দ্বৈতরূপ পিশাচ দ্বারা সে অণুমাত্রও পীড়িত হয় না। যে সকল ব্যক্তির অভ্যাস দ্বারা এবং সাধু ও সৎশাস্ত্রালোচনায় জ্ঞানোদয় হয়, সেই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধি স্বীয় অভ্যুদয়কে কদাচ বিস্মৃত হন না। আমার তৎকালের জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধি অপ্রৌঢ়দশায় ছিল, এই নিমিত্ত উহা বাসনাহত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর সেই দুষ্ট বাসনাসমূহ আমার জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধিকে

বিলোপ করিতে পারে না। হে ব্যাধ! তোমার বুদ্ধি সৎসঙ্গবর্জ্জিত, ইহা তুমি অবগত হইবে। সুতরাং অত্যন্ত কষ্টে এই দুঃখদায়ক দ্বৈতজ্ঞান হইতে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ১৯-২৫

ব্যাধ বলিল, হে মুনে! আপনি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, আপনার এইরূপ প্রবোধবাক্য দ্বারাও আমার বুদ্ধি সৎপদে বিশ্রাম পাইতেছে না। স্বীয়ানুভূত বিষয়েও ইহা এইপ্রকার কি অন্যবিধ, এই সন্দেহের অদ্যাপি নিরাস হইতেছে না। হায়, এই অভ্যাস দ্বারা দূরীভূত অবিদ্যা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়; কেন না, ইহা প্রশমিত হইয়াও হয় না। সৎশাস্ত্রবেত্তা সাধুগণের আচরণ-বিচাররূপ রমণীয় অঙ্গসংযুক্ত সদ্বক্তা কর্তৃক যাহারা প্রবোধিতবুদ্ধি, তাহারা যদি অভ্যাস করিতে পারে, তবেই তাহাদের জগদ্ভ্রম দূর হওয়া সম্ভব। ইহা ব্যতীত ঐ ভ্রমনিবৃত্তির অন্য কোন পথ নাই, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। ২৬-২৯

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ প্রশ্ন করিল, হে ঋষিবর! যদি সমুদয় ব্যাপারই স্বপ্ন হয়, তবে কোন স্বপ্ন সত্য এবং কোন স্বপ্ন মিথ্যা হয় কি জন্য? স্বপ্নদর্শন-বিষয়ে আমার মনে এই সন্দেহের উদয় হইতেছে। ১

মুনি বলিলেন, দেশ (স্বপ্নাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্নিহিত স্থান) কাল (প্রাতঃকালাদি), ক্রিয়া (দেবারাধনা, তপস্যা, ব্রত ইত্যাদি), ও দ্রব্য (হবিষ্যান্ন, কুশশয্যা ইত্যাদি) অনুসারে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ফলযুক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট যে স্বপ্নজ্ঞান কাকতালীয়বৎ ফলদায়ী হইয়া থাকে, তাহাই সত্যস্বপ্নরূপে অভিহিত হয়। মণি-মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি প্রভাবে যে স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া কোন ব্যক্তিতে ফলদায়ী, আবার কোন ব্যক্তিতে ফলশূন্যও হয়, তাহাকেও সত্যস্বপ্ন বলা যায়। সত্যস্বপ্নের যখন লোকব্যবহারে এইরূপ প্রকৃতি, তখন উহার সফলতার জন্য কাকতালীয়ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন হেতু নির্দ্ধারণ করা যায় না। জন্মান্তরীণ উপাসনা দ্বারা আপনাতে স্থিরনিশ্চয়যুক্ত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির সংবিৎ যে প্রকার নিশ্চয় আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাক্তন উপাসনার ফলে স্বভাব-প্রেরিত হইয়া উহা

সেইপ্রকার আকারে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যদি প্রশ্ন কর, হিরণ্যগর্ভাদির সংবিৎ যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিল, উহা সেইরূপ অন্য কোন সিদ্ধ পুরুষের বিরুদ্ধ সত্যসঙ্কল্পে ব্যাহত হয় না কি জন্য? ইহার উত্তর এই যে, হিরণ্যগর্ভীয় সেই সংবিৎ যদি অপর দ্বারা ব্যাহত হইত, তবে সেই সৃষ্টির প্রথমে 'আমি জগৎ রচনা করিব' বলিয়া হিরণ্যগর্ভের যে নিশ্চয় হইয়াছিল, তাঁহার কদাপি সেই নিশ্চয়কৃত ফলভাগী হওয়া সম্ভব হইত না। এক কথায় তিনি এই সৃষ্টিরচনায় সমর্থ হইতেন না। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে বা বাহিরে কুত্রাপি কোন বস্তু নাই, মাত্র সংবিতের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পদার্থসমূহ সেইরূপে বিরাজিত হইতেছে। ২-৭

এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া যদি অন্তরে নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সংবিৎও সেইরূপ হয় এবং যদি সংশয় জাগে, তবে সংশয়াত্মিকা সংবিৎ জন্মে। অন্য উপায়ে প্রাপ্ত ফলকেও স্বপ্নের সত্যতাকল্পনাবশে স্বপ্নসূচিত বলিয়া মনে হয়। এই ত্রৈলোক্যমধ্যে নিজ সংবিৎ দ্বারা পূর্ণ স্থিরীকৃত পদার্থসকলও দেশ, কাল এবং যত্ন দ্বারা বিলম্বে কিংবা অবিলম্বে ব্যভিচারী হইয়া থাকে, সৃষ্টির প্রাক্কালে চিদাকাশেই অব্যভিচারী জগৎ প্রভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং চিতিই নিজ ইচ্ছাবশে পদার্থসত্তা বিস্তৃত করে। একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্যতীত ব্রহ্মের অন্যবিধ তাবৎরূপই সত্য ও মিথ্যা, নিয়ত ও অনিয়তরূপে অবস্থান করে। এখন তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পার যে, যদি একমাত্র সৎ ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ হন, তা ছাড়া অন্য কোন সদ্বস্তু নাই, তবে সত্যই বা কি, আর মিথ্যাই বা কি? সুতরাং অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির কাছেই কোথাও স্বপ্ন সত্য, কোথাও বা অসত্যরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। যাহারা প্রবুদ্ধ, তাহাদিগের নিকট অসদ্বস্তু কখন সদ্রূপে প্রতীত হয় না। ভ্রমজ্ঞানই আকারবান্ হইয়া জগৎ নামে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে যখন স্বয়ং নিজকে ভ্রমরূপে পরিচিত করিতেছে, তখন তাহাতে আবার কিরূপ নিশ্চয় হওয়া সম্ভব? চিতি স্বয়ংই চিত্তরূপে পর্য্যবসিত হইয়া জলবুদ্বুদ্বৎ আত্মাতে যে আভাসের সহিত স্পন্দিত হয়, তাহাই এই জগৎ নামে কথিত। ৮-১৬।

স্বপ্নদর্শনান্তে যেরূপ সুষুপ্তি অনুভূত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থা দেখিয়া স্বপ্ন অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং হে মহামতে! তুমি জাগ্রৎকে স্বপ্ন এবং স্বপ্নকে জাগ্রৎরূপে জ্ঞান করিবে। একমাত্র অজই দুই ভাবে বিরাজিত। অবিদ্যাচ্ছন্ন চিন্মাত্ররূপ একমাত্র ব্যোমই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি নামক নামরূপভেদ বশতঃ বিস্তৃত হইয়াছে। এ জগতে নিয়তি বা অনিয়তি নামে কোন কিছুই বিদ্যমান নাই। স্বপ্নবোধে নিয়তি বা অনিয়তি কি প্রকারে থাকা সম্ভব?

যতক্ষণ স্বপ্নে বিবিধ পদার্থের ভাণ হইয়া থাকে, ততক্ষণ বাহ্য বস্তু হইতে নিয়ন্ত্রণ বটে, সুতরাং যিনি সেই স্বপ্নভাণেরও নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত, তিনিই মুনি নামে অভিহিত হন। ১৭-২১।

হে অঙ্গ! বাতলেখার তুল্য অকারণ স্বচ্ছন্দভাবে পরিস্ফুরণশীল সংবিতের নিয়মন কাহার নাম এবং উহা কিরূপ? আরও আকৃতি প্রভৃতি যে সংবিতের কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কারণ নহে; কেন না, সৃষ্টির প্রতি চিতির অন্যপ্রকার কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তবে কি বলিব যে, নিয়তির অস্তিত্বই নাই? না, তাহা বলা চলে না, যেহেতু প্রত্যেক বস্তু যে সময় পর্য্যন্ত জ্ঞানবশে স্ফুরিত হয়, সে পর্য্যন্ত একরূপেই হইয়া থাকে, পৃথক্‌রূপে হয় না, উহার নামই হইল নিয়তি। কোন কোন সময় স্বপ্নকালে যে সত্যতা এবং কোন সময় বা মিথ্যা হইয়া থাকে, ইহার কারণ নিয়তির অভাব এবং উহাকেই কাকতালীয় বলা হয়। ২২-২৫। স্বপ্নেও যেরূপ মণি-মন্ত্রৌষধির প্রভাবে সত্যতা অনুভূত হয়, জাগ্রৎসময়েও সেইরূপ দেখা যায়। অতএব নিয়তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই-ই চিতির সেই প্রকার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। জাগ্রদবস্থায় যে ভাবে অনুভূত হয়, স্বপ্নসময়েও তত্তুল্য বোধ হইয়া থাকে। নিদ্রাহীন আত্মার যাহা জাগ্রদবস্থারূপে প্রসিদ্ধ, তাহাকে কি প্রকারে জাগ্রৎ নামে অভিহিত করা চলে এবং জগৎকেই স্বপ্ন বলা চলে কি প্রকারে? স্বপ্ন নামে যাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাকেই বা কি প্রকারে স্বপ্ন বলা সম্ভব? স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থাতেই একরূপ ব্রহ্মের বোধই স্বরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন প্রভৃতি কোন অবস্থাই আত্মার হয় না, সদ্রূপ চিতি ভ্রান্ত মৃতিজ্ঞানের পর দৃশ্য পদার্থ দর্শন করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর যে সমুদয় শীকরোর্ম্মিসমূহ উঠিতেছে, গগনমার্গে বিচরণশীল একই জলদ যেরূপ পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয়, দিগ্‌ভ্রম জন্মিলে একই দিক্ অন্যপ্রকার বোধ হয়, তদ্রূপ তাহারাও স্বতন্ত্ররূপে বোধ হইতেছে। ২৬-৩১

শিলাকোশের অন্তরোপমার সদৃশ অঙ্কুরিত হইলেও একই সৃষ্টি বিভিন্ন আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, ইহাতে জাগ্রৎস্বপ্নাদির কথা কি হইতে পারে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারিপ্রকার অবস্থাই আত্মার দেহ, উহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইলেও নিরবয়ব কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সৃষ্টিরূপ দেহধারী হইয়াও এই আত্মা চিদ্রূপহীন দৃশ্যাকারে গগনরূপ অবকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন এবং তিনি স্বয়ং চিন্মাত্র গগনস্বরূপ, আকাশ হইতে তিনি কোনরূপ স্বতন্ত্র নহেন। গগন, পবন, অগ্নি, বারি, পৃথ্বী, স্বর্গাদি লোকসমূহ, এবং জলধরের সহিত বর্ত্তমান এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির প্রথমে কারণ অনুভব করায় মাত্র চিত্তরূপে অবস্থিত

ছিল, সে সময় উহার কোন নামই ছিল না। তাহার পর মনের সাক্ষীভূত জ্ঞানময় আত্মার সহিত সংযুক্ত হওয়ায় মনের বিলোপ ঘটিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে অবস্থান করে, অতএব ইহা একটি পৃথক্ পদার্থ নহে। ৩২-৩৪।

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ বলিল, হে মুনে! আপনি জীবশরীরে প্রলয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মহা মহা ঘটনার সহিত নির্ব্বাণসংস্মৃতি অনুভব করিয়াছিলেন। সংসারী হইয়া স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সহিত বাস করার পর কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। ১

মুনি বলিলেন, হে সাধো! তাহার পর জীবের হৃদ্‌রাজ্যাভ্যন্তরে যে অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই প্রকারে সেখানকার আত্মচমৎকৃতি আমার বিস্মরণ হইলে ঋতু ও সংবৎসরাত্মক সময় উপস্থিত হইয়াছিল। আমি ভার্য্যানুরাগসমাকৃষ্ট হইয়া আত্মমননহীন হইলে সংসারাশ্রমে ষোড়শ বৎসর গত হইল। এই প্রকারে সংসারাশ্রমে দিনযাপন করিতেছি, এমন সময় এক দিন মহাজ্ঞানী মহামান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য উগ্রতপা নামক এক ঋষি অতিথিরূপে আমার গৃহে আগমন করিলেন। সেই ঋষি আমার অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন ও শয়নের দ্বারা বিগতক্লম হইলে আমি তাঁহাকে জনসমূহের সুখ-দুঃখের ক্রম জিজ্ঞাসা করিলাম। ২-৬। বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি অশেষজ্ঞানসম্পন্ন এবং জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানবান্। এই নিমিত্ত আপনি ক্রোধহীন এবং সুখাসক্তও নহেন। ফলকামনাকারীর গৃহে শরৎকালে যেরূপ ফলাগম হয়, তদ্রূপ কর্ম্মী ব্যক্তিগণের শুভাশুভ কর্ম্মবশেই সুখ এবং দুঃখ আগমন করে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই প্রজাসাধারণ সকলে একত্র হইয়া কি প্রকারে অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে যে, এককালে ইহাদের সকলেরই উপর দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আধি আসিয়া থাকে? সকল লোকের উপরই দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত একসঙ্গে হইতে দেখা যায়, উহারা সকলেই কি তুল্য দুষ্কর্ম্মপরায়ণ? ৭-১০

সেই নবাগত মুনি এই কথা শুনিয়া একবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্যমনস্কের মত অল্প হাস্য করিয়া সুধাবর্ষণের ন্যায় মনোরম গভীর অর্থসংযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—ওহে সাধো! চিদ্বিবেকসম্পন্ন

অন্তঃকরণে এই দৃশ্যের যে হেতু, তাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া উত্তমরূপে অবগত আছ কিরূপে, তাহাই আমাকে বল। সম্পূর্ণ আত্মাকে স্মরণ কর। তুমি কে, কোন্ স্থানে অবস্থিত আছ? আমি কোন্ স্থানে আছি? এই দৃশ্য কি এবং ইহার মধ্যে সারই বা কি আছে? এই সমুদয় বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ। এই সকল যে মাত্র স্বপ্নে প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহা তুমি কেন অবগত হইতেছ না? কারণ, আমি তোমার নিকট এক স্বপ্ন-মনুষ্য এবং তুমিও স্বপ্নদৃষ্ট নরসদৃশ। এই জগৎ নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, অনাদি এবং কল্পরহিত চিতিরূপ কাচের চাকচিক্যবৎ বিদ্যমান। ১১-১৫। সর্ব্বব্যাপী চিতির স্বরূপ এই যে, ইহা যখন যেরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, তখন সেইরূপেই পর্য্যবসিত হয়। যেহেতু কল্পনাকারী ব্যক্তির নিকট সমুদয় পদার্থই হেতুমূলক, অকারণবাদীর নিকট সমুদয়ই অকারণ। আমরা যে প্রাণীর হৃদয়ে বাস করি, তিনি আমাদের এবং নিখিল প্রজার এক বিরাট আত্মা। আবার সেই বিরাট্ আমাদের চিতির কল্পনা দ্বারাই কল্পিত হয়। ইনি যেরূপ আমাদের বিরাট্ আত্মা, তদ্রূপ অপর প্রজাদিগের সুখ, দুঃখ, সম্পদ বিপদ, প্রভৃতিরও প্রথম হেতুভূত তিনি। অন্য এক বিরাট্ আত্মা ভবিষ্যতে হইতেও পারে। সেই বিরাট্ আত্মার ধাতুর বিকৃতি কিংবা তাহার দেহাবয়বের বিষমরূপ স্পন্দনাদি হেতু তাহার অন্তর্গত জনগণের একই সময়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত অবশ্যই হইবে। এই নিমিত্তই যৌগপদ্যভাবে প্রজাসাধারণের উপর দুর্ভিক্ষ-অনাবৃষ্টি এবং প্রলয় কিংবা শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৬-২১

হে সাধো! কিংবা এরূপও হইতে পারে যে, যেমন একই সময়ে কতকগুলি বৃক্ষের উপর বজ্র পতিত হয়, সেইরূপ কাকতালীয়বৎ সেই সকল প্রজাবর্গের দুষ্কৃতি যুগপৎ ফলদায়ক হওয়ায় তাহাদের উপর যুগপৎ দুর্ভিক্ষাদি আসিয়া পড়ে। যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মের কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতে সংবিৎ স্বীয় কর্ম্মের ফলভাগিনী হয়, যে সংবিৎ কর্ম্ম-কল্পনা হইতে নির্ম্মুক্ত, তাহাকে কর্ম্মফলভাগিনী হইতে হয় না, যেই যেই প্রকার কল্পনা অল্প বা অধিক পরিমাণে সহেতুক বা অহেতুক যে যে বিষয়ে উদয় হয়, সেই সেই বিষয়ে সেইরূপে অবস্থিত হয়। এই স্বপ্ননগরে কারণ বা সহকারী কারণ প্রভৃতি কিছুই নাই। সুতরাং সেই পরমব্রহ্ম অনাদি, অজর, চৈতন্যস্বরূপ এবং মঙ্গলময়, এই স্বপ্নময় ভ্রান্তি সদসদাত্মক বলিয়া কখন অকারণ, কখন বা সকারণরূপে প্রভাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা শূন্য। সর্ব্ববিধ স্বপ্নজ্ঞান কাকতালীয়বৎ প্রকট হয়। উহাদের সহিত তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া এই জাতিও উহা হইতে পৃথক্ নয়। যাহা কারণযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছে, তাহাই সকারণরূপে কথিত হয় এবং যাহার কারণ নাই বলিয়া খ্যাত, তাহাই অকারণ নামে প্রসিদ্ধ। ২২-২৮

স্বপ্নসময়ে যাহা কার্য্যকারণের ক্রম বশতঃ উদিত হইয়া থাকে, সে সকলই চিতির তথাবিধ ভাণমাত্র এবং জাগ্রৎ নামে খ্যাত মহৎ। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐ সকলকে শান্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমার আশঙ্কা হইয়াছে যে, যদি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিখিল বস্তুর কারণ হন, তবে সকল বস্তুই সত্য হয় না কেন এবং সমগ্র বস্তুই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে কি,জন্য? ইহার উত্তর এই যে, তুমি কোন কোন বস্তুকে সত্যকারণরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছ। সত্যকারণ পদার্থসমূহ কিরূপ স্বভাবযুক্ত এবং আকাশনামক পদার্থের হেতুই-বা কি? পৃথিবী ইত্যাদি পিণ্ডের ঘনত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির হেতু কি? অবিদ্যার হেতু কি, এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মেরই বা কারণ কি? সৃষ্টির প্রথমে পবন, তেজ, এবং জল যখন মাত্র জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত ছিল, তখন ঐ সকলের কারণ কি মাত্র শূন্য, না, অন্য কোন বস্তু? পঞ্চভূতের পিণ্ডরূপ গ্রহণ এবং অবয়বলাভে হেতু কি? নিখিল সৃষ্ট বস্তু প্রথমতঃ এইপ্রকারেই উদ্ভূত হয়। গগনস্থিত রাশিচক্রবৎ জগতে নিখিল বস্তু চিরানুভব জন্য ভ্রান্তি দেখিয়া এইরূপেই প্রবৃত্ত ও আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ব্রহ্ম এইপ্রকারেই সৃষ্টিস্বরূপে প্রবৃত্ত হইয়া পরে নিজরূপেই পৃথ্বী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন। সৃষ্ট বস্তুসমূহ পবনস্পন্দবৎ প্রথমে চিদাকাশে প্রভাসিত হয়, তাহার পর আপনারাই নিজ নিজ অবয়বের কল্পনা করিয়া থাকে। ২৯-৩৬

প্রথমে যে সকল পদার্থ যে প্রকারে কল্পিত হয়, নিয়তি সেইরূপ দেহই ধরিয়া থাকে। কারণ, উহা সেই সেইরূপে কল্পিত চিতিরই স্ব-শরীর। চিতি প্রথমে যে যে প্রকার জ্ঞানাত্মকরূপের স্বভাববশে আত্মস্বরূপ উদ্বোধিত করিয়াছে, আজও সেই সমুদয় সেইপ্রকারেই 'চিতিতে বিরাজিত। আবার সেই চিতিই অন্য প্রকার উত্তম মহাযত্ন দ্বারা তাহাদিগকে অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেও সমর্থ। যে সকল বিষয়ে কারণ কল্পিত হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে কারণের প্রাধান্যও দেখা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাতে কারণকল্পনা করেন না, উহাই অকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অজ্ঞ জগৎ প্রথমে ঝটিকাবর্ত্তের ন্যায় অজ্ঞাত ছিল এবং প্রথমে ইহা যেভাবে অসৎরূপে অজ্ঞাত ছিল, আজও সেইভাবে বিদ্যমান আছে। কোন কোন প্রাণী একত্র মিলিতভাবে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা একসঙ্গেই কর্ম্মানুযায়ী ফল পায়। আবার শৈলশৃঙ্গস্থিত শিলা যেরূপ অকারণে বজ্রাঘাতপ্রপীড়িত হয়, সেইপ্রকার অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রাণী কোনরূপ অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও অকারণ দুঃখ পাইয়া থাকে। ৩৭-৪২

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিলেন, সেই সময় আমি সেই সমাগত ঋষির সেইরূপ যুক্তিতে এইরূপ প্রবোধিত হইয়াছিলাম যে, আমার তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইল। ইহার পর আর আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই; তিনি আমার প্রার্থনীয় বস্তু। পূর্ব্বে যে আমি মৃতবৎ ছিলাম, সেই আমার গৃহে তিনি বাস করিয়াছিলেন, যে মুনি চন্দ্রোদয়তুল্য শুভবাক্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই দেখ, সেই ঋষিবর তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। জগতের পূর্ব্বাপর সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মজনিত সুকৃতির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, আমার মোহধ্বংসকারী এই ঋষিই অযাচিতরূপে আমাকে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। ১-৪

অগ্নি বলিলেন, সেই ঋষির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করত সেই সময় স্বপ্ন-স্বর্গের উপদেশক তাপসকে কি সত্য সত্যই আমি নয়নগোচর করিলাম, এই ভাবিয়া ব্যাধ বিস্মিত হইল। ৫

ব্যাধ বলিল, হে মুনে! ভবসন্তাপনাশকারী আপনি আজ যাহা আমাকে উপদেশ করিলেন, তাহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! বালক যেরূপ ভূতযোনি দেখিয়া থাকে, সেইরূপ সেই মহান্ স্বপ্নপুরুষ কি প্রকারে জাগ্রদ্দশায় প্রত্যক্ষীভূত হইলেন, এই বিচিত্র ইতিহাস আমাকে যথাযথ বলুন। কি নিমিত্ত স্বপ্নে এই পুরুষ দৃষ্ট হইল এবং ঐ দর্শন কাহারই বা ঘটিল, ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে। ৬-৯

মুনি বলিলেন, হে মহাভাগ! তদনন্তর আমার কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; বিশেষ ব্যস্ত হইও না। তৎকালে এই মুনিই আমার প্রবোধের জন্য সেই সকল ঘটনা বলিয়াছিলেন এবং এই সিদ্ধ ব্যক্তির সেই সকল উপদেশবাক্যে আমিও অতিসত্বর প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মাঘমাসের অবসান হইলে স্বচ্ছ গগন যেরূপ স্বীয় স্বচ্ছতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, ইঁহার সেই বাক্যে আমিও নিজ পূর্ব্বনির্ম্মল স্বভাব স্মৃতিপথে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। অহো! সে সময় আমার পূর্ব্বসংস্কার ফিরিয়া পাওয়ায় পূর্ব্বে আমি যেরূপ মুনি ছিলাম, সেই মুনিই হইলাম এবং আমার অন্তঃকরণ স্ফীত বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। পথিশ্রান্ত মূঢ় পান্থ যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকার ফল কামনা করত ধাবিত হয়, আমিও তদ্রূপ ভোগবাসনাবশে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ১০-১৪। হায়, বেতাল দ্বারা শিশু যেরূপ প্রতারিত হইয়া থাকে, আমি প্রাজ্ঞ হইয়াও ভ্রমরূপ দৃশ্য-জগতের জ্ঞান কর্ত্তৃক

প্রবঞ্চিত হইয়াছি। কি বিচিত্র ব্যাপার! প্রকৃতই অর্থহীন এই পরিদৃশ্যমান মিথ্যাজ্ঞানবশে আমি কি দুঃখজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। কিংবা 'সোঽহম্' এইরূপ যে জ্ঞান জন্মাইতেছে, ইহাও তো ভ্রমমাত্র, সৎ নহে। তথাপি অসদ্রূপে যে বিড়ম্বিত হইতেছে, ইহাও কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। 'আমি' বলিয়া কোন বস্তুই নাই, আমার এই ভ্রমও নাই, এই দৃশ্যমান জগৎ নাই, এবং এতদ্‌বিষয়ক কোনরূপ ভ্রান্তিও বিদ্যমান নাই। কিন্তু বিচিত্র এই যে, এই সমুদয় প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায়ই অবস্থান করিতেছে। আমি এখন কি করি? আমার হৃদয়ে যে বন্ধভেদকারী অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, উহা ছেদনযোগ্য, সুতরাং উহাকেও ত্যাগ করি। এ কথা এক্ষণে থাক, এই অবিদ্যা ব্যর্থরূপা, এই ভ্রমময়ী অবিদ্যায় আমার কোন আবশ্যক নাই। যেহেতু আমি ভ্রমময়ী অবিদ্যাকে পরিহার করিয়াছি, এই যে মুনি এখানে আগমন করত উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এইরূপ যে জ্ঞান, ইহাও ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সূর্য্যালোকে যেরূপ অভ্রপুরুষ দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মই উপদেষ্টা ঋষি এবং শিষ্যভূত মৎস্বরূপে আভাত হইতেছেন মাত্র। সুতরাং যাহার দ্বারা আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই মহর্ষির সকাশে আমার বক্তব্য নিবেদন করি, এইরূপ চিন্তা করত আমি সেই ঋষিকে এই সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। ১৫-২২

হে মুনিনায়ক! আমি সেই স্বীয় দেহে গমন করি এবং যাহা দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দেহ দর্শন করিতেও যাত্রা করি। আমার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর হাস্যের সহিত বলিলেন, তোমার সেই দুই শরীর এখন কোথায়? তাহারা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। হে বৃত্তজ্ঞ! তুমি স্বয়ং যাইয়া নিজ চক্ষু দ্বারা তাহা দেখ। যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা দেখ এবং সেই সকল দেখিয়া অবশেষে স্বয়ংই সমুদয় অবগত হইতে পারিবে। ২৩-২৫

তাঁহার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমি আমার পূর্ব্ব-শরীরের কথা চিন্তা করত সেই সময় যে পার্থিব দেহকে নিজ হইতে অপৃথক্ বলিয়া জ্ঞান ছিল, সেই সংবিৎ ত্যাগ করিয়া নিজ জীবকে প্রাণ দ্বারা বাতস্কন্ধে সংযুক্ত করিলাম এবং 'হে মুনে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি, ততক্ষণ আপনি এই স্থানেই অবস্থান করিবেন' বলিয়া সেই বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ২৬-২৭

তাহার পর বায়ুরূপ রথে আরোহণ করিয়া পুষ্পগন্ধবৎ অতিক্রতগতিতে মুহূর্ত্তমধ্যে অসীম আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলাম। বহুকাল এইপ্রকারে ভ্রমণ করিয়াও যখন যাহার উদরমধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার গলদেশের ছিদ্র বা নির্গমনের অন্য কোন দ্বার দৃষ্ট হইল না, তখন

তাহার বাতাশয়াভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইলাম এবং পুনরায় স্বীয় বন্ধনস্তম্ভসদৃশ এই জগজ্জালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমি আমার সেই স্বীয় ভবনসম্মুখে সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের দর্শন পাইলাম এবং তাঁহাকে এই সমুদয় কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ২৮-৩১

হে ভূতভবিষ্যদ্‌জ্ঞানিগণবর! আপনি সর্ব্বোত্তম জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সকলই দেখিতেছেন, সুতরাং আপনি আমার এই অজ্ঞান বিদূরিত করুন। আমি যাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার এবং আমার নিজের দেহ এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা আমি সেই উভয় দেহ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না? আমি আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর অবধি এই সুবিশাল সংসার-মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিভ্রমণ করিলাম, তবুও কি জন্য বহির্দ্বার পাইলাম না? আমি তাঁহাকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মুনি আমাকে বলিলেন, হে কমললোচন! এ রহস্য তুমি আপনা হইতে কি প্রকারে অধিগত করিবে? যোগ দ্বারা অনন্যচিত্তে যদি স্বয়ং এই সমুদয় ব্যাপার ধ্যান করিতে পার, তাহা হইলে হস্তগত পদ্মবৎ সমুদয় ব্যাপারই অবগত হইতে পারিবে। তত্রাপি তোমার যদি আমার নিকট হইতে এই সকল বিষয় শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমি সে সমুদয় যথাযথরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩২-৩৭।

'তুমি' নামক একটি পৃথক্ (ব্যষ্টি) জীব নাই; কিন্তু তপশ্চরণরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ (সর্ব্ববিধ সুকৃতের ফলদাতা) কল্যাণকর পদ্মাকর (নিখিল সুখাধার) জ্ঞানময় কমলস্বরূপ হরির নাভি (কর্ণিকারভূত) তুমিই প্রকৃত; এক কথায় তুমিরূপ জীব সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভস্বরূপ। ইহা সত্য যে, কখন কখন তুমি ব্যষ্টি-ভাবরূপ স্বপ্ন দেখিবার কামনাবশে মনোরাজ্যরূপ আলোচনে অবস্থান করিয়া সেই অবস্থায় পরিপুষ্ট ব্যষ্টিভাব সংবিৎ অন্যদেহমধ্যে স্বপ্নাদি কৌতুক কি ভাবে হইয়া থাকে, তাহা দর্শন জন্য অপরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। তুমি যে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে, তথায়ই বিস্তৃত ত্রিলোক, আকাশ এবং পৃথিবীর বিরাট্ অন্তরাল দেখিয়াছিলে। এইপ্রকারে তুমি পরকীয় দেহান্তর্গত স্বপ্ন-দর্শনে বহুকালব্যাপী ব্যগ্র হইলে যথায় তোমার শরীর, যে শরীরের মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, সেই জীবের শরীর এবং তোমার আশ্রম বিদ্যমান ছিল। সেই মহারণ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশতুল্য ধূমস্তোমে ধূম্রবর্ণ হইয়া অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল, যাহা সূর্য্য এবং চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে তীব্রবেগে স্ফুলিঙ্গ উদ্গত করিয়াছিল। নীলবর্ণ আকাশ দিক্‌সমূহের আচ্ছাদক দগ্ধগগনা-বস্থিত ভস্মপরিপূর্ণ ধূমস্তোমরূপ কৃষ্ণবর্ণের কম্বলে আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

দরীরূপ গৃহ-বহির্গত সিংহের তর্জ্জন-গর্জ্জন এবং প্রচণ্ড চটচটারবে দিক্‌সকলের মধ্যভাগ যেন ভয়ে জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অগ্নিময় বৃক্ষরূপতাপ্রাপ্ত তমাল এবং তালশ্রেণীর উৎপাতাগ্নি এবং মেঘপতনবৎ ভয়ানক কড়কড়নাদে সেই বহ্ন্যুৎপাত অতীব গহন হইয়াছিল। দূরাবস্থিত জনগণ ঐ অগ্নিকে স্থিরচপলার মত দেখিয়াছিল এবং আকাশতলকে দ্রবতাপ্রাপ্ত প্রতপ্ত স্বর্ণ-রচিত গৃহতলের ন্যায় দেখাইতেছিল। ৩৮-৪৬

ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহে গগনস্থিত নক্ষত্রনিচয়কে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং হৃদয়স্থিত জ্বালারূপ বাল-স্ত্রীর কটাক্ষ দ্বারা দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। জ্বালার ধমধমা-ধ্বনিতে আকাশোদর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং বনেচরসমূহ নিদ্রাভঙ্গে দরীগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, ব্যাধ এবং পক্ষিগণ অর্দ্ধদগ্ধদেহে দৌড়াইতেছিল। সরোবর, নদী এবং স্রোতোজল উষ্ণ হইয়া ভয়ানক বনেচরগণকে পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছিল। প্রচণ্ড জ্বালা দ্বারা বালচমরীদিগের লাঙ্গুল চুর-চুর-রবে জ্বলিতেছিল এবং দহ্যমান বন্য প্রাণিগণের মেদোগন্ধে মেঘসমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সর্পবৎ কুটিলগতিসম্পন্ন কল্পানলতুল্য উত্থানকারী সেই অরণ্যাগ্নি দ্বারা তোমার আশ্রম ভস্মীভূত হইয়াছিল। ৪৭-৫১

ব্যাধ বলিল, হে মুনে! তথায় তদ্রূপ বহ্নিদাহের প্রকৃত কারণ কি? এবং কি নিমিত্তই বা সেই বন এবং সেই বনস্থিত বটুসমূহ এককালে ধ্বংস হইয়া গেল? ৫২

মুনি বলিলেন, যেমন সঙ্কল্পকারী ব্যক্তির মনের স্পন্দন, সঙ্কল্প প্রভৃতির ক্ষয়োদয়ের কারণ, তদ্রূপ সঙ্কল্পকারী বিধাতার চিরমনঃস্পন্দনই ত্রিজগৎ এবং ঐ মনের স্পন্দনই ত্রিলোকের ক্ষয়োদয়ের হেতু। হৃদয়ে ভয় প্রভৃতি জনিত ক্ষোভ বা অক্ষোভের যেরূপ স্পন্দই কারণ, তদ্রূপ সেই ত্রৈলোক্যের বনান্তে ক্ষোভ বা অক্ষোভের প্রতি অচিরজাত স্পন্দই কারণ; এই ব্রহ্মাণ্ড বিধাতার সঙ্কল্পনগর এবং তাঁহার মনঃস্পন্দনই প্রজাগণের ক্ষয়োদয়, ক্ষোভ, বর্ষা ও অবর্ষাদির হেতু। যে ব্রহ্মাদিরূপ মনঃসমষ্টি এই জগতের কারণ, সেই ব্রহ্মাদিরূপ মনঃসমষ্টিও অপর চিদ্রূপ আকাশে কল্পিত, শান্তস্বরূপ অদ্বিতীয় গগনে চিতিরূপ আকাশে অবিশ্রান্ত-গতি। পণ্ডিতগণ চিতিরূপ গগনে চিতিরূপ গগনের শোভাই দেখিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তিরা যে ভাবে দেখে, তাহাকেই সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ জগৎ সৎ নহে। ৫৩-৫৫

পঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

অপর মুনি বলিলেন, সেই অগ্নি দ্বারা নগর, গৃহ ও বৃক্ষসমূহ শুষ্কতৃণবৎ মুহূর্ত্তমধ্যে দগ্ধ হইয়া গেল। যে সময় অত্যুত্তাপে তোমার আশ্রমের সুবৃহৎ শিলাসমূহও ফাটিয়া গেল, সে সময় তোমাদের দুই জনের প্রসুপ্ত দেহও ভস্ম হইল। সেই অনল সমগ্র অরণ্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ আপনিই উপশম প্রাপ্ত হইল। অগ্নিনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভস্মসকলও শীতল হইয়া গেল। তাহার পর পবন কুসুমসমূহের মত ঐ ভস্মরাশিকে বিন্দু বিন্দুরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। সেই জন্য সেই আশ্রম ও সেই দুইটি দেহ কোথায় ছিল, এবং বহুজনাশ্রয় সেই নগরই বা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। স্বপ্নদৃষ্ট নগরী জাগ্রদ্দশায় যেরূপ অন্তর্হিত হয়, ঐ সকলের অবস্থাও এখন ঠিক তদ্রূপ। তোমাদের দেহদ্বয় যেরূপ অভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে, এখন ভ্রমপ্রযুক্ত তুমি প্রসুপ্ত হইলে তোমার তদ্‌বিষয়ক সংবিৎ-মাত্র বর্ত্তমান আছে। অতএব এখন তাহার চলাচল কিরূপে সম্ভব? এখন সে বিরাট্‌ আত্মারূপে অবস্থিত আছে। সেই ওজের সহিত বর্ত্তমান নিদ্রিত পুরুষের দাহ হেতু তাহার ওজঃসংযুক্ত শরীরও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। হে মুনে! এই জন্যই তুমি তোমার শরীর অবলোকন করিতে পার নাই। তুমি এখন অসীম স্বপ্নময় সংসারে জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত আছ। ১-৮

হে সুব্রত! স্বপ্নই এখন জাগ্রদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই তোমার নিকট স্বপ্নময় পুরুষস্বরূপ। আমরাও যেরূপ তোমার স্বপ্নপুরুষ, তুমিও আমাদের তদ্রূপ স্বপ্নপুরুষ। এই চিদাকাশরূপ আত্মা সর্ব্বাবস্থায় স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তুমি যদিচ একটি স্বপ্নপুরুষ, তথাপি সেই অবধি জাগ্রৎপুরুষ হইয়া গৃহস্থধর্ম্মে ব্যাপৃত আছ। যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট যথাযথরূপে বলিলাম, ইহা আমার নিজের অনুভূত; তুমিও ধ্যানযোগে এই সকল দেখিতে পাইবে। গগনে যেরূপ স্বর্ণময় আতপ দেখা যায়, তদ্রূপ স্বীয় আবির্ভাবকারিণী শক্তি-প্রাদুর্ভাবে চঞ্চল, সেই আদি-মধ্য-হীন, অসীম ও সংবিদ্‌ঘন সেই চিন্ময় আত্মা আপনাতেই বিবিধরূপে প্রকটিত সৃষ্টিস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৯-১৩

একপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিলেন, আমাকে এ সকল কথা ব্যক্ত করিয়া সেই মুনি স্বীয় শয্যায় নীরবে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথা শুনিয়া আমিও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এইপ্রকারে বহুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে সন্মুনে! এই সকল স্বপ্ন আমার সৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। ১-২

অন্য মুনি বলিলেন, যদি জাগ্রৎ পদার্থের সংরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে স্বপ্নকেও সদ্রূপে স্থির করত বিস্ময়ান্বিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু জাগ্রতের সত্তা যখন সন্দেহযুক্ত, তখন স্বপ্ন যে অসত্য, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? যেরূপ স্বপ্ন, তদ্রূপ প্রথমে এই সৃষ্টিও পৃথিবী প্রভৃতি-রহিত হইয়াও পৃথিবী প্রভৃতির সহিতই প্রভাসিত হইয়াছিল। হে ব্যাধগুরো ঋষিবর! এইপ্রকার দৃশ্যমান আমার আজিকার স্বপ্ন অপেক্ষাও জাগ্রৎসৃষ্টিরূপ স্বপ্ন যে চৈতন্যাত্মক, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৩-৫

এখন জাগ্রদ্দশায় যে পদ ও তাহার অভিধেয় দেখিতেছ, রাত্রিতে প্রসুপ্ত হইলে তোমার সেই পদ ও তাহার অর্থই স্বপ্নে অনুভব কর। এই সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন সৃষ্টির আদিতে চিদাকাশে অনুভূত হইয়াই বিদ্যমান থাকে। এইপ্রকারে জগৎপ্রপঞ্চের যখন অসত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল, তখন স্বপ্নকে সদ্রূপে সন্দেহ করিবার কারণ কি? তুমি যখন তোমার গৃহ প্রভৃতিকে সদ্রূপে সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছ, তখন স্বপ্নের ন্যায় চিন্তা করিতে উদ্যুক্ত হইলে কেন? (কোন স্বপ্নদর্শনকারীই নিজ স্বপ্নকে তৎকালে মিথ্যা বলিয়া মনে করে না।) ৬-৭। হে মুনে! যখন স্বপ্ন-জগৎকে ইহা এত বৃহৎ ইত্যাদিরূপে স্পষ্টই অনুভব করিয়া থাক, তখন সন্দেহের উদ্ভব হয় কি নিমিত্ত? সেই মুনি এইপ্রকার বলিতেছিলেন, আমি মধ্যস্থলে তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি যে ব্যাধগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিলেন, সে গুরুতা কি প্রকার, তাহা বলুন। ৮-৯

অন্য মুনি বলিলেন, সে মহাপ্রাজ্ঞ! এখন আর একটি গল্প সংক্ষেপে বলি, শুন। সংক্ষেপে বলিব এই জন্য যে, আমার বিস্তারের আর সীমা নাই। আমি দীর্ঘতপা, আর তুমিও ধর্ম্মজ্ঞ, যে অবধি তুমি ব্যাধগুরু না হইবে, সে অবধি আমি এইখানে বাস করিতেছি। তুমিও আমার সত্যকথা শুনিয়া এই গৃহেই প্রীতি লাভ করিবে। আমি যতক্ষণ এই গৃহে বাস করিব, ততক্ষণ তুমিও আমার সেবা হইতে বিরত হইও না। সুতরাং আমি তোমাদিগের সহিত এইখানে নিশ্চয় অবস্থান করিব। ১০-১২

হে সাধো! ইহার পর এইখানে আমি কয় বর্ষ বাস করিবার পর ভীষণ

দুর্ভিক্ষে তোমার সকল বন্ধুর মৃত্যু হইবে। সেই সময়েই যুদ্ধোন্মত্ত সীমান্তসামন্তগণের পরস্পর যুদ্ধের জন্য হতাবশিষ্ট গ্রামবাসী সমগ্র প্রাণিগণ স্ব স্ব গৃহ হইতে পলাইয়া যাইবে। সেই সময় আমরা দুই জনে কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব না করিয়াও দীর্ঘকালব্যাপী পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস দেওয়ার ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় শান্তভাবে, সমভাবে সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিহীন এবং তুল্য আচারযুক্ত হইয়া গগনমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ অবস্থিতি করেন, সেইপ্রকার একই স্থানে কোন এক ক্ষুদ্র কাননের ভিতর অবস্থান করিব। কিছুকাল পরেই এই বনে শাল, তমাল ও লতাবল্লীতে সমগ্র মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করিয়া এক উত্তম অরণ্যের উদ্ভব হইবে। সেই অভিনব কাননের তমাল ও তালীদল পবনভরে আন্দোলিত হইয়া দিক্‌সমূহের শোভাসম্পাদন করিবে, নিম্নভাগে প্রস্ফুটিত কমলবন অবস্থিত হইবে এবং কুসুমরাশি পতিত হইয়া বৃক্ষসমূহকে অর্চ্চিত বলিয়া অনুভব হইবে এবং নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে চকোরগণের সুন্দর কূজন শুনা যাইবে। ঐ উদ্ভাসিত অরণ্যদর্শনে মনে হইবে, বুঝি বা স্বর্গ হইতে নন্দনকানন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ১৩-১৮

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

অন্য মুনি বলিতে লাগিলেন,—তাহার পর আমরা দুই জনে সেই অরণ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে থাকিলে এক হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে কোন ব্যাধ সেই স্থানে আগমন করিবে। স্বাভাবিক সদ্‌বাক্য দ্বারা তুমি তাহাকে প্রবোধিত করিবে এবং সেই ব্যাধও সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া সেইখানেই তপস্যা করিতে আরম্ভ করিবে। তৎপরে তপস্বীর আচরণসমূহ অভ্যাস দ্বারা শমদম প্রভৃতি সাধনযুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সেই ব্যাধ তোমারই বাক্যমধ্যে স্বপ্নতত্ত্ব জানিবার জন্য তোমাকেই স্বপ্নবিষয়ক প্রশ্ন করিবে এবং তুমিও স্বপ্নবিষয়ক আলোচনায় তাহাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞান উপদেশ দিবে আর সে-ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। এইরূপে তুমি সেই ব্যাধের গুরু হইবে। তাই আমি তোমাকে ব্যাধগুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছি। এই সংসারভ্রান্তি যে প্রকার, আমি যেরূপ, তুমি যদ্রূপ, এবং যে সকল বিষয় এই স্থানে ঘটিবে, সে সকলই তোমাকে আমি বলিলাম। আমি সেই মুনির সকাশে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে

তাঁহার সহিত এই সমুদয় পরিদৃশ্যমান বিষয় আলোচনা করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলাম। ১-৭

তদনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে আমি সেই ঋষিকে পূর্ব্ববৎ ভক্তির সহিত পূজা করিলাম। তিনি সেই স্থানেই অত্যধিক আনন্দলাভ করিলেন। তাহার পর আমরা দুই জনে সেই অরণ্যস্থিত আশ্রমে গ্রাম্য গৃহে স্থিরভাবে পরস্পর স্নেহসম্পন্ন হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। এইপ্রকারে ঋতু ও বৎসরসমূহ কাটিতে লাগিল। আমিও পর্ব্বতবৎ অটল অচলভাবে সুখদুঃখময় বিবিধ অবস্থা যখন যেভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সকলের মধ্যে কাহাকেও বা পরিহার, কাহাকেও বা গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার মৃত্যুকামনাও নাই কিংবা জীবনেরও স্পৃহা নাই। সর্ব্বাবস্থাতেই ক্লেশহীনভাবে অবস্থিত আছি। ৮-১০। তাহার পর সেইখানে অবস্থান করিয়াই আমি এই দৃশ্য-জগতের বিষয়-বিচারে প্রবৃত্ত রহিলাম। চিন্তা করিলাম, এই সকল বিষয়ের হেতু কি এবং বস্তুসকল মনে মনে কি কিছু অবগত হইতে পারে? অন্বয় ব্যোমস্বরূপ চিতিতে স্বপ্ন-প্রভাসিত বস্তুসকলই বা কি এবং এ সকলের হেতুই বা কি? স্বর্গ, পৃথ্বী, পবন, গগন, শৈল, সরিৎ ও দিক্‌সমূহ—এই সমুদয় আত্মাবস্থিত চিদাকাশস্বরূপ। চিতিরূপ জ্যোৎস্না চিদাকাশের চতুর্দ্দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া থাকে; তাহাই এই বিচিত্র অবিনশ্বর ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রভান্বিত হয়। এই শৈলশ্রেণী, এই ভূমণ্ডল, এই আকাশ, এই আমি—প্রকৃতপক্ষে এ সমুদয় কিছুই নহে। ইহা চিদাকাশের বিলাসমাত্র। এই সমুদয় বস্তুর কারণ কি হওয়া সম্ভব? অবয়বসকলের একত্রাবস্থানের কারণ না থাকিলে পদার্থসমূহের উদ্ভবই বা কি প্রকারে সম্ভব? যদি ইহা ভ্রমই হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রমেরই বা কারণ কি? ভ্রমের কেই বা বিজ্ঞাতা? কি জন্যই বা তাহাদের ভ্রান্তি বা জ্ঞান ঘটিয়া থাকে? ১১-১৪

আমি যাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়ে সংবিৎ-রূপে অবস্থিত ছিলাম, সে আমার সহিত একেবারেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল বস্তুজাত আদ্যন্তহীন, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কারণ-বর্জ্জিত, ক্রমশূন্য, জ্ঞানঘনস্বরূপ চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঘট পট প্রভৃতি সমুদয় বস্তুজাত যদি চিদাকাশেরই বিলাস হয়, তবে কি প্রকারে ঐ ঘটপটাদি স্পষ্টরূপে আকারযুক্ত হইল? চিন্মাত্রের তো এই প্রকার নানারূপ আকারবিলাস সম্ভব নহে; কেন না, চিতি তো ব্যোমস্বরূপ, তাহার স্ফুরণই বা আবার কি? উহা কিরূপ এবং কি প্রকারেই বা ঘটিয়া থাকে? আকাশ কখনও স্ফুরিত হয় না। ইহা চিতিরূপে অর্ণবদর্শনস্বরূপ, উহার স্ফুরণ একটা নূতন কথা নহে। এই

অসীম চিদ্‌ঘন নৈসর্গিকভাবেই স্ফুরণশীল। সর্ব্বব্যাপক চিদ্‌ঘন ব্রহ্মচিন্মাত্রের পরিশুদ্ধ স্ফুরণমাত্র এবং উহাই জগদ্রূপে প্রভাসিত হইয়া থাকে, উহার দৃশ্য কিংবা দ্রষ্টা কিছুই নাই। আদ্যন্তহীন, অমেয়, অনাদিমধ্য, কার্য্যকারণভাবশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় চৈতন্যই এই সমুদয় পৃথিবী, পর্ব্বত, দিগন্তাদি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিশোভিত। ১৯-২৫

ত্রিপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিতে লাগিলেন, দৃষ্টিগম্য ব্রহ্মাণ্ডে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বীতরাগ, নিরাশঙ্ক, নিরহঙ্কার এবং কষ্টহীন হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তের ন্যায় অবস্থিত আছি। এখন আমি আধার, আধেয়, নিরহঙ্কারস্বরূপ, স্বভাবস্থ, স্বয়ং শান্তিপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রকারে তাবৎ সৃষ্টপদার্থস্বরূপ দৃশ্যমান। যে কার্য্য না করিলে চলে না, মাত্র তাহাই করি, স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। যে স্বয়ং আকাশবৎ ক্রিয়াহীন, তাহার কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ১-৩। স্বর্গ, পৃথ্বী, গগন, পবন, শৈলশ্রেণী, সরিৎসমূহ—এ সমুদয়ই অদ্বিতীয় চিদাকাশের অবয়ব। এখন আমি শান্তি ও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, মাত্র সুখেই বাস করিতেছি। আমি এখন বিধি-নিষেধের অধীন নহি কিংবা আমার বাহ্য বা আন্তর কিছুই নাই! এইপ্রকারে জীবন্মুক্তরূপে এই স্থানে যখন বাস করিতেছি, তখন তুমি আজ কাকতালীয়বৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। হে ব্যাধ! আমরা যে প্রকার, স্বপ্ন যেরূপ, জগৎ যাদৃশ, তুমি যে প্রকার, এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাবে দেখিয়া থাকি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিলাম। তুমি দ্রষ্টা যে প্রকার, তোমার আন্তর ও বহির্দৃশ্য যেরূপ, ঐ সমুদয় পরিদৃশ্যমান পদার্থের প্রতি যে প্রকার আসক্তি, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক ভাব জন্মিয়া থাকে, ব্রহ্ম যাদৃশ, এই সম্মুখাবস্থিত জনসাধারণ যে প্রকার, সে সকলেই তোমাকে বিদিত করিলাম। ৪-৮। হে লুব্ধক! তুমি এই সমুদয় বস্তুকে অলীক জানিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর। কারণ, চিন্মাত্রব্যোমরূপিণী আত্মসত্তা স্বয়ং শান্তস্বভাবা নির্ব্বাণ কিম্বা অকিঞ্চনরূপে অজ্ঞাত হইয়া থাকেন। ৯

ব্যাধ বলিল, যদি ইহাই হয়, তবে আপনি, আমি এবং দেব প্রভৃতি অন্যান্য জ্ঞানী প্রাণিবর্গ—ইহারা কি সকলেই পরস্পরের নিকট সদসদাত্মক স্বপ্নপুরুষ? ১০

মুনি বলিলেন, ঠিক তাহাই। ইহারা সকলে পরস্পরের নিকট স্বপ্নপুরুষই বটে। ইহাদের নিজের উপর সৎ এবং অপরের উপর অসৎ-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। যাহার যে প্রকার জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে, সে এই জগৎকে সেইরূপ বুঝে। ঘটরূপ পদার্থকে কেহ ঘট বলিয়া বুঝিতেছে, কেহ বা কপাল-কপালিকাদি মূর্ত্তিভেদে বিভিন্নরূপে দেখিতেছে। যে এক বস্তু দর্শন করিতেছে, তৎসকাশে বিভিন্ন অসৎ, আবার যে বিভিন্ন বস্তু দেখিতেছে, তাহার কাছে এক অসৎ ; অতএব এক বস্তু বিভিন্নও নহে, একও নহে, সৎ বা অসৎ নহে কিম্বা সদসৎও নহে। জাগ্রৎ-দশায় স্বপ্নদৃষ্ট নগরবৎ উহা জ্ঞানমাত্র ; এই জগৎ দূর হইতে পরিদৃশ্যমান অদৃষ্টপূর্ব্ব নগরতুল্য। আমি তোমাকে সংক্ষেপে সমুদয়ই বিবৃত করিলাম। এইবার তুমি পূর্ণরূপে প্রবোধপ্রাপ্ত হইয়াছ। এখন তুমি জ্ঞানবান্, সমস্তই তোমার সুবিদিত, এইবার তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। ১১-১৪

হে ব্যাধ! এইপ্রকারে প্রবোধপ্রাপ্ত হইয়াও তুমি কি জন্য জগতের সত্তায় আস্থাস্থাপন করিতেছ? যদিচ তোমার বুদ্ধি এইপ্রকারে প্রবোধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তথাপি পরব্রহ্ম হইতে বিরত হয় নাই। কাষ্ঠকে যেরূপ কাটিয়া কমণ্ডলু প্রভৃতিতে পরিণত না করিলে, উহাতে বারিধারণ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অভ্যাস না করিলে কখনই মনোমধ্যে প্রবোধ অবকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অভ্যাসযোগে মনোমধ্যে যখন প্রবোধ দৃঢ় হয়, গুরু ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈত দর্শনের উপশান্তি হয়, তখনই চিত্ত নির্ব্বাণ পাইয়া থাকে। অহঙ্কার ও মোহবর্জ্জিত, সঙ্গদোষশূন্য, আত্মানুশীলননিরত, কামনাহীন, সুখ-দুঃখের ও বিবাদের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তিগণই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন। ১৫-১৮

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

অগ্নি বলিলেন, তখন সেই ব্যাধ অরণ্যমধ্যে এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াতিশয্যে চিত্রিতবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। অভ্যাস না থাকায় তাহার চিত্ত স্বস্থানে বিশ্রাম করিতে সমর্থ হইল না। সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির ন্যায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, যেন কোন সিদ্ধ ব্যক্তি তপোবলে ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ঘুরাইতেছেন, কিম্বা সে কুম্ভীর কর্ত্তৃক

এ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহার আর বলপ্রয়োগের সামর্থ্য নাই। যুবকমূর্খ যেরূপ শান্তিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ সেই ব্যাধও, নির্ব্বাণ এই প্রকার কি ভিন্নরূপ, এই সন্দেহ বশতঃ শান্তিলাভ করিতে পারিল না। ১-৪। এই জগৎ অবিদ্যাকৃত, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া জগৎ যে অবিদ্যা, তাহা সে মনোমধ্যে ঠিকমত ধারণা করিতে সমর্থ হইল না। আমি তপস্যা দ্বারা অন্যবিধ দেহ লাভ করত, কত উচ্চে পৃথিবীর এই দৃশ্য শেষ হইয়াছে, তাহা দর্শন করিব। এই সদসদাত্মক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া আমি অবশ্যই নিত্যসুখে বাস করিতে পারিব; সুতরাং যথায় আকাশ নাই, সেই স্থানেই আমি গমন করিব। এই স্থির করিয়া সে একটি মূর্খরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইল। অভ্যাসের অভাব ছিল বলিয়া, সে যে সমুদয় জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনিয়াছিল, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত হইল। ৫-৮

তাহার পর হইতে স্বীয় ব্যাধভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যাধ ঋষিগণের সহিত তপস্যা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিল। তথায় সে ঋষিভাবে মুনিদিগের সহিত বাস করিয়া বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। এইপ্রকারে তপস্যা করিতে করিতে এক দিন সেই ব্যাধ মুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, আমার আত্মবিশ্রান্তি ঘটিবে কি? ৯-১১

মুনি উত্তর করিলেন, জীর্ণকাষ্ঠস্থিত সামান্য অগ্নির ন্যায় যে জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহা প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইতে সমর্থ হইতেছে না; কেন না, অভ্যাস না থাকায় তুমি শুভজ্ঞানকে স্থির করিতে সমর্থ হইতেছ না। অভ্যাস করিলে কালক্রমে তোমার বিশ্রান্তিলাভ ঘটিবে। এইবার আমি তোমার অবশ্যম্ভাবী ঘটনার বিষয় বলিতেছি। সেই শ্রুতিসুখকর এবং ভূমণ্ডলে অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ কর। সেই পণ্ডিতপ্রসিদ্ধ অজ্ঞানসারতা হেতু জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইলেও তোমার আত্মা অপ্রবুদ্ধ; সুতরাং তোমার জ্ঞান চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া তোমাকে মূর্খরূপে অভিহিত করা যায় না। এই অবিদ্যাস্বরূপ বিরাট্ জগৎ কি পরিমাণ হইবে, এই ভাবে স্বীয় মনে তর্ক করিয়া তপস্যার জন্য উদ্যুক্ত হইবে। তুমি এক শত যুগ এই ভাবে প্রবল দীর্ঘ তপস্যায় রত হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অমরবৃন্দের সহিত পরিতুষ্ট ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে। ১২-১৭

ব্রহ্মা বরপ্রদানের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলে, উদ্দামদৌরাত্ম্যহেতু স্বীয় সন্দেহ নিরাকরণসমর্থ এই বর প্রার্থনা করিবে যে, হে দেব! এই দর্পণের চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান অবিদ্যারূপ ভ্রমমধ্যে প্রতিবিম্বরূপ মন কর্তৃক পরিত্যক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ কি কোন স্থান বিদ্যমান নাই? আমি দেখিতেছি, পরমাণুতুল্য হইলেও

এই চিদাকাশদর্পণ যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানেই এই এই জগতের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সুতরাং এই অনর্থকৃত দৃশ্য-জগৎ কি পরিমাণ অসীম এবং এই জগতের সীমার বহির্ভাগেই বা চিদাকাশ পরিশুদ্ধরূপে কি পরিমাণেই আছে, তাহা দেখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। হে দেববর! আপনি শুনুন, আমি এই ব্যাপার অবগত হইবার জন্যই বর চাহিতেছি। নির্ব্বিবাদে যাহাতে আমি ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, আপনি সেই বর আমাকে দান করুন। আমার এই দেহ রোগনির্ম্মুক্ত হউক এবং আমার যেন ইচ্ছামৃত্যু ঘটে। আমি যেন গরুড়ের মত তীব্রগতিতে আকাশে ভ্রমণ করিতে পারি। আমার এই দেহ এক এক যোজনপরিমিত বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং ক্রমশঃ জগতের বহির্ভাগে আকাশবৎ অবস্থান করুক! হে পরমেশ্বর! আমি এই দৃশ্যমান আকাশের সহিত বর্ত্তমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডের শেষ-সীমা যাহাতে পাই, সেই শ্রেষ্ঠ বর আমাকে দিন। ১৮-২৫

হে সাধো! তুমি এইপ্রকার বর যাচ্ঞা করিবার পর স্বর্গপতি দেবদেব ব্রহ্মা অমরনিকরের সহিত অন্তর্দ্ধান করিলে তপঃক্লিষ্ট তোমার দেহ চন্দ্রবৎ কান্তিমান্ হইবে। তাহার পর সেই মুহূর্ত্তে নমস্কার দ্বারা আমাকে সম্ভাষণ করিলে তোমার সেই দেহ মনোগত পদার্থ দেখিবার কামনায় আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিবে। সেই সময় তোমার সেই দেহ পূর্ব্বসৃষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত দ্বিতীয় চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় কিংবা অন্য এক বাড়বাগ্নিবৎ আকাশে উঠিয়া পরিশোভিত হইবে। ২৬-২৯। তাহার পর গরুড়সদৃশ দ্রুতগমনে দৃশ্য-জগৎ এবং আকাশমণ্ডলের শেষ সীমায় যাইবার জন্য সরিৎসমূহের ন্যায় এই ত্রিজগতের শেষে তোমার দেহ নিরন্তর বৃদ্ধি পাইবে ও প্রলয়োন্মত্ত সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইবে। তৎপরে তুমি সেই মহাকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট বস্তু হইতে প্রতিবন্ধকহীন প্রবাহে ভাসমান অপার আকাশ আক্রমণ করত নিজ সুবিশাল দেহ দেখিবে এবং তৎসহ পরমার্থ মহাকাশের শূন্যতা হেতু প্রোদ্ভূত ঝটিকাবৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব-নিবন্ধন উদ্বেল চিদার্ণবের তরঙ্গসমূহ অবলোকন করিবে। সংবিদ্ঘন স্বপ্নদশায় আকাশাত্মক দেবাদি যে প্রকার আভাতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তোমার দৃষ্টিপথে অবিরল সৃষ্টিসমূহ নিপতিত হইতে থাকিবে। বিক্ষুব্ধ বায়ু মহাকাশে যেরূপ শুষ্কপত্রসমূহ বিস্ফুরিত করে, স্থির-নিশ্চয়ভাবে তুমিও তদ্রূপ বিস্ফুরিত অসীম জগৎ অবলোকন করিবে। ৩০-৩৫

যেরূপ সভাবস্থিত সভ্যগণের নিকট সভাদর্শনকারিণী অন্তঃপুরিকাগণের পক্ষে গবাক্ষপথে গবাক্ষাবরক জাল থাকিলেও না-থাকার তুল্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞগণের জগদাত্মক বৈচিত্র্য সেই চিদাকাশে বর্ত্তমান থাকিলেও

না-থাকার মতই হইয়া থাকে। পৃথিবীর সমুদয় লোক চন্দ্রমণ্ডলে ধূমতুষার-ধূলিশ্রেণী সংলগ্ন দেখিতে পাইলেও চন্দ্রমণ্ডবাসিগণের নিকট নিতান্তই অসৎরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট নিজ ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় পদার্থের সত্তা বিদ্যমান না থাকায় নিখিল জগৎ অত্যন্ত অসৎরূপেই জ্ঞাত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের পর সুবিশাল আকাশমণ্ডল, তৎপরে পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, আবার আকাশমণ্ডল—এই সকল দর্শন করিতে করিতে তোমার বহুদিন চলিয়া যাইবে। ৩৬-৩৮। এইপ্রকারে বহুকাল ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল-পত্রসকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত সুমহান্ নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া আপনা হইতেই উদ্বিগ্ন হইবে। তৎকালে স্বীয় তপস্যানুরূপ অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হইবে এবং স্বকীয় শরীরকে অসীম নভস্তলের পূরকরূপে জ্ঞান হইবে। তখন তুমি মনে মনে স্থির করিবে, এই ভারস্বরূপ দেহ কেন রহিয়াছে, ইহা এত বড় হইয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত ইহার কাছে তৃণতুল্য বিবেচিত হয়। আমার এই অপরিমিত দেহ, ইহার দ্বারা আমি সমগ্র নভোমণ্ডল ব্যাপৃত করিয়াছি, এবং এখনও উহা বাড়াইয়া তুলিতেছি, ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা এখন অনুভব করিতে পারিতেছি না। হায়, এই অবিদ্যা বিষমা এবং অসীমাকারে বোধ হইতেছে, কিন্তু আজও কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ কিংবা তাঁহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং আমি নভোমণ্ডলের আবরণকারী শরীর পরিত্যাগ করিব; কারণ, এই শরীর দ্বারা কোনরূপ সাধু কিংবা সৎশাস্ত্রের সঙ্গতি অথবা মোক্ষসাধনের কোন বস্তু লাভ হইতেছে না। আমার এই দেহ অনন্তের শেষ সীমা অবধি পরিব্যাপক, আলম্বহীন, আকাশতল আশ্রয় করত অবস্থিত আছে; আমার এই দেহ দ্বারা অতি দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বজ্ঞগণের সহিত মিলন হইবে। ৩৯-৪৫

এইপ্রকার ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করা স্থির করত পক্ষী যেরূপ ফলের সরস অংশ উপভোগ করিয়া নীরস অংশ ত্যাগ করে, তুমিও সেইপ্রকার তোমার দেহ ত্যাগ করিবে। দেহত্যাগের পর প্রাণযুক্ত জীবরূপে স্থূলবায়ু হইতে সূক্ষ্মাকার বায়ুস্বরূপে সেই নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইবে এবং যখন তুমি দেহ পরিত্যাগ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই দেহ ছিন্নপক্ষ মহামেরুবৎ পড়িয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে ভূর্লোক ও পর্ব্বত প্রভৃতি বিচূর্ণিত হইবে। সেই সময় শুষ্কমাংসা দেবী কালী মাতৃগণের সহিত তোমার দেহ ভক্ষণ করিবেন, তাহার ফলে পৃথিবী দোষশূন্যা হইবেন। হে সুব্রত! এখন তুমি তোমার সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইলে। এখন আজীবন তপস্যা করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। ৪৬-৫০

ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্! কি কষ্টের কথা, আমাকে অসীম দুঃখভো

করিতে হইবে! আমি অনর্থক অর্থ-ভাবনা করিয়া অনর্থের জন্য দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছি। হে ঋষিবর! ইহা হইতে উদ্ধারলাভের কোন পথ আছে কি? যদি কোন পথ না থাকে, তাহাও আমাকে বলিয়া দিন। ৫১-৫২

মুনি বলিলেন, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা করিবার শক্তি কাহারও নাই। প্রবল চেষ্টাতেও উহা দূর করা যায় না। বাম, দক্ষিণ, মস্তক ও পদ—ইহাদিগের বিপর্য্যয় যেমন সম্ভব নহে অর্থাৎ বামকে দক্ষিণ, দক্ষিণকে বাম, মস্তককে পদ এবং পদকে মস্তকে পরিণত করা যেমন সম্ভব নহে, ইহাও তদ্রূপ। তবে জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের দ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত উহার দ্বারা কোনরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যে সমুদয় পুরুষশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত দ্বারা বর্ত্তমান শম-দমাদি সাধন লাভ করত ব্রহ্মভাবে প্রসুপ্ত হয়েন, সেই সকল মহাত্মগণই জন্মান্তরীণ কর্ম্মবেদনাসমূহকে মূলের সহিত উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ৫৩-৫৬

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌পঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

ব্যাধ বলিল, হে ভগবন্! তাহার পর আমার শরীর অধঃস্থিত পৃথিবীতে নিপতিত হইলে নভঃস্থিত আমার অবস্থা কিরূপ হইবে? ১

মুনি বলিলেন, হে ভদ্র! তোমার সেই শরীর পড়িয়া যাইবার পর সেই মহাকাশে তোমার কি অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার শরীর পড়িয়া যাইবার পর প্রাণের সহিত তোমার জীবাত্মা সেই বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলে বায়ুকণারূপে অবস্থিত হইবে। তুমি স্বপ্নে যেরূপ বৃত্তিবাসনাসম্পন্ন বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া থাক, সেইরূপ বায়ুকণাকৃতিদেহের অন্তঃকরণও তদ্রূপ দেখিতে থাকিবে। তাহার পর চিত্তবৃত্তিসমূহের মহত্ত্ব জন্য তোমার জীবাত্মা সঙ্কল্পিত অর্থভাগী হইয়া 'আমি পৃথিবীতে রাজা হইয়াছি' এইরূপ বোধ করিবে।২-৫। তখন তোমার মনে অকস্মাৎ এইরূপ ভাবোদয় হইবে যে, 'আমি শ্রীমান্ সিন্ধু-নামধেয় মহা সম্মান্য রাজা হইয়াছি। আমার আট বৎসর বয়সের সময় বনগমনের পূর্ব্বে পিতা চতুঃসাগর-পরিবেষ্টিত এই পৃথিবীরাজ্য আমাকে দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিদূরথ নামক প্রখ্যাত সামন্ত-নৃপতি আমার বৈরী

হইয়াছে, প্রগাঢ় প্রযত্ন ব্যতীত তাহাকে পরাজয় করা সম্ভব হইবে না। এই রাজশাসনব্যাপারে আমার শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এত দিন আমি পুত্র-কলত্রাদির সহিত সুখে কাল কাটাইয়া আসিয়াছি; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এখন ঐ সামন্তরাজ প্রবল হইয়াছে, তাহার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এইপ্রকার চিন্তার ফলে সেই বিদূরথ রাজার সহিত চতুরঙ্গবলক্ষয়কারী ভীষণ যুদ্ধ হইবে। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে তুমি রথহীন হইবে, তথাপি তুমি সেই বিদূরথ রাজার তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহার দ্বারা বিদূরথের মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাকে যমালয়ে পাঠাইবে। ৬-১২

তদনন্তর তুমি চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীমণ্ডলে এরূপ পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিবে যে, দিক্‌পালসমূহও তোমার ভয়ে ভীত হইয়া সাদরে তোমার আদেশ পালন করিবে। তুমি সিন্ধুনামক নৃপতিরূপে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী হইয়া কোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিবে, যথা—মন্ত্রী বলিবে, হে রাজন্! আপনি বিদূরথ রাজাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি উত্তর করিবে, আমার মৃত্যু নাই এবং আমার বাহুবল মহাপ্রলয়সময়ের সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগ-সম্পন্ন, আমার কাছে রাজা বিদূরথ সুদুঃসহ বৈরিরূপে কিরূপে গণ্য হইবে? ১৩-১৬

মন্ত্রী উত্তর দিবে, সেই বিদূরথ রাজার এক সতী স্ত্রী আছেন, তাঁহার নাম লীলা। তিনি অত্যন্ত সুদুশ্চর তপস্যা দ্বারা নিরঞ্জনা জগদ্ধাত্রী দেবী সরস্বতীকে মাতৃরূপে স্বীয় আয়ত্ত করিয়াছেন। সেই ভুবনভাবিনী দেবী সরস্বতী রাজ্ঞী লীলাকে কন্যারূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার জন্য মোক্ষ প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কার্য্যও অনায়াসে সাধন করেন। তিনি এক কথায় মুহূর্ত্তমধ্যে বরদান দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে অব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত করিতে পারেন; অতএব তিনি যে আপনাকে ধ্বংস করিবেন, তাহাতে তাঁহার শক্তিহীনতাই বা কি আর প্রযত্নই বা কি? ১৭-১৯

সিন্ধু প্রত্যুত্তরে বলিবে, তুমি যথার্থই বলিয়াছ; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই বিদূরথ রাজাকে একপ্রকার অজেয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং যুদ্ধে তাহাকে বধ করা বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু সেই বিদূরথ যদি দেবী সরস্বতীর এইরূপই অনুগ্রহভাজন ছিল, তবে কি জন্য সে আমার সহিত যুদ্ধে জয়যুক্ত হইতে পারিল না? ২০-২১

মন্ত্রী বলিবে যে, হে কমললোচন! রাজা বিদূরথ এই বলিয়া দেবীর নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন যে, তিনি যেন মুক্তিলাভ করেন। হে প্রভো!

এই জন্যই সেই সকল সংবিৎশালিনী দেবী সরস্বতী রাজার চিরাভিলষিত কামনা পূরণ করিলেন, এই নিমিত্তই তিনি যুদ্ধে বিগতজীবন হইয়াছেন। ২২-২৩

সিন্ধু জিজ্ঞাসা করিবে যে, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমি তো সেই দেবীকে নিরন্তর পূজা করিয়া থাকি, তবে কি নিমিত্ত তিনি আমাকে মোক্ষ দিতেছেন না ? ২৪

মন্ত্রী উত্তর দিবে যে, সেই জ্ঞানস্বরূপিণী দেবী সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই চৈতন্যরূপিণীর কাছে যে যাহা যাচ্ঞা করে, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন, সেই আত্মহৃদয়বাসিনীর নিকট যে, যে বিষয় কামনা করে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তদ্রূপ ফল প্রদান করেন। ইহা দ্বারাই চিৎশক্তির সত্তা বুঝিতে পারা যায়। হে বৈরিদমনকারিন্! আপনি কদাপি তাঁহার নিকট মোক্ষফল চাহেন নাই, আপনি স্বীয় চৈতন্যশক্তির নিকট চাহিয়াছেন—শত্রুর বিমর্দ্দন। ২৫-২৭

সিন্ধু বলিবে, আমি সেই বিশুদ্ধা সংবিৎস্বরূপা দেবী সরস্বতীর নিকট কখন মুক্তি চাহি নাই কেন ? হে মন্ত্রিবর। বল দেখি, সেই দেবী আমার হৃদয়স্থা হইয়াও মুক্তিবিষয়ক ইচ্ছা উদ্রিক্ত করিয়া কি জন্যই বা আমার মুক্তির জন্য চেষ্টিতা হইতেছেন না ? ২৮-২৯

মন্ত্রী উত্তরে জানাইবে যে, হে বিভো! আপনার জন্মান্তরীণ শুভসংস্কারের প্রাবল্য বশতই আপনি বৈরিধ্বংসে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, এই কারণেই আপনি দেবীকে নমস্কার করত মুক্তি-প্রার্থনা করেন নাই। সৃষ্টির প্রথম হইতেই জীবনিবহ স্ব স্ব বাসনানুরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাল্যাবধি যাহার যেরূপ সংস্কার সুদৃঢ় হয়, কে তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ ? যে ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞপ্তি কর্ত্তৃক নিজহৃদয়ে মালিন্যহীন মোক্ষ কিংবা অভ্যাসানুযায়ী অন্য যাহা কিছু চিন্তা করিয়া থাকে, তাহা সত্যই হউক, কিংবা মিথ্যাই হউক, সে নির্ব্বিবাদে অন্যরূপ কামনাকে বিমর্দ্দিত করত বাসনানুরূপ ফলই পাইয়া থাকে। ৩০-৩২

ষট্‌পঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

সিন্ধু জিজ্ঞাসা করিবে, হে আর্য্য! পূর্ব্বে আমি কিরূপ কুবুদ্ধিসম্পন্ন অনার্য্যদেহ হইয়াছিলাম যে, যৎপ্রভাবে সংসারপ্রবর্ত্তক জন্মান্তরীণ কুসংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে ? ১

মন্ত্রী উত্তর প্রদান করিবে, মুহূর্ত্তমাত্র সাবধান-চিত্তে এই রহস্য শ্রবণ করুন এবং আমার অনুরোধ এই যে, আমার সেই অজ্ঞানতানাশকারী বাক্য হৃদয়ে ধারণ করুন। আদি এবং অন্তহীন, সৎ ও অসৎস্বরূপ তুমি আমি প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ব্রহ্ম নামক এক অব্যক্ত পদার্থ আছে; সেই যে ব্রহ্ম, তিনি অহংবিৎ; সুতরাং সমস্তই অবগত হইতে পারি, এইপ্রকার সঙ্কল্পাত্মক সংবিৎ লাভ করত সংখ্যাতীত চিত্তরূপে পরিণত হইয়া সেই সকল চিত্তের উপাধিতে যেন জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান হন এবং উপাধি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ২-৪

চিত্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মলাকৃতি, উহাকে আতিবাহিকরূপে অবগত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিত্তই সৎ, আধিভৌতিক প্রভৃতি অন্য কিছুই সৎ নহে। এই চিত্ত নিরবয়ব হইলেও, পরলোক, ইহলোক, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, মৃত্যু, ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সঙ্কল্প বশতঃ সৎ ও সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ডবৎ অবস্থিত। বায়ু ও স্পন্দন যেরূপ পৃথক্ নহে, তদ্রূপ চিত্ত নিরবয়ব; এই সুবিশাল সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অস্বতন্ত্র' বলিয়া পণ্ডিতবর্গ স্থির করিয়াছেন। ৫-৭

আকাশ ও শূন্য যেরূপ একই পদার্থ, জগৎ ও চিত্তও তদ্রূপ অপৃথক্। ব্রহ্মাণ্ডাকার কল্পনায় নিরঙ্কুশ সামর্থ্যসম্পন্ন এই চিত্তে ও জগতে কিছুমাত্রও প্রভেদ নাই। এই জগৎ কিছুই নহে, সম্পূর্ণ অসত্য, বাসনাস্বরূপমাত্র। তবুও বাহির হইতে সামান্য কিছু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, এই জগৎকে নিরবয়ব-চিত্তরূপেই জানিবেন; প্রকৃতপক্ষে ইহা এক পৃথক্ বস্তু নহে। সৃষ্টির আদিতে পরব্রহ্ম হইতে মাত্র সত্ত্বসম্পন্ন পদার্থেরই উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সত্ত্বরূপ পদার্থ ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হইবে; আজ তামস তামসাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ৮-১০

সিন্ধু বলিবে, হে মহাভাগ! আপনি তামস তামস শব্দে কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বলুন এবং কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্ব হইতে ভাবী পদার্থে এইপ্রকার সংজ্ঞাসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন? ১১

মন্ত্রী উত্তর দিবে, সাকার জীবের হস্তপদাদি অবয়ব যদ্রূপ, নিরাকার আত্মার আতিবাহিকতাও তদ্রূপ, পরে নিজ আতিবাহিক দেহ আধিভৌতিকত্বে পরিণমিত হইলে সেই আত্মা আপনা হইতেই পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নাম গ্রহণ করিবে। স্বপ্নের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ হইলে পর আত্মা সঙ্কল্পকল্পিত বিবিধরূপে নানাপ্রকার সংজ্ঞা দ্বারা ব্যবহার করিতে থাকিবে। কারণ, তৎকালে নানারূপ ব্যষ্টি সৃষ্টিকল্পনাবিষয়ে অভিনবরূপে আবির্ভূত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে আবির্ভূত সত্ত্বসম্পন্ন আত্মাই

লোকে মহাতমস্করূপে প্রতীত হইবে, এই কারণে তদীয় সেই আতিবাহিক জাতিই তামস-তামসী নামে খ্যাত হইবে। ১২-১৫। হে প্রভো! নৈসর্গিক বিকারহীন ব্রহ্ম বিকারিবৎ প্রতীত হইলে জীবভাবের আবির্ভাব হেতু জাতিসমূহের সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রয়োদশটি সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। আদিকল্পের প্রথমেই সেই ব্রহ্ম প্রথম জীবরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইবে, সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করার জন্য সেই জাতিকে সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিকীরূপে আখ্যাত করা হয়। ১৬-১৭

হে মানদ! ইহার পর কিছু সময় পর্য্যন্ত সংসারনিমিত্ত অজ্ঞান বিরাজমান হইলে, সেই জন্মেই জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি সাংসারিক গুণসম্পন্ন জীবনিবহের মুক্তিলাভ ঘটিত বলিয়া জাতিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ ঐ সমুদয় জীবজাতিকে কেবল সাত্ত্বিক নামে অভিহিত করিয়াছেন; সেই আদিকল্পে যে সমুদয় জীবজাতি অভিনবরূপে প্রকটিত লইয়াও বহুজন্ম বিষয় উপভোগের পর মোক্ষপথের পথিক হইতে সমর্থ হইয়াছিল, জাতিবিৎ পণ্ডিতবর্গ তাহাদিগকে রাজস-রাজস নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ১৮-১১। হে মানদ! এইপ্রকারে ক্রমশঃ সংসারের কারণভূত অজ্ঞান প্রবৃত্ত হইতে থাকিলে, বিবেক প্রভৃতি ভাবগুণশূন্য যে সমুদয় জীবজাতি পাচ দশ জন্মান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা রাজস নামে কথিত হইয়া থাকে। যে সমুদয় জীবজাতি সৃষ্টির প্রথম হইতে স্থাবর কীট প্রভৃতি সংখ্যাতীত জন্মগ্রহণের পর মোক্ষলাভ করিয়াছিল, তাহারাই তামস-তামসী নামে কথিত হইয়াছে। আর যাহারা রক্ষ, পিশাচ, শূদ্র প্রভৃতি অনেক-প্রকার নিকৃষ্ট-জন্মান্তে মোক্ষাধিকারী হইয়াছিল, জাতিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক তাহারা মাত্র তামসনামে অভিহিত হইয়াছে ২০-২২

হে মানদ! এইপ্রকার ক্রমপারম্পর্য্য বশতঃ জাতিসমূহের বিবিধ ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ সকল জাতির মধ্যে আপনি তামস-তামসী জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে বীর! বহু প্রকার বিচিত্র জন্ম আপনার অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি অবগত আছি; কিন্তু আপনি তাহার কিছুই বিদিত নহেন। বিশেষতঃ ভবদীয় এই অসীম গগনগামী মহাশবদেহ দ্বারা দীর্ঘ দিন অনর্থক চলিয়া গিয়াছে। আপনি যখন এইপ্রকার তামস-তামসী জাতিতে জন্মিয়াছেন, তখন এই সংসারজাল হইতে আপনার মুক্তিলাভ অত্যন্ত দুরূহ। ২৩-২৬

সিন্ধু বলিবে, হে আর্য্য! কি প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী নিকৃষ্ট জাতিকে পরাভব করিতে পারিব, বলুন এবং ইহার সংশোধনের যদি কোন সাধু উপায় থাকে, তাহাও আমাকে উপদেশ দিলে আমি তাহা অবলম্বন করিব। ২৭

মন্ত্রী বলিবে, হে মতিমন্! ত্রৈলোক্যমধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই,

যাহা স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি প্রযত্ন দ্বারা লাভ করিতে পারে না। আমার দেখা আছে, অদ্যকার গর্হিত কার্য্য কল্যকার অনুষ্ঠিত সাধুকার্য্যের দ্বারা আবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি পূর্ব্বকার অসৎকার্য্যকে জয় করত সৎকার্য্যে যত্নবান্ হউন। যে ব্যক্তি যে প্রকার বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে এবং শ্রান্তি বশতঃ সেই কার্য্য হইতে যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই উহা লাভ করিয়া থাকে। লোক যে প্রকার যত্ন করিয়া থাকে, যন্ময় হইয়া যে প্রকার চিন্তা করে এবং যেরূপ হইবার কামনা করে, তাহাই সে হইয়া থাকে, কোন প্রকারেই অন্যবিধ হয় না। ২৮-৩১

মুনি বলিলেন, সেই সিন্ধু মন্ত্রী কর্ত্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইলে তাহার রাজ্যত্যাগের ইচ্ছা হইবে, এবং তখনই সে স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিবে, তদনন্তর সেই সিন্ধু সুদূর অরণ্যে যাইবে, মন্ত্রীরা বার বার অনুরোধ করিলেও সে আর শত্রুশূন্য রাজ্য গ্রহণ করিবে না। সেই মন্ত্রীর বিবেকবাক্যে সিন্ধু সাধুগণের মধ্যে বাস করিবে এবং পুষ্পে যেরূপ গন্ধের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তাহার বিবেকের আবির্ভাব হইবে। তৎপরে কি প্রকারে এই জন্ম হইল, এই সংসারই বা কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, নিরন্তর এইরূপ চিন্তার ফলে সে মোক্ষলাভ করিবে। সেই সিন্ধু এই প্রকার নিত্য বিচারবশে সৎসঙ্গ দ্বারা পবিত্র মোক্ষপদ লাভ করিবে। এই মোক্ষপদের সকাশে ব্রহ্মলোক পাওয়া অবধি সমুদয় সম্পদ্ বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত শুষ্কপত্রবৎ অতিশয় তুচ্ছ। ৩২-৩৬

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

অষ্টপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ

মুনি বলিলেন, অতীত ঘটনার ন্যায় আমি তোমাকে ভাবী ঘটনা সমুদয় বলিলাম, হে ব্যাধ! এখন যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহা করিতে পার। ১

অগ্নি বলিলেন, সেই ঋষির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণানন্তর বিস্ময়ে বিকল সেই ব্যাধ ক্ষণকাল চিন্তা করত সেই মুনির সহিত স্নানার্থ গমন করিল। এই প্রকারে অকস্মাৎ লব্ধমিত্র সেই ব্যাধ এবং মুনি তপঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ ঋষিগণের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাহার কিছুদিন পরে সেই মুনি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আয়ুর পরিসমাপ্তি ঘটিলে দেহত্যাগ করত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইলেম। ২-৪

তাহার পর শতযুগ অতিক্রান্ত হইলে ব্যাধের বাঞ্ছিত বর-প্রদানের জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাধ নিজ বাসনা-বেগ-নিবারণে অসমর্থ বিদিতবৃত্তান্ত হইলেও সেই ঋষি-বর্ণিত বর যাচ্ঞা করিল। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ব্যাধও তপঃফল-ভোগের জন্য পক্ষিবৎ আকাশে উড়িতে লাগিল। পর্ব্বতবৎ বর্দ্ধনশীল দেহ দ্বারা সেই ব্যাধ ব্রহ্মাণ্ডের অপরপারাবস্থিত মহাকাশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পূর্ণ করিতে লাগিল।৫-৮। মহাগরুড়বৎ বেগ দ্বারা তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ চতুর্দ্দিকে গগনমার্গ অবরুদ্ধ করিতে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইল, তাহার পর সেই ব্যাধ বহুকালেও যখন আবিদ্যাজনিত ভ্রান্তির সীমা পাইল না, তখন সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই উদ্বেগজনিত আবেগে প্রাণত্যাগের প্রযত্নবিশেষ দ্বারা সেই নভঃস্থলেই প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সেই দেহ শবরূপে নিম্নে আসিয়া নিপতিত হইল। ৯-১১

গগনপথেই সেই ব্যাধের চিত্ত বিদূরথের প্রতিদ্বন্দ্বী নিখিল পৃথিবীর অধিপতি সিন্ধুরূপত্ব প্রাপ্ত হইল। মিলিত শত সুমেরু-পর্ব্বতবৎ সেই বিরাট-দেহ আকাশ হইতে বজ্রবৎ নিপতিত হইল। পদ্মযোনির কেশোণ্ডুকের মত প্রতিভাত অন্য কোন জগদ্ভ্রমে সেই শরীরপতনসময়ে পৃথিবীর অবতরণপথের ন্যায় এবং পতিত হইয়া পৃথিবীর আচ্ছাদনবৎ শোভিত হইয়াছিল। হে শ্রেষ্ঠ বিপশ্চিৎ! তাহার দেহ দ্বারা নিখিল পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই আমি ভবৎসকাশে সেই মহাশবের বিষয় বর্ণন করিলাম। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে পৃথিবীমণ্ডলে সেই শব পড়িয়াছিল, সেই অবনী আমাদিগের নিকট স্বপ্নপুরীর ন্যায় বোধ হইয়াছিল। সে শবদেহ পাইয়া রক্তাক্ত অস্ত্রবিভূষণা শুষ্কমাংসা মহোদরী দেবী চণ্ডিকা বিশেষ পরিতৃপ্তরূপে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, হিমালয়-পর্ব্বতের ন্যায় সেই শবের অপূর্ব্ব মেদে পরিপূর্ণ হইয়া মেদিনীর মেদিনী নাম সার্থক হইয়াছিল। এইপ্রকারে সেই শবের মহামেদ মৃত্তিকায় পর্য্যবসিত হইল। কালক্রমে পৃথিবী মৃন্ময় হইলেন। আবার এই পৃথিবীতে অরণ্য জন্মাইল, বিবিধ পত্তনের সহিত গ্রাম গঠিত হইল, পাতাল হইতে পর্ব্বতসমূহ উদ্ভিন্ন হইল এবং বাণিজ্যাদি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২-২০

অষ্টপঞ্চাশদধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একোনষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

অগ্নি বলিলেন, হে সাধু বিপশ্চিৎ-শ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার অভিলষিত দিকে প্রস্থান কর। এই পৃথিবী স্থির হওয়ায় ইহা আবার পূর্ব্বমত চলিতেছে। স্বর্গে ইন্দ্রের শততম যজ্ঞে মন্ত্রের দ্বারা আমি আহূত হওয়ায় তথায় চলিলাম। ১-২

ভাস বলিলেন, এই কথা বলিয়া অগ্নিদেব সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন; বৈদ্যুতাগ্নিবৎ স্বচ্ছ আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন। আমিও স্বকীয় চিত্তে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারসমূহ বহন করত পুনরায় স্বকর্ম্মনির্ণয় জন্য গগনপথে অবস্থিত রহিলাম। তাহার পর পুনরায় আকাশে বিবিধ গতিতে সঞ্চরণশীল বহু প্রকার অবয়বসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলসমূহ অবলোকন করিলাম। হে ভূপতে! দেখা গেল, কোথাও ছত্রবৎ বস্তুসমূহ পরস্পর সংলগ্নভাবে শোভিত রহিয়াছে, চৈতন্যময় হইয়া এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছে এবং মন হরণ করিতেছে। ৩-৬

হে রাঘব! কোথাও মৃন্ময় দেহযুক্ত শৈলসদৃশ ভূতবৃন্দ শোভমান; কোথাও কষ্টময়দেহ প্রাণিগণ বিদ্যমান; কোথাও বা পাষাণময় শরীরসম্পন্ন অগণিত জীবগণ বিরাজমান। গগনে কোথাও দৃষ্ট হইল, একীভূত প্রস্তরখণ্ড-রচিত দেহধারী জীবগণ বাস করিতেছে, তাহাদের মাত্র বাক্‌শক্তি আছে, অন্য কিছুই নাই। মনোমাত্র অবয়বসম্পন্ন আমি দীর্ঘকাল এইপ্রকার অবলোকন করিতে লাগিলাম, তথাপি অবিদ্যার অন্ত না পাইয়া সে সমুদয় দৃশ্যে আমার প্রবৃত্তি রহিল না। ৭-১০

তাহার পর আমি কোন জনহীন অরণ্যে মোক্ষলাভের জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, আকাশ হইতে ইন্দ্র আমার এই মৃগযোনি-প্রাপ্তির কথা বলিলেন। আমি আকাশস্থিত মন্দারারণ্যে বিচরণ করত পূর্ব্বসংস্কারের বশীভূত হইয়া স্বর্গভোগের নিমিত্ত মোহগ্রস্ত হইলাম। ইন্দ্র সেই কথা বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে দেব! আমি সংসারে অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছি, আমি সত্বর কি উপায়ে মুক্তি পাইতে পারি, তাহা বলুন। আমার এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, তুমি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অ-রূপ এবং পবিত্রাত্মা হইবে, এ কথা তো পূর্ব্বেই অগ্নির নিকট শুনিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমিও তাঁহার নিকট হইতে অপর বর প্রার্থনা করিলাম। ১১-১৪

ইন্দ্র বলিলেন, মৃগযোনিতে প্রবেশ করিবার জন্য তোমার চিত্ত বহুদিন হইতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। হে অনঘ! আমি এই কারণে ইহাকে অবশ্যম্ভাবী

বলিয়া মনে করি। মৃগরূপে তুমি যে পরম পবিত্র মহাসভা প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই স্থানেই আমার দ্বারা সেই অপ্রতিহত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে; সুতরাং মনোদুঃখ-প্রপীড়িত তুমি মৃগরূপে সংসারে জন্মগ্রহণ কর। সেই স্থানেই তোমার সমগ্র আত্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদয় হইবে। ঐ বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ, ভ্রম-সদৃশ, সীমাহীন কল্পনা-সম্ভূত এবং বাক্যপ্রসঙ্গ বশতঃ পরলোকানুভূত পদার্থের স্মৃতির ন্যায় বোধ হইবে। যে সময় তুমি মৃতত্ব হইতে মনুষ্যত্ব পাইবে, তখন জ্ঞানানল দ্বারা দগ্ধ দেহাবসানে তোমার অন্তঃকরণস্থিত সকল বস্তুই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। তাহার ফলে তুমি অবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ চিরভ্রান্তি ত্যাগ করত স্পন্দহীন পবনবৎ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ১৫-২০

দেব ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র তখনই আমি অরণ্যে মৃগ হইয়াছি, আমার মনে এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানোদয় হইল। তদবধি মন্দারারণ্যের কোন প্রদেশস্থিত শৈলে তৃণ ও দর্ভাঙ্কুরভোজী মৃগরূপে অবস্থিত রহিলাম। ২১ ২২। তাহার পর এক দিন মৃগয়ার নিমিত্ত সমাগত সীমান্তাধিপতিকে দেখিয়া ভয়ে আমি পলায়ন করিতে লাগিলাম। হে রঘুবর! তাহার পর সেই সীমান্তরাজ আমাকে ধৃত করত তিন দিন নিজগৃহে রাখিয়া ভবদীয় ক্রীড়ার নিমিত্ত এখানে আনিয়াছেন। হে অনঘ! এই আমি সাংসারিক ইন্দ্রজাল তুল্য বিবিধ বিচিত্র রসযুক্ত স্বীয় বৃত্তান্তসকল আপনাকে জ্ঞাত করিলাম। এই যে অবিদ্যা, ইহা শাখা-প্রশাখাসমান্বিতা অনন্ততুল্যা; আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ইহার উপশান্তি সম্ভব নহে। ২৩-২৬

বাল্মীকি বলিলেন, বিপশ্চিৎ যে সময় এই সকল কথা বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইলেন, সেই অবসরে অনিন্দ্যবুদ্ধি রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! যদি অপর সঙ্কল্পরূপ হরিণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তবে সঙ্কল্পশূন্য পুরুষ ও অপর সঙ্কল্পস্থিত পদার্থসমুদয়ও আত্মাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আপনি বলুন। ২৭-২৮

বিপশ্চিৎ বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত মহাশব পতিত অবস্থায় ছিল। কোন সময় যজ্ঞগর্ব্বিত ইন্দ্র পৃথিবীতে যাইতে যাইতে ব্যোমমার্গে সমাধিমগ্ন মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অজ্ঞাতসারে মৃতজ্ঞানে পদাঘাত করিয়াছিলেন; ইন্দ্রের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, অরে ইন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বিরাট মহাঘোর শবদেহ শীঘ্রই তোমার ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আমাকে শব মনে করিয়া তুমি আমার অপমান করিয়াছ, সেই আমার অভিশাপে শীঘ্রই তোমার পৃথিবীতে গতি হইবে। সেই ঋষি ইন্দ্রের মৃগভাবকল্পনাত্মক কথা ও 'তথা দেবো মৃগশ্চ ত্বং তুল্যকালং বিপশ্চিতা'

এই উক্তির দ্বারা যে কল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই কল্পনা তদ্রূপে সৎ (বহিঃপ্রস্ফুটরূপে বিদ্যমান) হইয়া সেই ঋষির বাক্যানুসারেই আপনাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জগৎ সৎ এবং সাঙ্কল্পিক জগৎ অসৎ, এইরূপ হওয়া সম্ভব নয়; কেন না, সৎই হউক আর অসৎই হউক, উভয় বিষয়ে একরূপ প্রতিভাই উদয় হইয়া থাকে। ২৯-৩৪

হে রাঘব! আরও দেখ,এই যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের অতিস্পষ্ট প্রতিপত্তিলাভের জন্য অন্য এক যুক্তি শ্রবণ কর। যাহাতে সর্ব্ব, যাহা হইতে সর্ব্ব, যাহা সর্ব্বময় এবং সর্ব্বব্যাপী, এরূপ ব্রহ্মবিষয়ে সকলই সম্ভব। সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মে সঙ্কল্প-সকল পরস্পর সংযোগ না হওয়া যে প্রকার সম্ভব, সেইরূপ সংযুক্ত হওয়াও সম্ভব। সঙ্কল্প সকল যে পরস্পর হইতে পারে, ইহা হরিণদর্শনাদি দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে। কেন না, যাহা সর্ব্বস্বরূপ, তাহাতে রৌদ্র ও ছায়া—এই দুই-ই বিরাজমান। যদি বিপরীত পদার্থসমূহ পরস্পর সংযুক্ত না হয়, তবে ব্রহ্মের স্বরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে এবং কি জন্যই বা সঙ্কল্পময় পুরীসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে? এইপ্রকার বাক্যসমুদয় সদ্রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সৎ এবং সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মে বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত পদার্থ-সমূহ নিশ্চয়ই সংযুক্ত হয়, তাঁহার সকাশে এরূপ কোন কিছুই নাই, যাহা অসত্য নহে। যিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বরূপে সর্ব্বসময়ে অবস্থিত, প্রবলা মায়া তাঁহাকেও মোহগ্রস্ত করে, ইহাই বিচিত্র। ৩৫-৪১। যাহাতে বিধি ও নিষেধ একত্র অবস্থিত, সেই ব্রহ্ম আপনা দ্বারা স্বয়ংই ব্যাপিয়া আছেন। সেই ব্রহ্মের সত্তা জন্য অবিদ্যা আদি ও অনাদি—তুল্যরূপেই অনুভূত হয় এবং ত্রিলোকের যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহা মাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে স্ফুরিত হয় না; তাঁহার যদি সত্তা না থাকিত, তাহা হইলে মহাকল্পে বিধ্বস্ত পদার্থসমুদয় তখনি কি প্রকারে সৃষ্ট হয়, কিরূপেই বা অনল, পবন ও মৃত্তিকার উদ্ভব হইয়া থাকে? সুতরাং ব্রহ্মের স্বভাব-স্ফুরণ ব্যতীত এ জগৎ অন্য কিছুই নয়। যে সকল প্রতিবাদী বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র ও বিদ্বদ্বর্গের অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টান্তসমূহ অপ্রমাণ বলিয়া কল্পান্ত অবধি তর্ক করিয়া আসিতেছে, সেই সমুদয় প্রশস্ত ব্যক্তির সহিত সাধুগণের ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। কেন না, চিৎশক্তির এইপ্রকার বিলাসের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদয় বস্তুই প্রমাণীকৃত হইবে। ব্রহ্মসত্তা পরিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, আমি স্বয়ংই অবিদ্যা, এই প্রকার জ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞান দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ হইতে পারে না। স্পন্দন হইতেই যেরূপ বাতশ্রীর স্ফুরণ হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মসত্তাই জগদাকারে স্ফূর্ত্তি পায়। এই সংসারে কোন ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ বা মৃত্যু হয় না। ৪২-৪৮

আমি মৃত কিংবা জীবিত আছি, এ সমুদয়ই চিদাত্মিকা প্রতিভামাত্র।

যদি অত্যন্ত ধ্বংসকেই মৃত্যু বলা যায়, তবে উহাও নিদ্রাজনিত সুখের ন্যায়। 'পুনরায় যদি উহাকে দেখা যায়, তাহা হইলে উহাকে জীবিত বলা হয়। সুতরাং এই সংসারে মৃত্যু কিংবা জীবন বলিয়া কিছু নাই। মাত্র একেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। জীবন ও মৃত্যু—এই দুই আছেও বটে, নাইও বটে; চৈতন্যের বিলাস জন্য এই দুই বিদ্যমান, চৈতন্যের বিলাসের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে ঐ দুইয়ের অবিদ্যমানতা হয়। একমাত্র চিতিই সর্ব্বসময়ে চেতিত। সুতরাং তাহার অসীম কল্যাণ হউক। চৈতন্য না থাকিলে জীবনের আর কি পদার্থ আছে? সেই চিন্মাত্র জীবন নৈসর্গিক ক্ষয়হীন এবং দুঃখশূন্য। সুতরাং দুঃখই বা কাহার কোথায়? এই ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার নামরূপ দেখা যায়, সে সমুদয়ই চিদাকাশের বিলাস, ইহা অপর এক বস্তু, এইপ্রকারে একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত হয়, কিন্তু একত্ব-দ্বিত্বাদি কিরূপ? জলে যেরূপ আবর্ত্তাদি জন্মায়, সেই পরব্রহ্ম চিতিতে দেহ প্রভৃতিও তদ্রূপ। চিতির সত্তার সন্নিবেশরূপ কারণ ব্যতীত অপর কারণ নাই বলিয়া এই সমুদয়ই আকাশস্বরূপ। এই অঘন ব্রহ্মাণ্ড চিতির বিলাস এবং অপ্রতিঘ। যে বস্তু সুঘন, ব্যগ্র এবং অপ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে, তাহাই বিচিত্র। এই জগতে অতীতও কিছু নাই, বর্ত্তমানের অনুভবও কিছুই নাই, এই বর্ত্তমান অনুভূতিতে শূন্যরূপ আত্মাই জগৎপিশাচরূপে প্রভাসিত হইতেছে, ইহা জানিবে। এই চিদাকাশ যেরূপ শূন্যস্বরূপ, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ শূন্যস্বরূপ; কেন না, আমরা চারিদিকে যে আকাশ দৃষ্টিগোচর করি, উহা চিদাকাশেরই স্ফুরণমাত্র। এক স্থানে মৃত্তিকা, অপর স্থানে গগন, পবন প্রভৃতি ভূতনিচয়; কিন্তু এই সমুদয়ই আকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। চিতের ভাসই জগৎ, ইহাদের মধ্যে ঐক্য বা ভেদ কোন কিছুই নাই। ৪৯-৫৮

এ জগতে প্রতিঘতা বা অপ্রতিঘতাও নাই। তত্ত্বজ্ঞের নিকট নিখিল দৃশ্যপদার্থ অপ্রতিঘরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই সংসারে জ্ঞত্ব বা অজ্ঞত্ব এই উভয়কে সদ্রূপে নির্দ্দিষ্ট করা চলে না; কেন না, পূর্ণজ্ঞানের উদ্ভব হইলে সৎ ও অসৎ এই দুই-ই একীভূত হয়; সুতরাং সকল পদার্থ ই কাষ্ঠবৎ মৌন। এই অসীম ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং সেই ব্রহ্মাই পরম পদ। সুতরাং এই নিখিল জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশমাত্র, ইহাই সিদ্ধান্ত। ৫৯-৬১। এই চিদ্বস্তুর স্বরূপ বলা হইল এবং উহা আপনাতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। চিদাকাশের স্ফুরণই অপ্রতিঘ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। সকল স্থানে, অধিক কি, প্রতি অঙ্গুলীপরিমিত স্থানেও সংখ্যাতীত সর্গ এবং অগণ্য মৃত প্রাণী পরস্পর অদৃশ্য ও অপ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে, উত্তরোত্তর সূক্ষ্মস্বরূপ সেই সমুদয় সিদ্ধলোক স্ব স্ব সূক্ষ্মস্বরূপ পাইয়া যথায়

পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মে প্রোতরূপে অবস্থান করিয়াও তাহারা পরস্পর কাহাকেও দেখিতে সমর্থ হয় না। এই আকাশস্বরূপ দৃশ্যলক্ষ্মী আত্মাকাশেই প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহা অন্য কর্ত্তৃক অদৃষ্টা চিদ্রূপা ও নিজেই নিজের দ্রষ্টা। রাত্রিশেষের অন্ধকারস্বরূপা এই দৃশ্যলক্ষ্মী সম্যক্‌প্রকারে বিজ্ঞাত হইলেও যথাযথভাবে অবস্থিতা (জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে)। ৬২-৬৬

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে, অশেষ প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় হইলে এই জগৎ সৎই হউক, আর অসৎ হউক, তিরোহিত হইয়া থাকে। প্রতিমুহূর্ত্তে সাগরবারিবিন্দুসমূহের যেরূপ বিশ্লেষ ও মিলন দেখা যায়, ব্রহ্মরূপ সাগরে প্রাণিসমূহের পরস্পর সেইপ্রকার বিশ্লেষ ও মিলন ঘটিয়া থাকে। স্বপ্নবৎ সৃষ্টির বিলাস প্রভাসিত হয়; সৃষ্টির প্রথমে চিৎমাত্র আকাশময় অবস্থায় অবস্থিত ছিল। সুতরাং এই দৃশ্য সকল শান্ত ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। নিজ কর্ম্মফল-বিজৃম্ভিত অসীম সম্পৎশালী সমুদয় জগৎকে আমি দেখিয়াছি ও উপভোগ করিয়াছি, আমি কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া চারিদিকে বিচরণ করিতেছি, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই দৃশ্য-দোষের অন্য কোন উপায়ে নিবৃত্তি পাওয়া অসম্ভব। ৬৭-৭০

একোনষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন, যে সময় বিপশ্চিৎ এই সকল কথা বলিতেছেন, ঠিক সেই সময় ভগবান্ মরীচিমালী বিপশ্চিৎ-কথিত বৃত্তান্তসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই যেন নিজ পাদ অর্থাৎ রশ্মিসকল বিকিরণ করিয়া অস্তাবলম্বী হইলেন। দুন্দুভিসমূহ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দিবাবসান ঘোষণা করিল এবং সেই দুন্দুভিনিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিতুষ্ট হইয়া যেন জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজ্যানুরূপ সম্পত্তি, প্রাসাদ, দারা ও অর্থাদি রাজা দশরথ বিপশ্চিতের নিমিত্ত করিয়া দিয়া সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। রাম, বশিষ্ঠ, দশরথ প্রভৃতি পরস্পর অভিবাদন, প্রণাম ইত্যাদি সমাপন করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। সভ্যগণও স্নানাহার সমাপনান্তে বিশ্রাম করত পরদিন প্রাতঃকালে সভাস্থ হইলেন। আবার পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। তাহার পর চন্দ্র যেরূপ স্বীয় বদনসুধা উদ্‌গিরণ করিয়া থাকেন, সেই মুনি সেইরূপ হৃদয়স্থ আনন্দ উদ্‌গিরণ করত পূর্ব্বকথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। ১-৬

হে রাজন্! অবিদ্যা যদিচ অসৎ, তথাপি সদ্রূপে অবস্থিত আছেন। বুঝিয়া দেখুন, এই বিপশ্চিৎ বহু প্রযত্নেও ইহার স্বরূপনির্ণয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। যতক্ষণ না এই অবিদ্যার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়, ততক্ষণ উহাকে অসীম ও চিরস্থায়িনী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অবগত হইতে পারিলে মৃগতৃষ্ণিকার নদীবৎ উহা অতর্কিতে বিলুপ্ত হয়। হে মতিমন্! এই বিপশ্চিৎ ভাসের ঘটনাসমূহ আপনি নিজে এবং আপনার মন্ত্রিবর্গ দেখিয়াছেন। ইহার পর এই সমুদয় আলোচনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যার উপশান্তি হইবে, তাহা হইলেই আপনাদিগের ন্যায় ইনিও জীবন্মুক্ত হইবেন। ব্রহ্ম স্বয়ংই অবিদ্যাজ্ঞানকে সদ্রূপে ধারণ করিয়াছেন, অবিদ্যাস্বরূপ অসৎ হইলেও এই ভ্রম বশতই সদ্রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যত দিন এই অবিদ্যাকেই ব্রহ্মরূপে জ্ঞান হয়, তত দিন ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু পরিজ্ঞাত হইবার পর ইহার পৃথক্ সত্তা থাকে না। এই মোহরূপ মাধবমঞ্জরী অবিদ্যা সীমাশূন্যা, বিবিধ ফলযুক্তা, জড়রূপা, মনোহরণকারিণী এবং রসময়ী। এই অবিদ্যা বনজ বনলতাবৎ অন্তঃসারশূন্যা, গ্রন্থিমতী, কোমলা, স্পর্শশালিনী, কণ্টক-অঙ্কুরযুক্তা, জড়া, রসময়ী ও বিস্তৃতা। ইহাতে অনর্থক ফলের আশা জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে ইহা নিষ্ফলা অথচ চিত্তহারিণী এবং অকাল-পুষ্পমাল্যবৎ অশুভদা বলিয়া গণ্যা। দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির ন্যায় অকিঞ্চিৎরূপিণী হইয়াও ইহা নানা ভুবনব্যাপিনী, ঘনরূপা, ভূতাকুলা ও আলোকহীনা। ৭-১৬

এই অবিদ্যা কেশোণ্ড্রক-ভ্রান্তিবৎ বিবিধগ্রন্থিযুক্তা, অনর্থক দৃশ্যমানা কিংবা দৃশ্যমানা হইয়াও অকিঞ্চিৎরূপা। চিদাকাশে ইহা বিচিত্রবর্ণ, গুণহীন, বিততাকৃতি উৎপাতসূচনাকারী ইন্দ্রধনুবৎ বিদ্যমান। ইহা বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় বহু জড়-তরঙ্গরূপা, অর্থাৎ নদীপক্ষে জড় হইতেছে জল এবং অবিদ্যাপক্ষে জড় হইতেছে মোহ, মলিন ফেনসম্পন্ন চক্রবৎ আবর্ত্তময় ও ধ্বংসশীল। উহাতে নিরন্তর শত শত ব্রহ্মাণ্ডরূপ শুষ্ক মরীচিকা-নদী প্রবাহিত হইতেছে; উহা শ্মশান-মৃত্তিকার মত শ্রীহীন, রুক্ষ, শুষ্ক ও ধূলিধূসরিতা। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্ননগরে বিচরণ করিয়া তাহার সীমানির্দ্দেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ এই জাগ্রৎ-স্বপ্ননগরেও অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডেও দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া কেহই ইহার অন্ত পায় না। ১৭-২১

যে সমুদয় প্রাণী এক দৃশ্য-জগতের শরীর ত্যাগ করত সেই জগদাকারধারণা সুদৃঢ় রাখে, মরণের পর নিরবয়ব অবস্থায় প্রাণিগণের সঙ্কল্পজালই আবার অন্য জগৎ ও সেই স্থানের দেহাকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। চিদ্গগনের কোশ-স্বরূপ তাহাদের সেই সঙ্কল্প-পারম্পর্য্যই বিমানপুরী প্রভৃতি মূর্ত্তিতে আকাশমণ্ডলে

সিদ্ধলোকরূপে পর্য্যবসিত হয়। ফল কথা, তত্ত্বজ্ঞের নিকট ঐ সমুদয় সঙ্কল্প-বিবর্ত্তস্বরূপ সিদ্ধ নগর প্রভৃতি দৃষ্ট না হইলেও অতত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে অসৎরূপেই প্রতিভাত হয়। মৃত প্রাণীর ঐ সিদ্ধনগর ক্রমশঃ সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়; ক্রমে ক্রমে ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন, অমৃতময় সরসী, মধু,মদ্য, দধি, ক্ষার, ঘৃত প্রভৃতির নদী, চন্দ্রসদৃশী সুন্দরী রমণীগণ, যাবতীয় ঋতুর ফল, পল্লব, কুসুম এবং সুন্দরীগণের হাব-ভাব-বিলাস দ্বারা উহা পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়। সেই মৃত প্রাণীর সঙ্কল্প জন্যই গগনতলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য সমাবিষ্ট হয়। কোন কোন সিদ্ধনগর সঙ্কল্পবলে সহস্রচন্দ্রমণ্ডল দ্বারা পরিপূর্ণ, কোনটি শত সূর্য্য দ্বারা পরিশোভিত, কোনটি স্বর্ণময়, কোনটি বা সুঠাম, আবার কোনটি বা বারিপূর্ণ, কোন কোনটি তমোময়, কোনটি বা প্রকাশময়, কোনটি নিত্যানন্দপূর্ণ, কোনটি তুলাসমষ্টির ন্যায় অত্যন্ত লঘু, বায়ুপ্রবাহে ইচ্ছাবশে যে কোন স্থানে যাইতে সমর্থ। ২২-২৯

কোন কোন নগর কল্পনাবশে উৎপন্ন হইয়াই আবার মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়। কোনটি বা দেবগণের আবাসস্থানরূপে চিরস্থায়ী হয়, সেই স্থানে অন্ন ও পানীয়ের প্রাচুর্য্য ঘটে। সেই সমুদয় দেবভূমি বিচিত্র বস্তুর সমাবেশে বিবিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, সকল ঋতুর গুণসমূহে সর্ব্বদা পরিশোভমান, সর্ব্ববিধ বাসনার ফলদায়ী হইয়া থাকে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সৎকর্ম্ম দ্বারা তাহার ফলরূপে পরিণত হইয়া দৃঢ়রূপে অবস্থিত মৃত প্রাণীর অন্তঃকরণ কি প্রকারে পূর্ব্বকথিত স্থূলভাবে পরিণত হয়, তাহা বলিতে পার কি? মনোরথকল্পিত মানসিক পদার্থে যেরূপ চিন্মাত্র-সত্তামাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগৎ-মাত্র যদি ব্রহ্মচৈতন্যময় হয়, তাহা হইলে মৎকথিত উক্তিই যথার্থ হইতে পারে অর্থাৎ সঙ্কল্পবলে ব্রহ্মচৈতন্যই ভ্রান্তি বশতঃ যে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হইবে। এতদ্ব্যতীত যদি অন্যবিধ কিছু থাকে, তবে বল, সেই জগৎ কিরূপ? সৃষ্টির আদিতে এ ব্রহ্মাণ্ড যেমন কিছু ছিল না, সেইরূপ অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল না। অতএব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করত অন্য কিছু বলিতে ইচ্ছা কর কি? তাহা হইলে আমার যুক্তিও অসত্য হইয়া পড়ে। ফল কথা, এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতই মিথ্যা, সঙ্কল্পবলেই উহা ব্রহ্মচৈতন্যে আকাশপুষ্প প্রভৃতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। সঙ্কল্প দ্বারা সমুদয় বস্তুই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। তবে যদি তোমরা ইহা বল যে, সঙ্কল্পবলে আমরা ইচ্ছামত দেখিতে বা কার্য্য করিতে সমর্থ হইব না কেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, তোমাদের সেই প্রকার তীব্র ইচ্ছা নাই বলিয়াই তোমরা উহাতে সমর্থ হও না। ৩০-৩৫

হে সাধো! সঙ্কল্পের যদি তীব্র বাসনাবেগ থাকে, তাহা হইলে তুমি বা

অন্য যে কেহ ইচ্ছাবশে আকাশেই নগরনির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইতে পার এবং এই দেহ ত্যাগ করত অচিরে সেই কল্পিত নগরের অধিবাসিরূপে অন্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া উহার উপভোগে সমর্থ হইতে পার। যিনি দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা পূর্ব্বকথিত সিদ্ধনগর ও নিজকল্পনায় পুর প্রভৃতি এতদুভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করত তাহার অনুগমন করেন, মরণের পর তিনি সেই কল্পিত সিদ্ধনগরে বাস এবং স্বর্গাদি-সুখ অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি সঙ্কল্পবলে যে বস্তুতে যাহা সত্যরূপে ধারণা করেন, তাহাই পাইয়া থাকেন। স্বর্গ ও তত্রস্থ সিদ্ধগণ, যদ্রূপ কল্পনাবশে জীবের অন্তরে প্রতিভাসিত হন, তদ্রূপ নরক প্রভৃতি দুঃখভোগও কল্পনাবলে অনুভূত হয়। কল্পনাবলে মনের ভিতর যাহা কিছু কল্পিত হইবে, দেহ থাকুক কিংবা নাই থাকুক, তাহাই অনুভব করিবে : কেন না, দেহ মনোময়, মানসিক কল্পনা দ্বারা আপনা হইতেই দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সঙ্কল্পবশে জীব যেরূপ এক দেহ-ভাবনা পরিহার করে, আবার সেই সঙ্কল্প দ্বারাই সেইরূপ অন্য দেহ তৎক্ষণাৎই দেখিয়া থাকে। ৩৬-৪১

আকাশময়ী ভাবনা যদি শুভা হয়, তবে আকাশকেই শুভলোকরূপে দেখে ও অনুভব করে এবং যদি অশুভা হয়, তাহা হইলে সেই আকাশকেই অশুভলোকরূপে দেখে ও অনুভব করিতে থাকে। বিশুদ্ধা চিৎ সিদ্ধনগর দেখে এবং সেই স্থানে বাস করিতেছে বলিযা মনে করে। অশুভা চিৎ অশুভ নরকরূপ দুঃখভোগ করে। যাহার চিৎ অশুদ্ধা, সে মৃত্যুর পর মনে করে, আমি ঘূর্ণ্যমান প্রস্তর-চক্রদ্বয় দ্বারা পিষিয়া যাইতেছি, অন্ধকূপে পড়িয়া গিয়াছি, আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই। ৪২-৪৪। প্রচণ্ড শীতে আমার দেহ পাষাণ-শীতল হইয়াছে ; পিশাচ-সমাকীর্ণ অঙ্গাররাশি-পরিব্যাপ্ত মরুভূমিতে আমি ঘুরিতেছি। মদীয় গাত্রে ভস্মহীন প্রজ্বলিত অঙ্গারময় মেঘ জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি বৃষ্টি করিতেছে। আমার গাত্রে প্রতপ্ত নারাচাস্ত্র পড়িতেছে, পাষাণ, চক্র ও অস্ত্র সকল নদীবৎ প্রবাহিত হইতেছে, এইপ্রকার ভীষণ গগনে আমি পরিভ্রমণ করিতেছি। মেঘাকৃতি কুঠারাঘাতে আমার বক্ষঃস্থল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। উত্তপ্ত লৌহপাত্রে ছম্ ছম্ শব্দে পড়িয়া আমি ‘ভাজা ভাজা’ হইতেছি। সুদীর্ঘ অস্ত্র-যন্ত্রে পতিত হইয়া ‘কট্ কট্’ রবে প্রপীড়িত হইতেছি। চক্র, বজ্র, গদা,, প্রাস, শূল, তরবারি, বাণসমূহ আমার দেহে বর্ষিত হইতেছে। শাল্মলী তরুর কণ্টকযুক্ত গাত্রে আমার দেহ ঘষিত হইতেছে, আমি পাশ-অস্ত্রে আবদ্ধ হইতেছি। শত শত নিশিত শক্তি অস্ত্র দ্বারা আমি খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছি। প্রতপ্ত বালুকাস্তূপে পড়িয়া যাইতেছি, পাতালে ডুবিতেছি, দীপবেশধারী উল্কাগ্নিতে পুড়িয়া যাইতেছি। প্রচণ্ড প্রজ্বলিত অঙ্গারস্তূপে পড়িয়া

সেই স্থান হইতে আর বাহিরে আসিতে সমর্থ হইতেছি না। শর, শক্তি, গদা, প্রাস, ভুশুণ্ডী, চক্র প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইতেছি। আমি প্রেত হইয়া অন্যান্য প্রেতের সহিত ক্ষুধার তাড়নায় পরস্পরের গাত্র চিবাইতেছি। তালবৃক্ষাপেক্ষাও অত্যুচ্চ স্থান হইতে কঠিন পাষাণে পড়িতেছি। ৪৫-৫২। অশুচি শোণিত-পঙ্কপূয়ময় নদীতে নিপতিত হইয়া পচিয়া মরিতেছি। শিলা, অস্ত্র, অশ্ব এবং হস্তিপদতলে নিপীড়িত হইতেছি। জনপরিপূর্ণ নিবিড় অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গর্ত্তে পড়িয়াছি, পেচক আমার গাত্রের মাংস খাইতেছে। যমকিঙ্করর| আমাকে মুষল দিয়া মারিতেছে। শকুনিরা আমার মাথা, হাত, পা প্রভৃতি ছিঁড়িয়া খাইবার জন্য অধীর হইয়াছে। স্বীয় পাপকর্ম্মসমূহ মনে করিয়া সে আরও ভাবে যে, কুকর্ম্মের ফলে আজ আমাকে এই ফলভোগ করিতে হইতেছে। ইহার পূর্ব্বেও আমি বহুবার এইরূপ কর্ম্মফল পাইয়াছি। চিত্তগগনে এইপ্রকার চেতনাসম্পন্ন-দেহ কিম্বা অভূতপূর্ব্ব আর যাহা কিছু প্রভাসিত হইয়াছে কি হয় নাই, সে সমুদয়ই কল্পনাবলে মন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; এই নিমিত্ত সকলই মনোময়। সঙ্কল্পবলে যাহা অনুভূত হইয়া থাকে, ইচ্ছা হইলে তাহাকে সঙ্কল্পবলে চিরস্থায়ী করা যায়। ৫৩-৫৬

ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম প্রশ্ন করিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই যে আপনি অসংখ্য সুখ-দুঃখ অবস্থাপূর্ণ মুনি ও ব্যাধের বিষয় বলিলেন, ইহা কি নিত্যদৃষ্ট স্বপ্ন-বৃত্তান্তের ন্যায় আপনা হইতেই ঘটে, কিংবা অন্য কোন কারণে ঘটিয়া থাকে? ১

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, এইপ্রকার আকাশময় প্রতিভাসরূপ তরঙ্গ পরমাত্ম-সমুদ্রে সর্ব্বসময়ে আপনা হইতেই উদ্ভূত হইতেছে। স্পন্দরূপী হইতে যেমন নিরন্তর স্পন্দকণার উদয় হয়, তদ্রূপ চিদ্-গগনের চিৎসত্তা বশতঃ অবিরাম এইপ্রকার বোধ হইতেছে। সমগ্র বস্তুই যে পর্য্যন্ত না পৃথগাকারে পরিণত হয়, সে পর্য্যন্ত নিজ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে; মৃত্তিকা ও ঘট যেরূপ হয়, ঠিক তদ্রূপ; যতক্ষণ মৃত্তিকা ঘটে পরিণত না হয়, ততক্ষণ উহা মৃত্তিকারূপেই দৃষ্ট হয়, যখন ঘটে পরিণত হয়, তখন আর উহাকে মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র শরীর যেরূপ নানারূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মই

এক আকাশমণ হইয়াই নানারূপে প্রভাসিত হন। এই নানা মূর্ত্তির মধ্যে কোনটি স্থির, কোনটি অস্থির, আবার কোনটি বা অস্থায়িরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ফল কথা, নিখিল বস্তুই আকাশময় অন্ধস্বরূপ ঐ সেই ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। ২-৬

স্বপ্নে যেরূপ আত্মাতেই নগরজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ এই চিদাকাশে এই প্রকার বিচিত্র ভাব প্রভাসিত হয়। ফল কথা, ইহাতে সারই বা কি আছে, আর অসারই বা কি থাকিতে পারে এবং সৎ বা অসৎই বা কি হওয়া সম্ভব? কেন না, এই সমগ্র দৃশ্য-জগৎকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারিলে চিদাকাশরূপে পর্য্যবসিত হয়, অতএব ইহা সৎই বা বলা যায় কি প্রকারে আর অসৎই বা বলা যায় কিরূপে? হে তত্ত্বজ্ঞগণ! এই সংসার একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্ম; ইহা সর্ব্বসময়ে চিদাকাশরূপেই প্রভাসিত হইতেছে। ইহাতে আস্থাই বা কি আর অনাস্থাই বা কি? আপনারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ অবলম্বন করত অবস্থান করুন। সমুদ্র হইতে যেরূপ তরঙ্গশ্রেণী উদ্ভূত হয়, সর্ব্বদা প্রকাশমান এই আত্মা হইতেই তদ্রূপ স্বাত্মরূপী নানারূপ বিকার প্রভাসিত হইয়া কার্য্য-কারণ-ভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকারণভাবসম্পন্ন না হইয়াও কার্য্য-কারণরূপে প্রভাসিত হইতেছে। নিজ সঙ্কল্প দ্বারা আকাশই যেরূপ সৃষ্টিরূপে জ্ঞান হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা সঙ্কল্পবশে নিজকে জগদাকারে বোধ করেন। ইহাতে আবার বাস্তব পৃথিবী প্রভৃতি বস্তু কি হইতে পারে? পরব্রহ্মে এই ভ্রম জন্মাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই জন্মাইতেছে না, ব্রহ্মে ব্রহ্মই অবস্থিত আছেন, তিনি স্বয়ংই অবিদ্যা নামে অভিহিত হইতেছেন। ৭-১২

এই পরব্রহ্মে চিদ্‌ঘনরূপেই ঘনীভাব বিদ্যমান; অন্য কোনরূপে অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতিরূপে ঘনীভাবের অস্তিত্ব নাই। এই যে সমগ্র জগৎ, ইহা চিদাকাশমাত্র এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ধারাবাহিকভাবে এইরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ ঘটে। চিদাকাশ শূন্যরূপী আকাশের নীলিমারূপবৎ অজ্ঞানরূপ অবলম্বন করিয়াই বিরাট্ ভ্রান্তিরূপে পর্য্যবসিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপে প্রতিভাত হয়। ফল কথা, চিদাকাশ শান্ত পরিঘবর্জ্জিত। তুমি বল দেখি, যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া দেহভাবের ধ্বংস করত সাক্ষী চিদ্রূপ ভাবনা করিতেছেন, তাঁহার চিদ্রূপ ভিন্ন অন্য জগদ্‌ভাব দেখিবার সম্ভাবনা আছে কি? ১৩-১৫। আকাশরূপী চিদ্‌বস্তুর আকাশভাবের জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাববশে যে স্থানে যেরূপে প্রভাসিত হয়, তাহা সেই সেই স্থানে সেইরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞান-স্বভাবে জগদ্রূপে এবং জ্ঞান-স্বভাবে চিদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে তিমিররোগযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুতে যেরূপ

চন্দ্রদ্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দৃশ্যপ্রাপ্তি আকাশময়ী হইলে অবিবেকী ব্যক্তির সকাশে কোনরূপেই প্রশমিত হয় না। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সে সকলই যখন অদ্বিতীয়, নিরাময়, আদ্যন্তহীন চিদাকাশ-মাত্র, তখন প্রশমিত হইবেই বা কি প্রকারে? স্বীয় বোধস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই আত্মার যে স্বপ্নের ন্যায় দৃশ্যরূপে প্রতিভান, তাহাই এই জগদ্রূপে প্রতিভাত। অধ্যাত্মশাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের বিচার দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়; সেই বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সুপ্তের ন্যায় নিশ্চল, বিকল্পবর্জ্জিত করিতে সমর্থ হইলেই প্রকৃত চিদ্রূপ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। ১৩-২০

অব্যভিচারিণী বিকারহীনা যে সম্বিদ্ তোমাদিগের সকাশে অবিদ্যা বা জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে, আমাদিগের নিকট সেরূপ প্রতিভান, নদীতে ধূলিরাশির ন্যায় মোটেই বিদ্যমান নাই। স্বপ্নসময়ে যেরূপ স্বপ্নভূমি অনুভূত হইলেও তাহা কোথাও বিদ্যমান নাই, সেইরূপ এই দৃশ্যভাবও নিজের অনুভূত হইলেও কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নকালে যেরূপ চিদাকাশই বাহ্যবস্তু-প্রকাশক অগ্নিপ্রভার মত প্রকাশমান থাকে, জাগ্রৎসময়েও সেইরূপ জাগ্রৎ-সাক্ষী চিদাত্মার স্বপ্রকাশরূপই দৃষ্ট হইতে থাকে। ইহা জাগ্রৎ, ইহা স্বপ্ন, এইরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা জ্ঞানাংশে একই, অতএব সত্যজ্ঞানস্বরূপে উহার ভেদজ্ঞান নাই। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী যেরূপ জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া, উহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ জাতিস্মর প্রবুদ্ধ যোগী মরণের পর অন্যগর্ভে জন্মিলে, তাঁহার জন্মান্তরীণ ঘটনাবলী সে সময় না থাকায় মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়, মাত্র সময়ের অল্পতা এবং দীর্ঘত্বের ভেদ বশতই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এইরূপ ভেদবুদ্ধি হইয়াছে। অনুভব অংশে এই দুই-ই তুল্য। ২১-২৬

জাগ্রদ্‌ভাব বাহিরে এবং স্বপ্ন অন্তরে, এইপ্রকারে স্বপ্ন ও জাগ্রতের স্বাতন্ত্র্যও বলা চলে না; যেহেতু বাহ্যত্ব এবং আভ্যন্তরত্ব জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ইহারা যেন দুইটি যমজ সন্তান, ঠিক একই রূপ। ফল কথা, জাগ্রৎ ও যাহা, স্বপ্নও তাহাই; স্বপ্নও যাহা, জাগ্রৎও ঠিক তাহাই। কালবশে জাগ্রৎও স্বপ্ন, এই উভয়েরই বাধ হয়, কিছুই থাকে না। যত দিন দেহে প্রাণ থাকে, তত দিন যেরূপ অসংখ্য স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অমুক্ত জীবের সুমহতী অজ্ঞাননিদ্রায় সংখ্যাতীত জাগ্রৎঘটনা ঘটিতে থাকে। ২৭-২৯

স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী জাগরিত অবস্থায় মাত্র স্মৃতিতেই পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ যোগিগণ স্বীয় অসংখ্য পূর্ব্বজন্ম মনে করিতে থাকেন। অনুভবরূপী আত্মা যখন এইপ্রকারে সর্ব্বাংশে সমতাপ্রাপ্ত, তখন বৈষম্য আবার কোথায় থাকিতে

পারে? সমুদয়ই এক জাগ্রৎ স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্নও জাগ্রতের মত প্রতিভাত হয়। দৃশ্য এবং জগৎ—এই দুই শব্দ যেরূপ একার্থবোধক, তদ্রূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন—এই দুই শব্দও বুঝিতে হইবে ৩০-৩১। যেরূপ বিশাল স্বপ্নপুরী মাত্র সেই চিন্ময় আকাশ, এই জগৎও সেইরূপ চিন্ময় আকাশ। সুতরাং অবিদ্যার অস্তিত্ব আবার কোথায়? তবে যদি আকাশরূপী ব্রহ্মকেই অবিদ্যা বলিতে চাও, তাহাতে বিবাদ করিবার প্রয়োজন দেখি না। আমাদের কথা এই যে, সমুদয় ভ্রান্তির নিরসন হইলে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই আমি এবং পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট যাহা কল্পনা ছিল, তাহাই হইল বন্ধন। এখন সে সকলই গিয়াছে। ফল কথা, আত্মা নিত্যমুক্ত, তিনি কখনও বদ্ধ নহেন। সুতরাং তাঁহাকে বৃথা বদ্ধ বলিয়া মনে করিও না। নিরবয়ব স্বচ্ছ আকাশের আবার বন্ধন কি হইতে পারে? এই দৃশ্যনামধেয় অবিদ্যা, চিন্ময় আকাশই ঐরূপে প্রভাসিত হইতেছেন, সুতরাং ইহার আবার বন্ধনই বা কি আর মুক্তিই বা কি? এবং কিরূপেই বা তাহা হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা নামে কোন কিছুরই সত্তা নাই, বন্ধন বা মুক্তিও কাহারও নাই। বিদ্যা কিংবা অবিদ্যা কিছুই নাই। এক অজ চিৎই প্রভাসিত হইতেছেন মাত্র। আকাশই যেরূপ স্বপ্নে নগর-প্রভৃতিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিৎই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হইতেছে। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন অবসরে সম্বিদের যে আকৃতি অর্থাৎ নির্ব্বিষয় জ্ঞান দৃষ্ট হয়, উহাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপে দৃশ্যের স্বরূপ, ইহাই সিদ্ধান্ত। ৩২-৩৯

বাহ্য ও আভ্যন্তর সমগ্র দৃশ্যের প্রকাশের জন্য সর্ব্বদা জাগরূক স্বয়ংজ্যোতি আত্মার যে রূপ, তাহাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন অবস্থার যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ভেদজ্ঞানকেই উভয়ের সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিবে। কেন না, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন—এই তিন অবস্থায় অনুগত সাক্ষী চৈতন্য ব্যতীত আর কে আছে যে, এইরূপ চিতির স্বাতন্ত্র্য দেখিবে, কাজেই ভেদজ্ঞান, অভেদজ্ঞান, দ্বৈত, অদ্বৈত—এ সকলই সেই শান্ত অখণ্ড চিদাকাশমাত্র। সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্মের সদংশ যেরূপ বোধ এবং বোধ্যরূপে একই, তদ্রূপ দ্বৈত এবং দ্বৈতজ্ঞান একই বস্তু; চিদংশে অর্থাৎ জ্ঞানাংশে কিছুরই স্বাতন্ত্র্য নাই; যেহেতু যাহা জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই দৃশ্য বলা যায়; জ্ঞান অথবা চিতির সহিত অভেদ ব্যতিরিক্ত বিষয়-বিষয়িভাব কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মই যখন দ্বৈতরূপে প্রভাসিত হইতেছে, তখন দ্বৈতাদ্বৈত সবই সেই একমাত্র ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রহ্মকে দ্বৈতাদ্বৈতের সমষ্টিরূপে জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হয়, তবে প্রথমে

দ্বৈতাদ্বৈত নিখিল প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপে স্থিরনিশ্চয় করিতে হইবে, তাহার পর 'নেতি নেতি' এইপ্রকার সমগ্র দ্বৈতের মার্জ্জন দ্বারা বিশুদ্ধ স্বচ্ছ প্রত্যগাত্মরূপ চিদাকাশে বারিগলিত লবণবৎ মিলিত হইয়া সেই আনন্দঘন চিদাকাশেই পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। হে সুভগ! এইপ্রকার নিশ্চল ব্রহ্মে পাষাণের ন্যায় নিশ্চলভাবে সঙ্কল্পরহিত ও অন্তশ্চেষ্টাহীন হইয়া তুমি নিয়মমত নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করত স্বীয় অভীষ্টস্থানে গমন, পান, ভোজন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন কর। ৪০-৪৬

একষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিখিল দৃশ্য বস্তুর পরিস্ফুরণবিষয়ে চিদাকাশই যখন হেতু, তখন যথাবস্থিত জগৎ বাহ্যস্বরূপদর্শনে এবং আন্তর জ্ঞানে বাহ্য ও আভ্যন্তরস্থ সমুদয় দৃশ্যের সহিত সেই চিদাকাশ মাত্র, অন্য কিছু নহে। স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর প্রতি তদুপভোগীর চৈতন্য নগরীরূপ ধরে, তদতিরিক্ত অপর কিছুই থাকে না, সেইরূপ জাগ্রদ্দশায় দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকেও আকাশবৎ শূন্য বলিয়া বুঝিবে। এ সংসারে নানা কিছুই নাই। স্বপ্নদৃষ্টপুর আকাশপুর, গন্ধর্ব্বনগরবৎ এই পরিদৃশ্যমান নানা স্বরূপ অনাত্মা বলিয়া জানিবে। প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ স্বরূপ উহার নাই; মাত্র নিজ সাক্ষিভূত আত্মজন্যই উহার আত্মা দৃষ্ট হয়, অতএব একমাত্র ঐ চিদাভাসই নানা না হইয়াও নানারূপে দৃষ্ট হইতেছেন মাত্র। ১-৩। সৃষ্টির প্রথমে প্রলযের ন্যায় অদ্যাপি এই জগৎ স্বপ্নাকাশ-পুরবৎ প্রভাসিত হইতেছে, বস্তুতঃ ইহা অসৎ, কিন্তু সত্যের ন্যায় ইহা অবস্থিত। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের যাহা অল্প পরিজ্ঞাত, মূর্খের তাহা অজ্ঞাত, বাহ্যদৃষ্টি অজ্ঞের যাহা অল্প জ্ঞাত, তাহা প্রাজ্ঞের অজ্ঞাত, এইপ্রকার প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞের অনুভববিসংবাদ নিবন্ধন এই জগৎ-প্রপঞ্চেরও বিসংবাদ এবং এই সর্গ শব্দের অর্থ সত্যাসত্যময় স্বরূপে বিদ্যমান। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাজ্ঞই হউন আর অজ্ঞই হউন, কাহারও অনুভব দ্বারা এই প্রপঞ্চের কোন কিছুর ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হয় না; কেন না, উহাদের উভয়ের পরস্পরের অনুভববিসংবাদনিবন্ধন বাস্তব বিষয় কেহই অবগত নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অজ্ঞরা বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন মাত্র, এই উভয়ের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির অন্তরালে যাহা আছে,

তাহারা তাহা নিজে বুঝিতে পারে না, কিংবা তোমাকেও বুঝাতে সমর্থ হয় না। ৪-৬

সর্গ শব্দের অর্থ নিজ নিজ বুদ্ধিতেই অবস্থিত হইয়া স্ফুরিত হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। তাহা দ্বারা মত্ত ও অমত্তের ভ্রান্ত ও অভ্রান্তবৎ পরস্পরের অন্তর্বুদ্ধি নিবন্ধন ঐ প্রপঞ্চরূপে অন্তঃস্থ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ প্রসিদ্ধি। ইহার মধ্যে বিদ্বদ্‌ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বসময়ে স্থিরতা প্রসক্ত জাগরূক, এই নিমিত্তই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্থির আত্মবস্তু দেখিয়া থাকেন, আর অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধি অস্থিরতা দ্বারা জাগরূক, এই জন্য তাহারা অস্থির বাহ্য বিষয়ই দেখে। তবে বুদ্ধিগত যে প্রপঞ্চস্বরূপ, উহা অত্যন্ত অন্তরেও নহে, কিংবা বাহিরেও নহে; এই নিমিত্ত উহা জ্ঞানী বা অজ্ঞানী—এই উভয়েরই অজ্ঞাতসারে অবস্থিত। যেরূপ জল দ্রব, এই জন্য তরঙ্গ নদীজলেই অবস্থিত, সেইরূপ চেতনপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মসত্তাহেতু এই সর্গলহরী চিৎস্বরূপে অবস্থিত আছে। সুতরাং এই জগৎ চিৎ-চমৎকার ব্যতীত অপর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছু নহে, ঐ চিৎস্বরূপ বলিয়া তাহার সত্যস্বরূপে উপলব্ধি হয়; স্বপ্নপুরাদি যেরূপ প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ চিৎস্বরূপপ্রভাবে বাস্তবিক দৃশ্য ও অদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। অথবা মায়ায় পতিত চিৎ-প্রতিবিম্বই জীব-জগৎ নামে প্রসিদ্ধ। ঘট-পট প্রভৃতি দ্রব্য-প্রতিবিম্বের প্রকৃতপক্ষে কোন মূর্ত্তি না থাকিলেও যেরূপ মূর্ত্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ চিৎ প্রতিবিম্বরূপ জীব-জগৎ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তিহীন হইলেও মূর্ত্তিযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। উহার মধ্যে পিশাচ-দর্শনবৎ ভ্রান্তিপূর্ণ মিথ্যাভূত এই দেহাত্মতা-ভ্রান্তিই অত্যন্ত দুঃখের হেতু। ৭-১১

মনোরাজ্যের মত যাহা অলীক, প্রলম্বিত জলবিম্ববৎ যাহা চঞ্চল এবং যাহা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির অনুভাব-বিবেচিত হইয়া অসত্তায় উপনীত, তাহাতে আত্মতাপ্রসক্তি আবার কি প্রকার? পৃথিবীতে স্থূল বংশবিদারণসময়ে যেমন মনে হয় যে, ঐ শব্দ বংশের ভিতর হইতেই বাহির হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বংশে ঐ শব্দ থাকে না কিংবা উহা হইতে নির্গত হয় না; জলে তরঙ্গ হইতে কিংবা অগ্নিশিখা হইতে যেরূপ আকাশে প্রতিধ্বনিশব্দ এবং বায়ু হইতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে বর্ণ, পদ ও বাক্যের স্ফোট বাহির হইতেছে বলিয়া মনে হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ পূর্ব্বে উহাতে থাকে না, তদ্রূপ বাসনাময় অর্থও অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদির ন্যায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় আত্মা হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মাতে সে সকল অর্থ থাকে না। সর্গাদিতে স্বাত্মচিৎই স্বপ্নপর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকেন, বাস্তবিক কিন্তু তাহাতে শব্দ, অর্থ

কিংবা দৃশ্যতা—এ সকল কিছুই নাই। এই যাহা বিদ্যমান আছে বা প্রভাসিত হইতেছে, সে সমুদয়ই প্রকৃত সত্য, আর সদতিরিক্ত যে কিছু, সৃষ্টির প্রথমে কারণের অভাব জন্য সে সকলের উৎপত্তিই হয় নাই। সুতরাং শব্দভেদার্থশূন্য, নিখিলার্থবর্জ্জিত, একরূপ, সদ্‌ব্যোমস্বরূপ পরম শক্তির স্থানে নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এইপ্রকারে আপনাকে অনুভব কর। ১২-১৬

পরিশুদ্ধা বোধৈকরূপা আত্মবিশ্রান্তি লাভ করত জীব প্রসিদ্ধ স্বত উৎপন্ন অসৎ মনোবিক্ষেপ পরিত্যাগ কর; কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যদি আত্মার দ্বারা আত্মোদ্ধার না হয়, তবে অন্য উপায় আর কিছুই নাই। যতক্ষণ তারুণ্য বিদ্যমান, ততক্ষণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ নৌকার আশ্রয় লইয়া সংসার-সমুদ্রের অন্য পারে গমন কর। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হইবে, এখনই তাহা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ বৃদ্ধ-বয়সে আর কিরূপে উহা লাভ করিবে? তখন নিজের শরীরও ভার বলিয়া মনে হইবে। শৈশব এবং বার্দ্ধক্য এই দুইটি অবস্থাই পশুত্ব অথবা মৃত্যুর সমান। ঐ দুই অবস্থাতেই জ্ঞানসাধন করা সম্ভবপর নহে, যৌবনাবস্থাই জীবের জ্ঞানসাধনের যোগ্য কাল। সেই অবস্থায় বিবেক থাকিলেই জ্ঞানসাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সবিবেক যৌবনই জীবের জীবনস্বরূপ। এ সংসার ক্ষণপ্রভার বিলাসের ন্যায় চঞ্চল; এখানে আসিয়া জীব সৎশাস্ত্র আলোচনা এবং সৎসঙ্গ করিয়া পঙ্ক হইতে বাণগ্রহণের ন্যায় মোহ-পঙ্ক হইতে সারাৎসার আত্মার উদ্ধারসাধন করিবে। অহো! মানবগণের কি নিষ্ঠুরতা! ইহাদিগের গতি কি হইবে? ইহারা মোহপঙ্কে পতিত রহিয়াছে; তথাপি নিজ আত্মার উদ্ধারের উপায় একবারও চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না! ১৭-২৩। ক্ষীণবুদ্ধি গ্রাম্য ব্যক্তি মৃত্তিকায় গঠিত বেতালসভা দর্শন করিয়া তাহার মৃন্ময়ত্ব অবগত হইতে সমর্থ না হইয়া ভ্রমে নিপতিত হয়; পরে ঐ সভাই যেরূপ তাহার ভয়কম্পজ্বরাদি দুঃখের কারণ হইয়া থাকে; পরন্তু যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, কিম্বা যদি ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিরই সেইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে যেমন আর ঐ মৃন্ময়ী বেতালসভা তাহার ভয়জ্বরাদির কারণ হয় না, সেইরূপ এই যে ব্রহ্মময়ী দৃশ্যলক্ষ্মী, ইহা অজ্ঞ ব্যক্তিরই দুঃখাদিভঙ্গের হেতু হইয়া থাকে। ইহাতে যখন প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন একমাত্র সেই ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সে সময় আর দুঃখাদিভঙ্গ কিছুই থাকে না। কারণ, যাহার নিবৃত্তি ছিল না, সেই সর্ব্বদুঃখের কারণ বিষয়াদি প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলেই নিবৃত্ত হয়; যাহার সত্তা সর্ব্বদাই অনুভূত হয়, তাহারও বিলয় ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তখন আর দৃশ্য বস্তু সম্মুখে থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

স্বপ্নসময়ে স্পষ্টানুভব হইলেও জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন-জগৎ যেরূপ অসত্য বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ অনুভূতি বশতঃ সত্যতাবোধ হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে এই সৃষ্টিসংবেদনা চিন্ময় আকাশে শূন্যস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই জীবন যেন জঙ্গল; জন্ম-জরা-কামক্রোধাদিরূপ দাবাগ্নিতে ইহা নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে; এখানে মৃত হরিণের তৃণ-পর্ণ প্রভৃতি সংগ্রহের ন্যায় কখন প্রাপ্তি, কখন বা অপ্রাপ্তিরূপ ক্রমজন্য এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাম জীর্ণ হইতেছে, ইহাদিগকে প্রমত্ত মন এবং প্রাণাদি বায়ুর বহিঃসঞ্চারের সহিত জয় করত জ্ঞানবলে বিদ্যা-অর্জ্জন কর। এইরূপ করিতে পারিলেই মুক্ত হইয়া পুনর্জন্ম-রোধ করিতে সমর্থ হইবে। এই জন্য সেই সাধনাতেই প্রবৃত্ত হও। ২৪-২৯

দ্বিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে ইন্দ্রিয়জয় ব্যতীত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সেই ইন্দ্রিয়জয় কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রজ্বলিত প্রদীপ যেরূপ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির সূক্ষ্ম বস্তুদর্শনের সাহায্য করে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রভূত ভোগাসক্ত, নিজ পুরুষত্বকথনে তৎপর কিংবা নিজ জীবনোপায় ধনাদি-উপার্জ্জনে ব্যসনাপন্ন, তাহার পক্ষে শাস্ত্রাদির আলোচনা ব্রহ্মদর্শনের উপযোগী হয় না এবং ঐ সমুদয় তাহার ইন্দ্রিয়জয়-বিষয়েরও অনুকূল নহে। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে ইন্দ্রিয়জয়-বিষয়ে অবিকল যুক্তি বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমি যে যুক্তি বলিব, সেই যুক্তি অবলম্বন করিলে, অতি সামান্য সাধনসম্পত্তিও মোক্ষফল-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। পুরুষ চিন্মাত্র; সে চিন্তার অধীন হইয়া জীব নামে নিরূপিত হয়। অতএব সেই জীব-নামধেয়—চিন্তায়ত্ত পুরুষ চিত্তবৃত্তির সাহায্যে যাহা গ্রথিত করিয়া দেয়, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং মানব চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার করিবার বাসনায় বাহ্যাকারতা নিরোধ করত ব্রহ্মাকারতা-প্রবোধরূপ তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ ব্যবহার করিবে। সেইরূপ অঙ্কুশপ্রয়োগ দ্বারা মত্ত মনোমাতঙ্গকে জয় করিয়া

ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে সমর্থ হইবে ; নতুবা তাহা হইবার আর অন্য উপায় নাই। ইন্দ্রিয়বর্গের অধিনায়ক হইল চিত্ত; তাহাকে জয় করিতে পারিলেই প্রকৃত জয় হইল; উদাহরণ এই যে, চর্ম্মপাদুকা দ্বারা পদ যদি আবৃত করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীই চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে চর্ম্ম দ্বারা মাত্র চরণাবৃত করায় তাবৎ কণ্টকই যেরূপ জয় করা যায়। তদ্রূপ একমাত্র চিত্তাবরণ করিতে পারিলেই সর্ব্বজয় সুসম্পন্ন। ২-৬।

চিত্তাবচ্ছিন্ন সম্বিদাকার জীবকে যদি স্বচ্ছাকাশে আরোপিত এবং একেবারে তাহাতে পরিণত করিয়া অবস্থান করা যায়, তাহা হইলে শরৎকালীন তুষারের ন্যায় মন আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সম্বিৎকে যত্নের সহিত জীবসম্বিদে সংরুদ্ধ করিতে পারিলে চিত্ত যেরূপ শান্ত হইয়া থাকে, তপস্যা, তীর্থ-পর্য্যটন, বিদ্যাভ্যাস, যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব হয় না। যে সকল বিষয়ের স্মরণ করা হয়, সেই সকল বিষয় তত্তদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসম্বিদে বিলীন কারণরূপ সম্বিদ দ্বারা অবশ্যই বিস্মৃত হওয়া যায়। ফলতঃ সেই সকল সংস্কারের উচ্ছেদ হইলে আর তাহা কখনই স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না। সুতরাং উল্লিখিত উপায়ে এইপ্রকারেই ভোগজয় ঘটিয়া থাকে। এইপ্রকারে স্বসম্বেদনরূপ যত্ন দ্বারা যদি সম্বিৎকে বিষয়ামিষ হইতে অহোরাত্র রুদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞগণের অনুভবসিদ্ধ স্বরাজ্য-পদলাভ সেই উপায়েই সংঘটিত হইয়া থাকে। এইপ্রকারে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা এবং যাহা আপনা হইতেই আসিতেছে, তাহা আমার রুচিপ্রদ, এইরূপ পদে বজ্রবৎ দার্ঢ্য অবলম্বন কর, তাহা হইলেই বৈতৃষ্ণ্য-সিদ্ধি হইবে। আর যখন বৈতৃষ্ণ্যসিদ্ধি ঘটিবে, তখনই ইন্দ্রিয়জয় হইবে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ দেহযাত্রা-বিধানে যে ব্যক্তি ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া শম ও সন্তোষ-অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে, এ সংসারে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয়। যাহার সম্বিৎ অন্তরে রসিকতায় কিংবা বাহিরে নীরসতায় বিরক্ত হয় না, তাহারই মনঃশান্তি ঘটিয়া থাকে। ৭-১০।

যদি সম্বিৎপ্রযত্নের নিরোধে সমর্থ হওয়া যায়, তবেই মন বিষয়ানুধাবনরূপ দুর্ব্যসনপরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ানুসরণরূপ যে দুর্ব্যসন, তাহাই মনশ্চাঞ্চল্য। চিত্ত যদিই চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হয়, তবে সে বিবেকের অনুসরণ করিয়া থাকে। উদার বিবেকসম্পন্ন আত্মাই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই ভবসমুদ্রে বাসনারূপ তরঙ্গাঘাতে পরিচালিত হয় না। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রালোচনা দ্বারা এইপ্রকারে যদি জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়, তাহা হইলে জগতের যাহা সারাৎসার বস্তু, সেই ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। এইরূপ সাক্ষাৎকার যখন ঘটে, তখন সত্যজ্ঞানোদয়ে মরুভূমিতে যেরূপ জলভ্রমজ্ঞান বিদূরিত হয়,

সেইরূপ ভবভ্রমেরও অবসান ঘটে। এ জগৎ অচেত্য ; ইহাতে একমাত্র চিন্মাত্রই অবস্থিত, এরূপ সত্যজ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার আর বন্ধন-মোক্ষ কোথায় ? জল শুষ্ক হইলে জলাশয় যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই কারণশূন্য দৃশ্যও জ্ঞানাদি দ্বারা ছিন্ন হইলে পুনরুৎপন্ন হয় না। কারণ, শূন্যমাত্র বেদনই স্বীয় অবিদ্যাবশতঃ 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি রূপ ধারণ করে। সুতরাং এই যে স্বাধ্যস্ত 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিস্বরূপ জগৎ, ইহাকে জ্ঞান দ্বারা পরিহার করত অধ্যস্ত বিলক্ষণ অধিষ্ঠানমাত্র হইবে। সুতরাং অবিদ্যামাত্রে পর্য্যবসিত 'ইহা', 'তুমি' 'আমি' এই প্রকার জগৎ মিথ্যা বলিয়া আপনা হইতেই শান্তভাবে শূন্যস্বরূপ চিদাকাশ তাত্ত্বিকরূপে অবস্থিত জানিবে। চিচ্ছায়াই চিদাকাশে জগদ্রূপে অবভাসমান। ঐ চিৎই জগৎ ; কাজেই উহা শূন্যস্বরূপ। কারণ, চিৎ শূন্য, তাই এই জগৎও শূন্য। এইপ্রকারে উভয়েরই শূন্যতা সিদ্ধান্তিত। স্বপ্নদর্শনই ঐ দ্বিবিধ শূন্যতাবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য। কারণ, স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও অনুভূত ; উহা অসন্ময় বলিয়া শূন্য এবং অনুভূত বলিয়া উহা শূন্যাশূন্য, কারণ, যাহা অনুভূত, তাহাও অসন্ময়।১৮-২২

হে রাম। স্বপ্নের সংবিত্তি ও মাত্রই স্বরূপ, তাই সেই স্বপ্ন যে যে রাজ্য-বিভবাদিরূপে বহুমত হয়, সে সকলই চিতেরই স্বরূপমাত্র। কেন না, উহা যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ কিছুরই অপেক্ষা করে না, এই জাগ্রৎ-জগৎও তদ্রূপই। কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, এই তিনের অপেক্ষা যে যে বস্তুতে নাই, সে সমুদয়ই চিদ্ঘনমাত্রাত্মক 'অহং'স্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই স্বসংবেদরূপ জগতের যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব যাহা অহং স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, তুমি তাহাই হও। স্বপ্নদশায় মৃত্যু অনুভূতিগম্য হইলেও তাহার যেমন সত্তা নাই, অথবা ভ্রান্তি বশতঃ মরুভূমিতে যে জল দৃষ্ট হয়, তাহা তখন বর্ত্তমান বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ ঐ অবিদ্যার প্রতীতি নিবন্ধন বিদ্যমানতা বোধ হইলেও জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই। চিদাকাশ স্বয়ং শূন্যস্বরূপ ; সেই শূন্যস্বরূপেই তাহার প্রতিভাসবিস্তার ; ঐ প্রতিভাসবিস্তারই জগৎ নামে কথিত ; সুতরাং উহা কাকতালীয়ের ন্যায় ভিত্তিহীন। এই নির্ম্মল জগৎ প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাত নহে, তথাপি উহা প্রতিভাত বলিয়াই বোধ হইতেছে। প্রকাশ জন্য যে চিৎ অপরোক্ষভাবে প্রথিত, সেই নিত্য অপরোক্ষ-পদার্থই পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই যে জীবাদির বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও সেই পরমপদ। যেরূপ জলের আবর্ত্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ ঐ যে আকাশাদি বস্তুপরম্পরা, উহাও শূন্য।২৩-২৯। অবয়বীর রূপ যেরূপ এক সাবয়ব, সেইরূপ জীবাদির অবয়বও সেই একমাত্র ব্রহ্ম ; কিন্তু ব্রহ্মের অবয়ব কিছুই

নাই। কিম্বা জীবাদি ব্রহ্মাবয়ব ; আর সেই যে একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই মাত্র অবয়ববর্জ্জিত। যেরূপ গিরি-নদী-বনাদির প্রতিবিম্ব দ্বারা স্ফটিক-শিলার মধ্যে একটা আভাস দেখা যায়, তদ্রূপ এই যে দৃশ্যপরম্পরা, ইহাও মাত্র একটা আভাসমাত্র। সুতরাং ইহাও সেই শান্ত, স্বচ্ছ, অব্যয় ব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। যিনি চিদ্‌ব্রহ্ম, তাঁহার স্বভাবই যখন জগদ্রূপে প্রতিভাসমান, তখন আর স্বস্বভাবে বিচার কি আর থাকিতে পারে? আদি-অন্ত-মধ্য কোন কিছুর কল্পনাই পরমপদে বিদ্যমান নাই। এই যে অবিদ্যা, ইহা তৎস্বরূপমাত্র। অবিদ্যা নামে অন্য কোন বস্তুর সত্তা এ জগতে নাই। স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা —এই দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থাতেই জীব অবস্থিত থাকুক না কেন, সেই জীব যেরূপে এক এবং একইরূপে অবস্থিত, সেইরূপ এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা যে ভাবাপন্নই হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে নিখিল বৈচিত্র্যময় এই জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-মাত্র। জগৎতত্ত্ববিজ্ঞান এই প্রকার হওয়াই উচিত। সুষুপ্তাবস্থ (অজ্ঞানাবৃত) হইয়া আত্মার স্থিতি এবং তুর্য্যাবস্থ (শুদ্ধাত্মতা) এই দুই অবস্থা ভ্রান্তিকৃত সর্পের অন্তরে অজ্ঞানরজ্জু ও মাত্র রজ্জুবৎ। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থার মধ্যগত যাহার বুদ্ধি বুদ্ধ, সে কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, উভয় অবস্থাকেই একই সেই তুর্য্য বলিয়া অবগত হয়।৩০-৩৪। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয়ই তত্ত্ববোধীর নিকট তুর্য্যাবস্থায় বিদ্যমান। যেহেতু তত্ত্ববোধীর অবিদ্যা নাই ; সুতরাং তিনি দ্বয়স্থ হইলেও অদ্বয় বলিয়াই কথিত। কেন না, যাঁহারা অবিদ্যার পারে অবস্থিত, তাঁহাদের দ্বৈত আবার কি? এবং 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি কল্পনার অবসরই বা তাঁহাদের কোথায়? যাহাদের তত্ত্ববোধের উদয় হয় নাই, দ্বৈতাদ্বৈতাদি-ভেদজ্ঞাপক বচন-প্রবন্ধ-বিভ্রম লইয়া সেইরূপ তরলমতি শিশুগণই খেলা করিয়া থাকে। যাহারা তত্ত্ববোধী প্রবীণ পুরুষ, তাঁহারা ঐ অপরিপকবুদ্ধি অতত্ত্বজ্ঞগণকে দেখিয়া হাস্য করেন। অবশ্য প্রবুদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তিরাও দ্বৈত-বিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিবাদপ্রবৃত্তি মাত্র শিষ্যগণের প্রবোধ জন্যই হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রবোধরূপ হৃদয়াকাশের নির্ম্মলতা দ্বৈত-বিবাদেচ্ছা ব্যতীত প্রকাশ পাইতে পারে না, সেই জন্য আমি সুস্থভাবে তর্ক-বিবাদ তুলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার করিয়াছি। গৃহের যেরূপ সম্মার্জ্জনী, তদ্রূপ এই বিচার হৃদয়মন্দিরের ভস্ম মার্জ্জনা করিয়া দিবে।৩৫-৩৯।

এইপ্রকারে অবিদ্যা-ভস্ম যখন মার্জ্জিত হয়, তখনই অধিকারী হওয়া যায়। অধিকারী হইলেই চিত্ত ব্রহ্মগত হয়, প্রাণ ব্রহ্মময় হয়, সেই অবস্থায় পরস্পরকে বোধ প্রদান করত নিরন্তর সেই ব্রহ্মবিষয়িণী কথা কহিতে কহিতে পরম তৃপ্তি লাভ হয় এবং সততই ব্রহ্মানন্দে রতি হইয়া থাকে।

এই প্রকারে যাহারা প্রীতির সহিত ভজনা করিয়া থাকে, সর্ব্বদা বিচারসম্পন্ন হয়, সেইরূপ ব্যক্তিগণেরই কালক্রমে ঐ মদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ দৃঢ় হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধিযোগের যখন উদয় হয়, তখনই তাঁহারা মোক্ষ নামক পরমপদ লাভ করেন। অগ্নি, জল, পশু প্রভৃতি হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্তকে রক্ষা করিতে হইলে যত্নসাধ্য উপায় অপেক্ষা করে, আর এই ত্রৈলোক্যের যে ব্রহ্মভাব-সম্পাদনে আত্যন্তিক রক্ষারূপ তত্ত্বজ্ঞান, তাহা প্রযত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? যে সমুদয় জগজ্জীব মানুষানন্দ হইতে হিরণ্যগর্ভানন্দ অবধি 'পর পর শত শত গুণোৎকৃষ্ট সুখভোগকামনায় চতুর্দ্দশ ভুবনভেদে সুবিস্তীর্ণ, হৃদ্‌গত অপকৃষ্ট কামজয়ে অসমর্থ ও অধ্যাত্মবিষয়ে আসক্তিশূন্য, তাহারা অতি তুচ্ছ ভোগাসক্ত বলিয়া যে অত্যধিক আনন্দরূপ উত্তম স্থিতির নিকট উপহাসাস্পদ, সেরূপ সর্ব্বোত্তম স্থিতির জন্য কে না যত্নশীল হইবে? তাৎপর্য্য এই, উহা পাইবার জন্য সকলেরই অবশ্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। ৪০-৪৩। এই যে, চিত্তের অঙ্কুর-স্বরূপ রাজ্যাদি সুখ, ইহার কথা আর কি কহিব? যাহা তত্ত্বজ্ঞানলাভরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম বিশ্রাম, তাহার নিকট ইন্দ্রত্বও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ পদার্থ। যাহারা অজ্ঞাননিদ্রায় অভিভূত হয়, এবং দৃশ্য ভোগবিষয়-ভোগেই আসক্ত হয়, তাহারা সততই যেরূপ উহাতে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এই দৃশ্যপরম্পরার দর্শনেই নিমগ্ন থাকে, সেইরূপ যাহারা শান্ত তত্ত্বজ্ঞ সাধু পুরুষ, তাঁহারা দৃশ্যব্যাপারে অসক্তিহীন ও প্রসুপ্তসদৃশ অবস্থিত হইয়া সেই যে অত্যধিক আনন্দপদ, তাহাতে প্রবুদ্ধ-অবস্থায় অবস্থান করত অনবরত কেবল তাহাই দেখিতে থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে জ্ঞানিবর্গ যাহাতে সুপ্তের ন্যায় দর্শনবিমুখ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি তাহাতে প্রবুদ্ধ থাকে এবং অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে সুপ্তাবস্থ, জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্ম-পদে জাগ্রৎ থাকিয়া নিরন্তর তাহার দর্শনানন্দ উপভোগ করত উন্মত্তের ন্যায় থাকেন। এইরূপ যে নিত্য অপরোক্ষ নিরতিশয়ানন্দরূপ মোক্ষপদ, তাহা যত্নের আতিশয্য ব্যতীত কখনও সিদ্ধ হয় না। যাহা সেই পরমপদ, তাহা সুবৃহৎ অভ্যাস-বৃক্ষেরই ফলস্বরূপ। আমি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন ভঙ্গী অবলম্বন করত কিম্বা নানারূপ যুক্তির আশ্রয় লইয়া অথবা কথাখ্যানাদির বাহুল্যবশে এই যে বার বার একই কথা বলিয়া আসিতেছি, ইহা তোমাদিগের অভ্যাসের দৃঢ়তার নিমিত্ত; পরন্তু একই কথা অনেকবার বলিয়া অথবা সহস্র সহস্রবার পুনরুক্তি দ্বারা পল্লবিত করিয়া গ্রন্থবাহুল্যের কি প্রয়োজন? অশ্রদ্ধা একপ্রকার দুর্ম্মতি, তাহা অবলম্বন করা তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহাদিগের মধ্যেও দুই এক ব্যক্তিরই মাত্র অভ্যাসাপেক্ষা নাই। যাহার বুদ্ধি অজ্ঞতাপূর্ণ, এইরূপ বিস্তৃত উপদেশবাক্য তাহাকে প্রদান করিলেও এইদুরূহ

আত্মতত্ত্ব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ৪৪-৪৭। এই আমার কথিত শাস্ত্রের বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে চিরকাল যদি কেহ ইহার আস্বাদ গ্রহণ করে, কিম্বা ইহার শ্রবণ অথবা কথন দ্বারা আলোচনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, এ কথা নিশ্চিতই। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইহা একবারমাত্র দেখিয়াই মনে করে যে, আমার দেখা হইয়া গিয়াছে, আর সেইরূপ স্থির করত ইহা পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অধম,—শাস্ত্রসমূহ হইতে একমুষ্টি ভস্মও তাহার অধিগত হয় না। এই আখ্যান পুরুষার্থ-ফলদায়ক; ইহা বেদের ন্যায় সতত অধ্যয়ন করা উচিত। ইহাকে পূজা করিতে হয়; ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করাও অত্যাবশ্যক। শাস্ত্রে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমুদয় বেদবাক্য বলিয়াই বিদিত। পক্ষান্তরে, এই শাস্ত্র যদি বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে বেদের পূর্ব্বক্রিয়াকাণ্ড ও উত্তরক্রিয়াকাণ্ড—এই উভয়েরই অর্থজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঐ উভয়ার্থবোধ দ্বারা আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারিত হয় এবং ফলসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তাৎপর্য্যাবধারক তর্ক দ্বারা বেদান্তের যে ব্যবস্থা আছে, এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইলে তাহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই যে আখ্যান, ইহাই শাস্ত্রমধ্যে উত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমি যে কপটতা করিয়া ইহা তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কারুণ্যবশেই বলিলাম। এই দৃশ্যপরম্পরা যে একটা অলীক মায়া, ইহা তোমরাও জান। সেই জন্য বলিতেছি, এই শাস্ত্রের বিচারালোচনা নিরন্তর কর। ৪৮-৫৩।

এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের আলোচনা করিলে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। লবণ দিলে ব্যঞ্জন যেরূপ রুচিকর হয়, ঐ জ্ঞানও সেইরূপ রুচিকর হইয়া থাকে। ভোগাসক্ত মানব এই আখ্যানকে যেন কাব্য-কথা বলিয়া মনে না করে, বারম্বার মৃত্যুপরম্পরা ভোগ করিয়া আত্মাকে যেন মোহগর্ত্তে পাতিত করত আত্মঘাতী না হয় এবং ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া বার বার যেন জন্ম-মৃত্যু-যন্ত্রণা তাহারা না ভোগ করে। কাপুরুষ ব্যক্তিরাই দুরভিমান পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, নিজের পিতার কূপ থাকিতে অন্যত্র যাইব কি নিমিত্ত? এইপ্রকার দুষ্ট অভিমানবশেই তাহারা নিকটস্থ গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া থাকে। কূপের ক্ষীরোদক পান করিবে, তথাপি পবিত্র গঙ্গাজল পান করিবে না। আমি যে সকল ব্যক্তির কথা কহিলাম, এইরূপ অনেক মানব আছে, যাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই তপস্যাদি ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তার্কিক ও মীমাংসক ছিলেন। আমরা তাঁহাদেরই বংশধর। অতএব তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়া

গিয়াছেন, আমরাও সেই পথই গ্রহণ করিব। তাঁহারা যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তখন কি জন্য আমরা তাহা করিব ? এইরূপ বিচারবিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে ; তোমরা কখনও এরূপ করিও না। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইবে যে, বার বার জন্মপরম্পরা উপভোগ করিবে, এবং উত্তরোত্তর মূর্খতাই লাভ করিবে। এই জন্য বলিতেছি, মূর্খতা লাভ করিবার জন্য কেহ যেন পূর্ব্বকথিতরূপে বিচার অবলম্বন করত মদুক্ত এই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। ৫৪-৫৬

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই চিদাদিত্য-মণ্ডল সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ বলিয়া তাহাতেই এ জগৎ পরিস্ফুরিত ; সেই জন্য জীবাণুপুঞ্জরূপ কত অনন্ত অবয়ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাহাতে প্রকাশ-স্বরূপে বর্ত্তমান। এই জন্যই চিদাদিত্যের নিরবয়বাত্মতা সিদ্ধ হইয়াছে। এইপ্রকার সমপ্রকাশ স্বভাবদর্শনে নক্ষত্রনিকরের পরস্পর অভেদ ও নিরবয়বতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, নক্ষত্রভেদের ন্যায় জীবব্রহ্মের কোনরূপ ভেদ নাই। ঘটাকাশাদির উপাধি জন্যই জীব-ব্রহ্মভেদ ; সেই ভেদক বস্তু ও অন্তঃকরণাদি উপাধি বস্তু সমুদয়ই পরম অখণ্ডাকার 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার অপরোক্ষজ্ঞানের প্রাপ্তি সত্ত্বে নিজ উপাধিরূপ ও স্বকৃত ভেদ পরিত্যাগ করে। পরন্তু ইহাও বলা যায়, জীবের অবিদ্যাজনিত পরস্পর বিরুদ্ধভাব পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় এবং ব্রহ্মৈক-বাক্যতার বিচ্ছেদ নিবন্ধন ভেদভঙ্গও অনর্থবৎ প্রতিভাসিত হয়। তখন বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যার ধ্বংস হয়, বিরুদ্ধ ধর্ম্মনিরাকরণ দ্বারা আবার ব্রহ্মৈকবাক্যতা সম্পন্ন হয়। তখন আর 'অবয়ব' 'অবয়বী' এইরূপ ভাব দ্বারা ভেদক বা ভেদকাতিরিক্ত আর কি হইতে পারে ? তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, অবিদ্যান্তঃকরণে দেহ-ভেদাদি অবস্থায় পূর্ব্বেই জীব ভিন্ন হইয়া থাকেন ; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মৈকভাব প্রাপ্ত হয় ; কারণ, ব্রহ্মবস্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই বিষয়, উহা সকল অবস্থাতেই ভেদাদি মলশূন্য একরসীভূত ; উহাতে দ্বৈতভাবরূপ মল কিছুমাত্র নাই। অতত্ত্বজ্ঞ জনই অতত্ত্বজ্ঞের বিষয় বিদিত আছে। আমরা তাহা জ্ঞাত নহি। ১-৪

'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপ মলিন পদার্থসমূহ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে ;

এমন কি উহাদিগকে কোন পদার্থমধ্যেই গণ্য করা যায় না। যদি বল কেন? —তাহার উত্তর এই যে, সেই আমি, এই ব্যক্তি অজ্ঞ, ইহা সত্য, উহা সত্য নহে ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞের কখনই সম্ভবপর হয় না। যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত, তাহারই নিকট মৃগতৃষ্ণা প্রথিত; স্বর্গে কিংবা সুমেরুতে পিপাসাদি নাই; সেখানে মৃগতৃষ্ণার অস্তিত্ব কোথায়? ইহা স্থাণু, ইহা শুক্তি ইত্যাদি দ্রব্যতত্ত্বজ্ঞান যাহার আছে, তাহার যেমন উহা স্থাণু বা পুরুষ, এইরূপ সংশয় হয় না কিম্বা ইহা শুক্তি নহে—রজত, ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞান জন্মায় না, তদ্রূপ যখন পরমতত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, তখন আর ভেদভ্রম থাকে না। ৫-৬।

এ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, ইহার উৎপত্তিও হয় নাই, ইহা বর্ত্তমানে যে আছে, তাহাও নহে, আর যে হইবে, তাহাও নহে। তবে যে এ জগৎ এ ভাবে বিদ্যমান, ইহা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই এইরূপে বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে, এইরূপে মার্জ্জন-দ্বারা গৃহীত চিদাকাশ-প্রতিভাস শুদ্ধ ব্রহ্মভাবেই অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই অবস্থায় শুদ্ধ ব্রহ্মই জগৎ, এইরূপই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ অবগত হইয়া থাকেন। সে সময় কোন জড় পদার্থই তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হয় না। স্বপ্নকালে কিম্বা মনোরাজ্য-কল্পিত নগরে যেরূপ সেই একমাত্র নির্ম্মল চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই নাই, তদ্রূপ এই জাগ্রৎ জগতেও চিন্মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই উপাধি-স্বরূপ নাই। এইপ্রকার উপাধিবর্জ্জন-স্বীকারে রূপহীন জীবের রূপান্তরও কিছুই নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে কি উপাদান-কারণ, কি নিমিত্তকারণ, কোন কিছুই যখন নাই, তখন আর জগৎরূপ বস্তুর বিদ্যমানতার কথা কি আছে? সুতরাং কিছুরই উৎপত্তি নাই; যাহা উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়, তাহা অনাদিপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশই চিৎস্বভাবের প্রভাবে স্বয়ং সেইরূপে প্রতিভাত। অতএব ইহলোকে কেহ নাই; কোন চিৎপ্রপঞ্চও নাই। এই যে অজ্ঞজন-পরিজ্ঞাত ব্রহ্মাদি ব্যষ্টিসমষ্টি জীব ও জীবোপাধি, এ সকলের কিছুরই অস্তিত্ব নাই; পক্ষান্তরে, সেই স্বয়ম্ভূ ও প্রপঞ্চ ব্রহ্মসান্নিধ্য হইতে শূন্য এবং বিশাল বিস্তীর্ণ চিদাকাশই নিজ চিৎপ্রভাবে সেইরূপে বিভাত হইতেছে। ৭-১১

চতুঃষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি এই তিনটি পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবেশ দ্বারা প্রত্যেকেই তিন প্রকার; যথা—জাগ্রৎ-জাগ্রৎ,জাগ্রৎ-স্বপ্ন,জাগ্রৎ-সুষুপ্তি; স্বপ্ন-জাগ্রৎ, স্বপ্ন-স্বপ্ন, স্বপ্ন-সুষুপ্তি; সুষুপ্তি-জাগ্রৎ, সুষুপ্তি-স্বপ্ন, সুষুপ্তি-সুষুপ্তি। ইহার মধ্যে জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের নিরপেক্ষতার জন্য সমগ্র পদার্থ কেবল মনোময় হইয়া থাকে; তাই স্বপ্নোপমায় স্বপ্নই জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। এত দিন আমি নিদ্রিত ছিলাম, এখন জাগ্রত হইলাম, স্বপ্নেও এইপ্রকার প্রতীতি দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বানুভবসিদ্ধ জাগ্রৎই স্বপ্ন-জাগ্রতে স্বপ্নত্ব পাইয়া থাকে। স্বপ্নের যেরূপ জাগ্রৎ-প্রবেশ, জাগ্রতেরও তদ্রূপ স্বপ্ন হইতে প্রবোধ এবং স্বপ্নরূপ জাগ্রৎ হইতে প্রবোধের পর জাগ্রৎরূপ স্বপ্নে প্রবেশ; এইরূপ পরস্পরানুপ্রবেশের ন্যায় পরস্পর নিমিত্ততাও দৃষ্ট হয়। জাগ্রৎ-স্বপ্নশালী সর্ব্বসময়ে স্বপ্ন স্বপ্ন বলিয়া থাকে এবং স্বপ্ন-জাগ্রৎবান্‌ও জাগ্রৎ জাগ্রৎ এই প্রকার বলে, কার্য্যকালে ঐ দুইয়েরই ব্যপদেশসাঙ্কর্য্যও দৃষ্ট হয়। সেই স্বপ্নদশায় জাগ্রৎ এই সাধারণ জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভূত হয়, এই জন্য উহা জাগ্রৎই, স্বপ্ন নহে। আরও দেখ, জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে যে অনুভবকর্ত্তা, তাহার জাগ্রৎ—স্বপ্নই; উহা কখনই জাগ্রৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রতে সদাই অল্পকালব্যাপী স্বপ্ন এবং স্বপ্নে সততই স্বল্পকালাত্মক জাগ্রৎ বিদ্যমান। ১-৫।

এইপ্রকার পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়েরই কোনরূপ ভেদভিন্নতা নাই। একে অন্যের প্রবেশ আছে, এই নিমিত্ত ঐ উভয়েরই পরস্পরানুপ্রবেশ বিরাজমান; সুতরাং যুক্তিসহকারে দেখিলে উভয়ই অসন্ময় হয়। ইহা তুমি অনুভব করিতে পার না যে, স্বপ্নাবসান জাগ্রতে এবং স্বপ্নদৃষ্টার্থ জাগ্রদ্দশায় সাদৃশ্য মাত্রই; পক্ষান্তরে, জাগ্রতেরও স্বপ্নের ন্যায় অনিবৃত্তি নাই এবং সেই অবস্থায় দৃষ্টপদার্থের অসত্তাও কখন নাই। অতএব স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ্বৈধর্ম্ম্য স্পষ্টতই প্রতীয়মান; কারণ, জাগ্রৎ-লক্ষণ স্বপ্নের—মৃত্যুকালীন পরলোকপ্রবোধ এবং আত্যন্তিক দ্বৈতনাশ-লক্ষণ তত্ত্বপ্রবোধের নিবৃত্তি আছে। আরও দেখ, প্রতিদিন স্বপ্নানুভূতিরূপ স্বপ্নার্থ-বোধসময়ে ও সুষুপ্তিসময়েও ঐ জাগ্রৎ শূন্যভাবের হইয়াই অবস্থান করে। এই নিমিত্ত বলিতেছি, মাত্র সাধর্ম্ম্য আছে, বৈধর্ম্ম্য কিছুই নাই। আরও দেখ, ইহাও তোমার বলা কর্ত্তব্য হয় না যে, আজ যে স্বপ্ন দৃষ্ট হইল, আগামী দিবসের স্বপ্নে তাহার অর্থ নাই; জাগ্রদবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার অর্থ আগামী দিনের জাগ্রৎসময়েও থাকিবে; এ বৈষম্য নিবারণ করা যায় না; কারণ, বিভিন্ন

জন্মের সেই সকল দৃষ্ট পদার্থের অনুবর্ত্তন নাই। জীবিতকালে স্বপ্নে মৃত্যুর বোধ ব্যতীত পরলোকাত্মক জাগ্রৎ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এইপ্রকারে আজিকার স্বপ্নে জীবনাদি সকল বস্তু শূন্য হইলেও ভ্রম নিবন্ধন নানা মায়াত্মক হইয়া যৎকালে জীবিত হইলাম, এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে আগামী দিনের কিংবা পূর্ব্বদিনের স্বপ্ন পরলোকাত্মকপ্রায় দৃষ্ট হয় না বা সেই পরলোকের কোন বস্তু ইহলোকে আসিয়াছে, ইহাও দৃষ্ট দেখা যায় না ৬-৯।

স্বপ্নকালীন এই জগত্রয় যেরূপ চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মক, তদ্রূপ জাগ্রদ্-দশায়ও সর্গ হইতে অন্তঃকরণে এই ত্রিজগৎ চিচ্চমৎকৃতিমাত্রাত্মকরূপে প্রভাসিত। এই দৃশ্যমান পৃথিবী প্রভৃতির আকারবত্তা জাগ্রদ্‌দশায় প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ অসত্যরূপেই বিরাজমান জানিবে। উহা তেজঃপদার্থের আলোকের ন্যায় এই জগদাকাশে পূর্ণরূপে অপ্রকাশ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা চিদাকাশেরই স্বভাবমাত্র ।১০-১৩। আকাশে, গৃহে, ভিত্তিতে, স্থলে, জলে, সকল স্থানেই সেই চিতের স্বাভাবিক জগদভিধেয়া চমৎকৃতি অত্যধিক দীপ্তি পাইতেছে। তাই বলি, যখন এই শূন্যস্বরূপা অসত্যরূপা ভ্রান্তিই সত্য বস্তুর ন্যায় বিরাজমানা, তখন এই ভ্রমে আগ্রহের আর কারণ কি? গ্রাহ্য, গ্রাহক, গ্রহণ এই ত্রিপুটী জগৎরূপ অসত্যমাত্রই; অধিষ্ঠানসত্তায় এ জগৎ সৎ কিংবা অসৎই হউক, সত্য বা মিথ্যার কোন একটির নির্ণয়রূপ আগ্রহে আবশ্যক কি? ইহা এইরূপ বা অন্যবিধ যাহাই হউক না কেন, এ বিষয়ে তোমাদের আবার অপরপক্ষগ্রহণের অভিমান-সম্ভ্রম কি? কারণ, অজ্ঞান নিবন্ধনই একতর পক্ষাভিমানের উদ্ভব হয়; পরন্তু তোমরা যখন বাস্তবিক সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছ, তখন তোমাদের এতদন্তর্গত ভোগলক্ষণ ও ইহার সত্যতা-প্রতিষ্ঠারূপ ইতর সারহীন ফলে আগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। ১৪-১৭

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততমসর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! বাদি-ভেদ-সম্মতা খ্যাতি চারি প্রকার; —অখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি এবং আত্মখ্যাতি। এই চারিটি খ্যাতির মধ্যে কোন্ খ্যাতিতে এই চিচ্চমৎকৃতি প্রতিভাত হইতেছেন, এইরূপ একটা সন্দেহ বোধ হয় তোমার মনে উদয় হইয়াছে। উহার নিরাকরণের জন্য যাহা বলি, শ্রবণ কর। ঐ যে বাদীদিগের ভেদ-সম্মত খ্যাতিভেদ-চতুষ্টয়,

উহা বিদ্বদগণের দৃষ্টিতে শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক পদার্থ। আত্মখ্যাতি হইল পঞ্চমী খ্যাতি, 'উহা অলৌকিকী; এই অলৌকিকী খ্যাতিই সার্থক। উহাকেই বক্ষ্যমাণ শিলোদরপ্রতিম নিরন্তরঘনা বলিয়া জানিবে। ঐ খ্যাতি বাচ্যার্থসম্পন্না, অন্যবিধ খ্যাতিশব্দ-বিরহিতা এবং অখণ্ডার্থক পদদ্বয়-লক্ষ্যা। তোমার মনে আবার এই সন্দেহ হইতে পারে যে, 'আত্মাই খ্যাতি' এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য দ্বারা যদি অন্বয় করা হয়, তাহা হইলে আত্মাই বা কি এবং খ্যাতিই বা কাহার হইতে পারে? এই আশঙ্কানিরাসের কারণ—চিদাকাশসৃষ্টি প্রথম হইতেই এইরূপে বিস্তীর্ণ; সুতরাং স্বয়ং আত্মাই আত্মায় স্বচৈতন্য-মহিমায় এই সর্গত্ব প্রখ্যাপিত করিয়াছেন; এই জন্য আত্মারই সর্গতাবিষয়িণী খ্যাতিসিদ্ধি প্রতিপন্ন হইল। এ জগতে নদীপ্রবাহ বিদ্যমান নাই এবং উন্মজ্জন-নিমজ্জনও কোথাও নাই। সেই ক্রিয়াহীন চিৎস্বরূপ আকাশ আকাশস্বরূপেই খ্যাতি-প্রাপ্ত; উহা কখন খ্যাতিশব্দ-বিরহিত এবং একেবারেই ভাবকল্পনাশূন্য।১-৩। জ্ঞানিগণ বলেন, উহার উত্তর পদ খ্যাতিশব্দ এবং সেই অর্থ ব্যতীত স্বপ্রকাশ আত্মাই স্বাত্মক সৃষ্টিপ্রখ্যানাত্মক; এই নিমিত্ত উহা আত্মখ্যাতি নামে কথিত হইয়া থাকে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যখন একমাত্র আত্মাই এবং সেই আত্মা স্বপ্রকাশাত্মাই, তখন তিনি তো কখনই নিজাতিরিক্ত খ্যাতিতে প্রখ্যাপিত হইতে পারেন না। এইপ্রকারে এই অখ্যাত বাক্যের প্রয়োগই যুক্তিসঙ্গত; পক্ষান্তরে, ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বারা যে অখ্যাতি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, উহা আত্মায় প্রয়োজ্য নহে। বুঝিয়া দেখ যে, প্রথমে যে অখ্যাতি প্রভৃতি শব্দ উক্ত হইয়াছে, উহা চিন্মাত্রসর্গে সঙ্গতিশূন্য। কারণ, খ্যা-ধাতুর অর্থ—প্রথাভাব; তদুত্তরের প্রত্যয়ার্থ সত্তা; কাজেই খ্যাতি শব্দের অর্থ দাঁড়াইল খ্যানাত্মিকা সত্তা, এরূপ ক্ষেত্রে আত্মায় আবার খ্যাতি কি? এবং তদ্বিপরীতার্থশালী অখ্যাতি বাক্যযুক্তির বাস্তবিকতাই বা তাহাতে কি হইতে পারে?, আরও, ণিচ্-প্রত্যয় দ্বারা যদি খ্যাপনার্থ নিষ্পাদন করা যায়, তাহা হইলে এক দীপ দ্বারা অন্য দীপের খ্যাপনের ন্যায় সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার খ্যাপন-আখ্যাপনের সম্ভাবনাই বা কি আছে? এইপ্রকারে ইহার দ্বারা অসৎখ্যাতি এবং অন্যথাখ্যাতিরও নিরাস অবশ্যম্ভাবী। যদি এরূপ স্বীকার কর যে, স্বপ্ন-মনোরাজ্যাদি দৃশ্যের মধ্যে অখ্যাতি, অন্যখ্যাতি কিংবা অসৎখ্যাতি—চিন্মাত্ররূপচিত্ত চমৎকৃতিই তুল্যরূপে প্রভাসমান, তবে আমাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।৪-৭। ঐ চিন্মাত্র ব্যোমভাস্করের যে চিদংশুপুঞ্জ, তাহা যখন যেরূপে প্রত্যয়গোচর হইয়া থাকে, তখন তাহা সেইরূপেই পরিস্ফুরিত হয়। তাহা হইলে ইহাই স্থির হইল যে, ঐ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, ও অন্যথাখ্যাতি,

এ সকলই চিচ্চমৎকৃতিযোগে আত্মখ্যাতিরই বিভূতিমাত্র। উহা আদ্যন্তহীন, অবর্ণনীয় এবং একমাত্র ঘনাকারে প্রভাসিত। এ সম্বন্ধে এক শ্রুতিসুখকর উপাখ্যান আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা দ্বৈতদৃষ্টির প্রতিষেধক ও বোধ-সূর্য্যের প্রকাশক। ৮-১১। এক বিমল কঠিন বিশাল শিলা আছে। উহা পরিমাণে এক-সহস্র-যোজন এবং নীল আকাশভিত্তির ন্যায় উহা বিরাজিত। উহাতে অবয়ববিশ্লেষ-ঘটনা বিদ্যমান নাই। উহা আকাশবৎ নির্ম্মল; নিবিড় বজ্রসার তুল্য সুবিস্তৃত। ঐ শিলার অভ্যন্তর অত্যন্ত পুষ্ট ও অতীব কাঠিন্য-যুক্ত। অসংখ্য কল্পকাল গত হইলেও উহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। উহা দেখিতে ঘনাবয়ব, মনোরম এবং নির্ম্মলতায় আকাশের ন্যায় ভাসমান। উহার তুল্য দ্বিতীয় বস্তু আর নাই; তাই উহা বিশিষ্ট; উহা কোন্ স্থানে কি প্রকারে বিদ্যমান কিংবা কিরূপে বা উহার উৎপত্তি, এইরূপ দেশ-কাল-প্রকারও উহার একেবারেই প্রসিদ্ধিহীন, ঐ শিলা সততই একই ভাবে বিরাজিত। উহার অভ্যন্তর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎশূন্য; চিত্রময় স্ফটিকশিলাভ্যন্তরস্থ চিত্রের ন্যায় অঙ্গস্বরূপ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-খড়্গ-খট্বাঙ্গাদি উহাতে বিরাজমান। সেই শিলার উদরদেশে গগন, পবন ইত্যাদি কোন কিছুই নাই। পরন্তু উহাই তথাবিধ দৃশ্যমান স্বগর্ভস্থিত চিত্রসমূহের আকাশ, বাতাস, জল, তেজ ইত্যাদি বিবিধ নাম নির্দ্দেশ করে। উহার দেহ নাই; সুতরাং নিজের জীব নাম প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ১২-১৮

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কথিত বিষয় তো শিলা; শিলা অচেতন পদার্থরূপে লোক-প্রসিদ্ধ। উহার চৈতন্যের সম্ভাবনা কি প্রকার, তাহা বলুন। যদি উহার অচেনত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বগর্ভগত চিত্রের আকাশ, বাতাস প্রভৃতি নামনির্দ্দেশে সমর্থ হইল কি প্রকারে? ১৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—উক্ত শিলা চেতন বা জড়, কোন কিছুই নহে। উহা আকারে প্রকারে অতি বিশাল এবং অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন। উহার জাতিতত্ত্ব জানিতে পারেন, এরূপ অন্য কেহই বিদ্যমান নাই। ২০

শ্রীরাম বলিলেন,—যদি অন্য কাহারও সত্তা না থাকে, তাহা হইলে তাহার গর্ভস্থ গগন-পবনাদির লেখা কে দেখে? টঙ্কাস্ত্র দিয়া কেই বা ঐ শিলায় চিত্ররেখা আঁকিল? এ সকল বৃত্তান্ত আমাকে বলুন। ২১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ঐ শিলা অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ভেদ্য; উহার বেত্তা কেহই নাই। উহা নিজ দেহ দ্বারা নিজেই সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহার মধ্যে শত শত গণনাতীত চিত্রময় শৈল, বৃক্ষ, নগর, পুর বিরাজমান। ঐ শিলায় দেব-দানব সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম সাবয়ব-নিরবয়বরূপে প্রতিমার ন্যায় চিত্রাকারে

প্রভাসিত, উহাতে আকাশ নামে এক চিত্র বিদ্যমান, তাহা অনন্ত বিস্তীর্ণ। তাহার মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, রবি, শশী-নামে বহুল উপলেখাও বিরাজিত। ২২-২৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! সেই শিলালিখিত লেখাসমূহ কে দর্শন করিয়াছে? সেই লক্ষিত লেখাসমূহই বা কিরূপ এবং সেই অতি-কোষবর্ত্তী লেখাসমূহ কোন্ উপায়েই বা অবলোকন করা যাইতে পারে? ২৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যে লেখার কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমিও যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সমাধিস্থ হও, দেখিতে পাইবে। ২৭

শ্রীরাম বলিলেন,—আপনিই তো বলিলেন যে, সেই শিলাখণ্ড বজ্রের ন্যায় কঠিন; তাহা ভগ্ন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। তবে আপনি তাহার উদরাঙ্কিত লেখা দেখিলেন কিরূপে? ২৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! আমি বশিষ্ঠ, আমিই তো সেই শিলাভ্যন্তরে রেখারূপে বিরাজমান। এই নিমিত্ত তাহার অন্তর্গত লেখাসমূহ আমি দর্শন করিয়াছি। তবে ইহা সত্য বটে যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই শিলা ভঙ্গ করে। আমি তাহার ভিতরে অবস্থিত আছি এবং তাহার অভ্যন্তরে সেই লেখাসকল দেখিতে পাইয়াছি। ২৯-৩০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে গুরো! ঐ শিলাই বা কি এবং আপনিই বা কে? আপনি কোথায় আছেন? কি শিলার কথা আপনি বলিতেছেন? আপনার বাক্যের মর্ম্ম তো আমি কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। স্পষ্টরূপে বলুন, আপনি কি প্রকৃতই উক্ত শিলা দেখিয়াছেন? ৩১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! আমি ঐ প্রকার বাক্যের দ্বারা পরাত্ম-মহাসত্তার কথাই তোমাকে বলিয়াছি। তবে ইহা জানিবে যে, উহা সত্য-সত্যই যে মহাশিলা, তাহা নহে। আকাশ, বাতাস ইত্যাদি চারিটি ভূতই উহার অঙ্গ। ক্রিয়া, শব্দ, বাসনা, কাল এবং কল্পনা, এ সমুদয়ও সেই শিলার অঙ্গীভূত। বিস্তৃতভাবে বলিলে বলিতে হয়, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সকলই সেই শিলার অঙ্গস্বরূপ। এই যে আমরা বিদ্যমান আছি, আমরা প্রত্যেকেই সেই পরমাত্ম-মহাসত্তার মাংসস্বরূপে বিরাজমান। বস্তুতঃ তাহা হইতে আমাদের কোন ভেদ নাই। তবে যে আমরা ভিন্নরূপ মনে করি, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। এই সুবিশাল চিন্মাত্রাত্মিকা শিলা ব্যতীত আর অন্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি, আমার নিকট প্রকাশ কর। এই যে কিছু ঘটপটাদি দেখিতেছ, এ সকলই বিশুদ্ধ বেদনমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। একই জল যেরূপ তরঙ্গাকারে পৃথক্‌রূপে বোধ হয়, তদ্রূপ

এ সকলও স্বপ্নের ন্যায় প্রতীতি-গোচর। ফল কথা, নিখিল দৃশ্যই ব্রহ্মঘন, চিন্মাত্রঘন, পরমার্থঘন, সকলই একমাত্র ঘনাকার। যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সে সকলই সেই মহাচিৎশিলার রন্ধ্রহীন উদর। উহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই। একমাত্র সেই ব্রহ্মাত্মা দ্বারাই স্বস্বরূপে এই জগৎ, ভুবন প্রভৃতি নামপর্য্যায়ে প্রখ্যাত দৃশ্য-নামক কল্পনা স্বীকার করা হইয়াছে। ৩২-৪০

ষট্‌ষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! পূর্ব্বকথিত চারিটি খ্যাতি—আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি, এই সকল শব্দার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। জগৎখ্যাতি বিদ্যমান থাকিলেই সেই খ্যাতি—কিমাত্মক বা অসৎখ্যাতি ইত্যাকার বিকল্পকল্পনা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তাহাই নাই, তখন কাহার চাতুর্ব্বিধ্য হইবে? কখনই কোন খ্যাতিসম্ভাবনাই নাই; সকলই সেই শান্ত শিব। একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান, তিনি ব্যপদেশ-শূন্য, খ্যাতি প্রভৃতি কল্পনার মূল চিত্তবেষ্টাহীন এবং জ্ঞানময়। ঐ যে আত্মখ্যাতি প্রভৃতি ভ্রান্তি, উহা চিন্মাত্র হইতেই উদ্ভূত হয়। সেই চিন্মাত্র প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধতর ব্যোমস্বরূপ। আমি দেখিতেছি যে, সর্ব্বকল্পনাই চিন্ময়ীরূপে প্রতিভাত। এই আত্মা, এই খ্যাতি, এইরূপ কল্পনাভ্রম সেই চিৎস্বরূপে সম্ভবপর নহে। তাই বলি, এই সমুদয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া যাহা পরমার্থ, তাহার ভজনা কর। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা গতি, স্থিতি ও ভক্ষণক্রিয়াশালী হইলেও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিহীন, আকাশের ন্যায় শূন্য, নিস্তব্ধ, নির্ম্মল ও অখণ্ড।১-৫। উহা যদি বিবিধ শব্দ-সমষ্টিসম্পন্ন, তথাপি শিলার ন্যায় মৌনভাবে বিরাজিত; উহা যদিচ অনবরত গমনাগমনশীল, তথাপি আকাশ ও পর্ব্বতের ন্যায় সততই অচলভাবে অবস্থিত। যদিও নানারম্ভশালী, তথাপি মহাশূন্য; যদিও পঞ্চভূতময় তথাপি আকাশের ন্যায় শূন্য এবং যদিও পঞ্চভূতশূন্য সঙ্কল্পনগরের ন্যায় সচেষ্ট, তথাপি চেষ্টাশূন্য আকাশসদৃশ শূন্য এবং স্বপ্নকালীন-নারী-সঙ্গের ন্যায় ভ্রান্তিযুক্ত। প্রতিবিম্বগত নারীমূর্ত্তি যেরূপ, উহা অনুভূত হইলেও তদ্রূপ ব্যর্থ। আরও নানানুভব ও নানা নির্ম্মাণাস্পদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা পদার্থশূন্য। ৬-১০

শ্রীরাম বলিলেন,—এই যে জাগ্রৎস্বপ্নাত্মক জগৎ বিদ্যমান, ইহার প্রতিভানের প্রতি আমার বোধ হয়, স্মৃতিই একমাত্র কারণ; ভ্রান্তি উহার

কারণ নহে। কারণ, অধিষ্ঠানদোষে অথবা সাদৃশ্য-সম্প্রয়োগাদির জন্য ঐ স্মৃতি উদ্ভূত হয় না; তৎকালে স্থিতি নাই বলিয়া সৎ বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং স্মৃতিবশেই এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। ১১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ইহা সেই চিদধিষ্ঠানমূলক ভ্রান্তিই; ইহাকে স্মৃতি বলা চলে না। অপিচ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভবপরম্পরার তুল্য প্রতিকৃতিই স্মৃত হইয়া থাকে মাত্র; এ জগতের পূর্ব্বানুভব অসিদ্ধ। ঐ যে ব্যোমাত্ম সত্তামাত্র এবং চিৎচাক্চিক্য বশতঃ ভিত্তিহীন কাকতালীয় ন্যায় শরীর স্ফুরিত হয়, উহাই জগৎ নামে প্রসিদ্ধ। এই যে নির্নিমিত্তাত্মক জগৎ, ইহা সর্ব্বাত্মক ও মহানির্ব্বাণ এবং ব্যোমাত্মা হইলেও যাহা আত্মশূন্য, সেইরূপ পরমাত্মরূপাধিষ্ঠানে বিরাজমান। যে কোন কালে যথাকথঞ্চিৎরূপে বা নিয়ত অনিয়ত স্থানে যে কোন প্রকারে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতে থাকে, অথচ বাস্তবিক যাহার ভান কিছুই নহে, সেই স্বচ্ছ স্বভাব ব্রহ্মভানেরই—সেই স্বস্বভাব-পরিহারহীন পরমার্থ ব্রহ্মই স্বচৈতন্যবশে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুর্য্য, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি বিবিধ নাম স্বয়ংই স্বাশ্রয় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন নাই, জাগ্রৎ নাই, সুষুপ্ততুর্য্য বা তুর্য্যাতীত কিছুই নাই। সকলই সেই একমাত্র শান্ত পরম নভোভাব। ১২-১৮। অথচ উহাকে সকলই বলা চলে। দেখ, চিৎস্বরূপের স্বপ্ন কখনই নাই বলিয়া সততই উহা জাগ্রৎস্বরূপ; যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রমমাত্র, সুতরাং উহা সততই স্বপ্নরূপ, অবিদ্যার আবরণ, এই জন্য সর্ব্বদাই উহা সুষুপ্ত; কিম্বা সর্ব্বদা জাগ্রৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিরাজমান বলিয়া উহা সর্ব্বদাই তুর্য্য; কিম্বা উহা তুর্য্যাতীত; কারণ, নির্ব্বিকল্প-দশায় উহা সেই শান্তস্বরূপই। ইহা তাহাই কি না, এবং শূন্যস্বরূপ জলময় চিদাকাশ-মহার্ণবের মহোদরে ইহা ফেন, কি অকিঞ্চিৎ বুদ্বুদ কিংবা তাহা নহে, এইরূপ বিকল্পনায় কিছুই আমরা জানিতে পারি না; সুতরাং এই সকলই যে সর্ব্বদা জাগ্রদাদি সর্ব্বস্বরূপে বিরাজিত, ইহা নিশ্চিতই। কল্পজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যাহার যাহা জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে, সে সেইরূপই অনুভব করে। আকাশের ন্যায় স্বপ্ন-দশায় সৎ বা অসৎ যাহারই বোধ হয়, তাহা সেইরূপই সৎ বা অসৎ হয়। এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সে সকলই সম্বিৎ-কচন বিততাত্মা; চিদ্ব্যোমে চিদ্ব্যোমের যেরূপ ভান হইয়া থাকে, তাহা সেইরূপই বিভাত হয়। ঐ সম্বিৎকচন ভানানুসারে তাহাতেই প্রতিভাসমান। ঐ সম্বিৎ চিদ্ব্যোমবিষয়কমাত্র; তা ছাড়া উহাকে আর কিছুই বলা চলে না। সেই সম্বিৎ সর্ব্বদা এইভাবে আছে; এই জগৎ সম্বিদেরই অঙ্গ। সুতরাং সম্বিৎ ব্যতীত যখন কিছুই নাই, এবং এই জগৎই যখন সম্বিন্ময়, তখন উহার উদয় বা অস্ত কিছুই নাই; উহা একইভাবে বিদ্যমান।১৯-২৪

মহাপ্রলয়, সৃষ্টি প্রভৃতির আদিম কালবিভাগ, তন্মধ্যস্থ মহাপ্রলয়রূপ রাত্রিসমুদয় এবং সৃষ্টিরূপ দিবসসকল—সকলই সেই সম্বিদের কেশ, নখ প্রভৃতির ন্যায় অবয়ব বিভাগ। সেই সম্বিদের ভানই চিৎস্বরূপ এবং ভানহীনতাই মায়া। এ সমস্তই পবনবৎ মহাচিতের স্পন্দনমাত্র। তাই বলি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুর্য্য, স্মৃতি এবং ইচ্ছা এই সকলই কিছুই নহে; সকলই সেই কুদৃষ্টিবিজৃম্ভিত। যখন বাহ্যার্থরূপে চিৎস্বভাবের অন্তঃসম্বেদনই প্রতিভাত হইতেছে, তখন দ্বৈত, অর্থ-শ্রী, কিরূপে থাকিতে পারে? এইরূপ হইতে স্মৃতিই বা কোথায়? তবে এই জগৎ অখণ্ডাকারে ভাসমান, ইহা অভূতাত্মক স্ব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, ঐ নিরালম্ব আকাশে সূর্য্যের ভূতশূন্য দীপ্তিচ্ছটাই ভান; সেই ভান ভাস্য পদার্থের অপেক্ষা করে না; প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বস্তুর সত্তা থাকিলে তাহার অনুভবজন্য স্মৃতিই এই জগৎসৃষ্টির আদিস্থিতির হেতু হইতে পারে। তবে বক্তব্য এই যে, যাহা কিছু বাহ্য বস্তু আছে, তাহার কোন কিছুরই সত্তা নাই। কারণ, পঞ্চভূতের সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থায় কারণের অভাব বশত তাহার অস্তিত্ব নিতান্তই অসম্ভব।২৫-৩১।

যেরূপ শশকের শৃঙ্গ নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, বন্ধ্যার সন্তান নাই, কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্র নাই, অর্থাৎ এই সমুদয় যেরূপ একান্তই অসম্ভব, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে অজ্ঞজনের নিকট প্রতিভাত এই 'অহ'মাদি অর্থ অতত্ত্বদর্শনেই বিদ্যমান। তত্ত্বদর্শনে কিছুই নাই।৩২-৩৫। হে রাম! অজ্ঞ ব্যক্তির দর্শনে এই জগৎ যেরূপ বৃহদাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহার মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত কোন রূপই থাকে না। তাঁহাদিগের নিকট ইহা মাত্র অখণ্ড চিদেকমনই অখণ্ডরূপে বিরাজমান। উক্ত সম্বিদ্‌ঘন চিদাকাশের মজ্জা যে যে সময় যে যে রূপে প্রকাশ পায়, ব্যবহারিক উপচারক্রমে তখনই তাহার উদয় এবং অপ্রকাশাবস্থায় অস্ত কল্পিত হইয়া থাকে। অজ্ঞব্যক্তি যখন শূন্যকেই মিথ্যাভূত পৃথিবী প্রভৃতির আকারে বিদিত হয়, তখন ঐ শূন্য স্বকীয় ভানেরই পৃথিব্যাদি কল্পনা ধারণ করে। আকাশমাত্রই সেই মহাচিতের স্বীয় ভান; পরে ঐ মহাচিৎ শূন্যস্বরূপ ভানকেই পৃথিব্যাদি-ব্যপদেশে ব্যবহার-পথে উপস্থিত করেন। বালকের মনঃকল্পিত পুরী যেরূপ, তদ্রূপ ঐ অব্যয় চিন্মাত্রই আকাশসদৃশ নিজাত্মায় 'এই ইহা পৃথিবী বা অপর কিছু' এইরূপ সম্বিৎ আশ্রয় করেন। তবে তোমার মনে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি ঐ চিন্মাত্রই জগদাকার ভান হয়, তবে আবার অভান কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, এরূপ বিকল্পনা বিধিসঙ্গত নহে; কারণ, ঐ যে ভান ও অভান, উহা আকাশে বায়ুর ন্যায় প্রাণশক্তিতে স্পন্দ এবং চিৎশক্তিতে অস্পন্দস্বভাব।৩৪-৩৯। বাসনার উদয় জন্য ঐ

চিদাকাশ যেভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকে, এ জগৎ সেইভাবেই ভাসমান হয়। ফলতঃ এই পৃথিব্যাদির আকার কিছুই নাই। যেভাবে উহা প্রতিভাত হয় হউক। ইহা বিকাশস্বরূপ; সেই জন্য উহা সৎও নহে অসৎও নহে; উহার প্রপঞ্চরূপও কিছুই নাই। উহা এক অনির্ব্বচনীয়স্বরূপেই প্রভাসিত। ইহা এইপ্রকার কিংবা এইপ্রকার নহে, ইহা সৎ কিম্বা অসৎ, যেরূপ ভাবেই অবস্থিত আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা বিদিত আছেন। কারণ, যে কিছু লোকপর্য্যায়বৃত্তান্ত, তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন, অন্যে জানে না। সেই প্রাজ্ঞই সকলের হৃদাকাশে আত্মরূপে বিরাজিত। অতএব তদ্রূপ স্ফুরিত দৃশ্য সম্বিতের জন্য এই আন্তর দেহ ও বাহ্য জগৎ প্রভৃতি ভেদ-কল্পনার আবশ্যক নাই। ৪০-৪৩ ঐ যে এ জগতের মহাচিৎ, উহাতে বাহ্য বা আভ্যন্তর কি আছে? সকলই সেই শিব শান্ত ওঙ্কারস্বরূপ। এই নানাপ্রকার অভেদকল্পনায়, সকলকেই বিলীন করিয়া শান্তির পথে উপনীত হও। যদি চ বিচার দ্বারা সকলই অসৎ প্রতিপন্ন হয়, তথাপি বাচ্য-বাচক দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্রীয় বিচার সুসম্পন্ন হয় না। ঐ বিচার যদি বিষয়াদি সিদ্ধ পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সিদ্ধির উপযোগী হয়। রাত্রিকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দীপের প্রয়োজন; দীপ ব্যতীত যেরূপ উহা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ তথাবিধ বিচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ কখনই হইতে পারে না। এই জন্য বলি, সম্যক্ বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা দ্বারা নিজ বুদ্ধির স্বচ্ছতা সম্পাদন কর,—পরে তাহার সাহায্যে অন্তরের সঙ্কল্প-কল্পনারূপ বিষম বিকল্পজাল দূর কর। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমার্থই ঐ সমুদয় শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত; সুতরাং একমনে উঁহাতেই তুমি তোমার মনকে নিমজ্জিত কর, তাহাতে একনিষ্ঠা লাভ করত সংসার হইতে উৎপতিত হইয়া চরমোত্তম মোক্ষপদ লাভ কর। ৪৪-৪৬

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—পরমাত্মা জন্মাদি প্রভৃতি বিকার-শূন্য; তিনিই আকাশসদৃশ নিজ আত্মায় এই শূন্যাত্মক বিচিত্র সর্গাভাস করেন। বৃক্ষের যেরূপ কোন প্রকার বুদ্ধি না করিয়াই শাখাবৈচিত্র্যপ্রকাশ, তদ্রূপ ঐ পরমাত্মাও কোনরূপ বুদ্ধি না করিয়া এই প্রপঞ্চধ্যান করিয়া থাকেন। সমুদ্র যেরূপ 'আমি করিতেছি' এইপ্রকার বুদ্ধি না করিয়া নিজ বারিতে আবর্ত্ত প্রভৃতি প্রকটন করে, শূন্যাত্মা

সর্ব্বেশ্বরও নিজ ব্যোমদেহে তদ্রূপ জগৎ প্রতিভাস করিয়া থাকেন। অতঃপর সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার জগদাকার-প্রাপ্ত সম্বিদের নানাপ্রকার নাম স্বয়ংই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ঐ সকল নাম যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি। সমুদ্রের যেরূপ তরঙ্গাদি, তদ্রূপ চিতের দৃশ্যরূপ সমারম্ভ বুদ্ধ্যাদি-সিদ্ধি অবধি সকলই অবুদ্ধিপূর্ব্বকই; আরও বুদ্ধিসিদ্ধির পর যে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সমারম্ভ, উহা তাঁহার বুদ্ধিপূর্ব্বকই ঘটিয়া থাকে। যেরূপ আবর্ত্ত কণ-কল্লোলবীচি প্রভৃতি সমুদ্র হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সেই চিন্মাত্র হইতেই উদ্ভূত হয়। ১-৪। চিত্রার্পিত জগৎ যেরূপ একটা ভিত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এই চিৎস্বরূপে আভাসমাত্রক আকাশ চিদাকাশমাত্রাত্মকই জানিবে। পূর্ব্বে যে বৃক্ষ ও সমুদ্র প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা যেরূপ স্বব্যাপারে নিরত হইলেও শাখা ও আবর্ত্তাদির আরম্ভনিয়তি জন্য সম-সন্নিবেশই ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ চিৎস্বরূপেও অবুদ্ধিপূর্ব্বকই সর্গাত্মক সমারম্ভ সমান সন্নিবিষ্ট। বৃক্ষের যেরূপ গুচ্ছাদি নামান্তর নির্দ্ধারণ অন্য ব্যক্তিই করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদির পরবর্ত্তী যে চিৎবৃক্ষ-প্রসূত পুষ্পাদিতুল্য পৃথিব্যাদি নাম, ইহা বুদ্ধি-সমষ্ট্যাত্মক ব্রহ্মাদিরূপ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মহাবৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি নাম পৃথক্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা যেরূপ অভিন্ন, তদ্রূপ এই পরমাত্মা চিদাকাশেরও পৃথিবী প্রভৃতি নাম তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বৃক্ষাবয়বের যে বিভিন্ন নাম দেখা যায়, তাহা অন্য ব্যক্তির প্রদত্ত। এইরূপে বলা যায়, চিদাকাশে আকাশস্বরূপ স্বপুত্রাদি ও বৃক্ষাদি সকলের যে পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন নাম, তাহা সেই চিদাত্মাই অন্য ব্যষ্টি জীবের ন্যায় হইয়া প্রদান করেন। সেই চিৎবৃক্ষই স্বপ্নের ন্যায় স্বয়ং কার্য্যকারণবৎ প্রভাসিত হইতেছেন। ৫-১১

হে রঘুবর! এইখানে তোমার এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সর্গাদিরই অভাব হয়, তাহা হইলে পরলোকেও সেই চিৎকর্ত্তৃক সেই সর্গাদি মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, এরূপ আপত্তি নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ, তাহাই যদি হয়, তবে বৈধাবৈধ-কর্ম্মফলের প্রতি অযুক্তি-প্রসঙ্গই উপস্থিত হয়। অতএব সর্গাদির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় কি প্রকারে? যদি এরূপ বল, তবে ভ্রমাদি জন্য রজ্জু-সর্প ও মৃগতৃষ্ণাদি-অনুভবমধ্যে ব্যর্থতারূপ অপহ্নব হয় কাহার? কারণ, সেই যে অনুভব, তাহারও স্বপ্নে ভোগজনক কর্ম্মফলত্ব নিবন্ধন বিশেষত্ব কিছুই নাই। সাকারাধ্যাস-বিষয়ে বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে চিতের বিশেষত্ব এই যে, বৃক্ষ সাবয়ব, তাহাতে সাবয়ব কল্পনারূপ অধ্যাস কল্পিত; চিৎস্বরূপ নিরবয়ব, তাহাতে এই জগদধ্যাস কল্পনাকল্পিত। যদ্রূপ পুষ্পে গন্ধাদি, আকাশে শূন্যতাদি এবং বায়ুতে স্পন্দাদি, তদ্রূপ সেই পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পিত হইয়া

থাকে। ঐরূপ উপমাসমূহ দেখিয়া বলা যায়, ঐ পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পিত।১২-১৫। যেমন আকাশের শূন্যতা, বায়ুর স্পন্দতা এবং পুষ্পের সৌরভ্য অনুভূতি-গম্য হইলেও তদতিরিক্ত শূন্যতাস্বরূপ, সেইরূপ চিৎস্বরূপে সৃষ্টি-স্থিতিও শূন্য স্বরূপমাত্র অবগত হইবে। শূন্যতা যেরূপ আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, দ্রবত্ব যেরূপ জল হইতে পৃথক্ নহে, গন্ধ যেরূপ পুষ্প হইতে অতিরিক্ত নহে, স্পন্দন যেরূপ বায়ু হইতে পৃথক্ নহে, উষ্ণতা যেরূপ অগ্নি হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং শীতলতা যেরূপ হিম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তদ্রূপ এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও সেই নির্ম্মল চিদাকাশমাত্রস্বরূপ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে চিদাকাশে এবং স্বপ্নকালে হৃদয়ে যাহা অনুভূত হয়, তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং কি প্রকারে চিদাকাশ হইতে উহা পৃথক্ হইবে? ইহার উদাহরণস্বরূপ নিত্যদৃষ্ট স্বপ্নের কথা বলা যাইতে পারে। তাহাই মাত্র বিচারালোচনা করিয়া তুমি বল দেখি, উহাতে চিন্মাত্র ব্যতীত অপর সার কিছু আছে কি? যদি বল যে, স্বপ্ন তো মাত্র স্মৃতি; আমিও তাহা স্বীকার করি বটে; কিন্তু বুদ্ধিনিমিত্তক সংস্কার দৃশ্য-স্বপ্নে এবং স্মৃতিতে একই পদার্থ, এরূপ শঙ্কা সম্ভবপর নহে। কারণ, 'তত্তা' ও 'ইদন্তা' একরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ফলতঃ 'তাহা' কখনই 'ইহা' হওয়া সম্ভব নহে।১৬-২২

চিৎস্বরূপ আবর্ত্তবৃত্তিতে এই জগৎ কাকতালীয় ন্যায়ে প্রভাসিত; পরে তাহাতেই স্বপ্ন প্রভৃতি বিবিধ কল্পনা প্রকাশমান। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন সর্গে এই স্থিতিসন্নিবেশ পরে স্বয়ংই সুসম্পাদিত হয়। অকারণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অনুৎপন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্ত বলিতেছি, যে বস্তুর উৎপত্তি নাই, তাহাই আদ্য, সম এবং একরূপে অবস্থিত। অবুদ্ধিপূর্ব্বক রত্ন প্রভৃতির জ্যোতিঃ যেরূপ স্বতই সমুদিত হইয়াছে, তদ্রূপ জগৎপদার্থের সন্নিবেশ-বিশেষরূপে ব্রহ্মসত্তাই পরিস্ফুরিত। যেরূপ প্রথমে কোন অনির্ব্বচনীয় মায়া-কারণে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সমুদ্রে আবর্ত্তের ন্যায় আত্মায় তাহা অর্থক্রিয়ানিয়তিরূপে সত্যতা আদান করিয়া থাকে, এই স্বপ্নজালসদৃশ চিজ্জগৎ চিদাকাশে সকারণই উৎপন্ন হয় এবং ইহা শূন্যাশূন্যাত্মক হইলেও কারণব্যতীতই নিবৃত্ত হয়। শূন্যময় রূপেই এ জগতের আবির্ভাব, শূন্যস্বরূপেই উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং একান্ত শূন্যতারূপে নাস্তি বলিয়াই নষ্ট। প্রকৃতপক্ষে শূন্যই অশূন্যের ন্যায় স্ফুরিত হয়। এই অসতের স্ফুরণ বিষয়ে যে ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ স্বীয়ানুভূত স্বপ্নের অপলাপ করিয়া থাকে, তাহাকে যে মেষপালক নিজের সম্মুখে সিংহ কর্ত্তৃক মেষ গৃহীত হইলেও তাহা অস্বীকার করে, তাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায়।২৩-৩১। পূর্ব্বেও বলিয়াছি

এবং এখনও বলিতেছি যে, এ জগৎ অসৎ ; ইহা একটা ভ্রান্তিমাত্র ও একান্তই কৃত্রিম। চিরসঙ্কল্পাত্মক এই প্রপঞ্চধাতুই সৃষ্টি, প্রলয়, বিভ্রম ; যাহা ইহার তাত্ত্বিক স্বভাবস্ফুরণ, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান এবং ভ্রান্তিরূপে বিজৃম্ভণই হইল অজ্ঞান। যিনি ব্রহ্মাত্মা, তিনিই মায়া দ্বারা উপহিত হইয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে দৃশ্যাকার ধারণ করিয়া অকারণই সমুদিত হন। যেমন দৃশ্যহীন আত্মার সুষুপ্তির পর স্বপ্ন-দর্শন হয়, তদ্রূপ ঐ দৃশ্যরূপ দেহধারী ব্রহ্মাত্মা তৎপরে অর্থক্রিয়া-প্রয়োগে কার্য্য-করণ-ভাবাদি নিয়তি উপগত হন। সমুদ্রে যেরূপ আবর্ত্তাদি স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত্ববশতই এই দৃশ্য কাকতালীয়ের ন্যায় আপনা হইতেই চিৎস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ ব্যাপারে অন্য কারণের অপেক্ষা নাই। উহার নিমিত্ত কিংবা নিবন্ধন চিৎস্বভাবমাত্রই। চিদ্ধাতু আকাশমাত্রক, উহার স্বভাব এইরূপ যে, ঐ চিৎশরীর এই জগদ্রূপে অকস্মাৎই প্রকট হয়। পূর্ব্বে যখন অবুদ্ধিপূর্ব্বক দৃশ্যাকারের প্রতিভাস হইয়া থাকে, তখন ঐ বিদ্রূপই দৃশ্যস্বরূপে পরিণত হন। তাহারও যখন অতীতের ভান হয়, তখন তিনি স্মৃতি প্রভৃতি কল্পনাত্মক সংজ্ঞাকল্পনা করিয়া থাকেন। পরে বর্ত্তমানের প্রতিভানে পৃথিব্যাদি এবং বুদ্ধ্যাদি সংজ্ঞা-কল্পনা করেন। ফল কথা, ঐ অবিভক্ত তাৎকালিক প্রতিভানক্রমে সকল বিভাগই কল্পিত হয়। ৩২-৩৭

শ্রীরাম বলিলেন,—হে বিভো! যদি পূর্ব্বানুভূত বিষয়সম্বন্ধীয় বলিয়া স্মৃতিকে স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে আপনার কথিত রীত্যনুসারে এ জগৎ তৎকালোৎপন্ন কল্পনামাত্র সিদ্ধান্তে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বোৎপন্ন বুদ্ধির প্রামাণিক অনুভব হইতে উদ্ভূত সংস্কারই স্মৃতি ; এই যে একটা শিষ্টপরম্পরার অনুভবসিদ্ধ বিধি, ইহা তখন কি প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা বলুন। ৩৮

বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, হে রাম! প্রশ্নে তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, সিংহ যেরূপ হস্তীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, আমিও তদ্রূপ তোমার ঐ আপত্তি খণ্ডন করিতেছি।—জগতের অন্ধকারপুঞ্জ দূরীভূত করিয়া সূর্য্যদেব যেরূপ নিজালোক প্রতিষ্ঠা করেন, আমিও তদ্রূপ অন্য দ্বৈত-ভ্রমান্ধকার ধ্বংস করিয়া অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব-মত প্রতিষ্ঠা করিতেছি। পূর্ব্বে এ জগৎ ছিল না, কিংবা পরে থাকে না ; ইহা মুহূর্ত্তের প্রতিভাসেই সমুৎপন্ন ; এরূপ কথা আমি বলি নাই। আমার বক্তব্য এই যে, এ জগৎ নিত্য ব্রহ্ম-সত্তাত্মকই ; নিত্য চিদাত্মক প্রতিভাস দ্বারা যদিও ইহা সদাপ্রকাশযোগ্য, তথাচ অবিদ্যারূপ আবরণবিক্ষেপশক্তির বৈচিত্র্যচমৎকার নিবন্ধন কখন আবির্ভূতবৎ, কখন তিরোভূতবৎ, কখন ঘটপটাদি আকার-বিশেষবৎ, কদাচিৎ কারণনির্ম্মিতবৎ, ক্বচিৎ অপরোক্ষবৎ, কখন একবৎ, কখন নানাবৎ, কখন ভিন্নাভিন্ন, কখন ক্ষণিকবৎ কখন স্থায়িবৎ, আবার কখন বা

অতীতানাগতবর্ত্তমানবৎ, এইপ্রকার নিয়তানিয়ত তুল্যাতুল্য বৈচিত্র্যচমৎকার দ্বারা প্রতিভাসমান। ইহাতে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞানাদি সমুদয়ই সম্ভবপর। এই জন্যই বলিতেছি, বনস্থ বৃক্ষসকলের অসংখ্য শালভঞ্জিকা যেরূপ অক্ষোদিত অবস্থায় বিদ্যমান, তদ্রূপ এই অসীম জগদাত্মক দৃশ্যপরম্পরা চিন্মাত্র-কোটরে বর্ত্তমান। কারুকাষ্ঠবিৎ ব্যক্তি যেরূপ ইচ্ছানুসারে বৃক্ষের আবরণ কাষ্ঠাবয়ব কাটিয়া উহাতে শালভঞ্জিকা প্রকট করে, তদ্রূপ এই জগৎরূপ শালভঞ্জিকা—স্বয়ং চিদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ‘কর্ত্তাদি’ কারক-রহিত চিৎস্তম্ভে উৎকীর্ণ করে। অতএব এই জগৎ-শালভঞ্জিকার প্রকাশ বৃক্ষোৎকীর্ণ প্রতিমার ন্যায় নহে, ইহা অবগত হইবে। ৩৯-৪১। স্তম্ভ জড় বস্তু; উৎকীর্ণ না করিলে উহাতে ঐ শালভঞ্জিকার প্রকাশ সম্ভব নহে। পরন্তু জগৎরূপ শালভঞ্জিকার আধার-চিদাকারে আবরণের নিবৃত্তি হইলেই ইহা চিদাত্মায় স্পষ্ট প্রকট হয়। চন্দ্র-মধ্যবর্ত্তী সৈংহিকেয়ের ন্যায় সেই আবরণশূন্য চিদ্‌ঘনেই এই জগৎরূপিণী শালভঞ্জিকা চিদাত্মায় তদন্তর্গত ভাবে প্রকট হইয়া থাকে। তুমি হয় তো বলিবে, তাহা হইলে প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে ইহা প্রকাশ হয় না কি জন্য? আমি ইহার উত্তরে বলি, তোমার এ আপত্তি উঠিতেই পারে না; কারণ, সে সময়েও প্রকাশভাব নাই। তবে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে, সময়ে ঐ জগৎ-শালভঞ্জিকা অনুৎকীর্ণ অবস্থায় শূন্যরূপে চিন্মাত্রস্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না হইয়া সত্তাসামান্যাত্মভাবে অবস্থান করত সেই চিদাত্মাতেই অবস্থিত হয়। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় উক্ত চিৎ প্রথমে পূর্ব্ববর্ণিত নির্ব্বিকল্প কল্পনাময়ী হন; তাহার পর ভোজকের অদৃষ্টানুসারে নিজ শূন্যময় আত্মাতেই সমুৎপন্ন বিবিধ মনোবিকল্পবিচিত্র সৃষ্টি কল্পনা করেন। নিজ আত্মারূপ হৃদাকাশে স্বপ্নপ্রায় প্রথমোদিত কল্পনাবৎ স্বয়ংই সেই পরমাকাশরূপিণী চিৎ এই জগৎ-শালভঞ্জিকার সঙ্কল্প করেন।৪২-৪৫

ঐ স্বস্বরূপ ব্রহ্মকলাতেই এই সত্তাসামান্যরূপিণী জগদ্‌বীজস্বরূপা ব্রহ্মকলা চিন্মাত্রকল্পনাময়ী হইয়া সর্ব্বদা অনাবৃত স্বভাববশে প্রতিবিম্বচিৎরূপে বিদ্যমানা। উহা যে সময় প্রাণাদি-সংযুক্তা হয়, তখন জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহার পর যখন উহা অধ্যবসায়-প্রবণ হইয়া উঠে, তখন বুদ্ধি হয়; ক্রমশঃ ঐ নিয়মজন্য চিত্ত, কাল, আকাশ, এই, সেই, আমি, ক্রিয়া, পঞ্চ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়-সমূহ, পুর্য্যষ্টক, আতিবাহিক ও আধিভৌতিক দেহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তর্ব্বহিঃ সৃষ্টি, জগৎ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগসৃষ্টির প্রথমে উহার সঙ্কল্প করা হয়। সুতরাং এই সমুদয় যে কল্পনাময় অতি নির্ম্মল চিদ্ব্যোম, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অজ্ঞজন-কল্পিত জড়বস্তুসকলই বা কোথায়

এবং স্মৃতিই বা কোথায়? অপিচ, কি দ্বৈত, কি একত্ব—এ সকলই বা কোথায়? ইহাই মাত্র অবগত হইবে যে, এই প্রকারে অকারণে সৃষ্টির আদিতে এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রায় ভাসমান। উহা শূন্যে শূন্যাত্মাই প্রকাশমান। অতএব শূন্যেই শূন্য প্রভাসমান আছে। যখন চিন্ময়স্বরূপেই চিন্ময়-স্বরূপের ভান, তখন উহা দ্বারাই তাহা পরিজ্ঞাত। তাৎপর্য্য এই যে, এই চিন্ময় জগৎ চিন্ময়স্বরূপেই যখন স্বয়ং বিদ্যমান, তখন সেই যে চিন্ময়স্বরূপ, তিনিই স্বাত্মচিন্ময়স্বরূপ এই জগৎকে বিদিত আছেন, সুতরাং যদি জগতের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তবে আর এ জগতের অস্তিত্ব কোথায়? ৪৯-৫২

যদি একমাত্র চিদাকাশই স্ফুরিত হন, তখন স্মৃতি, স্বপ্ন, কাল কোথায়, আর কোথায়ই বা কল্পনা? কেবল একমাত্র শান্ত চিদ্ভানই চিদ্গগনে প্রভাসিত হইতেছেন। বাহ্যিক ভূতাকার ধারণ করত চিদ্ঘনস্বরূপে অন্তঃসত্তাই বিদ্যমান আছেন। চিদ্ঘনের অন্তঃসত্তা ব্যতীত উহা প্রকৃত বাহ্য কিছুই নহে। হে অতত্ত্বজ্ঞবাদিগণ! নিরাকার নিরাখ্য শান্তস্বরূপ হইতে যাহা উৎপন্ন, সেই অকারণ কূটস্থ, বিকারসম্পন্ন হইতে পারে কিরূপে? তাই বলি, পরব্রহ্মের ন্যায় এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও পরম জড়তাশূন্য চিন্মাত্রস্বভাব। বুঝিয়া দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট চিদাকাশই স্বপ্নপুরী। কিছুই নাই, কিংবা কেহই কিছু নহে। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের কিছুমাত্রও নাই। সমুদ্র পরিপূর্ণ আছে; ইহাতে আবার শুষ্ক রজঃসম্পর্ক কোথায়? এইরূপে এই যে জগৎ আছে, এখানে চিজ্জলনাদ্র কিছুমাত্রও নাই। যাহা পরমাকাশ, তাহাতে দৃশ্যই বা কোথায়? পরন্তু এই যৎকিঞ্চনস্বরূপে সেই চিন্মাত্রই প্রতিভান প্রাপ্ত; অতএব যৎকিঞ্চিৎস্বরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, উহা অচেত্য চিন্মাত্রই। সুতরাং যাহা অদৃশ্য, অপরের অপ্রকাশ্য ও অনুভবনীয়, তাহা অচেত্যরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিলেও স্বমাত্রপ্রকাশরূপেই বিরাজিত। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ পূর্ণস্বরূপে পরিদৃশ্যমান, ইহা পূর্ণব্রহ্ম হইতে যদি উদ্ধৃত নহে, তথাপি উদ্ধৃতের ন্যায়ই প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু সেই পরমাত্মমাত্রই। আমি নিজে অনুভব করিয়া, বার বার তর্ক-বিতর্ক করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আত্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি, তথাপি মন্দাধিকারিগণের মূর্খতা এই স্বপ্নসদৃশ জগৎ-শরীরে এখনও জাগ্রৎ সত্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিতেছে না। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আবার মোহের এরূপ প্রাবল্য যে, যাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাও সহসা উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৫৩-৬০

অষ্টষষ্ট্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

উনসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! এখন কি উপায়ে মন্দাধিকারীর অজ্ঞাননাশ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি। যাহার বুদ্ধি সততই প্রত্যগাত্মায় প্রসক্ত, যাঁহার সুখসাধন-বিষয়সমূহ সুখের বা দুঃখসাধন-বিষয় দুঃখের কারণ নহে, সেইরূপ পুরুষই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যিনি চিদাকাশে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, এই সুবিস্তৃত ভোগসমূহে যাহার বুদ্ধি অনাসক্ত বা যিনি ভোগদর্শন-লালসায় অবিচলিত, সেই পুরুষই মুক্ত নামে অভিহিত হন। যাঁহার চিত্ত অচঞ্চলভাবে চিন্মাত্রাত্মায় লব্ধবিশ্রাম হইয়াছে, একাধিকবার যিনি আর এই দৃশ্যপরম্পরায় প্রত্যাগমন করিয়া রমণ করেন না, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া আখ্যাত করা হয়। ১-৪

শ্রীরাম বলিলেন,—যাহার সুখসাধন সুখের বা দুঃখসাধন দুঃখের হেতু নহে, সে মানব তো চেতনাহীন, সে ব্যক্তি তো জড়মধ্যেই গণ্য। ফলতঃ উন্মত্ত, মূর্চ্ছিত বা জড় ব্যক্তিরও তো ঐ প্রকার ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কি তাহারাও জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইবে? ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—পূর্ব্বে জীবন্মুক্তের আমি একটা বিশেষণ দিয়াছি,—'অন্তর্ম্মুখ বুদ্ধি' এই বিশেষণ দ্বারাই তোমার আপত্তি খণ্ডিত হইয়া গেল। যে ব্যক্তি শুদ্ধবোধাত্মভাবে চিদাকাশে একনিষ্ঠতা জন্য প্রযত্ন ভাবেই সুখ-বোধ করে না, তাহাকেই মুক্ত বা বিশ্রান্ত বলা হয়। সকল সন্দেহের মূল একমাত্র অজ্ঞানই; সেই অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া বিবেকের উদয় হইলে প্রকৃত যাহার সকল সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকেই বাস্তবপক্ষে পরমপদে লব্ধবিশ্রাম বলা যায়। ব্যবহারমার্গে থাকিয়াও যাহার কখনই কোন বিষয়ে আসক্তি নাই, তাঁহাকেই পরমপদে লব্ধবিশ্রাম বলিয়া জানিবে। যত কিছু আরম্ভ, সে সকলই যাঁহার ইচ্ছা-সঙ্কল্প-শূন্য, যিনি কামসঙ্কল্পবিরহিত হইয়াই যথালব্ধ বিষয়ের পথে বিচরণ করেন, সেইরূপ পুরুষকেই প্রকৃতপক্ষে লব্ধবিশ্রাম বলিয়া অভিহিত করা যায়।৬-৯। এই সুদীর্ঘসংসার-পথ বিশ্রান্তিরহিত ও অবলম্বনশূন্য, এখানে আত্মায় চিন্মাত্রতার সাক্ষাৎ বশতঃ যাহার আত্মবিশ্রান্তি ঘটে, তিনিই প্রকৃত জয়ী। যাহারা চিরকাল ধরিয়া বিষয়-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবহারনিরত হইলেও সুষুপ্তের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন। ঐ পুরুষ কোথায় অবস্থিত? তিনি দৃশ্যহীন স্বচিত্তাকাশেই নিত্যোদিত শুদ্ধ চিৎস্বরূপ সূর্য্যরূপে বিরাজিত। এই সংসারপথে কখনই যাঁহারা অবস্থান করেন না, সেই সকল উৎকর্ষপ্রাপ্ত উত্তম ব্যক্তিরা দেহ ধারণ করিয়া ব্যবহারপথে অবস্থিত থাকিলেও সুপ্ত বা বিদেহবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে জড় বলিয়া

বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা জড় নহেন। শয্যায় সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যাঁহারা স্বপ্ননগরে অবস্থান করেন, তাঁহারা নিদ্রার অধীন নহেন .বলিয়া প্রথিত।১০-১৪। যিনি সুদীর্ঘ বিষয়-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিশ্রামলাভান্তে বাক্যোচ্চারণে বিরত, তাঁহাকে সুখমৌনস্থ বলা হয়। তিনি কখনই জড়াকার নহেন ; জড়াকার ব্যক্তির সুখমৌনস্থ হওয়া সম্ভব নহে। যাহারা অবিদ্যান্ধকারে ব্যবহার-পরায়ণ, সেই সকল ভূতের অবিদ্যাবসানই পরম জ্ঞান ; তাহাই পরম শান্তি এবং তাহাতেই ঐ মুক্ত সুপ্ত পুরুষ একরসাবলম্বনে বিরাজিত। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! কর্ম্মসমূহে আদর না করিয়া যে পুরুষ স্বাত্মায় অবস্থিত, তিনি আত্মারাম বলিয়া অভিহিত। তাঁহাকে কোনরূপেই জড় বলা চলে না।১৫-১৮। তিনিই দুঃখাতিক্রমে সমর্থ হইয়াছেন, সংসার-সাগরের পারে তিনিই গমন করিয়াছেন এবং তিনিই ভব্যরূপে আত্মাতে বিশ্রামসুখ অনুভব করত বিরাজ করিতেছেন। অহো ! এই জন্মরূপ-জঙ্গলের হরিণ অনর্থক ব্যগ্রভাবে বিচরণ করিতেছে। বঞ্চনচতুর বিষয়ের প্রলোভন উহাকে বহু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে ; পথশ্রমে উহার বিশেষ শ্রম হইয়াছে ও হইতেছে। অবশেষে ভোগের অভাব বশতঃ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে ; দশাবিপর্য্যয় ভোগ করিতেছে, ক্রমে জরারূপ হিম-বজ্রপাতে জড় ও কর্ম্মে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। দুঃখকণ্টক-পরিব্যাপ্তিতে যে স্থান সততই সুদুর্গম, সুখের ছায়া যেখানে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য, এরূপ সংসার-পথের পথিক সহায়হীন অবস্থায় নিরন্তর নিজ সাহায্যেই চলিতেছে। ইহার পাপই একমাত্র এ পথের পাথেয়। সুতরাং পাপ-পাথেয় লইয়া ঐ পথিক প্রতিপদক্ষেপে ক্ষীণ হইতেছে, এবং কখন কখন মাটীতে পড়িয়া তাহার দেহ লুটাইতেছে। এইপ্রকারে এই যে অর্থ ও অনর্থময় সঙ্কটপথ, এখানে ঐ পথিক একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।১৯-২৩

পথিক এরূপ পরিশ্রান্ত হইলেও যদি সে নিজ সমুদয় ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া কিম্বা সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া অথবা সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করত প্রবুদ্ধ হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া আত্মবান্ হইয়া থাকে। তাহার শয্যা না থাকিলেও সে সুখে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিতে পারে। আত্মবান্ ব্যক্তির সেই যে সুখশয়ন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। সেই অবস্থায় পর্য্যঙ্কাদির অভাব হইলেও শয়নে কোনরূপ বাধা নাই। তখন ঐ আত্মবান্ ব্যক্তি প্রাণাদিচেষ্টা-বিরহিত হইয়া আত্ম-স্বরূপে জাগ্রৎ থাকে ; নিদ্রানামধেয় বাহ্যিক অপর বস্তুর অভাব হয় ; সে স্বপ্নও সুষুপ্তি অতিক্রম করত সুখেই শয়ন করে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তখন ঐ আত্মবান্ লোকালয়েই হউক কিম্বা বনেই হউক, ভোজনে, শ্বসনে, গমনে,

কথনে যে অবস্থাতেই হউক, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে সুখসুপ্ত হইয়া থাকেন। অশ্ব যেরূপ অশনে, গমনে, অবস্থানে নিদ্রান্বিত হইলেও সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে, আত্মবানের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তত্ত্বজ্ঞের সেই যে গাঢ় নিদ্রা, তাহা অলৌকিক; কারণ, প্রলয়ের মেঘ-গর্জ্জনই হউক কিম্বা হস্তিগর্জ্জনই হউক না কেন, কিছুতেই তাহা দূর হইবার নহে। আত্মবান্ ব্যক্তি পরমার্থমদে মত্ত হইয়াই সুখে নিদ্রিত থাকেন। তাঁহার বিষয়মত্ততা থাকে না। এই নিখিল জগৎই আত্মবান্ ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। তিনি পরিপূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দরস পান করিয়া পরম সুখে শয়িত থাকেন।২৪-৩০

যাহার বিষয়ানন্দ না থাকিলেও অদ্বৈত সুখ সর্ব্বদাই আছে, এবং আলোকান্তরের অপ্রকাশ্য-স্বাত্মাতেই যিনি প্রকাশমান, সেইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিই সুখশয়নে অবস্থান করিতে সমর্থ। যাহার লোভান্ধকার দূর হইয়াছে, যিনি অখণ্ড লোক-লাম্পট্য লাভ করিয়াছেন, এবং অমূর্ত্ত আনন্দরসের নিরন্তর আস্বাদন যাঁহার ঘটিয়াছে, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকেই সুখসুপ্ত বলিয়া অবগত হইবে। এইরূপ যে আত্মবান্ ব্যক্তি, তিনি চারিদিকের অনন্তদুঃখানুভব হইতেই বিরত থাকেন, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করেন এবং অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সুখে নিদ্রিত থাকেন। আত্মবান্ আত্মাকে অণু হইতেও অণুতম ও স্থূল হইতেও স্থূলতম করিয়া লন এবং চিদাকাশ-শয়নে আত্মাকে শায়িত করিয়া সুখে নিদ্রাগত হন। সেইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম চিদ্দেহে প্রতি পরমাণুতে অনন্ত জগদ্ধারণ-সুখে শয়ান হইয়া থাকেন। ৩১-৩৫। তিনি সৃষ্টিসংহারাদি করেন অথচ আবার কিছুই করেন না। কেবল পরমালোকেই তাঁহার শয্যা; সেই শয্যাতেই তিনি সুখে শায়িত থাকেন। এই সংসারপ্রবাহ আত্মবানের নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। তিনি সুষুপ্তিকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়া সুখে শয়ন করেন। আত্মবান্ পুরুষই সদ্রূপে সমগ্র জগৎবস্তুর অনুগমনকরত সত্তাসামান্যভাব লাভ করেন এবং আকাশাপেক্ষাও সমধিক ব্যাপক ভাব ধারণ করিয়া সুখে শয়ন করেন। তিনি পূর্ব্বে জগৎকে বিলীন করিয়া আকাশময় করেন; তাহার পর স্বচ্ছ চিদম্বরতা সম্পাদন করত প্রশান্তশব্দশ্বাস অবস্থায় সুখে শয়ন করেন। এই আমাদিগের প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রত্যগাত্মস্বরূপ চিদাকাশের এক কোণে দেখিয়া আত্মবান্ ব্যক্তি স্বয়ং স্বচ্ছ আকাশগর্ভের ন্যায় নির্ম্মলাত্মভাব ধারণ করত সুখে নিদ্রাপ্রাপ্ত হন। তিনি প্রবাহপতিত ব্যবহাররূপ তৃণময় কটাস্তরণে বিশ্রাম লাভ করত সুখসুপ্ত থাকেন। নিদ্রার পর উত্থিত হইয়া নিদ্রাকালীন অনুভূত স্বপ্ন যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিলে যেরূপ তাহা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তদ্রূপ আত্মবানের চিত্ত সযত্নে কিঞ্চিৎ

বহির্ম্মুখীন হইলে দেহাদি ক্ষণিকস্বরূপ ধারণ করে। সে সময় ঐ দেহাদি দ্বারাই সেই আত্মবান্ জীবন ধারণ করেন। নিরবকাশে থাকিতে অসমর্থ গগন যেরূপ বস্ত্বন্তরবৎ কল্পিত স্বীয় আকাশস্বরূপকেই অবকাশ পাইয়া তাহাতেই সত্তা পাইয়া থাকে, সেই আত্মবানের যে দেহাদি লইয়া জীবন-ধারণ, তাহাও ঠিক ঐরূপ। আত্মজ্ঞানীর জ্ঞান আকাশস্বরূপ, তাহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত অসত্তা বশতঃ আকাশসদৃশ জীবজগৎলক্ষণ ধর্ম্মসমষ্টিকে প্রযত্ননিপন্ন স্বজ্ঞাতৃভাবে সম্যক্ অবগত থাকেন। এরূপ তত্ত্বজ্ঞ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির এক সুহৃদের কথা পরে কথিত হইবে। এই সুহৃদ্ জাগ্রৎস্বপ্নার্থ ভোগে ঐ প্রবুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির চিরসহায়; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই সুহৃদের সহিত নিয়ত রমণ করেন। যখন সুষুপ্ত অবস্থা, সে সময়েও তিনি সেই সুহৃদের সহিত সুষুপ্ত থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, সন্তোষ প্রভৃতি চিত্তানুবৃত্তি দ্বারা তাঁহার সেই চিরসুহৃদের সহিত বক্ষ্যমাণরূপে রমণ করিতে করিতে তাঁহার সমগ্র আয়ুঃশেষ দিবস অবধি যাপন করত পরমোত্তম নিরতিশয় আনন্দরূপ বিদেহ-কৈবল্য-পদে বিশ্রাম লাভ করেন।৩৬-৪৫

ঊনসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! কে সেই সুহৃৎ, যাহার সহিত সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি রমণ করিয়া থাকেন? তাঁহার সহিত উঁহার ঐ সুহৃদের রমণই বা কি এবং ঐ রমণ কি স্বাত্মস্বরূপে অবস্থিত? অথবা রম্য ভোগস্থানে বিহার বশতঃ প্রীতিই কি উঁহার স্বরূপ? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! লোকহিতকর শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, যত্ন সহকারে শাস্ত্রাভ্যাস, শম, দম, তিতিক্ষা, পরম শৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বর-প্রণিধান ও সংযম প্রভৃতি স্বকর্ম্ম, এই অনবদ্য অনিষিদ্ধ তিনপ্রকার কর্ম্মই উক্ত জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অকৃত্রিম সুহৃৎ; এই ত্রিবিধ কর্ম্ম একই, মাত্র উপাধিভেদেই উহার নাম তিনপ্রকার। উহা পিতার ন্যায় আশ্বাস দান করে এবং অত্যন্ত সঙ্কটেও স্ত্রীর ন্যায় অব্যভিচরিতভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ঐ সুহৃৎ ক্রুদ্ধ হইলেও অক্রুদ্ধভাবে সামপ্রয়োগ দ্বারা ক্রোধের কারণ দূর করিয়া বিরোধভঞ্জনরূপ অমৃত দান করে। দুর্গে, দুর্গম পথে অথবা দুর্ব্বার শত্রুকলহাদি দোষে আসক্তি দেখিলে ঐ সুহৃৎই তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে তৎপর হয়। নিখিল

বিশ্বাসরূপ রত্ননিচয়ের ঐ সুহৃৎই কোষস্বরূপ। বহুল জন্মপরম্পরার অভ্যাসবশে ঐ সুহৃৎ অনুবর্ত্তন করিতেছে, তাই বাল্যাবধি উহারই সঙ্গে জীবন্মুক্ত পরিপুষ্ট, জীবন্মুক্তের বাল্যকাল হইতেই ঐ সুহৃৎ সঙ্গী; একত্র ধূলা-খেলাও ঐ সুহৃৎ করিয়াছে। উহা সর্ব্বপ্রকার দুশ্চেষ্টার হন্তারক হইয়াছে এবং পিতার ন্যায় নিয়তই রক্ষক হইয়া রহিয়াছে। ২-৬। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, কুসুমের যেরূপ সৌগন্ধ্য এবং সূর্য্যের যেরূপ দিবস, তদ্রূপ ঐ নির্ম্মলস্বভাব সুহৃৎ অল্পক্ষণের জন্যও ত্যাগ করে না। ঐ সুহৃৎ নাগরিকের ন্যায় অনবদ্য কথায় আনন্দজনক এবং সাধু চেষ্টাসদৃশ মণিমাণিক্যসমূহের ভাণ্ডার। উহা লোক-পালনে একনিষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট-সঙ্ঘর্ষণসময়ে অদ্বিতীয় রক্ষাকারী। সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তৎপর, ঐ সুহৃৎও সেইরূপ অপ্রিয়-দূরীকরণে ব্যাপৃত। অনুরাগবতী নারী যেরূপ, ঐ সুহৃৎ নিরন্তর তদ্রূপ প্রিয়প্রদর্শক। ঐ সুহৃৎ সকলকেই প্রিয়ভাষী করে এবং নিজে যাহাতে সকলের প্রিয় হয়, সর্ব্বদা তদ্রূপ অনুষ্ঠানই করে। ঐ সুহৃৎ কোমলহৃদয়—বড়ই স্নিগ্ধ-মধুর; উহা বিপদের অভিমুখে যায় না এবং কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয় না। সঙ্গত সাধু ব্যক্তির সর্ব্বদাই শুশ্রূষা করিয়া থাকে; সর্ব্বদাই সহাস্যে অভিভাষণ করে। উহা সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে নিবৃত্ত, সেই জন্য উহার রূপ সত্তের রূপের ন্যায়। ঐ সুহৃৎকে পাইবার একমাত্র কারণ পরমার্থ। ঐ সুহৃৎ সকলেরই পূজাযোগ্য। ৭-১৩।

অজ্ঞানের সহিত দ্বন্দ্ব-সম্ভাবনার পূর্ব্বেই ঐ সুহৃৎ প্রহারোদ্যত হয় এবং অলৌকিক ক্রীড়াহাস্যাদি দ্বারা বিলাস প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ সুহৃৎ সৎস্বভাব, শ্রী ও কুল রক্ষা করে। উহা আধিব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত চিত্তের প্রাণদায়ী অমৃত এবং রোগনাশকারী ঔষধস্বরূপ। ঐ সুহৃদের পাণ্ডিত্য এরূপ যে, উহা প্রভু, গুরু প্রভৃতি মানী ব্যক্তির কৌতুকোদ্দীপক। রাজা প্রভৃতি প্রভু জনকে অনুরাগী করিয়া তাঁহাদিগকে বদান্য ও সাধুস্বভাবে পরিণত করাই উহার নিত্য কার্য্য। ঐ সুহৃৎ যজ্ঞ, দান, ব্রত, তপস্যা এবং তীর্থভ্রমণে এবং সঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক। পুত্রকলত্র, দ্বিজাতি, ভৃত্য, বন্ধুবর্গ প্রভৃতি সকলের সহিত ঐ সুহৃৎ সুপেয় ও সুভোজনভাগী। এইপ্রকার সুহৃৎ দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। ঐ সুহৃৎ যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে দুঃখমূলক ভোগবদ্ধ তৃষ্ণা আর থাকিতে পারে না। মধুর আলাপ-আপ্যায়নে উহার ঔদার্য্য পরিব্যক্ত এবং উহাই আশ্বাসদানের একমাত্র শ্রেষ্ঠ আধার। পুত্রকলত্রাদি-পরিবারবৃন্দ-পরিবৃত এইরূপ স্বকর্ম্ম-নামধেয় সুহৃদের সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত জীবন্মুক্ত, সহজবৃত্তিতেই রমণ করেন। তিনি যে কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐরূপ করেন, এ কথা সঙ্গত নহে। ১৪-২০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! ঐ পুত্রকলত্রাদি পোষ্য-পরিজন-সমভিব্যাহারী সুহৃদের পুত্রকলত্র প্রভৃতি কাহারা? তাহারা কিরূপ গুণসম্পন্ন, ইহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন।২১।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মতিমন্! ঐ সুহৃদের মহাত্মা পুত্রগণের নাম—স্নান, দান, তপ এবং ধ্যান। সমগ্র প্রজাবর্গই উহাদের গুণানুরক্ত। উহার হৃদয়বল্লভা পত্নীর নাম সমতা; ঐ পত্নী যেন চন্দ্রলেখা,—দৃষ্টিমাত্রেই সকলের আনন্দদায়িনী। সে সর্ব্বদাই অবিরক্তা এবং সন্তুষ্টা; অধিকন্তু সর্ব্বদাই স্বামীর প্রতি অতীব অনুরাগবতী। সেই ব্যভিচারবর্জ্জিতা মনোমোহিনী স্ত্রী স্বাভাবিক দয়াগুণে সর্ব্বত্রই ধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অবিনয়ভাব একেবারেই নাই। সেই সুখদায়িনী ভার্য্যা সর্ব্বদাই বিনীতভাবে দ্বারপালিকার ন্যায় সম্মুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। হে সাধো! ধৈর্য্যে এবং ধর্ম্মে যে বুদ্ধি অর্পিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধি ঐ ধীর ধন্য সুহৃদের অগ্রে অগ্রে সর্ব্বদাই ধাবমানা।২২-২৬। ঐ সুহৃৎরূপ রাজার অপরা ভার্য্যার নাম মৈত্রী; স্বামীর বিষয় ও শত্রুজয়-ব্যাপারে সততই মন্ত্রণা দিয়া থাকে এবং সপত্নী-সমতার সহিত একযোগে নিরন্তরই এই মৈত্রী স্কন্ধবেষ্টন করিয়া বিদ্যমানা। ঐ মাননীয় সুহৃদের সত্যতা নামে এক ধনাধ্যক্ষা আছেন। তিনি প্রশংসনীয় মর্য্যাদা-চাতুর্য্য-শালিনী এবং কার্য্যবিষয়ে উপদেশদাত্রী। এইরূপ পোষ্যপরিজনবর্গ-সমভিব্যাহারী মন্ত্রণাদায়ক সুহৃদ্ স্বকর্ম্মের দ্বারা সকল অবস্থায় সকল সময়ে ব্যবহারপরায়ণ রহিয়া ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ লাভেই হউক অথবা অলাভেই হউক, কোন সময়েই আনন্দিত বা নিরানন্দ হন না অথবা ক্রুদ্ধও হন না। ঋষি যদিচ অনবরত লৌকিক-ব্যবহারে নিয়ত থাকেন, তথাপি চিত্রিত যোদ্ধৃব্যক্তির যুদ্ধ প্রভৃতি যেরূপ ব্যবহার-তৎপরতা চিত্রিত থাকিলেও তাহা যেরূপ একইভাবে থাকে, তদ্রূপ ঐ জীবন্মুক্ত ঋষি যথাযথভাবে বিরাজিত থাকেন। তিনি অবাস্তব-তর্ক-বিতর্কে পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নীরব হইয়া থাকেন। বৃথা-বাক্যে তিনি বধিরের ন্যায় অবস্থান করেন এবং যে সকল বাক্য লোকাচার-বিরুদ্ধ, তাহাতে ঐ জীবন্মুক্ত মৃতের ন্যায় অবস্থান করেন। কিন্তু আর্য্যজনোচিত আচার-ব্যবহারে, তিনি বাসুকি কিংবা বৃহস্পতির ন্যায় হয়েন। পুণ্যপ্রস্তাবে মৌনতা ত্যাগ করেন এবং সে বিষয়ের আলাপে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি স্বকীয় এবং পরকীয় কৌটিল্য প্রভৃতি দোষ উন্মেষণ করেন, মুহূর্ত্তমধ্যে দুরূহ সন্দেহস্থান নির্ণয় করত তাহা ভঞ্জন করেন এবং অতি সত্বরই বহু বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দেন। ঐ নির্ব্বাণমনা মুনি সমদৃষ্টিশালী; তিনি উদার, বদান্য, পেশল, স্নিগ্ধ-মধুর ও সম বিচার-নিপুণ। এই যে সমুদয় গুণ বলা হইল, এ সকল প্রবুদ্ধবুদ্ধি

জনগণের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। কোনরূপ কৃত্রিম উপায় দ্বারা এইপ্রকার গুণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র, সূর্য্য অথবা অগ্নির স্বভাবই হইল প্রকাশভাব-ধারণ; অন্যের প্রেরণা বা প্রযত্ন দ্বারা তাঁহারা ঐ ভাব কখনই ধারণ করেন না। ২৭-৩৫

সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সম্বিদাকাশের স্ফুরণই জগদাকারে প্রতিভাসিত হয়! প্রকৃত-পক্ষে জাগ্রৎ, জগদাভান, শূন্য, বৃত্তি-সম্বিৎ প্রভৃতি কিছুই নাই। শূন্যত্ব যেরূপ আকাশ হইতে পৃথক্ নহে, তদ্রূপ এই জগৎনামে প্রসিদ্ধ চিদ্ব্যোম অজ্ঞের দৃষ্টিতে অন্যস্বরূপে অবস্থিত হইলেও চিদাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। নির্ব্বিষয় চৈতন্যের বিষয় হইতে অপর বিষয়-প্রাপ্তি সময়ের মধ্যবর্ত্তী যে একটা সম্বিৎ-দেহ থাকে, তাহাই দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সম্যাণ পরিশেষরূপ মহাপ্রলয় নিষ্পন্ন হইবার পর পুনরায় আদিসৃষ্টি সংঘটিত হয়, ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তখন একমাত্র সৎই বিদ্যমান থাকেন। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'যদা তমস্তন্ন দিবা ন' ইত্যাদি বেদবাক্যই ইহার প্রমাণ। সুতরাং সেই অবিকার পর অপেক্ষা অন্য কারণ না থাকায় কি প্রকারে দৃশ্য সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? সে সময় এমন কিছু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দৃশ্য বীজও বিদ্যমান ছিল না, যাহা দ্বারা এই মূর্ত্তপরম্পরা পুনঃপ্রবর্ত্তিত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে।১-৬। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, এই দৃশ্য জগৎ প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন নহে; বন্ধ্যার যেরূপ সন্তান নাই, তদ্রূপ দৃশ্যবুদ্ধিও একেবারেই নাই। তবে চতুর্দ্দিকে এই যে দৃশ্যপরম্পরা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা সেই সুনির্ম্মল চিদাকাশ পরমপদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রুতিতাৎপর্য্য-জ্ঞানিগণের ইহাই নির্দ্দেশ। ঐ যে চিন্মাত্র পরমপদের কথা বলিলাম, উহা কখনই স্বীয় স্বচ্ছ অনাময় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না। ঐ যে আত্মা, তিনি আত্মাই ছিলেন; তাহার পর সেই ব্যোমাত্মা স্বয়ংই স্বাত্মায় এই দৃশ্যস্বরূপে প্রভাসমান হইতেছেন। মন যেরূপ সঙ্কল্প-মন্থররূপে পুরাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ঐ পরম চিদাকাশই দৃশ্যাকারে প্রভাসিত হইয়া থাকেন। বায়ু যেরূপ স্পন্দযুক্ত হইয়া চক্রাবর্ত্তের ন্যায় বেষ্টিত হয়, ঐ চিদাত্মা তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় আকাশস্বরূপে অবস্থান করত অজ্ঞাতসারেই আত্মায়

দৃশ্যস্বরূপে অবস্থান করেন। যখন স্বরূপ-পরিজ্ঞান জন্মায়, তখন আর দৃশ্যজগত্রয় প্রতিভাত হয় না। সে সময় পরব্রহ্মই প্রতিভাত হন। অপিচ, তিনিই স্বাত্মায় এইরূপে অবস্থান করেন; তাঁহারই ভান হয়।৭-১২। মূর্ত্ত পৃথিবী প্রভৃতি কোথাও কুত্রাপি কিছুই নাই। অপরপক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তির দর্শনে মূর্ত্ত কিম্বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে অমূর্ত্ত যাহাই কেন হউক না, একমাত্র ব্রহ্মই সেইভাবে বিরাজমান; ইহাই হইল সার সিদ্ধান্ত। স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত যেরূপ জাগ্রদ্দশায় নিরবয়ব আকাশেই পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ যখন আত্মবোধের উদয় হয়, তখন এই জগত্রয় অবশেষে শান্তচিন্মাত্র আকাশেই বিভাসিত হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ জগৎ অবিভক্ত পরব্রহ্মমাত্রই; এতদতিরিক্ত জ্ঞান যে কি এবং কিরূপ, তাহা আমরা চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি না। দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তিসময়ের অন্তরালে যে একটা শূন্য সম্বিদাকার দৃষ্ট হয়, ভূতসমূহের স্বস্বভাব, তাহাই হইল পরম পদ।১৩-১৬।

দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তিসময়ের অন্তরালে যে সম্বিদাকারের প্রকাশ, তাহারই নাম সেই পরমাকাশ এবং তাহাতেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই বলিতেছি, সর্ব্বাধিষ্ঠান ও নির্ব্বিষয় চিন্মাত্র ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এই অধ্যাসভূত সদসদাত্মক জগৎ সেই পদেরই তুল্য। কারণ, পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য আর কিছুরই সত্তা নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়জনিত রূপ, আলোক এবং মনস্কার, এই সমুদায়ই ঐ পরম পদস্বরূপ। সেই পররূপ মহাসমুদ্রের দ্রবতাজনিত যে আবর্ত্তপরম্পরাসমূহ, এসকল তাহাই। এক দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তিসময়ের অন্তরালে যে সম্বিদবয়ব, তাহাই জগৎ; ইহা ব্যতীত অন্য জগদ্ভাব কিছুই নাই। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু ভাব এবং ভাবাভাব বস্তু, সে সকলই সেই পদের স্বরূপ। পূর্ব্ব কোটি ও অন্য কোটি পরিত্যাগ করত অন্তরালে যে সম্বিদের নির্ব্বিষয় অবয়ব আছে, তাহাই হইল স্বভাব এবং তাহাই জগদ্রূপ মরুমরীচিকা জলে অধিষ্ঠানসংজ্ঞাধারী।১৭-২২। আমি বহুবারই বলিতেছি যে, জাগ্রৎ-দেশ হইতে স্বপ্ন-দেশপ্রাপ্তিসময়ের অন্তরালে সুষুপ্তি-অবস্থায় যে সম্বিদবয়ব, সৃষ্টিদেশ হইতে অপর সৃষ্টিরূপ দেশপ্রাপ্তির অন্তরালে প্রলয়সময়ে যে সম্বিদবয়ব এবং ইহলোকরূপ দেশ হইতে পরলোকদেশপ্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী মূর্চ্ছাবস্থায় যে সম্বিদবয়ব, তাহা সর্ব্বদা তদ্রূপেই অবস্থিত হয়। কূটস্থতা কারণস্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুতাত্মায় জগৎ এইরূপ নামান্তর অজ্ঞ-কল্পিত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আদিসৃষ্টি হইতে দৃশ্যপরম্পরার উদ্ভব হয় নাই। তবে যে ইহার সত্তা উপলব্ধি হয়, ইহা জগন্মায়াস্বরূপ ঐন্দ্রজালিকের একটা আড়ম্বরমাত্র ব্যতীত আর কি বলিব? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃতপক্ষে যাহার একান্তই অভাব,

তাহারই সত্তা আছে ; আর যিনি প্রকৃতই বিদ্যমান, সেই পরব্রহ্মেরই অসত্তা বোধ হইতেছে। ফল কথা, ইহা মাত্র মূঢ় ব্যক্তিরই ভ্রম। অবশ্য আমি এরূপ দেখিতেছি না যে,মূঢ় ব্যক্তিরা অসৎ দৃশ্যকে সৎ বলিয়া থাকে,ঐরূপ বলিয়া তাহারা ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ।২৩-২৬। কোন দৃশ্যই কোথাও উৎপন্ন নহে, এবং কোন স্থানে আভাতও হয় না ; তবে যে এই প্রতিভান দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা দৃশ্য প্রতিভান নহে ; ইহা সেই আকাশস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্ফুরণমাত্র। এইরূপে তিনি স্বয়ংই স্ফুরিত হইতেছেন। আপনা হইতে নিজ অব্যতিরিক্ত দীপ্তিচ্ছটায় মণি যেরূপ স্বতই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিদ্‌ব্যোমও আত্মভিন্ন সৃষ্টি দ্বারা স্ফুরিত হইতেছেন। ঐ সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন এবং তাপ দিতেছেন, তাঁহার ঐ যে কার্য্য, তাহা সেই শান্তপদে অবস্থিত থাকিয়াই হইতেছে। সেই তিনি সৎসামান্য ; ঐ সূর্য্য তাঁহারই একদেশমাত্র ; উনি তাঁহাতে থাকিয়াও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। চন্দ্রের সে ক্ষমতা নাই। সূর্য্য প্রভৃতিকে ঐ দেবই প্রকাশ করেন ; সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ।২৭-৩০।

এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই ব্রহ্মের জ্যোতিতেই দীপ্তিমান্। চন্দ্র, সূর্য্য, কিম্বা যাহা কিছু তেজো-বস্তু, সে সকলেরই সেই চিৎদেবতাই প্রকাশক। জগদ্‌দ্রষ্টা সূর্য্যের তেজে গবাক্ষপথে যেরূপ একটি অণু বিভাত হয়, তদ্রূপ সেই যে অপরিচ্ছিন্ন চিৎপ্রকাশ ব্রহ্ম, তাঁহাতেই ঐ সূর্য্যাদি প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের যে সূর্য্যাদি-সমন্বিত সৃষ্টি-প্রভা, তাহাকে কি সেই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে ? ঐ ব্রহ্মপদ সর্ব্বাতিরিক্ত অথচ সর্ব্বার্থসমন্বিত ; তাঁহাতে পৃথিবী প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, অথচ তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহাতে কোন জীবই নাই, অথচ কোন্ জীবগণই বা তাঁহাতে নাই ? তাঁহাতে দ্বৈত বা ঐক্য কিছুই নাই ; তাঁহা হইতে কিছুই 'কিছু' নহে। ফল কথা, কিঞ্চিৎ বা অকিঞ্চিৎ প্রভৃতি কল্পনা তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে বিদ্যমান। একা ও নিরন্তরা অর্থাৎ যাহা অনবচ্ছিন্না সনাতনী চিদ্ব্যোমসত্তা-মাত্র, তাহাই আত্মাতে অতি বিশাল জগদ্রূপে বিরাজমান। এই যে নানাবৎ জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অ-নানাই। এই বিশাল জগৎ চিদ্‌ব্যোমমাত্রই।৩১-৪০। স্বপ্নকালে যেরূপ জীবচৈতন্য নানাভাব ধারণ করিয়া থাকে, ঐ চিদ্‌ব্যোম তদ্রূপ পঞ্চভূতরূপে অবস্থান করে। সুষুপ্তি হইতে যে সময় স্বপ্নাবস্থালাভ হয়, তখন জীবচৈতন্য সুষুপ্তিতে থাকিয়াই যথাস্থিতরূপে স্বপ্নতা আশ্রয় করে। এইপ্রকারে চিৎও প্রলয়ের পর হইতে সৃষ্টিস্বরূপে প্রতিভাত হয়েন। সুষুপ্তি যেরূপ, স্বপ্নতাও সেইরূপ এবং যাহা জাগ্রৎ তুর্য্য, তাহাও তৎস্বরূপই ; অতএব জগৎ আকাশপ্রায় বলিয়া জানিবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই সমুদয়ই তুর্য্যস্বরূপে বিদ্যমান। ঈশ্বর জড় ও অজড়

জগতের জীবপরম্পরার অন্তরে অবস্থান করত অলক্ষ্যভাবে জগৎ পরিণামিত করিতেছেন অথচ তাঁহার মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই নাই। তিনিই শুদ্ধ চিতের পারমার্থিক রূপ এবং এই জগৎ-পদার্থ-পরম্পরা তন্ময়ীই। প্রকৃতপক্ষে যে সমুদয় জগৎ-বস্তু সৎস্বরূপে বিদ্যমান নাই, সেই সকলের পারমার্থিকরূপ-স্বরূপ ঈশ্বরই জগদ্রূপে বিরাজমান। ইহাই হইল সার সিদ্ধান্ত। হে অনঘ! যদি তুমি বল, পৃথ্ব্যাদিপরম্পরা চিদ্রূপই এবং তাহা হইতে পৃথ্ব্যাদি যদি স্বতন্ত্র না হয়, তাহা হইলে চিত্তের অন্তর্য্যামিরূপে জগৎ-পরিণামকারিতা কিরূপে হইতে পারে? এরূপ কথা তোমার বলা চলে না। কারণ, এ জগতের পরিণামাদিদর্শিগণের উপদেশের জন্যই প্রবৃত্ত উক্তির—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ জগতে গন্ধমাত্রও নাই। ৪১-৪৭। একই চিন্মাত্র পরমাকাশ মহাসত্তারূপে সৃষ্টির আদি হইতে আত্মায় বিরাজমান। তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তিগণের পরিপূর্ণ আত্মায় অনুভবই তাহার প্রমাণ। সেই চিৎ সর্ব্বব্যাপিনীরূপে বিরাজমানা এবং তিনিই অজ্ঞের জন্য নিজাত্মায় জগৎ ইত্যাদি অভিধান আরোপ করিয়াছেন। স্বপ্নপ্রবোধে অপ্রবোধের ন্যায় যেরূপ আত্মা পরিশিষ্ট হয়, তাহা স্বীকার করিলে যাহা যাহা জগৎ কৌতুকসুখ—সে সমুদয় সুখই হইয়া দাঁড়ায়, এবং অপ্রবোধে তাহা স্বীকার না করিলে যাহা যাহা জন্ম মৃত্যু জরা প্রভৃতি দুঃখময়রূপে অনুভূত হয়, সে সকলই দুঃখ হইয়া থাকে। সুতরাং গমন, অবস্থান, শয়ন, জাগরণ, সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই তত্ত্বজ্ঞের এক নিত্য সুখ বিদ্যমান। ভেদেও যাঁহার অভেদবোধ আছে, যাঁহার দুঃখেও সুখ অবস্থান করে, এবং যিনি বহিঃসংসারে অবস্থিত হইলেও অন্তর্মুক্ত বলিয়া সংসারে আর নাই, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আর অন্য কি সাধ্য এবং কিই বা পরিহার্য্য হইতে পারে? সেইরূপ পুরুষ যদি বাহ্যিক ব্যাপারে নিরতও থাকেন, তথাপি কিছুই গ্রহণ বা ত্যাগ করেন না। মাত্র ব্রহ্মেই তাঁহার অবস্থিতি হয়। ৪৮ ৫৩। যেমন হিমের শৈত্য ও বহ্নির উষ্ণতাই স্বভাব, তদ্রূপ ঐ পুরুষের এরূপ স্থিতিই তাঁহার স্বভাব। যাহার স্বভাব এই প্রকার নহে, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আত্মাতিরিক্তবিষয়িণী ইচ্ছাই অজ্ঞতার লক্ষণ। যিনি বিদিতবেদ্য হইয়া সর্ব্বাবরণমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ের সমাশ্বাসনালাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার শত্রু, মিত্র প্রভৃতি বিকল্পজাল ছিন্ন হইয়াছে; তিনিই আত্মসুখসর্ব্বস্ব হইয়া পরম শান্তিসুধায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া অবস্থিত আছেন। ৫৪-৫৬

একসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তোমার আশঙ্কা হওয়া সম্ভব যে, শ্রুতি-বাক্যানুসারেই এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়া জানিতে পারা যায়; অথচ কিরূপে ইহাকে আমি স্বপ্নসদৃশ চিৎস্ফুরণমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু তুমি এরূপ শঙ্কা করিও না। কারণ, প্রজাপতি বিরাট্ হইলেও ঐরূপ অনাদি জীবন্মুক্ত বলিয়া নিরাবরণ চিদাকাশই; আমি তাঁহাকে মনঃসমষ্টি হিরণ্যগর্ভমাত্র বলিয়াই অবগত আছি। এইপ্রকারে ব্রহ্মার চিন্মাত্রত্বই সিদ্ধ। যখন মননাকার কল্পনা করা হয়, তাহার অগ্রে চিন্মাত্রই বিদ্যমান ছিল। মননাকার-কল্পনার পর জলের আবর্ত্ত-বিবর্ত্তাকারে জলোত্থানে বিবর্ত্ততাকল্পনাবৎ মনোনামক অভ্যাস কল্পনা করা হয়। স্বয়ং চিৎই এই কল্পনা করেন। যাহা সত্তামাত্রাত্মতা, তাহাতে বুদ্ধি প্রভৃতি কিরূপে কোথায় থাকিবে? পৃথিবী প্রভৃতির যদি সদ্ভাব না থাকে, তবে আর রজঃসম্পর্ক সম্ভাবনা কি থাকিতে পারে, ঐ যে সত্তামাত্রাত্মতা, উহাতে চিত্তাদি বাসনাদি কিছুই বিদ্যমান নাই। ১৪

হে প্রাজ্ঞ! কারণের অসদ্ভাব বলিয়া সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ঐ সকলের কিছুই নাই। পূর্ব্ব প্রজাপতি যে পরবর্ত্তী প্রজাপতির কারণ হইতে পারেন, তাহাও বলা যায় না; কারণ, পূর্ব্ব-প্রজাপতির অবস্থানসময়ের অবসান হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে; অতএব যিনি নূতন প্রজাপতি হন, তাঁহার জগৎ-রচনানুকূলা স্মৃতি হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। সেই যিনি পূর্ব্ব-প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। সংসারগত আবৃত্তিশীল জীবের যেরূপ বারবার দেহোৎপত্তি হয়, যাহারা বিদেহমুক্ত, তাঁহাদের সংসারস্মৃতি বা পুনর্ব্বার দেহোৎপত্তি সেরূপ হইবার নহে। আরও, কি দেশান্তরে আর কি কালান্তরে কোনও সময়েই তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বকল্পের বাসনাবশতঃ 'অহং'-ভাবগোচর সংস্কারপ্রভাবে সেইরূপ স্মৃতিতে যদি বা প্রজাপতির কিছুমাত্র দেহাদির সম্ভাবনা হয়, সে কেবল উপাসনাত্মক মনঃকল্পনার সংস্কারস্বরূপ; এই নিমিত্ত তাহা কেবল মানস ও ভৌতিক তুচ্ছ সঙ্কল্পনগরের ন্যায় অসত্যস্বরূপই। ৫-৭। তুমি অবশ্য ইহা বলিতে পার যে, এই ব্রহ্মাণ্ড বিরাট-দেহ ভৌতিক বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছে, তবে ইহার ভৌতিকতার অসদ্ভাব হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, সঙ্কল্পপর্ব্বতের রূপ এক প্রকার দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই যে রূপ, তাহা যেমন পৃথ্ব্যাদি-সম্পর্কহীন, তদ্রূপ সেই যে বিরাটদেহ, তাহাতেও উহার অভাব সেইরূপই বুঝিতে হইবে। বেদবাক্যানুসারে পৃথ্ব্যাদি-ঘটিতত্ব ও পূর্ব্ব-স্মৃতির আভাস পাওয়া যায় বটে;

কিন্তু সেই প্রজাপতির আদিসৃষ্টিতে পূর্ব্বানুভবের অভাব থাকায় কোনরূপ স্মৃতির সম্ভাবনা কখনই হইতে পারে না। তবে যে বেদবাক্যে বোধ, তাহা কেবল জগৎকেই যাহারা সত্যরূপে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞগণের বুদ্ধিতেই হয়। বেদের যাহা উপদেশ, তাহা কেবল অনাদি-সিদ্ধ কর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পরবুদ্ধি অনুসারেই প্রদত্ত। ফল কথা, সেই তত্ত্বদর্শী প্রজাপতির বুদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বকথিত স্মৃতি বিদ্যমান নাই। ৮-৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে স্মৃতিমৎ-শ্রেষ্ঠ! কি জন্য তাঁহাদিগের স্মৃতি সম্ভবপর নহে? সেইরূপ স্মৃতির অসদ্ভাবে নির্ম্মাণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পীয় সকল ব্রহ্মাণ্ডগুণ কি-প্রকারে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব? হে গুণাকর! তাহা আমাকে বলুন। ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! কল্পনাভ্রম-সংস্কার-সংভূত অনর্থক স্মৃতির কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু যাহা সত্যার্থানুভব স্মৃতি, তাহাই আমার বক্তব্য। দেখ, পূর্ব্বকল্পীয় পৃথিবী প্রভৃতি দৃশ্যপরম্পরার প্রকৃত সত্তা যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহার ভাবাভাব সম্ভবপর হইত। কিন্তু উহার স্মৃতিই তো অসম্ভব; কারণ, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত কোনরূপ দৃশ্যই যখন বাস্তবপক্ষে নাই, তখন কোথায় কি প্রকারে কিরূপ স্মৃতির সম্ভাবনা করা যায়? সুতরাং সেই তত্ত্বদর্শী বিরাট পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান বাধিত হওয়ায় নিখিল প্রপঞ্চই তো মিথ্যা হইল; সুতরাং সেই মিথ্যা প্রপঞ্চ কখনই বস্তুগত্যা প্রকৃত স্মৃতি জন্মাইতে বা সেই স্মৃতির সাহায্যে সত্য সৃষ্টির প্রতি কারণ হইতে অসমর্থ। দৃশ্য বস্তুর পরমার্থপক্ষে উৎপত্তির পর যদি বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে প্রমাণযোগে অনুভব করিয়া অন্য সময়ে স্মরণ করা হইলে, তাহাই স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞগণের অভিমত এইরূপ। আরও, যেখানে দৃশ্যই নাই, সেখানে আর এ সকল কল্পনার অবসর কোথায়? যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ, সে সকলেরই সর্ব্বদা অত্যন্তাভাব। 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই কথাই সত্য; সুতরাং কি প্রকারে স্মৃতির কল্পনা সম্ভবপর হয়? অতএব প্রজাপতির আদ্য স্মৃতির সম্ভাবনা নাই; অপিচ, ঐ যে শুদ্ধজ্ঞানাত্মা, তাঁহার আকারবত্তাও নাই। জন্মান্তরীণ উপাসনাত্মতায় নিজের যে জগৎশরীরত্বভাবনা, তাহারই নিমিত্ত উপাসনা-ফলসিদ্ধিকল্পে এইরূপ স্মৃতি তাঁহার অবশ্যই জন্মিতে পারে যে, আমি জগৎশরীরাত্মক। কিন্তু লৌকিক স্মৃতির ন্যায় অর্থ-প্রমাজন্যা স্মৃতি তাঁহার একেবারেই নাই। লৌকিক স্মৃতিতে মাতা, দুহিতা এবং অন্যান্য কুটুম্বাদি ও গৃহক্ষেত্রাদির সত্তা আছে। আর উপাসনাবিষয়ক স্মৃতি মনোরাজ্যের ন্যায় অস্তিত্বহীন। প্রজাপতির স্মৃতি নাই কি নিমিত্ত, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১-১৬। সংস্কার বশতঃ অতীত বিষয়ের স্মরণই স্মৃতি নামে কথিত।

পরন্তু প্রজাপতি-সম্বন্ধে কল্পাদিতে পদার্থ সত্ত্বেও কার্য্যতঃ তাহা নাই, কখন যে ছিল, তাহাও নহে, আর ভবিষ্যতেও থাকিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব স্মৃতি হইবে কি? এইপ্রকারে সকলই আদ্যহীন কূটস্থ পরব্রহ্ম, সুতরাং স্মৃত্যাদির আর সম্ভাবনা কোথায়? যদি কোন সর্ব্বাত্মজ্ঞ বলেন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা, তাই তিনি স্মৃত্যাত্মকও হউন, এই কথার উত্তরে আমি বলিব, তাহাতে আপত্তি কি? ব্রহ্ম তাহাই হউন। এরূপ কথা আমিও পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে সমুদয় বস্তু চিদ্ব্যোম-কচন, ব্যবহারোপযোগী হইলেও যাহা একেবারেই শান্ত, পূর্ব্বকথিত বাক্য দ্বারা আমিও তাহাকে স্মৃতি নামে অভিহিত করিয়াছি। অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মভাবের অপরোক্ষভাবে স্ফুরণই স্মরণ; ঐ যে ব্রহ্মাত্মা, উনিই উপাসনাত্মরূপে পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত হইয়া উপাসনাফলীভূত বাহ্যার্থের ন্যায় উপাসনা করেন এবং সাদৃশ্যে আভাসমান হয়েন। ভ্রমাধীন স্মৃতির সাহায্যে অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্মরূপ জীব পরস্পর যে সকল অজ্ঞানোপহিতভাবে নিজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বা প্রকাশিত করে, সে সমুদয় স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপে অন্য সময়ে যে তদ্ভাবাশ্লিষ্ট-প্রায় প্রতিভাসিত হয়, তাহাই 'স্মৃতি' নামে স্বস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অস্তিত্বহীন দৃশ্যও যেরূপ ভ্রান্তি বশতঃ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ স্মৃতিতে স্থিতিসমূহ অবিদ্যমান হইয়াও মৃগতৃষ্ণায় প্রকাশমান হইয়া বিরাজমান থাকে। ১৭-২২। সত্যস্বরূপ সর্ব্বাত্মাতে থাকিয়াও যে সমুদয় সম্বিৎ পরিস্ফুরিত হয়, তাহাই ভ্রান্ত অভ্যাস দ্বারা সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভ্রান্তানুভববশে সমান বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্য নিমিত্ত 'স্মৃতি' নামে কথিত হয়। কাকতালীয়ের ন্যায় সহসা উদ্বোধ বশতঃ সেই সর্ব্বাত্মায় যাহা কিছু সম্বিৎ প্রভাসিত হয়, চিতের অঙ্গীভূতবৎ বৈষয়িকতায় পরোক্ষভাবে বিকৃত হইলেও স্বতঃ অপরোক্ষতা নিবন্ধন অবিকৃতের ন্যায় বোধ হয়, তাহাই স্মৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট। ব্যজন প্রভৃতি না হইলেও যেরূপ বায়ুস্পন্দন হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোন উদ্বোধক কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তথাপি সম্বিৎসমূহের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। সেই অনুভববৃত্তি-লক্ষিত সম্বিৎ, কালান্তরে স্মৃতি নামে প্রখ্যাত। যেমন তোমার এই সকল অবয়ব মনঃপ্রবণ হইলেই স্ফুরিত হইয়া থাকে, আর অন্যপ্রবণ না হইলে স্ফুরিত হয় না, তদ্রূপ কখনও উদ্বোধকের অবধান নিবন্ধন ঐ কাকতালীয়ের ন্যায় অবয়বীভূত সম্বিৎ-সমূহ কাকতালীয়বৎ প্রতিভাত হয়। অতএব উহার যে সর্ব্বদা স্ফুরণ আছে, তাহা নহে। সুধীগণ উহাকেই স্মৃতি নামে নির্দ্দেশ করেন। স্বপ্নকালীন ইন্দ্রজালাদিতে মিথ্যাজ্ঞানময় ঘটপটাদি যেরূপ থাকে, সেইরূপ আত্মাতে সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বসম্বিৎই বর্ত্তমান, সেই স্বপ্নেন্দ্রজালাদিতে ঘটপটাদি যেরূপ মিথ্যাজ্ঞানময়, তদ্রূপ ভ্রমাত্মক স্মৃতিপদার্থের আর কি বিচার হইবে? এই নিমিত্ত বলিতেছি, দৃশ্যের অত্যন্তাভাব;

দৃশ্যের অভাব বলিয়া সেই অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শী প্রজাপতির স্মৃতি একেবারেই নাই ।২৩-২৯। এই জগৎ-সৃষ্টিকে সেই তত্ত্বজ্ঞ স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা এক ঘন চিদ্ব্যোম-মাত্ররূপে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং সেই তত্ত্ববিৎ আপনিও এক ঘন বলিয়া একই নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন। এই দৃশ্য অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ দেখে, সেই ভাবেই উহা অবস্থান করে। সেই অজ্ঞ ব্যক্তির স্থিতি বা মোক্ষের বিষয় আমি কিছুই জানি না; অতএব অজ্ঞ ব্যক্তি যদি দৈববশে সাধনচতুষ্টয় লাভ করিয়া সন্দেহপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসু হয, তবে যতক্ষণ না উহার দৃশ্য, স্মৃতি বা সংস্মৃতির নিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুই মোক্ষবিষয়ক উপদেশ দিবেন এবং তাহা দিয়াও থাকেন। তত্ত্বজ্ঞগণের স্থিতিবিষয়ে অজ্ঞেরা যেরূপ কিছুই জানে না, তদ্রূপ আমরা তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অবিদ্যা, মূর্খতা বা মোহের ঐকান্তিক অসদ্ভাব জন্য অজ্ঞব্যক্তির সিদ্ধান্ত অবগত নহি। কারণ, যাহার বিষয়ে যাহা নাই, তাহার তাহা অনুভূতিগম্য নহে। বল দেখি, সূর্য্যের নিশানুভব সম্ভব হইতে পারে কি? সংস্কারই স্মৃতির হেতু; সেই সংস্কারের স্বরূপ কি, তাহাই পূর্ব্বে অনুধাবন করা উচিত। অন্তঃকরণোপহিত চিন্মাত্রে যে কিছু বাহ্য বস্তু প্রতিফলিত হইবে, তাহা কার্য্যতঃ অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ সাদৃশ্য বশতঃ যে বাসিত বা বাসনাময় চিত্ত, তাহাই সংস্কার নামে কথিত। পরিকল্পনা-যোগ্য যাবতীয় বাহ্য পদার্থ যখন তত্ত্বজ্ঞানবলে আত্মস্বভাবে পরিণত হয়, তখন পটন্যায়ে বাধিতানুবর্ত্তন দ্বারা উহা আভাসিতা হইলেও বাস্তবিক উহা অবস্থিত হয় না; সুতরাং তত্ত্বদর্শীর চিত্তে সংস্কার মার্জ্জিত হওয়ায় তাহার আর স্থান নাই। এই জন্যই তাহার সংস্কার আর তত্ত্বদর্শীদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে ।৩০-৩৬।

মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় এ সকল দেখা যাইলেও, প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয় না। এইপ্রকার অর্থই যখন স্থির, তখন স্বপ্নদশায় সৃষ্টির প্রথমে সেই স্বাত্মস্বভাবস্থিত পরম চিদাকাশই সৃষ্টিপর্য্যায়গত হইয়া এই জগদাকারে প্রতিভাসিত হন। অতএব চিদ্ব্যোমই এই জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন; জগৎ কখনই সংস্বরূপ হইতে প্রচ্যুত নহে। এইপ্রকারে এ জগৎ অসৎরূপ হইলেও ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত আছে। অন্যপক্ষে সর্গাদির স্ফুরণ হইলে উহা মিথ্যা স্ফুরিতের ন্যায় হইয়া অসৎস্বরূপে অবস্থিত হইলেও উহা সেই সৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট প্রতিভাস কিরূপে, কোন্ স্থানে, কি জন্যই বা হইবে? এই জগৎপদার্থ সাবয়ব নয়, বিম্বা ইহা স্বত্যাত্মক হওয়াও সম্ভব নহে। ইহার কোনরূপ কারণ বিদ্যমান নাই বলিয়াই ইহা পরমাত্মস্বরূপেই প্রভাসিত হয়। এই জন্যই স্বত্যাত্মকতার প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, যদি পদার্থ আকারবিশিষ্ট হয়, তবে যেরূপ দুঃখ হয়, মৃত্যু হইলেও তাহাই ঘটিয়া থাকে।

ভূতপঞ্চকের অন্যতম আকাশ; সেই আকাশসদৃশ শূন্যস্বরূপ চিদাকাশে পৃথিবী, সূর্য্য ও পর্ব্বতাদি স্ব-স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই যথাযথরূপে বিরাজিত আছে। এই দিগ্‌দেশকালসম্পন্ন জগৎ স্বস্বরূপ পরিহার না করিয়াই ঐ চিদাকাশে বিদ্যমান।৩৭-৪৬। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিজ অনুভবই যাহার স্বরূপ, সেই প্রমাতৃ স্বপ্ননগরও স্বস্বরূপের অপরিহারক চিদাকাশকোশস্থ সেই আকাশেরই স্বরূপমাত্র। এখন উহাতে ক্ষিত্যাদির অভাব বা ক্ষিত্যাদি কোথায় আছে, ইহাই দ্রষ্টব্য। উহা সেই শান্ত চিদাকাশই—শান্ত আত্মায় বিরাজিত। সর্ব্বপ্রথমে এবং স্বপ্নাদিসময়ে ক্ষিত্যাদির সম্ভাবনা একেবারেই নাই। ব্রহ্মসত্তা যেন জগৎস্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়াই স্বয়ং স্বস্বরূপে ক্ষিত্যাদি নাম নির্দ্দেশ করেন এবং তাহার পর তাহাই সত্যার্থপ্রকাশকরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; উহা সত্যাত্মক অথবা সাবয়ব নহে। কারণ, ক্ষিতি প্রভৃতি সম্পূর্ণই অসম্ভব। অতএব উহা ভ্রান্তি বা বিবর্ত্তাদি কিছুই নহে। এই জগৎ কেবল ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই অবগত হইবে। সুন্দরস্বরূপে সেই ব্রহ্মই প্রস্ফুরিত হইতেছেন মাত্র। তিনিই সৃষ্টিতে এবং প্রলয়ে নিজাধিকৃত স্বভাবনিষ্ঠ অদ্বিতীয় একই। যদি এই ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমানই হইয়া প্রভাসিত ও দৃগ্‌বিষয়ীভূত, তথাপি উহা কেবল স্বচ্ছ আকাশ। উহার আদি নাই এবং অনন্তকাল হইতে অজ্ঞানপ্রসুক্ত সৃষ্টিপ্রলয়াত্মকরূপে সমুদিত রহিয়াছে বলিয়া অবগত হইবে।৪৪-৪৮

দ্বিসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে প্রভো! এই জগৎ যদি স্বপ্রকাশ চিচ্চমৎকারই হয়, তাহা হইলে সেই সর্ব্বানুভবরূপী সর্ব্বাত্মক আত্মতত্ত্বের 'অহং'ভাবে আগ্রহ সর্ব্বত্রই তো হওয়া উচিত। মাত্র দেহেতেই তাঁহার অভ্যস্ত অহং-ভাবের অভিনিবেশ কি জন্য, এবং অন্য স্থানেই বা এরূপ নহে কেন? চিৎস্বরূপ নিজ চিদ্ভাব ত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং তাহার চিদতিরিক্ত রূপও স্বীকার করা চলে না; এ অবস্থায় স্বপ্নাদিতে চিদ্ব্যতীত কাষ্ঠপ্রস্তরাদিভাব-গ্রহণ কিংবা কি প্রকারে সেইরূপে আগ্রহ চিদ্রূপের হইল? আরও বক্তব্য এই যে, সেই চিদ্রূপ যদি সর্ব্বাত্মকই হয়, তবে এই কাষ্ঠপ্রস্তরাদিতে তাহার অস্তিত্বের অভাব কি প্রকারে হইতে পারে? চিতের অপহ্নব করা তো সম্ভব নহে। আর যদি তাহাতে

অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে সেই সর্ব্বাত্মক চিদ্‌বিরুদ্ধ অবিদ্যাকার জড় প্রস্তরাদির রূপের অস্তিত্বসিদ্ধিই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আরও দেখ, চিদ্‌বিরুদ্ধ স্বীকার করিলে ঐ চিতের সর্ব্বাত্মকতার অভাব ঘটে। ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যেরূপ অবয়বীর হস্তেই হস্ততার আগ্রহ, সেই সর্ব্বাত্মার দেহেই দেহাবচ্ছিন্ন 'অহং'ভাবের আগ্রহও সেইরূপ জানিবে। মাত্র প্রাণিসম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নহে; বৃক্ষ, আকাশ প্রভৃতিতে সেই অবিনাশী জীবের সত্তা বিদ্যমান বলিয়া বৃক্ষপত্রে পত্রত্বের এবং আকাশের শূন্যে শূন্যত্বের আগ্রহ হইয়া থাকে। উপাদানীভূত অরূপ চিত্ত হইতে স্বপ্ন নগরীর আবির্ভাব ঘটে, সেই জন্য উহা অরূপ হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইলেও উহাতে যেরূপ সাবয়বতায় স্বপ্নদ্রষ্টার আগ্রহ, তদ্রূপ সেই সর্ব্বাত্মাতেও স্বপ্ন জাগ্রৎ প্রভৃতি তিন প্রকার অবস্থার আগ্রহ অবগত হইবে। চেতনারূপাভিমত দেহের কোথাও যেরূপ অচেতনত্ব, সেইরূপ চিদ্রূপের সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধি সত্ত্বে কখন কখন কাষ্ঠপ্রস্তরাদিতে অচেতনত্ব আগ্রহ। স্বপ্নসময়ে যেরূপ চিত্তসান্নিধ্য হইতে কাষ্ঠপাষাণাদিভাব জন্মায়, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়ও চিদাকাশের অবয়বাদিভাব ঘটিয়া থাকে। আরও, মায়াশবল পুরুষের একই শরীর চেতনাচেতন উভয়াত্মকত্ব হেতু তাহার ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্তভাবে উভয় ব্যবহারেই প্রবর্ত্তক হয়। অতএব তাহাতে যেমন কোনরূপ বিরোধ নাই, উহা যেরূপ একই পদার্থ, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মার একই শরীর চেতন ও অচেতন উভয়াত্মকরূপে স্থাবরজঙ্গমময় হইয়াছে। উহা সর্ব্বদা একই; সর্ব্বসময়েই তাহার মূর্ত্তির অভাব।৩-১১। সম্যক্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিকট এই যথাবস্থিত জগৎ শান্ত; বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত জগৎ ইহার নিকট থাকিতে পারে না। স্বপ্নদর্শনকারীর প্রাতঃকালে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা দ্বারা সে 'সমস্তই মৌন চিন্মাত্র আকাশ; ইহার স্বতন্ত্র দ্রষ্টা বা দৃশ্যতা নাই' এইরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প সৃষ্টি-গমনাগমন করিতেছে। সমুদ্রবারি যেরূপ তরঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়া স্বীয় দেহ বিবিধ বৈচিত্র্যস্ফূর্ত্তিময় করে, সেইরূপ চিদ্রূপই নিজমায়াশবল চেতনে এই সৃষ্ট্যাদি বিবিধ নাম নির্দ্দেশ করেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিশ্চয় ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞের প্রতি এই যথাবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদাই সেই অনাময় ব্রহ্ম। সলিল হইতে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই তরঙ্গ যদি অনুভব করিতে পারে যে, আমি জলই—তরঙ্গ নহি, তবে তাহার আর তরঙ্গত্ব থাকিতে পারে কি?১২-১৭। যখন ব্রহ্মেরই তরঙ্গত্বের ন্যায় ভাব, তখন বুঝিতে হইবে, তরঙ্গত্বই হউক আর অতরঙ্গত্বই হউক, উভয়ই ব্রাহ্মী শক্তি স্থিরতা লাভে অবস্থিত। হে রাম! স্বস্বরূপী চিদাকাশের অন্যান্য ধর্ম্মবিনিময়ে চেতনাভাবের ব্যতিক্রম বশতঃ যে মনঃসমষ্টি উপহিতরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই মনঃ, ব্রহ্মা

প্রভৃতি বিবিধ নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ সকল নাম ব্রহ্মারই। সেই যিনি প্রথম ব্রহ্মা নিরবয়ব নিরাময় চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহাই সঙ্কল্পনগরের ন্যায় কারণ-বর্জ্জিত। যে হেমাঙ্গদ নিজ অঙ্গদত্বের অসত্তা বুঝিতে পারে, তাহার অঙ্গদত্ব আবার কোথায় ? মাত্র স্বর্ণত্বই তাহার বিদ্যমান। যে সঙ্কল্পমাত্রাত্মক 'অহং ভাব', জগৎ প্রভৃতি সেই চিন্মাত্র শূন্য শরীরে বিদ্যমান, সেই ব্যষ্টি অস্মৎ প্রভৃতিও সমষ্টির চিন্মাত্রতা হেতু চিন্মাত্রস্বরূপই। যে সমুদয় চিচ্চমৎকৃতি চিদাকাশে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা শূন্যতামাত্রই। সে সকলই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি-ব্যাপারজ্ঞানমাত্র অবগত হইবে। চিন্মাত্রাকাশের স্বয়ং সুনির্ম্মল স্ফুরণ আপনা হইতেই স্বপ্নসদৃশ এবং ইহাই চিত্ততামাত্র ; আরও, ইহাই হিরণ্যগর্ভ পিতামহ।১৮-২৪

এই যে আদ্যন্তহীন সৃষ্টি, প্রলয়, বিভ্রম, ইহা তরঙ্গবৎ সর্ব্বদা তদ্রূপেই স্ফুরিত হইতেছে। চিদাকাশের কম্র স্ফুরণই বিরাট্ নামে কথিত। সেই বিরাটের মনঃস্বরূপ হিরণ্যগর্ভও যে ভুবনভূত গ্রামাদি প্রকাশ করিবেন, তাহাও স্বপ্নপুরীর ন্যায় বুঝিবে। সেই বিরাটই সৃষ্টি এবং স্বপ্ন ; আর স্বপ্নই হইল জাগ্রদ্-ব্যাষ্টিসমষ্টি দেহ। প্রলয়ান্ধকারাচ্ছন্ন আত্মাই সর্গ-সম্বেদন হইয়া থাকেন। অন্যবিধ প্রলয়রূপিণী চতুর্বদনা রাত্রিই প্রথম সৃষ্টি, সেই জন্য তাহা বিরাটবেণী পরমাত্মার কেশকলাপ-রূপে সমুদিত। দিবা ও রাত্রি এবং কাল ও ক্রিয়া তাঁহার অঙ্গসন্ধি ; মুখ তাঁহার অগ্নি ; মূর্দ্ধা তাঁহার স্বর্গ ; নাভি তাঁহার আকাশ ; পাদদ্বয় তাঁহার পৃথিবী ; নয়নদ্বয় তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্য ; এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় দিক তাঁহার দুই কর্ণ। এইরূপ নিয়মে মনঃকল্পনাই বিরাটরূপে বিজৃম্ভিত।২৫-২৯। এই ভাবে সেই বিশালমূর্ত্তি বিরাট্ পুরুষ যখন সম্যক্-প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তখন তিনি আমাদিগের সঙ্কল্প-গিরি-সদৃশ স্বপ্নাকারাবস্থিত আকাশাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়েন। চেতনাত্মক জীবভাবাপন্ন হইয়া চিদাকাশে যাহা আপনা হইতে প্রকাশিত, তাহাই এই জগৎ। সুতরাং আত্মাই অনুভূতিগম্য জানিবে। যিনি সেই বিশাল চিন্ময়াকাশ, তিনিই এইভাবে বিরাটস্বরূপে প্রতিভাসিত। এই যে সমুদ্র-পর্ব্বতাদিপূর্ণ জগৎ দৃষ্ট হয়, ইহা পর্ব্বতার্ণবাদিময়াত্মক স্বভাব স্বপ্ননগর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নকালে নট যেরূপ আপনাকেই নিজাতিরিক্ত নাট্যদর্শীয় সমাজে সংপূর্ণ স্বপ্নদেশ-কল্পনা পূর্ব্বক তাহাতে নিজ নাট্য স্বয়ংই উপলব্ধি করে, তদ্রূপ অনুভবকারী চিদাত্মাই নিজস্বরূপকে অনুভবৈকরস সত্যাত্মাকে মায়াবরণে অস্তিত্বশূন্য সত্যের ন্যায় করিয়া লইয়া সেই স্বীয় আত্মাকেই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বেদব্যাস, অর্হৎ, কপিল, পতঞ্জলি, বুদ্ধ, পশুপতি, আগমশাস্ত্র-কর্ত্তা ভৈরব এবং আরও অন্যান্য আগমশাস্ত্রোপদেষ্টৃগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে যে সকল দৃক্ প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন, সেই সমুদয়রূপে আমার

অভিমত ব্রহ্মই আত্মকলায় সেই সেই বাসনারূপলক্ষণ তদাত্মকরূপে চিরকাল পরিস্ফুরিত হইতেছেন। ঐ সকল মতবাদিগণের স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসারে স্বর্গ, পারলৌকিক সুখ এবং নিখিল ঐহিক সুখরূপ যে সমুদয় ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল ফলই তত্ত্বজ্ঞগণের মতে ব্রহ্মই। কারণ, ঐ বাদিসমূহের অভিমত এই যে, তাদাত্ম্যরূপেই সেই সকল ফল দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের এইপ্রকারই মহিমা প্রসিদ্ধ। কেন না, ব্রহ্ম মায়াশবলস্বরূপ সর্ব্বাত্মক।৩০-৩৪

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম-সর্গ সমাপ্ত

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় চিৎই কেবল স্বপ্নবিৎ সম্বিত্তিতে জগৎ, এই অবভাস হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, মিথ্যাজ্ঞানই সত্যের ন্যায় ভান প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এই ত্রিজগৎ ব্রহ্মই; এইপ্রকার জ্ঞানোদয় দ্বারা কৈবল্যসিদ্ধি সাধিত হইলে সৃষ্টি ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ, আর তাহাতে সংবিত্তি দ্রব হইয়া যায়। তবে তাহার পরেও যে জীবন্মুক্তগণের ব্যবহারের জন্য জগৎ প্রসিদ্ধ, তাহা মাত্র আনন্দসচ্চিদেকরস অন্য সৃষ্টি। উহা সুখ প্রভৃতিতে পূর্ণ; উহাতে দ্বৈত অথবা ঐক্যাদি অন্যবিধ অসুখরূপ কারণ কি হইতে পারে? স্বপ্নসময়ে যেরূপ সুষুপ্তি, স্বপ্ন প্রভৃতি ভেদাভাস থাকিলেও তাহাতে নিদ্রৈকরসতার কিছুমাত্র নাই, তদ্রূপ ঐ বিদেহমুক্তি—জীবন্মুক্তি ভেদপ্রতিভাস হইলেও তাহাতে সুখৈকরসতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। যাহা কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্যাংশ, সে সমুদায়ই সেই চিদাকাশের একাত্মরূপ। জাগ্রৎসময়ে স্বপ্ন-দৃষ্ট নগরাদির যেরূপ বাধ ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগৎ বিবেকী ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বে পরিজ্ঞাত ও বাধিত হওয়ায় বিবেকীর কি তখন ইহাতে আস্থা হইতে পারে? সুতরাং বিদ্বান্ কর্ত্তৃক যাহা বাধিত, সে বিষয়ে আস্থাহীনতাই দুঃখাভাবের কারণ। জাগ্রদ্দশায় যেরূপ বিবিধ স্বপ্ননগরবাসনা সত্যরূপে জাগ্রৎ থাকিলেও তাহা অসত্য হয়, তদ্রূপ জাগ্রদ্দশায় ভোগাভোগের নিমিত্ত প্রকটিত বাসনাও সত্য হইয়াও অসত্য। ফলতঃ দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় বাসনামাত্রে অবস্থিত ভোগ প্রভৃতি কখনই দুঃখের হেতু হইতে পারে না।১-৬

যদি জগতের স্বরূপ ভ্রান্তিমাত্রই হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির মূল অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইলে তাহা বাধিত হইতে পারে। পরন্তু প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি স্বীকার দ্বারা যদি অন্যবিধ উপপত্তি করা

যায়, তথাপি ভ্রান্তিময়তার কল্পনা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানে জগদ্বাধা হওয়া সম্ভব নহে। আর সেরূপ কল্পনায় দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। তোমার বক্তব্য এইপ্রকার হইলেও আমি কিন্তু তাহা বলিতে পারি না ; কারণ, তোমার ঐ প্রকার অন্যথা উপপত্তিযোগে কারণ কল্পনা করিলে, যাহা স্বপ্ন-জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা লাঘব এবং যাহা "বাচারম্ভণ" প্রভৃতি শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা সত্বরই উপস্থিত হইয়া থাকে, এই জন্য একান্ত নিকটতর জগতের ভ্রমমাত্রতাই কল্পনা করিতেছ না কি জন্য ? ঐ শ্রুতিপ্রদর্শিত ন্যায়ের আলোচনা করিলে মৃৎসূত্রাদি ব্যতীতও ঘটপটাদি দেখা যায় না। এই নিমিত্ত স্বপ্নজগৎ সম্বন্ধে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয় যে,—'ইহা নিজ ভ্রম।' পরন্তু কারণ অনুমান করিয়া লইতে হয় ; যেরূপ অনুমান দ্বারা প্রকৃতি পরমাণু ইত্যাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ অনুভব অপেক্ষা সেরূপ বলবত্তর অনুমান কোথায় দেখা যায় ? আরও, এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছ, ইহা স্বপ্ন-পর্ব্বতের ন্যায় অন্তর্ভ্রান্তিপূর্ণ।৭-৯

এ সম্বন্ধে প্রতাক্ষীকৃত কারণীভূত লক্ষণেরও অভাব নাই। যেহেতু, দ্রষ্টা পুরুষ আত্মায় ইষ্ট-বস্তুর সৃষ্টি বা অনিষ্ট-বস্তুর বাধ এই দুই ব্যাপারে প্রভুত্বপ্রদর্শনে অসমর্থ। ঐ পুরুষ এ প্রকারও অনুভব করিয়া থাকেন যে, আমি অসমর্থ। আবার তিনি পূর্ব্বে যাহা নিরূপণ করেন, তাহাও যে তিনি নিশ্চয়ই দেখেন, তাহাও নহে। কারণ, অকস্মাৎ যৎকিঞ্চিৎ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। সৃষ্টি যদি কারণান্তরের অধীন হয়, তাহা হইলে সেরূপ কারণসম্পত্তিতে সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট সৃষ্টি করিতে পারিত, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা অনিষ্ট-সৃষ্টিও নিবারিত হইত ; আরও, আকস্মিক দৃশ্যও তাহারা দেখিত না। অতএব ঐ লক্ষণত্রয়ের অন্যথোপপত্তি যখন নাই,তখন স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় উহার অন্তর্ভ্রমাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হইল। কাজেই জগৎ অবাধিত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত ধ্যানমাত্রেই যাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেরূপ যোগিগণের নিরাস হইল। কারণ, যোগী ব্যক্তির আত্মা আনন্দ চিৎস্বরূপ শূন্যাবস্থায় বিদ্যমান। উহা প্রত্যক্ষ অনুভবেও পুরুষার্থবর্জ্জিত বলিয়া তৎসাক্ষাৎকল্পনায় প্রয়োজনের অভাব বশতঃ নিত্যানুমেয় সেই নিত্য পরোক্ষ ভ্রমজ্ঞানকল্পে জড়তাই অবশিষ্ট থাকে। সেই অদবস্থায় চিত্ত নির্ব্বিকল্প-সমাধিমগ্ন হইলেও তাহা একেবারে জড়তামাত্রেই পর্য্যবসিত, আর যদি সবিকল্প সমাধিনিষ্ঠ হয়, তবে তাহা সংসারই ; সুতরাং উক্ত ধ্যান ও ধ্যাননিষ্পন্ন সমাধিকে কোনরূপ পুরুষার্থস্বরূপই বলা চলে না। ৭-১০। যাহা চেত্যযুক্ত বা সাবয়ব ধ্যান, তাহার নাম সংসার, আর যাহা চেত্যবর্জ্জিত বা নিরবয়ব ধ্যান আর বৈশেষিকগণের অভিমত মোক্ষপর্য্যবসায়ী জ্ঞান, তাহা মোক্ষ নামেই প্রখ্যাত। যাহা

বিকল্পাত্মক চৈত্যযুক্ত জ্ঞান, তাহা তদপেক্ষা মোক্ষেতর; ইহা এবং বন্ধন এতদুভয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই। জড়শিল-সদৃশ নির্ব্বিকল্প সমাধিবশে সাংখ্যাভিমত ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদিগের অভিমত-লভ্য হয় না। এখন বক্তব্য এই যে, তাহা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিদ্রাকালেও লব্ধ হয়। কারণ, উক্ত দুই অবস্থাতেই চিত্তচাঞ্চল্যের নিরাস এবং অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি ঘটে। তাই বলি, সম্যক্ পরিজ্ঞাত সর্ব্বসৃষ্টি প্রভৃতিই ভ্রান্তিমাত্র; যেহেতু তত্ত্বজ্ঞ বিবেকী ব্যক্তির নিকট সৃষ্টিবিস্তার একেবারেই অসম্ভব। সেইপ্রকার জ্ঞান দ্বারা ভ্রমরূপ অজ্ঞান ধ্বংস করিয়া সেই বিবেকী ব্যক্তির যে জীবন্মুক্তভাবের উদয় হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি নামে কথিত হয়। তাহাই অনন্ত নির্ব্বাণ, যথাবস্থ অবিক্ষুব্ধ সর্ব্বভাসন আসন, অনন্ত সুষুপ্ত তুরীয় নির্ব্বাণ এবং মোক্ষ নামে অভিহিত।১১-১৫।

ঐ যে সমীচীন বোধৈকঘনতা, উহাই ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ যে বোধ, উহাই শ্রুতিসিদ্ধ দৃশ্যহীন পরমপদ। গৌতম, কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ যে মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ পরমপদ শিলার ন্যায় জড়ত্বসম্পন্ন নহে, কিংবা হিরণ্যগর্ভাদির অভিমত প্রাকৃত প্রলয়ের সুষুপ্তিপ্রায়ও নহে। উহা যে পাতঞ্জলাদি-কথিত মাত্র নির্ব্বিকল্প, তাহাও বলা যায় না; কিম্বা পঞ্চরাত্র এবং পাশুপতাদির অভিমত মুক্তির ন্যায় উহা সবিকল্পও নহে, অথবা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভিমত যে অসৎ বা শূন্যবৎও উহা নহে। তবে যদি বল, ঐ পদ কি? তাহার উত্তর এই, যাহাতে দৃশ্যের অসদ্ভাব, উহা তদাত্মক প্রথমবেদনরূপে পরিচিত এবং শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বময়। 'নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্য দ্বারা অকিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে, উহা তাহাই। হে রাম! ঐ পদই সম্যক্ প্রবোধাবির্ভাবে নির্ব্বাণ; আবার উহাতেই যথাবস্থ বিশ্ব মিশিয়া যায়। সুতরাং উহাই সর্ব্ব, উহাই অকিঞ্চিৎ, উহাতে এই বহুবিধ বৈচিত্র্য বিদ্যমান অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই। উহা কিছুই নহে অথচ উহাই কিঞ্চিৎ। উহা কিঞ্চিৎ বলিয়া জগৎও কিঞ্চিৎরূপে প্রতীত হয়। ঐ সৎপদার্থ-সমুদয় সদসদ্ভাবের শেষসীমায় পর্য্যবসিত। একখানি বস্ত্রই এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইতে পারে। বস্ত্র সৎ অথবা অসৎ, এইরূপ সিদ্ধান্তস্থলে সূত্রই তাহার শেষ সীমা হইয়া পড়ে। আবার যদি সূত্রের সৎ বা অসদ্ভাব নির্ণয় করিতে হয়, তবে কার্পাস আসিয়া উপস্থিত হয়। এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে বীজ, জল, তেজ, আকাশ প্রভৃতিকে নিরস্ত করিতে করিতে অবশেষে সেই চিদাত্মমাত্রেই চরম পর্য্যবসিত হয়। যাহাতে নিখিল দৃশ্যসমূহের নিতান্তই অসম্ভব, এবং নিখিল বিক্ষেপ হইতে যাহা পরিত্যক্ত, সেইরূপ শুদ্ধবোধোদয়ময় শান্ত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থিতিই পরম পদরূপে

কথিত। হে তত্ত্বজ্ঞ! এই শাস্ত্রের সহায়তায় যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধবোধ লাভ করেন। যদি সর্ব্বদা এই মোক্ষোপায়-মূলক শাস্ত্র কীর্ত্তিত বা শ্রুত হয়, তাহা হইলে অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞানরূপ উপায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঐ উপায় দ্বারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানরূপ শুদ্ধবোধ-লাভ জন্মায়।১৬-২৩। তীর্থভ্রমণই কর, কিংবা দান, স্নান বা ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত বিদ্যালাভই কর, অথবা ধ্যান, যোগ, তপস্যা বা যজ্ঞযজন যাহাই কর না কেন, কোন কিছুতেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। কারণ, এই সকলকে সৎ বলিয়া নিশ্চয় করা ভ্রান্তিমাত্র; ভ্রান্তি জন্যই অসৎও সৎরূপে বোধ হয়। নিদ্রাহীন চিদাকাশ, উহাতে শূন্যই জগদাকারস্বরূপ; সুতরাং ঐ সকল স্বপ্নসদৃশ তপস্যা ও তীর্থ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা কখনই ভ্রান্তি দূর হয় না। তপস্যা এবং তীর্থ প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব নয়। যদি এই সংসারে সম্যক্ বুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের কারণস্বরূপ আত্মজ্ঞানময় শাস্ত্রার্থ অধিগম্য হয়, তবেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়; অন্য কোন কিছু দ্বারাই উহা হইতে পারে না। আলোকপ্রদর্শনকারী নির্ম্মল শাস্ত্রার্থজ্ঞান দ্বারা সকল ভ্রান্তিই পূর্ণরূপে উপশান্ত হয়। সূর্য্যোদয় হইলেই অন্ধকারময়ী রজনীর অবসান ঘটে। যেরূপ জলের দ্রবত্ব, বায়ুর স্পন্দন, তদ্রূপ চিদম্বরেই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের প্রতিভাস প্রতিভাসিত। বটবীজ প্রভৃতি পদার্থমধ্যে বটবৃক্ষাকৃতি ধৃতিচমৎকৃতি যেরূপ বর্ত্তমান এবং বায়ুর অন্তরালে যেরূপ স্পন্দন-চমৎকৃতি বিদ্যমান, সেইরূপ মায়াশবল চিদ্‌গগনের মধ্যে এই যথাস্থিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতিও অনন্যরূপে বিরাজমান। আরও, ঐ চিদাকাশের অভ্যন্তরেই ইহার লয়প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। ২৪-৩০

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! চিদম্বরে সৃষ্টি ও স্থিতির অনন্যরূপে অবস্থিতির কথা বলিয়াছি; ইহার দ্বারা উহাকে চিতের অবয়ব বলিয়া তোমার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে; কারণ, আদ্য চিদাকাশ নিজ অবিদ্যার প্রভাবে স্বপ্নকল্পরূপে জীবভাবে সংসরণ করত কাল, কর্ম্ম এবং বাসনা দ্বারা 'আমি সুর,' 'আমি নর' এইপ্রকার দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসের কারণরূপে কথিত হন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপ্রলয়কালে সেই জীবোপাধিসিদ্ধির স্বপ্নাভত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য দৃশ্যের সম্ভাবনা নাই বলিয়া নিমিত্তসিদ্ধি নাই; সুতরাং কি নিমিত্ত সেই সৃষ্টিরূপ দৃশ্য সেই চিদ্গগনের অবয়ব হইতে পারে? হে নিষ্পাপ! স্বপ্নসম্বিত্তিরূপেই জীবভাব-সমসময়ে সৃষ্ট্যাদির সিদ্ধি; অন্য কারণে নহে। প্রকৃতপক্ষে চিদাকাশের জীব-জগদ্ভাব বিদ্যমান নাই। এইরূপ অসৎ জগৎরূপে সেই অনুভবৈকরস চিদাত্মা নিজ অবিদ্যায় ভাসমান হন। উহা স্বপ্নরমণী-সঙ্গমের ন্যায় অলীক; উহা শান্তস্বরূপ-চিদাকাশমাত্র ১-৩। জগদাকার শূন্যাত্মাই জগদ্রূপে প্রতিভাসিত। যাহা আদ্যন্তহীন নির্ম্মল চিদ্ধাতু, তিনিই এইরূপে বিরাজমান। সেই পরমাত্মা যত দিন অপরিজ্ঞাত থাকেন, তত দিন অবিদ্যাই তাঁহার মলস্বরূপ হয়। সেই অবস্থায় তিনি সংসরণ করিয়া জীবের ন্যায় পৃথগবয়ব হইয়া থাকেন। আর যখন তিনি পরিজ্ঞাত হন, তখন সুনির্ম্মল ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন; কারণ, জন্মমৃত্যুহীন পরমাম্বরে কোথায় কি প্রকারে আর মলের সম্ভব হইতে পারে? যাহা পরিশুদ্ধ বেদন, তাহাই স্বপ্ননগর এবং তাহাই সর্গাদিতে জগৎ হয়। কারণ, ক্ষিত্যাদির উৎপত্তিসম্ভাবনা সৃষ্টির প্রথমে আর কোথায় কি প্রকারে হওয়া সম্ভব? কারণ নাই বলিয়া স্বপ্নের সহিত জগতের সমতা। যিনি আকাশস্বরূপ চিদ্ব্যোমাত্মা, তাঁহার অবভাসেই এই সৃষ্টিরূপিণী ক্ষিত্যাদি কল্পনা ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি ভাব বিহিত। জলতরঙ্গ এবং পবনের স্পন্দবৎ চিদাকাশে অবুদ্ধিবশে যাহা প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহারই নাম জগদ্ভান। এই জগদ্ভানের অন্য ভিত্তি নাই। ঐ জগদ্ভানের পর জীবভাবে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ‘আমি জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ’ এইরূপ ঐশ্বর্য্যাখ্যায়ী হইয়া বুদ্ধ্যাদি ও ক্ষিত্যাদি নামরূপ বিভাগ মূর্ত্তামূর্ত্ত বহুল সত্য মিথ্যারূপ হয়। ৪-৯

যাহা হইতে আর স্বচ্ছ নাই, যিনি স্বচ্ছ হইতেও স্বচ্ছতর, সেই মহাচিৎ স্বয়ংই জগদ্রূপে আভাসমান হন। ইহারই নাম সৃষ্টি; সুতরাং জগৎ যে চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। হে রাম! এই সকল আলোচনার দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে, সেই মহাচিৎ সর্ব্বদাই অমলিনা, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না। এক চিন্মাত্ররূপ বস্তুরই কলন স্বাত্মায় আপনিই সুবিস্তৃত। সেই চিদাকাশে চিদাকাশই বিদ্যমান। তবে যে উহা এইরূপ দৃশ্যের ন্যায় ও চিৎপ্রায় পরিস্ফুরিত হয়, তাহা উহার পূর্ণস্বরূপই; মাত্র স্বপ্নবৎ চিত্তদৃশ্যাদির ন্যায় অবস্থিত কোন বাদীই যখন অন্যপ্রকারে সৃষ্টির উৎপাদন করিতে পারে না, তখন ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। অপিচ, যখন সত্য বস্তু কিংবা অন্য কারণের অভাব, তখন নিজ আত্মাই সর্গাদিতে স্বীয় আত্মাকেই দেখিয়া থাকেন।

ইহা চিৎস্বরূপ হইতে কোন অংশেই স্বতন্ত্র নহে। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই চিদাকাশের ন্যায় শূন্যতামাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যাহা এইপ্রকার সর্ব্বরূপ-বর্জ্জিত, তাহাই পরব্রহ্ম; ঐ পরব্রহ্মই এক এবং এই দৃশ্যরূপ; সুতরাং উহা সর্ব্বভাবেই বিদ্যমান এবং উহার রূপ এক হইলেও উহা সর্ব্বস্বরূপে বিরাজিত। এই যে স্বপ্নানুভবগম্য বিষয়, ইহাতে আত্মাই স্বপ্নস্বরূপে বিদ্যমান। যাহা নানা জ্ঞানময় বলিয়া অনুভূত হয়, ইহা অনানা এবং নির্ম্মল ব্রহ্মমাত্র-রূপই। নিজ চিদ্ভাব চৈতন্য নিবন্ধন ব্রহ্মই আত্মায় জীবভাবের ন্যায় কল্পিত হন এবং স্বীয় নির্ম্মলরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই মনস্ত্বকে যেন প্রাপ্ত হন। তিনিই মনঃসমষ্টিরূপে এই সমুদায় প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি শূন্যাত্মক বলিয়া শূন্যই বিস্তার করেন। তিনি স্বয়ং বিকারহীন হইয়াও বিকারি-জগদাকারবৎ হইয়া থাকেন। ১০-১৮। সেই যে মনঃসমষ্টি, তাহাই স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। তিনিই সর্গহৃদয়ে অবস্থান করিয়া নিরন্তর সৃষ্টি ও সংহার করেন। ক্ষিত্যাদি-বর্জ্জিত মনোরূপ ব্রহ্মা নিজাঙ্গ-বিরহিত হৃদয়েই অবস্থান করেন, স্বপ্নে নিজ আত্মায় অন্য ভাবগ্রহণের ন্যায় তিনিও সেই হৃদয়স্থিত জগৎ হইতে অন্য ত্রিজগদ্ভাব গ্রহণ করিয়া স্বয়ংই প্রতিভাত হন। বাস্তবিক তিনি নিরাকারই। সেই একই নিরবয়ব মন, নিজ অবিদ্যায় পরাভূত হইয়া 'অহং'রূপে দেহ-জগদাকারে অনন্তভাবে বোধাবোধরূপে অবস্থান করেন এবং স্বয়ংই নিজাবস্থান অনুভব করিয়া থাকেন। এ সংসারে ক্ষিত্যাদি, দেহাদি, দৃশ্যভাব প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে মাত্র সেই একই শূন্যস্বরূপ মন এবং সেই মনই জগৎস্বরূপে প্রকাশমান। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ সমুদয় কিছুই নাই। একমাত্র অতিঘন চিন্মাত্রই বিদ্যমান আছেন। তিনি স্বয়ং আত্মায় আপনা হইতেই প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। যদি অবাঙ্মনসগোচর আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একমাত্র নিশ্চলতাই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন ব্যবহারকাল উপস্থিত হয়, তখন ঐ নিশ্চলতা তাবৎ শূন্যরূপে মূকের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। যাহা অসীম অপার চিন্মাত্ররূপ পরম প্রেমাস্পদ, সেই নিরতিশয় আনন্দঘনতা স্বয়ংই উদ্ভূত হয়। অপিচ, সেই প্রবুদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠই অকারণে নিভৃতে নীরবে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মচৈতন্য অবিদ্যাবৃত হইয়া অজ্ঞানের বশে যেরূপ দ্রবজলাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া আবর্ত্তাদি বিকল্প করেন, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম চৈতন্যই অজ্ঞানবশে জড়চিত্ত বুদ্ধ্যাদি উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। ১৯-২৬

স্পন্দন যেমন বায়ুরূপী আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ চিদাভাস-রূপ জীবসমূহও প্রত্যক্‌রূপী পরমাত্মা হইতে অপৃথক্। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ!

জানিবে—চিদ্‌ব্যোম, ব্রহ্ম, চিন্মাত্র, আত্মা, চিতি, মহান্ ও পরমাত্মা, এই যে ব্রহ্মপর্য্যায়, এ সমুদয়ও জীবপর্য্যায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্ম চক্ষুর ন্যায় উন্মেষনিমেষাত্মক অথবা বায়ুর ন্যায় স্পন্দাস্পন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের যেরূপ প্রলয়াত্মক নিমেষ, তদ্রূপ তাঁহার সৃষ্ট্যাত্মক উন্মেষ। এই উন্মেষই জগৎ-রূপে কথিত। সুতরাং দৃশ্যই তাঁহার উন্মেষ এবং দৃশ্যের অভাবই নিমেষ। যেরূপ নিমেষেও যে চক্ষুর্গোলক এবং উন্মেষেও সেই চক্ষুর্গোলক থাকে, তদ্রূপ যখনই উন্মেষ-নিমেষের ক্ষয় হয়, তখন একমাত্র সেই নিরবয়ব ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব নিমেষ এবং উন্মেষের একইমাত্র পরম রূপ। চিতি হইতেই দৃশ্যের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব স্ফুরিত হয়; সেই জন্য এই দৃশ্য সদসদাত্মক। কিন্তু যাহা চিতি, তাহা সর্ব্বসময়েই একরূপে অবস্থিতা। ২৭-৩২। নিমেষ এবং উন্মেষরূপ সৃষ্টিদেহাত্মক ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ আর সেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া নিমেষ উন্মেষ হইতে অস্বতন্ত্র; উন্মেষও নিমেষ হইতে পৃথক্ নহে। তাই বলি, এই যে যথাস্থিত জগৎ, ইহা সম্পূর্ণ শান্তরূপই। ইহার জন্ম জরা কিছুই নাই। ইহা আকাশবৎ সৌম্য এবং ইহা নিমেষোন্মেষ সামান্য প্রতিভাসমান একরস। যেরূপ স্বস্বরূপাধ্যস্ত নীলরূপে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ আকাশাকৃতি চিৎও অচিদাত্মকের ন্যায় দেদীপ্যমান হন। সেই যে চিৎ, তাহাই এই জগৎ নামে প্রথিত। সুতরাং এই জগৎ সেই চিৎস্বরূপেরই অবয়ব। উহার ধ্বংস বা উদ্ভব কিছুই নাই; অথবা এই দৃশ্যানুভবও নাই। সেই একমাত্র চিৎই অন্তরে স্বয়ংই চমৎকৃত হইতেছেন। সূর্য্যকিরণের উষ্ণতা যেরূপ সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ এই দৃশ্যাত্মক মহাচিৎ-স্বরূপ মণির দীপ্তি ইহার স্বীয় আকারমণি হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথকরূপে অনুভূত হয়। ৩৩-৩৭

যাহা সুষুপ্তি, তাহাই স্বপ্নের ন্যায় প্রভাসিত। এইপ্রকারে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাত হন, সকলই সেই এক শান্তস্বরূপ; সেই একই পদার্থ নানাবৎ স্ফুরিত রহিয়াছেন। সৎই হউক আর অসৎই হউক, যাহাই যখন চিৎ-প্রকাশ্য হয়, তাহাই তখন চিদাভাস অনুভব করে। জগজ্জড়তার অন্যথা উপপত্তি দ্বারা তদনুগুণ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে স্বপ্ন-সংভাত প্রপঞ্চ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত জগদ্ভাব ব্যতীত অন্যপ্রকারে আত্মার কিছুতেই উপপত্তি অসম্ভব। প্রমাতীত পরস্বরূপ হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তখন ইহা প্রমাতীতই এবং ইহা তখন কখনই প্রকাশিত নহে যে রসে যাহার চিত্ত পূর্ণ থাকে, তাহার সেই পদার্থ সেই ভাবই উপগত হয়। একমাত্র ব্রহ্মরসে রসিক চিত্ত সর্ব্বপ্রকারেই ব্রহ্মভাব লাভ করে। ৩৮-৪৪।

লোকে যে জন্য তদ্‌গতচিত্ত ও তদ্‌গতপ্রাণ হয়, তাহাকেই সেই পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহাকেই স্থিররূপে অবগত হয়। যে মনে ব্রহ্মৈকরসতা উদ্ভূত হইতে পারে, সেই মন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ব্রহ্ম হইয়া উঠে। কারণ, যাহার চিত্ত যেরূপ রসের রসিক হয়, তাহার চিত্ত সেই বস্তুকেই সৎ বলিয়া বিবেচনা করে। স্থিরনিশ্চয় দ্বারা যাহার চিত্ত যে পদার্থে উপনীত ও বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহার সেই পদার্থই পরমার্থ সৎ হইয়া যায়। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞ নাস্তিক ব্যক্তি স্বীয় সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত যে যজ্ঞ-দানাদি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা মাত্র লোকরক্ষার্থ ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্যই যেন অনিচ্ছাবশে জোর করিয়াই করে। এই মদ্‌বর্ণিত উপায় দ্বারা জগৎকে যদি সম্যক্‌রূপে দেখা যায়, তাহা হইলে আর এ জগতের দ্বিত্ব একত্ব কল্পনা কিছুই থাকে না। অদৃশ্য,মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সৎ, অসৎ যাহাদিগের এইপ্রকার জ্ঞান, তাহাদের কর্ত্তা, ভোক্তা, জীব এ জগতে কোথাও কেহ নাই। অথচ নাই, ইহাও ঠিক বলা যায় না; কারণ, কর্ত্তা ভোক্তা যাহাই বল, সে সমুদয়ই তো সেই ব্রহ্ম। ৪৫-৪৭. ঐ যে সেই আদ্যন্তহীন ব্রহ্ম, তিনিই তো নিজাত্মায় এইপ্রকার জগৎ-পর্য্যায় গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান। যেরূপ অজ্ঞ পথিকের ঘোর সন্দেহবিষয়ে পথিমধ্যে স্থাণুর অবস্থান হয়, সেইরূপ সেই এক ঘন শান্ত ব্রহ্মই ঐ স্থাণুর ন্যায় আত্মায় বিরাজমান। যাহা বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভাদি জগৎ, তাহাই নিরঞ্জন ব্রহ্ম। আরও অবগত হইবে যে, যাহা আকাশ, তাহাই শান্ত শূন্য। যেরূপ আকাশমণ্ডলে কেশোণ্ডুকাদি সদসদাত্মকভাবে বিদ্যমান, তদ্রূপ সেই যে পরস্বরূপ, তাহাতেই বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বৈতভাব উপগত হইয়া প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছে। আকাশে যেরূপ শূন্যতা, সেইরূপ সেই যে সর্ব্বসামান্যাত্মক ব্রহ্ম, তাঁহাতে বুদ্ধ্যাদি, বেদনাদি এবং ঘটপটাদির অভাবসমষ্টি অনেক হইলেও অনন্যরূপে বিদ্যমান। যখন একমাত্র নিদ্রাত্মা বক্তি সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে স্বপ্নাবস্থ হইলেও তাহার যেরূপ দ্বিত্ব-ঘটনা হয় না, অথচ একত্ব থাকিতেও পারে না, ব্রহ্মসম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। ৪৮-৫২

হে রাম! এইপ্রকারে এই মহাচিতের অবিদ্যা প্রকাশ পায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছুই প্রকাশ পায় না। এই মহাচিৎ-প্রভা সর্ব্বদা একই নির্ম্মলভাবে অবস্থিত। চিদ্‌-গগনে স্বীয় স্বচ্ছ নিশ্চল চিদাকাশই স্বপ্নের ন্যায় অবস্থিত এবং চেত্য দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান। যাহারা সহস্রবাদী, তাহাদিগেরও যখন সদ্বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর উপপত্তিবিধানের শক্তি নাই, আর সত্যবস্তুরও যখন কারণাভাব, তখন চিদাকাশ নিজ হইতেই নিজকে সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে দেখিয়া থাকেন। সেই শূন্যাত্মাই সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন। প্রকৃতপক্ষে

পক্ষে উহা কিন্তু নিরবয়ব; সেই যে ভান স্বপ্নসঙ্কল্প, উহা মিথ্যাজ্ঞানাদির ন্যায় সর্ব্বথা সম্যক্ ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই যে দৃশ্য স্বপ্নপ্রায় সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত চিদাকাশ, উহাই তাহার কারণ; তাহাতে কিছুমাত্র ধর্ম্মও নাই। চিদাকাশ স্বপ্নপুরের ন্যায় প্রতীতিধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের অভাব; অথচ তাহার অধিষ্ঠান যখন সন্মাত্র, তখন অনন্যার্থ সৎস্বরূপ হইতে তাহার কিছুই ভেদ নাই। মাত্র অজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই জগদ্রূপে নিরন্তর ইহা অবস্থিত। ৫৩-৫৮

এই যে দৃশ্যস্বপ্ন, ইহা নির্ম্মল শূন্যস্বরূপ। স্বীয় অধিষ্ঠান হইতে ইহা কিছুমাত্রও বিভিন্ন হইবার নহে। অতএব এক চিদাকাশমাত্রে পরিশিষ্ট ভূতাকাশ হইতে অতি সূক্ষ্মত্বই সুসিদ্ধ। যিনি সর্ব্বরূপ-বর্জ্জিত, তিনি সর্গ বা সৃষ্টিরূপে অবস্থান করিলেও সর্ব্বরূপ-বর্জ্জিতভাবেই অবস্থিত। অথবা সেই পরম ব্রহ্মপদার্থ সেইপ্রকার সর্ব্বরূপ-বিরহিতভাবেই এই সৃষ্টিরূপে বিরাজমান। তুমি এরূপ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পার না যে, প্রসিদ্ধ বেদবাক্য অনুসারে স্বপ্ন অবস্থাতেই জীব সত্য নগরাদি রচনা করে না কেন? এ কথা তুমি বলিতে পার না; কারণ, স্বপ্নে যে সমস্ত নগর প্রভৃতির অনুভব হয়, তাহাতে আত্মাই স্বপ্নযোগে নগরাদিরূপে প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সে সময় সপ্নপুরাদি-নির্ম্মাণ ঐ আত্মা দ্বারা কৃত হয় না। শ্রুতির সূত্রবিশেষ দ্বারা স্বপ্নে সৃষ্টি প্রতিষিদ্ধই হইয়াছে এবং মায়ামাত্রত্বই প্রতিপাদিত। অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারাও 'ঐ সেই দেবদত্ত,' 'এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট আমার ভবন' ইত্যাদি স্বপ্নবস্তু কখনই সত্য হইতে পারে না। কারণ, 'ইহাই সেই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয়ীভূত অর্থ উক্ত স্বপ্নদশায় একেবারে সম্ভবপর নহে বলিয়া সে সময় হৃদয়, কণ্ঠ ও নাড়ীছিদ্রাদিতে প্রত্যভিজ্ঞানও সম্ভব নহে। অপিচ, সেই বস্তু অসম্ভব বলিয়া তদ্গোচরীভূত সংস্কার স্মৃতিও সম্ভব নহে, তাহাও বিস্পষ্টভাবে বোধ হইতেছে। সুতরাং স্বপ্নদশায় প্রত্যভিজ্ঞান, সংস্কার বা স্মরণ কাহারও অস্তিত্ব নাই; সকলই অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধ। স্মৃত্যাদিত্রয় পরিহার করত নিদ্রাদোষ জন্য ব্রহ্মসংবিত্তির যে অন্যথাভান হইয়া থাকে, তাহারই জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট অর্থসহ সাদৃশ্য ও অনুভব ব্যবহারাভ্যাসের ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি সাদৃশ্য-কল্পনা করিয়া মূঢ়ব্যক্তিগণ স্মৃতি প্রভৃতি ভাবের আরোপ করিয়াছে এবং করে। ৫৯-৬৩

যে জলে যে প্রকার তরঙ্গের উদ্ভব হয়, সে জলে তদ্রূপই বার বার হইয়া থাকে; ফলে সাদৃশ্য নিবন্ধন 'এই সেই তরঙ্গ' এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞান-ভ্রম লোকসমাজে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু ঐ তরঙ্গ অধিষ্ঠান জল হইতে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নহে। সৃষ্টির আদিতে যে ঐ পরম চিদাকাশ ও জগৎরূপ কল্পনা, তাহা

ঐ প্রকার বলিয়াই জানিবে। কল্পনা-বিষয়ে উহার ভেদ আছে স্বীকার করি, কিন্তু কল্পনার অধিষ্ঠান যে চিদাকাশ বিষয়, তাহা পৃথক্ নহে। 'সদাধার-পৃথিবীম্' ; এবং যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' প্রভৃতি জগদ্‌বিধি ও জগৎপ্রতিষেধ এ সমুদয়ই সর্ব্বদা কল্পনামাত্রবশেই ঐ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও মিলিতরূপে নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বলিতেছি, ঐ সৎব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ ; কারণ, তাঁহাতে কোন্ বস্তুরই বিদ্যমানতা নাই? ফল কথা, তাঁহাতে সমুদয়ই বিদ্যমান। সেই যে ব্রহ্মসত্তা, তাহাই সর্ব্বাত্মিকা ; অতএব সকল পদার্থ সৎ ও সর্ব্বাত্মক। বালক খেলার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার নিকট যেমন নদ-নদী পর্ব্বত প্রভৃতি তাবৎ পদার্থের সহিতই পৃথিবী ঘুরিতে থাকে, কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সন্নিবেশ যেরূপ, ঠিক সেইরূপই থাকে, পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সেরূপ মনে হয় না, অপিচ ভ্রমণ করিলে পৃথিবী প্রকৃতই ঘুরে না, বালক ইহা জানিলেও তাহার যেমন সেই পূর্ব্বাভ্যাস বিনা পৃথিবীর সেই ভ্রমণদর্শন দূর হয় না, জগদ্‌ভ্রান্তি-দর্শনও ঠিক ঐরূপই জানিবে।৬৪-৬৭

এই দৃশ্যভ্রমে কোন্ অভ্যাস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। তত্ত্বদর্শী গুরুর সেবা করিবে, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে এবং তিনি যাহাতে বাধ্য হন, সেইরূপ কার্য্য করিবে। এই সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া পরে তাঁহার দ্বারা মোক্ষোপায়-স্বরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাইয়া লইবে। গুরুকৃত শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রমশঃ যে অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে, সেই অভ্যাস ব্যতীত অন্য কোনরূপ অভ্যাসই দৃশ্য-ভ্রমোপশান্তির যোগ্য নহে। যোগশাস্ত্রে চিত্ত-নিরোধের যে কথা প্রথিত আছে, দৃশ্যের অদর্শনরূপ ইষ্টসিদ্ধিবিষয়ে ঐ চিত্তনিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায় ; যদি তুমি বল, যখন যোগশাস্ত্র রহিয়াছে, তখন এই শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, তোমার ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, যোগের অনুশাসন দ্বারা চিত্তের নিরোধ হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু সেই চিত্ত সংসার হইতে পৃথক্ থাকে না বলিয়াই জাগ্রৎ-স্বপ্নে জীবিত বা মৃত যাহাই অবস্থিত হউক, তাহা যত্ন সহকারে রোধ করিতে চেষ্টা করিলেও উহা রুদ্ধ হয় না। এই শাস্ত্রের অভ্যাস দ্বারা যে একটা বোধের উদ্ভব হয়, তাহাতে বাধিত হইলে এ সংসার আর দৃগ্‌-বিষয়ীভূত হয় না। এই নিমিত্ত বলিতেছি, এই শাস্ত্রাভ্যাসই দৃশ্য-শান্তির একমাত্র উপায়। এই শাস্ত্রজ্ঞানলাভে যদি কোনরূপ অন্তরায় না হয়, যদি এ বোধ সম্যক্‌রূপে সমুদিত হয়, তাহা হইলে ইহ-জন্মেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে এই দৃশ্যদেহ প্রশান্ত হয়। আর প্রতিবাদ সত্ত্বে জন্মান্তরে প্রতিবাদক্ষয় হইলে বোধবিকাশ দ্বারা প্রশান্ত হইয়া থাকে। ৬৮-৭০। বায়ুর স্পন্দন এবং বায়ু-চালিত মেঘ যেমন তৎপ্রযোজক শুক্রের উদায়াস্তরূপ কারণের

অভাব হইলে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্ত, দৃশ্য এবং দেহ, এই তিনটিই বোধোদয় হইলে প্রশান্ত হয়। ঐ চিত্তাদিত্রয়ের কারণ অবিদ্যাই; সুতরাং এই শাস্ত্রচর্চ্চায় যাহাদের কিছুমাত্রও বুদ্ধি-সংস্কার জন্মিয়াছে বা জন্মায়, তাহাদেরই ঐ চিত্তাদির মূল অবিদ্যা দূরীভূত হয়। এই শাস্ত্রের আবৃত্তি ও শ্রবণ হইতে যদি নিবৃত্তি না ঘটে, তবে আবৃত্তিমাত্রেই পদ-পদার্থজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আরও, ইহার উত্তর-গ্রন্থ অপেক্ষা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গ্রন্থ বোধগম্য হয়। ইহা স্থির জানিবে যে, ভ্রান্তিদূর বিষয়ে এই শাস্ত্রই একমাত্র উপায়। ইহার তুল্য শাস্ত্র প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব এই মহাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ দুই ভাগ অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ যথাশক্তি বিচার করিবে, এইপ্রকার বিচার দ্বারা দুঃখনাশ অবশ্যম্ভাবী। ৭১-৭৫। এই গ্রন্থ মুনি-রচিত; অতএব ইহার মূলীভূত যে শ্রুতি, তাহাই বিচার্য্য। যদি ভ্রান্তিবশতঃ এই বুদ্ধিতে এই শাস্ত্র অভিমত না হয়, তবে অন্যান্য শ্রুতি, উপনিষদ্, ভাষ্য প্রভৃতি আত্মজ্ঞানমাত্রেই বিচার করিবে। এই আলোচনা লইয়াই যে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিবে, এমন কোন কথা নাই। তবে বক্তব্য এই যে, কখনই আত্মশাস্ত্র হইতে বিমুখ হইবে না। কতকগুলি অনর্থ-পরম্পরার বিচার করিয়া স্বীয় পরমায়ু অনর্থক ক্ষয় করিও না। শ্রবণ প্রভৃতি উপায় বা জ্ঞানসার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমগ্র দৃশ্যই বাধমুখে আত্মসাৎ করিবে। যদি ভূরি ভূরি স্বর্ণের সহিত যাবতীয় রত্ন প্রদান করা যায়, তথাপি মুহূর্ত্তমাত্র আয়ু পাওয়া যায় না। অতএব এমন আয়ুষ্কাল যে অনর্থক ক্ষয় করে, তাহার বিষম বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। এই দৃশ্যসমূহ প্রত্যক্ষত অনুভূতিগম্য এবং অন্তঃকরণোপহিত জীবযুক্তরূপে অবস্থিত থাকিলেও স্বপ্নদশায় সহসা দৃষ্ট স্বীয় মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক্ হইতে বান্ধব-বর্গের ক্রন্দনের ন্যায় সৎস্বরূপে পরিস্ফুরিত হইলেও এ সকলই অলীক, সৎ নহে। ৭৬-৭৯

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন—হে ভগবন্! দৃশ্য বস্তু অসৎ, এই জন্য দৃশ্যের বাধ হইলে যে চিন্মাত্র অবশেষ থাকে, তাহাই পুরুষার্থ। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান সমগ্র সমূল দৃশ্য-জগৎই বন্ধনের কারণ হইতে পারে, অতএব তাহা পরিহার করাই কর্ত্তব্য; পরন্তু অপ্রতীয়মান অতীত অনাগত জগৎ-পরম্পরা বন্ধনের কারণ হওয়া

সম্ভব নহে, ঐরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। সেই সকল অতীত ও অনাগত জগতের কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে প্রবোধ দিতেছেন কেন? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান দৃশ্যই আলোচনার যোগ্য; পরন্তু অতীত বা ভবিষ্যতের এখানে উল্লেখ করা চলে না। কিন্তু তোমার এ কথা অযৌক্তিক। ভাবিয়া দেখ, পদপদার্থ-সম্বন্ধ ব্যাপ্তিগ্রহ ও দৃষ্টান্ত-সিদ্ধি: প্রভৃতি অতীত ব্যবহারেরই অধীন; সুতরাং অতীতোল্লেখ যদি করা না হয়, তাহা হইলে বিচারাত্মক শাস্ত্রপ্রবৃত্তি হওয়াই সম্ভব নহে। অতএব অতীতানাগত ব্রহ্মাণ্ড এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড শব্দার্থ-সম্বন্ধ-গ্রহাদিতে উপযোগী নহে বলিয়া উপন্যস্ত হইতে পারে না বলিয়া যদি অতীতানাগতের কথনবিষয়ে অনর্থকতার আপত্তি উত্থাপন কর, তাহা হইলে কি এই শাস্ত্র শ্রবণাধিকারীর উক্ত কথন ব্যর্থ হইয়া যায় না? যদি ব্যর্থ হয় ত হউক; কিন্তু শব্দার্থের যখন বাচ্য-বাচকভাব সিদ্ধান্ত হয়, তখন তাহাই ব্যবহারযোগ্য হয়; অন্যত্র নহে। তবে যদি মাত্র লৌকিক বুদ্ধি লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তোমার আপত্তি অযথার্থ হয় না। যখন তুমি বিদিত-বেদ্য হইবে, ত্রিকালমল দর্শন করিবে, তখন তোমারও সেই সমুদয় দৃষ্টিগোচর হইবে। অতীত অথবা অনাগত নিখিল জগতের আদিতেই চিন্মাত্র স্বয়ংই স্বপ্নবৎ জগদাকারে প্রতিভাসমান হন। তাহাতে মাত্র এই অংশই উপযোগী; তদ্ব্যতীত প্রকৃত উপযোগিরূপে অনুপপন্ন হয়। যেহেতু শূন্যস্বরূপ প্রতি অণুতে অণুতে অসংখ্য জগৎ বিরাজমান; তাহাদের যে সকল ব্যবহার, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে কে সমর্থ? ২-৬

আমার পিতা পদ্মরেণু-লাঞ্ছিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা। আমি এ বিষয়ে তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রহ্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—হে পিতঃ! এই জগৎ-পুঞ্জের পরিমাণ কতখানি এবং কোথা হইতে বা ইহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা আমাকে বলুন। আমার এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ব্রহ্মা বলিলেন,—শুন বৎস! একমাত্র সেই ব্রহ্মই সমগ্র জগৎরূপে প্রভাসিত রহিয়াছেন। এই জগৎপরম্পরা অসৎ হইলেও সেই সৎস্বরূপের সত্তার জন্য অসীম। ইহার দুইটি নাম;—এক ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড, অপর ব্রহ্মাণ্ড। আকাশে শূন্যরূপ ও বায়ুতে শুদ্ধ স্পন্দনের ন্যায় চিদাকাশে সেই চিদাকাশ হইতে অস্বতন্ত্র চিদ্ব্যোম-পরমাণু বিরাজমান। আকাশ যেরূপ বস্তুভূত হইয়াও আত্মাকে অসৎ শূন্যরূপে দেখে এবং বায়ুর সাহায্যে নিজেকে যেমন স্পন্দনরূপে দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই যে চিদ্ব্যোম-পরমাণু, তিনি নিজতত্ত্বের অদর্শনরূপ নিদ্রাবশে স্বপ্নের ন্যায় মায়া। সমষ্টি জীবভাব আলোকন করেন। উহা

পরিণামী নহে, উহা অসঙ্গতা, অবিকারিতা প্রভৃতি স্বভাব পরিহার না করিয়াই জীবসমষ্টিভাবরূপে 'আমি জীব' এইপ্রকারে আকাশসদৃশ নিজরূপ দর্শন করে।৬-১৩। ঐ অহঙ্কারস্বরূপ অহং জীব আত্মায় 'বুদ্ধি'রূপ দেখিয়া থাকেন, ঐ বুদ্ধি এক-নিশ্চয়-নির্ম্মাণকর্ত্রী হইয়া অসদর্থ ভ্রম-দাতৃত্ব নিবন্ধন মায়া অনুধাবন করে। তাহার পর ঐ বুদ্ধি বিকল্পাভাসের আরোপ করত স্বয়ং নিজ অবিকল্প আত্মায় উপনীত করিয়া স্বপ্নে 'অহং মনঃ' এই অসন্ময় রূপ দেখিয়া থাকেন। পরে ঐ মন স্বপ্নে ঐপ্রকার নিরবয়ব অথচ ঘনাকার ইন্দ্রিয়পঞ্চক দর্শন করে। এইরূপে সেই চিদাকাশ পরমাণু মনোদেহসমষ্ট্যাত্মকরূপে স্বয়ং শূন্যাত্মা হইলেও নিজ শূন্য ত্রিভুবনাত্মক বিরাট শরীর দর্শন করিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন,—তাহাতে বহুভূত বেষ্টন করিয়া বিরাজমান। বহুবিধ চরাচর তাহাতে অবস্থিত। উহা কল্পনাকাল-কলিত এবং উহাতে অন্যান্য জঙ্গম জীবও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ বিশাল-শরীরস্থ সমষ্টিজীব স্বপ্নে ব্যষ্টিজীবরূপে স্বপ্নের ন্যায় সেই বিশাল শরীরেরই দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ বিরাজিত দ্রষ্টা, দৃশ্য, দৃষ্টি, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই নয় প্রকার ত্রিপুটীরঙ্গ-শোভিত ত্রৈলোক্যরূপ নগর স্বপ্নবৎ দেখিতে থাকেন।১৪-১৯। তদনন্তর এই বহির্জগতে প্রত্যেকেই ঐ নবরঙ্গমনোহর জগত্রয় মুকুরপ্রতিবিম্বের ন্যায় নিজ নিজ হৃদয়ে জ্ঞাত হয়। এইপ্রকারে কল্পিত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিরাজিত আছে। ঐ জীবসমষ্টি ক্ষিত্যাদি ঘন দ্বারা ঘনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নিজতত্ত্বের অজ্ঞানলক্ষণাত্মিকা অবিদ্যাই এই সমুদয়রূপে প্রতিভাত, এবং অবিদ্যা হইতেই এই সকল চেতিত হয়। উহা জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইয়া যখন ব্রহ্মত্বে পরিজ্ঞাত হয়, তখনই বিমল ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ব্রহ্মত্বে সন্দর্শিত হইলে, জগৎ স্বপ্নপরম্পরার যিনি দ্রষ্টা, তিনিও অকিঞ্চিৎ, এইপ্রকার ভাবের উদয় হয়। এ জগতে সে সময় কেই বা দ্রষ্টা, আর কোথায়ই বা দৃশ্য, কোথায় দ্বৈত, এবং কোথায়ই বা কারণ? এইরূপই সমাধান হয়। সুতরাং এই যে দৃশ্যপরম্পরা পরিদৃশ্যমান, ইহা শান্তস্বরূপ, ভিত্তিবর্জ্জিত ও শূন্যাত্মক। উহা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান। অতএব সকলই স্বচ্ছ এবং আদ্যন্তহীন। অপ্রতিহতগতি তরঙ্গশ্রেণীর প্রবল তাড়না দ্বারা সমুদ্রের জলরাশি যখন চঞ্চল হয়, তখন তাহার পরমাণু-সমষ্টির সংখ্যা করা যায় না। এইপ্রকারে পরমাত্মায় যতক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রা থাকে, ততক্ষণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বকথিতরূপে বিদ্যমান থাকে এবং রহিয়াছে। উহারা অনন্য হইলেও অন্যের ন্যায় বিরাজমান।২০-২৫

ষট্‌সপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

সপ্তসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই ব্রহ্মাণ্ড যদি স্বপ্ন-সঙ্কল্পাদির ন্যায় কারণ ব্যতীতই সেই পরমপদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে শস্য, ধান্য প্রভৃতি অন্যান্য যে সমুদয় পদার্থ আছে, তাহা কৃষীবলগণের কর্ষণ ও বীজবপন প্রভৃতি কারণ ব্যতীত জন্মায় না কেন? সকল স্থানে সকল সময়ে সকল বস্তু না হয়, না হউক, কোথাও কোন বস্তু কোন সময়ে উৎপন্ন হইবার বাধ হয় কি জন্য? ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! এ জগতের সত্যতা-প্রতিপাদনের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের বৈয়র্থ্য-সম্পাদক শ্রুতিবিরুদ্ধ পরমাণু প্রভৃতি কারণ যাহারা কল্পনা করেন, এই স্থানে আমি তাঁহাদিগেরই মত খণ্ডন করিতেছি। দেখ, অনাদি ব্যবহারবিষয়ে দৃঢ় অধ্যাস দ্বারা যে যাহা যে প্রকারে কল্পনা করিয়া থাকে, তাহার সেইরূপ কার্য্যকারণ-ভাবই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব যে ব্যক্তি কল্পনা করে, তাহার বুদ্ধি অনুসারে যে পদার্থ যে প্রকারে ব্যবস্থিত হয়, তাহা তদনুরূপেই অনুভূত হয়। এই দৃশ্য সমুদয় তাহাতেই যে ভাবে মনঃকল্পিত হয়, সেইরূপই বিদিত হওয়া যায়। আরও, অপরের কল্পনাতেও যেরূপ হইয়া থাকে, সেও তদ্রূপই অবগত হয়। চেতন পুরুষের কেশ, নখ প্রভৃতি অচেতন-ঘটিত প্রতীতিগম্যতার ন্যায় এই জগতেরও কল্পনা এবং অকল্পনা এই দুই ঘটিতাত্মকতা প্রসিদ্ধ। এই উভয়ের মধ্যে যাহা অচিদংশ, তাহাই কল্পনাত্মক এবং যাহা চিদংশ, তাহাকেই অকল্পনাত্মক বলিয়া জানিবে। আরও দেখ, যাহা কল্পনাত্মক, তাহা মাত্র ব্রহ্মস্বভাববশেই হয়; অতএব যিনি পদার্থতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহার অকারণ-পদার্থতা হইয়া থাকে এবং যিনি কল্পনা দ্বারা দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহার সকারণ-পদার্থতা হয়। এইরূপে সর্ব্বশক্ত্যাত্মকতা হেতু এতদুভয়ই অবাধে ব্রহ্মে বিরাজমান। ৩-৬

হে রাম! এইরূপে যদি ব্রহ্মের উভয়াত্মকতাই নিষ্পন্ন হইল, তাহা হইলে আর কি নিমিত্ত অকারণ-পক্ষের সমর্থন করিব, এইপ্রকার একটা আপত্তি তোমার হওয়া সম্ভব। সে সম্বন্ধে আমি বলি যে, ব্রহ্ম হইতে কদাচ কখন অন্য যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, বিকল্পনমাত্রই তাহার কারণ; তাহা দ্বারাই ব্রহ্ম হইতে তদুৎপত্তি সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে, এই জগদাদি নানাত্মক পদার্থনিচয় যাঁহাতে অনন্তরূপে প্রতিভাসিত, যিনি নানা হইয়াও অনানাত্মক, সেই অনাদি, অসীম, শান্ত, একাত্মক ব্রহ্মে আবার অপর কাহার কারণ হওয়া সম্ভব? যদি প্রকৃতরূপে দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারিবে, এ জগতে কোন কিছুই প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়

না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান; তিনি ব্যোমাত্মক, জন্ম-মৃত্যু-রহিত। বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বশতঃ এই অকারণত্বপক্ষ আমি স্থাপন করিয়াছি। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে কোন্ বস্তু কাহার কারণ হয় এবং কোথায়ই বা উহা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়? আর যদি কল্পনার দৃষ্টিতে নিশ্চিত দেখা যায়. কোন্ বস্তুই বা অকারণ এবং কোথায় কোন্ বস্তুই বা না কাহার দ্বারা উৎপন্ন? এ জগতে শূন্য এবং অশূন্য কিছুই নাই; কোন কিছুই সৎও নহে, অসৎও নহে। সকলই শূন্যাশূন্য; শূন্য এবং অশূন্য এই দ্বৈবিধ্য বশতঃ নিখিল বস্তুই মহাশূন্যস্বরূপ। অভাবের অভাব, তদভাব এবং তাহারও অভাব, এ সকলই শূন্য। ফলে কিছুই হউক, অথবা না হউক, কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, সে সকলই সেই ব্রহ্মমাত্র! কারণ, সেই ব্রহ্ম অধ্যারোপক্রমে সর্ব্বানুগত এবং অপবাদক্রমে সর্ব্বদৃশ্যাদি হইতে ব্যাবৃত্ত; সুতরাং সকলই সেই একমাত্র ব্রহ্ম। ৭-১২

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অতত্ত্বজ্ঞকে বুঝাইবার জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদ স্বীকার করেন, সেইরূপ প্রধান পরমাণু প্রভৃতি প্রযুক্ত কার্য্য-কারণ-সম্ভাবনা কেন না স্বীকার করেন? সুতরাং ক্ষিত্যাদি কার্য্য এবং সেই অবয়বের পর পর সূক্ষ্মতার সীমাভূত পরমাণু ও সত্ত্বাদিগুণরূপ কারণের সম্ভাবনা যদি ঘটে, তাহা হইলে কি প্রকারে জন্য-দ্রব্য কারণবর্জ্জিত হয় এবং কি প্রকারেই বা অনন্ত ব্রহ্ম পর্য্যবসিত হন, হে প্রভো, তাহা আমাকে বলুন। ১৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত অতত্ত্বজ্ঞ থাকিত, এবং সেই অতত্ত্বজ্ঞ প্রধান পরমাণু প্রভৃতির কল্পনাকারী হইত, তাহা হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকট অতত্ত্বজ্ঞের নামই অপ্রসিদ্ধ; অতএব যাহার অস্তিত্বই নাই, সেরূপ আকাশবৃক্ষের আর বিচারালোচনা কি প্রকারে হইতে পারে? তত্ত্বদর্শিগণ বোধময় শান্ত, বিজ্ঞান ঘনস্বরূপ; সুতরাং অসৎ স্বরূপের জন্য তাঁহাদের আর বিচারালোচনা কি হইবে? তোমার এইরূপ আশঙ্কা হওয়া সম্ভব যে, তার্কিক ও পামর ব্যক্তিরা তো 'আমি ব্রহ্ম নহি কিংবা আমি ব্রহ্মজ্ঞ নহি' এইপ্রকারে অতত্ত্বজ্ঞত্ব ব্রহ্মত্বের প্রত্যক্ষানুভব করে; সুতরাং ব্রহ্মের অতিরিক্ত অতত্ত্বজ্ঞ নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নিদ্রার অন্তরে নিদ্রাঙ্গতাপ্রাপ্ত কেবল নিদ্রাই; যেরূপ নিদ্রা-অতিরিক্ত স্বরূপ অন্য কিছু নাই, সেইরূপ যদি বোধসহকারে বিচার করা যায়, তাহা হইলে অতত্ত্বজ্ঞও অন্তরে সেই ব্রহ্মাত্মস্বরূপেই প্রভাসিত হইয়া থাকে। ১৪-১৬। যাহার এইরূপ অনুভব হয় যে, আমি অজ্ঞ, সেইরূপ তার্কিক আত্মাতেও

ব্রহ্মত্ব অবশ্যম্ভাবী। কারণ, অজ্ঞতা প্রবোধরূপ আত্মাতেই বিদিত হয় ইত্যাদি অনুভব দ্বারা ব্রহ্মত্ব অক্ষুণ্ণ। আরও দেখ, জ্ঞানস্বভাব আত্মাতে স্বভাববিরুদ্ধ অজ্ঞান অনারোপক্রমে হওয়া অসম্ভব। এইরূপে জগদারোপের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মত্বের সিদ্ধি এইপ্রকার অনুভব দ্বারাই সাধিত হয়। এই জন্য অজ্ঞানাদি নিখিল জগদারোপের অধিষ্ঠান চিন্মাত্রত্বই হইলে ব্রহ্মলক্ষণ। আরও, জ্ঞানেই ব্রহ্মত্ব-সিদ্ধি এবং অজ্ঞানে তো সমস্তই অব্রহ্ম। ইহাও তুমি বলিতে পার না; কারণ, মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞানোদ্রেকের জন্য মূর্খবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান জন্য সর্ব্বাত্মতা-প্রতিপাদনসময়ে তটস্থলক্ষণরূপ মুখ্য নির্ণয় নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরাময় আনন্দৈকরসতাই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া অবগত হইবে। ইহা অজ্ঞগণের অনুভূতিগোচর হয় না। এ জগৎ অজ্ঞবুদ্ধির অনুসরণক্রমেই কল্পিত হইয়াছে; ইহার কারণ যদি স্বীকার করা যায়, তবে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মায়াই কারণ হইয়া পড়ে আর সেই কারণতার স্বীকার করিলে বাস্তবিক অদ্বৈতভাবের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। এ জগতে কারণহীন এবং কারণজাত অনেক ভাব বর্ত্তমান। শুক্তি-রজত, মরু-নদী ও রজ্জু-সর্পাদি কারণবর্জ্জিত ভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলতঃ সম্বিৎ যেরূপ কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপই উপলব্ধ হয়। সম্বিৎ বশতঃ কারণজরূপে কল্পিতই সকারণভাব এবং তাহার বিপরীতরূপে কথিত হইলেই অকারণভাব হইয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে অখণ্ড অদ্বিতীয় চিন্মাত্রই সর্ব্বদা বিরাজমান। ইহার বিপরীত ভাব অণুমাত্রও নাই। সুতরাং সকল কারণের নিবৃত্তির জন্য তাঁহাদের আর সৃষ্টিকারণ কিছুই নাই, এবং তাহা নিরূপণ করাও কাহারও সাধ্য নহে। তাই বলি, সৃষ্টি কারণশূন্যই। বৈশেষিক প্রভৃতি বিজ্ঞগণ এই মরু-মরীচিকাদিসদৃশ জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অভিনিবেশ-সহকারে শ্রুতিসিদ্ধ-মায়োপহিত ব্রহ্মাতিরিক্ত তটস্থ ঈশ্বরপ্রধান পরমাণু প্রভৃতি কোন কারণ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা বেদজ্ঞগণের অনুভববিরুদ্ধ এবং অযুক্তিসঙ্গত, এই নিমিত্ত উহা ব্যর্থ; সুতরাং উহা অভিজ্ঞগণের হৃদয়ঙ্গম নহে; উহা অনর্থক কণ্ঠশোষী বাগ্‌জালমাত্রই। ১৭-২০

প্রবোধোদয় হইলে জগৎ বাধিত হইয়া থাকে; অন্যথা উপপত্তি কখনই হয় না। সুতরাং এ জগৎ স্বপ্নপ্রায়ই; স্বপ্নকল্পনা ব্যতীত স্থূলাকারাত্মিকা কোন দৃশ্যতাই বিদ্যমান নাই। এই জন্য বলিতেছি, এ নিমিত্ত কারণ কল্পনার আর অবকাশ অথবা প্রয়োজন আছে কি? চিৎস্বভাব ব্যতীত স্বপ্নের অর্থ কি প্রকার? স্বপ্নের দৃষ্ট পদার্থ যতক্ষণ বাস্তবপক্ষে অজ্ঞাত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন উহা মহামোহের আতিশয্য বিস্তার করে, আর যখন প্রকৃতপক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন

উহা আর মোহের কারণ হয় না; এই সর্গ বা সৃষ্টিকে তদ্রূপ অবগত হইবে। অবিবেকসহকারে অভিনিবেশ দ্বারা যাহা কিছু অনুভবাতিরিক্ত কারণ কল্পনা করা হয়, তাহা মূর্খতার অভিধ্যানমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য ও সকল তেজো-বস্তুর প্রকাশক্ষমতা, এ সকলের কারণাপেক্ষা একান্ততই হয়। অজ্ঞানোপহিত আত্মার অজ্ঞাত ব্রহ্মস্বভাবই ইহার কারণ; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কি হইতে পারে? ২১-২৫। মনঃকল্পিত নগরবৎ ধ্যাতৃভেদে বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত একই ধ্যেয় বস্তুর সর্ব্বসাধারণ একই হেতু কি প্রকারেই বা হওয়া সম্ভব? গন্ধর্ব্বনগরে, স্বপ্নপুরে বা ভিত্তি প্রভৃতিতে কাহারও কারণতা হইতে পারে কি? পরলোকে এই দেহাদির কারণ ধর্ম্ম প্রভৃতি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, সেই যে ধর্ম্মাদি, তাহাও নিরবয়ব; কোন অবয়বীর কারণ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে; অতএব সর্গাদি ভোগকারী দেহের আবার কারণ কি হইবে, বলিতে পার কি? আরও দেখ, বিজ্ঞানবাদিগণের মতসিদ্ধ যে ক্ষণিক বিজ্ঞান, তাহারও এই অবয়বীর কারণ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সীমা নাই, যাহা পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইতেছে, ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ দীর্ঘস্থায়ী অসীম বস্তুর প্রতি একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞান কারণ হওয়া সম্ভব কি? এই সকল নিখিল ভাববস্তু ও তাহার কারণ-সমুদয় অজ্ঞের নিকট অকারণ ভ্রমমাত্রই এবং ঐ সমুদয় কর্ম্মজ্ঞানীর নিকট সন্মাত্রস্বরূপেই বিরাজমান; উহা তাঁহাদিগের সকাশে সেই সন্মাত্র কারণবশেই চিচ্চমৎকাররূপে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। সন্মাত্র ভিন্ন তাঁহাদিগের নিকট অণুমাত্রও বর্ত্তমান নাই। স্বপ্নে অনুভূত হইল, চোর সম্পত্তি চুরি করিতেছে, বাঁধিতেছে, পীড়ন করিতেছে, কিন্তু যখন জ্ঞান হইল, তখন যেরূপ ঐ সকলের মিথ্যাত্ব বোধ হওয়ায় সে সমুদয় আর ক্লেশদায়ক হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরও তত্ত্বদর্শনলাভ হইবার পর এ জীবন আর দুঃখাবহ বলিয়া বোধ হয় না। ২৬-৩১

সৃষ্টির প্রথমে এই দৃশ্যাদি কিছুই প্রাদুর্ভূত হয় না। চিদ্ঘনই এই দৃশ্যরূপে স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হইতেছেন; সুতরাং ইহাতে কিছুই দুঃখের কারণ হইতে পারে না। এইপ্রকার যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি দ্বারাই বাদীদিগের কোন কল্পনাই উপপত্তিগর্ভরূপে দেখা যায় না। তাই বলি, এই জগৎকলনার অনুভব ব্রহ্মানুভব হইতেই উদ্ভূত। সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গাবর্ত্তাদিরূপে কেবল জলমাত্রই প্রভাসিত, তদ্রূপ ব্রহ্মই এই সর্গ প্রভৃতি নিখিলরূপে বিরাজিত। বিশুদ্ধ বায়ুতে যেরূপ স্পন্দ ও আবর্ত্ত-বিবর্ত্ত প্রভৃতি বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ম-বায়ুতে এই সৃষ্টিস্পন্দ প্রতিভাসমান। মহাকাশে যেরূপ অনন্ততা, ছিদ্রত্ব ও শূন্যত্বাদি বিদ্যমান, তদ্রূপ ব্রহ্মচিদাকাশেও এই পরস্পর সর্গ আসন্ন বোধাত্মকরূপে প্রতিভাসিত। নিদ্রাদিতে ঠিকমত

উপলব্ধ হইলেও এই সমুদয় স্বপ্নলব্ধ ভাব অসৎস্বরূপই ; কারণ, উহা নিদ্রাভিন্নাত্মক নহে। সেই চিদ্‌ঘন সৌম্য আত্মাতেই সৃষ্টি-লয়-স্থিতি বলিয়া অবগত হইবে। যেরূপ লোক নিদ্রাকালে এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে উপগত হইয়া তদাত্মকভাবে বিরাজ করে, তদ্রূপ জন্মাদি-রহিত পরমাত্মা স্বয়ংই এক সৃষ্টি হইতে অন্যান্য সৃষ্টিতে তদাত্মকভাবে অবস্থান করেন। ৩২-৩৯। স্বপ্নানুভূতিক্রমে যাহা যেরূপ নয়, তাহা যেমন সেইরূপে অনুভূত হয় ; সেইরূপ এই যে পৃথিবী প্রভৃতি-বর্জ্জিত নিরাময় ব্রহ্মাকাশ, ইহা ক্ষিত্যাতিযুক্ত না হইলেও সেইরূপ দেখায়। বর্ত্তমান সর্ব্বদর্শনাত্মায় ঘটপটাদি শব্দ যেরূপ বিদ্যমান, সেইরূপ মহাচিদাত্মাতেও এই ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান সৃষ্টিসমষ্টি বিরাজমান। শব্দ, সর্গ বা সৃষ্টি—এ সমুদয়ই যখন চিন্ময়, তখন সে বিষয়ে শাস্ত্র কিংবা কথাবিচারেরই বা প্রয়োজন কি? কারণ, যে জীবন বাসনা-বর্জ্জিত, তাহাই মোক্ষ নামে কথিত। ইহাই হইল শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত। উক্তরূপে কারণের অভাব বলিয়া সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিরও যখন অভাব, তখন এই সমুদয় প্রপঞ্চরচনা প্রত্যক্ষতঃ সৎরূপ অনুভবগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোন রচনারই অস্তিত্ব নাই। এই বাসনা, এ জগতে যাহা প্রপঞ্চ-বীজরূপে অবস্থিত, উহা স্বপ্নে যেমন একই চিৎপুরুষ প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ নানাত্বরূপে প্রভাসিত হইলেও ঐ বাসনা নানত্ববর্জ্জিতা একই বোধসত্তা প্রতিভাসিতা বলিয়া অবগত হইবে।৪০-৪৬

সপ্তসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনে! ত্রৈলোক্যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুইপ্রকার বস্তু আছে ; তাহার মধ্যে কিয়দংশ সপ্রতিঘ এবং কিয়দংশ অপ্রতিঘ। পরস্পর যাহারা সংশ্লিষ্ট নহে, তাহারা অপ্রতিঘ এবং যাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তাহারাই সপ্রতিঘ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সপ্রতিঘ বস্তুনিচয়েরই পরস্পর সংশ্লেষ দেখা যায়। অপ্রতিঘ বস্তুপরম্পরার মধ্যে কেহই কাহারও সহিত কোনরূপেই সংশ্লিষ্ট হয় না। ইহাতে সম্বেদন নামে প্রসিদ্ধ পদার্থই অপ্রতিঘ ; উহা অমূর্ত্ত, ইহা সকল চন্দ্রদর্শনকারীই অনুভব করিয়া থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়া আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে, আমি প্রবুদ্ধ দৃষ্টিতে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি.কি অপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টিতে করিতেছি ; কারণ, প্রবুদ্ধদৃষ্টিতে তো মূর্ত্ত প্রসিদ্ধই নহে এবং অপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টি

যে অপ্রবুদ্ধ চিৎ-শরীরাদির প্রবর্ত্তক, ইহাও তো অপ্রসিদ্ধ। যে হেতু লৌকিক ব্যক্তিরা দেহাদি অহঙ্কারান্ত সকলকেই আত্মা নামে অনুভব করেন; কিন্তু আমার এই যে প্রশ্ন, ইহা যাঁহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ তৃতীয়-চতুর্থ-ভূমিকার অন্তরালে অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তিগণেরই সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বৈত-কল্পিত এই জগৎ স্বীকার করিয়াই করিতেছি। পরন্তু বোধদৃষ্টিস্থিত চিন্মাত্রকে স্বীকার করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিতেছি না। ১-৫। মূর্ত্তদেহের ভিতর প্রাণবায়ু অবস্থান করে, যদি সেই বায়ুই প্রবেশ-নির্গম-বৃত্তিভেদে ক্ষুব্ধ হইয়া শরীরের প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে কেই বা প্রাণবায়ুর ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং কি প্রকারেই বা উহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব? তবে আপনি যদি বলেন যে, জীবাত্মক চিদাভাসই সেই ক্ষোভের মূলীভূত, তাহা হইলে তাহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ এই যে, ভারবাহী যেরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভার লইয়া গমন করে, সেইরূপ ঐ অপ্রতিঘ বেদনই বা কি উপায়ে এই প্রতিঘাত্মক দেহ পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে? যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত গমন করুক, এইপ্রকার পুরুষ-সঙ্কল্পমাত্রেই পর্ব্বত গমন করে না কেন? ৬-৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ভস্ত্রায় প্রবেশ-নির্গম করায় বাহ্য বায়ুর যেরূপ চালকতা শক্তি বুঝা যায়, সেইরূপ প্রাণ-বায়ুরও কণ্ঠাদিনালী-বিলাকার সঙ্কোচ-বিকাশ অনুভূত হয়। প্রবেশ ও নির্গম জন্য তাহার দেহাদির চালকতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয়। হৃদয়াদিপ্রবেশও এইপ্রকারই অবগত হইবে। এখন ইহাই বিস্তৃতরূপে শ্রবণ কর। হৃদয়স্থ নালী যে সময় সঙ্কোচ ও বিকাশ পায়, প্রাণবায়ু তখন ছিদ্র দ্বারা গমনাগমন করে। নিখিল বস্তুর অন্তঃসঞ্চারস্বভাব বাহ্য বায়ু যেরূপ বাহ্য ভস্ত্রায় প্রবেশ করে, আবার বাহির হইয়া আইসে, হৃদয়ে স্পন্দসঞ্চারও সেইপ্রকার জানিবে। ৯-১০

শ্রীরাম বলিলেন,—বায়ুই যে চালনা করে, ইহা সত্যই; কিন্তু লৌহকারই সেই সঙ্কোচ এবং প্রসারণ দ্বারা ভস্ত্রায় বায়ু যোজনা করে; অতএব চেতনই যে নিরন্তর অচেতনের ব্যবহারচেষ্টার নিমিত্ত, ইহাই বলিতে হইবে। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আন্তর চালনা বিষয়ে কোন্ চেতন চালক অন্তরে প্রবেশ করিয়া নাড়ীকে চালিত করিয়া থাকে? শ্রুতিবাক্য এই যে, এক শত নাড়ীর প্রতি শাখায় দ্বিসপ্ততি দ্বিসপ্ততি করিয়া নাড়ী বিদ্যমান। এইপ্রকার সহস্র সহস্র নাড়ী বিরাজিত। এই সমুদয় নাড়ীরন্ধ্রে ব্যানবায়ুর সঞ্চার হয়। সর্ব্বনাড়ীর ব্যানবায়ু যদি দেহাদি চালনের হেতু হয়, তবেই সর্ব্বাঙ্গ বিচলিত হয়। এরূপ হওয়ায় একক হস্ত-পদাদির উদ্যমব্যবস্থার অভাব ঘটে। এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, এক অঙ্গের উদ্যমকালে শত নাড়ী এক হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ যখন চলিত

হয়, তখন একই নাড়ী শতসংখ্যক হয়। ইহাতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শত এক হয় কিরূপে এবং একই বা শত হয় কি প্রকারে? আরও এক কথা এই যে, চৈতন্য মূর্ত্তিহীন; দেহেও সে চৈতন্যের সংশ্লেষ নাই। যাহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণাদিতেও আছে। এই নিমিত্ত তাহারাও সচেতন বলিয়া কথিত। তাহাদের এই সচেতনত্বই বা কিরূপে সম্ভব হয়? এইপ্রকার যদি স্থাবর বৃক্ষ-লতা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি পদার্থ চেতনযুক্তই হয়, তবে কেন ইহারা স্পন্দনশীল নহে এবং দেহের ন্যায় ভোগোপযোগে চমৎকৃতই বা হয় না কি নিমিত্ত? অথবা উহারা কি চালক কুম্ভকারাদি দ্বারা সমধিষ্ঠিত চক্রাদির ন্যায় নিরন্তরকাল স্পন্দনশীল জঙ্গম পদার্থ? এ সকল আমাকে বলুন।১১-১৩

বশিষ্ঠ বলিলেন,——বাহির হইতে লৌহকার যেরূপ ভস্ত্রাকে পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সংবেদনই দেহান্তরালে থাকিয়া নাড়ীসমূহকে চালিত করে। এ জগতে সকলে তদনুসারেই বাহিরে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করত চেষ্টাশীল হইয়া থাকে।১৪

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনে! দেহাভ্যন্তরে যে সমুদয় বায়ু ও অন্ত্রাদি বিদ্যমান, সে সকলই সপ্রতিঘ; সপ্রতিঘকে কি প্রকারে অপ্রতিঘ সম্বিৎ চালিত করিয়া থাকে, ইহা আমাকে বলুন। যদি অপ্রতিঘাকারা সম্বিৎ সপ্রতিঘাত্মক পদার্থকে চালিত করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ইচ্ছানুসারে দূরস্থ জলও আপনা আপনি তাহার নিকটে আসিত। সপ্রতিঘ ও অপ্রতিঘ বস্তুর পরস্পর সংশ্লেষ যদি সম্ভব হয়, তবে ইচ্ছাই বাহ্যভাবে বাক্‌ব্যবহার ও গ্রহণবিহার প্রভৃতিতে সমর্থ হইত। এইরূপে বাহ্যব্যবহারে সকল জীবের বাসনানুসারেই যদি সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কর্ত্তা বা কর্ম্মাদির আবার কি প্রয়োজন? অপ্রতিঘ বাহ্য সংশ্লেষশূন্য, ইহা যেরূপ আমি বুঝি, এইপ্রকার অন্য যুক্তি বলুন। কারণ, আপনার পূর্ব্বযুক্তি তো ঐরূপেই নিরস্ত হইল। পরন্তু আপনি যোগী; আপনি স্বয়ং যেরূপ এই অমূর্ত্তের মূর্ত্তসংশ্লেষ একেবারে অপ্রসিদ্ধ হইলেও যে উপায়ে যোগবলে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা এখনই বলুন।১৫-১৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! এখন আমার এই সকল কথা শ্রবণ কর। ইহা শ্রুতিসুখকর; ইহা দ্বারা নিখিল সন্দেহ-বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইবে। এবং আমার এই বাক্যসমূহের একতানুভবরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার অনুভূত হইবে, এই জন্য তোমাকে আমি আমার কথা শুনিতে অনুরোধ করিতেছি। এ জগতে সর্ব্ববস্তুই সর্ব্বদা শান্ত, অপ্রতিঘ, সুবিস্তৃত; কোথাও কিছুই সপ্রতিঘ বিদ্যমান নাই। এই যে পৃথিব্যাদি বস্তুনিচয় বিদ্যমান, এ সমুদয় স্বপ্নসঙ্কল্পিত পদার্থের

ন্যায় শান্ত, শুদ্ধ, সম্বিন্ময় এবং অপ্রতিঘাত। ইহাদিগের কিছু কারণ নাই বলিয়া আদি, অন্ত, সর্ব্বত্রই সর্ব্বসময়ে এই বস্তুনিচয় নাই। চিৎ নিজস্বভাবে থাকিলেও স্বপ্নাবস্থা-লাভের ভ্রমরূপে জগদাকারে প্রতিভাসিত। অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বীয় বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রবণ-মনন প্রভৃতি প্রযত্নসাধ্য উপায়ে বাসনাময় মূর্ত্তাকার মার্জ্জিত করিয়া ভূ, স্বর্গ, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিক্‌প্রমুখ নিখিল জগৎই অপ্রতিঘ বোধমাত্র বলিয়া জ্ঞাত হন। অন্তঃকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-পাষাণাদি সকল পদার্থই শূন্য হইয়াও অশূন্য-স্বরূপ। সকলই চেতনামাত্র, অপর কিছুই নহে।২০-২৫। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি ঐন্দব উপাখ্যান বলিতেছি। তুমি মনোযোগ দিয়া এই সুন্দর উপাখ্যান শ্রবণ কর। পূর্ব্বেও একবার তোমাকে ইহা বলিয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে উৎপত্তি দেখাইবার জন্য মনোমাত্র জগতের কথাই ব্যক্ত করিয়াছি, এখন 'চিন্মাত্রই জগৎ' এইরূপ নির্ব্বাণনিষ্কর্ষের জন্যই এই উপাখ্যান বলিতেছি। ইহা পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু অধুনা কথিত প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য তাহা শ্রবণ কর। এই পর্ব্বত প্রভৃতি যে মূর্ত্তিহীন চিৎই, ইহা দ্বারা তুমি তাহাই জানিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বে কোন এক জগতে তপস্যা ও বেদক্রিয়াশীল ইন্দু নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আকাশের যেরূপ দশটি দিক্, সেইরূপ তাঁহার দশটি পুত্র ছিল। সেই পুত্রগণের প্রত্যেকেই মহাত্মা, মহদাশয়, মহৎ ও সত্যাস্পদ ছিলেন। প্রলয়সময়ে যেমন একাদশ রুদ্রের মধ্যে দশ রুদ্রকে রাখিয়া এক রুদ্র অন্তর্হিত হন, সেইরূপ দশ পুত্রের পিতা সেই ইন্দুব্রাহ্মণ কাল সহকারে লোকান্তরগমন করিলেন। দিবসের যেমন সন্ধ্যা, সেইরূপ একতারাকল্পলোচনা তাঁহার অনুরাগবতী পত্নী বৈধব্য জন্য ভীত হইয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। সেই পরলোকগত দম্পতীর পুত্রগণ শোকপ্রবাহ সম্বরণ করিয়া তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং সকল লোক-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া সমাধির নিমিত্ত অরণ্যে আশ্রয় লইলেন।২৬-৩২

বনগমন করিবার পর তাঁহাদের হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা হইল যে, ধারণাই বিষয়াকৃষ্ট হৃদয়ের স্থিরত্ব-সম্পাদনের মূল; কিন্তু সকল ধারণার মধ্যে কোন্ ধারণা শ্রেষ্ঠসিদ্ধি দান করে? আমরা কোন্ ব্যক্তিকে অবলম্বন করত হিরণ্যগর্ভ সদৃশ হইতে সমর্থ হইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দশ ভ্রাতাই সেই অরণ্যের এক শ্বাপদোপদ্রব-হীন গুহাগৃহে বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইপ্রকার চিন্তা করিলেন,—এই যে নিখিল জগৎ, যাহা পদ্মযোনি ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত, ইহাই আমাদের; যদি আমরা এইরূপ ধারণায় নিশ্চল থাকিয়া আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে বিনা বাধায় আমরা পদ্মযোনির সহিত জগৎস্বরূপ হইতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড

ধারণাপথে আনয়ন করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নিমীলিতনয়নে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন। তাঁহারা এইপ্রকার ধারণা হইতে কখনই ভ্রষ্ট হন নাই; সেই অবস্থায় বদ্ধচিত্ত হইয়া এক বৎসর ছয় মাসকাল তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ শুষ্ক কঙ্কালের ন্যায় হইয়াছিল, শবদেহবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। মাংসভোজী রাক্ষসসমূহ তাঁহাদের শরীরের মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল; তাহাতে এমন হইয়াছিল যে, রৌদ্রে যেরূপ ছায়া ধ্বংস হয়, সেইরূপ তাঁহাদের দেহ ধ্বংস হইয়া গেল।৩৬-৩৮। সেই সময়ে তাঁহারা দর্শন করিলেন, 'অহং ব্রহ্মা' 'আমরা ব্রহ্মা' 'এই যে জগৎ,' এবং এই যে ভুবনত্রয়যুক্ত সৃষ্টি, ইহাও আমরা। এইপ্রকার সর্ব্ববিষয়ে ঐক্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা দীর্ঘকাল অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এইপ্রকারে একনিষ্ঠ ধ্যানে অবস্থান করার ফলে তাঁহাদেব দশ জনের দশ চিত্ত ধ্যানপরিপাক নিবন্ধন বিভিন্ন দশটি ব্রহ্মাণ্ডাকার জগৎ এবং বিভিন্ন দশটি শরীর ধারণ করিল। তাঁহাদিগের ইচ্ছারূপিণী হইয়া চিৎই জগদাকারে পরিণতা হইয়াছিলেন। তুমি যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তবে কি চিতের স্বভাবক্ষতি কিছু হইয়াছিল? তাহার উত্তরে আমি বলি,—না, তাহা কিছুই হয় নাই। চিৎ নিজ স্বভাবে অবস্থিত হইয়া একান্ত নির্ম্মলরূপা মূর্ত্তিবিরহিতাই ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, নিখিল জগৎই সম্বিন্ময়; এই নিমিত্ত ভূমি, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদয়ই চিদাত্মক: এইপ্রকার যদি না হইবে, তাহা হইলে বল দেখি, সেই ইন্দুপুত্রগণের সেই ত্রিজগৎপরম্পরা কিমাত্মক হইবে? অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, উহা সম্বিদাকাশমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। জলের তরঙ্গ যেরূপ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ সম্বিৎতত্ত্ব ব্যতীত চলনাদি কিছুই কিছু নহে। ৩৯-৪৪

সেই ইন্দুপুত্রগণের জগৎ যেরূপ শূন্যে চিন্ময়মাত্ররূপেই প্রতিভাসিত, তদ্রূপ এই যে দৃশ্য জগৎপরম্পরা, এ সকলের মধ্যেও কাষ্ঠলোষ্ট্র-শিলাদি সমুদয়ই সেই চিন্ময়মাত্র। ইন্দুপুত্রগণের সঙ্কল্পই যেরূপ এই জগদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ পদ্মযোনির যাহা সঙ্কল্প, তাহাই এই দৃশ্য জগদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই যে নিখিল ভূমি, পর্ব্বত, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ ও মহাভূতসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমুদয়ই চিন্ময়মাত্ররূপেই বিস্তৃত। এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, এই যে পাদপ, পৃথিবী, স্বর্গ, গগন এবং শৈলশ্রেণী দেখা যাইতেছে, এ সকলই সেই চিৎ। ঐ ইন্দুপুত্রগণের জগৎ-প্রায় কোথাও চিদ্‌ব্যতিরিক্ততার সম্ভাবনা নাই। চিন্মাত্রগগন যেন কুলালের ন্যায় নিজ দেহরূপ ঘূর্ণিত চক্রের উপর নিজ শরীররূপ মৃত্তিকা উপাদান লইয়া নিরন্তরই এই সর্গ বা সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিতেছে। ৪৫-৪৯

এই যে সর্গাদি, ইহা আর কোথাও আছে কি? ফল কথা, সমস্তই মিথ্যা এবং অসম্ভব। সঙ্কল্পসঙ্কলিত সৃষ্টিবিষয়ে পাষাণাদির যখন চৈতন্য নাই, তখন আর এই সকল দৃশ্য লোষ্ট্রপর্ব্বতাদি কি, বা কিরূপ বলিতে পার কি? ৫০। অনুভব, স্মৃতি, স্মৃতিজন্য সংস্কার অথবা ইচ্ছাকৃত সংস্কার যাহাই বল না কেন, সে সমুদয়ই সম্বিৎবিশেষ; ইহাদের অভ্যন্তরে অর্থ প্রকাশিত হয় এবং স্বীয় অভ্যন্তরে অভিব্যক্ত চিন্মাত্রকেই ইহারা ধারণ করে; সুতরাং সর্ব্বার্থই যে চিন্ময়, ইহাই নিশ্চয়। কারণ, পূর্ব্বেই নিষ্কর্ষ হইয়াছে যে, অনর্থক কল্পনাদির স্থিতি অন্য প্রকার এবং অর্থকলাযুক্ত তত্ত্বাবগাহী চমৎকারশালীর চমৎকৃতি ভিন্নরূপ। অজ্ঞাত বিষয়ই চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা অনুভূত হয় এবং জ্ঞাত বিষয়েই স্মৃতি ও সংস্কার তুল্য বোধ হইয়া থাকে; অতএব তাহার পূর্ব্বে অজ্ঞাত বিষয়ের সিদ্ধি অবশ্যই বলিতে হইবে। আরও দেখ, তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি যদি চিদ্রূপ না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অজ্ঞাতও বলা চলে না। কারণ, জড়েই অজ্ঞানাবরণের আবশ্যক; অতএব জড় হইতে অন্য ব্রহ্ম অবধি সকলই তৃণাদির তত্ত্ব, আর সেই ব্রহ্মসত্তাই অন্যথাবোধ স্মৃতিসংস্কার দ্বারা ভ্রমের বশে জড়রূপে প্রভাসিত। অতঃপর যে কারণ বলিব, তাহাতেও কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদিকে চেতন বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কারণ, সেই পরম চিৎতেজই সর্ব্বাত্মক সম্বিৎস্বরূপ ব্যষ্টিসমষ্টি-চিত্তে মণির ন্যায় মণিশ্রেণীতে প্রকাশমান হইয়া অন্তরে অবস্থান করত তৃণকাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুরূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তৃণ-কাষ্ঠাদির চেতনত্ব এই কারণেও বলিতে হইবে যে, সে সমুদয় তৃণকাষ্ঠাদি সেই কার্য্য-কারণ-শূন্য ব্রহ্মেরই সৃষ্টিস্বরূপ। অতএব ঐ ব্রহ্ম হইতে কোথাও বা কখন ঐ তৃণাদি স্বতন্ত্র নহে। যেরূপ সূর্য্যের প্রভাই সূর্য্যের স্বভাব, অপ্রকাশ নহে; তদ্রূপ চেতনই ব্রহ্মের সত্তায়, অচেতনত্ব নহে। সুতরাং এ সমুদয়ই চেতন ব্রহ্ম, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ৫১-৫৩

যেমন বিনা কারণে নিম্ন ভূমিতে প্রবহমাণ জল স্বয়ংই আবর্ত্ত-তরঙ্গ প্রভৃতি বৈচিত্র্যের ন্যায় অবস্থান করে, এই চিৎসলিলও সেই প্রকার নানা বৈচিত্র্যে আপনা হইতেই বিরাজমান। ইহাতে অন্যের সাহায্য কিছুমাত্রই নাই। পাদ্মকল্পে ভগবানের নাভিপদ্মলীলা যেরূপ জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎপরম্পরা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং সেই চিদ্ব্রহ্ম হইতে উহা কিছুমাত্রই পৃথক্ নহে। তাই বলি, এই জগৎপরম্পরা যদি সেই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না হয়, তবে ইহাই স্থির যে, এই জগৎ চিন্মাত্র শূন্যাত্মক ব্রহ্মমাত্র এবং ভাব ও অভাবের নিরাকরণ বশতঃ ভাবাভাবের মধ্যবর্ত্তী চিৎস্ফুরণমাত্রেই পর্য্যবসিত। সুতরাং যাহারা এই সঙ্কল্প-জগতে বিরাজিত সম্বিন্ময়

গিরি প্রভৃতিকে অসম্বিন্ময় বলে, সেই সমুদয় মূঢ় ব্যক্তি বিদ্বৎ-সমাজে উপহাসাস্পদই হইয়া থাকে। ৫৪-৫৭

এই জগৎ যখন চতুর্মুখ ব্রহ্মার সঙ্কল্প হইতেই উদ্ভূত, তখন ইহা মনোরাজ্যের ন্যায় চিন্মাত্রই; এই সমগ্র জগৎই স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় বিরাজিত। ইহা শূন্যে শূন্যাত্মক সঙ্কল্পস্বরূপ বলিয়াই প্রথিত। যে সময় যত শীঘ্র এই প্রপঞ্চদৃষ্টি চিদ্দৃষ্টিতে অবলোকিত হয়, সেই সময়েই এই দুঃখেরও অবিলম্বে ধ্বংস হয়। আরও দেখ, যৎকালে জগৎদৃষ্টি চিদ্দৃষ্টিতে বিলম্বে দৃষ্ট হয় না, সেই সময় হইতেই উহা ঘন হইতেও ঘনতর হয়। যাহারা চিদ্দৃষ্টি দ্বারা এই জগৎ অবলোকন না করে, তাহারা চিরপাপবিজড়িত মূর্খ; তাহাদের নিকট এ সংসার বজ্রসারতুল্য সুকঠিনরূপেই অবস্থিত; তাহারা কখনও সংসারে শান্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব মহাফলদায়ক মনে করিয়া ঐ চিদ্দৃষ্টিই সুদৃঢ় করাও সমীচীন। এ জগতে কোন আকৃতি নাই কিম্বা ভাবাভাব অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বিকল্পও কিছুই নাই। একমাত্র পরম শান্ত ব্রহ্মই অবস্থিত আছেন। তিনিই নিজ পরমার্থ চিৎস্বভাবে এই প্রকারে প্রভাসিত হইতেছেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত বাক্য একেবারেই নাই। স্ফটিকস্তম্ভের অভ্যন্তরে পুত্তলিকা-সমূহ থাকিলেও আদ্যন্তহীন, অনাদি-নিধন, অতি নির্ম্মল, অসীম চিদানন্দঘনৈকরূপে সেই ব্রহ্মই নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার হস্তসমূহ সংখ্যাতীতরূপে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগণ্য চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, কণ্ঠ, উদর ও পদ প্রভৃতি অঙ্গসকল বিদ্যমান। অধিকন্তু যখন সেই ব্রহ্মের মুক্ত-স্বরূপ, তখন তিনি আত্মাকাশাত্মক সন্মাত্র অজ 'ইদমহং' রূপে পরিণত। ৫৮-৬৪

অষ্টসপ্তত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

উনাশীত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! এই নিমিত্তই বলিতেছি, এই জগত্রয় একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব চিন্মাত্রস্বরূপই। ইহাতে মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞাতব্য সপ্রতিঘরূপে ভূতসমূহাদি কিছুই সম্ভব নহে। সুতরাং শরীরাদিই বা কে এবং সপ্রতিঘ পদার্থই বা কে? এই যে সমুদয় দৃষ্ট হইতেছে, এ সকলই অপ্রতিঘ ব্রহ্ম বিস্তৃত। বৈষম্যবিহীন শান্ত চিদাকাশই শান্ত চিদাকাশে বিরাজমান। আকাশেই আকাশ বিদ্যমান এবং জ্ঞপ্তিতে জ্ঞপ্তিই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদ্দশায়ও সমগ্রই শান্ত সম্বিন্ময় হইয়া অপ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে। সপ্রতিঘা স্থিতিই বা

কোথায়, আর এই জগতে দেহাবয়ব, নাড়ীবেষ্টনী কিম্বা অস্থি-স্থিতিই বা কি ? সকলই সেই অপ্রতিঘ আকাশস্বরূপে পরিশোভমান। এই শরীর সপ্রতিঘ স্বপ্নশরীর তুল্য ; হস্তদ্বয়, মস্তক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম এ সকলই সম্বিৎ, শান্ত ও অপ্রতিঘ ; কোথাও কোন কিছুই সপ্রতিঘ নাই। জগৎস্থিতিসম্বন্ধে ব্রহ্মাকাশের স্বপ্নরূপ স্বভাব হেতু এই সমুদয় প্রমাণসিদ্ধ হইলেও অপ্রমাণ, এবং সকারণ হইলেও অকারণই। ১-৭। কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয় না ; সুতরাং তত্ত্বদর্শনে ব্রহ্মের বিকারহীনত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব বশতঃ অন্য কারণের অভাব নিবন্ধন উৎপত্তির অভাবে এই অপলাপেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। ভ্রমদর্শনে সৃষ্টির অনাদিত্ব নিবন্ধন কারণপরম্পরার সম্ভাবনা ও ব্রহ্মের অপ্রসিদ্ধিহেতু উৎপত্তি প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হয়। এইরূপে স্বপ্ন-নির্ণয়বশে উভয়ের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। ফল কথা, যে যাহা নির্ণয় করিয়া থাকে, সে তাহাই দর্শন করে। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে কারণ ব্যতীত সম্বিদাত্মকরূপে উপলব্ধ এই জগৎ পূর্ণরূপ অসৎ অথবা সৎও নহে। পরন্তু সতের ন্যায় ইহা উপপন্ন হয় মাত্র। যখন স্বপ্নদর্শন করা যায়, তখন সকল পদার্থই যেরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ চিন্ময়ত্ব হেতু জাগ্রদ্দশাতেও সর্ব্বাত্মরূপতা ঘটে। ঐ ইন্দুপুত্রগণের সঙ্কল্প-জগতের ন্যায় একও এক সহস্র হয়, এবং সঙ্কল্প-জগৎপরম্পরার সহিত লক্ষভূত ভাবও উপগত হয়। পক্ষান্তরে, সহস্র সম্বিৎও আবার এক হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির সাযুজ্য পূর্ব্বকথিত বিপশ্চিতের উপাখ্যাননিষ্কর্ষস্থলেই কথিত। সিদ্ধান্তক্রমে উপাধি-মেলনে ঐক্যাপত্তি হওয়ায় সৃষ্টির সহিত সমুদয়ই একীভূত হয়। পৃথগ্রূপে কৃতাবস্থানের যে একীভাব, তাহা লৌকিক ব্যবহারেও প্রখ্যাত। ৮-১৩

উদাহরণ এই,—শত শত নদী প্রবাহ অনুসারে পৃথক্ হইলেও যখন মিলিত হয়, তখন সেই একই সমুদ্র, এবং ঋতু-সম্বৎসরপরম্পরায় বিভিন্ন হইলেও ফলে সেই এক কালই। সচ্চিৎ আকাশ একই ; উহা স্বপ্নবৎ পৃথক্ পৃথক্ শরীরে সমুদিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনুভবক্রমে স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় নিরবয়বই। সেই অনুভবাত্মিকা সম্বিৎই দৃষ্টিদৃশ্য-দর্শনরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, এ জগৎ একমাত্র চিদাকাশই। যেরূপ একই নিদ্রা স্বপ্নাবস্থায় বেদনাত্মিকা এবং সুষুপ্তি-দশায় অবেদনাত্মিকা, সেইরূপ এই জগৎও বেদনাত্মক ও অবেদনাত্মক হইয়া একই বলিয়া অবগত হইবে। যেমন পবন ও তাহার স্পন্দ, সেইরূপ চিৎসম্বিৎ ও জগৎ অস্বতন্ত্র, অতএব জগৎ একমাত্র চিদাকাশস্বরূপই ; প্রকৃতপক্ষে উহা একই। ১৪-১৭। দৃষ্টি-দৃশ্য-দর্শনরূপ যে ত্রিপুটী, তাহা চিৎস্বরূপেরই ভানমাত্র। উহা সকলই

শূন্যাকাশস্বরূপ। ঐ ত্রিপুটী স্বপ্নসদৃশ শূন্যমাত্রেই প্রতিভাসমান বলিয়া এই জগৎ একমাত্র সেই চিদকাশ জানিবে। এই যে জগদ্ভাব, ইহা সেই চিদ্‌ব্রহ্মে অসৎই ; স্বপ্নকালে যেরূপ ব্যাঘ্রাদিভয় জন্মায়, সেইরূপ ইহা প্রথমসৃষ্টি হইতেই ভ্রমদৃষ্ট ; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদির ভয় যেরূপ প্রকৃতজ্ঞানের উদ্ভব হইলে নিবৃত্তি পায়, সেইরূপ ইহাও জানিবে। স্বপ্নে একই সম্বিদের যেমন বহুবিধ ভান হইয়া থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মেও নানা বস্তুরূপে ভান হয়। বহুদীপ-জ্যোতি গৃহমধ্যে যেরূপ এক বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ সর্ব্বশক্তির যে একই মায়াশক্তি, তাহা বহু প্রকারে প্রতিভাত হয় ; ভ্রম বশতঃ আকাশে যেরূপ বৃক্ষনিচয় স্ফুরিত হয়, সেইরূপ শিবনামক সমুদ্রে যে জলকণাস্ফূর্ত্তি, তাহাকেই সৃষ্টি বলিয়া জানিবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, আকাশে পরিদৃষ্ট বৃক্ষসমূহ আকাশধাম-শূন্যতায় অনুবিদ্ধ হইয়া স্ফুরিত হয় না, এই নিমিত্ত আকাশ হইতে ঐ সমুদয় ব্যতিরিক্ত-স্বরূপ ; পরন্তু ব্রহ্ম-সমুদ্রে যে সৃষ্টিবিন্দু স্ফুরিত হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্ম-সমুদ্র হইতে কিছুমাত্রও ব্যতিরিক্ত-স্বরূপ নহে। ১৮ ২২

একোনাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অশীত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! সূর্য্যকিরণ যেরূপ জগতের সকল ভাববস্তুর সম্যগনুভূত অন্ধকারসমূহ নাশ করে, আপনিও সেইরূপ আমার প্রকৃতজ্ঞানের জন্য এই সংশয় দূর করুন। যে সময় আমি বিদ্যাগৃহে পণ্ডিত-সমাজে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময় এক দিন বিদেহ-দেশ হইতে এক তাপস সেখানে আসিয়াছিলেন। সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ ছিলেন যেরূপ, সেইরূপই রূপবান্ ছিলেন। তিনি এক জন মহাতপস্বী ; তাঁহার দেহ-জ্যোতিঃ অনন্যসাধারণ। দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় তিনি দেখিতে অতীব দুঃসহ। সেই তেজস্বী তাপস সেই স্থানে আগমন করিয়া সমাগত দীপ্ত ব্রাহ্মণ-সমূহকে নমস্কার করিয়া এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলাম। তৎকালে আমি বেদান্ত ও সাংখ্যসিদ্ধান্তবাদ অধ্যয়ন করিতেছিলাম ; সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সমাগত, সুখোপবিষ্ট ও বিগতশ্রম দেখিয়া সেই পাঠ বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে বক্তৃ-শ্রেষ্ঠ! বোধ হইতেছে, আপনি বহু পথ-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। মনে হয়, কোন এক বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্তই আপনি যত্ন সহকারে বহু ক্লেশ

স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আজ আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, বলুন। ১-৬

আমার প্রশ্ন শুনিয়া সেই তাপস ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাভাগ! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমি কোন বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছি। আমি যে বিষয়ের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া এখনই তোমার সংশয় দূর করিতেছি। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে, বৈদেহ নামে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন এক দেশ আছে। সে দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় অধিক আর কি দিব, উহা যেন স্ফটিকনির্ম্মিত প্রদেশে স্বর্গীয় প্রতিবিম্বের ন্যায় শোভমান। সেই বৈদেহ দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সেই স্থানেই আমার বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে। আমার দন্তশ্রেণী কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র; তাই আমি কুন্দদন্ত নামে আখ্যাত। অধ্যয়ন শেষ হইলে আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। আমি দেশভ্রমণ আরম্ভ করি। পথে যাইতে যাইতে পথশ্রমে যখন আমার শ্রান্তিবোধ হইত, তখন আমি শ্রম দূর করিবার জন্য দেব-দ্বিজ-মুনীন্দ্রদিগের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। ৭-১০

এইরূপে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমি শ্রীপর্ব্বতে উপনীত হইলাম। তথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিলাম এবং দীর্ঘদিন বাস করিলাম। ঐ পর্ব্বতে এক বন আছে। তথায় তৃণাদি কিছুই নাই। সে বনে তেজ নাই, অন্ধকার নাই, মেঘ নাই, কিছুই নাই; ঐ বন এমনই শূন্য, যেন উহা পৃথিবীতে বিভাত আকাশ! ঐ শূন্যারণ্যের অভ্যন্তরে একটিমাত্র কোমল কিসলয়-দলযুক্ত বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের অনেক শাখা থাকিলেও ঐ বৃক্ষ অতি বৃহৎ নহে। শূন্যময় আকাশতলে ঐ বৃক্ষ যেন হীনপ্রভ সূর্য্যের ন্যায় বিভাত। সেই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগে এক পবিত্রাকার পুরুষ প্রলম্বিত আছেন। তাঁহার পদদ্বয় নাভ্যাধার-রশ্মিতে এবং দেহ সেই বৃক্ষের চারিদিকে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন সূর্য্যদেব নিজ রশ্মিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই পুরুষের মস্তক নিম্নদিকে এবং চরণদ্বয় মৌনদাম-নিবদ্ধ অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত। যে বৃক্ষে সেই পুরুষ লম্বমান আছেন, উহা শাল্মলী বৃক্ষ; সেই শাল্মলী বৃক্ষ মহাপর্ব্বগ্রন্থিযুক্ত। এক দিন আমি সেই বৃক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলাম। ঐ বৃক্ষস্থিত কৃতাঞ্জলিপুট ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম, এই ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন এই বৃক্ষে অবস্থান করত অক্ষত-শরীরে জীবন ধারণ করিতেছেন। কারণ, দেখিতেছি, এখনও ইহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। ইনি কি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কিম্বা শীত, গ্রীষ্ম সকলই সহ্য করিয়া অবস্থিত আছেন? ১১-১৭

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই লম্বমান পুরুষের সেবা করিতে লাগিলাম। তাঁহার সেবার জন্য আমি অনেক দিন শীত-গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট সহ্য করিলাম। ক্রমশঃ আমার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,হে ভগবন্! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এই উৎকট তপস্যা করিতেছেন? দেখিতেছি, আপনি বহুকাল জীবনধারণ করিয়াই এইরূপে অবস্থান করিতেছেন।১৮-২০

আমার এই কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষ-বিলম্বিত তপস্বী বলিলেন,—হে তাপস! আমার এ সমুদয় বিষয় জানিয়া তুমি কি ফল লাভ করিবে? এ জগতে যত শরীরী আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা স্বতন্ত্র, ইহা তুমি জানিবে। তাপস এই কথা বলিলে আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা কবিলাম। তিনি এবার আমার কথার উত্তরে বলিলেন,—আমার জন্মস্থান মথুরাপুরী। আমি পিতৃগৃহে পিতৃপ্রযত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। আমার যখন বাল্য ও যৌবনের মধ্যাবস্থা, তখন আমি শব্দ এবং অর্থশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলাম। তাহার পর আমার নব-যৌবন উপস্থিত হইল। আমি ভোগেচ্ছু হইলাম। বুঝিলাম, রাজাই সমুদয় ভোগ্য বস্তুর আস্পদ। এইরূপ বুঝিয়া আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কি উপায়ে আমি সপ্ত মহাদ্বীপযুক্তা পৃথিবীর উদার অধিপতি হইয়া অর্থিগণের মনোরথ পূরণ করিতে সমর্থ হইব? আমার এই চিন্তার অনুরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই আমি এখানে এইরূপে অবস্থান করিতেছি। এইখানে আমার দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে। হে আমার অকারণবন্ধু! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তুমি এখন নিজ স্থানে গমন কর। আমি যে পর্য্যন্ত না নিজ অভীষ্ট লাভ করি, সে পর্য্যন্ত এইরূপেই সুদৃঢ় স্থিতি অবলম্বন করিয়া থাকিব। ২১-২৬

হে রাম! তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে যাহা বলিলাম, শ্রবণ কর। আমার কথা শুনিতে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট অনুভব করিবে না। কারণ, যাঁহারা ধীমান্, তাঁহারা বিস্ময়জনক কথা শুনিয়া কখনই কষ্টবোধ করেন না। আমি সেই পুরুষকে বলিলাম, হে সাধু-শ্রেষ্ঠ! যত দিন না আপনি নিজ-অভীষ্ট লাভ করিতেছেন, তত দিন আমিও আপনার অভীষ্টরক্ষণ ও সেবার জন্য এই স্থানে অবস্থান করিব। আমি এই কথা বলিবার পর সেই সাম্যাবলম্বী পুরুষ প্রস্তরবৎ মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল। তাঁহার বাহ্যিক ক্রিয়াকল্পনা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; অতএব তাঁহার সেই শরীর মৃতের ন্যায় হইয়া রহিল। তখন আমিও সেই মৌন পুরুষের নিকট ছয় মাস পর্য্যন্ত শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলাম।

এক দিন দেখিলাম, সূর্য্যের ন্যায় এক তেজঃশালী পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন আমরা দুই জনেই কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিলাম। সেই আগন্তুক পুরুষ এইপ্রকার অমৃতনিষ্যন্দি-মনোহর বাক্য বলিলেন,—হে শাখাবলম্বিন্ ব্রহ্মন্! আপনি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হউন; আপনি আপনার অভিলষিত বর গ্রহণ করুন। আপনি আপনার এই দেহে তপোধর্ম্মবলে সপ্ত সহস্র বৎসর যাবৎ সপ্ত সাগর-দ্বীপ-সমন্বিতা পৃথিবীর পরিপালন করিবেন। এইরূপ অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া সেই দ্বিতীয় দিবাকরসদৃশ পুরুষ যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতেই প্রবেশ করিয়া তিরোহিত হইলেন। ২৭-৩৫

এইপ্রকারে সেই বৃক্ষশাখাবলম্বী তাপস শাস্ত্রে যাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই বরেণ্য আদিত্যদেবকে অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বরদান-ব্যবহারে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই পুরুষ তিরোহিত হইলে আমি সেই লব্ধবর তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভগবন্! আপনার বৃক্ষশাখা-বলম্বনস্বরূপ তপস্যার ফল ফলিয়াছে। আপনি অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছেন। অতএব এই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া এখন নিজ গৃহে গমন করুন। তিনি আমার প্রস্তাবে যেমন সম্মত হইলেন, অমনি তাঁহার পদদ্বয় বন্ধনমুক্ত হইল। যেন হস্তিশাবকের চরণ বন্ধনস্তম্ভ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহার পর তিনি স্নান করিলেন, পবিত্রহস্তে অঘমর্ষণ করিলেন, এবং আমার সহিত পারণ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আমরা দুই জনেই পুণ্যবলপ্রাপ্ত ফলসিদ্ধি দ্বারা তথায় তিন দিন নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিলাম। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র-সমন্বিতা সমগ্র পৃথিবীর ভোগেচ্ছায় সেই বৃক্ষশাখাগ্রে লম্বমান ও ঊর্দ্ধপাদ হইয়া তপস্যা দ্বারা সূর্য্য-পুরুষের নিকট হইতে অভীষ্ট বর লাভ করিলেন। তার পর তিন দিন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া চরণের ব্যথা দূর হইলে পর আমার ন্যায় বন্ধুর সহিত মথুরাপুরীস্থ স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। ৩৬-৪০

অশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একাশীত্যধিক-শততম সর্গ

কুন্দদন্ত বলিতে লাগিলেন,—সায়ংকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ নিজাবাসাভিমুখে যাইবার জন্য স্ব স্ব দিকে গমন করিতে থাকেন, আমরাও সেইরূপ সায়ংকালে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর বোধনামক নগরে গমন করিলাম। তথায় এক আম্রবন-সুশোভিত পর্ব্বত আছে। আমরা সেই পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়া দুই দিন ঐ নগরে বাস করিলাম। তৎপরে আনন্দিত-মনে যাইতে যাইতে বহুপথ অতিক্রম করিলাম। পরদিবস বিশাল ভূভাগ প্রাপ্ত হইলাম। সেই সমুদয় ভূভাগে প্রচুর শীতল জল এবং সংখ্যাতীত স্নিগ্ধচ্ছায় বনবৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই স্থানের নদীতীরে যে সমুদয় লতারাজি আছে, তাহা হইতে পুষ্পসমূহ নিপতিত হইয়া সেই ভূভাগকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুবর্ণ করিয়াছে। জলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে যে সকল তরঙ্গঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহাতে পথিকগণ আনন্দলাভ করিতেছে। সুস্নিগ্ধ বনচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মৃগ ও বিহঙ্গমকুল রব করিতেছে, তত্রত্য শাদ্বল-শ্যাম-দেশে তৃণসমূহের স্থূলদলের উপর হিমশীকর-কণা মুক্তা-শ্রেণীবৎ শোভমান রহিয়াছে। সেই ভূভাগের কোন স্থান অরণ্য-তুল্য, কোথাও শৈলসঙ্কুল, কোথাও নগর ও গ্রামের ন্যায় শোভোজ্জ্বল, কোন স্থান বিবরবহুল, আবার কোথাও বা জলময়। আমরা সেই ভূভাগ পার হইলাম; ক্রমে স্রোত ও সরোবরসমূহও অতিক্রান্ত হইল। তাহার পর আমরা এক সুনিবিড় কদলীবনে উপস্থিত হইলাম। আমরা তখন বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্য তথায় তুষারশীতল কদলীদলের শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম।১-৭

তৎপরে তৃতীয় দিনে আমরা এক পদ্মগুল্মদল-পরিশোভিত অরণ্য-প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। আকাশ যেরূপ ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ দ্বারা বিভক্ত, সেইরূপ ঐ অরণ্যভাগ তৃণকাষ্ঠাদি-সঞ্চয়নকারী জনগণ দ্বারা সুবিভক্ত হইয়াছিল। এখানে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বনে প্রবেশ করিবার সময় তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া গেলেন যে, দেখ, আমরা আট ভাই; আমাদের ভ্রাতৃগণের সকলেরই অত্যন্ত রাজ্য-ভোগেচ্ছা হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা সকলেই তপস্যার জন্য এব সম্বিন্ময় ও একবিধ সঙ্কল্পে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম। আমার অন্য সাত ভ্রাতারও সেইপ্রকার নিশ্চয় অবলম্বনীয় হইয়াছিল। তাই তাঁহারা এই গৌরী-আশ্রমে গমন করিয়া প্রভূত তপস্যা দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বাস করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে আমিও আমার সেই সকল ভ্রাতার সহিত এই গৌরী-আশ্রমে তপস্যার জন্য বাস

করিতেছিলাম, অতএব প্রথমে যে আশ্রম দেখা গিয়াছিল, আজ সেই আশ্রমই সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। ঐ আশ্রমই নিশ্চয় সেই আশ্রম। ৮-১৩। ঐ দেখ, আশ্রমের পুষ্পরাশি-সমুদ্ভাসিত বৃক্ষতলে মুগ্ধ হরিণশিশু শয়ন করিয়া আছে। ঐ আশ্রমে যে পর্ণকুটীর দৃষ্ট হইতেছে, তাহার প্রান্তে শুকপক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে এবং উহারা বহুপ্রকার শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিতেছে; সুতরাং ইহাই যে সেই আশ্রম, সে সম্বন্ধে এখন কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন এস, আমরা ঐ ব্রহ্মলোক সদৃশ আশ্রমে শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত গমন করি। ঐ আশ্রমের পুণ্য-প্রভাবে আমাদের সকল পাপ ধ্বংস হইবে, চিত্ত অতি পবিত্র হইবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা পূর্ণমনা হইয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনের জন্য ধীরচেতা বিদ্বান্‌গণের চিত্তও ব্যাকুল হয়। তিনি এই কথা বলিলে, আমরা সেই আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম, সেই আশ্রমস্থ তপস্বিগণ সেই মহারণ্যে সংহারাকারে শূন্যরূপ ধারণ করিয়াছেন! সেখানে বৃক্ষ, পর্ণশালা, গুল্ম, মনুষ্য, মুনি, মুনিবালক, বেদী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কিছুই নাই। সেই অরণ্য শূন্য, কেবল সীমাহীন; তাহার চতুর্দ্দিক্ উত্তপ্ত। সে কানন এরূপ শূন্য যে, যেন পৃথিবীতে আকাশের উদ্ভব হইয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—হায়, কি কষ্ট! এ কি দেখিতেছি! তাহার পর আমরা উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিলাম; ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে এক স্নিগ্ধচ্ছবি ঘনচ্ছায় বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। ১৪-২০

তথায় যাইয়া দেখি, সেই বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ তপস্বী সমাধিস্থ হইয়া আছেন। আমরা দুই জনেই সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শাদ্বলক্ষেত্রে ঋষির সম্মুখে বহুক্ষণ উপবিষ্ট রহিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। তাহাতে আমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। পরে চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম,—হে মুনে! আপনি ধ্যান-ভঙ্গ করত চক্ষু উন্মীলন করুন। আমার সেই উচ্চ স্বর শ্রবণ করিয়া মুনির ধ্যান-ভঙ্গ হইল। জলদগর্জ্জন শ্রবণ করিলে সিংহ যেরূপ জৃম্ভণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার সেই উচ্চশব্দে তিনি জৃম্ভণ করিয়া বলিলেন,—হে সাধুদ্বয়! তোমরা কে? পূর্ব্বে যে গৌরী-আশ্রম ছিল, তাহা এখন কোথায়? এই শূন্য কাননে আমাকে কে আনিয়াছে? এখন যে কাল চলিতেছে, এ কোন্ কাল? তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম,—হে ভগবন্! আপনার প্রশ্নের বিষয় আপনি স্বয়ংই জ্ঞাত আছেন, আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আপনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, তবে কি জন্য আপনি স্বয়ং ইহা জানিতে পারিতেছেন না? ২১-২৬

আমার এই কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন এবং নিজের আমাদের সকল বৃত্তান্তই প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যেই তিনি ধ্যান হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—হে সাধুবর! সেই বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত তোমরা শ্রবণ কর। এই যে রমণীর বেণীর ন্যায় পুষ্পশোভিত কদম্ববৃক্ষ দেখিতেছ, এই বৃক্ষই আমার আবাসভূমি, সুতরাং ইহা পুত্রের ন্যায় কৃপাপাত্র। কোন এক কারণে পূর্ব্বে সতী গৌরী বাগীশ্বরীরূপে এই বনে দশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় সকল ঋতুই তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই জন্য এই নিবিড় বন তখন হইতে গৌরীবন নামে প্রসিদ্ধ। তখন হইতেই এখানে ভ্রমরকুলের সুমধুর ঝঙ্কারে চঞ্চল হইয়া কোকিলগণ কলনাদ করিতেছে। পুষ্পবর্ষণকারী তরুসমূহ দ্বারা আকাশবিতান শত শত চন্দ্রবিশিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং পদ্মরেণু-কণায় দিগ্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করত পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতেছে। তখন হইতেই মন্দার ও কুন্দপুষ্পের সুগন্ধে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইতেছে; চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকরূপ চন্দ্রবিম্বসমূহে অসীম শোভা দেখা যাইতেছে। সন্তানক নামক দেববৃক্ষের স্তবকাবলীর হাস্যচ্ছটায় এ অরণ্য মনোরম হইয়াছে। আনন্দদায়ক সমীরণে লতাবনিতাসমূহ অতীব শোভাশালী হইতেছে। তদবধি এই বসন্তাবাস বনভূমি নিরন্তর মধুকরগণের নবসঙ্গীতে মুখরিত হইতেছে; ভ্রমরীসমন্বিত পুষ্পময় মণ্ডপসমূহ বিরাজিত হইতেছে, আরও সেই সময় হইতেই এই বনে সুর-সিদ্ধ-বধূগণ চন্দ্র-কিরণ-সুকুমার পুষ্পদোলায় দোদুল্যমান হইতেছে।২৮-৩৪

এই বনে হারীত, হংস, শুক, কোকিল, কোক, কাক, চক্রবাক, গৃধ্র, ভাস ও চটকাদি পক্ষিসমূহ তখন হইতে শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভীষণ কুক্কুট, কপিঞ্জল, ময়ূর ও বক পক্ষীরা তদবধি ক্রীড়া করত এ বন মনোহর করিয়াছে এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ এই বনের ঐ কদম্বসরস্বতীর চরণকমল-কর্ণিকায় প্রণত হইতেছেন। এখানে পবনের গতি সর্ব্বদাই বিদ্যমান, সেই জন্য নক্ষত্রলোক ও মেঘলোক সর্ব্বদাই সুবর্ণকোমল চম্পকশ্রেণী হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে; তখন হইতেই মৃদুমন্দ সমীরণে কোমল কিশলয়দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতারাজি হইতে খসিয়া পড়িতেছে। লতাসমূহ বিস্তৃত হইয়া কুঞ্জসকল আরও সমাবৃত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিতেছে, তাই এই অরণ্য অত্যন্ত শীতল হইয়াছে। কদম্ব, করবীর, নারিকেল, তাল ও তমালাদি বৃক্ষনিচয়ের কুসুমপরাগপুঞ্জ পতিত হওয়ায় এ বনভূমি নিরন্তর পীতবর্ণ। তদবধি এ অরণ্য পদ্মসহ কুমুদোৎপলমণ্ডিত কমলাকরে চকোর, চক্রবাক ও হংসসমূহ প্লুতগতিতে চলিতেছে এবং সেই হইতেই এই বনভূমিতে তাল, গুগ্‌গুল, চন্দন, পারিজাত ও কদম্ব প্রভৃতি উত্তম বৃক্ষের

অভ্যন্তরে সর্ব্বাভিলাষপূরণশক্তি বিরাজিত। কোন এক কারণে এই অরণ্যে শিবসীমন্তিনী গৌরী কদম্বসরস্বতীরূপে শিবমস্তকস্থিত চন্দ্রকলার ন্যায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া আসিতেছেন।৩৫-৩৯

একাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্ব্যশীত্যধিক-শততম সর্গ

সেই বৃদ্ধ তাপস বলিলেন,—এই বনের কদম্ববৃক্ষে গৌরীদেবী স্বেচ্ছাবশে দশ বৎসর বাস করিয়া, আবার দেবদেব মহাদেবের বামদেহার্দ্ধরূপ আত্মমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই স্পর্শরূপ অমৃতে সিক্ত হইয়াছিল বলিয়া এই তাঁহার পুত্রতুল্য কদম্ববৃক্ষ আজিও জীর্ণ হয় নাই। দেবী গৌরী যখন হইতে এই মহাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন হইতেই ইহা সাধারণের ফল-পুষ্প-কাষ্ঠাদি প্রভৃতি জীবিকার আশ্রয়রূপে সাধারণভোগ্য হইয়াছে। আমি স্বয়ং মালব নামক দেশের রাজা ছিলাম। এক দিন রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বহু আশ্রম ভ্রমণ করত এই বনে আগমন করি। অত্রত্য আশ্রমবাসীরা আমার সৎকার করেন। আমি এই কদম্ববৃক্ষের তলে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে থাকি। ১-৫

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তুমি তোমার সপ্ত ভ্রাতার সহিত তপস্যার জন্য এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলে। তোমরা অষ্ট ভ্রাতাই পরম তপস্বী হইয়াছিলে; তোমাদের আচরণে অন্যান্য তপস্বিগণও তোমাদের পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে একমাত্র তুমিই শ্রীপর্ব্বতে গিয়াছিলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তপস্যার নিমিত্ত স্বামী কার্ত্তিকের নিকট গমন করেন। তৃতীয় ব্যক্তি বারাণসীধামে গিয়াছিলেন এবং চতুর্থ ভ্রাতা তপস্যার্থ হিমালয়প্রদেশে প্রস্থান করেন। তোমার অপর চারিটি ভ্রাতা এইখানে অবস্থান করিয়াই অতিমাত্র তপস্যাচরণ করেন। তোমাদের সকল ভ্রাতারই একমাত্র বাসনা এই যে, যেন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর, অধীশ্বরত্ব লাভ করি। তৎপরে দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর বর প্রদান করিয়া তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূরণ করিলেন। ব্রহ্মা যেরূপ পৃথিবীতে ধর্ম্মময় সত্যযুগ ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেইরূপ তোমার ভ্রাতৃগণ ও তুমি নিজে তপস্যায় নিরত থাকিলেও

তোমার অপেক্ষা না করিয়াই তোমার ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। ৬-১২

হে ভব্য ! তোমার সেই ভ্রাতৃগণ প্রত্যক্ষ নিজ অভীষ্ট দেবতার সকাশে যত্ন সহকারে এই বর যাচ্ঞা করিলেন যে, হে দেবি ! এই সপ্ত দ্বীপে আমাদের আধিপত্য যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন নিখিল প্রজাই যেন সত্যবাদী হয় এবং সকল সপ্ত দ্বীপাবলীই যেন স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হয়। ইষ্টদেবতা তাঁহাদের প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ১৩-১৫। তাহার পর তাঁহারা সকলেই এবং তাঁহাদের আশ্রমবাসিমাত্রেই নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ; মাত্র আমিই এই স্থানে অবস্থিত রহিলাম ; তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলাম না। আমি এই নির্জ্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া এই বাগীশ্বরী-কদম্বতলে পর্ব্বতবৎ নিশ্চলভাবে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঋতু-সম্বৎসরাত্মক এই কালপ্রবাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই বনের প্রান্তস্থিত লোকগণ এই বন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইহার ছেদ ভেদ যেরূপই হউক না কেন, এই কদম্ব-বৃক্ষের কিন্তু কিছুতেই ম্লানভাব নাই। ইহা সর্ব্বসময়েই একইভাবে বিদ্যমান। ইহাকে সকলেই 'বাগীশ্বরী-গৃহ' বলিয়া অর্চ্চনা করে আমি সমাধিস্থ হইয়া এই বৃক্ষতলে একমনে অবস্থান করিতেছি। ইহা দেখিয়া লোকে আমাকেও সসম্ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে। এইপ্রকার ব্যাপার চলিতেছে, ইতিমধ্যে তোমরা দুই জন কঠোরতপা পুরুষ এখানে আগমন করিয়াছ। আমি এই সকলই ধ্যানযোগে দর্শন কবিয়া তোমাদিগকে বলিলাম। ১৬-২০। এই জন্য বলিতেছি, হে সাধুদ্বয় ! তোমরা এই স্থান হইতে উঠিয়া নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থান কর। তোমার অন্যান্য ভ্রাতারা স্ব স্ব কলত্র ও বন্ধুগণের সহিত পূর্ব্বেই সম্মিলিত হইয়াছেন। দেবলোকে যেরূপ অষ্টবসুর মিলন ঘটে, সেইরূপ তোমরা মহাত্মা বলিয়া তোমাদিগের অষ্টভ্রাতারও নিজ গৃহেই মিলন ঘটিবে সেই বৃদ্ধ তাপসের এই কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি সেই আশ্চর্য্য বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সভ্যগণ! আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভগবন্! সপ্তদ্বীপসমন্বিতা পৃথিবী এ জগতে একটিই আছে ; অতএব আমার ভ্রাতৃবর্গ একই সময়ে কিরূপে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্যলাভে সমর্থ হইলেন ? ২১-২৪।

বৃদ্ধ তাপস উত্তর দিলেন, এইরূপ যুগপৎ আধিপত্য অসম্বদ্ধ প্রলাপ নহে ; আর যদিই ইহা অসম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও অসম্বদ্ধ ঘটনার বিষয় বলিতেছি, শুন। ঐ তপস্বী অষ্টভ্রাতা দেহাবসানে সকলেই সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বরত্ব লাভ করিবে। ইহারা যে প্রকার মহাপীঠগৃহে সপ্ত দ্বীপাধিপতি

হইবে, তাহাও বলিতেছি. শ্রবণ কর। ঐ অষ্টভ্রাতার সৌন্দর্য্যশালিনী আটটি বনিতা যেন পূর্ব্বাদি অষ্টদিকের অষ্টতারার ন্যায় শোভমানা। ভ্রাতৃগণ তপস্যার জন্য গমন করায় সেই বনিতাগণ সকলেই অত্যন্ত দুঃখাভিভূতা হইলেন। কারণ, স্ত্রীলোকের স্বামিবিরহ সর্পদংশনের ন্যায় অসহনীয়। তখন ঐ বনিতাগণ বার বার নিজ নিজ স্বামীকে স্মরণ করিয়া শত চান্দ্রায়ণতুল্য কঠোর তপস্যা করিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় দেবী ভগবতী পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত সকলকেই স্বতন্ত্ররূপে বলিলেন যে, অয়ি বালাগণ! তোমরা পতি ও নিজের জন্য বর গ্রহণ কর। আহা! রৌদ্রতাপে মঞ্জরী যেমন ম্লান হয়, সেইরূপ তোমরা বহুদিন কষ্টভোগ করিয়াছ। ২৫-৩২। দেবী পর্ব্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রীগণের অন্যতমা চিরণ্টিকা দেবী পার্ব্বতীর পাদ-কমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজ ইচ্ছামত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মন আনন্দ-জড়তায় পরিপূর্ণ হইল। পরে মেঘদর্শনে ময়ূরী যেরূপ কেকারব করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি সেই আকাশবাসিনী দেবীকে মধুর স্বরে বলিলেন,—হে দেবি! দেবাদিদেব শঙ্করের সহিত আপনার যেরূপ অবিচলিত প্রেম, আমার স্বামীর সহিত আমার প্রেমও তদ্রূপ অবিচলিত হউক; আর এক প্রার্থনা, আমার স্বামী যেন অমররূপে চিরদিন জীবিত থাকেন। ৩৩-৩৫

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে বালিকে! সৃষ্টির প্রথম হইতে নিয়তির কৃতসঙ্কল্প হেতু তপস্যা কিংবা দানাদি দ্বারা অমরত্বলাভ ঘটে না। অতএব তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। ৩৬

দেবীর এই কথা শুনিয়া চিরণ্টিকা বলিলেন,—ঐ বর লাভ করিবার যদি আমার অধিকার না থাকে, তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমার পতির মৃত্যুর পর তাঁহার জীবাত্মা গৃহমধ্য হইতে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও বহির্গমন না করে। আমার স্বামীর দেহপাত হইলেই যেন এইরূপ ঘটে। হে মাতঃ অম্বিকে! অন্ততঃ এইরূপ বরই আমাকে দান করুন। ৩৭-৩৮

পার্ব্বতী বলিলেন,—তাহাই হইবে; আরও, তোমার স্বামীর দেহান্ত ঘটিলে তিনি সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হইবেন এবং তখন তুমিই তাঁহার মহিষী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা বলিয়া জগতের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আকাশগর্ভোদ্ভূত মেঘ-গর্জ্জনবৎ সেই গৌরীবাক্য নিবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইলেন; অন্যান্য সকলেও মহাবর লাভ করত দিগন্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন একদিকে স্বামিগণ স্ত্রীদিগের নিকট আসিতে লাগিলেন; ভ্রাতৃগণ এবং বন্ধু-বান্ধবগণেরও সমাগম হইল। ৩৯-৪২। অন্য দিকে উহাদিগের এক সৎকর্ম্মফলের

বিঘ্নস্বরূপ যে অসামঞ্জস্যব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভ্রাতৃগণ-যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের মাতা-পিতা দুঃখিতচিত্তে পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থ ও মুনিগণের আশ্রম-সমূহ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শারীরিক সুখভোগে তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না; পুত্রগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কলাপগ্রাম নামক তীর্থে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কপিলবর্ণ, ভস্মানুলিপ্ত, উর্দ্ধকেশ এক সস্ত্রীক পুরুষ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহারা ঋষি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন্ না, তাই তাঁহার কোনরূপ সৎকারাদি না করিয়াই চলিতে লাগিলেন, অধিকন্তু সত্বর-গমন করিবার জন্য ধূলি ছড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সেই মুনির ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন,—ওরে মূর্খ! তুই পত্নী ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থে যাইতেছিস; আর আমি দুর্ব্বাসা এখানে রহিয়াছি, তুই আমার পূজা না করিয়াই গমন করিলি? এই অপরাধে তোর পুত্র ও পুত্রবধূগণের তপস্যালব্ধ মহাবর বিপরীত ফল প্রদান করিবে। ৪৩-৪৯

সেই মুনি এই কথা বলিলে, অষ্টভ্রাতার পিতা নিজ স্ত্রী ও পুত্রবধূগণের সহিত যখন তাঁহার সৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই মুনি তখনই অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই ব্যাপারে সেই পতিপত্নী পুত্রবধূগণের সহিত হতাশায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের হৃদয় গভীর দুঃখে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইল। তাঁহারা ম্লানমুখে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এই নিমিত্তই বলিতেছিলাম যে, তাহাদের কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য নাই; অধিকন্তু গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত রাজ্যের কল্পনা করিলে, তদন্তর্গত শৈল-সমুদ্রাদির কল্পনা অসামঞ্জস্য লক্ষ্যের অন্তর্গত না হইলেও অসামঞ্জস্য লক্ষ্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। গলে গণ্ড, তাহার উপর স্ফোটক, আবার সেই স্ফোটকের উপর স্ফোটক হইলে, যেরূপ অনিষ্টের উপর অনিষ্ট এবং তাহার উপরও অনিষ্টপাত ঘটে, এই কথিত ঘটনাও তদ্রূপ জানিবে। যেমন একমাত্র শূন্যস্বরূপ আকাশ; উহাতে উৎপাত নিমিত্ত গন্ধর্ব্বনগর, ধূমকেতু ও উল্কা প্রভৃতি দৃশ্য অসম্ভব নহে, তদ্রূপ এই শূন্যমাত্রস্বরূপ সঙ্কল্পময় চিদাকাশরূপ মহাপুরে এইরূপ কোটি কোটি আশ্চর্য্য অসামঞ্জস্য সম্ভবপর। ৫০-৫৩

দ্ব্যশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যশীত্যধিক-শততম সর্গ

কুন্দদন্ত বলিতে লাগিলেন, তাহার পর আমি সেই গৌরী-আশ্রমবাসী তাপসকে প্রশ্ন করিলাম। সেই তাপসের কেশসমূহ পক্ক হইয়া আতপশুষ্ক কুশাগ্রবৎ তখন জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তাঁহার সকাশে আমার জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, যেখানে একইমাত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিরাজিতা, সেখানে তাঁহারা অষ্ট ভ্রাতাই কি প্রকারে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বরত্ব লাভ করিলেন এবং যে জীব গৃহ হইতে বহির্গত হয় না, সেই বা কি প্রকারে দিগ্‌বিজয়ে সমর্থ হইল? আরও, দেবতাগণ বর দিলেন, অথচ কি নিমিত্তই বা সেই সমুদয় শাপফলে বিপরীত-ভাবপ্রাপ্তি হইল? বাস্তবিক যাহা শীতল ছায়া, তাহাতে কি প্রকারে নিদাঘের আতপ হওয়া সম্ভব? একই ধর্ম্মীতে কিরূপে বিরুদ্ধ বর এবং শাপ-ফলের অবচ্ছেদক শুভাশুভ ধর্ম্ম থাকিতে পারে? আর, এক-ধর্ম্মীতে অবস্থান যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর স্ব স্ব আশ্রিতত্ব হওয়াও সম্ভব নহে; কারণ, যাহা আধার, তাহাই বা কি প্রকারে আধেয় হইতে পারে? ১-৫

গৌরী-আশ্রমের সেই তাপস বলিলেন,—হে সাধো! তুমি ইহাদের এই অসামঞ্জস্য দেখিতেছ কি নিমিত্ত? পরবর্ত্তী ঘটনা শ্রবণ করিলেই তোমার এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। তুমি তাহা শ্রবণ কর। আজ হইতে অষ্টম দিনে তোমরা দুই জন নিজ বন্ধুজনাধিষ্ঠিত মথুরাদেশে উপনীত হইবে এবং সেখানে বন্ধুজনগণের সহিত কিছুদিন সুখে অবস্থান করিবে। তাহার পর সেই আট ভ্রাতারই ক্রমে ক্রমে মৃত্যু হইবে। বন্ধুগণ অগ্নি দ্বারা তাহাদের দাহ-সংস্কার করিবে, তাহাদের সম্বিদাকাশ জীব পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া ক্ষণকাল যাবৎ সুষুপ্ত জড়ের ন্যায় অবস্থান করিবে। তখন তাহাদের সেই বর-শাপাত্মক কর্ম্মসকলের ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া একত্র চিত্তবিচ্ছিন্ন আকাশে সম্মিলিত হইবে এবং তত্তৎ ফলপ্রদ অধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে নিজ নিজ অনুকূল বিষয়-ঘটিত পৃথক্‌রূপ সম্পুট করিতে থাকিবে। পরে সেই সম্পুটীভূত বর ও শাপ বিভিন্ন শরীর ধারণ করিবে। ৬-১১। তখন বরসমূহ সুশোভন, কমলহস্ত, ব্রহ্মদণ্ডাস্ত্র, চন্দ্রশুভ্রাঙ্গ ও চতুর্ভুজধর হইবে; আর শাপসকল হইবে—ত্রিনেত্র, শূলহস্ত, ভীষণ, কৃষ্ণমেঘসদৃশ, দ্বিভুজ ও ভ্রূকুটীবক্ত্র। তখন সেই বর সকল বলিবে,—হে শাপবৃন্দ! তোমরা দূর হও। এখন বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসমূহের অভ্যুদয়সময়ের ন্যায় আমাদেরই আগমনকাল। অতএব আমাদিগকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই কথা শুনিয়া শাপবৃন্দ বলিবে,—তোমরাই দূর হইয়া যাও। এক্ষণে

আমাদিগের আগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। বরগণ আবার বলিবে,—হে শাপবৃন্দ! তোমাদের উৎপত্তি ঋষি হইতে, আর আমাদের উদ্ভব সূর্য্য হইতে। দেবগণ ঋষিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা বিধাতারই বিধান; কারণ, মুনিগণের পূর্ব্বেই দেবগণকে বিধাতা সৃজন করিয়াছেন।১২-১৬

বরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপবৃন্দ ক্রুদ্ধস্বরে বলিবে—সূর্য্য হইতে তোমাদের উৎপত্তি; আর আমরা রুদ্রাংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। দেবগণের মধ্যে রুদ্রই শ্রেষ্ঠ। সেই শাপবিধাতা ঋষির রুদ্রাংশ হইতেই উদ্ভব্। শাপবৃন্দ এই কথা বলিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গোৎক্ষেপণের ন্যায় ত্রিশূলাগ্র উত্তোলন করিল, তাহা দেখিয়া বরগণ হাস্য করত শত্রু শাপগণকে মনে মনে প্রণাম করিয়া প্রকাশ্যে বলিবে, ওহে, হে শাপবৃন্দ! তোমরা অন্যায় আচরণ ত্যাগ কর; কার্য্যের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহারই বিচারে মনোযোগী হও। দেখ, বিবাদ করিয়া অবশেষে যাহা করিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহারই বিচার করা উচিত। বিবাদের ফলে পিতামহ ব্রহ্মার সকাশে গমন করিতে হইবে; তথায় যাইয়া যেরূপ হয়, একটা মীমাংসা হইবে। যাহা পরে করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই করা হউক না কেন? বরগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শাপবৃন্দ তাহা স্বীকার করিবে। বাস্তবিক মূর্খ হইলেও যুক্তিযুক্ত কথা কে না স্বীকার করিয়া থাকে? তাহার পর শাপবৃন্দ বরগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে; কারণ, সন্দেহ দুর করিতে মহাত্মগণই একমাত্র গতি। যাহা হউক, শাপ ও বরগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবে।১৭-২৪

তখন ব্রহ্মা বলিবেন,—ওহে বর ও শাপাধীশ্বরবৃন্দ! তোমাদিগের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা ও দৃঢ়াভ্যাস হেতু যাহাদের আকার দৃঢ়তা-সম্পন্ন, তাহারাই অন্তঃসারবান্ এবং তাহারাই জয়ী হইবে। এখন তোমরা নিজেরাই পরস্পর বিচার করিয়া দেখ যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা অন্তঃসারযুক্ত। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া বর ও শাপ এই দুই পক্ষই পরস্পরের সারবত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তাহারা উভয় পক্ষই পরস্পরের হৃদয়সার পরীক্ষা করিয়া অবগত হইবে এবং সকলেই ঐকমত্যসহকারে পিতামহ ব্রহ্মাকে তাহা জানাইবে।২৫-২৭

পূর্ব্বে শাপবৃন্দ বলিবে,—হে ব্রহ্মন্! আমরা পরাজিত হইয়াছি; কারণ, আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের কিছুমাত্র অন্তঃসার নাই। এ দিকে এই বরগণই শৈলবৃক্ষবৎ অন্তঃসারবান্ এবং বজ্রের ন্যায় স্থিরতর। হে প্রভো! আমরা শাপ ও বর উভয়ই সম্বিন্ময়; আমাদের একটা পৃথক্ সত্তা নাই। বরদাতার 'এই

বর দেওয়া হইয়াছে’ এইপ্রকার সম্বিৎ বিদ্যমান, এই সম্বিৎই যাচকের নিকট ‘আমি বর লাভ করিয়াছি’ এই জ্ঞানরূপে বিরাজিত। বরের ফল সুখভোগের আয়তনস্বরূপ। আবার উহাও জ্ঞানমাত্রেরই কলনাত্মক স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহার পর সম্বিৎই দেহরূপে পরিণত হইয়া দেশ-কালাদি কল্পনার শত শত ভ্রমবশে সেই সেই ভোগ্য বিষয় দর্শন করে, অনুভব করে এবং সেই সম্বিৎই যাহা খাদ্যরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভক্ষণ করে। তাহাতে যখন শাস্ত্রোক্ত তপশ্চরণের সময় দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা বশীকৃত সম্বিদাত্মা হইতে পরিগৃহীত হইয়া বরকল্পনা ফলকালে পুষ্টিলাভ করে, তখনই তাহারা অন্তঃসারযুক্ত হয়, এবং তখনই অজেয় হইয়া থাকে ; কিন্তু শাপ জন্য সম্বিৎ, সেরূপ নহে।২৮-৩২। বরদাতৃগণের নিকট যাহারা বরপ্রার্থনা করে, তাহারা যখন বরদাতৃগণের বরদান দীর্ঘদিন ধরিয়া অভ্যাস করে, তখনই উহা অন্তঃসারবান্ হয়। কারণ, সম্বিৎ দ্বারা যাহা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তাহাই সম্বিদের সারমূর্ত্তিতে পরিণত হয়, এবং সম্বিৎও সত্বরই তন্ময়ী হইয়া থাকে। যে সকল শুদ্ধ সম্বিৎ শাস্ত্রোক্তরূপে খ্যাত, তাহার মধ্যে যাহা অত্যন্ত শুদ্ধা, তাহাই সমধিক ফল দান করে ; আর যাহা অশাস্ত্রীয় সম্বিৎ, তাহার মধ্যে অতি অশুদ্ধা সম্বিৎই সময়ে অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে ; অতএব ফলবিষয়ে উহাদের কিছুমাত্র সমত্ব নাই। ক্ষণাংশেও জ্যেষ্ঠই ন্যায়পূরক হয় বলিয়া তাহারই প্রাবল্য ঘটে। এই নিমিত্ত জ্যেষ্ঠত্ব জন্য বর সম্বিদ্-প্রবল হইয়া উঠে, অন্যায়কার্য্যসম্বন্ধে শাপের কোন অংশই প্রাবল্যকারণ নহে। তাই বলি, পরস্পরবিরুদ্ধ বর-শাপের যখন সমতা ঘটিবে, তখন দুগ্ধমিশ্রিত বারির ন্যায় শুভাশুভ উভয়-কোটিস্থিত মিশ্রফলেরই উদ্ভব হইবে। স্বপ্নকালে পুরাত্মিকা চিৎ যেরূপ পুরবাসিগণের দেহভেদে বিভক্ত বলিয়াই প্রত্যয়ীভূত হয়, তদ্রূপ একই সময়ে বিভিন্ন দেশভোগ্য সমতাপ্রাপ্ত বরশাপও বিপশ্চিৎ উপাখ্যানের ন্যায় উপাধিভেদে একই সময়ে দেহ-ভেদ দ্বারা দ্বিবিধ রূপ ধারণ করে এবং স্বয়ংই তাহা অনুভব করিয়া থাকে।৩৩-৩৮

শাপগণ ব্রহ্মার সকাশে এইপ্রকার তত্ত্বাখ্যান ব্যক্ত করিয়া বলিবে, হে ব্রহ্মন্! ভবৎসকাশে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাই আবার আপনাকে বলা অতীব ধৃষ্টতাজনক ; সুতরাং উহা অশোভন। আপনি আমাদের এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। এইরূপ বলিয়া সেই শাপগণ চলিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, চক্ষুর তিমিররোগের উপশম হওয়ায় আকাশে ভ্রমবশে কেশোণ্ডুক যেন দূর হইল। শাপগণ যাইবার সময় নিজদিগকে বৃথা চেষ্টাকারী ও স্বীয় মূঢ়তাখ্যাপক বলিয়া নিন্দা করিবে। শাপগণ চলিয়া যাইবার

পরই দেবী গৌরী তাহাদিগের পত্নীগণকে পূর্ব্বে যে সকল বর দিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বর আসিয়া শাপের স্থান পূরণ করিয়া অবস্থান করিবে ।৩৯-৪১

তাহার পর তাহারা তখন ব্রহ্মার নিকট আগমন করিয়া বলিবে,—হে ব্রহ্মন্ ! এই সকল ভাবী সপ্তদ্বীপাধিপরূপে নির্দ্দিষ্ট জীবগণের শব গৃহ হইতে কি উপায়ে বাহির হইবে, তাহা আমরা জানি না। কারণ, তাহার রোধকরূপে আমরাই আদিষ্ট হইয়াছি। এই সকল বীর বরশ্রেষ্ঠই সপ্ত-দ্বীপাধীশ্বরগণকে যুদ্ধে দিগ্‌বিজয়ী করাইবে। অতএব এ কার্য্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ; এই নিমিত্ত আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, হে দেবেশ্বর ! আমাদের মঙ্গলের জন্য এখন যাহা করা উচিত, আপনি তাহা আদেশ করুন ।৪২-৪৪

ব্রহ্মা বলিবেন,—হে সপ্তদ্বীপাধীশ্বর বরগণ, এবং হে গৃহরোধ বরগণ ! তোমাদের দুই পক্ষেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, তোমরা এ বিষয়ে পরস্পর অপেক্ষী রহিয়াছ। আরও, দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাদের এ বিষয়ে পরস্পর ইচ্ছাবিরোধ ও বাসনার অভাব থাকিলেও সেই অষ্ট ভ্রাতা মৃত্যুর পর হইতেই নিজ গৃহের ভিতর বহুকাল যাবৎ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বররূপে অবস্থান করিবে। তাহাদের যখন যেমন যেমন দেহাবসান ঘটিবে, অমনি তাহারা নিজ গৃহে সপ্তদ্বীপাধিপতি হইবে। অতএব দেবীপ্রদত্ত সকল বরই তাহাদের সিদ্ধ হইয়াছে ।৪৫-৪৭

ইহা শুনিয়া বরগণ সকলেই একসঙ্গে বলিবে—প্রকৃতই যদি তাহারা সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়, তাহা হইলে সেই অষ্ট ভূমণ্ডল কোথায় বিদ্যমান এবং সপ্তদ্বীপাত্মক অষ্ট সম্পত্তিই বা কোথায় আছে ? আমরা অবগত আছি, এ জগতে একটিমাত্র ভূমণ্ডল আছে এবং বৈদিক ও লৌকিক উক্তিতেও এইরূপ প্রসিদ্ধ। আর যদিই বা বিভিন্ন ভূমণ্ডল থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, কি প্রকারে সে সমুদয়ের ঐ ক্ষুদ্র গৃহের ভিতর আবদ্ধ থাকা সম্ভব ?—সূক্ষ্ম পদ্মকোষের ভিতর হস্তীর বাস কিরূপে হইতে পারে, এ সকল আমাদের নিকট বলুন ।৪৮-৪৯

ব্রহ্মা বলিবেন,—তোমরাই কি, আর আমরাই বা কি, সকলেই ব্যষ্টি-সমষ্টি সম্পন্ন সমগ্র জগদ্‌ব্যোমাত্মকরূপে একমাত্র চিৎপরমাণুর অভ্যন্তরে বিরাজিত, অন্তরে স্বপ্নই অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব ঐ সমুদয়ও সেই পরমাণুর অন্তর্গত নিজগৃহমধ্যে প্রতিভাত ; এই নিমিত্তই যাহা পরমাণুর মধ্যস্থিত গৃহান্তরালে পরিমিত, তাহার যদি স্ফুরণ হয়, তবে তাহাতে অপূর্ব্বত্বই বা কি আর আশ্চর্য্যজনকত্বই বা কি হইতে পারে ? যখনি মৃত্যু হয়, তখনি এই যথাবস্থিত জগৎ ঘনাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। চিৎস্বরূপের অণুর অন্তরালস্থিত গৃহমধ্যে এই জগৎ পর্য্যন্ত পরিমিত হয়, সুতরাং এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যে

স্ফুর্ত্তি পাইবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে ? যাহা জগত্তত্ত্বরূপে প্রভাসিত হয়, তাহা চিৎই। শূন্যত্বে প্রতিভাত আকাশবৎ চিন্মাত্রই এই জগদ্রূপে আভাতিত। এ ক্ষেত্রে কোথাও এ জগৎ মূর্ত্ত্যাকারে নাই, যাহা দেহে পরিমিত হইতে পারে না। ৫৩-৫৪

বরদ ব্রহ্মা যখন এই সকল কথা বলিবেন, তখন সেই বরবৃন্দ সেই পূর্ব্বকল্পিত আধিভৌতিক ভ্রান্তিময় শরীরসমূহকে তত্ত্ববিচারে ত্যাগ করিয়া আতিবাহিক দেহ ধারণ করত ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিবে এবং সেই স্থান হইতে বিরোধ পরিহার করত তাহারা একত্র যুগপৎ ভ্রাতৃগণের সেই সেই মনঃকল্পিত সপ্ত দ্বীপে সেই সেই দেবতার গৃহকোষে গমন করিবে। তখন সেই অষ্ট ভ্রাতাই সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করত যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আদিরাজ সায়ম্ভুব মনুগণের কুলে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বররূপে অবস্থান করিবে। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবগত হইতে পারিবে না ; সকলেই বন্ধুভাবে পরস্পর বাস করিবে। তাহাদের রাজ্যভেদ থাকায় সকলেই আধিপত্যসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিবে না। পরস্পরের ভূমণ্ডলে পরস্পর যাইবে, কেহই কাহারও বিরুদ্ধ চেষ্টায় রত হইবে না। ৫৫-৫৮। তাহাদের কেহ তারুণ্যসুন্দররূপে মহানগরী উজ্জয়িনীর সিংহাসনে মহাসুখে অবস্থান করিবে ; কেহ বা শাকদ্বীপের রাজা হইয়া পাতালতল জয় করিবার জন্য গমন করিবে এবং সমুদ্রগর্ভে ভ্রমণ করিবে ; কেহ বা প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় দিগ্‌বিজয় করত কুশদ্বীপ রাজধানীতে সুখে রাজত্ব করিবে ; কেহ শাল্মলীদ্বীপের হিমালয়-শিখরস্থিত নগরীর কেলি-সরোবরে বিদ্যাধরীগণের সহিত জলক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিবে ; কেহ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গমন করিয়া সেই স্থানের সপ্তদ্বীপসমৃদ্ধিহীন সুবর্ণপুরে অষ্টাহ যাবৎ অশ্বমেধযজ্ঞ করিবে ; আবার কেহ বা দিগ্‌গজগণের উৎপাটিত দন্ত দ্বারা কুলপর্ব্বত সমুদয় আকর্ষণ করত অন্য দ্বীপের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। ৫৯-৬৪। ঐ ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গোমেদ দ্বীপে বাস করিয়া কামপরবশ হইয়া পুষ্করদ্বীপাধিপতিকে পরাজয় করত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া শত্রুদেশ উৎপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং অন্য এক জন পুষ্করদ্বীপবাসী হইয়া লোকালোকপর্ব্বতে আধিপত্য লাভ করিয়া রত্নের আকর দর্শনের জন্য দূতের সহিত গমন করিবে। ইহারা এইপ্রকারে নিজ গৃহকোষে স্ব স্ব প্রতিভাবিত দ্বীপে আধিপত্য করিতেছে দেখিয়া সেই দুই প্রকার বরই পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিক দেহে আভিমানিক আকার ত্যাগ করত সেই অষ্ট ভ্রাতার অষ্ট জীব-সম্বিতের সহিত আকাশে আকাশের সহিত মিলিত হইবে। এইপ্রকারে সেই অষ্ট ভ্রাতা আনন্দময় রাজ্য ও অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল সন্তোষ

লাভ করিবে। তাহাদের বরলাভ হওয়ায় তাহার ফলস্বরূপ কার্য্যার্থের বিকাশ সংঘটিত হওয়াতে সেই ভ্রাতৃগণ সেইরূপ সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাস্তবিক তথ্য এই যে, প্রত্যক্‌চৈতন্যের অন্তরে দৃঢ়নিশ্চয়াত্মরূপে যাহা স্ফুরিত হইয়া থাকে, বাহিরে তাহাই প্রকাশিত হয়। অতএব তদুপযোগী তপ জপ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা কে না উহা লাভ করিয়া থাকে? ৬৫-৭০

ত্র্যশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিক-শততম সর্গ

কুন্দদন্ত বলিলেন,—সেই বৃদ্ধ তাপস এই সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিলে আমি তাঁহাকে আবার প্রশ্ন করিলাম যে, সেই গৃহের অল্পপরিসর স্থানে প্রত্যেকেরই পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-দীর্ঘ ভূমণ্ডল প্রতিভাত হইবে কি প্রকারে? ১। কদম্বতাপস তাহার উত্তরে বলিলেন,—চিদ্ধাতু সর্ব্বব্যাপক; তাঁহার স্বরূপ হইতেছে এই যে, প্রপঞ্চহীন আকাশস্বরূপ হইলেও নিজ সর্ব্বগামিত্ব নিবন্ধন যেখানে যেখানে তিনি অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানেই আত্মাতে স্বয়ংই আত্মাকে নিজ শূন্যাত্মক স্বরূপের পরিহার না করিয়াই সেই সেই ত্রৈলোক্যরূপে বা অন্য সুষুপ্ত-তুর্য্যাকারে দর্শন করেন। ২-৩

এই কথা শুনিয়া কুন্দদন্ত বলিলেন, যাহা বিমল, শান্ত শিবস্বরূপ, একমাত্র পরম কারণ, সেই এক পদার্থে এই স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবরূপে প্রতীত নানাভাব কি প্রকারে বিদ্যমান? ৪

কদম্বতাপস বলিলেন,—এই যে নানাভাবের কথা,ইহা বাস্তব নহে। কিন্তু যাহা কিছু ভ্রান্তিকৃত, সে সকলই শান্ত চিদাকাশমাত্র; এ জগতে নানাত্ব কিছুই নাই। জলের আবর্ত্তের ন্যায় উহা স্পষ্টভাবে সুবিস্তীর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে বা উহাতে কিছুই নাই। এই বস্তুসমুদয়ই অসৎ; ইহাতে যাহা বস্তুনামে ও বস্তুস্বরূপে প্রতিভাত হয়, উহা চিদাকাশমাত্রই। চিদাকাশই স্বপ্ন-সুষুপ্তির ন্যায় বিস্মৃত যথাযথ নিজ স্বভাবাত্মক হইয়া বিদ্যমান; উহা তাহার স্বীয় অজ্ঞাত-স্বরূপই। চিত্ত স্বপ্নসময়ে স্পন্দযুক্ত হইলেও যেরূপ নিস্পন্দ থাকে, অন্যদিকে পর্ব্বতাকারপ্রাপ্ত কিংবা পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইলেও পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত বা পর্ব্বতের ন্যায় অচল থাকে না, সেইরূপ যাহা সন্মাত্রবিস্তার, তাহা কল্পিতার্থের অন্তর্গত হইলেও একই সন্মাত্ররূপে বিরাজমান। উহা স্পন্দযুক্ত হইলেও স্পন্দহীন এবং পর্ব্বতসদৃশ অচল হইলেও পর্ব্বতবৎ অচল নহে।

সর্ব্বাত্মক চিৎস্বভাবের প্রকৃত সর্গাদি-স্বভাব অথবা সর্গাদিকৃত বস্তু কিছুই কখন বিদ্যমান নাই। তবে যাহা সর্গাদিতে প্রভাসিত হয়, তাহা সেইরূপেই অবস্থান করিয়া থাকে। এই কচন বা কচনাভাবকে পরম রূপ বলা চলে না অথবা দ্রব্যাত্মকও পরম রূপ নহে এবং চিদ্ব্যতিরিক্তাত্মাও পরম রূপাখ্যায় অভিহিত নয়। এইরূপে চিদাকাশই একইরূপে অবস্থিত আছে। ৫-৯

স্বপ্নে সৈন্যসংগ্রহ দৃষ্ট হয়; তখন একই নির্ম্মল চিৎ যেরূপ লক্ষ লক্ষ জনভাবপ্রাপ্তির ন্যায় প্রকাশিত হয়, এই চিৎস্বরূপের পদার্থভাবও তদ্রূপ অবগত হইবে। আত্মায় চিদাকাশ স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া জগদ্রূপে অনুভূত হন। স্বপ্নকালে প্রকৃতপক্ষে অগ্নি না থাকিলেও যেরূপ উষ্ণত্ব আভাসমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই যে সম্বিন্মাত্রাত্মক আকাশ, তাহাতে বস্তুনিচয় প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান না থাকিলেও উহারা স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। স্বপ্নদৃষ্ট আকাশে প্রকৃতপক্ষে স্তম্ভ না থাকিলেও যেরূপ সে সময় স্তম্ভজ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ ঐ চিৎও নানা ভাবের সদ্ভাব না থাকিলেও নানারূপে বোধগম্য হন। ঐ নানাত্ব যদিচ চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তথাপি যেন ভিন্নের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অর্থক্রিয়া নিয়তির কারণ হইতেছে এই, সেই স্বভাবনির্ম্মল চিদাকাশই সৃষ্টির প্রথমে পদার্থরূপে প্রতিভাসমান। চিদাকাশ দ্বারা যাহা যে ভাবে প্রকটিত হয়, তাহা আজও সেই ভাবে লব্ধ হয়। ১০-১৪। পুষ্পেই হউক, পত্রেই হউক, আর ফলেই হউক—যেরূপ এক বৃক্ষই সর্ব্বত্র সেই সেইরূপে প্রকাশমান, তদ্রূপ এই নিখিল জগতে সেই সর্ব্বাত্মক পরম চিদ্গগনই বিস্তৃত বলিয়া অবগত হইবে। পরমার্থ ব্যোম-সমুদ্রে সর্গপরম্পরাই জলস্থানীয়। পরমার্থ মহাকাশের শূন্যতাই সর্গপ্রতিভাস বলিয়া জানিবে। প্রকৃতজ্ঞানে পরমার্থ এবং সর্গ, এই উভয়ই তরু ও বৃক্ষের ন্যায় একপর্য্যায়ভুক্ত। আর অপ্রকৃত জ্ঞানে এই দ্বৈতজ্ঞান, তাহা কেবল দুঃখেরই নিদান। অধ্যাত্মশাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত হইলে পরমার্থ এবং জগৎ যে একই বস্তু, ইহা নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয়ের নামই মুক্তি। ১৫-১৮

সঙ্কল্পকরী চিন্মূর্ত্তির যে সঙ্কল্পাবয়ব, তাহা ব্রহ্মই এবং তাহাই জগতের রূপ; সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্মাত্মক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাক্যাতীত বলিয়া যাহা হইতে বাক্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অপিচ, নিষিদ্ধ শব্দও তদন্তর্গত বলিয়া ঐ বাক্য নিবৃত্তও হয় না, পরন্তু বিধিই হউক, প্রতিষেধই হউক, আর ভাবাভাবদৃষ্টিই হউক, যাহা হইতে সমুদয় নিবৃত্ত হয়, যাহা মৌন ও অমৌন জীবাত্মস্বরূপ, প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়াবস্থিতিস্বরূপ এবং যাহা সৎ হইলেও অসদাভাসস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সকল স্থানে, সকল পদার্থে একমাত্র অতিঘন সেই নিরাময় সর্ব্বময় এক ব্রহ্মে ভাব ও অভাবাদি পদার্থরূপা সৃষ্টির প্রবৃত্তিই বা

কি এবং প্রলয়রূপিণী নিবৃত্তিই বা কি হইতে পারে? একমাত্র বৈচিত্র্যহীন নিদ্রায় যেরূপ চিত্রের ন্যায় নিরন্তর নানা সৃষ্টি-প্রলয়-বিভ্রম বোধ হয়, তদ্রূপ অবিচিত্রা এক চিদাকাশসত্তায় এই প্রভূত বীজভূত প্রলয়-সৃষ্টি-পরম্পরা চিত্রবৎ নিরন্তর প্রতিভাসমান হয়। ১৯-২৪

যেমন দধি ও অন্যান্য দ্রব্য শর্করা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকে রুচি, পুষ্টি ও পিত্তোপশম প্রভৃতি অন্য গুণের সংঘটন করে, সেইরূপ জীবনিবহের অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত প্রমাতৃ চিৎসার বাহ্যিক ব্যাপারে, চক্ষুরাদি দ্বারা বাহির হইয়া অন্তরধিষ্ঠিত চিদ্‌-আবরণের বিনাশ-ঘটনা দ্বারা পরস্পরমধ্যে ত্রিপুটীস্ফুরণ প্রতিপাদন করে; অতএব ঘট প্রভৃতি যে কিছু বস্তু আছে, সে সমুদয়ও স্বাধিষ্ঠান চিদধীন সত্তায় পরিস্ফুরিত হয়, এই জন্য ঐ সকল বস্তু চিৎসার মাত্র এবং উহা সর্ব্বদা অপ্রতিঘ। চিন্মাত্রই উহার একমাত্র আত্মা; তাই ঐ সমস্ত ঘট প্রভৃতি বস্তুসৃষ্টির প্রথমেও যেরূপ প্রকট, অদ্যাপিও তদ্রূপ প্রকট। একমাত্র চিন্মাত্রসার বলিয়া ঐ সকল বস্তুর স্থিতিও সম্বেদনানুযায়িনী। নিস্পন্দ চিৎই সকল দ্রব্যশক্তির একমাত্র অধিষ্ঠান বলিয়া তাহারা নিজ আশ্রয় হইতে চ্যুত বা হ্রাস-প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের যে স্ফুরণ, তাহা কেবল মানস দ্বৈতরূপ গ্রহবর্জ্জিতভাবেই হইয়া থাকে। এই যে বিপুল জগৎ দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের সহিত এ সকলই স্বপ্নসদৃশ, একেবারেই ইহার সত্তা নাই কারণ, ঐ চরাচরাত্মক চিৎ-সলিলে হর্ষদুঃখ-বিষাদ-জনিত বিচিত্র স্পন্দরীতি স্বপ্নের ন্যায় দেখা যায়। অহো! এই বিশাল জগৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মকতায় জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সহস্র কোটিরূপে কিরূপ সুসম্পন্নই না হইয়াছে। ২৫-৩০। চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতেই আকাশে কেশোণ্ডুক পরিস্ফুরিত হয়। এই নিদর্শনে বলা চলে, অজ্ঞানাবৃত চিদ্‌দৃষ্টিরই স্বাত্মাকাশে এই জগদ্‌ভ্রম প্রতিভাত হইয়া থাকে। যতক্ষণ সঙ্কল্প বিদ্যমান, ততক্ষণই ঐ ভ্রান্তি অবস্থান করে। যে ভাবে সঙ্কল্প না হয়, সেই অনুসারেই ঐ ভ্রান্তির রূপ; ফলতঃ সঙ্কল্প-নগরী যে প্রকার প্রকাশিত হয়, এই জগৎও তদ্রূপ সঙ্কল্প অনুসারে প্রকাশ পায়। যতক্ষণ সঙ্কল্পনগরে সঙ্কল্পসমূহ অবস্থিত হয়, ততক্ষণই যেরূপ সেই সঙ্কল্প-নগরের স্থিতি, সেইরূপ বাস্তবিক এই জগদ্‌ভ্রান্তি অসদ্রূপা হইয়াও অনুভবপথে অবস্থিত রহিয়া সদ্রূপার ন্যায় বিরাজমানা। বিধাতার সঙ্কল্পরূপিণী এই নিয়তিই নিয়মানু-ভূতার্থ-প্রদায়িনী হইয়া এখন অবধি প্রবহমাণা। প্রথমেও উহা প্রবাহিত ছিল, এবং ভবিষ্যতেও উহা প্রবাহিত হইবে। ঐ নিয়তিবশেই স্থাবরাদি জীবনিবহ যথাক্রমে নিয়মাধীন হইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান। সেই নিয়তিক্রমেই জঙ্গম প্রাণী হইতে জঙ্গমোৎপত্তি এবং স্থাবর হইতে স্থাবরোৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। এই নিমিত্তই জল নিয়

দিকে যায় এবং অগ্নি ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। নিয়তিপ্রসাদেই এই দেহযন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে; তেজোবস্তু এই কারণেই তাপ দেয়, বায়ুর গতি সর্ব্বত্র এবং পর্ব্বতাদি স্থিরভাবে অবস্থিত। সেই নিয়মবশেই জ্যোতির্ম্ময় কালচক্র দাক্ষিণায়নরূপে পরাবৃত্ত হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে আকাশতল ধারাসারে পরিব্যাপ্ত হয়। ঐ কালচক্র যুগসম্বৎসরাদি-স্বরূপ হইয়াও নিরন্তর নিয়তির প্রভাববশেই ঘুরিতেছে। নিয়তির বলেই ভূতলে দ্বীপভেদভিন্ন সাগরসমূহের এবং পর্ব্বতনিচয়ের সন্নিবেশবিশেষ স্থির বলিয়া প্রত্যয়গোচর হয়। আরও, ঐ জন্যই ভাব, অভাব, গ্রহণ, বর্জ্জন ইত্যাদিরূপ দ্রব্যশক্তিও যথাযথরূপে অবস্থান করিতেছে।৩১-৩৮

কুন্দদন্ত বলিলেন,—অস্মদাদি সর্ব্বজনের ব্যবস্থাক্রমে বিধাতার সঙ্কল্পরূপ নিয়তিতে না হয় নাই ব্যবস্থিত হউক, কিন্তু যখন পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারের অতিরিক্ত হেতুর সম্ভাবনা নাই, তখন বিধাতার পূর্ব্বানুভবের অপ্রসিদ্ধি হেতু তাঁহার সঙ্কল্পব্যবস্থা সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? যেহেতু, যাহা পূর্ব্বদৃষ্ট, তাহাই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে, তাহার পর তাহাই আবার তদনুগত সঙ্কল্প হয়, ঐ সকল স্বসঙ্কল্প হইতেই নিয়মবদ্ধ সৃষ্টি প্রকাশ পায়। ইহা প্রথম সৃষ্টির পর দ্বিতীয়াদি কল্পসৃষ্টিতেই হওয়া সম্ভব; কিন্তু আদি কল্প-সৃষ্টি বিষয়ে কাহার প্রথম সৃষ্টিপ্রকাশ প্রসিদ্ধ,—যাহা বিধাতা জিজ্ঞাসা করিবেন অথবা স্মৃতিপথে আনিবেন?৩৯

সেই তাপস বলিলেন,—বিধাতার সঙ্কল্প স্মরণাধীন না হইলেও তাঁহার দিব্য-জ্ঞানে অতীত ও অনাগত সমগ্র বস্তুদর্শন তাঁহারই আয়ত্ত। সেই প্রথম সৃষ্টিক্ষণে, নিখিল অতীত ও অনাগত জগৎ প্রথমতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও বিধাতা নিজ দিব্য জ্ঞানবৈভব দ্বারা দর্শন করেন। তদনুযায়িনী চিদ্বিবর্ত্তরূপা সাঙ্কল্পিকী সৃষ্টিই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার হয় বলিয়াই 'ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট' এইরূপ অধ্যাস হয়। সেই অধ্যাস-অভ্যাসেই স্মৃতির উদ্ভব হয়। চিদাকাশে জগদ্রূপ সঙ্কল্পনগরের প্রকাশ চিদ্ভাব নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, কিছুই নহে। কারণ, চিদ্ভাব হেতু চিদাকাশে উহা কখন আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়, কখন হয়ও না। প্রসন্নতাগুণে যে চিৎস্বপ্ন সঙ্কল্পবশে অনুভবগোচর হয়, সেই শুদ্ধ চিদাকাশ সঙ্কল্প-নগর স্মৃত না হইবার কারণ কি? এই নিমিত্তই গুণদোষাদির স্মরণ না হওয়ার জন্য হর্ষামর্ষ-বর্জ্জিত তত্ত্বদর্শিগণ কুলালচক্রবৎ সুখদুঃখাত্মক প্রারব্ধ পথে বিচরণ করেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন স্বপ্ননগরের বিষয় স্মরণ করিলে অধিষ্ঠানভূত মাত্র চিদাকাশাত্মকতাই অবশেষে পর্য্যবসিত হয়, এই ত্রিজগদ্ভ্রমও তদ্রূপ জানিবে।৪০-৪৪। এই জগৎ সম্বিতের অভ্যাসমাত্র; অতএব ঐ জগৎ কেবল সংশান্ত সম্বিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

কারণ, নিখিল বস্তু চিৎস্বরূপেই বিদ্যমান। ঐ চিৎ হইতে সকলেরই উদ্ভব। ঐ চিৎই সকল এবং সকল বস্তুতেই চিৎ বিরাজমান। সর্ব্বত্ব হেতু সকল বস্তুই সর্ব্বস্বরূপ। সুতরাং সেই সংশান্ত চিদাকাশই সর্ব্ব এবং সকল সময়ে বিদ্যমান; অতএব সেই ব্রহ্মবিষয়ক সংসার যেরূপ এবং যৎস্বরূপ, অপিচ, দৃশ্যের ভানও যেরূপ, সে সকলই তোমাকে বলিলাম। হে বিপ্রদ্বয়! এখন তোমরা গাত্রোত্থান কর। প্রাতঃকালে ভ্রমরযুগল যেরূপ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমরাও সেইরূপ নিজগৃহে গমন করিযা আশ্রয় লও। তথায় যাইয়া স্থিত হইয়া তোমরা তোমাদের অভিমত কার্য্য কর। আমার সমাধিভঙ্গ হওয়ায় আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। আমার সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য আবার আমি সমাধিস্থ হই। ৪৫-৪৮

চতুরশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম সর্গ

কুন্দদন্ত বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া সেই জরাগ্রস্ত মুনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে চিত্রের ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থিত রহিলেন। আমরা প্রণয়যুক্ত উদার বাক্যে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও তিনি আমাদিগের কোন কথারই আর উত্তর দিলেন না। কারণ, তখন তাঁহার বাহ্যবৃত্তি উপশান্ত হইয়াছিল। সংসার-ব্যাপারে তখন তাঁহার কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা ছিল না। আমরা ঋষির সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই আমরা নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের বন্ধুবর্গ আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে কুলদেবতার আরাধনা এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি উৎসব সম্পন্ন করিলাম, কত পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিলাম, এইরূপে দীর্ঘকাল গৃহে অবস্থান করিলাম। ১-৪। তাহার পর কালবশে একে একে সেই সপ্ত ভ্রাতাই প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্য্যের উত্তাপে সপ্ত সমুদ্রের ন্যায় বিলুপ্ত হইলেন। আমার বন্ধু তাঁহাদের সেই অষ্টম ভ্রাতাই মাত্র জীবিত রহিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে আমার সেই সুহৃৎও দিবাবসানে দিবাকরের ন্যায় অস্তগত হইলেন। বন্ধুবিয়োগে সে সময় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অধীর হইলাম। তাহার পর দুঃখিতান্তঃকরণে আবার আমি সেই কদম্ববৃক্ষতলস্থিত তাপসের নিকট গমন করিলাম। নিজ দুঃখ দূর করাই আমার

উদ্দেশ্য ছিল; সেই জন্যই পূর্ব্বে সেই মুনির নিকট যাইয়া তাঁহার নিকট যে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার জন্য তাঁহার নিকট আবার গমন করিলাম। ক্রমে তিন মাস বিগত হইলে তবে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তখন আমি প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সেই আত্মজ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। ৫-৮

কদম্বতাপস আমাকে বলিলেন,—আমি ভগ্নসমাধি হইয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে সমর্থ নহি; অতএব সত্বরই আবার আমি সমাধিমগ্ন হইব। আর এক কথা, অভ্যাস ব্যতীত পরমার্থ-উপদেশ তোমাতে সংক্রামিত হওয়াও সম্ভব নহে। হে অনঘ! সেই জন্য বলিতেছি, তুমি আমার এই পরম যুক্তি শ্রবণ কর। অযোধ্যা নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নগরী বর্ত্তমান। রাজা দশরথ সেই রাজ্যের রাজা। সেই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে প্রসিদ্ধ। তুমি সেই রামের নিকট গমন কর। রামচন্দ্রের কুলগুরু মুনিবর বশিষ্ঠ সভাস্থ হইয়া তাঁহাকে মোক্ষোপায় উপদেশ দিবেন। হে বিপ্র! তুমি যদি তাহা শ্রবণ করিতে পার, তাহা হইলে আমারই ন্যায় পূত পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই ঋষি এই কথা বলিয়াই সমাধিরূপ অমৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর আমিও আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এই আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, যাহা দেখিয়াছিলাম এবং যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার আপনার গোচর করিলাম। ৯-১৫

শ্রীরাম বলিলেন,—বাক্যকোবিদ কুন্দদন্ত এই কথা বলিবার পর হইতে আমার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সেই কুন্দদন্ত ব্রাহ্মণ; ইনিই আমার কাছে অবস্থিত হইয়া এত দিন এই মোক্ষোপায়-সংহিতা শ্রবণ করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার সংশয় দূর হইয়াছে কি না, আপনি জিজ্ঞাসা করুন। ১৬-১৮

বাল্মীকি বলিলেন—রঘুবংশপ্রদীপ রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কুন্দদন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে নিষ্পাপ বিপ্রাগ্রগণ্য কুন্দদন্ত! আমি যে বহুদিন এই পরম মোক্ষপদ উপদেশ দিলাম, যদি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে প্রকাশ কর। ১৯

কুন্দদন্ত বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার চিত্ত সকল-সংশয়শূন্য হইয়া সর্ব্বজয়ী হইতেছে। সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আমার অধিগত হইয়াছে। এখন আর আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই। সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমি জ্ঞাত হইয়াছি; তাই আমার আর এখন মোহের লেশমাত্র নাই। দ্রষ্টব্য বা প্রাপ্তব্য—এ সকল কিছুই আমার আর অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, সে সমুদয়ই আমি দেখিয়াছি এবং যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি সেই পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিতেছি। আত্মচিৎ কি এবং তাহা কিরূপ, তাহা আমি

আপনার অনুগ্রহে অবগত হইয়াছি। এই সমুদয়ই পরমার্থঘন বলিয়াই ঘন; সেই যে পরমার্থ ঘন, তাহাই নিজ অভিন্ন জগদ্রূপে স্বাত্মাকাশে পরিস্ফুরিত। ঐ যে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বরূপী, উঁহার সর্ব্বাত্মকতা জন্যই সকলের দ্বারা সকলই সর্ব্বস্থানে নিরন্তর সম্ভব। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২০-২৪। শ্বেত সর্ষপ-কণার মধ্যস্থিত অবকাশের ভিতরও অধিষ্ঠান চিত্তের সর্ব্বকল্পনাশক্তি পূর্ণরূপে বিদ্যমান; সেই জন্য মায়াদৃষ্টিতে তন্মধ্যে জগৎপরম্পরাদর্শন সম্ভব, এবং যদি পরমার্থদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে কোথাও উহা সম্ভবপর নহে। এইপ্রকার সকল বিষয়ই আমার বোধগম্য হইয়াছে এবং ইহাও আমি বুঝিয়াছি, গৃহমধ্যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাও অসম্ভব নহে, আরও, তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিলে শূন্যেই যে গৃহের পর্য্যবসান, ইহা সত্য এবং সন্দেহমুক্ত। যে পদার্থ যে সময়ে যে প্রকারে উদিতাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহাই এ জগতে সাধারণের অনুভূতিগোচর হয়। কারণ, সেই সেই পদার্থ সে কালে সেই সব্বঘন আত্মভাবেই সকল লোকের সকল সময়ে বোধবিষয়ে সব্বভাবে বিদ্যমান, তাহা ভিন্ন কখন কাহারও অণুমাত্রও অনুভবগম্য হওয়া সম্ভব নহে। ২৫-২৭

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ষড়শীত্যধিক-শততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন—কুন্দদন্তের কথা শেষ হইবামাত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ পরমার্থোচিত এই কথা বলিলেন যে, অহো! ইহা আজ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই মহাত্মার শাস্ত্রশ্রবণ করিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। এখন এই মহাপুরুষ করতলগত আমলক-ফলের ন্যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন। এই মহাত্মার নিকট এখন এইরূপই প্রতিভাসমান হইতেছে যে, এই ভ্রান্তিমাত্রাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মই কারণ, ভ্রান্তিও ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মই যে একমাত্র শান্ত নিরাময়স্বরূপ, ইহাই পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ব্রহ্মনিষ্কর্ম-দৃষ্টি দ্বারা ইনি যাহার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই; যাহার দ্বারা যাহা যে প্রকার, যাহা হইতে যাহা যথায় যখন যেরূপভাবে বিরাজমান, তাহার দ্বারা তখনই তাহা সেই স্থান হইতে তথায় সেই সময়ে সেইরূপেই বিদ্যমান। আরও, তাহা

যে মায়ার বিকার ভিন্ন শিব, শান্ত, অজ, মৌন, অমৌন, অক্ষয়, শূন্য, শূন্যান্তর, অনাদিনিধন, ধ্রুব পদার্থই বিস্তৃত, ইহাও যথার্থ। ১-৫। মায়াশবল চিৎ কর্ত্তৃক যে সকল অবস্থায় সঙ্কল্পাতিশয় কৃত হইয়া থাকে, সেই অবস্থাই লতাবিশেষের ন্যায় সহস্রশাখাত্ব প্রাপ্ত হয়। চিদাকাশের অন্তরে বিদ্যমান বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডই পরমাণু; পক্ষান্তরে, পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ড; কারণ, তাহার ভিতরেই জগৎ বিরাজমান। এই নিমিত্ত বলিতেছি, এ সকলই যখন আদি-মধ্য-বর্জ্জিত, নির্ব্বাণস্বরূপ সৌম্য চিদাকাশই, তখন শরীরাদিবৈচিত্র্যরূপ বন্ধনহীন এবং নিরাময়াত্মা হইয়া যথাবস্থ ব্রহ্মরূপেই তুমি অবস্থিত হও। ব্রহ্ম স্বয়ংই দ্রষ্টা, দৃশ্য, চিত্ত, জড়, কিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎ; এ সমস্ত অবস্থা তাঁহার ব্যবহারদৃষ্টিতে ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পরমার্থ-দৃষ্টিতে তিনি অদ্বয়, স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, স্বস্বরূপে বিদ্যমান। এ জগতে শান্ত ব্রহ্মাকাশ যে স্থলে যে বাসনাবশে যে আকার প্রাপ্ত হন, সেই স্থানে তিনি স্বস্বরূপের পরিহার না করিয়া আত্মায় স্বয়ং সেইরূপেই অবস্থান করেন। তাহাতে তাঁহার আত্মার স্বরূপ-পরিহার হয় না। সেই ব্রহ্মই মায়ানুসারে এই দৃশ্য-জগৎ হইয়াছেন, এই নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বৈতভাব মন্তব্যই নহে। কারণ, ব্রহ্ম-পদার্থ সকল সময়ই যথাবস্থ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান। শূন্যত্ব আকাশত্বের ন্যায় ব্রহ্ম এবং দৃশ্যের একত্বই অবগত হইবে।৬-৮

যাহা দৃশ্য, তাহাই পরব্রহ্ম, আর যাহা পরব্রহ্ম, তাহাই দৃশ্য; তিনি শান্ত বা অশান্ত, কিছুই নহেন। তাঁহার নানাবয়বময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহার কোনরূপ অবয়বই নাই। দেহাদির অনুভব হয় সত্য; কিন্তু যেরূপ জাগ্রৎ হইলে, স্বপ্নাদি কিছুই নয় বলিয়া বুঝা যায়, সেইরূপ ঐ দেহাদির কোনপ্রকার আকারের অস্তিত্ব নাই। ঐ দেহাদি সম্বিন্মাত্রাত্মক, অপ্রতিঘ ও অনুভবগম্য হইলেও উহা অসন্ময়ই। যত কিছু বস্তু বিদ্যমান, সে সকলই যদি অসন্ময় হয়, তাহা হইলে তো চেতনের সকলই হওয়া সম্ভব। এখন জড় বস্তু কি প্রকারে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বলিতেছি। দেহী ব্যক্তি নিদ্রাগমে যেরূপ জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সম্বিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবর নামে অভিহিতা হয়। সুষুপ্তাত্মা প্রাণীর শত শত জগৎকল্পনায় স্বপ্ন জাগ্রদ্ভাব-প্রাপ্তিবৎ চিৎও জড়স্থাবরভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিত্ত বা চৈতন্য লাভ করে। ফলতঃ স্থাবরভাব অপগত হইলে চিতের জঙ্গমভাবে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।৯-১৫

পৃথ্বীতে, জলে, পবনে, গগনে বা অগ্নিতে স্বপ্নকল্প শূন্যাত্মক লক্ষ জগতে জীবের মোক্ষলাভ না হওয়া অবধি এইরূপেই স্থিতি প্রকট হয়। মানবের নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জড়প্রায় চিতের যে জড়তা আসে, তাহা অধ্যাসমাত্র; এরূপ ব্যাপারেও চিতের চিদ্ভাব অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। সত্য বটে, ঐরূপ অধ্যস্ত

জড়তা হয়, কিন্তু তাহা হইলেও চিতের চিদ্ভাব জড়তাকে গ্রহণ করে না। জাড্য-বেদনাভিজ্ঞ জীবের প্রতি চিৎ যেরূপ স্থাবর শরীর করে, জঙ্গমবেদনাবিৎ জীবের প্রতিও সেইরূপ জঙ্গম শরীর করিয়া থাকে। যদিচ এইপ্রকার হউক, তথাপি নখ-পদ প্রভৃতি অঙ্গভেদ সত্ত্বেও পুরুষের দেহ যেরূপ একই, সেইরূপ ঐ যে স্থাবর-জঙ্গমাদি দেহ, উহা সেই চিতেরই এক অপ্রতিঘ শরীর; মহাচিতের স্বস্বরূপে অধ্যস্ত চেতন, অচেতন প্রভৃতি সমুদয়ই ঐ নখ-পদাদি অবয়ববৎ অবয়ব বলিয়া জানিবে।১৬-১৯

হিরণ্যগর্ভের প্রাথমিক সৃষ্টি হইতে সঙ্কল্পবশে যে পদার্থ যে আকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সেইরূপে অদ্যাপি বিদ্যমান। অতএব সেইরূপে ঐ জগৎ চিতেরই স্বরূপ। এইপ্রকারে যদি চিরকালও ঐ জড়রূপে বিদ্যমান থাকে, তথাপি ঐ চিৎস্বরূপ শান্ত অপ্রতিঘ এবং যথাস্থিতভাবেই বিরাজিত। সৃষ্টির অন্ত তাহার অপবাদ দ্বারাই বর্ণিত। বাস্তবিক, এ জগতে কিছুই নিবদ্ধ নাই বা কখনও ছিল না; কিছুই ছিল না, এই জন্য কখন কিছুই নিবদ্ধ নহে। এইরূপ জ্ঞানই মঙ্গলকর। নিদ্রাকোষ্ঠেই যেরূপ স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সুষুপ্তি-প্রবোধ-প্রপঞ্চভাব কল্পিত হইয়া থাকে, পরন্তু প্রবোধকোষ্ঠে কল্পিত হয় না, সেইরূপ চিদ্‌ঘন-নিদ্রার সুষুপ্ত স্বপ্নকোষ্ঠেই সৃষ্টির ইহা আদি, ইহা অন্ত, এইরূপ অলীক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। বাস্তবিক সৃষ্টির ত্রৈকালিক সত্তারই অভাব; তাই অখণ্ডকল্পনা অলীকমাত্র। একমাত্র পরমার্থ মনই যখন আদ্যন্তবর্জ্জিতভাবে বিদ্যমান, তখন মাদৃশ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট তো সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নাম পর্য্যন্তও নাই, সত্তার কথা তো বহু দূরে। যদি প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রভৃতি কিছুরই সত্তা নাই। চিত্রলিখিত চিত্রবধূ যেরূপ চিত্র হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতিও আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে।২০-২৪

চিত্রকর-অঙ্কিত চিত্র-সেনা যেরূপ সেই চিত্রকরের বুদ্ধিস্থ চিত্র হইতে পৃথক্ নহে, তদ্রূপ এই মূর্ত্তসৃষ্টি স্রষ্টৃ পুরুষের চিত্তত্ব নিবন্ধন নানা হইলেও অনানা; এই প্রলয়, এই সৃষ্টি, এই স্বপ্ন, এই জাগ্রদ্ভাব, এই সকল প্রজ্ঞানঘনতারূপ সুষুপ্তিসম্পন্ন চিৎসহস্রজ্যোতিঃ আত্মসূর্য্যের প্রকাশভেদমাত্র; তাহার মধ্যে চিন্নিদ্রোৎপন্ন স্বপ্নভাগই উপাধিভাগের প্রাধান্যবশে চিত্ত এবং চিদংশপ্রাধান্যবশে জীব; সেই জীবই দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি অধিকারিগণের দেহ-ধারণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানবলে নিদ্রার অপনোদনক্রমে মুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিকায় অবগত হইলে ইহাই ষষ্ঠ ভূমিকায় সুষুপ্তি হয়। সপ্তম ভূমিকায় উহাই মোক্ষার্থিবৃন্দের মোক্ষ।২৫-২৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! দেবদানবাদিভেদে চিত্তের পরিমাণ কি এবং

আকৃতিই বা কিরূপ ? চিৎ-নিদ্রা এবং চিত্তোদরের অন্তর্গত জগতের প্রমাণ কি ও উহা কতকালই বা বিদ্যমান থাকে এবং আত্মদর্শনই বা কিরূপ ? ৩০.

বশিষ্ঠ বলিলেন,—দেব-দানব-নর-নারী, স্থাবর-সরীসৃপ-পর্ব্বত-বৃক্ষ-পক্ষি-কীট এবং পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদয়ই চিত্ত। এই চিত্তের প্রমাণ অসীম ; উহাতে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব অবধি সহস্র সহস্র জগৎ সহস্র সহস্রবার গমন করিতেছে। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ সূর্য্যপথ হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুবান্ধকার প্রভৃতি দেশে যাহা চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই পরিমাণ ভূতই চিত্তভূমি। উহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। উহা অমলাকার, এই জন্য সর্ব্বানুভূতি-সিদ্ধ। এই চিৎস্বরূপ অসহনীয় সংসার দুঃখবহুল বলিয়া উগ্র ; এই সমষ্টি আত্মায় অন্তরে ভূসমৃদ্ধিসমূহ যখন ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় উপস্থিত হয়,তখনই সৃষ্টি সংঘটিত হয়। এই সৃষ্টিই আমরা চিত্ত হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। বিধাতার বাসনানুসারে আদ্যন্ত-রহিত বিভুরূপেই চিত্ত সব্বদেহে বিরাজমান ; যদি ব্যষ্টিরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা হইলে উহা কোন দেহেই বিদ্যমান নহে। ৩১-৩৫

হে রাঘব! নদীপ্রবাহ যেরূপ একবার উচ্চাবচ ভূমি আশ্রয় করে, আবার পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মনও দেহের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরিত্যাগ করে। ভ্রম বিদূরিত হইলে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, তখন যেরূপ মরুভূমির জল-জ্ঞান লোপ পায়, তদ্রূপ চিত্তের যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন দেহাদিভ্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়। এইপ্রকারে পরমাণুই জগদাত্মক মনের স্বরূপ। গবাক্ষ-পথে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে, সেই কিরণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দেখা যায়। এই অণুই সেই প্রসিদ্ধ চিত্তের পরিমাণ এবং তাহাই হইল জীব। এই জীববৃন্দের অন্তরালেই জগৎ প্রবিষ্ট ; এই যে স্বপ্নস্থানস্থিতের ন্যায় সমগ্র দৃশ্য, ইহা চিত্তমাত্রই এবং সেই চিত্তই জীব। অতএব জগৎ ও আত্মার ভেদভিন্নত্ব কি হইতে পারে ? জীব এবং জগতের যখন অভেদ, তখন এই পদার্থ-পরম্পরা চিদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যদি চিদ্ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সত্তাস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে অলীকতার আপত্তিই হইয়া পড়ে। ৩৬-৩৯। সুবর্ণের যেরূপ কুটকত্বাদি পৃথক্ সত্তা নাই, তদ্রূপ উহাও অলীকমাত্র। সমুদ্রের একদেশে স্ফীত জলরাশি যেরূপ পৃথক্‌রূপে পরিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ চিৎও ব্রহ্মপদে দৃশ্যাত্মক হইয়া পৃথক্‌ভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে উহা অপর কিছুই নহে ; একমাত্র ব্রহ্মেই উহার নিত্যাবস্থিতি। পরব্রহ্মে সম্বিদ্ই বস্তুপুঞ্জরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে, বস্তুপরম্পরা তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই আদ্যন্ত-রহিত চিৎই নিস্পন্দ অচলভাবে অবস্থান করেন। স্বপ্নস্থানস্থিতের ন্যায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বিৎ-আকাশস্থিত শান্ত ও বন্ধনস্বরূপের অপরহারী। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যে

শান্ত, তাহা ব্রহ্মাণ্ড-সম্বিদের পরস্পর সমতা, সত্যতা, সত্তা, একতা ও বিকার-হীনতা এই পাচ প্রকার ভেদ-ভাবনার অভাববশতঃ বুঝিতে পারা যায়। আরও, উহাদের পরস্পর আধার ও আধেয়ভাব নিবন্ধন স্তম্ভ ও শালভঞ্জিকাবৎ ব্যবহারতঃ প্রাতিভাসিক ঈষৎ ভেদহেতু উহারা স্বরূপ পরিত্যাগ করে না। এইরূপে বিশ্ব ও সম্বিদের পরস্পরর সমতা, সত্যতা, সত্তা, একতা, বিকারহীনতা ও আধার আধেয়ভাব বর্ত্তমান। প্রাতিভাসিক নদীর যেরূপ দেবভাব, এবং মনুষ্যের যেরূপ সর্পভাব,তাহার ন্যায় জগতের বর-শাপাদি সম্বন্ধে যদি প্রকৃতপক্ষে বিচার করা যায়, তাহা হইলে প্রাতিভাসিক ভেদ ভেদমধ্যেই গণ্য নহে। ৪০-৪৬

শ্রীরাম বলিলেন,—দেবশরীরের উপাদানভূত চন্দ্রামৃত ভোগ নদীতে বিদ্যমান নাই, এবং দেবশরীরে সর্পদেহের উপাদানভূত তদন্তাদিভাবেরও অভাব। এরূপ অবস্থায় বর-শাপের নিমিত্ত সম্বিত্তিতে কার্য্য-কারণতাসিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব হইল? কারণ, উপাদান ভিন্ন কোথাও কুত্রাপি কার্য্য হইতে পারে না, অথচ কি প্রকারে ঐ উভয়ের দেব-সরীসৃপদেহের সিদ্ধি ঘটিল? ইহা আমাকে বলুন। ৪৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সমুদ্রে জলস্ফূর্ত্তি হইলে যেমন আবর্ত্ত জন্মায়, তদ্রূপ অতীব বিমল চিদাকাশের সত্যসঙ্কল্পানুরূপ যে স্ফুরণ, তাহাই জগৎ নামে প্রসিদ্ধ। এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সাগরজলের শব্দের ন্যায় বিধাতার আত্মচিৎস্বরূপে জগদ্‌ভাবের বিকাশই চিদাত্মকতার ভান মাত্র। মহর্ষিবৃন্দ 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ঐ ভানেরই সঙ্কল্পনাদি নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কালপ্রভাবে অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্ব-বিচার, শত্রু-মিত্র-উদাসীনে সমদর্শন, দেবাদি জাতির সাত্ত্বিক ভাব, অথবা সাত্ত্বিক স্বচ্ছতাহেতু যখন সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রকৃত বস্তুদর্শন ঘটে, উহা দ্বারাই সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি চিন্মাত্ররূপা হয়, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত কিছুই থাকে না, কোনরূপ আবরণ থাকে না; উহা বিজ্ঞানময়ী প্রকাশমাত্ররূপা, দেহাদেহ-বর্জ্জিতা চিদ্‌ব্রহ্মরূপিণীরূপে বিরাজিত থাকে। ঐ আবরণমুক্ত বিজ্ঞানপুরুষ যে সকল বস্তু সঙ্কল্পরূপে দেখিয়া থাকেন, সে সকলই প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয়। ইহার অন্যথোপপত্তি কখনই সম্ভব নহে। কারণ, তাহা শান্ত আত্মপ্রতিভাস মাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইপ্রকার হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সঙ্কল্পকল্পিত নগরের ন্যায় অথবা স্বপ্ন-সংদৃষ্ট মহাপুরের মত এ জগৎ সঙ্কল্পমাত্র বলিয়াই অবগত হইবে। হিরণ্যগর্ভ ব্যতীত অপর নিরাবরণাত্মক পুরুষও যাদৃশ সঙ্কল্প করেন, তদ্রূপই ঘটিয়া থাকে। ৪৮-৫৫

বালক তাহার সঙ্কল্পনগরে শিলা উড়িতে দেখিয়া তাহা যেমন সত্য বলিয়া

মনে করে, এবং সত্বরই বাসনানুসারে তাহা নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদি আবরণশূন্য বিজ্ঞানপুরুষের সঙ্কল্পস্বরূপ ত্রিভুবনে বর-শাপাদি সেই হিরণ্যগর্ভাদি আত্মমাত্রই। বালক যেরূপ নিজ সঙ্কল্প-নগরে সিকতা হইতে তৈল নিষ্কাষণ করে, তদ্রূপ এই সমুদয় হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষের বর-শাপাদি অর্থউপাদানহীন হইলেও এ জগৎ তাঁহাদের নিকট সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও, যাহারা আবরণবর্জ্জিত জ্ঞানহীন অজ্ঞ পুরুষ, তাহাদের ভেদবুদ্ধি কিছুতেই শান্ত হয় না; তজ্জন্যই দ্বৈতসঙ্কল্প হইতে বরাদিসিদ্ধি সম্ভব নহে। ৫৬-৫৯। আবরণহীন জ্ঞানিগণের যে সকল কল্পনা একবার বদ্ধমূল হইয়াছে, অন্য কল্পনা যতক্ষণ না তাহার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা একই রূপে থাকে। অদ্যাপি তাহা ঐ একই ভাবে বিদ্যমান আছে। সাবয়বতত্ত্বে যেরূপ বিচারাবয়বক্রম বিরাজমান, তদ্রূপ নিরাকার আবরণহীন জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মে দ্বৈতাদ্বৈতও অটলভাবেই বর্ত্তমান। ৬০-৬১

শ্রীরাম বলিলেন,—এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আবরণহীন অজ্ঞান কঠোরতপা তাপসগণের শাপাদি মিথ্যা হওয়াই সম্ভব। অতএব কি প্রকারে সেই নিরাবরণ, জ্ঞান-শূন্য, ধর্ম্মমাত্র-আচরণ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ শাপ প্রভৃতি দিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন। ৬২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্মস্বরূপের অনুকূলে যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তদনুরূপই অনুভব করেন। এই নিমিত্ত তাহার অন্যথা হয় না। ঐ ব্রহ্মার সঙ্কল্প মিথ্যা হয় না; কারণ, তিনি আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপেই অবগত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জল হইতে দ্রবভাবের ন্যায় তিনিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। অতএব সেই ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে নাম-সঙ্কল্প করেন, সে সকলই তখনই সুসিদ্ধ হয়। এই জন্যই জগৎকল্পনাও সুসিদ্ধ হইয়াছে। সেই কল্পনার আধার অবলম্বন কিছুই নাই; উহা আকাশাত্মক মাত্র। দৃষ্টিদোষযুক্ত ব্যক্তির নিকট কেশোণ্ড্রক যেরূপ মুক্তাবলীর ন্যায় অনুভূত হয়, তদ্রূপ উহা আকাশ-দেশেই বিরাজমান। ৬৩-৬৬। ধর্ম্ম, দান, তপঃ, গুণ, বেদ, শাস্ত্র, ভূতসমূহ, ত্রয়ী, সাংখ্য, পাশুপত ও বৈষ্ণবমত, চতুর্ব্বেদ এবং স্মৃতি, এই সমুদয় জ্ঞানোপদেশের কল্পনা সেই ব্রহ্মাই করেন। তদনন্তর তিনি এইপ্রকার কল্পনা করেন যে, বেদবেদী তপস্বিগণ সহজ বৃত্তি অথবা বাদ দ্বারা যাহা বলিবেন, সে সকল অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তাহার পর সেই ব্রহ্মার আর একপ্রকার কল্পনা হয় যে, ব্রহ্ম—চিৎস্বভাব, আকাশ—ছিদ্রস্বভাব, বায়ু—চেষ্টাস্বভাব, অগ্নি—উষ্ণতাস্বভাব, জল—দ্রবস্বভাব, আর ভূমি—কাঠিন্যস্বভাব। এই প্রকার সকল কল্পনাই বিধাতৃ-বেশী চিদ্ধাতুর কল্পনা। ঐ চিদ্ধাতু শূন্যাত্মা হইলেও যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হন,

সে সকলই সত্যসঙ্কল্পরূপে ‘তুমি’ ‘আমি’ প্রভৃতির ন্যায় অনুভবগম্য করেন। ‘তুমি’ ‘আমি’ প্রভৃতি সদাত্মক হইলেও স্বপ্নসময়ে যেরূপ অলীক এবং অসদাত্মক ও সত্যরূপে বোধ হয়, সেইরূপ ঐ চিদাকাশ যে সমুদয় বিদিত হন, তাহা সেইরূপই হয়। সঙ্কল্পপুরে শিলার নৃত্য যেমন সত্য হইয়া থাকে, সেইরূপ জগৎ-সঙ্কল্পপুরে ব্রহ্মার অধিকারভাগের নিমিত্ত অভিপ্রেতার্থও সত্য হয়। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে যাহা জ্ঞান হয়, এবং সেই জন্য যাহা যেরূপ ভাব পাইয়া থাকে, অশুদ্ধচিৎস্বভাব ব্যক্তি কীটের ন্যায় তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। ৬৭-৭৩। সেই শুদ্ধ চিৎস্বভাবের কল্পিতার্থের বিরুদ্ধ কল্পনায় কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব নাই। কারণ, অধিক অভ্যস্তের অন্যথা দৃষ্টি, সম্বিদের পক্ষে অল্পই ঘটে। জাগ্রৎকালে যে ব্যক্তি এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে, আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছি, সেইরূপ সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি স্বপ্নেও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা অনুভব করে। এই ভাবে সেই চিদাকাশ স্বস্বরূপ চিদাকাশে নিয়ত নিজ দৃষ্ট-দৃশ্যাদি স্বরূপ প্রকটিত করিলেও চিৎস্বরূপের ঔদাসীন্য-স্বভাব নিবন্ধন সাক্ষিরূপে প্রতিনিয়তই দেখিতেছেন, ইহাই বোধ হইতেছে ; তদতিরিক্ত অন্য কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য একই বস্তু ; চিদাকাশ সর্ব্বগ এবং সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ; অতএব যেখানে যাহা দেখা যায়, সে সমুদয়ের সত্তা অসম্ভব নহে। স্পন্দত্ব যেরূপ পবনের অঙ্গ ও দ্রবত্ব সেরূপ জলের অঙ্গ এবং ব্রহ্মে যেমন ব্রহ্মত্ব বিদ্যমান, তদ্রূপ এই জগৎও সেই অজ বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ। ৭৪-৭৭

সেই বিরাট্‌দেহ ব্রহ্মা—অন্য কেহ নহে, আমিই স্বয়ং। এই জগৎও সেই বিরাট দেহ। শূন্যত্ব এবং আকাশের যেরূপ কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম এবং জগতেরও কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। পর্ব্বত হইতে যখন জলস্রোত নিম্নদিকে পতিত হয়, তখন জলকণাসমূহ যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই আশ্চর্য্য দেশকাল-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই নিপতিত বা উৎপতিত হইতেছে। জলপ্রবাহ যেমন ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নগ হইয়া প্রথমতঃ সহস্র সহস্র কণায় বিভক্ত হয়, আবার ভূ-পতিত হইয়া সেই সকল কণা একীভূত হইয়া প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে চৈতন্যের কলাসমূহ নির্গত হইয়া সেই ব্রহ্মাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে সময় ঐ চৈতন্যাকাশসকল নির্গত হয়, তখন মন বুদ্ধি ইত্যাদি উহাতে থাকে না। ঐ চৈতন্যাকাশসকল যখন নিজ নিজ দেহে মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা করে, তখন সৃষ্টিকে ভোগ্যরূপে স্বীকার করে। এইপ্রকারে অজ্ঞান হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সেই জন্য মৎসমীপে জগতের কোন কারণই বিদ্যমান নাই। বাস্তবিক জগদাখ্য কোন কর্ম্মেরই উদ্ভব হয় নাই। সেই একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই দেহের মৃতাবস্থা ঘটিলে, বুদ্ধি, মনঃ প্রভৃতির কোন সত্তা থাকে না।

শরীরের শবাকার অবস্থা এবং প্রস্তরাদির জড়তা যেরূপ অনুভব কর, পরমাত্মার সত্তাও সেইরূপ জানিবে। একমাত্র নিদ্রাতে যেরূপ একমাত্র সুষুপ্তি ও স্বপ্নভাব বর্ত্তমান, সেইরূপ পরব্রহ্মে সৃষ্টি ও সংহার বিদ্যমান। ৭৮-৮৪

একই নিদ্রাতে যেরূপ সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এবং তাহাতে যেরূপ যথানিয়মে প্রকাশ ও তমঃ অনুভূত হয়, পরব্রহ্মেও সৃষ্টি এবং প্রলয় তদ্রূপই। মনুষ্য যেরূপ নিদ্রাকালে প্রস্তরসত্তা অনুভব করিয়া থাকে, পরমাত্মাও সেইরূপ জড়সত্তা অনুভব করেন। যে ব্যক্তি অন্যমনস্কভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার অঙ্গুষ্ঠে বা অপর অঙ্গুলিতে বায়ু, রৌদ্র অথবা ধূলিস্পর্শে তাহার যেরূপ বোধ হয়, পরমাত্মার প্রস্তরসত্তার অনুভবও ঠিক তদ্রূপ। ফলতঃ অন্যমনস্ক ব্যক্তির তাহা অনুভূত হইলেও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। প্রস্তরসত্তার অনুভবও অবিকল তাহাই। গগন, পাষাণ ও জলাদির দেহানুভূতি যে প্রকার হয়, প্রলয়ের পর চিত্তভাববর্জ্জিত আমাদিগেরও সৃষ্টিসময়ে চিত্তভাবের প্রাপ্তিবশতঃ তদনুরূপই অনুভব হয়। কালপ্রবাহ খণ্ডন করা যায় না, ইহাতে ব্রাহ্মদিনরূপ কল্পাবস্থায় আমাদিগের দিবারাত্রির যেরূপ স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয়, সেইরূপ অসীম সৃষ্টিসংহার-সম্বিৎ পরমাত্মায় স্ফুরিত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায়,—জলময় সমুদ্রবক্ষে স্বভাবতই আবর্ত্ত, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদাদি নানাপ্রকার ভেদপ্রতীতি হয়। দর্শন, দৃশ্য, তদ্‌বিষয়ক সঙ্কল্প, তাহার ভোগরূপ অনুভব, তাহাতে অনুরাগ, ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই যাহাতে বিদ্যমান নাই, সেই শান্ত পরমাত্মাতে স্বভাবতই সৃষ্টি, সংহার প্রভৃতি ভেদ বোধগম্য হয়। ৮৫-৯০

ষড়শীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! জাগতিক বস্তুবিষয়ে আপনি যেরূপ নিষ্কর্ষ করিলেন, তাহাতে জগতের কোন বস্তুতে যে কার্য্য-কারণ দ্বারা ভাব নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা স্বীকার্য্য নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, জগতের সকল বস্তুই কার্য্য-কারণভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই জন্য আমি সন্দেহাকুল হইয়াছি যে, এই যে কার্য্য-কারণভাবের নিয়ম, তাহার উদ্ভব কোথা হইতে এবং কিরূপেই বা প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র স্বভাব নিয়মিত হইল? দেবতার সংখ্যা অনেক, তাহার মধ্যে মাত্র

সূর্য্যই বা কি নিমিত্ত এত তেজঃশালী হইলেন? আর এক কথা, দিবাই বা কখন দীর্ঘ এবং কখন হ্রস্ব হইল কি নিমিত্ত? ইহা আমাকে বলুন। ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সৃষ্টির সময় বিধাতার সঙ্কল্প আপনা হইতেই কাকতালীয়বৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, এবং তাহার পর উহা অবিকৃতভাবে শক্তিসম্পন্ন হইয়া কার্য্যকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ উহা কার্য্য-কারণরূপ নিয়মবদ্ধ, তাই উহা জগৎ নামে নির্দ্দিষ্ট। সেই কার্য্যকারণ-ভাবরূপ নিয়মই নিয়তি নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক বস্তুই সেই নিয়তির দ্বারা নিয়মিত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প যে ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা সেই ভাবেই সত্য হয়। আমাদিগের স্বপ্ন এবং মনঃ-কল্পিত সম্বিদ্ হইতে তাঁহার সম্বিদ্ সারসম্পন্ন, এই জন্য তাহার অন্যথা কোনরূপেই সম্ভব হয় না। পরব্রহ্ম চিন্ময়ভাব হইতে স্বতন্ত্র হন—যেরূপ নিয়মবদ্ধ হইয়া যেরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাঁহার সেই প্রতিভান মায়ার ক্রোড়স্থ হইয়া তাঁহার সৃষ্টিসময়েই হয়। যখন তিনি মায়া হইতে চ্যুত হন, তখন আর তাঁহার সেইপ্রকার প্রতিভা থাকে না। তাঁহার সেই নিয়মবদ্ধ প্রতিভানই নিয়তি নামে নিরূপিত। 'ইহা ঈদৃশ' এবং 'ইহা এবম্ভূত' এইরূপ নিয়মবশে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশিত হন। তাঁহার সেই সৃষ্টিসংহার-রূপ নিয়মই নিয়তি নামে আখ্যাত। এইরূপ নিয়মের অব্যভিচারও আশ্চর্য্য-জনক নহে। চিদ্রূপী ব্রহ্মে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি নামে যে প্রতিভান আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, জলের দ্রবত্বের ন্যায় ঐ স্বচ্ছ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম উহা হইতে পৃথক্ নহে। ৩-৭

আকাশে শূন্যত্ব, কর্পূরে সুগন্ধ ও রৌদ্রে উষ্ণতা যেরূপ অভিন্নরূপে বিদ্যমান, তদ্রূপ এই জাগ্রদাদি প্রপঞ্চই চৈতন্যে অভিন্নরূপে বিরাজিত। অনাদি সৃষ্টি-প্রবাহরূপ জগৎপ্রপঞ্চ চিদাকাশাত্মক ব্রহ্মেই অস্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত। 'এই সৃষ্টি' এইরূপ জ্ঞান সেই চিন্ময় ব্রহ্মেরই স্ফুরণমাত্র, এবং 'এই প্রলয়' এবম্বিধ জ্ঞানও ঐ চৈতন্যের ক্ষণিক স্ফুরণ। চিতের স্ফুরণ যেরূপ হইবে, কার্য্য-প্রপঞ্চও ঠিক সেইরূপই হইবে। স্বরূপের ন্যায় চিতের যে স্বাভাবিক বিকাশ, কাল, ক্রিয়া, আকাশ, অথবা দ্রব্যাদি—এ সমুদয়ই সেই চিদাকাশে অমূর্ত্ত চিদ্ভাবের বিকাশ। ৮-১১ আর সেই বিকাশই রূপ, আলোক, জল, দেশ, কাল, ক্রিয়া ইত্যাদিরূপে প্রকটিত। তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্মে যে কোনরূপ কল্পনা যে প্রকারেই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, তাহাই নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট। সকল কল্পনাই আকাশরূপা, জগতের আদিম সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সকল বস্তুর যে একইরূপ বিকাশ, স্বভাবতত্ত্বজ্ঞ-দিগের মতে তাহা বস্তুস্বভাব বলিয়া কথিত। যেরূপ একই অগ্নি—দেশ-কাল-ভেদে বিভিন্নাকার হইলেও তাহার স্বীয় যে উষ্ণতাস্বভাব, তাহা যেমন একই

ভাবে বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ চিদংশ জীবের সর্ব্বানুগত চিৎস্বরূপই স্বভাব। চিন্ময়ী বৃত্তিপরম্পরাতেও যে সকল চিদাভাসসম্বিদের বিকাশ হয়, সে সকলও স্বভাবমাত্র। পৃথিবী ও জলাদি বিষয়ে সেই সকল আভায় সম্বিৎ দ্বারা তাহাদের দেহপ্রায় বিবিধ বৃত্তির অন্তরালে যে সকল বৃত্তির যে প্রকার আকারকল্পনা করা হয়, তাহাও সেই চিদাকাশেরই স্বভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ১২-১৬

ক্ষিতি, জল, তেজ, স্পন্দ, শূন্যত্ব, এ সকলই সেই চিৎ এবং ইহার স্বস্বকার্য্যের আকর। ফল কথা, যত কিছু পার্থিব বস্তু বিদ্যমান, সে সকলের স্বভাব ঐ পৃথিবী। এইপ্রকারে যাহা কিছু জলীয় বস্তু আছে, জলই সে সমুদয় বস্তুতে সম্বদ্ধ। পক্ষান্তরে, এই যে পৃথ্ব্যাদি যাবতীয় বস্তু, এ সমুদয়েরই আকর সেই চিদাকাশ; তাই পৃথিবী প্রভৃতি নিখিল বস্তুতেই সেই চিদাকাশ সুসম্বদ্ধ। ইহার মধ্যে যত কঠিনস্বভাব পার্থিব বস্তু, সে সমুদয়ের আকর এই লোকপরম্পরার আবাসস্থান বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। এই জন্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বস্তু-পরম্পরার রাজার ন্যায় পরিশোভমান। গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ জলময় বস্তু, সে সমুদয়ের আকর একমাত্র সমুদ্র। যে সমুদয় তেজোবস্তু আছে, সে সকলের আকর-স্বরূপ ঐ সূর্য্যদেব। এইপ্রকারেই বায়ু স্পন্দনের ও আকাশ শূন্যতার আকর; এইরূপ নিয়মবশে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও সেই ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রই। কারণ, সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যই পৃথিবী প্রভৃতিরূপে প্রকাশমান। সুতরাং সংখ্যাতীত দেবগণের মধ্যে সূর্য্যদেবই তেজঃশালী কেন, তাহা বোধ হয়, তুমি এখন অবগত হইয়াছ। ১৭-২৯। যিনি চিৎ বা সম্বিৎ, তিনি সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বরূপিণী এবং সর্ব্বগামিনী; এই জন্যই প্রকাশতারূপ নিজ মাহাত্ম্যবলে তিনি সকল স্থানে সর্ব্বস্বভাবময়ী নিয়তিরূপে বিকাশ পাইয়া থাকেন। ইহা বিজ্ঞমাত্রেই অবগত হইতে পারেন। সেই যিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মরূপ শিশু, তিনি স্বয়ং আকাশময়রূপে অবস্থিত থাকিয়া নিজ চিদংশের বিকাশরূপ পট্টবস্ত্র দ্বারা আবৃত পৃথিবীরূপ আকৃতি বিস্তার করিয়া থাকেন। যে সময় সেই মায়াশবলিত সম্বিৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মসম্বিতের সহিত স্থূল, সূক্ষ্ম নিখিল প্রপঞ্চ উপসংহৃত করেন, সে সময় ঐ সর্ব্বজ্ঞ সম্বিদের অঙ্গীভূত ব্রহ্মাতে সম্বিৎ ও তাহার অঙ্গীভূত সূর্য্যাদির ভ্রমণস্বভাব মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস হয়; উহা আর কখনই উৎপন্ন হয় না। লূতাবিরচিত মশকবন্ধনের জালবৎ ব্রহ্মা সঙ্কল্পবলে যে জ্যোতিশ্চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জ্যোতিশ্চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-পথে সূর্য্যের আবর্ত্তগতি দ্বারা দিবাকে দীর্ঘ এবং রাত্রিকে হ্রস্ব করিয়াছেন। ঐ জ্যোতিশ্চক্রে যে সকল বস্তু আছে, সে সকল একপ্রকার নহে; উহারা নানাবিধ। উহাদের মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল, কতকগুলি অল্পোজ্জ্বল এবং কতকগুলি একেবারেই উজ্জ্বল নহে। বাস্তবিক এই

পদার্থপরম্পরা জগৎ বা দৃশ্য কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অবগত আছেন যে, এ সকলই নিখিল জগৎ নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এ সমুদয় অলীক। প্রকৃতপক্ষে ইহা চিদাকাশই। ২১-২৬

সেই চিন্ময় সর্ব্বেশ্বর আত্মাই 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতিরূপে নিখিল দৃশ্যরূপে প্রতিভাসমান। পুরুষের যখন মৃত্যুপ্রাপ্তি ঘটে, তখন সে সকলের কিছুই বিদ্যমান থাকে না এবং কিছুই অনুভূত হয় না। মনে হয়, যেন সবই ধ্বংস হইয়াছে, সে সময় সকলই স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অনুভূত হয়। তখন চিদাকাশে একমাত্র চিদাকাশই প্রতিভাসিত হন। ইহা নিশ্চয় যে, চিদাকাশতা ব্যতীত জগতের অন্য রূপ কিছুই নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্ময় ব্রহ্মে ঘট প্রভৃতি নশ্বর বস্তু পারমার্থিক সৎস্বরূপে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ যাবৎ ঐ ঘট প্রভৃতি চিদাকাশের সহিত অপৃথগ্‌রূপেই বিকশিত হয়। সেই বিকাশের নাম স্বভাব-নিয়তি ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মসত্তা আকাশরূপ প্রথমোদ্ভূত অবয়বমধ্যে শব্দ-তন্মাত্ররূপে অবস্থিত হইয়া কুশূলমধ্যস্থ ধান্য প্রভৃতি বীজের ভাবী অঙ্কুরশক্তির মধ্যভাগে অবস্থিতিবৎ বায়ু প্রভৃতি জগতের বীজশক্তিরূপে অপ্রকাশিত হইয়া বিদ্যমান থাকে। ২৭-৩০। তাহার পর ক্রমশঃ সেই ব্রহ্মসত্তা হইতে পবন, তেজ, জল ও পৃথ্ব্যাত্মক জগতের উৎপত্তি হয়। এইপ্রকার কল্পনা মাত্র অজ্ঞগণের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত। শাস্ত্রেও এই সৃষ্টিকল্পনার বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল এই জন্যই। সৃষ্টিকল্পনার সত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহা উক্ত হয় নাই। কারণ, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় বা অস্ত কিছুই নাই; তাহা নিয়ত পাষাণগর্ভের ন্যায় কঠিন, অবকাশবর্জ্জিত, শান্ত এবং নিত্য। সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সত্তায় এই জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হইলেও নিজ পৃথক্‌সত্তায় অসৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে এ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। আমাদিগের দৃশ্যমান এই আকাশে আকাশবৎ, ব্রহ্মাকাশে জগদাকাশ বিদ্যমান; অতএব এ আকাশের আবার উদয় ও অস্ত কি প্রকারে সম্ভব? ৩১-৩৪

সেই চৈতন্যরূপমণি অনন্ত প্রকাশময় ও প্রতিনিয়ত বিততস্বরূপ; তাহার সত্তা স্বরূপের স্বাভাবিক সার্ব্বকালিক বিকাশই অগৃহীতস্বরূপে অবস্থান করা পর্য্যন্ত কল্পনার সূচক হইয়া স্বয়ং যেন চিদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। কল্পনারূপাধিগত আকাশের সেই সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম সত্তা-বিকাশ, ভাবী জাগ্রৎপ্রপঞ্চের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই তাহার উদ্বোধক হয়। সেই বিকাশপ্রাপ্ত পরমা ব্রাহ্মী সত্তা ক্রমশঃ পর্য্যালোচিত বিষয়ের চেতনা সম্বন্ধে উন্মুখ হইয়া অনুভব করে এবং ক্রমশঃ ঐ অনুভব ঘনীভূত হইলে ঐ কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা ভাবী জীব প্রভৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার পর যখন আবার অধিকারী জন্মলাভ করে, তখন পরম পদ পাইবার অধিকারী হইয়া

থাকে। সেই কল্পনা যখন জীবভাবে অবস্থিত হয়, তখন নিজ চিদাকাশভাবের আবরক অবিদ্যাগর্ভে নিপতিত থাকে বলিয়া তাহার পরমপদস্বভাবত্ব• পরিস্ফুট হয় না। তোমার সেই কল্পনা এখন বিশুদ্ধ পরমপদে পরিণত হইয়াছে; এখন সেই অখণ্ড একত্ব হইবার সময় আসিয়াছে। ৩৫-৪০। সেই কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বয়ংই অপৃথগ্‌রূপে দেহেন্দ্রিয়াদির ভাবনাবশে উন্মুখ হইয়া নিজস্বরূপ বিস্মৃত এবং বৃথা সংসারাভিমানে আবদ্ধ হয়। শূন্যরূপিণী ঐ সত্তা যখন শব্দাদিগুণযুক্ত হইয়া থাকে, তখন সবিকাশ চিত্তের ভাবনাভ্রমবশতঃ ভবিষ্য আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণরূপে অবস্থান করে। তাহার পর লিঙ্গশরীরের উৎপাদক প্রাণস্পন্দ হেতু কালসত্তার সহিত অহম্ভাব আবির্ভূত হয়। সেই অহম্ভাবেই কালসত্তা ভবিষ্যজগতের প্রধান বীজরূপে অবস্থান করে। পরাৎপর চিৎশক্তির আত্মবিষয়ক অনুভবের নামই জগৎ। সেই জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসত্য। তবে তাহাতে চৈতন্যের বিকাশ থাকায় উহা সত্য বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ভাবনাত্মিকা চিৎই সঙ্কল্পবৃক্ষের বীজ; সেই চিৎই মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় অন্তরে অহম্ভাব ভাবনা করিয়া থাকে, সেই যে অহম্ভাব-ভাবিত চিৎ, তাহাই জীব নামে নিরূপিত হইয়া, তরঙ্গরূপে জলে জললীলার ন্যায় অন্যপ্রকার ভাব এবং অভাবভ্রমে পড়িয়াছে এবং মায়াশবলিত ব্রহ্মের পদে ঘুরিতেছে।৪১-৪৬

এইরূপ ভাবশালিনী চিৎ আকাশতন্মাত্র-ভাবনাকে নিজাপেক্ষা অধিক ঘনীভূত করে এবং ক্রমে আকাশতন্মাত্র অনুভব করে। সেই অনুভূত আকাশতন্মাত্রই শব্দসমষ্টিরূপ বৃক্ষের বীজরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ ভাবী রূপ ও পদবাক্যরূপ প্রমাণসম্পন্ন বেদার্থরূপে পর্য্যবসিত হয়। সেই আকাশতন্মাত্ররূপ শব্দতত্ত্ব হইতেই নিখিল জগতের উদ্ভব। এইপ্রকার বিচিত্র সঙ্কল্পপূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যই জীব নামে কথিত হয় এবং ভাবী শব্দার্থরূপে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে সমুদয় ভূতসমূহ রূপে বৃক্ষের বীজস্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই চতুর্দ্দশপ্রকার জীবজাতির উৎপত্তি।৪৭ ৫১। সেই ব্রহ্মচৈতন্য যতক্ষণ শাব্দ ব্যবহার বা শারীর ব্যবহাররূপ না প্রাপ্ত হয়, তত দিন চিৎস্বরূপেই অবস্থান করত কাকতালীয়বৎ স্বয়ংই স্পন্দনচৈতন্য অনুভব করে। নিখিল ভূতের স্পন্দক্রিয়া ঐ ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই উদ্ভূত হয়; ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশবিষয়িণী যে অনুভূতি, তাহাই রূপতন্মাত্র নামে আখ্যাত। ঐ রূপতন্মাত্রই ভাবী পদার্থনামের হেতু। সেই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশবিষয়িণী ভাবনাই তেজ নামে অভিহিত, এতদতিরিক্ত তেজোনামক অন্য বস্তু কিছুই নাই। ঐ তেজের স্পর্শবিষয়ক ভাবনার নাম স্পর্শ, শব্দবিষয়িণী ভাবনাই শব্দ; আকাশে আকাশ যেরূপ আপনা হইতেই অবস্থিত, সেইরূপ সেই শব্দ স্বতই অনুভূত হয়; তদ্ব্যতীত অন্য শব্দকর্ত্তা কেহই

নাই। অপিচ, সে অবস্থায় আর কাহার শব্দকর্ত্তা হওয়া সম্ভব? কারণ, সে সময় সম্বিৎ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেই সম্বিৎ স্বয়ংই শব্দাদি-রূপে নিজে যে সেই সেই আকারে অনুভবগম্য হইয়াছিল, তাহা সকলের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ, শব্দাদির অসম্বিৎরূপে সম্বিদের একত্বরূপ তাদাত্ম্য কোনরূপেই আজিও সম্ভব হয় নাই। এইপ্রকারে রসতন্মাত্র অথবা পঞ্চতন্মাত্র সকলেই উক্ত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সম্বিতের সহিত অভেদ-প্রত্যয়ে বিষয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই অভেদজ্ঞানও ভ্রমমাত্র; ফলে ইহা মিথ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নসময়ে যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার, তদ্রূপ উহা ভ্রমদৃষ্টিতে সত্যস্বরূপে উপলব্ধি হয় মাত্র। ৫২-৫৮

পূর্ব্বে যে তেজের কথা বলিয়াছি, সেই তেজ আলোকবৃক্ষের বীজভূত। ঐ বীজভূত তেজ হইতেই সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ তেজ হইতে রূপের উৎপত্তি হইলে সংসার হয়। উক্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য আকাশের ন্যায় বিকাররহিত; তাহা হইতে ভাবী বিষয় সকলের যে মাধুর্য্য জ্ঞানরূপ আস্বাদ উদ্ভূত হয়, তাহাই রসতন্মাত্র নামে অভিহিত হয়। সেই ভাবী প্রপঞ্চের সঙ্কল্প-স্বরূপ সমষ্টিভূত জীব সঙ্কল্পরূপে গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্রের অনুভব করে। ঐ সঙ্কল্পরূপী সমষ্টি-ভূত জীবই ভাবী ভূগোলকে পরিণত হয় বলিয়া উহা সর্ব্বাধার; উক্ত আকৃতি-পাদপের বীজস্বরূপ জীব হইতেই সংসারের উদ্ভব। ঐ গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন না হইলেও কল্পনাবশে উৎপন্ন এবং নিরবয়ব হইলেও সাবয়বরূপে প্রতীত হয়। ৫৯-৬৩। তন্মাত্রসমূহ কাকতালীয়বৎ স্বতঃই যে স্থান দিয়া রূপজ্ঞান করে, তাহাই চক্ষু নামে কথিত হয়। যে স্থান দিয়া শব্দজ্ঞান করে, তাহাকে কর্ণ; যে স্থান দিয়া স্পর্শজ্ঞান করে, তাহাকে ত্বক্; যে স্থান দিয়া রসজ্ঞান করে, তাহাকে রসনা এবং যে স্থান দিয়া গন্ধজ্ঞান করে, তাহাকে ঘ্রাণ বলা হয়। উক্ত জীব এইপ্রকারে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও আকৃতিমৎ হইয়া দিক্ ও কালকল্পনা করিয়া থাকে। এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিচ্ছিন্নভাব ধারণ করত এরূপে অসর্ব্বস্বরূপ হইয়া পড়ে যে, ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা রস-গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞানে আর সামর্থ্য থাকে না। অধিক কি, ঐ জীব ব্যষ্টিভূতভাবে সমগ্র শরীর দ্বারাও নিখিল ভোগ্যের অনুভব করিতে পারে না। এই অনন্ত জগৎকল্পনা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে; ঐ সমুদয় আত্মান্তর্গত আত্মস্বরূপেই অনুমেয়। বাস্তবিক উহার অস্ত বা উদয় নাই; প্রস্তরোদরের ন্যায় নিবিড় নিস্পন্দরূপে বিদ্যমান আছে। ৬৪-৬৮॥

সপ্তাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাশীত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সর্ব্বপ্রথমে যে চিদাভাসাত্মক জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, আমি এখন তাহাই বলিলাম। চিদাভাসাত্মক জীব যে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্ব্বাচিত হইল, তাহা মাত্র তোমাকে বুঝাইবার জন্যই; বাস্তবিক ইহা কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। কারণ,ঐ জীব পরব্রহ্মেরই উপাধি-যুক্ত অঙ্গবিশেষ ব্রহ্মের চেত্য-ভাবোন্মুখ যে আভাস-চৈতন্য তাহাই জীবনামে কথিত। হে রাম! ঐ জীবের কতকগুলি আশ্চর্য্য নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি তোমাকে সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সমষ্টির ধারণ বশতঃ ঐ চেত্যোন্মুখ চিদাভাস জীব নামে আখ্যাত হয়। ১-৪। অতীত ও ভবিষ্য চেত্য বিষয়ে উন্মুখ থাকে, তাই উহার নাম চিত্ত, আর বর্ত্তমান সন্নিহিত চেত্য বিষয়ে উন্মুখতা হেতু উহার নাম চিৎ। যখন এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা ধারণা করে যে, 'ইহা এইরূপই', তখন উহার নাম হয় বুদ্ধি। উহা কল্পনা এবং তর্কবিতর্কবিষয়ক জ্ঞানের আধার, এই জন্য মন নামে উহা নির্দ্ধারিত। 'আমি' এইরূপ অভিমান অন্তরে উদয় হয় বলিয়া উহার নাম অহঙ্কার। উহাকে যে চিত্ত বলিয়াছি, তাহা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্যই বলা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্ববিচার করত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জ্ঞানময় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকেই চিত্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বকথিত জীব ক্রমশঃ সঙ্কল্পজালে বিজড়িত হইয়া পুর্য্যষ্টক নামে নির্দ্দিষ্ট হন। সৃষ্টির বা সংসারের আদি কারণ বলিয়া কাহার কাহারও মতে উহার নাম প্রকৃতি হয়, পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান জন্মিলেই উহা থাকে না; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ উহার অবিদ্যা নাম দিয়াছেন। সেই চিদাভাসাত্মক জীবের এই সকল নাম তোমাকে বলিলাম। ৫-৮

এই জীবের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমুদয়ই সেই নিরাকার অনাময় ব্রহ্ম। পণ্ডিতবর্গ উহাকে আতিবাহিক দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইপ্রকারে এই জীব হইতেই স্বপ্নকালীন দৃষ্ট অথবা সঙ্কল্প দ্বারা কল্পিত পুরের ন্যায় ত্রৈলোক্যরূপ ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভ্রম ভোগমোক্ষরূপ কার্য্যকারী হইলেও নিরাকার শূন্য-স্বরূপই ইহার ঘাত-প্রতিঘাত কোথাও নাই। হে শরীরি-শ্রেষ্ঠ! এই আমার কথিত আতিবাহিক দেহই চিত্ত। এই চিত্ত আকাশ অপেক্ষাও শূন্য। যতক্ষণ না মুক্তিজ্ঞান জন্মায়, ততক্ষণ ইহা জগতে অস্তোদয়-শূন্যরূপেই অবস্থিত হয়। চতুর্দ্দশপ্রকার জীবজাতির একমাত্র

উৎপত্তির কারণ একমাত্র এই আতিবাহিক দেহই। এই দেহেই লক্ষ লক্ষ সংসার কালবশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফলের ন্যায় জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে। এই চিত্তময় দেহই দর্পণ-প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে বাহিরে জগৎ নাম গ্রহণ করিলেও ইহা সেই শূন্যাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যখন মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থ একই সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন সেই অনাময় ব্রহ্মই মহাশূন্যপদে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। সে সময় চিন্ময় ব্রহ্মে চিদাবরক অজ্ঞানবশে আত্মার চিৎস্বরূপের বিকাশের ন্যায় আপনা হইতে যে একটা ঘনীভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে তাহাই আতিবাহিক দেহের ন্যায় চেতিত হয়। ৯-১৬

সেই আতিবাহিক দেহই আমার কথিত জীব; উহা আত্মার জগদবলোকনরূপ আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ঐ আতিবাহিক দেহের কোন অংশ নারায়ণ, কোন অংশ বিরাট, কোন অংশ সনাতন, কোন অংশ ঈশ এবং কোন অংশ প্রজাপতি; ইহাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ দেহের পাঁচটি ভাগে পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্বিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। উহা কাকতালীয়বৎ ঘটে। কিন্তু যখন ঘটে, তখনই তাহা যথার্থ হইয়া থাকে। ১৭-১৯। এইপ্রকারে এই দৃশ্যপরম্পরা যদিও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি বাস্তবিক উহা কিছুই সম্পন্ন হয় না; একমাত্র শূন্য আত্মতত্ত্বই কেবল সর্ব্বদা বিরাজমান। পরব্রহ্ম অনাদি, তাই তাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই। কারণ, তিনিই স্বরূপসাক্ষাৎকার-বর্জ্জিত হইয়া সদসৎ উভয়রূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। যে বিরহী ব্যক্তি নিরন্তর রমণীর চিন্তায় তদ্গত থাকে, তাহার স্বপ্নদৃষ্ট কান্তা যেরূপ প্রকৃত কান্তার ন্যায় কার্য্যকরী হয়, সেইরূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চও আতিবাহিক দেহের স্বানুভববশে প্রকৃত হয়। ২০-২২

স্বপ্নকালে অথবা সঙ্কল্পসময়ে নিরাকার শূন্যস্থান যেমন ঘটাকারে অনুভূত হয়, ঐ আতিবাহিক দেহ এবং জগৎও সেইরূপই অবগত হইবে। আতিবাহিক দেহ আকাশস্বরূপ হইলেও কঠিন বস্তুর ন্যায় প্রতীত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ কার্য্যকারী হয়। যদিও ঐ আতিবাহিক দেহ স্বপ্নের ন্যায় শূন্য, নিরবয়ব এবং অসৎ, তথাপি ক্রমশঃ আপনা হইতে এইপ্রকার অনুভব করে যে, এই জন্মিলাম, এই আমার স্থূলাস্থি ও হস্তাদি অবয়ব, এই আমার পৃষ্ঠস্থ শিরা, স্নায়ু ও লোমসমূহ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, এই আমি কার্য্য করিতেছি, আমার এত বয়স হইয়াছে, এই স্থানে এত দিন বাস করিলাম, এই তো নিখিল বিষয় আমি ভোগ করিলাম, এই জরা আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল, এই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম, এইপ্রকার অসংখ্যপ্রকার অনুভব

তাহার হয়। ঐ আতিবাহিক দেহস্বরূপ পুরাণ ব্যক্তি নিজকল্পিত ঐ স্থূলদেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, আকাশ ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে উহাদিগকে স্বীয় আধার করিয়া লন এবং নিজে তাহাতে আধেয়ভাবে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়-ভাবাত্মক সংসার-স্বপ্ন দর্শন করেন। ২৩-২৯

অষ্টাশীত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ঊননবত্যধিক শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রথম প্রজাপতির উক্তপ্রকার আতিবাহিক দেহ চিন্ময়ত্ব বশতঃ কাকতালীয়বৎ যে ভাবে চেতিত হইয়া থাকে, সেই ভাবেই কার্য্যে পরিণত হয়। অহো! এই ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র সত্যসঙ্কল্পবশেই প্রতিভাসিত হইতেছে; কিন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকারেই মিথ্যা। কি দ্রষ্টা, কি দৃশ্য এবং কি দর্শন, এ সমস্তই অলীক বস্তু। যদি এই প্রকার জ্ঞান হয় যে, সকলই ব্রহ্ম, তবে অবশ্য সমস্তই যে সত্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ১-৩

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সেই প্রথম প্রজাপতির আতিবাহিক-দর্শন কি প্রকারে দৃঢ় হইল এবং কিরূপেই বা স্বপ্ন সত্য হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই আতিবাহিক-দর্শন-ভ্রম আপনা হইতেই নিরন্তর অনুভূত হইতেছে। এই জন্য ঐ আতিবাহিক দেহ পরিপুষ্টের ন্যায় জ্ঞানগম্য হয়। বহুক্ষণ অনুভব করার ফলে স্বপ্ন যেমন পরিপুষ্ট-রূপে প্রকৃত সত্যরূপে প্রত্যয় হইতে থাকে, সেইরূপ সেই আতিবাহিক-ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ঐ আতিবাহিক-দেহবিষয়ক অনুভব চিরখ্যাত হইয়া সুদৃঢ় হইলে তাহাতে মরীচিকাজলের ন্যায় আধিভৌতিকতা-বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এই জগৎ সত্য বলিয়া বোধগম্য হইলেও, স্বপ্নভ্রম অথবা মরীচিকা-বারির ন্যায় ইহা যে অসৎ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আতিবাহিক দেহে স্বতই আধিভৌতিকতা-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে; সেই আধিভৌতিকতা একেবারে অসত্য হইলেও অবিবেকী ব্যক্তিরা উহা সত্য বলিয়াই স্বীকার করে। আমি, আমার, এই পর্ব্বত, ঐ আকাশ, এইরূপ বিপুল মিথ্যাভ্রম স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। ৫-১০

প্রথম সৃষ্টি বিধাতার ঐ আতিবাহিক দেহ ভাবনাবলেই আধিভৌতিক ভাব ও পৃথ্বী-দেহাদি পিণ্ডাকৃতি দেখিয়া থাকে। 'আমি ব্রহ্ম' এইপ্রকার প্রকৃত জ্ঞান দূর করত 'এই দেহই আমি' 'এই পৃথ্ব্যাদি আমার আধার' এইরূপ বিপরীত ভাব দেখিয়া তাহাতেই আস্থাবান্ হয়। ঐ চিৎ অসত্য বিষয়কে সত্যরূপে ধারণ করিয়া ভাবনার প্রাবল্য বশতঃ তাহাতেই বদ্ধ হন এবং বার বার ঐ সত্য বিষয়ের ভাবনা করার ফলে অন্তরে নানাত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তিনি নানাপ্রকার লৌকিক ও বৈদিক শব্দ সৃজন করেন এবং পরে সেই শব্দের আর্থিক সঙ্কেত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ওঙ্কারধ্বনি সৃষ্ট হয়, তাহার পর তিনি বেদরূপ শব্দসকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তদনন্তর সেই শব্দসমূহ দ্বারা লৌকিক ব্যবহার কল্পনা করেন। মনঃস্বরূপে কল্পিত বিষয়ই তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে আসক্ত হয়, সে তাহা অবশ্যই দৃষ্টিগোচর করিবে। এইপ্রকারে এই অসত্য জগদ্ভ্রান্তি সত্য হইয়াছে। ১১-১৬

এইরূপে আব্রহ্মস্তম্ব অবধি সর্ব্বত্রই সেই আতিবাহিক দেহই চিরস্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় আধিভৌতিকভাবে স্ফুরিত হইতেছে। বস্তুতঃ আধিভৌতিক বলিয়া একটা ভিন্ন বস্তু কোথাও নাই। দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আতিবাহিকই আধিভৌতিক হইয়া থাকে। সর্ব্বমূলাধার স্রষ্টা ব্রহ্ম হইতেই এইরূপ মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানীদিগের যতক্ষণ প্রারব্ধ ক্ষয়িত না হয়, ততক্ষণ এই জগদ্দর্শনরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকে। হে রাম! চিদাত্মবিষয়ক এরূপ দুর্দ্দশাসমূহ মিলিতভাবে কখনই কোথাও নাই। ইহা ভ্রান্তিমাত্র। সেই পরব্রহ্মই এই সকলরূপে প্রতিভান পাইতেছেন। এই জগতের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র সেই শাশ্বত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কাবণ কিছুই নাই। যদি ব্রহ্মকেই একমাত্র কারণ বলা যায়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের আবার কি কারণ থাকিতে পারে? পূর্ব্বে স্বয়ং অপরেরও কার্য্য না হইয়া অন্যের কারণ হওয়া সম্ভব নহে। তাৎপর্য্য এই যে, সেই নিরাময় পরব্রহ্মে কার্য্য-কারণ-ভাব কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এই জগৎকে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ১৭-২১

উননবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

নবত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! জ্ঞানের যে জ্ঞেয়ভাবপ্রাপ্তি, তাহারই নাম বন্ধন এবং যখন সেই জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তি ঘটে, তখনই মুক্তিলাভ হয়। ১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! কি উপায়ে জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব উপশমিত হয়? সেই দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যে সময় সম্যক জ্ঞানলাভ হয়, সেই সময় জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাবপ্রাপ্তিরূপ যে ভ্রান্তি, তাহা নিবৃত্ত হয়। ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলেই নিরবয়ব শান্ত মুক্তির আবির্ভাব ঘটে। ৩

শ্রীরাম বলিলেন—কেবলীভাব অর্থাৎ কৈবল্যই তো বোধ বা জ্ঞান; তাহাতে আবার সমীচীন জ্ঞান কি হইতে পারে যে, সেই জ্ঞান হইলে তবে নিখিল জীব বন্ধনমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? ৪

বশিষ্ঠ বলিলেন—জ্ঞানের কোনরূপ জ্ঞেয়ভাব নাই; একমাত্র অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় জ্ঞানই বিদ্যমান। হৃদয়ে এইরূপ বোধের উদয় হইলে সম্যক্-জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ৫

শ্রীরাম বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! চিদেকরসরূপ জ্ঞানের অন্তরালে চিৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞেয়তা আর কি হওয়া সম্ভব? এতদ্ব্যতীত আর এক প্রশ্ন এই যে, আপনি যে জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলেন, ঐ জ্ঞান-শব্দ কোন্ বাচ্যে নিষ্পন্ন? উহা ভাববাচ্যে বা করণবাচ্যে? ৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বোধমাত্রকেই জ্ঞান বলিয়া জানিবে, সেই জ্ঞান-শব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন। বায়ু ও স্পন্দের যেরূপ স্বাতন্ত্র্য, তদ্রূপ সেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানেরই মায়িক বিকল্পকল্পনা মাত্র। ৭

শ্রীরাম বলিলেন,—ইহাই যদি হয়, তবে এই জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি যে বিকল্প, তাহা শশশৃঙ্গের ন্যায় একেবারে অসত্য বস্তু। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই ইহা ব্যবহরণীয় নহে। ৮

বশিষ্ঠ বলিলেন—মাত্র বাহ্য পদার্থরূপ ভ্রম নিবন্ধন এইরূপ ভ্রমবুদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু বাহ্য কিংবা আভ্যন্তর কোন বস্তুরই সত্তা নাই। ৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি বস্তুসমূহ তো প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অথচ আপনি এই সকল নাই বলিতেছেন কোন্ যুক্তিতে? ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে অনঘ! সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় বিরাড়াত্মা প্রভৃতি কোন বস্তুই যখন উদ্ভূত হয় নাই, তখন জ্ঞেয় বস্তুর সত্যতা-সম্ভাবনা কি প্রকারে করা সম্ভব? ফলতঃ সৃষ্টিসময়ে মায়া ভিন্ন অপর কিছুরই সত্তা ছিল না; সুতরাং এ জগৎকে ভ্রমই বলিতে হইবে। তত্ত্ববিষয়িণী যে শ্রুতি, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কথিত হয়; তদ্ব্যতীত লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রমাণের মধ্যেই গণ্য নহে। ১১

শ্রীরাম বলিলেন—হে ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই তিন কালেই আমরা জগৎ নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু আপনি এ জগৎকে অলীক বলিতেছেন কি জন্য? ১২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—স্বপ্নসময়ে দৃষ্ট পদার্থ মরীচিকায় জল, দ্বিতীয় চন্দ্র, সঙ্কল্প-কল্পিত পদার্থসমূহ কিংবা চক্ষুদোষ জন্য আকাশে পরিদৃশ্যমান কেশগুচ্ছ যেরূপ, সেইরূপ 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি নিখিল জগৎ মিথ্যারূপেই প্রতীত। ১৩

শ্রীরাম বলিলেন—হে মুনে! 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপ জগৎ যখন সুস্পষ্ট-রূপে অনুভূত হইতেছে, তখন সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় ইহা উৎপন্ন, এইরূপ যদি বলি, তবে দোষ কি? ১৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব নহে, ইহা স্থির। এই যে জগতের কথা হইতেছে, ইহার উৎপত্তির কোন কারণই নাই। যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন তো সকলই ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুই বিদ্যমান থাকে না। অতএব যদি জগৎকে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে তাহার কারণরূপে কাহাকে নির্দ্দেশ করা হইবে? ১৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে বিভো! মহাপ্রলয়ে সমস্তই ধ্বংস হয়। একমাত্র অজ, অব্যয় পরব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। সেই পরব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ-রূপে কথিত হইবেন না কি জন্য? ১৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—কার্য্যের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে কারণ বিদ্যমান থাকিয়া পরে উহা প্রকাশিত হয় মাত্র। হে রাম! সেই ব্রহ্মে তো অতি সূক্ষ্মভাবেও কার্য্য নাই। পরন্তু ব্রহ্ম সৎ এবং জগৎ অসৎ; সৎ বস্তু হইতে অসৎ বস্তুর উদ্ভব কখনই সম্ভব হয় না। বিসদৃশ বস্তু হইতে কি কখন বিসদৃশ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে? বুঝিয়া দেখ, ঘট হইতে কি কখন পটোৎপত্তি ঘটে? ১৭

শ্রীরাম বলিলেন,—যদি এরূপ বলা যায় যে, মহাপ্রলয়ের পর এ জগৎ সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মেই বিদ্যমান থাকে; তাহার পর আবার যখন সৃষ্টির সময় হয়, তখন তাহাই আবার প্রকাশ পায়। ইহাতে দোষ কি? ১৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে দীর্ঘবাহো! প্রলয়ের পর সৃষ্টির সত্তা কে কোথায়

অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে? আর কেহ যদি অনুভবও করে, তবে তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করা চলে কি? ১৯

শ্রীরাম বলিলেন,—যদি এইরূপ বলা যায় যে, মহাপ্রলয়ের পর যে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন, সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মে এই সৃষ্টি মিলিত হইয়া জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থিত হয়; পূর্ণরূপে ইহা হয় না। কারণ, যাহা সর্ব্বপ্রকারে শূন্য অসৎ-পদবাচ্য, তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না; এই কথায় কিছু দোষ পড়ে কি? ২০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাবাহো! যদি এরূপ বল, তবে জ্ঞানই তো জগৎ হইয়া পড়ে। পরিশুদ্ধ জ্ঞানই জগৎপ্রপঞ্চ, এবং তাহাই তদ্‌গত জীবের দেহ। তাহা হইলে জন্ম-মৃত্যু আবার কি? কারণ, সমস্তই তো নিত্য বস্তু। ২১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অগ্রে এ সৃষ্টি ছিল না; এখন কোথা হইতে উদ্ভব হইল এবং ভ্রান্তির উৎপত্তিই বা হইল কি প্রকারে? ইহা আমাকে বলুন। ২২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বাস্তবিক যখন কার্য্যকারণভাব নাই, তখন ভাব অথবা অভাব নামে কোন বস্তুরই সত্তা নাই। তবে এই যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ইহা সেই আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ব্রহ্ম। ২৩

শ্রীরাম বলিলেন,—যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে বিপরীত হইয়া পড়ে। যিনি দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য; চেতনরূপী ঈশ্বর স্বয়ংই জড়দৃশ্য হইলেন, ইহা কি কখন হইতে পারে? নিয়ম এই যে, অগ্নি দাহকর্ত্তা এবং কাষ্ঠ তাহার দাহ্য; কিন্তু কাষ্ঠের তো দাহকারী হইয়া কোনরূপে অগ্নিকে দাহ করা সম্ভব নহে। ২৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—দ্রষ্টার প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যভাবপ্রাপ্তি ঘটে না; কারণ, দৃশ্য বস্তু কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। মাত্র দ্রষ্টাই সর্ব্বস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ইহাতে বিপরীত ভাব তো কিছুই নাই। ২৫

শ্রীরাম বলিলেন,—সৃষ্টির প্রথমে শুদ্ধ চৈতন্য জগৎকে চেত্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; স্বীকার না করিলে এ জগতের প্রত্যয় সম্ভব নয়। অতএব চেত্যের সম্ভবতা হয় না কি প্রকারে, তাহা আমাকে বলুন। ২৬

বশিষ্ঠ বলিলেন, কারণের সদ্ভাব নাই বলিয়া চেত্যও অসম্ভব হইয়াছে। চেতন ব্রহ্ম নিয়তই মুক্ত এবং অনির্ব্বচনীয়। ২৭

শ্রীরাম বলিলেন,—আত্মা নিয়তই যদি মুক্তস্বভাব হয়, তাহা হইলে এই অহন্তাবাদিই বা কি আর ইহার উদ্ভব কোথা হইতে কি প্রকারেই বা হইয়াছে এবং জাগতিক জ্ঞান বা স্পন্দন প্রভৃতি জ্ঞানই বা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করুন। ২৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—কারণের অভাব বশতঃ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। অতএব চেত্যস্থিতি অকিঞ্চনমাত্র। ২৯

শ্রীরাম বলিলেন,—সেই বাক্যাতীত, নিত্যমুক্ত, স্বয়ং-প্রকাশ, নির্ম্মল ব্রহ্মে ভ্রমই বা কাহার কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করুন। ৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—কারণের অসদ্ভাবহেতু পরব্রহ্মে ভ্রমও বাস্তবিক নাই। 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি সকলই শান্ত; একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মই সত্য।৩১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এরূপ হইলেও আমি যেন ভ্রমবিজড়িত হইতেছি; আপনাকেও বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না; এখনও আমি পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইতেও সমর্থ হই নাই; তবে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? ৩২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! যতক্ষণ তোমার হৃদয়ের সংশয় দূর না হয়, ততক্ষণ ভাল করিয়াই তুমি জিজ্ঞাসা কর। তার পর যখন তোমার সকল সংশয় ছিন্ন হইবে, তখন তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় পরমপদে বিশ্রামলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৩৩

শ্রীরাম বলিলেন,—আপনার সিদ্ধান্ত এই যে, কারণের অসদ্ভাব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্টি নাই, ইহা আমি বুঝিয়াছি; তথাপি এই চেত্য ও চেতন-বিভ্রম কাহার, আমার এই সন্দেহ কিছুতেই দূর হইতেছে না। ৩৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যদিও তুমি এইরূপ বুঝিয়া থাক যে, কারণ ব্যতীত সকলই শান্ত, কুত্রাপি জগদ্‌ভ্রম নাই, তথাপি অনভ্যাস বশতঃ এই জ্ঞান তোমার সুদৃঢ় হইতেছে না; এইজন্য পরমপদে বিশ্রামলাভও তোমার ঘটিতেছে না। ৩৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অভ্যাস হইতেছে না কি জন্য এবং সেই অভ্যাসই বা কোথা হইতে উৎপন্ন? জগদ্‌ভ্রমের কারণও যেখানে বিদ্যমান নাই, সেখানে একটা অভ্যাসরূপ ভ্রান্তিই বা কি জন্য কোথা হইতে আসিল? ৩৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! ব্রহ্ম যে অনন্ত, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম নাই, ইহা স্থির। তথাপি জীবন্মুক্ত যোগী ব্যক্তিগণের যেমন চিন্ময়বোধে সকল পদার্থেই ব্যবহারপ্রবৃত্তি দেখা যায়, সেইরূপ তোমারও অভ্যাসপ্রবৃত্তির অস্তিত্বে দোষ থাকিতে পারে। ৩৭

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া আপনাদের সর্ব্ব-জগদ্-ভ্রম দূর হইয়াছে। তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান এবং পর-কায়প্রবেশ প্রভৃতি দ্বারা অন্যের প্রবোধ উৎপাদন, এই দুইটি বিষয়ের কারণ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। ৩৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! উপদেশ্য উপদেশ, প্রভৃতি নিখিল ব্যবহাররূপ একমাত্র সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মে বিরাজমান আছেন। যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ হইতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহার কোনরূপ ভ্রান্তি নাই, বন্ধন বা মুক্তি তাঁহার তো কিছুই নাই; ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৯

শ্রীরাম বলিলেন,—দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতি ভেদ যখন কিছুতেই সম্ভব নহে, তখন জগৎসত্তা কিরূপে সম্ভব? ৪০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—দেশ-কাল-ক্রিয়া-দ্রব্যাদিতে ভেদজ্ঞানসম্পন্ন অজ্ঞানীদিগের অজ্ঞান জন্য জগৎসত্তা প্রতীয়মান হয়। তদ্‌ভিন্ন কোন সময়েই জগৎসত্তা নাই। ৪১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কারণের অসদ্ভাব বলিয়া দ্বিত্ব বা একত্ব যখন নাই, তখন বোধ্য-বোধকভাবেরও অভাব হইয়া দাঁড়ায়। অতএব তত্ত্ববোধকেই বোধরূপে নির্দ্দেশ করেন কি প্রকারে? বস্তুতঃ বোধ তো আর অকর্ম্মক হইতে পারে না? ৪২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! অবুদ্ধ ব্রহ্মই নিজ অবোধক্ষয়ফলের আশ্রয়রূপে বোধের কর্ম্ম হইয়া থাকেন। ফলতঃ তদ্‌গত যে অজ্ঞানক্ষয়, তাহাই বোধ্য হইয়া থাকে। সেই জন্যই বোধশব্দ সকর্ম্মক হইয়া পড়ে। অবশ্য আমি এখন যাহা বলিতেছি, তা তোমাদের পক্ষেরই কথা; আমাদের পক্ষের কথা স্বতন্ত্র। তাহার কারণ এই যে, আমরা জীবন্মুক্ত বলিয়া আমাদের জ্ঞানই নাই; সুতরাং আমাদের নিকট বোধের কর্ম্মও নাই। ৪৩

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে 'আমাদের পক্ষ' বলিলেন, আপনারা জীবন্মুক্ত হইলেও ইহা দ্বারা আপনাদের একটা অহম্ভাবই প্রকট হইল। এই অহম্ভাবকে অবশ্য অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। সুতরাং স্পষ্টই অনুভব হইতেছে যে, তত্ত্ববোধও অহম্ভাবে পরিণত হয়। আমার সংশয় এই যে, সে সময় তত্ত্ববোধ ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্তা থাকে না; আপনিও অনন্ত নির্ম্মল চিৎস্বরূপ, অথচ আপনাতে এই অহম্ভাবের উদ্ভব কোথা হইতে সম্ভব হইল? ৪৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আমরা বোধরূপী। বায়ুকে যেরূপ স্পন্দ বলা হয়, তদ্রূপ আমাদের বোধকেই আমরা 'অহম্ভাব' বলিয়া ব্যক্ত করি। অজ্ঞ যেরূপ অহঙ্কার-অভিমানে বলিয়া থাকে, সেরূপভাবে আমরা বিবৃত করি না। ৪৫

শ্রীরাম বলিলেন,—অগাধ সমুদ্রমধ্যে তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি কত কি উঠিয়া থাকে, ঐ সকল তরঙ্গ এবং সমুদ্রের জলরাশি যেরূপ একই বস্তু, জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের বোধ্য, বোধ, অহম্ভাব প্রভৃতি কি সেইরূপ একই বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে? ৪৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তুমি যাহা বলিতেছ, উহা তাহাই বটে, অর্থাৎ উহা একই বস্তু। এইপ্রকার সিদ্ধান্তে যদি আস্থা রাখিতে পার, তবে তোমার যে দ্বিত্বাদি-প্রসক্তি হেতু দ্বৈতহানিরূপে দোষের আপত্তি হইয়াছিল, সে আপত্তি আর থাকিবে না। ঐরূপ জ্ঞানকেই দৃঢ় করিয়া লইয়া সেই অনন্ত শান্ত পূর্ণ ব্রহ্মপদে তুমি অবস্থান কর। ৪৭

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! সেই বিশুদ্ধ অদ্বৈতপক্ষে যে বায়ুস্পন্দের ন্যায় 'তুমি' 'আমি' ভাব প্রকট হইয়া থাকে, এ ভাবের কল্পনার কর্ত্তা কে এবং ভোগই বা কে করে? এইরূপ কল্পনা স্বীকার করিলে, আবার সেই অনন্ত জগদ্ভ্রমই বিস্তৃত হয় এবং সেই বন্ধ মোক্ষ-কল্পনাও উপস্থিত হইয়া পড়ে। ৪৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই জ্ঞেয় বস্তুকে সত্যরূপে বুঝিতে পারিলেই আবার সেই বন্ধন-প্রসক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানে বিভোর, তাঁহার কাছে জ্ঞেয় বস্তু সত্য হয় না, তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হইয়া থাকে; তাই তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট অসত্যরূপে অবধারিত হয়। প্রারব্ধ পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সেই জন্য একমাত্র বোধই তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সর্ব্ববস্তুরূপে প্রকট হয়; অতএব তাঁহাদিগের বন্ধমোক্ষ আবার কি? ৪৯

শ্রীরাম বলিলেন,— হে ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞদিগের জ্ঞান সর্ব্ববস্তুরূপে কি প্রকারে প্রতিভাত হইবে? দীপের আলোকে যেরূপ নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের জ্ঞানৈশ্বর্য্য দ্বারা ঘটপটাদিও তদ্রূপ প্রকাশ পায়। অতএব প্রত্যক্ষ-প্রমাণাদি-সিদ্ধ বাহ্য বস্তু তত্ত্বজ্ঞদিগের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সত্যই হইবে, আপনি ইহা কিরূপে অপলাপ করিবেন? ৫০

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কারণ ব্যতীত উৎপন্ন বাহ্যবস্তুরূপ কার্য্যের সত্যতাই হইল ভ্রান্তি; সুতরাং উহা অসত্য। ঐ ভ্রান্তির মূলীভূত যে অজ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞদিগের নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকট উহা অসত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। ৫১

শ্রীরাম বলিলেন,—সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, যখন স্বপ্ন দেখা যায়, তখন তো উহা দুঃখোৎপাদন করে। সেইরূপ এই জগদ্ভ্রম সত্য মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহার দুঃখদানশক্তি কোথায় যাইবে? ইহা দুঃখ দিবে নিশ্চয়ই; সুতরাং যাহা দ্বারা ইহার দুঃখদানশক্তি দূর হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। ৫২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তুমি সত্যই বলিয়াছ, স্বপ্ন ও জগৎ একরূপই বটে; ইহাকে পূর্ব্বাপর-সঙ্গত এক-ঘটনারূপে বিশ্বাস করাই ভুল। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সেই ভ্রম দূর করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের উপশম ঘটিয়া থাকে। ৫৩

শ্রীরাম বলিলেন,—ইহাই যদি হয়, তবে আর কি কল্যাণোদয় হইল? স্বপ্নাদিসময়ে অনুভূত বস্তুপরম্পরার এক-ঘটনারূপে জ্ঞান বা পিণ্ডাকারতার উপশম হয়ই বা কি প্রকারে, তাহা আমাকে বলুন। ৫৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যদি পূর্ব্বাপর বিচার করা যায়, তাহা হইলে বস্তুপরম্পরার পিণ্ডাকারতা-জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ঐরূপ বিচার দ্বারাই স্বপ্নসময়ের দৃশ্য পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। ৫৫

শ্রীরাম বলিলেন,—পূর্ব্বাপর বিচার করিলে যাহার স্থূল জগদ্ভাবনা ক্ষীণ হইয়াছে, সেইপ্রকার জীবন্মুক্ত যোগী ব্যক্তি এই জগৎকে কিরূপভাবে দৃষ্টিগোচর করেন? ৫৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ভাবনা কিংবা বাসনা যাহার ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি এ জগৎকে অসদ্রূপেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার ঐ দর্শন গন্ধর্ব্বনগর কিংবা জলসেক-লুপ্ত আলেখ্যের ন্যায় অসৎরূপেই প্রতিভাত হয়। ৫৭

শ্রীরাম বলিলেন,—বাসনার অবসান এবং বাহ্য পদার্থনিচয়ের পিণ্ডাকার-জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে এবং জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় অসত্যরূপে ধারণা করিতে সমর্থ যোগীর অবস্থা কি প্রকার হইয়া থাকে? ৫৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তাঁহার সঙ্কল্পরূপ জগদ্বিষয়িণী বাসনাও ক্রমশঃ দূর হয়। সে সময় সেই যোগী বাসনাশূন্য হইয়া সত্বর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ৫৯

শ্রীরাম বলিলেন,—বহু জন্মজন্মান্তর হইতে যাহা সুদৃঢ়, অনেকপ্রকার শাখাপল্লবে যাহা সুবিস্তৃত, সেইরূপ সংসারবন্ধনকারী বিষম বাসনার কিরূপে উপশম হয়? ৬০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভ্রান্তিপূর্ণ; ইহা প্রকৃত পরমার্থজ্ঞানলাভে শান্ত হইলে পর প্রারব্ধের অবসান ঘটে, পরে ক্রমশঃ বাসনাক্ষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! যখন এই দৃশ্যচক্র ক্রমশঃ পিণ্ডভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া মিথ্যারূপে অনুভূত হয়, তখন আর অন্য কি হয় এবং সে সময় শান্তিই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ৬২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যোগী ব্যক্তির যখন জাগতিক সত্যতা-ভ্রম উপশমিত হয় এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ চিন্মাত্রে পরিণতি ঘটিয়া থাকে, তখন এই সংসারে তাঁহার আর কিছুমাত্র আস্থা অবশেষ থাকে না। ৬৩

শ্রীরাম বলিলেন,—এই দৃশ্যমান জগৎ বালকের সঙ্কল্পের মতই বিচঞ্চল; ইহাতে আস্থাই বা কি হইতে পারে এবং ইহার উপশান্তিই বা কি? ইহাতে আস্থা-বন্ধনই যদি দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে অস্থির-সঙ্কল্প বালক দুঃখ

অনুভব করে কি নিমিত্ত? বালকের কোন বিষয়েই তো আস্থাপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ৬৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সঙ্কল্পমাত্রেই যাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ধ্বংস হইলে দুঃখ হইবার কারণ কি? বিচার করিয়া দেখিলে তো তাহাতে দুঃখ হইবার কথা নহে। বালকের বিচারাভিজ্ঞতা নাই, এই নিমিত্তই সে দুঃখ ভোগ করে। ইহা জানিবে যে, সঙ্কল্পই চিত্ত; ইহা তুমি নিজেও বিচার করিয়া দেখিতে পার। ৬৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! চিত্ত কি প্রকার এবং কি উপায় দ্বারা তাহার বিচার করিতে পারা যায়? পরন্তু সে বিচারে কি ফললাভ হয়? ৬৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বৎস! চিত্তের চেত্যোন্মুখী ভাবই চিত্ত নামে আখ্যাত, আমি যাহা বলি, যাহা শুনি, এ সকলের নামই চিত্তবিচার; এই বিচার দ্বারাই বাসনাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৬৭

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! চিত্তসত্তায় চিত্তের নিরোধ হইলে চিত্তের যে অচেত্যভাবোন্মুখতা হয়, তাহা কত দিন স্থায়ী হয় এবং চিত্তনির্ব্বাণকারী অচিত্তভাবেরই বা কিরূপে আবির্ভাব ঘটে? ৬৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—চেত্যের সম্ভাবনা একেবারেই নাই; অতএব চিৎ কি জন্য উহা অনুভব করিবেন? চেত্য নাই; অতএব চিত্তও নাই। ৬৯

শ্রীরাম বলিলেন,—যাহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, তাহাকে আপনি কি প্রকারে অসম্ভব বলিলেন? অনুভবের অপলাপ করা কি সঙ্গত? ৭০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—তুমি যে অনুভবের কথা বলিতেছ, সে অনুভব তো অজ্ঞ ব্যক্তির অনুভব। আমাদের মতে অজ্ঞের অনুভূত জগৎ মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞের যাহা অনুভূত বিষয়, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদই পরম সত্য। ৭১

শ্রীরাম বলিলেন,—এই জগৎত্রয় অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কিরূপ? ইহা সত্য নহে কেন? তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই জগদ্‌বিষয়ে যে প্রকার ধারণা করিয়া থাকেন, তাহা কি বাক্য দ্বারা পরিস্ফুট করা সম্ভব নহে? ৭২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যাহা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন প্রকৃত পরিচ্ছেদসম্পন্ন জগৎ, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রতীত হয়। তত্ত্বজ্ঞের নিকট উহা প্রতীত হয় না। তাঁহার ধারণা এই যে, এ জগৎ প্রকৃতপক্ষে উৎপন্নই নহে। ৭৩

শ্রীরাম বলিলেন,—যাহা উৎপন্নই নহে, তাহা তো কখনও সম্ভবই হইতে পারে না। যাহা অসত্য, যাহার প্রকাশ নাই, তাহা অনুভূতিগম্য হইবে কি নিমিত্ত? ৭৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই জগৎ জাগ্রৎকালে স্বপ্নের ন্যায় কারণবিরহিত,

উৎপত্তিহীন এবং সৎ না হইলেও ইহা সর্ব্বদা সমুৎপন্ন, নিয়ত প্রকাশিত এবং সদা কার্য্যকারিরূপে অনুভূত হইতেছে। ৭৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে প্রভো! স্বপ্ন ও কল্পনা এই উভয়ত্র যে দৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা জাগ্রদ্‌বিষয়ের অনুভূতি বশতঃ জাগ্রৎসংস্কারেই হয়, ইহা আমার ধারণা। ৭৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! স্বপ্ন, সঙ্কল্প এবং মনোরাজ্য এই তিন বিষয়ে যে দৃশ্য অনুভূত হয়, তাহা কি জাগ্রৎস্বরূপ কিম্বা অন্য কোন প্রকার? তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্নসময়ে সংস্কারক্রমে যে দৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা কি জাগ্রদবস্থায় প্রথিত যে দৃশ্য, তাহাই অনুভূত হয় অথবা উহা অন্য কোন প্রকার? ৭৭

শ্রীরাম বলিলেন,—স্বপ্ন, কল্পনা, মনোরাজ্য এবং ভ্রান্তি এই সর্ব্বত্রই কি জগদ্ বিখ্যাত অর্থই সংস্কাররূপে প্রতীত হইয়া থাকে? ৭৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সংস্কারক্রমে জাগ্রৎই যদি স্বপ্নরূপে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় তুমি দেখিলে যে, তোমার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে অথচ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলে যে, তাহা ধ্বংস হয় নাই। বলিতে পার, কেন এরূপ হয়? ৭৯

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদ্‌বস্তু নহে। স্বপ্নসময়ে সেই পরব্রহ্মই দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন; যদিও আমি এরূপ বুঝিতেছি, তথাপি আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না। আমার সংশয় এই যে, স্বপ্নকালে পরব্রহ্ম কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য জগদ্‌রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন অথবা জাগ্রতের ন্যায় হন? ৮০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এরূপ নিয়ম অবশ্যই নাই যে, স্বপ্নে পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অপূর্ব্বরূপে প্রতীত হইবেন। তবে ঐ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যথায় অননুভূতপূর্ব্ব বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে, তথায়ই অপূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যয়সিদ্ধ হন, এবং যেখানে অনুভূতপূর্ব্ব বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে, সেইখানেই আর তাঁহাকে অপূর্ব্ব বলিয়া অনুভব করা যায় না। সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ অবধি যেখানে যেরূপ ঐ অনুভবের অভ্যাস হইবে, সেখানে সেইরূপেই উহা প্রতিভাত হইবে। অতএব উহাকে যদি ব্রহ্মরূপে অভ্যাস করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে উহা ব্রহ্মাকারে প্রতিভান পাইবে। ৮১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, জাগ্রৎজগতেরও স্বপ্নরূপে প্রতিভান হয়। তথাপি এই জগদ্‌যক্ষ অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল, ইহা ক্রুদ্ধ দুষ্ট গ্রহের ন্যায় অতীব দুঃখজনক; কি উপায়ে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করুন। ৮২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই সংসাররূপ স্বপ্নের হেতু কি? সংসার-স্বপ্নকে যদি কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে এ কার্য্যের অবশ্যই কোনরূপ কারণ বিদ্যমান। কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন নহে, ইহা তুমি অবগত আছ; সুতরাং বিচার করিয়া দেখ, এই কার্য্যের কারণ কি? ৮৩

শ্রীরাম বলিলেন,—বুঝিছি, চিত্তই স্বপ্নদর্শনের হেতু এবং ঐ চিত্তই বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার-দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ চিত্তই সেই আদ্যন্তবর্জ্জিত ব্রহ্মপদ। ৮৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে বুদ্ধিমন্! যাহা তোমার বুদ্ধিগম্য হইয়াছে, উহাই সত্য; চিত্তই যে মহাচৈতন্য, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, স্বপ্ন প্রভৃতি অন্য কিছুরও সত্তা নাই। ৮৫

শ্রীরাম বলিলেন,—স্বপ্ন প্রভৃতি অন্য কিছুই যে নাই, ইহা বলিবার প্রয়োজন কি? বৃক্ষশাখা প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যেরূপ পৃথক্, সেইরূপ পরব্রহ্ম জগদাদি এবং চিত্ত ও স্বপ্নাদি প্রকৃতপক্ষে এ সমুদয় এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে পৃথক্; এইরূপ যদি বলি, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? ৮৬

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এইরূপ কল্পনা অসম্ভব। কারণ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবে যে, এ জগৎ আদৌ উৎপন্নই নহে, অনুৎপন্ন বস্তুর কল্পনা করিয়া একটা অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিব কি জন্য? অতএব সেই অদ্বিতীয় অজর শান্ত ব্রহ্মই সব। তদতিরিক্ত কোন কিছুরই সত্তা নাই। ৮৭

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—তবে বোধ হয় দ্রষ্টৃত্ব ও ভোক্তৃত্বসমন্বিত এই নিখিল সৃষ্টিপ্রবাহ সেই পরমপদে কাকতালীয়বৎ ভ্রান্তিমাত্র। ৮৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—দেখ, দৃষ্টি ত্রিবিধরূপে কথিত; যথা—অজ্ঞ-সাধারণ-দৃষ্টি, যৌক্তিকদৃষ্টি, এবং তত্ত্ব-দৃষ্টি; এই সকল দৃষ্টির মধ্যে অজ্ঞ-সাধারণ-দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য নহে। যৌক্তিক-দৃষ্টি এবং তত্ত্ব-দৃষ্টিই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইপ্রকার দৃষ্টির মধ্যে রসিক কবিগণের নূতন সূক্ষ্ম দৃষ্টিই যৌক্তিক-দৃষ্টি, এবং তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের পরমার্থবিষয়িণী দৃষ্টি হইল তত্ত্বদৃষ্টি; এই দুইপ্রকার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আমি তোমাকে এত দিন এই সমুদয় বিশ্ববৃত্তান্ত বলিয়া আসিলাম। ৮৯

নবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

একনবত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন—হে মহর্ষে ! যদি এই জগৎ এরূপে পরমাত্মময়ই হয়, তবে সর্ব্বদাই তো ইহা সর্ব্বভাবস্বরূপ ; কাজেই ইহার অস্তও নাই, উদয়ও নাই ; যৌক্তিক দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে বোধ হয়, ভ্রান্তিই জগদ্-রূপে প্রতীত হইতেছে ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা তাহা বোধ হয় না ; সে দৃষ্টিতে মাত্র ব্রহ্মসত্তাই প্রতিভাসিত, এইরূপই মনে হয়। ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই ব্রহ্ম আপনাতে আপনিই বিকাশিত হন। তাঁহার এই বিকাশ কাকতালীয়বৎই হইয়া থাকে। ঐ বিকাশ দ্বারা তিনি অনির্ব্বচনীয় বিদ্যাসম্পদে জীবভাবাপন্ন হইয়া আপনাকেই জগদ্রূপে অনুভব করেন। ৩

শ্রীরাম বলিলেন,—হে প্রভো! অবলম্বন ব্যতীত দীপ-জ্যোতির বিকাশ সম্ভব কি ? উহা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চিদাত্মার সত্তা-সম্ভাবনার অভাব একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার। ৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম ! ইহা প্রথমতঃ বিস্ময়জনক মনে হইলেও তুমি যদি ভালরূপে বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে যে, কিছুই অসম্ভব নহে। যখন অন্ধকারের উদয় হয়, তখন সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ যেমন স্বয়ংই আপনাতেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ ঐ চিৎপ্রভা স্বয়ংই প্রকাশমান। ভিত্তিরূপ অবলম্বনে সূর্য্যাদির জ্যোতি প্রকাশিত হয়, এইরূপ মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা যথার্থ নহে ; উহা অবলম্বন ব্যতীতই প্রকাশ পায়। যেরূপ ভিত্তি প্রভৃতির সহিত সংযোগ ঘটিবার পূর্ব্বেও আকাশে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমে অথবা মহাপ্রলয়ের পর বক্তা-শ্রোতা আত্মা বিষয়বর্জ্জিত ; তাঁহাকে এইপ্রকারেই দেখিবে। প্রকৃতপক্ষে দ্রষ্টা দৃশ্য কিছুই নাই ; মাত্র সেই অনাময় ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন এবং এই ব্রহ্মচৈতন্যের জ্যোতিঃ আপনা হইতেই প্রতিভাসমান। ৫-৭

স্বপ্ন প্রভৃতি ব্যাপারে চিৎপ্রভাই যেরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে পরিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সেই ব্রহ্মচৈতন্যপ্রভাই দ্রষ্টৃদৃশ্যরূপে স্বয়ংই প্রকাশমান। অতএব সৃষ্টির প্রথমেও চিৎ প্রতিভাত হন। তাহার পর তিনিই সৃষ্টিস্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন। চৈতন্য স্বয়ম্প্রকাশ ; তিনি সৃষ্টিসময়ে আপনিই প্রকাশ্য ও প্রকাশরূপে প্রকাশমান হন। তৎকালে চিৎ স্বয়ংই চেত্তা, চেতয়িতা ও চেতনাকারে সৃষ্টিরূপে প্রতিভান পাইয়া থাকেন। আপনা হইতে প্রতিভাত হওয়াই চিতের স্বভাব। স্বপ্ন বা সঙ্কল্পনগর প্রভৃতিতে ইহা স্পষ্টই অনুভূত

হয়। প্রথম উদয় হইতে চিৎপ্রভা ঐরূপেই প্রকাশিত হয়। আকাশরূপিণী চিৎ আকাশেই প্রভাম্বিত হইতেছেন ; ইহারই নাম এই জগৎপ্রতিভা। এতদতিরিক্ত এ জগৎ অন্য কিছুই নহে। চিতের সৃষ্টিরূপে বিকাশই সৃষ্টি ; তাঁহার ঐরূপ বিকাশের আদি, অন্ত প্রভৃতি কিছুই নাই ; উহা আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ৮-১১

যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারাই উহাকে বিস্ময়জনক বলিয়া মনে করিয়া থাকে, আমাদিগের কিন্তু এ বিষয়ে একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়াছে। যখন ভাস্য ও ভাসক জ্ঞান রূঢ় হয়, তখন তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে সত্বরই উহা বিদূরিত হয় ; সৃষ্টির আদিম অবস্থায় ভাস্য বা ভাসকের সত্তা ছিল না। তমসাবৃতা রজনীতে স্থাণুতে যেরূপ পুরুষভ্রম জন্মে, সেইরূপ আত্মায় দ্বৈতভান হয় বলিয়া চিত্তেও দ্বৈতভানের উদ্ভব হয়। ফললাভের সময় কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাস্য, ভাসক এবং দ্বৈত কারণের অসদ্ভাব বলিয়া কিছুই নাই। মাত্র সেই চিদাকাশ ; বলিতে পার কি, তাহাতে দ্বৈতভানের প্রকৃত কারণ কি আছে? বাহ্যবস্তুরূপে সৃষ্টির অস্তিত্ব একেবারেই নাই ; ইহা চিতেরই এইপ্রকার প্রকাশভাব। ১২-১৬

জাগ্রৎ, স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তি, এই তিনের কোনটিকে কোনরূপেই জগদ্‌ভ্রম বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে ইহার সত্তাই নাই। দৃশ্যমাত্রই অসম্ভব ; একমাত্র সেই ব্রহ্মই প্রতিভান পাইয়া থাকেন। এইপ্রকারেই সৃষ্টির পূর্ব্বে চিদাকাশের বিকাশ। চিৎ স্বীয় অবয়বকেই জগৎরূপ বলিয়া বিদিত হন। বাস্তবিক তাহা জগৎ নহে ; সৃষ্টির পূর্ব্বে মাত্র সেই চিদাকাশেরই সত্তা বিদ্যমান। এই যে জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে, ইহা আকাশেরই ন্যায় শূন্যপ্রায়। আমার এইরূপ উপদেশ অনুসারে সেই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমশঃ ইহা যখন স্থিরভাবে বিনা ক্লেশে অনুভব করিতে পারিবে, তখন পাষাণের ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বিকল্পরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইতে তুমি সমর্থ হইবে। মূর্খ অজ্ঞান ব্যক্তি পুনঃপুনঃ উপভোগ করিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইলে যাহা পরিত্যাগ করে, মন্দ ব্যক্তির পরামর্শানুসারে সেইরূপ বাহ্য বিষয়নিচয় গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ১৭-২১

একনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিনবত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এত দিন আমি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, নিরন্তর এই অসীম সংসার-গগনে পরিভ্রমণ করিয়াছি। এখন সেই আত্মতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি আর এ জগদ্ভ্রমে নিপতিত হইতেছি না; এই ভ্রম পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও কখন হইবে না। মৎসকাশে এখন সকলই শান্ত; একমাত্র নিরালম্ব বিজ্ঞানপদই অবশেষ রহিয়াছে। যাহাতে রঞ্জনা নাই—কল্পনাও নাই, এরূপ অসীম চিদাকাশই মাত্র পরিশেষে অবস্থিত। আশ্চর্য্য! বুঝিতে পারি নাই বলিয়া, এই পরমাকাশকেই আমি সংসাররূপে দেখিতেছিলাম ।১-৪। নিত্য নির্ম্মল পরমাকাশই এত দিন আমার নিকট অমলিনরূপে এই দ্বৈত, এই পর্ব্বতনিচয়, এই লোকসমূহ, এইরূপ ভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল। সৃষ্টি, পরলোক এবং স্বপ্ন—সর্ব্বত্র সেই একমাত্র চিৎই চেত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রকৃত দৃশ্যবুদ্ধি কিরূপে জন্মিবে? পুরুষের যদি এইপ্রকার বুদ্ধির উদয় হয় যে, আমি স্বর্গে অথবা নরকে অবস্থান করিতেছি, তবেই সে স্বর্গবাসজন্য সুখ এবং নরকবাসজন্য দুঃখ উপলব্ধি করে। কারণ, যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ, সে সমুদয়ই জ্ঞানময়; জ্ঞান যেরূপ হইবে, দৃশ্যও তদনুরূপই হইবে, দৃশ্য, জগৎ নাই—কেহ নাই, কিছুই নাই। যে কিছু জাগ্রৎ-স্বপ্নসিদ্ধ দেখা যাইতেছে, সে সমুদয়ই অসৎ। হে ব্রহ্মন্! বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই ভ্রান্তি কি এবং কোথা হইতে ইহার উদ্ভব। তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বই অনুভূত হইবে না। ইহা বুঝা যাইবে যে, ভ্রান্তি কোথাও নাই।৫-৯

এই যাহা কিছু দৃশ্যপ্রপঞ্চ, বিচার দ্বারা সেই সকল অনুপপন্ন হইবে। সেই নির্ব্বিকার পরাৎপর পরমপদে, ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভব। এই ভ্রান্তি-জ্ঞানও জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যাহার আদি, অন্তরাল কিম্বা অন্ত নাই, সেই আকাশে, পর্ব্বতাভ্যন্তরে বা নির্ব্বিকার পরমপদে অন্যরূপ কল্পনার আবির্ভাব কোথা হইতেই বা হইতে পারে? স্বপ্নকালে যেরূপ নিজ মৃত্যু অনুভূত হয়, তদ্রূপ ভ্রমের অনুভব একেবারেই মিথ্যা; পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে সমুদয়ই শান্ত হয়। বিচার করিয়া দেখিলে, মরীচিকাবারি, গন্ধর্ব্বনগর, চক্ষুরোগপ্রতীত চন্দ্রদ্বয় এবং অবিদ্যাভ্রম—ইহাদের অস্তিত্বই মিলিবে না। বালকের যেরূপ বেতালভ্রম, সেইরূপ এই জগদ্ভ্রম জাগ্রৎ-সময়ে দৃষ্ট হইলেও ইহা সত্য হইতে পারে না। বিচার না করার জন্যই এই ভ্রম সত্যরূপে রূঢ়

হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি বিচারদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে সবই শান্ত হইয়া থাকে। ১০-১৪। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! এই ভ্রমোৎপত্তির হেতু কি, এরূপ প্রশ্ন আর সঙ্গত নহে। কারণ, প্রশ্নের প্রয়োজন বিচারের জন্য; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। এই ভ্রমের মূল কারণ অজ্ঞানও বিচার্য্য নহে; কারণ, উহা অসৎ। অসৎ বা অসত্য বস্তু বিচার দ্বারা লাভ করা যায় না, সৎ বা সত্যই বিচার দ্বারা নির্ণীত হয়। ১৫

জগতের মূলীভূত সেই অজ্ঞান যে অসৎ, তাহা প্রমাণ-মূলক বিচারে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই অজ্ঞানের অনুভব ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? বিচার দ্বারা যাহার অবিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আকাশকুসুম ও শশশৃঙ্গের সদৃশ অজ্ঞান কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? চারিদিকে নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিলেও যাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেই বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অজ্ঞানের আবার অস্তিত্ব কি? অতএব ভ্রান্তির কখনই কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। ১৬-১৮ সেই নিরাবরণ বিজ্ঞানঘন অনন্ত আত্মাই মাত্র বিরাজমান। আজ আমি জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই নিরতিশয় আনন্দ-ঘন পরব্রহ্মে মাত্র পূর্ণব্রহ্মই বিদ্যমান। এই ব্রহ্মে অন্য কিছুই কখনই প্রতিবিম্বিত হয় না; সেই শান্ত নির্ম্মল শুদ্ধ ব্রহ্মই এই জগদ্রূপে অবস্থান করিতেছেন। আমি এখন অন্যের আহার্য্য, সুধীগণ-সেব্য এবং অনাময় শুদ্ধ অদ্বিতীয় সর্ব্বদা প্রকাশমান সেই পরব্রহ্ম হইয়াছি। আমার অহম্ভাব আর নাই, উহা বিদূরিত হইয়াছে। ১৯-২২।

দ্বিনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিনবত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—দেবগণ ও ঋষিগণের কেহই সেই আদি-মধ্যান্ত-বর্জ্জিত পরমপদ অবগত নহেন; কিন্তু আজ আমি সেই পদ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আর জগৎ নাই—কিছুই নাই; সকলই চলিয়া গিয়াছে। এখন দ্বৈতাদ্বৈত-ভেদ লইয়া বাদ-বিতর্কের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। সেই অনাময়, অনাদি ও শান্তিময়ের রূপ আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কেশকলাপ ও গন্ধর্ব্বনগরাদি যেমন আকাশে ভান পাইয়া থাকে,

সেইরূপ চিদাকাশে এই সুবিশাল ত্রিজগদাকাশের ভানও অবিকল হইতেছে। যেমন আকাশে আকাশত্ব, পাষাণে পাষাণত্ব এবং জলে জলত্ব—সেই চিদাকাশে জগত্ত্বও তদ্রূপই। অহম্ভাব প্রভৃতি সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ দিগন্ত অনন্তব্যাপী হইলেও উহাকে মহাচৈতন্যের অন্তরালবর্ত্তিরূপে বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য। উহা অসংখ্যেয়রূপে বিস্তীর্ণ হইলেও ইহা শূন্যাকারে সমুদিত আকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ১-৫। উদয়সীমারহিত পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেই জীবের সংসাররূপ পিশাচ উপশম প্রাপ্ত হয়। সে সময় ব্যবহারপরায়ণ জীব জড় হইলেও অজড় হয়। তখন জলে জলতরঙ্গের ন্যায় সকল ভেদজ্ঞানই দূরীভূত হইয়া যায়। ত্রিতাপসম্পাদক অজ্ঞান-সূর্য্য অস্তগত হইলে, তাহার সহিত সংসার-রূপ দিবারও অবসান ঘটে এবং মোক্ষ-সুখ লাভ করত বিশ্রামরূপ রাত্রির সহিত মিলিত হয়। জীব যখন পরমতত্ত্ব লাভ করে, তখন ভাবাভাব, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত হইলেও সে থাকে না। তখন তাহার মনে হয়, অবিদ্যাই ভ্রান্তি; সুখ-দুঃখ বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব নাই। বিদ্যা অথবা অবিদ্যা দ্বারা যে সুখ অধিগত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা সুখ নহে—দুঃখ। একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মকেই সুখস্বরূপ বলা যায়। ৬-১০

সেই নির্ম্মল সৎ ব্রহ্মই আমার এখন অধিগত হইয়াছে। এখন আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, আমরা যাহা অবগত নহি, ব্রহ্মেতর সেরূপ পদার্থ কিছুই নাই। আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি; আমার সকল কুদৃষ্টি দূর হইয়াছে। এই ত্রিলোককে শান্ত দ্বৈতরূপ বৈষম্য-বর্জ্জিত আকাশরূপেই আমি এখন দেখিতেছি। যে সময় হইতে আমার সম্যক্ প্রবোধোদয় হইয়াছে, তখন হইতেই মৎসকাশে এ জগৎ মাত্র ব্রহ্মরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। যত দিন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করি নাই, তত দিন অন্যরূপে আমি অবস্থিত ছিলাম; এখন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি; তাই 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপে আমার প্রতিবোধ জন্মিয়াছে। এক আকাশই যেরূপ শূন্যত্ব, নীলত্ব এবং একত্বরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ এক সেই অজর ব্রহ্মই আমার নিকট জ্ঞান ও অজ্ঞানাদি নিখিলরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। অথচ ইহাতে ইহার স্বরূপাতিরিক্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিকাশ কিছুমাত্র নাই। আমি এখন নির্ব্বাণস্বরূপ লাভ করায় শঙ্কা-হীন ও নিরীহ হইয়াছি; এইরূপে আমি পরম সুখে অবস্থান করিতেছি। ১১-১২। এখন যথাবস্থিত নিত্য অনন্তরূপে অবস্থিত আছি এবং প্রবুদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং এখন আর আমার ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার প্রতিবন্ধক কি? আমি সর্ব্বদাই সর্ব্বস্বরূপ; কিংবা আমি অত্যন্ত শান্ত, আমাতে কিছুই বিদ্যমান নাই। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই এখন আমার অবস্থিতি। অথবা কুত্রাপি আমার

বিদ্যমানতা নাই। অহো! সেই নির্ব্বাণ-নামধেয় বিস্ময়জনক শান্তি আমি লাভ করিয়াছি। এখন যাহা আমার প্রাপ্য, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি : যাহা অপরে লাভ করিতে পারে নাই, তাহাও আমার অধিগত হইয়াছে। যে সকল বাহ্য পদার্থ আছে, মৎসকাশ হইতে তাহা বহুদূরে নীত হইয়াছে। যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানের অস্ত বা উদয় নাই, তাহাই আমার আয়ত্ত হইয়াছে। ১৩-১৭

ত্রিনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্নবত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—সেই স্বপ্রকাশ চিদাত্মা যখন নিখিল জীবের নিখিল মনোবৃত্তিতে যেরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন স্বয়ংই তাহা সেইভাবেই তাঁহার অনুভূত হয়। অসীম ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ব্রহ্মস্বভাবেই সম্মিলিত আছে। নানাপ্রকার রত্নকিরণ যেরূপ একটি গৃহের ভিতর অসঙ্কীর্ণভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা সেই পরব্রহ্মে অসঙ্কীর্ণভাবেই বিদ্যমান। এই জগৎপুঞ্জ সেই পরমাত্মায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে অবাধে প্রবেশ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রদীপবৎ প্রজ্বলিত বিবিধ সৃষ্টির অন্তরালে কোন দৃষ্টিতে জীবসমূহের অনুভব পরস্পর তুল্য এবং কখন কোথাও বা তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। সমুদ্রজলের প্রতি জলবিন্দুতে যেরূপ রসসঞ্চার বিদ্যমান, তদ্রূপ প্রতি সৃষ্টির প্রতি পরমাণুতেই আবার অন্য সৃষ্টি অবস্থিত। ১-৪। জলপরমাণুর ভিতরে যেরূপ রস বিদ্যমান, তদ্রূপ চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের সর্ব্ব-অবয়বে কত যে সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। ব্রহ্ম ও সৃষ্টিতে শব্দভেদমাত্র বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এতদুভয়ের কোন ভেদই নাই। এই জগতের মূলীভূত ব্রহ্মের অস্ত বা উদয় কিছুই নাই। সূর্য্যকিরণ ঘটপটাদি প্রকাশ করিলেও, সে যেরূপ তাহার প্রকৃত কর্ত্তা নহে, তদ্রূপ সেই চিৎও অদ্বয় জ্ঞেয়ভাবের সৃষ্টি করিলেও তাহার কর্ত্তা নহেন। যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে নিখিল ভাবের বাধ হওয়ায় স্বয়ং পরব্রহ্ম দেহ প্রভৃতির প্রতি তাদাত্ম্যাধ্যাস হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার নির্ম্মলস্বরূপ অবশেষই সমাধান বা নির্ব্বাণ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ অবশিষ্ট কি প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ পরম পুরুষার্থ হওয়া সম্ভব? পুরুষার্থ হইতেছে, অনুভূয়মান পদার্থ; যাহা অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে, তাহার আবার

পুরুষার্থ সম্ভব কি ? এরূপ স্বীকার করিলে বলিতে হয়, যাহাকে পরমপুরুষার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, পরমসাক্ষাৎকারবৃত্তিবুদ্ধিতে সেই বোধ বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, সাক্ষাৎকারবৃত্তিই জড় এবং সেই জড়ের বোধশক্তি নাই। আরও, বোধ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হওয়া সম্ভব নহে। বন্দিগণ যেরূপ নিদ্রিত রাজার প্রবোধন করে, সেইরূপ ঐ বোধ পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ না করিবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বোধের বুদ্ধি নাই ; অতএব সে কি প্রকারে সেই পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবে ? আমরা যাঁহাকে পরমপুরুষার্থ পরমাত্মা বলি, তিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ ; সুতরাং বোধের কর্ম্ম হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, তিনি ক্রিয়াহীন এবং নির্ব্বিকার ; তিনি স্বয়ংই বোধস্বরূপ ; তিনি অবিদ্যা কর্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত হইলেও ঐ অবিদ্যা যখন দূরীভূত হয়, তখন প্রবুদ্ধ হইয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যোত্তাপের ন্যায় আপনিই প্রকাশিত হন। ৫-১২

তাঁহার সেই নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তিই পরমপুরুষার্থ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মফলে যাঁহারা বিতৃষ্ণ ও ইচ্ছাশূন্য হইয়াছেন, নির্ব্বাণ স্বয়ংই তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকে। যিনি প্রবোধপ্রাপ্তির পর ধ্যানমগ্ন হইয়া কেবলীভাবে অবস্থিত হন, তাঁহার কিছুতেই আগ্রহ থাকে না ; অথবা তিনি কোন কিছুতেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন না। তাঁহার মানসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও বহির্ব্বিষয়ে আসক্তি থাকে না, তাই যেন তাঁহার মন ক্রিয়া-বর্জ্জিত ; কাজেই দীপের ন্যায় প্রকাশ পাইলেও তিনি প্রকাশক্রিয়া-শূন্য। তিনি যে অবস্থাতেই অবস্থান করুন, সর্ব্বসময়ে তাঁহার সেই একই ভাব। ১৩-১৫

তিনি প্রবুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বরূপ হইয়া থাকেন এবং সমাধিকালে পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। সৃষ্টিরূপে অথবা অসৃষ্টিরূপে যেরূপেই তিনি অবস্থিত হউন, তাঁহার সত্য-চিৎস্বরূপতাই সর্ব্বত্র সমুদ্দীপিত। যিনি ব্যুত্থিত হইলেও সমাধিসমাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র অদ্বয় সত্যজ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করত সমাধি ও ব্যুত্থানকে একই ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। একমাত্র শূন্যতা ব্যতীত আকাশের যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠা ভিন্ন এই জাগতিক সকল বস্তুরও অন্য কোন সত্তাই নাই। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, একমাত্র অসীমবোধরূপতাই তাঁহাদের প্রকাশমান। সেই বোধরূপতাও পূর্ণরূপে পরিণত হইয়া অনির্ব্বচনীয় হয়। সেইরূপ বোধরূপে বিশ্রান্তি লাভ করায়, মাত্র সেই পরমসত্তারই অবশেষ হয়, কিংবা সে সত্তাও থাকা সম্ভব নয়। যাঁহাদের পূর্ণ শান্তিলাভ হইয়াছে, তাঁহাদের সত্তা অবিনশ্বর।

যাহা 'তত্বমসি' বাক্যের শুদ্ধ 'তৎ'পদার্থ, তাহাই হইতেছে বোধের সত্তা 'আছে' 'প্রকাশ পাইতেছে' এই প্রকারে সকলেরই সত্তানুভব হয়। অতএব সেই যে অনুভব, তাহাও সত্তাবোধ-কর। সর্ব্ববিধ পরিশুদ্ধরূপে একমাত্র সেই অব্যয় শান্ত ব্রহ্মই বিদ্যমান।১৬-২১। নির্ম্মল শীতল বোধরূপ নির্ব্বাণলাভের কামনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি, মহেশ্বরও সর্ব্বদা সেই সত্তাই ইচ্ছা করেন। তাঁহাদেরই যখন এই ইচ্ছা, তখন অন্য লোকের কথায় আশ্চর্য্য কি? সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যই সর্ব্বদা সকলের বাঞ্ছনীয়; তিনি সকল দেশে সকল বস্তু-রূপে প্রকাশিত হইয়া সকলসময়েই প্রকাশমান। মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ চৈতন্যের ধ্বংস নাই। সংসার অতিশয় প্রতপ্ত, নির্ব্বাণ অতীব শীতল; এখন আমার নিকট অতি শীতলই বর্ত্তমান; যাহা অতি প্রতপ্ত, তাহার আর অস্তিত্বই নাই। ক্ষোদিত না হইয়াই শিলার অভ্যন্তরে শালভঞ্জিকা যেরূপ যদৃচ্ছরূপে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অপরিচ্ছিন্ন এবং অখণ্ডরূপে অবস্থান করিয়া সেই ব্রহ্মই এই জগদ্রূপে প্রভাসিত হইতেছেন। অকম্পিত জলপ্রবাহে যেরূপ বায়ু দ্বারা তরঙ্গভঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ পঞ্চকোষস্থ মহাচৈতন্য আপনা হইতেই চেত্যরূপে স্ফুরিত হন। এই জীবসমূহ পরমার্থ সৎপদার্থের কৃত্রিম বেশধারী এবং পরিচ্ছিন্নরূপে বিরাজমান; ইহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া জড়সদৃশ। এই সংখ্যাতীত জীবসকল স্বীয় আত্মাকে যে ভাবে ভাবনা করিয়া থাকে, আত্মাও তাহাদের ভোগ বা মোক্ষপ্রযত্নে সেই ভাবেই চিরদিনের জন্য পরিদৃশ্যমান হন। ২২-২৮

স্বপ্নে বন্ধুর মৃত্যুদর্শন হইলে তাহার সত্যত্বভাবনা দ্বারা যেরূপ শোকের উদয় হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর উহা মিথ্যা-জ্ঞান হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ তত্বজ্ঞানের দৃশ্য-বিষয়ে মিথ্যা বুদ্ধি হইলে, তাহার জন্য আর শোক, হর্ষ প্রভৃতি কিছুই হয় না। এই দৃশ্যমান সুন্দর দৃশ্যবস্তুই শান্ত শিব; যখন অন্তরে এই-প্রকার ভাবনা উদিত হয়,তখন ভ্রান্তি কি জন্য? প্রবুদ্ধ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে যেমন কোন আস্থা থাকে না, সেইরূপ তত্বজ্ঞানলাভ হইলে আর এই ভৌতিক দেহ-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহের প্রাবল্য থাকিবার কথা নহে; অধিকন্তু তাহার প্রতি বিতৃষ্ণাই ঘটিয়া থাকে। বিতৃষ্ণ হইলে বোধ বৃদ্ধি পায়, এবং বোধবৃদ্ধি হইলে বিতৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বোধ এবং বিতৃষ্ণা, এই দুইটি ভিত্তি ও দীপপ্রভার ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, বোধের প্রাবল্য যে দিকে, তাহা সেই দিকেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যদি স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি বাড়াইতে থাক, তবে ঐ আসক্তি বাড়িয়াই চলিবে; পক্ষান্তরে, বিতৃষ্ণায় যদি আগ্রহ বাড়ে, তবে তাহাই বাড়িতে থাকিবে; আবার জড় বস্তুর প্রতি আগ্রহ হইলে তাহাই বৃদ্ধি পাইবে। সেই বোধই প্রকৃত বোধ, যাহা বিতৃষ্ণা

উদ্রিক্ত করে; স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি জন্মাইতে না দেয়। সাংসারিক ব্যাপারে যাহার বিতৃষ্ণা জন্মে নাই, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খমধ্যে পরিগণিত। ২৯-৩৪

বিতৃষ্ণা এবং বোধ, এই উভয় পদার্থ যদি পরস্পর বাড়িতে থাকে, তবে তাহা যে অঙ্কিত অলীক অগ্নির ন্যায় কার্য্যকর হয় না, এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, বোধ ও বিতৃষ্ণা যদি চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাই মোক্ষ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই বোধ এবং বিতৃষ্ণার শেষ সীমারূপ অসীম পরমপদে অবস্থান করিতে পারিলেই আর শোক করিতে হয় না। এখন আমি যথায় যাইবার যাইয়াছি, যৎকর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি, দ্রষ্টব্য বস্তু সকলও দেখিয়াছি, আমি এখন সেই শান্ত মঙ্গলময় ব্রহ্মপদেই অবস্থিত রহিয়াছি, এখন আমি তৃষ্ণাশূন্য নিরহঙ্কার আত্মারাম হইয়াছি, এখন আমার অবস্থিতি সর্ব্ব-সঙ্কল্পবিরহিত এবং আকাশের ন্যায় অমলিন। ৩৫-৩৮। লৌহ-পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া সিংহ যেরূপ বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ অসংখ্য লোকের মধ্যে অতি অল্পলোকই বাসনার বিষম জাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। বাসনার জাল ছিন্ন এবং বিমল জ্ঞানপ্রভা লাভ করিতে পারিলে অন্তর প্রকাশময় হয়, তখন শরৎকালীন শিশিরবিন্দুর ন্যায় সত্বরই উপশান্ত হইতে পারা যায়। যিনি নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন এবং সর্ব্বসঙ্কল্পমুক্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সঙ্কল্পাতীতমনে বায়ুর ন্যায় ব্যবহারজ্ঞ হইয়া থাকিতেও পারেন, অথবা না-ও পারেন। সমুদয় পদার্থকে একমাত্র পরমতত্ত্বজ্ঞান করিয়া, তদ্ভিন্ন সকলই ভ্রম, এই নিশ্চয়বশে আকাশবৎ যে অবস্থিতি, তাহাই বাসনা-বিহীন অবস্থিতিরূপে কথিত হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়াছে, বাসনাশূন্য ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সে সমুদয় একমাত্র ব্রহ্মই, যাহার এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেইরূপ স্থিরনির্ব্বাণমতি ব্যক্তিই অনন্ত-মোক্ষাখ্য শান্তি অধিগত করিতে সমর্থ হন ৩৯-৪৩

চতুর্নবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চনবত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রঘুবংশপ্রদীপ! আজ তুমি সম্যক্ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। উপদেশদানে তুমি এরূপ শিক্ষিত হইয়াছ যে, সেই উপদেশ শ্রবণ করিলে অজ্ঞানীরও জ্ঞান জন্মে, পাপনাশ হয়। আর যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহারা ইহা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। তুমি প্রকৃতই বুঝিতে পারিয়াছ, এ জগৎ অসৎই; যদি সঙ্কল্পধ্বংস হয়, তবেই ইহার শান্তি হয়। এই শান্তিই নির্ব্বাণ নামে কথিত; আবার এই নির্ব্বাণই পরমার্থ আখ্যায় নির্দ্ধারিত। স্পন্দ এবং অস্পন্দ এই উভয়ই যেমন বায়ুর রূপ, সেইপ্রকার কল্পনা এবং অকল্পনা এই দুইটি ব্রহ্মেরই রূপ। তাৎপর্য্য এই—বন্ধ এবং মোক্ষ এই দুই পদার্থ যথাক্রমে অপ্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র, উহা অন্যের নহে; আবার উহাতে দ্বৈতাদ্বৈতভাবও কিছুমাত্র নাই। ১-৩। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ও সমাধি, এই দুই অবস্থায় পাষাণের ন্যায় নিশ্চলরূপে অবস্থানই নির্ম্মল মুক্তি নামে অভিহিত। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমরা এই পাপনাশক পরমপদে অবস্থান করিয়া সমাধি ও ব্যবহার এই উভয় দশাতেই একইরূপে অবস্থিত আছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতারা ব্যবহারাবস্থায় থাকিয়াও নিরন্তর প্রবুদ্ধ ও শান্তভাবে এই পরমপদেই অবস্থিত আছেন। হে রাম! তুমি পাষাণোদরের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দভাবে অবস্থান কর এবং প্রবোধ লাভ করত আমাদিগের গম্য সেই অনাময় পদ অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্তভাবে বিরাজমান হও। ৪-৭

শ্রীরাম বলিলেন,—আমি বুঝিয়াছি, যেরূপে পরব্রহ্মে এ জগৎ প্রতিভাসিত, তদ্রূপ অসৎ, অনুৎপন্ন, অনারম্ভ ও নিরবয়ব; বস্তুতঃ পরব্রহ্ম হইতে এ জগৎ পৃথক্রূপেই অবস্থিত। মরীচিকার বারি, তরঙ্গাকারে পরিণত জল, স্বর্ণে কটকাদি এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট বা সঙ্কল্প-কল্পিত পর্ব্বতাদি যেরূপ, আমার নিকট ইহা সেইরূপেই প্রতীয়মান। ৮-৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! প্রকৃতই যদি তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে এখন আমার সন্দেহভঞ্জনের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সন্দেহ দূর কর। ইহার দ্বারা তোমারও বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই যে জগৎ নামক আভাস, ইহা সকলের উপর দীপ্তি পাইতেছে; সর্ব্বদা সকলেই ইহা অনুভব করিতেছে। অতএব ইহার যে সত্তা নাই, কি প্রকারে ইহা বলা যাইতে পারে? ১০-১১

শ্রীরাম বলিলেন,—ইহা যখন পূর্ব্ব হইতেই অনুৎপন্ন, তখন এ জগৎ বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় একেবারেই অলীক। ইহার সত্তা অনুসন্ধান করিলে একমাত্র কল্পনা অথবা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা হইতে এই জগদ্ভ্রমের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, এরূপ কারণই বা ইহার কি হইতে পারে? আবার কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি কোনরূপেই সম্ভব নহে। ব্রহ্ম অজর, বিকারহীন, তাঁহার কারণ নির্ণীত হয় না; অতএব প্রকৃতপক্ষে এ জগতের কারণ কিছুই নাই। যদি আপনি বলেন, নির্ব্বিকার ব্রহ্মই এই সকল প্রপঞ্চের কারণস্বরূপে অবস্থিত হইয়া মায়াবশে জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন, কিন্তু এই কথায় জগৎশব্দের প্রকৃত অর্থ থাকে না। জগৎশব্দের অর্থ মিথ্যা হইয়া পড়ে, অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মই সত্য হইয়া দাঁড়ান। অতএব সেই আখ্যাহীন পরমপদে প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ-নামক আংশিক চৈতন্য ক্ষণ অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধকাল বিবর্ত্তরূপে অবস্থিতির পর যেন আতিবাহিক-দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি জগদ্ভ্রান্তির কারণ হন। ১২-১৬। স্বপ্নসময়ে আপনি মুহূর্ত্তমাত্রকে বৎসর জ্ঞান করেন, এইপ্রকার তিনিও মুহূর্ত্তকে বৎসর জ্ঞান করেন। কাকতালীয়বৎ তাহাতেও তিনি চন্দ্রসূর্য্যাদি দর্শন করেন। সেই সঙ্কল্পস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ-সদৃশ আকাশেই দেশ-কাল-ক্রিয়া-পূর্ণ জগৎ আপনা হইতে প্রতিভাত হয়। এইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব-নির্ণয় হইলে, সেই মিথ্যাময় পুরুষ মিথ্যা-ভূত সংসারসৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে করিতে পরিবর্ত্তিত হন। ১৭-১৯

তিনি নিজ-কল্পিত জগতের অবকাশে ব্যষ্টিভূত জীবরূপে পাপের ফলে কখন উচ্চ হইতে নিম্নে গমন করেন, আবার কখন বা পুণ্যপ্রভাবে নিম্ন হইতে উচ্চে উঠেন। এইরূপে তিনি অনন্ত পদ-বস্তু-ভ্রমরূপ কল্পনায় বিজড়িত হন। তাঁহার ঐ সঙ্কল্প, কাকতালীয়বৎ পূর্ব্বেও যেরূপ হইয়াছিল, পরেও ঠিক তদনুরূপ হইতেছে। ফলতঃ এ জগৎ মিথ্যা, পাষাণময়ী স্ত্রীর নিজ-স্বামী বন্ধ্যা-পুত্রের দুঃখে আকাশে চুণ লেপিতেছে, এই সকল বাক্যপ্রবন্ধের অর্থ যেমন অসত্য, এই জগতের অসত্যত্বও ঠিক তদ্রূপ। যদি বলেন, এ জগৎ সত্যই, ইহার অসত্যত্ব হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, এ জগৎ সত্যই নহে, মিথ্যাও নহে, পরন্তু অজ ব্রহ্ম। আরও, এ জগৎ আকাশকোষের ন্যায় নির্ম্মল এবং পাষাণোদর-সদৃশ ঘন, নিশ্চল শান্ত ও অক্ষয় ব্রহ্মই। চিদাত্মার মায়া হইতে উদ্ভূত সঙ্কল্পরূপ বিরাট্ আতিবাহিক দেহে সম্বিদাকাশই জগদ্রূপে প্রতিভান পাইয়া থাকে। অতএব যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সে সমুদয় সেই ব্রহ্ম মহাকাশ; জগতের কথাও কোথাও নাই, সবই সেই সম, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, একাদ্বয় ব্রহ্ম। ২০-২৬

জলে তরঙ্গশ্রেণীর উৎক্ষেপণ বা সঙ্কলন যাহাই হউক না কেন, তাহাতে জলের যেরূপ ভাবান্তর কিছুই হয় না, তদ্রূপ এই ভাবাভাবাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চের আবির্ভাব বা তিরোভাব হইলে পরব্রহ্মের কিছুই ভাবান্তর হয় না। জলবিন্দু যেরূপ জলে মিলিত হয়,সেইরূপ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ ঐ বিশুদ্ধ পরম পদেই মিশিয়া যান। এই যে জগৎ ও জীব পরব্রহ্মে অন্যবস্তুবৎ প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক ইহা সেই পরব্রহ্মের স্বভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শান্ত নির্ম্মল পরব্রহ্মে এই জগৎ বা জগদ্ব্যবহার কোনরূপেই সম্ভব নহে। স্বপ্নকে যদি স্বপ্ন, দৃশ্যকে যদি পরব্রহ্ম, এবং মরীচিকা-বারি যদি সামান্য মরুভূমিরূপে বুঝা যায়, তবে তাহাতে কে সত্যতাবুদ্ধি স্থাপন করে? ব্রাহ্মণের যেরূপ মদ্যের আস্বাদ অবিদিত, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ জনও অশুচিজনভোগ্য প্রপঞ্চের রসগ্রহণে অনভিজ্ঞ। এই প্রকার যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ নহে, পরমার্থ ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদ কিরূপ, তাহা সে অবগত নহে। এই স্বাত্মাকে বাহ্যবিষয় হইতে পরাবৃত্ত করিয়া চেত্যোন্মুখীভাব হইতে মুক্ত সমাহিত করত চরমসাক্ষাৎকারবৃত্তিতে দেখিবে, ইনি নিত্যমুক্ত হইয়া স্বয়ংই শান্তস্বভাবে অবস্থান করিতেছেন। ২৭-৩২।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বীজের ভিতর যেরূপ অলক্ষ্যে অঙ্কুর থাকে, সেইপ্রকার ব্রহ্মরূপ কারণের অবকাশে দৃশ্যপরম্পরাও অলক্ষ্যে বিদ্যমান থাকিয়া, পরে যথাকালে তাহা প্রকাশ পায়। এইরূপে সৃষ্টি-সত্তার উপপত্তি হইবার কারণ কি? ৩৩।

শ্রীরাম বলিলেন,—অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইবার পূর্ব্বে বীজের ভিতর যে অঙ্কুরের অবস্থান, সে অঙ্কুর অঙ্কুররূপে দৃষ্টিগোচর হয় না; বীজস্থিত সত্তা বীজেই বর্ত্তমান থাকিবে। এইপ্রকারে পরব্রহ্মের অন্তরালে যদি জগদ্ভাবও উপলব্ধি হয়, তথাপি তাহাকে জগৎসত্তারূপে নির্দ্দেশ করা চলে না। যদি কিছু বলিতে হয়, তবে তাহাকে ব্রহ্মসত্তাই বলিতে হইবে। প্রলয়সময়ে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে যদি সেই জগদ্ভাব স্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে বিকারবিহীন ব্রহ্মমাত্র ব্যতীত আর কি বলিতে পারা যায়? কারণ, সে সময় তাহা দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে। আরও, যাহার কোনরূপ বিকার বা মূর্ত্তি নাই, তাহা হইতে সবিকার সাবয়ব বস্তুর আবির্ভাব আমরা কোথাও দেখি নাই এবং সেরূপ আবির্ভাবের কথা আমরা শুনিও নাই। পরমাণুর ভিতর সুমেরুর অবস্থান যেমন একেবারেই অসম্ভব, সেইরূপ সেই নিরাকার বস্তুর ভিতর সাকার বস্তুর অবস্থানও তো কোনরূপে সম্ভবপর নহে। পেটিকার ভিতর যেরূপ রত্নের অবস্থিতি, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্মের অভ্যন্তরে জগৎ বিরাজমান। নিরাকার বস্তুর মধ্যে একটা বৃহদাকৃতি বস্তু আছে, ইহা পাগলের প্রলাপমাত্র। ৩৪-৩৮। এই সাবয়ব জগতের আধার সেই

শান্ত পরমব্রহ্ম, এরূপ কথা বলা তো কোনরূপেই সঙ্গত নহে। সাবয়ব বস্তু ধ্বংসশীল, কিন্তু সেই বস্তুকে অবিনশ্বররূপে কখনও কোথাও দেখিয়াছেন কি ? অপূর্ব্ব স্বপ্নরূপে প্রতীত আকারবোধই মুহূর্ত্তের জন্য সাকার হয়, এই প্রকার কল্পনার কোন যুক্তি নাই। কারণ, স্বপ্নের পর জাগ্রদ্দশা অনুভব হইলে সংস্কার দ্বারা যাহা পরিণত হয়, স্বপ্নসময় তাহাই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই স্বপ্ন অপূর্ব্ব ; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হয় নাই, তাহাই অনুভূত হয়। সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় বোধকে সাকাররূপে বৌদ্ধগণ যে কল্পনা করেন, তাহাও সমীচীন নহে। জাগ্রৎই স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের এই প্রকার অভেদকল্পনাও অসঙ্গত। কারণ, স্বপ্নকালে যে ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়, প্রাতঃকালে তাহাকে দেখা যায় কেন ? এত দিন পর্য্যন্ত এই জাগ্রৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মপদে স্বপ্নের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মায় স্বপ্নসদৃশ অবস্থিত। সেই নিরবয়ব পরমাত্মাই এই বিবর্ত্তাকারে বিরাজমান। ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। ৩৯-৪৪

সেই আত্মচৈতন্যই স্বপ্নকালে পর্ব্বত প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমাদের এই আত্মাও নিখিল বন্ধনমুক্ত ব্রহ্মই। আর এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অজ্ঞানপ্রভাবে স্বপ্নের ন্যায় সমুদ্ভাবিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা যদি নিজ ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে আর এই সমুদয় প্রপঞ্চে কিছুমাত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। অনুভবের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়েও অনুভব করিবার কিছুই নাই। একমাত্র নিজানুভবগম্য ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ; তিনি বাক্যাতীত, নিজ সত্তামাত্রেই সমুদ্ভাসিত, সে সময়ে অভাবরূপী ভাববস্তু এবং ভাবরূপী অভাব-বস্তু সমুদয়ই পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মে ব্রহ্মের এবং আকাশে আকাশের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ; কিন্তু ব্রহ্মাকাশে জগদাকারের বৃদ্ধি কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। ৪৫-৪৯। এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দৃষ্টিরূপী অহন্তাব এবং সৃষ্টি প্রভৃতির বিস্তার শান্ত চিদ্গগনে কোনরূপেই আবির্ভূত হয় না। নিজ সঙ্কল্প-কল্পিত নগর ও তদ্গত দেহভিত্তি যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ এই জগতেরও মিথ্যাত্ব অবধারিত। সেই একমাত্র অনাময় ব্রহ্মই সত্য। আমি এখন সেই স্বপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি ; উহা পূর্ণ, শান্ত, অব্যয়, অজর, অনাদি, অসীম, অজ, অবিনশ্বর, নিরুপাধি এবং নিরবয়ব। আমি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মেই মিলিয়া গিয়াছি। কোনরূপ শ্রুত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি যে ইহা বলিতেছি, তাহা অবশ্যই নহে ; আমি ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া বলিতেছি। যেরূপ অনুভব অন্তরে স্ফুরিত হয়, তাহাই বাক্যে পরিণত হয়। পৃথিবীগর্ভে বিলীন বীজই অঙ্কুরভাব ধারণ করে। ৫০-৫৪

আমি এখন সেই শুদ্ধ জ্ঞানময় অখণ্ড আত্মা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি ;

আমাতে দ্বিত্ব-একত্বভাব একেবারেই নাই। দ্বৈত অথবা একত্ব কোন কিছুর লেশমাত্রও আমি অনুভব করিতে পারি না। এই সভাসীন লোকসমূহ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে ইঁহাদের প্রত্যেককেই মুক্ত দেখিতেছি, ইঁহারা বাহ্যবস্তু হইতে বিরত ও শান্ত হইয়া সকলেই আকাশে আকাশভাবের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। আকাশভিত্তিতে বহু অপূর্ব্ব চিত্র, সঙ্কল্প-কল্পিত মনোরাজ্য, পাষাণ হইতে সহসোৎকীর্ণ প্রতিমাদি, বাক্যবর্ণিত বিষয়সমূহ, ঐন্দ্রজালিকের ঘটনা-নিকর এবং স্বপ্নপরম্পরা যেরূপ, তদ্রূপ ত্বগাদি ইন্দ্রিয়গম্য জগৎ প্রতীত হইতেছে। ৫৫-৫৮। আমার এখন স্থিরপ্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, এ জগৎ সৃষ্টিসময় হইতেই ভিত্তিশূন্য এবং স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং এ জগতের সত্যত্ব কি থাকিতে পারে? অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এ জগৎকে সত্যরূপে দর্শন করে; কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি ইহাকে মিথ্যারূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন। যিনি এই সমুদয় ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্ম, আর যিনি মোক্ষপদে আরোহণ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইয়া শান্ত হন, তৎসকাশে সকলই শান্ত পরমাকাশরূপে প্রতীয়মান। তুমি, আমি, ঘট, পট, প্রভৃতিরূপে এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আকাশমাত্রই। আমি, আপনি, জগৎ এবং আকাশ এই সমুদয়ই আকাশ—একমাত্র আকাশ। এই প্রকার জ্ঞান করিয়া চিদাকাশের সহিত একত্ব লাভ করিয়া সকলেই আকাশস্বরূপে অবস্থান কর। হে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনি আকাশভাবে স্থিত, আমি আপনাকে আকাশস্বরূপ জ্ঞান-পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া নমস্কার কবিতেছি ' ৫৯-৬৩

এই জগৎ চিৎস্বরূপ হইতেই উদ্ভূত এবং আবার তাহাতেই বিলুপ্ত হয়। পরন্তু এই অস্ত ও উদয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। অতএব ইহা সর্ব্বদাই সেই স্বচ্ছ পরমাকাশ। আপনি এক সর্ব্বপদাতিগ নিখিল শাস্ত্রযুক্তির পারস্থিত দ্বন্দ্ববর্জ্জিত ব্রহ্মপদ লাভ করত আকাশময় হইয়াছেন। আমি, আমার হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিম্বা ঘট-পটাদি অন্যান্য পদার্থপরম্পরা কোন কিছুরই স্বাতন্ত্র্য নাই। সমুদয়ই আকাশ—সেই সুনির্ম্মল চৈতন্যাকাশ! আমি আপনার নিকট এই যে বাহ্যবস্তুবিলোপের কথা বলিলাম, তার্কিকগণের মতে ইহা হয় তো তর্কদুষ্ট, তা হয় হউক; তথাপি তাহাতে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই। তবে যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্যই আমার এই কথায় আস্থাস্থাপন করিবেন। তর্ক দ্বারা বাহ্যবস্তু-পরম্পরার অপহ্নব করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলীভাব লাভ করা যায় না; তর্ক দ্বারা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের যিনি অগোচর, যাঁহার কোনরূপ

উপাধি-নিদর্শন নাই, যিনি একমাত্র স্বানুভবলভ্য, সেই ব্রহ্মকে কি কখন তর্ক দ্বারা পাওয়া যায়? পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি, একমাত্র চিদাত্মক ব্রহ্মই চিরবিরাজমান। তিনি সকল শাস্ত্রার্থের অতীত, নিশ্চিহ্ন, স্বচ্ছ, নামরূপশূন্য, অজ এবং পরিশুদ্ধ। নিজ অনুভূতিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ; সেই ব্রহ্মে এই সংসাররূপের অস্তিত্ব কল্পনা করা একেবারেই বিধিসঙ্গত নহে। ৬৪-৭০

পঞ্চনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

ষণ্ণবত্যধিক-শততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে ভরদ্বাজ! কমললোচন রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র সেই পরমপদে বিশ্রাম লইলেন এবং সেই বিশ্রাম দ্বারা পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। তিনি যদিচ সকলই বোধগম্য করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রবণকৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঋষিবর বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সন্দেহরূপ জলদের শরৎকাল-স্বরূপ। কারণ, শরৎকালে মেঘ যেরূপ থাকিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ভবৎসকাশে প্রশ্ন করিলেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ১-৩। আমার মনে আর এক সংশয়ের উদয় হইয়াছে, আপনি তাহা ভঞ্জন করুন। উক্ত মহাজ্ঞান এই প্রকারে এই সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করে। সমুদয় বাক্যপ্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া ঐ মহাজ্ঞান বিদ্যমান। হে মানদ! সেই নিজানুভবগম্য পরব্রহ্ম মহৎগণেরও অনির্ব্বচনীয়। ইহাই যদি হয়, তবে যিনি সর্ব্বসঙ্কল্প-বর্জ্জিত, স্বসম্বিৎস্বরূপ ও ত্রিবিধ অবস্থার অতিবর্ত্তী, গুরূপদেশ অথবা শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যতীত যাঁহাকে পাওয়া সম্ভব নহে এবং যিনি স্বপ্রকাশ বস্তু, সেই পরব্রহ্মকে—প্রতিযোগী ব্যবচ্ছেদ এবং সংখ্যাভেদের অনুসন্ধায়ক ব্যক্তিগণের অসার শাস্ত্রচর্চ্চায় কি প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন আমার বিশ্বাস অবশ্য এই প্রকার যে, কল্পনামাত্রসর্ব্বস্ব শব্দাড়ম্বরপূর্ণ শাস্ত্র দ্বারা পরমজ্ঞান কোনমতেই লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব অনর্থক গুরূপদেশ ও শাস্ত্রশ্রবণাদির আবশ্যক কি আছে? আর তাহা যদি থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। ৪-৯

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য; জ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্রচর্চ্চার আবশ্যক নাই, ইহা স্থির। কারণ, শাস্ত্র বহুল শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি পরম জ্ঞান—সেই পরব্রহ্ম, তাঁহাতে শব্দাড়ম্বরের নামমাত্রও বিদ্যমান

নাই। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কিছুই নাই। যদিচ ইহা ঠিক, তথাপি যে প্রকারে ঐ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যাদি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০-১১। হে রাম! এক স্থানে কতকগুলি কীরকজাতি অবস্থান করিত। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র; গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যে বৃক্ষ যেরূপ জীর্ণ হইয়া থাকে, দারিদ্র্যের প্রচণ্ড আঘাতে তাহারাও সেইরূপ শীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা এরূপ দরিদ্র যে, এক একখানি ছিন্ন-জীর্ণ কন্থাই ছিল তাহাদের একমাত্র সম্বল। তাপ-শুষ্ক সরসীতে পদ্মদল যেমন ম্লান ও শুষ্ক হয়, সেইরূপ তাহাদেরও মুখমণ্ডল ম্লান হইয়াছিল। এই প্রকার অবস্থায় এক সময় তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা চিন্তা করিল, কি উপায়ে এখন আমরা আমাদের উদরজ্বালা দূর করি? ১২-১৪

এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল,—আমরা প্রত্যহ বনে যাইব, তথা হইতে কাষ্ঠ আনিব এবং তাহা বিক্রয় করিয়া নিজ নিজ উদরপূরণের উপায় করিব। এইপ্রকার সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহারা কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বনে গমন করিল। বাস্তবিক বিপৎকালে যে কোন উপায়ে জীবিকার্জ্জনই শ্রেয়স্কর। ক্রমে কীরকেরা বনে গমন করিল এবং সেখান হইতে কাষ্ঠভার আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ১৫-১৭

কীরকেরা যে বনে কাষ্ঠ আনিতে যাইত, সেখানে বহু গুপ্ত ও অগুপ্ত স্বর্ণ-রত্নাদিও বিক্ষিপ্ত থাকিত। ভারবাহিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাগ্যে সেই সকল রত্নও অনেক সময় মিলিত। কোন কোন হতভাগ্য আবার শুধু কাষ্ঠই কুড়াইয়া আনিত। ঐ কীরকগণের মধ্যে কেহ চন্দনকাষ্ঠ, কেহ পুষ্প এবং কেহ বা ফল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য তাহারা সকলেই গভীর বনে যাইত; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ সেখানে এত গুপ্ত রত্নাদি পাইল যে, শীঘ্রই তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ দূরীভূত হইল। ১৮-২২ এইরূপে তাহারা নিরন্তর সেই নিবিড় বনে যাইতে লাগিল। এক দিন চিন্তামণি-নামক মহামণি দৈবাৎ তাহারা পাইয়া গেল। সেই চিন্তামণি লাভ করিয়া তাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কীরকেরা কাষ্ঠসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দৈবাৎ একদিন সর্ব্বাভীষ্টসাধক চিন্তামণি পাইল; তাহাতে দেববৃন্দের মত তাহারা মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। দেখ, সামান্য কাষ্ঠের জন্য যাইয়া তাহাদের হঠাৎ কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইল। সে সময় তাহাদের ভয়, মোহ, বিপদ, দুঃখ সকলই দূর হইল। তাহারা পরমানন্দ লাভ করিল এবং সর্ব্বত্র সমত্ব লাভ করিয়া অবস্থিত রহিল। ২৩ ২৬

ষণ্ণবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তনবত্যধিক-শততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মানদ! আপনি এই যে কাষ্ঠ-ভারবাহী কীরক-জাতির কথা বলিলেন, আমি তো উহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃপা করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ আমাকে বলিলে আমি ঐ উপাখ্যানের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্দেহমুক্ত হইতে সমর্থ হইব। ১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! আমি ঐ যে ভারবাহী কীরক-জাতির কথা বলিয়াছি, উহারা এই পৃথিবীর মানবজাতি। কীরকগণের যে দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বলিয়াছি, তাহা ঐ মানবজাতির অজ্ঞাননিবন্ধন সংসারতাপ। আর সেই মহাবন, তাহা গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি কীরকজাতি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চেষ্টিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার ভোগসমূহ সফল হউক, এইরূপ ইচ্ছা বশতঃ মানব অন্য কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়াই বৈধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল এবং ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রচর্চ্চায় শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে পরমপদ লাভ করিল। শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আর বিশেষ কি ফললাভ হইবে, দেখিই না একবার, কি হয়, এইরূপ সন্দেহের বশে অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়; পরে ঐরূপ কার্য্যের ফলে হঠাৎ এক দিন উত্তম ফল লাভ করে। মানুষ অনুসন্ধান করিয়াও পরতত্ত্ব পায় না; তাই সন্দেহ বশতঃ অবশেষে শাস্ত্রালোচিত কর্ম্মে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হয়; পরে সেই পরতত্ত্ব লাভ করে। ২-৫। মূঢ় মানবগণ বাসনার বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পরে ভারবাহীদিগের চিন্তামণিলাভের ন্যায় তাহারা হয় তো পরমপদ পাইয়া যায়। যিনি স্বভাববশে পরোপকারে নিরত হন, তিনিই প্রকৃত সাধু, তাঁহার সাধু ব্যবহারই তার প্রমাণ। সেইরূপ সাধু ব্যবহারক্রমে লৌকিক ভোগসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অধিগত হন। যে মানব তত্ত্ব অবগত নয়, তাহার শাস্ত্রকথিত ফলে সন্দেহ হইলেও সে ভোগসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়, কাষ্ঠভারবাহী যেরূপ মাত্র কাষ্ঠাহরণের জন্য বনে গিয়া চিন্তামণি লাভ করিল, সেইরূপ ভোগের আশায় শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া মানব ভোগ এবং মোক্ষ এই উভয়ই লাভ করিয়া থাকে। বনে কাষ্ঠাহরণের নিমিত্ত যাইয়া কেহ যেরূপ চন্দনকাষ্ঠ পাইল, কেহ সাধারণ রত্ন লাভ করিল, আবার কেহ বা চিন্তামণি পাইল, সেইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কাম, কেহ অর্থ, কেহ ত্রিবর্গ, কেহ মোক্ষ, আবার কেহ সম্পূর্ণ চতুর্ব্বর্গফলই লাভ করে। ৬-১৪

হে রাঘব! ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় সকল শাস্ত্রেই সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেই পরব্রহ্মের প্রাপ্তির বিষয় অধ্যাত্মশাস্ত্রেও বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। কারণ, ব্রহ্ম-বস্তু অনির্ব্বচনীয; পদ এবং বাক্যের মুখ্য বৃত্তি দ্বারা সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব। ফল-পুষ্পাদির উদ্গম হইলে যেরূপ বসন্তাদি ঋতুনিচযের আগমন বুঝা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রীয় সমুদয় বাক্যার্থ দ্বারা সংসূচিত পরব্রহ্ম মাত্র নিজ অনুভব দ্বারাই বিদিত হন। রমণীরত্নের লাবণ্যরূপ মণি, মুকুর ও সুধাংশু প্রভৃতি রমণীয দ্রব্য-সমূহ হইতেও নির্ম্মল অধ্যাত্মশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানই নিখিল পদার্থ হইতে উৎকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। শাস্ত্র, গুরূপদেশ, দান অথবা ঈশ্বরারাধনা দ্বারা এই সর্ব্বপদাতীত ব্রহ্মজ্ঞান কোথাও পাওয়া যায় না। হে রঘুবংশধুরন্ধর! যদিচ ঐ শাস্ত্রাদি পরমাত্মবিশ্রান্তিলাভের হেতু নহে, তথাপি উহাই তাহার কারণে পরিণত হইয়াছে কেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫-১৯। ইহার কারণ এই—শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই পবিত্র পরম পদের দর্শনলাভ ঘটে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনার ফলে অবিদ্যার সাত্ত্বিক অংশ পরিপুষ্ট হয়। শাস্ত্ররূপ বারি দ্বারা মল-প্রক্ষালন করত অচিন্তনীয় শাস্ত্রপ্রভাবে পুরুষ পরমশুদ্ধি লাভ করে। সূর্য্য যেরূপ সমুদ্রের সন্নিকটে আসিলে সমুদ্রজলের নৈর্ম্মল্যবশে সমুদ্রের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার নির্ম্মলপ্রকাশতা নিবন্ধন সূর্য্যে এক সর্ব্বানুভবগম্য অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপুল প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ মুমুক্ষু এবং শাস্ত্র এই দুইয়ের যখন পরস্পর সম্বন্ধ ঘটে, তখনই নিখিল জ্ঞানপদের অতীত স্বসম্বেদ্য আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। সূর্য্য এবং সমুদ্রকে দেখিলে আপনা আপনি মনে হয়, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, উহাদের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ সাধর্ম্ম্য নাই, তদ্রূপ শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা স্বভাবতই এই প্রকার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণরূপেই পৃথক্; আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধই নাই। ২০-২৭

বালক লোষ্ট্রে লোষ্ট্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহা জলে ধুইতে গিয়া লোষ্ট্র-ক্ষয়ের পর মাত্র হস্তের মালিন্যই দূর করে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বলিতে পারা যায়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ বিবেক নিবন্ধন আত্মতত্ত্বের আলোচনার ফলে শাস্ত্রীয় বিকল্প দ্বারা বিকল্পজাল ছিন্ন করিয়া সেই পরমা শুদ্ধি লাভ করেন। স্বানুভব দ্বারা যেরূপ ইক্ষুরস হইতে মধুরাস্বাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই শাস্ত্রাদির সাহায্যেই ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্যরস-স্বরূপ স্বাত্মজ্ঞান নিজ অনুভূতিতেই লাভ করা যায়। দীপজ্যোতি এবং ভিত্তির সংযোগ-সম্বন্ধ নিবন্ধন যেরূপ আলোকানুভূতি হয়, তদ্রূপ শাস্ত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞানের সন্নিকর্ষ

বশতঃ আত্মজ্ঞান জন্মে। ২৮-৩০। যে শাস্ত্র দ্বারা কালাদি ত্রিবর্গ সাধিত হয়; তাহা অবশ্য মোক্ষের উপযোগিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। শাস্ত্রদর্শী তত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায় যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনা আপনি শাস্ত্র অনুশীলন করা উহার নিকট কিছুই নহে। যে আলোচনা দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ হয়, সেই শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র; যে পরমজ্ঞানের লাভ হইলে সমতা-প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই পরম জ্ঞান; আর যে সমতার গুণে জাগ্রৎসময়েও নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান ঘটে, সেই সমতাই যথার্থ সমতা। এই প্রকারে শাস্ত্রাদি হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব শাস্ত্রাদি অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে রাম! যিনি সর্ব্বলোকেশ্বর, যিনি আদ্যন্তবর্জ্জিত, যিনি পরমোত্তম সুখস্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে উক্ত প্রকার শাস্ত্রালোচনা, গুরূপদেশ, সাধুসঙ্গ, নিয়ম ও শম দ্বারাই লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ৩১-৩৪

সপ্তনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টনবত্যধিক-শততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমার বোধ সুদৃঢ় করিবার জন্য আমি আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। এখন যাহা বলিব, যদিচ ইহার পূর্ব্বে তাহা একাধিকবার বলিয়াছি, তথাপি তোমাকে উহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইব বলিয়াই পুনরায় বলিতেছি। তোমাকে আমি পূর্ব্বে স্থিতিপ্রকরণ বলিয়াছি; তাহাতে এই উদ্ভূত জগৎ ভ্রান্তিরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থিতির পর উপশম-প্রকরণ বলা হইয়াছে, তাহাতে বর্ণিত আছে, এ জগতে উৎপন্ন হইয়া পরমশান্ত-রূপে অবস্থিত হইবে। ইহার অনেক যুক্তিও দেখাইয়াছি। এ কথা বিশেষ-ভাবেই বলা হইয়াছে যে, পরম উপশান্ত হইয়া বিজ্বরভাবে বিরাজিত হইবে। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে কিরূপে চলিবেন, তাহাই কিছুমাত্র আমার নিকট তোমার শ্রবণ করিবার আছে, এখন আমি তাহাই বলিতেছি, তুমি আকর্ণন কর। ১-৫

প্রথমে জন্মলাভ, তাহার পর তোমার ন্যায় অল্পবয়সেই জগতের স্থিতিবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ, পরে সকল জীবের সহিত সৌহার্দ্দবন্ধনে প্রবৃত্তি ও সকল লোককে আশ্বাসপ্রদানে ইচ্ছা, এইরূপ সমস্ত আশ্রয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞকে সংসারপথে চলিতে হয়। কারণ, সমতারূপিণী কল্যাণলতার ফল বড় মধুর,

বড় সুন্দর এবং উহার পবিত্রতাও অপূর্ব্ব ; ঐ ফল সকল সম্পদের আকর ও সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধক। যিনি সমতাগুণ আশ্রয় করত নিখিল প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত থাকেন ও স্বীয় কার্য্য করিয়া যান, ভৃত্যের ন্যায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বাধ্য হয়। সমতাগুণের অনুগ্রহে যে এক অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় আনন্দ লাভ করা যায়, সুবিশাল রাজ্যলাভ ঘটিলেও সেরূপ আনন্দ পাওয়া যায় না অথবা শত শত সুন্দরী রমণী-সম্ভোগেও তাদৃশ আনন্দ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নহে। ৬-১০

হে রাম! দুঃখরাশি আতপ তুল্য ; আর সমতাগুণ তাহার মেঘস্বরূপ বলিয়া অবগত হইবে। উহাতে সকল দুঃখ একেবারে শান্ত হয় এবং উহা ক্রোধরূপ জ্বরের পরম ঔষধস্বরূপ। যে ব্যক্তি সমতামৃতে প্রলিপ্ত, সকল শত্রুই তাহার মিত্র হইয়া থাকে। তিনি প্রকৃত ব্রহ্মের দর্শন লাভ করেন ; তৎসদৃশ লোক এ জগতে পাওয়া যায় না। জনকাদি প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ প্রবুদ্ধ চিত্তরূপ চন্দ্রক্ষরিত অমৃতনিষ্যন্দরূপ সমতার আস্বাদন করিয়াই জীবিত আছেন। যিনি সমতা অভ্যাসে নিরত আছেন, তৎসকাশে তাঁহার স্বীয় দোষসমূহও গুণের ন্যায় গণ্য হয়, দুঃখও সুখের ন্যায় হয়, এবং মৃত্যুও জীবনের ন্যায় হইয়া থাকে। ১১-১৪। যিনি সমতারূপ সৌন্দর্য্য দ্বারা সুন্দর হইয়াছেন, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি রমণীরা চিরানুরাগিণীর ন্যায় সেই মহাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি সমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বদা সকল অভ্যুদয়লাভ ঘটিয়াছে। সমপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন চিন্তারই আস্পদ নহেন, অধিকন্তু সেইরূপ ব্যক্তির সকল ঐশ্বর্য্যই আয়ত্ত হয় এবং কোন ঐশ্বর্য্যই তাঁহার নিকট দুর্লভ হয় না। যাঁহার সকল কার্য্যেই সমত্ব, যিনি অপরাধী ব্যক্তিতেও ক্ষমাশীল, সেইরূপ প্রকৃত কর্ম্মী ত্যাগী ব্যক্তিকে দেব ও নরগণ চিন্তামণির ন্যায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ১৫-১৭

যাঁহার সদাচারনিষ্ঠা ও সর্ব্বজনহিতৈষণা আছে, যিনি সর্ব্বত্র সমচিত্ত হইয়া নিরন্তরই আনন্দিত থাকেন, তিনি অগ্নিতেও দগ্ধ হন না, জলেও ক্লিন্ন হন না ; যেরূপে যাহা করিতে হয়, তিনি সেইরূপেই তাহা করিয়া থাকেন এবং যাহা করেন, তাহা হর্ষবিষাদাদিবর্জ্জিত হইয়াই করেন. তাঁহার উপমা কোথায় ? যিনি শাস্ত্রকথিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান যথাযথরূপে পালন করেন এবং পরমার্থ-তত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত, তিনি শত্রু, মিত্র, রাজা, ব্যবহারী, মহাজ্ঞানী, এমন কি, সকলেরই বিশ্বাসের পাত্র। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা অনিষ্টশঙ্কায় কোথাও পলায়ন করেন না বা ইষ্টকামনায়ও পরিতুষ্ট নহেন ; নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাযথভাবে তাঁহারা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ১৮-২১।

যাঁহারা গৃহক্ষেত্রাদি পরিহার করিয়াছেন, অক্লেশদায়ক সমতাবলে লোভবর্জ্জিত সন্তোষগুণ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নিরাময় মহাত্মগণের নিকট নিখিল জগৎই উপহাসের বিষয়; তিনি সমগ্র জগদ্বাসীকেই সদুপদেশ দ্বারা উজ্জীবিত করেন। সমচিত্ত ব্যক্তি যদি পরের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখে কোপচিহ্নও প্রকট করেন, তথাপি তাঁহার সর্ব্বাবয়ব সমতামৃতে পরিলিপ্ত থাকে। সমদর্শী ব্যক্তি যে কার্য্য করেন, যাহা ভোজন করেন, যাহাকে আক্রমণ করেন এবং অনুচিত বিবেচনায় যে কর্ম্মের নিন্দা করেন, সে সকলই সকলের নিকট প্রশংসনীয় হয়। সমদর্শী ব্যক্তি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভ কিংবা অশুভ যাহাই হউক না কেন, বহুদিন পূর্ব্বের করা হউক অথবা এখনই করা হউক, সে কর্ম্মের প্রশংসা সকলের নিকট হয়। সুখ, দুঃখ, এবং সঙ্কটে সমদর্শী ব্যক্তি কোথাও বিরসভাব প্রাপ্ত হন না। ২২-২৭

রাজা শিবি সমদর্শী ছিলেন বলিয়াই সমতাগুণে কপোতকে অকাতরে নিজ গাত্র-মাংস কাটিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ গুণপ্রভাবেই সম্রাট্ যুধিষ্ঠির নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী দ্রৌপদীকে চক্ষুর সম্মুখে শত্রুগণ কর্তৃক অপমানিতা দেখিয়াও মোহাবিষ্ট হন নাই। ঐ গুণবশতঃ ত্রিগর্ত্তাধিপতি নিজ বহুকামনালব্ধ পুত্রকে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া অকাতরে রাক্ষসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ গুণেই রাজর্ষি জনক স্বীয় সুসজ্জিতা নগরী পুড়িয়াই যাউক, কিংবা উৎসবব্যাপারই সংঘটিত হউক, কোন কিছুতেই বিচলিত হন নাই। ঐ গুণ ছিল বলিয়াই সাম্বরাজ ব্রাহ্মণের নিকট ন্যায়তঃ বিক্রীত স্বীয় মস্তক পদ্মপত্রের ন্যায় কাটিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ সৌবীর ঐ গুণপ্রভাবেই কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র বৃহৎ ঐরাবত হস্তীকে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের বাক্যানুসারে জীর্ণ তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে বিনা আয়াসে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডপ নামে যে মাতঙ্গ ছিল, সেও স্বীয় সমতা-গুণেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনের পর বিমানযোগে স্বর্গে দেবত্ব পাইয়াছিল। ২৮-৩৪। কদম্ববনবাসী এক রাক্ষস প্রভূত সমতাগুণ লাভ করত সর্ব্বজীবক্ষয়করী রাক্ষসীবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জড়ভরত উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুন্দর ছিলেন। তিনিও একমাত্র সমতাবুদ্ধির প্রভাবে ভিক্ষাদ্রব্যের সহিত ভিক্ষাপাত্রগত অগ্নিখণ্ডকে গুড়রচিত মোদকের ন্যায় বিনা-ক্লেশে উদরস্থ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মব্যাধ নামক এক ব্যাধ ছিল, সে প্রথমে নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিত; কিন্তু পরে তাহার সমতা-বুদ্ধি হওয়ায় সে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কপর্দ্দন নামক এক রাজর্ষি নন্দনবনে অবস্থান করিতেন, দেবরমণীগণ অনুরাগভরে তাঁহার নিকট গমন করিত; তাঁহার সেই দেবনারীগণের প্রত্যেককেই সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য ছিল, তথাপি তিনি

সমতাগুণে তাহাদের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার সমতাবুদ্ধি ছিল বলিয়াই নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের দুর্গম করঞ্জবনের ভিতর সমাধিস্থ হইয়া চিরকাল বাস করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৯

এই প্রকার আরও অনেক কঠোরতপা মুনি, ঋষি এবং সিদ্ধগণ সমদৃষ্টির জন্য তপঃক্লেশই হউক আর বিষয়ভোগই হউক, কোন অবস্থাতেই ক্লেশবোধ করেন নাই। এইরূপে বহু রাজা ও ধর্ম্ম-ব্যাধের ন্যায় নীচজাতীয় লোকেরাও সমদর্শিতার গুণে অনেক মহাত্মগণের নিকটও পূজার্হ হইয়াছেন। উত্তম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধিলাভের জন্য পরমপুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নিরন্তর সমদৃষ্টি লইয়াই ভ্রমণ করেন। সমদর্শী ব্যক্তি কাহারও প্রতি হিংসা করেন না, মৃত্যুও তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে, আবার যে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব, সে আকাঙ্ক্ষাও তিনি করেন না। তিনি কেবল অবশ্যকরণীয় প্রাপ্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সমতাগুণে দোষ ও গুণ যাঁহার নিকট তুল্য, সুখ-দুঃখ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, এ সকলকেই যিনি সমজ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি নিজ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কালযাপন করেন, তিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার দেহ পবিত্র এবং সাধুসমাজে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেন। ৪০-৪৪

অষ্টনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত

নবনবত্যধিক-শততম সর্গ

বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা জ্ঞানময় হইয়া পরমাত্মায় বিশ্রাম লাভ করত মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন না কি জন্য? ১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! হেয়োপাদেয় দৃষ্টি যাহার দূর হইয়াছে, কর্ম্ম-ত্যাগই কি আর কর্ম্ম-সম্পাদনই কি, এই দুইটির কোনটি করা হউক অথবা না-ই হউক, তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? তত্ত্বজ্ঞের উদ্বেগ জন্মিতে পারে, এরূপ কোন কর্ম্ম আছে বলিয়া মনে হয় না; অতএব সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ফললাভ হইবে? আরও, এমন কোন সৎকর্ম্মও দেখা যায় না, যাহা তত্ত্বজ্ঞের অনুষ্ঠেয় হওয়া সম্ভব। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করুন কিংবা গ্রহণ করুন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তিনি দুই-ই তুল্য দেখেন।

এই জন্য নিজ বর্ণাশ্রমোচিত যে সকল কার্য্য তৎসকাশে আসিয়া পড়ে, তিনি তাহাই সম্পন্ন করেন। হে রাম! এই শরীরে যত দিন জীবন সঞ্চারিত হইতে থাকিবে, তত দিন ইহা নিশ্চয় স্পন্দিত হইবে। হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? স্পন্দ পরিত্যাগ করিয়াই বা ফল কি? নিজ গৃহে বাস করিতে যদি বাধা না ঘটে, তাহা হইলে স্থানান্তরে থাকিবার যেমন আবশ্যক হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী যখন শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় সকল কর্ম্মই তুল্য দেখিয়া থাকেন, তখন চিরপরম্পরাগত শাস্ত্রোক্ত সদাচার ত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? ফলতঃ সম, স্বচ্ছ, নির্ব্বিকার বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহা কখনই দোষাবহ নহে। ২-৬

হে মহাবাহো! এই পৃথিবীতে বহু সমদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সমদর্শিতাবশতঃ অনেক অপকর্ম্মও করিয়া ফেলেন; তাহাতে তাঁহাদের পাপস্পর্শ হয় না। তাঁহারা আসক্তিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিয়াই গৃহস্থোচিত সদাচার পালন করেন। হে রাম! তুমি যেরূপ বীতরাগ এবং অনাসক্তচিত্ত, জীবন্মুক্ত অন্যান্য রাজর্ষিবর্গও সেইরূপ বিজ্বর হইয়াই রাজ্য পালন করিতেছেন। ৭-১০। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বেদোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞসমাপনান্তে ভোজন করিয়া সর্ব্বদা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে নিরত; কেহ বা স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম এবং দেবার্চ্চনা ও ধ্যানাদি করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ অন্তরে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও বাহিরে সর্ব্বদা সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় দিনযাপন করিতেছেন। আবার কেহ বা হরিণযুথপরিব্যাপ্ত বিজন বনে কালাতিপাত করিতেছেন। বহু তত্ত্বজ্ঞানী, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের আবাসভূমি শান্তিময় লোকব্যবহারযুক্ত পবিত্র তীর্থ অথবা পুণ্যময় তপোবনে অবস্থিত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। অনেক সমতাপ্রাপ্ত মহাত্মা ক্রোধ-দ্বেষ দূর করিবার জন্য দেশান্তরে গমন করিয়া পরমপদাবলম্বন করত দিনাতিপাত করিতেছেন। অন্য কোন বিজ্ঞজন সংসারোচ্ছেদের জন্য বন হইতে বনান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন। ১১-১৭

• পবিত্র পুরী, কাশী, প্রয়াগ, শ্রীপর্ব্বত, সিদ্ধনগরী, বদরিকাশ্রম, মহেন্দ্র-পর্ব্বতের বনভূমি, গন্ধমাদনের সানুদেশ, দর্দ্দুর গিরির তটভূমি, বিন্ধ্যপর্ব্বতের কচ্ছদেশ, মলয়শৈলের মধ্যভূমি, কৈলাসপর্ব্বতের বনভূমি, ঋক্ষবান্ গিরির গুহা, পরম পবিত্র শালগ্রামক্ষেত্র, কলাপগ্রাম, মথুরা, কালঞ্জরগিরি প্রভৃতি আরও অন্যান্য বহু পবিত্র স্থানে, পবিত্র অরণ্যে অবস্থিত হইয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কাল কাটাইতেছেন। তাঁহাদের কেহ বা কুলাচার ত্যাগ করিয়াছেন. আবার কেহ বা কুলগত আচারসমূহ পালন করিতেছেন। অনেক প্রবুদ্ধ জ্ঞানী উন্মত্তবৎ

বিচরণ করিতেছেন। কেহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছেন; আবার কেহ বা সকল আশ্রমই ত্যাগ করত এ দিকে সে দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেহ বা একই স্থানে বাস করিতেছেন। ১৮-২৪। এই সকল মহাত্মা এবং আকাশচারী ও পাতালবাসী গন্ধর্ব্ব দৈত্য-কিন্নরগণের মধ্যে বহু প্রবুদ্ধ ব্যক্তি লোকব্যবহার পরিজ্ঞাত আছেন; ভাল মন্দ নিখিল দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সম্যক্‌দৃষ্টি থাকায় পবিত্রচেতা হইয়া বাস করিতেছেন। এই সকলের মধ্যে অনেক অপ্রবুদ্ধ মুমুক্ষু সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং সাধুগণের আনুগত্য করিতেছেন। আবার এমন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিও আছে, যাহারা জ্ঞানগর্ব্বে নিজ সদাচার পরিহার করিয়া দুই কূলই নষ্ট করিয়াছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অনেকে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বহুদর্শী ও সমদৃষ্টি হইয়া বাস করিতেছেন। ২৫-২৯

হে রাম! বনে বা গৃহে বাস, কিম্বা কষ্টকর তপস্যা বা কর্ম্মবর্জ্জন—এ সকলের কোন একটিই সংসার হইতে পার পাইবার উপায় নহে। কর্ম্ম দ্বারাই যে সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায়, তাহাও নহে; সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বহুপুণ্য অর্জ্জন করিলেই যে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাও সমীচীন নহে। ফল কথা, একমাত্র স্ব-ভাব অর্থাৎ আত্মবস্তুতে প্রকৃত জ্ঞানই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র হেতু। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভোগ্য বিষয়ে একেবারে অনাসক্ত হইতে হইবে। যাঁহাদিগের মন বিষয়ে পূর্ণরূপে অনাসক্ত, সেই সকল ঋষি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ত্যাগ করুন আর না-ই করুন, তাঁহাদিগকে কখনই আর সংসারে আসিতে হইবে না। যাহাদের মন-বিষয়ে সমাসক্ত, সেই সকল শঠ দুর্ম্মতি ব্যক্তি শুভাশুভ কর্ম্মসকল ত্যাগ করিলেও তাহারা সংসারে মগ্ন থাকে; সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের কখনই সম্ভব নহে। মন যদি একবার বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলে মধুভাণ্ডের প্রতি প্রধাবিত মক্ষিকাকে যেরূপ নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ তাহাকেও নিবারিত করা সম্ভব নহে; পরন্তু তাহাকে মারিয়া ফেলাও যায় না; সে বিষয়রসের আস্বাদ লইয়া দুঃখ দিতে থাকিবেই। মনের আত্মসাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি সৌভাগ্যবশতঃ কখন কখন আপনা হইতেই উদ্ভব হয়। ৩০-৩৬।

নির্ম্মলতা-প্রাপ্ত চিত্তই আত্মসাক্ষাৎকারবশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সুখ-দুঃখ-শূন্য নিরাময় ব্রহ্ম হইয়া থাকে। হে রাম! তুমি চিত্তকে অচিত্ত করিয়া সত্ত্বরূপে পরিণত কর। তাহার পর সমভাবে পরমাকাশরূপে অবস্থান কর। তুমি বিষয়াসঙ্গাদি সকল দোষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছ; এই জন্য

তোমার পরমার্থলাভ ঘটিয়াছে; তোমার সমবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া তুমি আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। এখন তুমি বীতশোক হও এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া বাস করিতে থাক, এখন তুমিই জন্ম-মৃত্যুর অতীত সেই পূত-পরম-পদ। এই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপ; ইহাতে প্রকৃতরূপ মল, বিকাররূপ উপাধি এবং তদ্‌বিষয়ক বোধরূপ ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই নাই; অকৃত্রিম ব্রহ্মমাত্রই সুস্পষ্টরূপে বিরাজমান। 'আমি স্বয়ং ব্রহ্ম' এই প্রকার জ্ঞান করিয়া শঙ্কাশূন্য হইয়া একই ভাবে অবস্থান কর। এখন তোমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাই তোমাকে অধিক উপদেশ দিবার কিছুই নাই; প্রকৃতই তোমার সেই আদি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই তুমি সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ। ৩৭-৪০

বাল্মীকি বলিলেন,—ঋষিবর বশিষ্ঠের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র নির্ম্মল বোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় সভাস্থ সভ্যবর্গ সকলেই যেন ধ্যানস্থ নিস্পন্দরূপে অবস্থিত হইলেন। মধুকর যেরূপ পূর্ব্বে পদ্মসমূহের উপর ঝঙ্কার করে, তাহার পর নিস্পন্দভাবে পদ্মমধু পান করে, সেইরূপ সে সময় বশিষ্ঠদেবও মৌনাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

নবনবত্যধিক-শততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—ঋষিবর বশিষ্ঠ নির্ব্বাণবিষয়িণী কথা পরিসমাপ্ত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সেই মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল সভ্যেরই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ এবং সমত্বপ্রাপ্ত হইলেন, অধিকন্তু তাঁহাদের সুনির্ম্মল চিত্তবৃত্তি শান্ত হইল। সেই সভাস্থিত শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন যে সকল শ্রোতা ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই সম্বিত্তত্ত্ব নির্ব্বিকল্পসমাধিবশে সন্মাত্রের শেষসীমায় উপনীত ও পরমপূত হইল। তখন ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণ উচ্চরবে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মুনি-গণও অত্যুচ্চ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সেই সাধুরবে সে সময় সেখানে একটা দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহল উঠিল। বায়ুতাড়নায় বংশ হইতে যেরূপ সুমধুর শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সভা হইতে উত্থিত সাধু সাধু ধ্বনিজনিত কোলাহল সকলেরই নিকট অতি মধুররূপে মনে হইতে লাগিল। ১-৬

তাহার পর সেই সিদ্ধগণের সাধুবাদধ্বনির সহিত দেবদুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি চতুর্দ্দিকস্থিত সমুদয় পৃথিবী এবং পর্ব্বত পূর্ণ করিল। স্বর্গীয় দুন্দুভিধ্বনির সহিত চতুর্দ্দিক্ হইতে তুষারবৃষ্টির ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভূত পুষ্পবর্ষণে সভা সমাচ্ছন্ন হইল। সেই কোলাহলে গিরিদরী পরিপূর্ণ হইল। কুসুমসমূহের পরাগ ছড়াইয়া পড়ায় আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পুষ্পগন্ধে আমোদিত সমীরণ চারিদিকে সুগন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল। সেই সাধুবাদধ্বনি, দেবদুন্দুভিধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টিধ্বনি মিলিত হওয়ায় অত্যন্ত মধুর হইয়া উঠিল। সভ্যগণ ঊর্দ্ধাভিমুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিলেন; তাঁহাদের নয়নজ্যোতিতে আকাশ-মণ্ডল শ্যামল হইয়া গেল। অধিক কি, পশু-পক্ষিসমূহও উৎকর্ণ হইয়া সেই কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। বালক এবং বিলাসিনীগণ সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কোলাহলধ্বনিতে ভয়ে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সভাস্থ অন্যান্য রাজন্যগণও সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৭-১২। জলধারা সদৃশ অবিরল পুষ্পবৃষ্টির সুমধুর শব্দে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের অবকাশ অতি অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইল। সেই সভা-সন্নিহিত আকাশও পুষ্পবৃষ্টিরূপ অমৃতে সিঞ্চিত হইয়া এবং সাধুবাদকারী ভূতসমূহের পবিত্র শব্দে পূর্ণ হইয়া যেন সেই সভাগৃহে পরিণত হইয়া উঠিল। তখন সেই সভাগৃহের ভিতরে শত শত শঙ্খ বাজিতে লাগিল। সমগ্র পৃথিবী কোলাহলধ্বনিতে মুখরিত, পুষ্পস্তবকে মণ্ডিত এবং দেববন্দিসমূহে সমাবৃত হইয়া মহোৎসবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ুচালিত সাগরোর্ম্মিমালা যেরূপ সাগরতীরস্থিত পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই দেবদুন্দুভিধ্বনি, সিদ্ধগণের সাধুবাদ ও পুষ্পবৃষ্টির প্রবল শব্দ একই সময়ে ধীরে ধীরে পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডলের প্রান্তে উপস্থিত হইল। দেবগণের পুষ্পবর্ষণের কোলাহল যখন উপশম হইল, তখন আকাশস্থ সিদ্ধগণের এই সকল কথা সভাসদ্গণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৩-১৭।

সিদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন,—আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবির্ভাবসময় হইতে বহুবার অনেক মোক্ষ-বিষয়িণী কথা শ্রবণ করিয়াছি, এবং আমরাও বহুব্যক্তির সকাশে তাহা বলিয়াছি; কিন্তু তাদৃশ ভাষায় কোথাও এমন মধুর উপদেশ শ্রবণ করি নাই। বলিব কি, ঋষিবর বশিষ্ঠের এই সারগর্ভ মধুর উপদেশ শুনিয়া বালক-বালিকারা, অধিক কি, পক্ষী ও হিংস্র প্রাণীরাও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত, কারণ এবং যুক্তি প্রভৃতি দেখাইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ উপদেশ দ্বারা রামচন্দ্রের প্রতি যে প্রকার স্নেহ প্রদর্শন করিলেন, স্বীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী পুণ্যশীলা অরুন্ধতীর উপরও সেরূপ স্নেহ ইনি প্রদর্শন করেন কি না,

সন্দেহ। অহো! এই মোক্ষোপদেশক বাক্য শ্রবণে তির্য্যগ্‌জাতিরাও যখন মুক্ত হইল, তখন মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্যগণের সম্বন্ধে আর কি বলিব? আমরা শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা এই জ্ঞানসুধা পান করিয়াছি; তাই আমাদের মনে হইতেছে, আমাদের পূর্ব্বসিদ্ধি যেন নূতন হইয়া গেল। নূতন সিদ্ধি লাভ করিলে যে প্রকার প্রফুল্লভাবের উদয় হয়, মনে হইতেছে, সেইরূপ প্রফুল্লভাব আমাদিগের আসিয়াছে। ১৮-২২

এই প্রকার আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকল লোকই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই পদ্মপুষ্প-সমাকীর্ণ সভার সর্ব্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সভার আস্তরণসমূহ মন্দার প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমে সমাচ্ছন্ন এবং প্রাঙ্গণ পারিভদ্র-লতায় সমাবৃত হইয়াছিল। সভামণ্ডলের তলভাগ পারিজাতপুষ্পে সমাবৃত হইয়া পরিশোভিত হইতেছিল। সভ্যগণের হস্তে এবং মস্তকে সন্তানক-পুষ্প শোভা পাইতেছিল। সভাগৃহে যে সকল ধনবান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের শিরোরত্নোপরি হরিচন্দন বিরাজ করিতেছিল। সভার চন্দ্রাতপ জলভারলম্বিত মেঘশ্রেণীর ন্যায় পুষ্পভারে অবনমিত হইয়া পড়িয়াছিল। সভাস্থ সভ্যগণ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিয়া সেই সময়োচিত প্রশংসাবাক্য দ্বারা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবিষ্টচিত্তে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করত প্রণাম করিলেন। ২৩-২৮

রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের প্রণামাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে মহারাজ দশরথ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আজ আমাদের হৃদয় একেবারে অক্ষয় পরম-জ্ঞানময় পরমার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই পৃথিবীতে আমাদের নিকট, অধিক কি, স্বর্গে দেবগণ-সকাশেও এমন কোন উপকরণ নাই, যাহা দ্বারা আপনার ন্যায় ব্যক্তির পূজা করিতে পারি। তথাপি গুরুপূজা আমার অবশ্য-করণীয়, তাই আমি সেই পূজারূপ সদাচার সম্পন্ন করিবার জন্য ভবৎসকাশে এক বিষয় নিবেদন করিব, আপনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি স্বীয় পত্নীর সহিত উভয় লোকজয়ের জন্য যাহা কিছু সুকৃত লাভ করিয়াছি, আমার রাজ্য, ভৃত্য ও অন্যান্য বিভব যাহা আছে, আমি সে সমুদয় আপনাকে দান করিয়া পূজা করিতেছি। আপনার স্বীয় আশ্রমের ন্যায় এই সকলই আপনার আয়ত্ত। এখন আমাকেও আপনি যথেচ্ছ কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারেন। ২৯-৩৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহারাজ! মাত্র প্রণাম দ্বারাই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমরা ব্রাহ্মণ; আমাদের প্রণাম করিলেই আমরা সন্তোষ লাভ করি। সেই

প্রণাম তো আপনি করিয়াছেন। রাজ্যে আমাদের আবশ্যক কি? রাজ্যরক্ষা করিবার অভ্যাস আমাদের নাই। আপনি রাজ্যরক্ষায় অভ্যস্ত; সুতরাং রাজ্য আপনাতে এবং আপনার সহযোগিগণেই শোভা পায়। অতএব উহা আপনারই। আচ্ছা মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ আপনি কখন দেখিয়াছেন কি? ৩৫-৩৬

দশরথ বলিলেন,—আপনি কৃপাপরবশ হইয়া পরমপুরুষার্থরূপ যে মোক্ষ, তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। ভবৎপ্রদত্ত এই বস্তুর নিকট রাজ্য অতি অকিঞ্চিৎকর। আপনি যে মহোপকারসাধন করিলেন, তদ্বিনিময়ে এই আমার রাজ্যদান অতীব লজ্জাকর। হে প্রভো! আমরা, আমাদের বিভবসমূহ, এ সকলই এখন আপনার; আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। ৩৭

বাল্মীকি বলিলেন,—হে ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তাহার পর রামচন্দ্র পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের পাদপদ্মে প্রদান করিবার জন্য প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আমার পিতৃদেবকে আপনি নিরুত্তর করিলেন। কিন্তু প্রভো, আপনার উপদেশে আমি এখন প্রণামই যে আপনার অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিয়াছি; অতএব আপনার পাদপদ্মে আমি প্রণামই করিতেছি। এই বলিয়া রামচন্দ্র হিমালয়ের উপরিভাগে অবস্থিত অরণ্যের পাদমূলে তুষারবর্ষণবৎ বশিষ্ঠদেবের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন। তখন নীতিজ্ঞ রামের পদ্মলোচন আনন্দাশ্রুধারায় সমাকুল হইল। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৩৮-৪১।

ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিলেন। সভামণ্ডপের দূরে যে সকল রাজা, রাজপুত্র বা অন্যান্য ঋষি ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আসন হইতেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিলেন। হিমালয় যেরূপ তুষারাচ্ছন্ন থাকে, চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত পুষ্পসম্ভারে বশিষ্ঠদেবও তখন সেইরূপই সমাচ্ছন্ন হইলেন। নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিতে তিনি আবৃত হইলেন। তদনন্তর সকলের প্রণামকার্য্য শেষ হইলে, সভা যখন কিছু শান্তভাব অবলম্বন করিল, তখন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় উপদিষ্ট বিষয় কে কি প্রকারে অধিগত করিয়াছে, এখনও কেহ অতৃপ্তি আছে কি না, রুচিবিরুদ্ধ হওয়ায় কাহারও আপত্তি আছে কি না, এই সমুদয় অবগত হইবার জন্য দুই হস্তে পুষ্পসম্ভার অপসৃত করিয়া শুভ্র মেঘ-মধ্যস্থিত চন্দ্রের ন্যায় নিজ মুখমণ্ডল প্রকট করিলেন। সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ নিবৃত্ত হইল, দুন্দুভিধ্বনি নীরব হইল, পুষ্পবর্ষণ ক্ষান্ত হইল এবং সভার কোলাহল স্তব্ধ হইল। সভাসীন সকল ব্যক্তি

প্রণাম করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বায়ুর নিবৃত্তিতে স্তব্ধ মেঘবৎ জনসমূহ নীরব হইল। ৪২-৪৮

তখন ঋষিবর বশিষ্ঠ সভ্যবৃন্দের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া সভাস্থ ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে গাধিকুলধুরন্ধর! হে ক্রতো! হে বামদেব! হে ভরদ্বাজ! হে অত্রে! হে নিমে! হে পুলস্ত্য! হে নারদ! হে শাণ্ডিল্য! হে বৎস! হে ভৃগো! হে ভাস! হে ভারণ্ড! আপনারা আমার বাক্য সকল শুনিয়াছেন তো? আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অসঙ্গত বা অসদর্থযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আপনারা তাহা আমাকে বলুন। ৪৯-৫২

তখন সভ্যগণ উত্তর দিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বশিষ্ঠদেব যাহা বলিবেন, তাহার আবারঅসঙ্গতি? আজ আমরা একটা নূতন কথা শ্রবণ করিলাম। কত জন্ম বিগত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জন্মে আমাদের যে মালিন্য দূর হয় নাই, আজ আপনার উপদেশে তাহা মার্জ্জিত হইয়াছে। হে প্রভো! চন্দ্রকিরণস্পর্শে কুমুদ-ফুল যেরূপ ফুটিয়া থাকে, সেইরূপ ভবদীয় এই ব্রহ্ম-প্রদর্শক সুমধুর বাক্যসুধায় আমাদের জ্ঞানপ্রসূন বিকসিত হইয়াছে। হে ঋষিবর! আপনি মহাজ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদিগের একমাত্র গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আপনাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করি। ৫৩-৫৬

বাল্মীকি বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ঋষিবৃন্দ সকলেই এক সময়ে জীমূতমন্দ্রস্বরে 'আপনাকে নমস্কার' বলিয়া বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিলেন। এই সময় আকাশ হইতে সিদ্ধগণ আবার পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুষ্পাবৃত বশিষ্ঠদেব তুষারাচ্ছন্ন হিমগিরিবৎ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাহার পর যাহারা রামকে ভগবন্নারায়ণের অবতার বলিয়া অবগত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে রাজা দশরথের এবং পরে চারি অংশে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ বা রামচন্দ্রের প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন। ৫৭-৫৯

এই সময় সিদ্ধগণ বলিলেন, যিনি চারি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ প্রত্যক্ষ নারায়ণ, আমরা ভ্রাতৃবর্গের সহিত জীবন্মুক্ত রাজকুমার সেই রামচন্দ্রকে প্রণাম করি। যিনি সাগরাম্বরা পৃথিবীকে পালন করিতেছেন, যাহার সৎকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী, আমরা সেই মহারাজ দশরথকে নমস্কার করি। যিনি ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ, সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃশালী বশিষ্ঠদেবকে এবং তাঁহার নিকটস্থ মহাতপস্বী বিশ্বামিত্রকে আমরা প্রণাম করি। আজ আমরা ইঁহাদের প্রভাবেই সংসার-ভ্রান্তি-নাশকারিণী জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম। ৬০-৬৩

বাল্মীকি বলিলেন,—এই সকল বাক্যের পর সিদ্ধগণ আকাশ হইতে আবার

পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই সভাসীন সকলেই সানন্দ-হৃদয়ে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিমানবিহারী সিদ্ধগণ যেরূপ সেই সভ্যবৃন্দের প্রশংসা করিলেন, সেই সভ্যগণও তদ্রূপ তাঁহাদিগের বহুল প্রশংসা করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। আকাশস্থ দেব ও মহর্ষিগণ এবং পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণ, রাজা ও মুনীন্দ্রসমূহ এই প্রকারে পরস্পর পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া প্রত্যেকের সমাদর ও সৎকার করিলেন। ৬৪-৬৬

দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—হে ভরদ্বাজ! কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সাধুবাদ কার্য্য শেষ হইল। রাজন্যবৃন্দ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। জনসাধারণের সংসারভ্রান্তি অন্তর্হিত হইল। তাহাদের চিত্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদের অনুসরণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় তাহারা যে সকল আচরণ করিয়াছিল, এখন তাহারা সেই সকল আচরণের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল। সভাসীন বিবেকী ব্যক্তিরা প্রত্যক্চিত্তে চিদানন্দরসের আস্বাদ লইয়া যেন সমধিমগ্নের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তেজঃপুঞ্জকলেবর গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ দশরথ যেন ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরম পূতভাবে অবস্থিত রহিলেন। ১-৫

তখন ঋষিবর বশিষ্ঠ ভক্তসমূহের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া স্পষ্টবাক্যে আবার বলিলেন,—হে সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র! এখন অন্য কিছু শুনিবার বাসনা যদি তোমার থাকে, তাহা বল। আজ তুমি কি ভাবে অবস্থান করিতেছ এবং ভ্রমময় এই জগৎকে তুমি কি প্রকার দেখিতেছ, তাহা বল। ৬-৮

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র রাম গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিলেন এবং অব্যাকুলভাবে মৃদু অথচ সুস্পষ্টরূপে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি শরৎকালীন আকাশের ন্যায় অতীব স্বচ্ছ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সমুদয় মালিন্য দূর হইয়া গিয়াছে। আমার জন্ম-মৃত্যুরূপ সকল ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। আমি বিশুদ্ধরূপে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় অবস্থান

করিতেছি। আমার ভববন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, নিখিল উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছে; আমি স্ফটিক-রচিত গৃহের অন্তরালস্থিত স্ফটিকমণির ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছি। আমার মন এখন পরম শান্তি লাভ করত সুষুপ্তের ন্যায় বিরাজমান এবং অন্য কোন বিষয় আর শ্রবণ করিতে কিম্বা অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেছে না। হে মুনীন্দ্র! আমার মন এখন শান্ত হইয়াছে বলিয়া সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে। আমি এখন পূর্ণরূপে লব্ধনির্ব্বাণ ও শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি অন্তরে বাহিরে বিষয়ালোচনাবর্জ্জিত হইয়াছি এবং এখন আমার সেই প্রথম আশা-বিকশিত শরীরস্থিতিকে অন্তরে অন্তরে উপহাস করিতেছি। আপনার সুমধুর উপদেশ-বাক্য আমার অন্তরে নিরন্তর জাগরিত থাকায় নির্ম্মলভাবেই আমার কাল কাটিতেছে। ৯-১৬

আমার এখন উপদেশ, অর্থ, বন্ধুজন বা শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই অথবা এ সকল পরিহারেরও কোন আবশ্যক নাই। আমার বর্ত্তমান প্রত্যঙ্মুখী জীবন্মুক্তস্থিতিকে আমি অসুরোপদ্রবশূন্য নিরাপদ স্বর্গরাজ্য সদৃশ অনুভব করিতেছি, বাহ্যদৃষ্টিতে চক্ষু প্রভৃতি অবয়বসম্পন্ন হইলেও আমি সেই সকলকে আকাশ হইতে অতি নির্ম্মল চিন্মাত্ররূপেই অবলোকন করিতেছি। এ জগৎ যে সেই একমাত্র চিদাকাশ, এই ধারণা এখন আমার সুদৃঢ় হইয়াছে। এই দৃশ্যনামক জগৎ আমার নিকট ক্ষয়িত হইয়া ইহা এখন আকাশমাত্রেই পরিণত হইয়াছে। এই আকাশে আমি অক্ষয়রূপে জাগ্রৎ অবস্থায় বিদ্যমান। ১৭-২০। আপনি আমাকে ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে, বর্ত্তমান সম্বন্ধে যথাপ্রাপ্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে এবং অতীত সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাই করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি এখন নিরিচ্ছ হইয়া নির্ব্বিবাদে তাহাই করিয়া যাইতেছি। এখন আমি তুষ্টও নহি, হৃষ্টও নহি, পুষ্টও নহি; আমার কোন কিছুতে ক্রন্দন নাই; আমি অবশ্যকরণীয় লৌকিক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করি মাত্র। আমার ভ্রমজাল আর নাই। এই সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হউক, অথবা প্রলয়বায়ুই বহিতে থাকুক, কিংবা সকলই শূন্যে পরিণত হউক, আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি নির্ম্মলরূপে অবস্থান করিতেছি। ২১-২৩

হে মুনে! আমি বিশ্রান্ত হইয়াছি, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অলক্ষ্য হইয়াছি, মনেরও দুর্লক্ষ্য হইয়াছি এবং নিরাময়রূপে অবস্থান করিতেছি। আকাশকে যেরূপ মুষ্টি দ্বারা আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ এখন আশা আমাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইতেছে না। বৃক্ষস্থিত পুষ্প হইতে যেরূপ গন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়া আকাশে অবস্থান করে, সেইরূপ আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া সমস্বরূপে আকাশে অবস্থিত আছি। প্রবুদ্ধ অথবা অপ্রবুদ্ধ, সকল রাজাই

যেরূপ নিজ নিজ রাজকার্য্যে নিরত রহিয়া সুখে কালযাপন করেন, সেইরূপ আমি আশা-হর্ষ-বিষাদ-বর্জ্জিত হইয়া স্থির, সমদর্শন ও শঙ্কাহীনভাবে আত্মাতেই বিহার করিতেছি। এ জগতে যত কিছু সুখ আছে, সেই সমুদয় সুখ অপেক্ষা অতি উচ্চতর সুখে আমি এখন সুখী হইয়াছি। আমার এই সুখ অপেক্ষা আর অন্য কোন সুখে প্রয়োজন নাই। আমি সকলের প্রতি সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান আছি। এখন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে আপনার সেবাকর্ম্মে নিয়োগ করুন। হে সাধো! বালক যেরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করিয়া বেড়ায়, আমিও সেইরূপ একমাত্র স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপে আজীবন অশঙ্কিতভাবে এই সংসারস্থিতি পরিপালন করিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল শঙ্কা দূর হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ইচ্ছামত পান-ভোজন এবং বিশ্রামাদি করিয়া যাই। ২৪-৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন! কারণ, যাহা আদি, মধ্য এবং অন্তবর্জ্জিত, যে স্থানে গমন করিলে আর শোক করিতে হয় না, সেই পরমপবিত্র শ্রেষ্ঠপদ তুমি লাভ করিয়াছ। যাহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, শান্ত, সম, সেই পরমাত্মায় তুমি বিশ্রান্ত হইয়াছ; সৌভাগ্যবশে আজ তুমি অশোক, এবং সমস্বরূপে অবস্থান করিতেছ; সৌভাগ্যের গুণেই আজ তোমার ইহপরকালের অনিষ্টের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। আর তোমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি রঘুনন্দন নাম গ্রহণ করিয়া তোমার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পুরুষপরম্পরাকে আজ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা পবিত্র করিয়াছ। হে রাঘব! এখন তুমি মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পূরণ কর এবং পিতার সাহায্যে এই পৃথিবী পালন কর। হে সুভগ! আজ তোমার সাদৃশ্যগুণ দ্বারা তোমার বন্ধু-বান্ধব, অধিক কি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি নিরাময় ও ভয়শূন্য হইয়া নিয়ত স্থির অভ্যুদয় লাভ করুক। ৩১-৩৭

একাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্ব্যধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ রাজন্যগণের অন্তর যেন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইল। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে দুগ্ধ-সমুদ্র যেরূপ শোভা পায়, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সেইরূপ বদনচন্দ্রমার শোভায় সুশোভিত হইলেন। বামদেব প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—অহো, ভগবান্ বশিষ্ঠ কি অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশই দান করিলেন!

রাজা দশরথও অন্তঃকরণে শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পরমানন্দে রোমাঞ্চিত-দেহে পরম শোভা ধারণ করিলেন। তখন তত্ত্বজ্ঞ-সম্প্রদায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে বহুতর সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের নিখিল অজ্ঞান বিদূরিত হইল। তিনি পুনরপি বশিষ্ঠদেবকে প্রশ্ন করিলেন। ১-৫

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেশ! অগ্নি দ্বারা সুবর্ণের মালিন্য যেরূপ মার্জ্জিত হইয়া থাকে, আমার সমুদয় অজ্ঞানরূপ মালিন্য সেইরূপ আপনি মার্জ্জিত করিলেন। পূর্ব্বে আমার এই নিজ দেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা ছিল, কিন্তু এখন সেই ধারণা আমার আর নাই; আমি নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই এখন আত্মা বলিয়া দর্শন করিতেছি। আমি এখন সর্ব্ব ও সম্পূর্ণ হইয়াছি। আমি নিরাময় ও শঙ্কাহীন হইয়াছি। আমার তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইয়াছে। আমি জাগ্রদ্‌ভাবেই অবস্থিত আছি। ৬-৮। আমি চিরানন্দ ও চিরসুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আর কখনও দুঃখভাগী হইব না। শাশ্বত পরমার্থ-বস্তু এখন আমাতে আবির্ভূত হইয়াছে। আমি চিরদিন অক্ষতভাবে অবস্থান করিব; আর কখনই অস্তগত হইব না। আজ আমার কি আনন্দ! আপনি আজ শীতল পূত জ্ঞানবারি দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিলেন! অন্তরে আমি পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইলাম, আপনার কৃপায় আজ আমি সেই পদ্ধতি লাভ করিয়াছি, যাহা দ্বারা সমগ্র জগৎ আমি অমৃতময় বলিয়া বোধ করিতেছি, আমার সর্ব্বশোক অপনীত হইয়াছে। অজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায় আমি সেই আত্মানন্দ-লাভ করিয়া পরম শ্রী ধারণ করিয়াছি। আমি আপনা-আপনিই এই নির্ম্মলতালাভ করিয়াছি; সুতরাং আমি এখন আমাকেই নমস্কার করিতেছি। ৯-১২

দ্ব্যধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্র্যধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—ঋষিবর বশিষ্ঠ ও রঘুবর রামচন্দ্র উভয়ে এইরূপে যখন আত্মবিচার করিতেছেন, তখন ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহাদের সেই বিচার শ্রবণ করিবার জন্যই যেন আকাশে সমুদিত হইলেন। দিকে দিকে সূর্য্যকিরণ বিস্তারিত হইয়া রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ন্যায় প্রখরভাব প্রাপ্ত হইল। শোভা-বৃদ্ধির জন্য সেই সভার সম্মুখে যে সমুদয় পদ্মসরোবর কল্পিত হইয়াছিল, এখন

তাহার সমুদয় পদ্ম বিকসিত হইল; সুতরাং সেই সরোবরসমূহ যেন সেই সভাস্থিত উৎফুল্লচিত্ত রাজন্যবর্গের ন্যায় শোভমান হইল। সেই সভাগৃহের স্ফটিকরচিত বাতায়নে প্রলম্বিত মুক্তামালা সূর্য্য-প্রতিবিম্বসম্পাতে ঝলমল্ করিয়া যেন বশিষ্ঠ-কথিত জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়াই আনন্দে আকাশে লম্ফ দিয়া নৃত্যপরায়ণ হইল। ১-৪। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ সেই সভাগৃহের পদ্মরাগমণিময় স্থানে নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ বুদ্ধিতে পতিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইল। উক্তরূপে লব্ধপরমানন্দ স্ববংশকৈরবস্বরূপ রামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মুখ-চন্দ্রালোকে যেন বিকসিত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব বাড়বাগ্নি সদৃশ আকাশ-সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ দিতে দিতে নিখিল রস পান করিলেন। আকাশ তখন রজোহীন নীল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বয়ং মার্ত্তণ্ডদেব যেন নীলপদ্মের কলিকারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ সেই আকাশরূপ নীলপদ্মের কেশরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, ঐ আকাশরূপ নীলপদ্ম যেন জগৎলক্ষ্মীর অলঙ্কারস্বরূপ, কিম্বা উহা যেন ত্রিলোকীর কর্ণভূষণস্বরূপ; উহার মধ্যভাগে নানা নক্ষত্ররূপ রত্নসমূহ বিরাজমান। সেই মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্যকান্ত-মণিখচিত গৃহের নিকটবর্ত্তী আকাশদেশ সূর্য্যের সমীপস্থ না হইলেও সূর্য্যকান্তমণি-বিনিঃসৃত অগ্নিজ্বালায় দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল। ৫-১১

সেই সময় মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খসমূহ প্রলয়সময়ের বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের ন্যায় প্রচণ্ডরূপে গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই প্রখর রৌদ্রের বিস্তারসময়ে সভ্যগণের মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দুসকল শোভা পাইতে লাগিল। উহা পদ্মে তুষারবিন্দুবৎ অথবা যেন এক একটি মুক্তাসদৃশ প্রতিভাত হইল। বৃষ্টির ও নদীর জল যেরূপ সাগরগর্ভ পূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই উচ্চ শঙ্খনিনাদ সভ্যগণের কর্ণবিবর পূর্ণ করিতে লাগিল। ঐ ধ্বনি সভাগৃহের ভিত্তিদেশে প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনিরূপে আবার ফিরিয়া আসিল এবং সভ্যগণের সসম্ভ্রম গাত্রোত্থানজনিত কোলাহলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে উচ্চ হইতে আরও উচ্চ হইল। তখন পুরন্ধ্রীগণ নিদাঘতাপের শান্তির জন্য কর্পূরমিশ্রিত জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল, যেন মেঘশ্রেণী হইতে বৃষ্টিপাত হইতেছে। ১২-১৫। সেই সময় মহারাজ দশরথ, মহামুনি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, অন্যান্য রাজন্যগণ, মুনিবৃন্দ এবং অন্যান্য সভাসদ্গণ সকলেই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং মুনিগণ সকলেই পরস্পর অভিবাদনাদির পর আনন্দিতমনে স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। এ দিকে অন্তঃপুরের ভিতর অনবরত তালবৃন্ত পরিচালিত হইতে

থাকায় সেই তালবৃন্ত-বায়ু-সমুদ্গত কর্পূর-পরাগ-সমূহে গৃহের মধ্যস্থিত আকাশে যেন নব মেঘ উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ১৬-১৯

তাহার পর সেই মধ্যাহ্নকালীন তূর্য্যনাদ সভাভিত্তিতে প্রতিহত হওয়ায় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন মুনিবর বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাঘব! যাহা যাহা শ্রুত এবং জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, সে সকলই তুমি শ্রবণ করিয়াছ এবং অবগত হইয়াছ। এখন তোমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। আমার উপদেশ তুমি যেভাবে শুনিয়াছ,সেই ভাবে আমার আর একটি কথা এখন রাখ। হে মহামতে! তুমি এখন উঠ। নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। এখন মধ্যাহ্নকাল প্রায় অতীত, আর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। এস, আমরা প্রস্থান করি। হে ভদ্র! তোমার আরও যদি কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে আগামী কল্য প্রাতে তাহা শ্রবণ ও অবগত হইও। ২০-২৩

বাল্মীকি বলিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে মহারাজ দশরথ নিজ সভাসীন সমুদয় সাধুগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। বশিষ্ঠদেবের উপদেশমত মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের সহিত সভাস্থ মুনি, ব্রাহ্মণ, রাজন্যবর্গ এবং আকাশচারী সিদ্ধবৃন্দকেও মণি, মুক্তা, সুরভিপুষ্প, রত্ন ও মুক্তাহার প্রদান করিলেন; আসন, বস্ত্র, অন্ন, বারি ও স্থান দিলেন, এবং গন্ধ, ধূপ ও মাল্য প্রদান করত প্রণামপুরঃসর বিধিমত পূজা করিলেন। তখন আকাশে যেরূপ চন্দ্রোদয় হয়, তদ্রূপ সেই মানদ বশিষ্ঠ প্রভৃতি এবং দেবগণ সভামধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। দেববৃন্দ যে কুসুমসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল কুসুমের মধু দ্বারা আজানু কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। ২৪-৩০। সকলে তাড়াতাড়ি যাইবার সময় পরস্পরের সংঘর্ষে কেয়ূরস্থ রত্নসমূহ চূর্ণিত হইয়া গেল। তাহার ফলে ভূতল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। পরস্পরের সজ্ঘর্ষণবশতঃ হারসমূহ ছিন্ন হইয়া মুক্তারাশি মাটীতে ছড়াইয়া পড়ায় মুক্তায় মুক্তায় ভূতল ছাইয়া গেল। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত সেই মুক্তানিকর নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের শোভাকেও পরাজিত করিল। দেবর্ষি, মুনি, বিপ্র এবং রাজগণের গমনাগমন জন্য পথসমূহ সঙ্কীর্ণ হইল। রাজন্যগণ পথের উপর দিয়া যাইবার সময় ভৃত্য ও দাসীগণ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। সে সময় লোকসমূহ যে শুধু তাড়াতাড়ি যাইবার জন্যই পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া যাইতেছিল, তাহা নহে; বশিষ্ঠকর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানচিন্তায় সকলে তন্ময় থাকায় বাহ্যিক জ্ঞান কাহারও বিশেষ ছিল না, মাত্র অভ্যাসবশে সত্বর-গমনের জন্যই তাঁহাদের ঐরূপ ব্যাপার ঘটিতেছিল। ৩১-৩৩

দশরথপ্রমুখ রাজবৃন্দ এবং ঋষিগণ সকলে যখন সভাস্থল পরিত্যাগ

করিয়া যান, তখন পথিমধ্যে পরস্পর মধুর আলাপ করিয়াই যাইতে লাগিলেন। সপ্তলোকবাসী দেববৃন্দ যেরূপ ইন্দ্রসভা হইতে পরস্পর মিষ্টসম্ভাষণ করিতে করিতে স্ব স্ব লোকে যান, সেইরূপ সেই সভা হইতে বহির্গত সাধুবৃন্দও সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সম্ভাষণ করিতে করিতে নিজ নিজ আশ্রমে যাইতে লাগিলেন। তখন সকলেই বশিষ্ঠদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত পরস্পর যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও নমস্কারাদি সমাপনান্তে নিজ নিজ ভবনে যাইয়া প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ এবং দশরথ প্রভৃতি রাজন্যসমূহ সকলেই স্বীয় দিনকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন। এ দিকে আকাশ-পান্থ ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের জ্ঞানপূর্ণ কথার আলোচনা করিতে করিতে সকলই সে রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। ৩৪-৩৯। দিনমণি অন্ধকাররূপ ধূলি এবং নক্ষত্র-পুষ্পরাশি সরাইয়া দিয়া জগদ্রূপ গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে উদিত হইলেন। সূর্য্যদেব প্রথমে উঠিয়াই করবীর ও কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ লোহিতাভ করত আকাশসাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজা, রাজকুমার, মন্ত্রী ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ সকলেই আবার একে একে সেই সভায় আগমন করিলেন। আকাশে যেরূপ নিরন্তর নক্ষত্রনিকর যথাযথস্থানে সমুদিত থাকে, তদ্রূপ সেই সভ্যবৃন্দও সভাক্ষেত্রে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৪০-৪৪

এই সময় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ নিজ আসনে উপবেশন করিলে দশরথ প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ ও সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন রাজীবলোচন ধীমান্ রাম বশিষ্ঠ ও পিতৃদেব দশরথের সম্মুখে উপবেশন করত মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি নিখিল ধর্ম্মই বিদিত আছেন; সকল জ্ঞানের মহাসমুদ্রবৎ আপনি বিরাজমান; যাহা কিছু সন্দেহ আছে, সেই সমুদয় সন্দেহচ্ছেদনে আপনি কুঠারস্বরূপ; আপনার দ্বারা শত্রুগণেরও শোকভয় দূর হয় আমি এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, আমার শ্রোতব্য অথবা জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ৪৫-৪৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! তুমি এখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ; অতএব কিছুই তোমার শ্রোতব্য নাই। প্রাপ্তব্য বিষয়-সমূহ লাভ করিয়া তোমার বুদ্ধি এখন কৃতার্থ হইয়াছে, তাই তুমি এখন আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। আমি আর কি বলিব, তুমি নিজেই অনুভব করিয়া দেখ, আজ তুমি তোমার আত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করিতেছ এবং অপর কিছু শ্রোতব্য বিষয় আছে কি না? ৪৮-৪৯

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি অনুভব করিতেছি যে, আমি

কৃতার্থ, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত এবং উপশান্ত হইয়াছি; কোন বিষয়ে আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। সকল বক্তব্য বিষয়ই আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন, সকল শ্রোতব্য বিষয়ই আপনি শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই আমার অধিগত হইয়াছে। আপনার বাক্য ফলপ্রদ হইয়াছে, আপনি এখন বিশ্রাম করিতে পারেন। প্রাপ্তব্য বা জ্ঞাতব্য কোন কিছুই আমার নাই। জীব এবং ব্রহ্মের যে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান আমার ছিল, তাহাও আমার আর নাই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। দৃশ্যভেদে আমার যে বিভিন্ন বোধ ছিল, তাহাও দূর হইয়াছে। আমি সবিশেষ বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছি যে, সংসারের উপর আমার যে আস্থা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। ৫০-৫২

ত্র্যধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুরধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমার যুক্তিপূর্ণ বাক্য আবার শ্রবণ কর। কারণ, যদি বারম্বার ঘর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে দর্পণ অতীব পরিষ্কার হয়। তুমি ইহা জানিবে যে, রূপ ও নামভেদবশতঃ দৃশ্য দ্বিবিধ; রূপ বলিতে অর্থ, এবং নাম বলিতে শব্দ পাওয়া যায়। জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যভেদে এই শব্দার্থও আবার চারি প্রকার। একটি গাভীর নাম ভদ্রা; সে চঞ্চলা এবং তাহার বর্ণ নীল; এখানে গাভী শব্দের অর্থ জাতি, ভদ্রা শব্দের অর্থ দ্রব্য, চঞ্চল শব্দের অর্থ তাহার ক্রিয়া এবং নীলবর্ণ তাহার গুণ। এ ক্ষেত্রে এই ভেদকল্পনা সেই একই গাভীতে হইতেছে; কারণ, এখানে প্রকৃতপক্ষে চারিটি বস্তু নাই। অতএব শব্দার্থ অন্য কিছুই নহে, উহা জ্ঞানের সঙ্কেতমাত্র। সেই জ্ঞানের মূল হইল ভ্রান্তি। অতএব প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চিৎ; উহা অকিঞ্চিৎ হইলে শব্দও জলপাতধ্বনির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া একই বস্তুতে পরিণত হয়। এই প্রকার বিচারালোচনার ফলে যে সময় শব্দার্থরূপ নামরূপ মার্জ্জিত হয়, তখন এই দৃশ্য জগৎও চিদাভাসে পরিণত হওয়ায় স্বপ্নসদৃশ হইয়া থাকে। এইরূপে জাগ্রতের যদি মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্নকালে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই সংস্কারের মুখে স্মৃতির ন্যায় সম্মুখে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইলেও একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বচ্ছ চিদাকাশ স্বপ্ননগরীবৎ প্রতীত

হইয়া রূপসম্পন্ন হইলেও বাস্তবিক উহা রূপহীন। এই জগত্রয়ও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। ১-৪

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবী কি প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা পর্ব্বত, জল, পাষাণ, তেজঃ, ক্রিয়া, বায়ু, শূন্য ও চিদাকাশ-সম্পন্ন হইয়াছে? আমি যদিচ এ সকল বুঝিয়াছি, তথাপি হে প্রভো! জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য আবার আপনি আমাকে বলুন। ৫-৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি, স্বপ্নসময়ে তুমি যে পুরী দেখিয়া থাক, তাহাতে পৃথিবী কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? আরও, আকাশ, জল, পাষাণ, তেজ, দিক্, কাল ও ক্রিয়া—এ সমুদয়ই বা কি প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে? স্বপ্নদৃষ্ট পুরীতে এ সকল কি প্রকারে সম্ভবপর? এ সকলের কারণ কি? সেই পৃথিবী প্রভৃতির নির্ম্মাণ, দাহন, আনয়ন, উৎপত্তি বা প্রকাশ কে করে? উহার স্বরূপ এবং কার্য্যই বা কি? ৮-১১

শ্রীরাম বলিলেন,—একমাত্র আকাশই এ জগতের স্বরূপ; ইহার পৃথিবী, পর্ব্বত প্রভৃতি কিছুই সৎ নহে। এই স্বপ্নসদৃশ জগতের আকার বা আস্পদ কোন কিছুই নাই। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেবল আকাশই; ইহা নিরবয়ব এবং আধারশূন্য। যাহার আকারই নাই, তাহার আবার আধার কি? বাস্তবিক জগদভিধানে কোন কিছুই সম্পন্ন হয় নাই। তবে এই জগৎস্বরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, সে সকল চিতের স্বপ্নের ন্যায়ই মনোরূপে অবস্থিতিমাত্র। এই যে দিক্, কাল ও পর্ব্বত প্রভৃতি, এ সমুদয়ই চিদাকাশমাত্র। দ্রবভাব হইতে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়া জলই যেরূপ পাষাণে পরিণত হয়, তদ্রূপ সম্বিৎ আকাশভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে। বাস্তবিক ক্ষিত্যাদি কিছুরই সত্তা নাই; দৃশ্যভাবও কিছুই নাই। এ সকলই সেই অনন্ত চিদাকাশ। ১২-১৭

প্রশান্ত সাগরের তরল জল যেরূপ এক হইলেও আবর্ত্ত, ঊর্ম্মি ও ফেনাদিরূপে নানা প্রকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিদাকাশও পরমাত্মায় এক হইয়াও নানারূপে প্রতিভাত হয়। চিৎ আপনাকে কঠিনরূপে জ্ঞান করিয়া পর্ব্বতভাব ধারণ করেন। আবার তিনি যখন স্বীয় শূন্যতা জ্ঞান করেন, তখন্ আপনাকে শূন্য আকাশরূপেই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি দ্রবত্বজ্ঞানে জল, স্পন্দজ্ঞানে বায়ু এবং ঔষ্ণ্যজ্ঞানে অগ্নিজ্ঞান করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন জ্ঞানের সময় তিনি নিজ চিৎস্বরূপতা পরিহার করেন না। এই আকাশস্বরূপ চিৎবস্তুর স্বভাবই এই যে, উনি বিনা কারণে ঐরূপে প্রকাশ পান। আকাশে শূন্যতা এবং সমুদ্রে জল ভিন্ন যেমন অন্য কিছুই নাই, সেইরূপ ঐ চিদাত্মা ব্যতীত জগতের সার বস্তু কিছুই নাই। 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি

ভাবসমূহও চিদাকাশ ব্যতীত একেবারে অসম্ভব। অতএব শান্তভাবে অবস্থান করাই উচিত। ১৮-২৩

আপনি এই গৃহের ভিতর অবস্থান করিয়াও স্বপ্ন বা সঙ্কল্পবলে যেরূপ পর্ব্বত, অনল প্রভৃতি দূরস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ, সেইরূপ নিরবয়ব চিদাকাশও সঙ্কল্পবশে আকার দর্শন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে চিদাকাশ দেহাকারে অনুভূয়মান হন। প্রকৃতপক্ষে দেহই যখন নাই, তখন চিৎই কারণ ভিন্নও অসত্য অজ্ঞান হেতু দেহরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ের বিচার আবশ্যক। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূত, পর্ব্বত, এবং দিক্—এ সকলই সেই একমাত্র চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পাষাণের অভ্যন্তর যেরূপ স্পন্দহীন, সেইরূপ সেই চিদাকাশও নিস্পন্দ। এই প্রকার বিচারদৃষ্টিতে অনুভব করা যায় যে, কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না অথবা নষ্টও হয় না। একমাত্র সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যথাযথভাবে জগৎস্বরূপে স্ব স্ব ভাবে বিদ্যমান আছেন। এই যে জগদ্ভান, ইহা ভানই নহে; প্রকৃত বিচার করিলে ইহা শূন্য চিদাকাশ বলিয়াই বুঝা যাইবে। অজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে আমার কোন বক্তব্য নাই, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তত্ত্বজ্ঞের সিদ্ধান্তের কথা। তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বাস করেন,—এ জগৎ শূন্য চিদাকাশ মাত্র। ২৪-২৯।

চতুরধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাধিক দ্বিশততম সর্গ

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! এই পরমাকাশই যে স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থাতে তুল্যরূপে দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দেহশূন্যা চিৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-কালে দেহযুক্তা হন কি প্রকারে, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। আপনি দয়া করিয়া সেই সন্দেহ দূর করুন। ১-২

বশিষ্ঠ বলিলেন,—জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই দৃশ্যপদ আকাশময়; উহার আবির্ভাব আকাশ হইতে এবং আকাশই উহার আধার, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সকল পদার্থের কারণতাবিহীন পরব্রহ্মে সৃষ্টির প্রথম হইতেই পৃথিবী প্রভৃতি কোন ভূতেরই সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপঞ্চক দ্বারা দেহ গঠিত হয়; কিন্তু পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকই যখন অলীক, তখন দেহের অস্তিত্বই তো নাই। মাত্র চিদাকাশের স্বরূপই প্রতিভান পাইতেছে। চিদাকাশের স্বরূপ-বিকাশই স্বপ্নের ন্যায় এই আকারাভাস দেখিয়া থাকে এবং যেন তাহাতেই

সাকার ও আকুল হয়। ৩-৭। সেই চিদাকাশের বিকাশই স্বপ্নভান এবং সেই যে বিকাশ, তাহাই জগদাকার; চিদাকাশের মধ্যে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপের অভ্যন্তরেই স্বপ্ন ও জগৎ এই প্রকার রূপ বিদ্যমান। চিদাত্মাই রূপভেদের কল্পনা করেন এবং তিনিই এই অনন্ত স্বভাব বিকাশহেতু পৃথিবী প্রভৃতি নানা সংজ্ঞা কল্পনা করিয়া থাকেন। চিদ্‌ভানকেই স্বপ্ন বলিতে পারা যায় এবং উহাকেই জগৎ নামে আখ্যাত করা হয়। চিতের অন্য ভাব নাই, চিৎস্বরূপই চিদ্ভান। তাহার স্বরূপ আকাশ; কখনই উহার ধ্বংস নাই। আকাশে যেরূপ অসীম শূন্যতা বিদ্যমান, তাহার ইয়ত্তা যেরূপ সম্ভব নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাকাশেও যে কত বিভিন্ন সৃষ্টি আছে ও লয় পাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঐ সৃষ্টিপ্রবাহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, উহাই ব্রহ্ম। ৮-১১

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ভগবন্! এই অসংখ্য সৃষ্টিবৃত্তান্ত আপনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন। তখন এ সকল কথা বিশেষরূপেই আপনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি তখন বলিয়াছিলেন,—কোন কোন সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডাকাশের অন্তরালে বিদ্যমান; কোন কোন সৃষ্টি সীমাশূন্য অনন্ত; কোন কোন সৃষ্টি আকাশের উপর বিরাজমান; উহাতে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় সুসংলগ্ন ঊর্দ্ধ ও অধোবর্ত্তী দেবদৈত্য-মানব প্রভৃতি সকলেই মনে করে যে, আমরাই উচ্চে অবস্থিত আছি। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল সৃষ্টির ভূভাগ-নিম্নস্থল ঊর্দ্ধে এবং ঊর্দ্ধভাগ নিম্নে বর্ত্তমান। এই জন্য দর্শনমাত্রই তত্রত্য প্রাণিগণকে ঊর্দ্ধপদ ও অধোমস্তক বলিয়া মনে হয় এবং যে সমুদয় অরণ্য ও পর্ব্বত, সে সকল অধোমুখে লম্বমান। কোন কোন জগতের প্রাণিগণ মাত্র বায়বীয় দেহ ধারণ করে; আবার কোন কোন সৃষ্টিতে একমাত্র অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এমনও অনেক জগৎ আছে যে, তথাকার জীবদেহ আকাশময়; আবার কোন জগৎ কেবল কৃমিকুলেই পরিপূর্ণ; কোন কোন জগৎ আকাশকোষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান এবং কোন সৃষ্টি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বিরাজিত। হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনার কথিত ঐ সমুদয় জগতের মধ্যে আমাদের এই জগৎ যে প্রকার, তাহা আপনি বিশেষরূপে বলুন। ১২-১৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—যাহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, কোথাও শুনা যায় নাই অথবা যাহা কখন হয় নাই, হে রাম! তাহাই বলিতে হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হয় এবং শ্রোতাকে শ্রবণ করাইতে হয়। কিন্তু তুমি যে জগতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা দেব ও মুনিবৃন্দ শাস্ত্রগ্রন্থে শত শতরূপে বলিয়াছেন এবং সেই শাস্ত্রবর্ণিত সকল বিষয়ও তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি যাহা অবগত আছ, শাস্ত্রের বর্ণনাও তাহাই; তদ্‌ব্যতীত শাস্ত্রে অধিক কিছুই নাই; সুতরাং আমি ইহার বিষয় আর কি বলিব? ১৮-২০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে সম্পন্ন হইলেন কি প্রকারে? তিনি এইভাবে কত কাল থাকিবেন এবং ইহার পরিমাণই বা কত? ২১

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! সেই ব্রহ্ম অনাদিনিধন। তিনি অব্যয়, তাই সর্ব্বদাই বিরাজমান। এই যে বিশ্ব, ইহা সেই অনাদি অনন্ত অব্যয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশেরই বিবর্ত্তমাত্র। এই জন্য এ বিশ্বের আদি অন্ত নাই। সেই পরম চিদাকাশের আপনা হইতেই স্বস্বরূপে বিকাশই এই বিশ্ব নামে আখ্যাত। সুতরাং তিনি স্বয়ংই বিশ্ব, এরূপ প্রকাশ করা ভ্রমের কার্য্য। স্বপ্ন-কার্য্যে যেরূপ নগরদর্শন, সেইরূপ সেই চিদাকাশে নগরের ন্যায় ভানই এই বিশ্ব। কঠিন পাষাণময় পর্ব্বত, দ্রবময় জল, শূন্যময় আকাশ এবং কল্পনাত্মক কাল, এ সকলের কিছুই ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই। স্বীয় চিৎস্বভাববশে ঐ অব্যয় ব্রহ্ম যেরূপে চেতিত হন, সেইরূপেই পর্ব্বত প্রভৃতির ন্যায় প্রতীত হন। ২২-২৭। স্বপ্নে যেরূপ যাহা শিলা নহে, তাহাও শিলারূপে অনুভূত হয়, আবার যাহা আকাশ নহে, তাহাও যেমন আকাশ বলিয়া বোধ হয়, চিন্ময় ব্রহ্মে দৃশ্য প্রপঞ্চের অবস্থানও সেইরূপ জানিবে। শান্ত নিরবয়ব চিৎ স্বপ্নবৎ নিজ চিৎস্বরূপের যে অনুভব করিয়া থাকেন, সেই অনুভবই জগৎ নামে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু নিরবয়ব। বায়ুতে স্পন্দ বিদ্যমান, কিন্তু সেই স্পন্দ যে প্রকার বায়ুরূপেই অবস্থিত, সেইরূপ ব্রহ্মপদে এ জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্ত্তমান। ইহার ক্ষয় বা উদয় কিছুই নাই। জলে দ্রবত্ব, আকাশে শূন্যত্ব এবং বস্তুতে বস্তুত্ব যেরূপ, ব্রহ্মেও সেইরূপ এ জগৎ অবস্থিত। কারণের অভাব বলিয়া ব্রহ্মে জগতের আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই। আবার ব্রহ্মপদে এ জগৎ নাই, ইহাও বলা যায় না। অথচ ব্রহ্মেই ইহা বিদ্যমান, ইহাই বা বলা যায় কি প্রকারে? ২৮-৩২

সেই ব্রহ্মের আদি নাই, আকার নাই, তিনি নিরাভাস ও চিদাকাশ; তাঁহার সৃষ্টিপ্রবাহের হেতু হওয়া কখনই সম্ভব নহে। অতএব অবয়বীর অবয়ব যেরূপ অবয়বী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ নিরবয়ব ব্রহ্মাকাশেও এ জগৎ আকাশরূপেই বিদ্যমান। সকলই সেই একমাত্র অনাময় শান্ত জ্ঞানস্বরূপ; ইহাতে সত্তা, অসত্তা অথবা নানা কিছুই নাই। সেই অনাদি অনন্ত অজ অব্যয় শান্ত ব্রহ্মাকাশই সঙ্কল্প-কল্পিত বা স্বপ্নদৃষ্ট নগরের ন্যায় সর্ব্বস্বরূপে বিদ্যমান। যিনি নির্ম্মল কমনীয় পরম চিদাকাশ, তাঁহার সারভূত স্বরূপই চিৎস্বভাব হইতে ভ্রান্তি-বশে যথাযথরূপে প্রতিভান প্রাপ্ত হয় এবং স্বকল্পিত মায়া বশতঃ তাহাই মহাপ্রলয় অবধি জগদ্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ৩৩-৩৭

পঞ্চাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিক-দ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে অনঘ! কারণ ব্যতীত এই জগদ্ভাব বাস্তবিক কিছুই নহে; সুতরাং ব্রহ্মই ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান। হে মহামতে! এখন শ্রবণ কর,—কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিজ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এ বিষয়ে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে কুশদ্বীপ নামক এক বিখ্যাত দ্বীপ বর্ত্তমান। উহা বলয়াকারে অবস্থিত। ঐ দ্বীপের দুই দিকে দুইটি সমুদ্র; উহার পূর্ব্বোত্তর কোণে সুবর্ণময়ী এক পুরী আছে; তাহার নাম ইলাবতী। স্বর্ণপুরী ইলাবতীর সুবর্ণময় ভূভাগ হইতে যে কিরণরাশি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া শোভা পায়, দূর হইতে তাহা দেখিলে মনে হয়, উহা যেন একটা সুবর্ণরচিত স্তম্ভ, ঐ স্তম্ভ যেন আকাশ ভেদ করিয়াই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ১-৪। সেই পুরীর পূর্ব্বভাগে কোন রাজা রাজ্য করিতেন। তাঁহার নাম প্রজ্ঞপ্তি। এ জগতের সকল লোকই সেই রাজার উপর অনুরক্ত ছিল। বলিতে কি, তাঁহাকে স্বর্গের দ্বিতীয় ইন্দ্র বলিয়াই মনে হইত। ৫

এক দিন কোন কারণে আমি প্রলয়কালীন জ্যোতিশ্চক্রচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সেই রাজার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং পুষ্পাদি দ্বারা আমাকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। তাহার পর উপবেশন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে রাজা আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্! সকল বস্তু সংহার হওয়ায় যখন সমগ্র কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে একমাত্র সেই শূন্য পরমাকাশই বিদ্যমান থাকে, তখন এমন কি মূলীভূত কারণ থাকে, যাহা দ্বারা আবার সৃষ্টি সংঘটিত হয়? আরও, সেই সৃষ্টির সহকারী কারণই বা কোথায় কি প্রকারে থাকে, তাহাও আমাকে বলুন। এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই বা কি? ইহার সৃষ্টি-সংহার প্রভৃতিই বা কি প্রকার? এই জগতের মধ্যে দৃষ্ট হয় কোন দেশ অন্ধকারাবৃত, কোন স্থান আকাশময়, আবার কোন কোন স্থানে কিংবা আকাশের উপরও সমুদ্র বিরাজমান; ইহার কোন ভাগ কৃমিকীটসমূহে পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থান আকাশকোষের অবকাশে বিদ্যমান এবং কোন কোন স্থান পাষাণমধ্যে অবস্থিত; এইপ্রকার যে বিবিধ বৈচিত্র্য, ইহারই বা হেতু কি? ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং সেই পঞ্চভূতময় চারি প্রকার জীবজাতি, প্রকৃতপক্ষে ইহারাই বা কি? ৬-১১।

আরও, ঐ জীবজাতির আধ্যাত্মিকাদি বুদ্ধিই বা কি জন্য উদ্ভূত হয়? এ সকলের কর্ত্তা কিংবা দ্রষ্টাই বা কে? ইহার মধ্যে যে আধার ও

আধেয়তা, তাহাই বা কিরূপ? এ জগতের পূর্ণধ্বংস কখনই একেবারে হয় না, ইহাই কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্রের অভিমত। পরন্তু সেই সকল প্রাণিনিবহের কৃত পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে নিরন্তর এই জগদ্ব্যবহার প্রবর্ত্তমান। যদি ইহাই স্থির হয়, তাহা হইলে প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারের মতই অনুভব হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সংস্কারকেই কি দেহাদির হেতু বলিবেন, অথবা অন্য কাহাকেও দেহাদির হেতুরূপে গ্রহণ করিবেন? যদি ভাবনাই আপনার মতে হেতু হয়, তাহা হইলে সেই ভাবনাকে নিত্য অথবা নশ্বর, কিরূপে নির্দ্দেশ করিবেন? যদি অনশ্বর বলেন, তবে তাহা কূটস্থ-চৈতন্য হইয়াই পড়ে; তাহা হইলে দেহাদির বিকার তাহাতে হইতেই পারে না। আর যদি নশ্বর বলেন,—তবে তাহার একটা উৎপত্তিস্বীকার প্রয়োজন হয়, আর সেই উৎপত্তিরই বা কারণ কি? ফলতঃ, সেরূপ কারণ তো কিছুই দেখা যায় না। অন্যান্য অর্থাৎ যদি মাতা, পিতা প্রভৃতিকে দেহাদির হেতুরূপে স্বীকার করা যায়, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই জম্বুদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে কিংবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের স্বর্গ-নরক-ভোগের জন্য কি প্রকারে দেহ উদ্ভূত হইবে? ১২-১৪। মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরক-ভোগের জন্য যে দেহ উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে সেই দেহোৎপত্তি তো মাতাপিত্রাদিকৃত নহে। সুতরাং কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি? সেই দেহের উপাদান বা নিমিত্তকারণই কাহাকে বলা যায়? যদি বলা যায়, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই দেহাদিরূপে পরিণত হয়, ইহারও তো যুক্তি দেখিতে পাই না; কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্মের মূর্ত্তি নাই। যাহার মূর্ত্তিই নাই, সে কি প্রকারে মূর্ত্তিমান্ দেহ হইবে? মাতাপিত্রাদি হেতুর সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কি স্বর্গ এবং নরকভোগ-মগ্ন দেহের প্রতি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে কারণ বলিবেন? না, অন্য কোন কারণ বলিবেন? যদি ইহা বলেন যে, মাতা, পিতা প্রভৃতিই দেহের কারণ, তদ্ব্যতীত দেহোৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, এই কথায় সিদ্ধান্ত এইরূপ হয় যে, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কর্ত্তার পরলোক নাই। আমি এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা দেখি না। কারণ, এই বর্ত্তমান জন্মই পূর্ব্বজন্মের পরলোকরূপে গণ্য। যদি ইহা না বলা হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। ১৫-১৮

আরও এক জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এক দেশে রাজা থাকিল, অপর কোন দূরদেশে তাঁহার প্রজারা অবস্থান করে। সহসা কোন কারণ বশতঃ রাজাদেশ প্রচারিত হইল। এই আদেশের সহিত ইচ্ছা, চেষ্টা বা কোনরূপ সম্বন্ধসম্পর্ক নাই; এই আদেশের আকার নাই, অথচ ইহার দ্বারা প্রজার বধবন্ধ প্রভৃতি দণ্ড হইতেছে। ইহাতেই বা কি যুক্তি আছে? এক স্থানে এক প্রস্তরনির্ম্মিত

স্তম্ভ আছে, দেবগণের বরপ্রভাবে সহসা তাহা সুবর্ণময় হইয়া গেল, ইহারই বা যুক্তি কি? বিধিনিষেধসমূহ চেতনাহীন, তাহারা প্রয়োজনসিদ্ধিরূপ কারণ ব্যতীতই প্রবর্ত্তিত হইয়া কোন কোন অংশে প্রচারিত, কোন কোন অংশে বা অপ্রচারিতভাবে বিদ্যমান। ইহারই বা কারণ কি? এই সকল আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ থাকিয়া পরে সম্পন্ন হইয়াছে; এই প্রকার অর্থ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিরই বা সঙ্গতি হয় কিসে? হে ঋষিবর! সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় শূন্যাকাশ হইতেই বা কিরূপে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন? আপনি যদি ইহা বলেন যে, আকাশেরই ঐরূপ শক্তি বিদ্যমান, তবে বলিব, আকাশ তো অনন্ত; সেই অনন্তাকাশ হইতে আরও অনেক ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় না কি জন্য? আর ওষধিসমূহের নিজ নিজ বীজোৎপাদিকা শক্তি এবং অনলাদির যজ্ঞ প্রভৃতি স্বভাবের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে? হে মুনীন্দ্র! আমার এই সকল জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি যাহা অবগত আছেন, তাহা আমাকে বলুন। ১৯-২৪

আমার আরও গুটিকয়েক জ্ঞাতব্য আছে, তাহাও বলিতেছি, শুনুন। এক জনের শত্রু কামনাফলদায়ী প্রয়াগ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে যাইয়া তাহার মৃত্যুকামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, ঠিক ঐ সময়েই ঐ ব্যক্তির কোন বন্ধু সেই পুণ্যক্ষেত্রে পূর্ব্বে যাহার মৃত্যুকামনা করা হইয়াছে, তাহারই দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া প্রাণ পরিহার করিল। এ স্থলে একই সময়ে একই ব্যক্তির মৃত্যু ও জীবন-কামনা সফল হয় কিরূপে? আরও শুনুন, অনেক লোক একই সময়ে এই প্রকার কামনা করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিল যে, আমি আকাশের পূর্ণচন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইব। তপস্যার প্রভাবে তাহাদের সকলেরই সেই বাসনা সিদ্ধ হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, এ ক্ষেত্রে আকাশে বহু চন্দ্র দেখা যায় না কেন? আরও, বহু ব্যক্তি একই কামিনীকে স্ত্রীরূপে ধ্যান করিয়া থাকে, ধ্যানের ফলে সে কামিনী তাহাদের সকলেরই স্ত্রী হয়; কিন্তু একই সময়ে ঐ কামিনী নিজ পূর্ব্ব-স্বামীর গৃহে তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মচারিণী, তপঃপ্রভাবে সেই ধ্যানকারিগণের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী সাধ্বী এবং বহুজনভোগ্যা বলিয়া অসাধ্বী হয় কি প্রকারে? একা কামিনী কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে তাহাদের স্ত্রী হইয়া বাস করিবে? যদি এই সকল স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ধ্যানের ফল মিথ্যা হইয়া যায়। আমি গৃহ হইতে এক পদও অগ্রসর হইব না; অথচ আমি সপ্তদ্বীপের অধিস্বামিত্ব লাভ করিব। বর ও অভিশাপের ফলে যদি এরূপ বিরুদ্ধকামনা সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে একই গৃহের ভিতর সপ্তদ্বীপের ঐশ্বর্য্যভোগ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ২৫-২৯

আরও, দান, ধর্ম্ম, তপস্যা, ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধ সকল কর্ম্মের ফলই; কর্ম্মক্ষম প্রদেশে সেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে, ইহাই যদি নিয়ম হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, ইহকালে ঐরূপ দানধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে লোকান্তরে কি প্রকারে তাহার ফল পাওয়া যায়? অদৃষ্ট মূর্ত্ত দেহেই তো ফলদান করিবে। ঐহিক মূর্ত্ত দেহ পরলোকে নিশ্চয়ই যায় না; অথচ ইহলোকেও যে কিছু ফল হইবে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যবহারী জীব এবং অদৃষ্ট এই উভয়েই যেখানে সংযুক্ত হয়, তথায়ই ফল ফলিয়া থাকে, ইহকালের অদৃষ্ট কর্ম্মজনিত; উহা পরকালে ব্যবহারী জীবে সংযুক্ত হয়, সেই জন্যই তথায় ফলভোগ ঘটে। আপনার উত্তর যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উহা অসম্ভব। কারণ, একই মূর্ত্তি ব্যবহারী জীব ইহ ও পরলোকে থাকিবে, ইহা অসম্ভব। এ দেশের বা একালের যে দেহ, তাহা ভিন্নদেশে ভিন্নসময়ে কি প্রকারে থাকিতে পারে? এই জন্যই বলিয়াছি, ঐহিক মূর্ত্তজীবের যে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট-ফল, তাহা পরকালে হয় কি প্রকারে? এই সকল অসঙ্গত ঘটনার সঙ্গতি কিরূপে সংঘটিত হয়? হে ঋষিবর! চন্দ্র নিজ কিরণ দ্বারা যেরূপ সান্ধ্য অন্ধকার দূর করেন, আপনিও সেইরূপ শান্তিময় স্বচ্ছ উপদেশ দিয়া আমার ঐসকল সংশয় দূর করুন। পরমাত্মা সম্বন্ধে যে সন্দেহসমূহ উপস্থিত হয়, তাহা দূরীভূত করিলে উভয় লোকেরই হিতবিধান করা হয়; সুতরাং এখন আপনি সেই হিতই করুন। আমি জানি, সাধুজনসমাগম কখনই কাহারও ব্যর্থ হয় না। সেই নিমিত্ত আপনি আগমন করায় আমি অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। ৩০-৩৪

ষড়ধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন্! আমি আপনার প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতেছি, আপনি শুনুন। আপনার সকল সংশয় যাহাতে বিদূরিত হয়, আমি সেইরূপেই উত্তর দিতেছি। ভাবনাপ্রভাবে এই জগতের সকল পদার্থই সৎ ও অসৎ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সত্য ভাবনা দ্বারা সৎ এবং অসত্য ভাবনা দ্বারা অসৎ। 'ইহা এই প্রকার' এইরূপ ভাবনা যথায় প্রতিফলিত হয়, তাহা সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, উহা ভাবনার অনুরূপই হইবে। ভাবনা অর্থে সম্বিদ্ বা জ্ঞান। ভাবনার এইরূপ স্বভাব যে, ভাবনা দ্বারাই দেহ ভাবিত হইয়া থাকে। এই ভাবনার প্রভাবেই ভোক্তা দেহধারী হয়। ঐ ভাবনা অর্থাৎ সংবিৎ

প্রথমে শরীরকে আত্মরূপেই ভাবনা করে, তাহার পর সেই শরীর সংবিতের অভিব্যক্তি অনুভব করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ং আত্মরূপে ভাবনাকে স্বীয় ধর্ম্মে পরিণত করে। এই নিমিত্তই সাধারণ লোক কি স্বপ্নে কি জাগরণে শরীরকেই জ্ঞাতা অর্থাৎ চেতয়িতা বলিয়া অবগত হয়, ইহা ব্যতীত অপর এক সম্বিৎকে সেই চেতনাকর্ত্তার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করিয়া থাকে; সুতরাং অবগত হওয়া যাইতেছে যে, ভ্রান্তিরূপিণী যে সম্বিৎ, তাহাই দেহভাব, তদতিরিক্ত অন্য দেহভাবের সত্তা নাই। কোন কারণ নাই বলিয়া সৃষ্টিসময়ে জগৎ নামে কোন পদার্থেরই উদ্ভব হয় নাই। স্বপ্নদর্শনকারী সেই চিন্ময় আত্মাই জগদাকারে জগৎ-স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ফল কথা, আত্মার স্বপ্ন ব্যতীত এই জগৎ কিছুই নহে। ১-৬

এই প্রকার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মা-নামধারী নির্ম্মল জ্ঞানই জগদাকারে প্রতিভাসিত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রকারে বিকারহীন ব্রহ্মই জগদাকারে অবস্থিত, ইহা শ্রুতিতে, পণ্ডিতসমাজে ও অন্যান্য অধ্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রমাণিত এবং আমাদের প্রত্যেকেরই অনুভবসিদ্ধ; সমগ্র জীবের অনুভবসিদ্ধ এবং মহাত্মগণের কথিত জগতের নিত্যজ্ঞানময়ত্বের অপলাপ করিয়া যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুভব ও তাহাকেই প্রমাণরূপে স্থির করিয়া 'সম্বিৎ অনিত্য, জ্ঞান জড়দেহ হইতে উদ্ভূত, অতএব জড়দেহই ধর্ম্ম', এই প্রকার সিদ্ধান্তে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি অন্ধকূপমণ্ডূকবৎ জ্ঞানহীন ও উন্মাদ। সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করাও অনুচিত। কারণ, উহারা উন্মাদ, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তো উন্মাদ নহেন। কাজেই বিকৃতমস্তিষ্কের সহিত স্থিরমস্তিষ্কের আবার কি আলাপ হওয়া সম্ভব? যে তত্ত্বদর্শীর উপদেশে সকল সংশয় ছিন্ন হয়, তাঁহার সহিত মূর্খলোকের কথাবার্ত্তা কওয়া সম্ভবপর নহে। যে মূঢ় ব্যক্তি মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়ই স্বীকার করে এবং বলিয়া থাকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষ আবার প্রমাণ কি? অতএব বেদকথিত প্রমাণ প্রমাণমধ্যেই গণ্য নহে, তাহার কথা জ্ঞানবানের নিকট অতীব কঠোর, হেয় ও যুক্তিহীনরূপে প্রতিপন্ন হয়; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই মূঢ় ব্যক্তিকে অন্ধকূপমণ্ডূক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেন না, সেই মূঢ় ব্যক্তি পূর্ব্বাপর বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করত মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে, তদতিরিক্ত অন্য কিছু অবগত হইতে সমর্থ হয় না। ৭-১৪

হে রাজন্! আপনি বেদজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারাও মৎসদৃশ এই নিজানুভবগম্য তত্ত্বজ্ঞান আপনাকে বলিবেন, তাহার দ্বারা

আপনার সকল সংশয় দূর হইবে। সেই আদি চৈতন্যই দেহে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তবে শবদেহ চৈতন্যযুক্ত হয় না কি জন্য ? এই প্রকার যাহার আশঙ্কা আছে, সেই মূঢ় ব্যক্তির উদ্দেশে কিছু বলিতেছি, শুনুন। আপনি স্বপ্নকালে যেরূপ নগর দেখেন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার রূপধারী পরমব্রহ্ম সঙ্কল্পপ্রভাবে যে নগর দেখিয়া থাকেন, তাহাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ফল কথা, এই জগৎ নিয়তই সত্য চিৎস্বরূপে বিরাজিত। স্বপ্নসময়ে দৃষ্ট নগরে যেরূপ চৈতন্য-ভ্রম নাই, তদ্রূপ শব প্রভৃতি জড় পদার্থেও চৈতন্যভ্রম হওয়া সম্ভব নহে। স্বপ্ননগরেও দিক্, পর্ব্বত এবং ক্ষিত্যাদি অনুভূত হইলেও তাহা যেরূপ সমগ্রই চিন্ময় আকাশ, সেইরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মার সঙ্কল্পপুরী হইতেছে এই বিরাট্ জগৎ। প্রকৃতপক্ষে ইহাও সেই চিন্ময় পরমাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১৫-১৯

আপনি যেরূপ স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত পুরীতে যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন, তাহাই অনুভব করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা স্ব-সঙ্কল্পিত নগরে যাহা সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাঁহার তাহাই অনুভূত হয়। আপনি আপনার সঙ্কল্পপুরীতে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহাই সেইরূপ প্রতীত হয়, ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগর এই জগতেও তদনুরূপ ঘটে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মা জীব এবং শরীরের স্পন্দ ও মৃতদেহের অস্পন্দ, এই নিয়মে স্পন্দ ও অস্পন্দ কল্পনা করিয়াছেন ও অনুভবও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। ২০-২৩। হিরণ্যগর্ভের এই যে কল্পিত জগৎ, ইহা মহাপ্রলয় অবধি চলে; তদনন্তর সমুদয় কারণ লোপ পাওয়ায় দ্রব্য অবধি কিছুই থাকে না। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মাও মুক্তিলাভ করেন; তাঁহার স্মৃতিও লোপ পায়। এখন আপনার প্রশ্ন এই যে, তখন দ্রব্যরহিত ব্রহ্মা কোথাও দ্রব্য পাইবেন যে, তাহার দ্বারা পুনরায় জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন ? কিন্তু আমাদের যাহা সিদ্ধান্ত, এই প্রশ্ন তাহার অনুকূল; কারণ, আমাদের মত এই যে, স্বয়ম্প্রকাশ পরব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত দ্রব্যরূপ স্বতন্ত্র জগতের কোন সত্তা নাই। সুতরাং আকাশরূপী ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন, তাহার পর স্বীয় আকাশরূপকে জগদাকারে সঙ্কল্পনগর জ্ঞান করিয়া থাকেন। ২৪-২৬

মাত্র চিদ্রূপই যেরূপ সঙ্কল্পনগরাকারে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ চিদ্রূপের বিকাশই কারণ ব্যতীত জগদাকারে প্রভাসিত হইয়া থাকে। দেহ থাক অথবা নাই থাক, যে সকল স্থানে চিদাকাশ বিরাজমান, সেই সকল স্থানেই ঐ চিদাকাশ স্বীয় স্বরূপকে দ্বৈত ও অদ্বৈতময় জগদাকারে জ্ঞান করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত মরণের পর চিদাকাশ স্বপ্নপুরী অথবা সঙ্কল্পনগরবৎ এই জগৎ

দেখে। সৃষ্টির সময় হইতেই জীবিত অথবা মৃত—সকলের নিকটই এই জগৎ ক্ষিত্যাদিময় না হইলেও ক্ষিত্যাদিময়ের ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে। জাগরিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট দেশকালের যেমন প্রতীয়মান হয় না, তেমনি পরলোকগত ব্যক্তির নিকটও ইহলোকের দেশকাল কিছুই প্রতীতি হয় না। ২৭-৩১

আকাশের যেরূপ কোন হেতুই নাই, তদ্রূপ স্পষ্ট অনুভব হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট এই জগৎ অপ্রতীয়মানই হইয়া থাকে। নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু না থাকিলেও যেরূপ আছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ পরলোকগত ব্যক্তির নিকট চিদাকাশই সৃষ্টিরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। পরলোকগত ব্যক্তির নিকট আকাশ, শৈল, পৃথিবী প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ না হইলেও পৃথ্ব্যাদিময়রূপে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়। মরণের পর জীব 'আমার মৃত্যু হওয়ায় নরকভুক্ দেহিরূপে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, এখন যমালয়ে আসিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি' এইরূপ ভ্রম তাহাদের হয়। ৩২-৩৫। যে সকল ব্যক্তি মুক্তির উপায় অবলম্বন করে না, অধিকন্তু তাহাতে উপেক্ষা করিয়া দিনযাপন করে, তাহাদের এই মোহ দূর হয় না; আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত কামনাবর্জ্জিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের এই মোহ নিবৃত্ত হয়। বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মসম্বন্ধে অজ্ঞের অনুভবই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কামনা, প্রকৃতপক্ষে উহা আকাশেই আকাশরূপে বিদ্যমান এবং উহাই আবার জগদাকারে প্রতীত হইয়া থাকে; এই যে জগৎস্বরূপ, ইহা শূন্যাকার হইলেও অসৎস্বরূপ নহে, অধিকন্তু ব্রহ্ম নামক চৈতন্যস্বরূপেই অনুভবগম্য। অজ্ঞানতা নিবন্ধন ইহা অনর্থাকারে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যিনি ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নিকট ইহা সেই পরমমঙ্গলময় ব্রহ্ম। ৩৬-৩৮

সপ্তাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এখন 'দূরদেশে অবস্থিত প্রজা মূর্ত্তিহীন অন্যায় রাজাদেশ দ্বারা কি প্রকারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে'; আপনার এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শুনুন। ব্রহ্মই যখন দৃশ্যবোধে দৃশ্য এবং ব্রহ্মবোধে ব্রহ্ম হন, তখন জগৎও তদ্রূপ বোধে ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগর হইতে পারে। সেই সঙ্কল্পনগরে যখন যাহা যেরূপ সঙ্কল্প করা হইবে, তদনুরূপ অনুভবও তখন হইবে। ১-৪। আপনার

এই সঙ্কল্পময় ভবনের প্রজাও যেরূপ আপনার সঙ্কল্পমত সম্পন্ন হইতেছে, ব্রহ্মের সঙ্কল্পকল্পিত জগতেও প্রজা তদ্রূপ ব্রহ্মার সঙ্কল্পানুসারে নিষ্পন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, আপনার এই সঙ্কল্পনগরীতে আপনি যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তদনুরূপই দেখেন। মুনিগণ যেরূপ তপঃপ্রভাবে পরিশুদ্ধ সম্বিৎ বর এবং অভিশাপ দিতে সমর্থ, ব্রহ্মসম্বিৎও তদনুরূপ। মুনিদিগের বর শাপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রজাবর্গ ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশতই বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলভাগী হয়, দেহিবর্গের উপলব্ধিগোচর না থাকায় এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, পরে উপলব্ধিগোচর হওয়ায় সৎ হইয়াছে। চিদাকার ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশতই এই জগৎ সৎ এবং সেই ব্রহ্মের বিকাশই সৃষ্টি—নিরোধই প্রলয়। ৫-৯

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশতই যদি এই জগৎ সৎ হয়, তবে ইহা সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে উপলব্ধি না হইবার কারণ কি? জগৎও সৃষ্টিসময়ে কি জন্য উপলব্ধি হয় না এবং সর্ব্বদা বিচঞ্চল ও বিকারশালী জগৎ সর্ব্বদা স্থিররূপে অনুভব হয় কি জন্য, তাহা প্রকাশ করুন। ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—মায়াময় চিদ্গগনের যে সঙ্কল্পপুরী, তাহার এই স্বভাব যে, ইহা স্বপ্ন এবং জাগ্রৎকালে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার পর যখন সুষুপ্তি কিংবা মোক্ষসময় উপস্থিত হয়, তখন মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। বালকের সঙ্কল্পকল্পিত পুরী যেরূপ, সেইরূপ নীলগগনে প্রতীয়মান কেশকলাপের ন্যায় চিদাত্মক সৎও অসদ্রূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। আপনি যেরূপ সঙ্কল্পপুরী রচনা করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা ধ্বংস করেন এবং তখন আপনার স্বভাব সেই সঙ্কল্পপুরীর প্রলয়সঙ্কল্পে কিংবা অন্য প্রকার সঙ্কল্পে স্ফূর্ত্তি পায়, তদ্রূপ চিদ্গগনের কল্পনাময় পুরীর উন্মেষ ও নিমেষকেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাব-বিকাশরূপেই অবগত হইবে। ১১-১৪। এই নিমিত্ত ভুবনত্রয়ের আকাশ মাত্র সম্বিদ্ঘন হইলেও আদ্যন্তহীন ব্রহ্মাকাশই; যেহেতু স্বয়ং ব্রহ্মাকাশই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। এই জন্য সেই সঙ্কল্পকর্ত্তা কর্ত্তৃক যাহা অনুভূত হয়, তাহাই অনুভব করিয়া থাকেন। সেই নিরাবরণ চিদাত্মার শত যোজন দূরে এবং শত যুগ পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহা আজও স্বপ্নবৎ যেন বর্ত্তমানের ন্যায় কার্য্যকারী হইতেছে। চিদাত্মা নিরাবরণ এবং অদ্বিতীয় বলিয়া বিভিন্ন দেশের অথবা অতীতের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। অমলিন মণিতে যেরূপ অন্যপ্রকার জ্যোতি পতিত হইলে কিম্বা তিরোভূত হইলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সেই প্রকার চিদ্রূপ মণিতেও এই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ১৫-১৮

শাস্ত্রে যে বিধি-নিষেধ ব্যবস্থিত আছে, সুনিয়ম-পরিচালিত সমাজ পরিচালিত

করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইরূপ কার্য্য করিলে এইরূপ ফললাভ হইবে, এই সকল নিয়মসমূহ প্রাণিগণের ভাবনায় পর পর সংলগ্ন থাকায় মরণের পর ভাবনাবশে পরকালেও তাহা ফলদায়ী হয়। কখনই সেই চিন্ময় ব্রহ্মের অস্তোদয় নাই। সব সময়েই সেই ব্রহ্মচৈতন্য পরিস্ফুরিত হইয়া বিদ্যমান। সেই চিদাত্মার কল্পনাই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হয়, তৎপরে উহা সঙ্কল্পনগরে পরিণত হইয়া যখন জগদাকারে প্রভাসিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা জগদাখ্যায় অভিহিত হয়। আবার যে সময় সেই ব্রহ্মচৈতন্য স্বীয় জগদ্ভাবস্ফুরণ পরিহার করত আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন, তখন চিদাকাশরূপে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য শান্তনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।১৯-২২। যেরূপ পবনের স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দ, তদ্রূপ জগদ্ভাবে স্ফুরণ ও অস্ফুরণ এই দুইটি সেই আত্মার অক্ষয় অমলিন স্বভাব। আপনি স্বীয় কল্পনাময়ী পুরীতে যেরূপ জরামৃত্যু প্রভৃতির প্রতিষেধক ঔষধসমূহ বিভিন্ন গুণসম্পন্নরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন,তদ্রূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগরে ত্রিভুবনের অভ্যন্তরেও তিনি সঙ্কল্প দ্বারা ওষধি প্রভৃতি বস্তু-সমূহ বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন করিয়াছেন। বালক যেরূপ এক একটি খেলার জিনিস একইরূপে কল্পনা করিয়া রাখে, নিত্য নূতনরূপে কল্পনা করে না, যাহা কিছু স্থির করিবার, তাহা প্রথমেই সঙ্কল্প করে, প্রত্যহ খেলার সময় তাহাই কিংবা তৎসদৃশ অপর খেলার জিনিসে খেলা করে, তেমনি সঙ্কল্পনগরের কর্ত্তাও একবার যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই চিরকাল ধরিয়া চলে। চিদ্ঘন ব্রহ্মের এইরূপ স্বভাব যে, তিনি যে সকল সঙ্কল্প করিবেন, তাহা অতি সত্বরই তদাকারে প্রভাসিত হইবে। এই নিমিত্ত সঙ্কল্প-কল্পিত বস্তুসমূহ একমাত্র চৈতন্যময় হইলেও পৃথক্ পৃথক্রূপে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সঙ্কল্পকল্পিত সমুদয় বস্তুতেই ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজমান। সেই ব্রহ্মচৈতন্য যেখানে যে ভাবে অবস্থান করেন, তাহা সেই ভাবেই প্রভাসিত হয়। আদি-মধ্য-অন্তশূন্য অসীম ক্ষমতাশালী ব্রহ্ম কিছুই নহেন, অথচ কিছু, অসত্য হইয়াও সদ্রূপে বিদ্যমান আছেন। সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম সমগ্র জীব এবং সমুদয় পদার্থে যেখানে যে প্রকারে বিদ্যমান থাকেন, সেই প্রকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ২৩-৩০

অষ্টাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

নবাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—একই ব্যক্তির শত্রু ও মিত্র প্রয়াগ প্রভৃতি পুণ্যধামে তাহার মরণ ও জীবন কামনা করিয়া দেহত্যাগ করিলে, কি করিয়া তাহা ফলদায়ক হয়, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন। সৃষ্টির প্রথমেই ব্রহ্মা স্বীয় সঙ্কল্পনগরে অধিকারী প্রাণিনিবহের প্রয়াগাদি পুণ্যধামে মরণ কিংবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অন্য পুণ্য-কর্ম্মের ফল স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সেই নিমিত্ত যে ব্যক্তি যে প্রকার ফল কামনা করে, ঠিক তদনুরূপ ফল পায়। ব্রহ্মা স্বীয় সঙ্কল্পনগরে অধিকারী প্রাণীর ঈপ্সিত বস্তু-প্রাপ্তির জন্য কল্পনা দ্বারা প্রয়াগাদি পুণ্যধাম এবং অন্যান্য স্থানে স্নান-দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের ফল স্থির করিয়া রাখায় অধিকারী ব্যক্তি ব্রহ্মার সেই নিয়মে আস্থা স্থাপন করত যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে তদনুরূপ ফললাভ করে। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি মহাপাপী, সে-ও যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া প্রয়াগাদি পুণ্যধামে দেহত্যাগ করে, তবে পুণ্যক্ষেত্রে মরণজন্য পুণ্য দ্বারা তাহার সঞ্চিত পাপ দূর হইয়া যায় এবং সেই পুণ্যও তাহার আর থাকে না। তখন সে পাপ-পুণ্যরহিত হয়। আর যদি এমন হয় যে, তাহার পাপ অপেক্ষা পুণ্য অধিক, তাহা হইলে তাহার পাপ দূর হইয়া যে পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, সে সেই পুণ্যের ফল ভোগ করে হে মহীপতে! যে স্থলে পাপকারীর পাপ তাহার পুণ্যকর্ম্মের তুল্য হয়, সে স্থলে তাহার পাপ ও পুণ্য সমান বলশালী হওয়ায় কেহই কাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না; অতএব পাপ ও পুণ্য এই উভয়বিধ ভোগের নিমিত্ত দুইটি দেহ এবং সেই দুই দেহের চিদাভাস ভ্রমজ্ঞানবৎ স্ফুরিত হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই পাপ-পুণ্যের ফল চলিয়া আসিতেছে। ১-৭

হে রাজন্! আমি সেই চিদ্‌বস্তুকেই ব্রহ্ম নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। সেই ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, তুমি, আমি প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকটিত। সেই ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা যে ভাবে অবস্থান করিবেন, তাঁহার সঙ্কল্পকল্পিত এই জগতে তদনুরূপ হইবে। যাহার পুণ্যের বিপরীত পাপ বর্ত্তমান, তাহার যেরূপ নরকযন্ত্রণা অনুভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মার সঙ্কল্পবশে পুণ্যক্ষেত্রে কৃত কর্ম্মের ফলভোগও তাহার স্বপ্নবৎ উৎপন্ন হয়। পাপী ব্যক্তি মনে করে, আমি এই মরিলাম, আমার আত্মীয়গণ রোদন করিতেছে, আমি এখন পরলোকে আসিয়াছি, তাহার আত্মীয়গণও বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঐ প্রকারই ভাবে। যে সময় অত্যুৎকট পাপ বা পুণ্য সঞ্চিত হয়, তখন তদধিকারীরা চিৎসঙ্কল্পবশতঃ অন্যের অলক্ষ্যে মহাত্মগণের নিগ্রহানুগ্রহদৃষ্টিতে কুফল অথবা সুফল পাইয়া থাকে। ৮-১২

অত্যুৎকট পুণ্য ও পাপের ফলে যে ব্যক্তি নিজেকে মৃত মনে করিতেছে, তাহার আত্মীয়গণও তাহাকে সেইরূপ মৃত অচেতনরূপে পতিত শবরূপেই দেখে, তাহার জন্য ক্রন্দন করে এবং বন্ধুবর্গের সহায়তায় তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে। অন্য দিকে সেই একই ব্যক্তির স্নেহ-ভাবনাসম্পন্ন মিত্র দীর্ঘজীবন যদি কামনা করে, তবে সেই ব্যক্তি নিজেকে জরা-মৃত্যু-শূন্য দুঃখহীন মনে করে, তাই তাহার বর্ত্তমান দেহেই সে স্বীয় জীবন-সত্তা অনুভব করিয়া থাকে। আবার ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার শত্রু যদি প্রয়াগক্ষেত্রে তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া দেহত্যাগ করে, তবে তখনই সে পুণ্যক্ষেত্রে অরিকৃত পুণ্যফলে অদৃশ্য অন্য দেহে স্বীয় মরণ অনুভব করিয়া থাকে; সেই অবস্থায় সেই শত্রুর দ্বারা কৃত অভিচারকর্ম্মের প্রতীকার ভাবনা না করিয়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজ মৃত্যুর কথাই ভাবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া আবরণশূন্য শরীরে অবস্থান করে, স্বয়ং বর্ম্মাবৃত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ক্লেশ বোধ হয় কি? ১৩-১৬। সেই মৃত্যু-ভাবনাপরায়ণ ব্যক্তির আত্মীয়গণ কিন্তু তখন তাহাকে মরণবর্জ্জিত জীবিতরূপেই দেখে। এইভাবে একই ব্যক্তি একই সময়ে স্বীয় জীবিত ও মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফল কথা, এই জগৎই যখন ভ্রমপূর্ণ, তখন ইহার অভ্যন্তরস্থ ঘটনাবলীতে বিরোধ অথবা সঙ্গতি কি থাকিতে পারে? এই জগৎই যখন ভ্রান্তি, তখন সবই ইহার বিরোধী হইতে পারে। ভ্রান্তির উপরও তো ভ্রান্তি আছে। স্বপ্ন-সময়ে যে নগর-ভ্রম জন্মায়, জাগ্রৎ-স্বপ্নের এই ভ্রম অর্থাৎ জগদ্ভ্রম তাহা হইতে নূতন কিছুই নহে, পরন্তু অধিক হওয়াই সম্ভব।১৭-১৯

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেহজ্ঞানের হেতু হইতে পারে? কেন না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত্ত, কিন্তু দেহ মূর্ত্ত; সুতরাং মূর্ত্তিহীন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কি প্রকারে দেহভাব পাইয়া থাকে? ২০

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! ব্রহ্মার এই সঙ্কল্প-নগরে এমন কিছুই নাই, যাহা সঙ্গত অথবা সত্য নহে। সঙ্কল্পনগরে যেরূপ অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার কল্পনানগরী এই ব্রহ্মাণ্ডেও কিছুই অসম্ভব নহে। সঙ্কল্প অথবা স্বপ্ননগরে একই বস্তু লক্ষ হয়; স্বপ্নসময়ে একাই সৈনিকভাব পায়, তাহাই সহস্র হয়, আবার এক হয়; সেই স্বপ্নসৈনিকই পরে আবার সুষুপ্ত হয়। সম্বিদাকাশময় অনুভবরূপী এই ব্রহ্মাণ্ডে সঙ্কল্পিত কিংবা স্বপ্নদৃষ্ট যে সৈনিক অনুভূত হয়,তাহা সঙ্কল্প অথবা স্বপ্নের পর জাগ্রদবস্থায় সকলেরই অনুভূত হয়। সুতরাং চিদাকাশের সঙ্কল্পিত এই ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভব বা অসম্ভব কিছুই নাই; সকলই সম্ভব, আবার সবই অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা কিছু দর্শন বা অনুভব করিতেছি, সে সকলই ভ্রমমাত্র। উহা উজ্জ্বল আকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহাতে সৎ বা অসৎ

—কিছুরই সত্তা নাই। যেরূপে যে সকল অনুভব হয়, তত্ত্বজ্ঞ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সকাশে তাহা সেইরূপেই প্রভাসিত হইয়া থাকে ; কারণ, তত্ত্বজ্ঞের নিকট অসঙ্গত কিছুই নাই।২১-২৮

ইহলোকে ধর্ম্মকার্য্য করিলে পরলোকে অসীম সুখের অধিকারী হওয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দেশ ; এই শাস্ত্রনির্দ্দেশে আস্থাবান্ হইয়া, ঐ প্রকার ফল কামনা করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্য করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করত অমৃতময় পর্ব্বত পাইয়া থাকে অর্থাৎ অসীম সুখ লাভ করে। প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধ করিয়া যদি ইহা অসঙ্গত মনে হয়, তবে ইহলোকে কৃত কর্ম্মের ফল পরলোকে ভোগ হইবে, এইরূপ নিয়মও সঙ্গতিহীন হইয়া পড়ে এবং উহা মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়। যদি জাগতিক সকল পদার্থই সত্য হয় এবং উহাতে বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবেই ইহা সঙ্গত, উহা অসঙ্গত, এই প্রকার বলা সম্ভব ; কিন্তু সকল দ্রষ্টাই যখন সঙ্কল্পবশতঃ চিৎস্বরূপ হইতে প্রকাশ পাইয়া নিজ নিজ কল্পনা দ্বারা দৃশ্যমান হইতেছে, তখন সঙ্গত বা অসঙ্গত কি হইতে পারে ? ২৯-৩১ ; এই অসঙ্গতি দূর করিবার নিমিত্ত স্বপ্ন ও সঙ্কল্পসিদ্ধ পদার্থের অনুভবানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি ; কেন না, এই ব্রহ্মাণ্ডও ব্রহ্মস্বরূপাবস্থিত সেই চিতির সঙ্কল্পমাত্র। আপনার সঙ্কল্পপুরে অসম্ভব বলিয়া যেরূপ কোন কিছুই নাই, চিদ্রূপী ব্রহ্মের সঙ্কল্পপুরেও তদ্রূপ অসম্ভব কিছু নাই, ব্রহ্মের সঙ্কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে যে পদার্থ যেরূপে কল্পনা করা হয়, স্বভাববশে তাহা তদনুরূপই হইবে। অনুভব এবং কার্য্যব্যবহারও তাহাই হইবে, ইহার অন্যথা সম্ভব নহে। কেন না, যে পর্য্যন্ত অপর কল্পনা না আসে, সে পর্য্যন্ত কল্পিত পদার্থ পূর্ব্ব-কল্পনার অনুরূপ হইয়াই অবস্থিত থাকে, এই নিমিত্ত যতক্ষণ না মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, ততক্ষণ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মসঙ্কল্পবশে এই ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকার হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই অবস্থিত হয়। মহাপ্রলয়ের অবসানে পুনরায় অন্যরূপ সঙ্কল্পানুসারে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। প্রতি প্রাণীর চৈতন্যে প্রতি স্বপ্নে যে প্রকার বিভিন্ন স্বপ্ননগর আপনা হইতেই প্রতীত হয়, তদ্রূপ প্রতি কল্পে সঙ্কল্পাকার জগৎ স্বয়ংই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। এই সঙ্কল্পরূপ নগরে কিছুই অসম্ভব নাই, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডও আত্মপরস্বরূপী সেই চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। সুতরাং হে অঙ্গ ! এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে আপনি ব্রহ্মরূপেই অবগত হইবেন।৩২-৩৮

নবাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

দশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার আর এক প্রশ্ন এই যে, অক্ষয় পূর্ণচন্দ্র হইবে, এই বাসনাবশে শত লোক ধ্যান করিলে যদি পূর্ণচন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে আকাশে শত চন্দ্র দেখা যায় না কি নিমিত্ত? ইহার উত্তর বলিতেছি, আপনি শুনুন। যে সকল ব্যক্তি 'আমি চন্দ্র' এই প্রকারে চন্দ্রকে ধ্যান করে, তাহারা ধ্যানপ্রভাবে চন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্যরূপ ভাব ভুলিয়া স্থির থাকে, আকাশেও গমন করে না কিম্বা আকাশস্থ চন্দ্রেও প্রবেশ করে না। সঙ্কল্পবশে নিজেকে মাত্র চন্দ্ররূপে জ্ঞান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প করে, সেই সঙ্কল্প-নগরে অভীষ্ট লাভ করে, অন্যে করে না। আপনিই বলুন, একের সঙ্কল্পপুরীতে অন্যে কোথাও কখন প্রবেশ করিতে পারিয়াছে কি? তাহাদের নিজ নিজ সঙ্কল্পিত চন্দ্রসমূহ যে সঙ্কল্প করে, তাহারই কল্পিত জগদাকাশে অক্ষয় ও পূর্ণরূপে কিরণ দেয়, তাহা অন্যের দেখিবার সম্ভাবনা কোথায়? ১-৫। ধ্যানকারী যদি এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান করে যে, 'ঐ আকাশের চন্দ্রে আমি প্রবেশ করিব', তবে সে নিজ দেহের সুখ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রেই প্রবেশ করে। 'চন্দ্র-মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া আমি সুখে বাস করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যান করিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সেই প্রকার সুখভোগ করিয়া থাকে। সেই ক্ষয়হীনা সম্বিৎ যেরূপ স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, যদি দৃঢ়নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে তদনুরূপই অনুভূত হয়।৬-৭

ধ্যানকারিগণের নিজ নিজ সঙ্কল্পানুসারে চন্দ্রত্ব যে প্রকার বিভিন্নরূপে প্রতি-ভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ নিজ সঙ্কল্পপ্রভাবে কামিনীলাভও ঘটে। যে সাধ্বী কামিনী লক্ষ লক্ষ ধ্যানকারীর ধ্যানপ্রভাবে ভার্য্যা হইয়া থাকে, সেই কল্পনা-সম্ভূত স্ত্রীরূপে অনুভবও ঐ প্রকার তাহাদের অন্তঃকরণস্থিত সাক্ষিচৈতন্যই হয়। স্বগৃহ হইতে বাহির না হইয়া জীব যে সপ্তদ্বীপাধিপতি হয়, সেই সপ্তদ্বীপের আধিপত্যও তাহার স্বগৃহাকাশে কল্পনাপ্রভাবে হয়। এই সমুদয় দৃশ্যই যখন সেই প্রথম সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার কল্পনাসম্ভূত বলিয়া শূন্য অপ্রতিঘ শান্ত, তখন উল্লিখিত উপাসকগণের কল্পিত ব্রহ্মাণ্ড কখনও অন্যবিধ হইতে পারে না। ইহাও তাদৃশ কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; অতএব 'ইহাতে সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নাই। ৮-১১। ইহলোকের অমূর্ত্ত দান, শ্রাদ্ধ, জপ, তপ প্রভৃতি কর্ম্মের মূর্ত্তফল পরলোকে হয়, তাহার হেতু অতঃপর বলিতেছি, শুনুন। ইহলোকের দানাদি সৎকর্ম্মের ফল পরলোকে

অবশ্যই পাইব, এই ধারণা পোষণ করিয়া জীব মরণের পর নিরবয়ব হইয়াও চিৎশক্তিপ্রভাবে মূর্ত্তি কল্পনা করত স্বপ্নবৎ সাকার কর্ম্মফল দেখিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা কিছুই নহে। মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিবশে চৈতন্য মনের সহায়তায় কার্য্যক্ষম কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্পন্দ ও অস্পন্দময়ী হইয়া থাকে; সেই ভ্রান্তি যখন চলিয়া যায়, তখন মাত্র স্বচ্ছ চৈতন্যই অবশিষ্ট হন। ব্রহ্মসঙ্কল্পময় জীব ইহলোকে অনুষ্ঠিত দান প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে চৈতন্য-প্রতিভাসকেই ফলরূপে পাইয়া থাকে। এই শাস্ত্রোক্তি অবশ্যই সিদ্ধ হয়, কোন কারণেই ইহার অন্যথা হয় না। কল্পনাময় সংসারে কৃত্রিমতাশূন্য সঙ্কল্পরূপ সুখভোগ ইত্যাদি এবং অদানের ফল দুঃখভোগ প্রভৃতি পরলোকে সিদ্ধ হইবে, ইহাতে বিরোধও কিছু নাই। হে মহীপতে! আপনি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি সে সকলের উত্তর দিলাম। আবার সংক্ষেপে বলি, এই যে নিখিল বিশ্ব, ইহা মাত্র সেই চৈতন্যেরই কল্পিত, ইহাতে কোনরূপ প্রতিবিম্ব নাই। ১২-১৭

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্! নিরাকার চৈতন্য-কৃত দেহের কল্পনা কি প্রকারে প্রতিভাত হইতে থাকে? দেহ না হইলে যখন চৈতন্যের প্রতিভাসই হইতে পারে না, তখন তাহার কল্পিত দেহের প্রতীতি কি প্রকারে সম্ভব? দীপের জ্যোতি ভিন্ন ভিত্তিতে তাহার প্রকাশ যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ চিৎকল্পিত দেহের প্রতিভাস সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। ১৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! দেহশব্দের অর্থ আপনি যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট তাহা আকাশদেশে পাষাণ-নৃত্যবৎ অলীক। ব্রহ্ম ও দেহশব্দের অর্থ একই। জল ও অম্বু শব্দের অর্থ যেরূপ একই, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও দেহশব্দের অর্থ অভিন্ন। স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান ঐ দেহ বাস্তবিকই যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই; আপনাকে বুঝাইবার জন্য স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান দেহ বলিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন আপনার অনুভূতিগম্য, এই নিমিত্ত স্বপ্নদৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে বুঝাইলাম; প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ চিদ্রূপেই প্রতিভাত হইতেছে, স্বপ্নের সহিত ইহার কিছুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। ফল কথা, এই দেহই যখন নাই, তখন স্বপ্নবুদ্ধি কাহার হওয়া সম্ভব? তত্ত্বজ্ঞ অবগত আছেন, স্বপ্ন মাত্র ভ্রান্তি, তবে যে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহা কেবল অজ্ঞব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য। ১৯-২৩। প্রকৃতপক্ষে চিদ্রূপী ব্রহ্মে জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি এ সকল কিছুরই সত্তা নাই। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ই আকাশ, সকলই তুরীয়াংশে পরিণত প্রণব। আজ জগতের এই প্রকার যে প্রতিভাস হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিভাস নয় এবং অগ্রেও যাহা প্রতিভাসিত হইয়াছিল, তাহাও

বাস্তবিক কিছুই নহে। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি কিছুই নাই, নিখিল বস্তুই সেই নির্ম্মল ব্রহ্মমাত্র। জ্ঞানের এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে গমনসময়ে পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ এবং অপর বিষয় গ্রহণের কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে জ্ঞানের যে মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, এই দ্বৈতাদ্বৈত যাহা কিছু প্রতিভাসিত হইতেছে, সে সকলই সেই জ্ঞানস্বরূপ। ২৪-২৬

তত্ত্বদর্শীর নিকট দ্বৈতাদ্বৈত, শুভাশুভ স্বপ্ন—এ সকলই চিন্ময়; তাঁহাদিগের নিকট নিরাবরণ চিদাকাশের সহিতই ইহা উপমিত হয়। শূন্য, অশূন্য, সৎ, অসৎ, ভাণ, অভাণ, ঐক্য, দ্বৈত—এই সমুদয়ই সেই পরমাকাশ। পূর্ণ হইতেও পূর্ণব্রহ্মই সর্ব্বত্র প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন; এই যে জগৎ, ইহা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেই বিরাজমান। স্ফটিকমণির ঘনসন্নিবিষ্ট মধ্যাংশবৎ প্রতিভাত কিংবা অপ্রতিভাতও নহে. এই চিদাকাশই জগৎ বলিয়া উহা অপ্রতিঘ। যে সকল স্থানে চিদাকাশ বিরাজমান, জগৎও তথায় অবস্থিত; চিদাকাশ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সমুদয়ই জগন্ময়। জগদ্রূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট, তাহাও সেই শান্ত ব্রহ্ম; জগৎ ব্রহ্ম বলিয়াই এই ব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে বিদ্যমান, সেই ভাবেই অনাময়রূপে চিরাবস্থানে সমর্থ; কারণ, অনিন্দ্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মই চিৎসঙ্কল্পপুররূপে প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছেন। এই যুক্তিই সুসঙ্গত, অন্য কোনরূপ যুক্তি অসম্ভব। যে ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ শ্রোতার সকাশে যুক্তি এবং অনুভববিরুদ্ধ আলোচনা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ২৭-৩৩

লোকে এবং বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা সুপ্রসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে তাহাই যুক্তিসঙ্গত ও সুসিদ্ধ। ঐ সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মই সদ্রূপে এবং দ্বৈত অসদ্রূপে কথিত হইয়াছেন। আমার বক্তব্যও তাহাই। অতএব প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত আমার বাক্য কোনরূপেই হেয় নহে। আপনি পূর্ব্বে যাহাকে ব্রহ্মরূপে ধারণা করিয়াছেন, যখন অবগত হইবেন, তখন তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে সিদ্ধান্ত করিবেন এবং এই বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকারে পরিণত হইবে। আমি আজ আপনাকে যে সকল যুক্তি দেখাইলাম, এই যুক্তির বলে জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায় এবং ইহা দ্বারা লোক বেদ প্রভৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্ম, তাহাতে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায়। এই প্রকার যুক্তিই পুরুষার্থলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, এই জন্য ইহা সকলের পক্ষেই উপাদেয়। ৩৪-৩৬। অবগত না থাকায় এই সংসার-বৃক্ষ প্রভাসিত হইতেছে, কিন্তু অবগত হইতে পারিলেই ইহা যে চিদাকাশ, তাহা স্থির হইবে। সেই অপরিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত চিদাকাশই আমি, জগত্রয়, বন্ধন এবং মুক্তি—এইপ্রকার বিবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে, তখনই এইরূপ নামভেদ ঘটে; কিন্তু পরিজ্ঞাত অবস্থায় চিদাকাশ

নামহীন। পরিজ্ঞাত হইলে এই যথাবস্থিত দৃশ্যসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না। তত্ত্বজ্ঞের নিকট এ দৃশ্যের সত্তাই নাই; তাঁহার স্বরূপ পাষাণের ন্যায় নিশ্চল, স্বপ্ন চিদাকারেই পরিণত হয়, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিংবা বেদ প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত, তাহাই নিজানুভবগম্য এবং তাহাই পরমপুরুষার্থরূপে ফলিয়া থাকে। অন্য সর্ব্ববিধ বিষয় ত্যাগ করত ঐ নিজানুভবগম্য চিদাকাশের নিমিত্ত প্রবল যত্ন দ্বারা উহা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সকল বিষয়েই অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া একমনা হইয়া মাত্র যে বিষয়ের জন্য চেষ্টিত হইবে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ লৌকিক কর্ম্মই মিথ্যা এবং মোক্ষই সত্য; লৌকিক কর্ম্ম ও মোক্ষে এই বিরাট স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও সাধনার উদ্যোগ এবং ফলের অনুভব সম্বন্ধে লৌকিক ও মোক্ষে কোন ভেদই নাই, সকলই তুল্য। হে মতিমন্ মহাত্মন্! এই উত্তর দ্বারা আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিলাম। আপনি এখন আমার মীমাংসিত এই পথ অবলম্বন করিয়া আধিহীন, নিরাময় এবং ভোগাসক্তিবর্জ্জিত হইয়া উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হউন। ৩৭-৪২

দশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম। ইলাবতী রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজা প্রজ্ঞপ্তির প্রশ্নসমূহের এই প্রকার মীমাংসা করিয়া দিলে সেই রাজা আমাকে যথাবিহিত পূজা করিলে আমি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া স্বর্গ-গমনের জন্য আকাশপথ অবলম্বন করিলাম। হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ! আজ আবার আমি এই স্থানে সেই সকল বাক্য বলিলাম। তুমি যদি যুক্তিযুক্ত এই উপদেশাবলী যথাযথ পালন কর, তাহা হইলে তুমিও শান্তচিত্ত আকাশময় হইতে সমর্থ হইবে। এই নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র; অভিধাবর্জ্জিত স্বচ্ছ আকাশমাত্র। ইহা অজ ও শান্তিপূর্ণ, ইহা আদ্যন্তমধ্যবর্জ্জিত এবং চিতির বিকাশমাত্র; ইনি নামহীন, মাত্র কল্পনা দ্বারাই পরাৎপর ব্রহ্ম এই নামকরণ হইয়াছে। কেন না, স্বয়ং চিৎই কূটস্থ বিকারবিহীন। তাঁহাতে ব্রহ্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য বর্দ্ধনশীল অর্থ কখনই সঙ্গত নহে বলিয়াই তিনি নামশূন্য পরমপদ বলিয়া কথিত হন মাত্র। ১-৪

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহাই যদি হয়, তবে সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্মা, বিদ্যাধর ও সুরগণের লোকসমূহ কি প্রকারে লোকের আধার হয়? ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন, সিদ্ধ, সাধ্য, যম, ব্রহ্মা, বিদ্যাধর, সুর ও অন্য সকল অপূর্ব্ব মহাত্মগণেরও নিম্নে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে লোকসমূহ বিরাজমান। তুমি যদি আমার বর্ণিত চূড়োপাখ্যানে বিবৃত ধারণা-বিশেষের সহায়তায় দেখ, তবে সে সকলই দেখিতে সমর্থ হইবে। সিদ্ধলোক দুই প্রকার, তাহার মধ্যে মহ, জন, তপ ও সত্য নামক লোকসমূহ বহু দূরে বিদ্যমান এবং এই সঙ্কল্পসিদ্ধ লোকসমূহ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ধারণা অভ্যাস করিলে তুমি দুই প্রকার লোকই দেখিতে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ অভ্যাস নাই বলিয়াই তুমি দেখিতে পাইতেছ না। ধারণা অভ্যাস করিয়া দেখিবার আবশ্যকও নাই; কেন না, আমাদিগের কল্পনাপ্রসূত লোকের অনুরূপই সিদ্ধগণের সঙ্কল্পলোক। সঙ্কল্পসম্ভূত বায়ু যেরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তদ্রূপ সঙ্কল্পলোকসমূহও সর্ব্বত্র বিরাজিত।৫-৯ তোমার সঙ্কল্পকল্পিত কিংবা স্বপ্নসম্ভূত লোকসমূহ যেমন দিবারাত্র প্রভাতিত হয়, সেইরূপ সেই সিদ্ধ সঙ্কল্পলোক ও তৎসদৃশ অন্যান্য লোকও স্থিরভাবে সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব। যদি তুমি তোমার স্বীয় সঙ্কল্পিত লোকসমূহকে ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত ধ্যানপ্রভাবে সুস্থির করিতে সমর্থ হও, তবে তোমার কল্পিত লোকসমূহও বাধাহীন হইয়া স্থির হইবে। এই প্রকার সঙ্কল্পকারী মনুষ্য ধারণা অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধবৃন্দের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্প-জগৎকে ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত এবং সম্পৎশালী করিতে সমর্থ হন। সিদ্ধবৃন্দ স্বর্গাভিমুখগমনশীল জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে বিনা আয়াসেই স্বীয় সঙ্কল্পলোক স্থির রাখিতে সমর্থ; কিন্তু অন্যের সঙ্কল্পলোক স্থিরতর রাখা বহু প্রযত্নসাধ্য; কেন না, ধারণাভ্যাস ব্যতীত সঙ্কল্প স্থির রাখা অসম্ভব। ১০-১৩

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই শান্ত অপ্রতিঘ চিদাকাশরূপে বিরাজমান। যে প্রকারে ইহাকে দৃঢ় করিবে, সেইরূপই ইনি প্রতিভাসিত হইবেন, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় হইবে না। সঙ্কল্প ব্যতীত কোন কিছুই প্রভাসিত হওয়া সম্ভব নহে। তখন 'আছে' 'নাই' এই প্রকার তর্কের বিষয় কিছুমাত্র থাকে না। সমগ্রই শূন্য, রোধকবর্জ্জিত, প্রতিঘহীন শূন্যাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারা যাহা প্রতিভাত হইয়া থাকে, উহা চিৎস্বরূপের স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সঙ্কল্প ব্যতীত চিৎস্বরূপের স্ফুরণ সম্ভবপর নহে। যদি তুমি এইরূপ বল যে, কার্য্য-কারণভাবে চিৎস্বরূপের স্ফুরণ হয় না কেন? ইহা তুমি বলিতে পার না; কেন না, কার্য্যকারণভাবের কোন্ কথাই ইহাতে নাই। অনন্ত আকাশই সর্ব্বত্র প্রকাশমান, ইহাতে কি প্রকারে আবার কি উৎপন্ন হইতে পারে?

তথাপি উৎপন্নের ন্যায় যাহা মনে হয়, তাহা আকাশে আকাশ-প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে উহাতে কোন রূপ নাই। অতএব একত্ব-দ্বিত্ব-কল্পনা আবার কিরূপে হওয়া সম্ভব? সেই অবিকারী আকাশ যেরূপ ছিল, ঠিক তদ্রূপই বিদ্যমান। স্বপ্নসময়ে আকাশই অচলবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পকালে চিত্ত যেরূপ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে উহা পর্ব্বত বা আকাশ নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগদ্ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। মহাজ্ঞানবান্ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহারপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইলেও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন। যেরূপ জলে তরঙ্গ, আবর্ত্ত প্রভৃতি বহুবিধ বিবর্ত্ত উদ্‌ভূত হয়, সৃষ্টিসমূহও তদ্রূপ ব্রহ্মেই প্রভাসিত হইয়া থাকে। ১৪-২২

বায়ুর স্পন্দ এবং আকাশের শূন্যতা যেরূপ স্বতন্ত্র নহে, সৃষ্টিও তদ্রূপ পরব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। সঙ্কল্পনগর নিরবয়ব হইলেও যেরূপ সাবয়ব বলিয়া অনুভূত হয়, এই জগৎও ব্রহ্মে সেইরূপ অবগত হইবে। ইহা ত্রিলোকের মধ্যে চিরকাল অনুভূত এবং কার্য্যকারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্কল্পনগরবৎ শূন্য ও নিরবয়ব। চিত্তসঙ্কল্প এবং নগর যেরূপ একই বস্তু, নির্ম্মল ব্রহ্ম এবং জগৎ তদ্রূপ একই মাত্র। ব্রহ্ম নামে যাহা কথিত, তাহাই জগৎ নামেও প্রথিত। স্বপ্নে স্বীয় মৃত্যুদর্শন যেরূপ অলীক, এই জগৎ সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও তদ্রূপ কিছুই নহে। স্বপ্নকালে যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নিজ দেহ দগ্ধ হইতে দেখে, অথচ সেই দাহ প্রকৃতপক্ষে যেমন মিথ্যা, পরব্রহ্মে প্রতীয়মান এই জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। জগদ্ভাবই হউক আর অজগদ্ভাবই হউক, সকলই সেই পরব্রহ্মেরই নির্ম্মল মূর্ত্তি। প্রকৃতপক্ষে জগৎমাত্রই রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ অলীক। হে রাম! এই সিদ্ধ লোকেও আমার বর্ণনামত কল্পনামাত্রই হউক, সত্যই হউক অথবা কিছুই না হউক, সেই জ্ঞানের ভোগাদি ফল ফলিয়া থাকে; কিন্তু যোগিজনের নিকট ইহার আদর নাই; কেন না, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে, উহা আমার; কাজেই তুমিও ইহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করত ইহাতে আগ্রহ পরিহার কর। এই সমুদয় ভোগ্য বস্তু লাভ করিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক নাই। ২৩-৩০

একাদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আদিম অবস্থায় ব্রহ্মাকাশ স্বয়ং যে চিন্ময় ভাব হইতে নিজকে 'আমি'রূপে জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানই হইল হিরণ্যগর্ভতা এবং সেই জ্ঞানের অভ্যন্তরেই এই জগৎ বিদ্যমান। ইহাই যখন স্থির, তখন ব্রহ্মা কিংবা জগতের সত্তা প্রকৃতপক্ষে নাই। সেই অজ পরব্রহ্মই পূর্ব্ববৎ যথাযথরূপে বিরাজমান। তথাপি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভাব প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, উহা প্রতিভাসই, প্রকৃতপক্ষে উহা মরীচিকাবারিবৎ অলীক; যদিচ দৃশ্যমান, তথাপি অসৎ। সুতরাং সৃষ্টিসময় হইতে উদ্ভূত এই জগৎ ভ্রম— কিংবা ইহাকে ভ্রমই বা বলি কি প্রকারে? যাহা প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে, উহা সেই অনাময় ব্রহ্মই। জল ও আবর্ত্ত যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্ম অপৃথক্। ইহাতে দ্বিত্ব বা একত্বের সম্ভাবনাই বা কোথায়? জল ও আবর্ত্তের দ্বিত্ব সম্ভব কি? কাজেই দ্বিত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য যখন নাই, তখন একত্বই বা কিরূপে হইতে পারে? আকাশসদৃশ বিরাট বিস্তীর্ণ শান্ত ঘন সেই ব্রহ্মই চিন্ময়ত্ববশতঃ স্বীয় অভ্যন্তরে বিদ্যমান শূন্যত্বকে 'আমি'রূপে জ্ঞান করেন। বায়ু যেরূপ নিজ স্পন্দ অনুভব করিয়া থাকে, চন্দ্র যেরূপ স্বীয় শীতলতা অনুভব করেন, ব্রহ্মও তদ্রূপ স্বয়ংই স্বীয় সত্তা অনুভব করেন। ১-৭

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই অসীম আদিরহিত নিরাবরণ ব্রহ্মচৈতন্য 'আমি'রূপে স্বীয় সত্তা পূর্ব্বে কি অনুভব করেন নাই, মাত্র এখনই অনুভব করিতেছেন? হে মুনে! ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। ৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! যদিচ ব্রহ্মচৈতন্য সব সময়েই 'আমি' ইত্যাকার অনুভব করিতেছেন, তথাপি এই অনাদি অজ ব্রহ্মের এই প্রকার 'আমি' কিংবা পরিশুদ্ধ চৈতন্যাকারে যে স্ফুরণ, তাহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ অপেক্ষা নাই। সৃষ্টি ও অসৃষ্টিরূপী ব্রহ্ম সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান। অজ্ঞদৃষ্টি অথবা তত্ত্বদৃষ্টি নিবন্ধন কোথাও বাহ্যবিষয়ক সত্তা ও অসত্তাহেতু সেই ব্রহ্মাকাশের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করা সম্ভব নহে। তত্ত্বদৃষ্টি কিম্বা অজ্ঞদৃষ্টি দ্বারা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কল্পনাবলে প্রতিভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কল্পনা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কুত্রাপি কিছুই বিদ্যমান থাকে না। বায়ু ও স্পন্দ, চন্দ্রমা ও শীতলতা এবং আকাশ ও শূন্যতা যেরূপ একই, তদ্রূপ মিশ্রদৃষ্টিতে অর্থাৎ অজ্ঞ ও তত্ত্বদৃষ্টির মিলনে ব্রহ্ম ও অহংভাব একইরূপে অনুভূত হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মে অহংভাবের সত্তা সর্ব্বদাই বিরাজমান। কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না; কেন

না, অনাদিনিধন ব্রহ্মই এই জগৎ। ৯-১২। হে বৎস! তুমি অদ্বিতীয় পরম জ্ঞান লাভ করিলেও মদীয় উপদেশশ্রবণরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার কথিত এই মিশ্রদৃষ্টি দ্বারা যদি ব্রহ্মকে জগৎ ও অজগৎ—এই উভয়রূপী বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাতে ক্ষতি নাই; এখন সেই মিশ্রদৃষ্টি যদিচ অবলম্বন করিতে পার, তথাপি সাবধান, পরমার্থজ্ঞানবিষয়ে যেন কদাচ তাহা করিও না। যদি মিশ্রদৃষ্টি অবলম্বন কর, তবে বুঝিবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বরূপী, নিখিল পদার্থের ভিতর যে জীব অনুভব করিতেছ, তাহাই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই জীবরূপে অনুভব করিতেছেন, এবং তিনিই সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে নিখিল দৃশ্য পদার্থই অনুভব করিতেছেন। পরিশুদ্ধ ব্রহ্মদৃষ্টি অবলম্বন করিলে বুঝিতে হইবে, অন্য কেহই কখন কোন কিছুই অনুভব করিতেছেন না, মাত্র সেই ব্রহ্মই বোধস্বরূপে বিরাজমান। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বদ্ধ, সে মনে করে, ব্রহ্মই ত্রৈলোক্যরূপে সর্ব্বদা প্রতিভাসমান হইতেছেন; কিন্তু মুক্ত ব্যক্তি মনে করেন, দৃশ্যপ্রপঞ্চ নানা কিংবা অনানা প্রভৃতি কিছুই নাই, মাত্র সেই পবিশুদ্ধ ব্রহ্মই বিরাজমান। আকাশে যেরূপ বৃক্ষের উদ্ভব সম্ভব নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উদ্ভব অসম্ভব, ইহা তুমি অবগত হইয়া শান্তিলাভ কর। ১৩-১৬

হে রাম! যতক্ষণ না তোমার সকল সন্দেহ পূর্ণরূপে দূর হইতেছে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ না হইতেছ, ততক্ষণ তুমি আমার উপদেশ শ্রবণের জন্য ভেদদৃষ্টি অবলম্বন করিতে পার; পরে যখন তোমার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইবে, তখন আর কোন বিষয়েই তোমার কোনরূপ সংশয় থাকিবে না—শাস্ত্র-উপদেশ, ভেদজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই যে ভেদজ্ঞান জগৎ, ইহা সেই সঙ্কল্পরূপী প্রজাপতি হইতেই উদ্ভূত। ১৭-১৭

শ্রীরাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আপনি মৎসকাশে যাহা বলিতেছিলেন, সেই আহঙ্কারসমষ্টি নিরূপণের জন্য যাহা কার্ত্তন করিতেছিলেন, আমার বোধবৃদ্ধির জন্য তাহা বলুন। সেই পরব্রহ্মকে অহংভাবে যদি ভাবনা করা যায়, তবে প্রথমে কি সম্পন্ন হইয়া থাকে? আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন অবশ্যই ইহা আপনার অধিগত। আমি ভবদীয় বাক্যসুধা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এই নিমিত্ত অদ্যাপি আমার শুনিবার বাসনা প্রবল রহিয়াছে; আপনি কৃপাপরবশ হইয়া তাহা আমাকে বলুন। ১৯-২০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাম! পরব্রহ্মে অহংভাবনা উৎপত্তির পর প্রথমে আকাশসত্তা, তাহার পর দিক্‌সত্তা, কালসত্তা এবং ভেদসত্তা যথাক্রমে উদ্ভূত হয়। এই দেহাদিতে যখন 'আমি' এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন যেখানে

দেহাদি নাই, তথায় 'এখানে আমার সত্তা নাই' ইহা নিশ্চয়ই অনুভূত হয়। এই প্রকারে দেশ, কাল এবং বস্তুকৃত পরিচ্ছিন্নভাবের উদ্ভব হওয়ায় ক্রমশঃ আত্মাই দ্বৈতভাব ধারণ করত উদিত হইয়া থাকেন। এই আকাশময় সত্তাসমূহের যখন নাম রূপ প্রভৃতি ভেদ কল্পনা করা হয়, তখনও উহা আকাশরূপে বিদ্যমান থাকে। এই প্রকারে দিক্, কাল ও কল্পনাময় অরূপ আকাশ তন্মাত্ররূপী অহংভাবযুক্ত হইলে সেই পরব্রহ্মই দৃশ্যমান প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হইয়া—তিনি যেন সেই ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ হয়েন। শান্ত, অজ, এক, অনাদিমধ্য, সেই ব্রহ্মই আকাশরূপে নিজকে জীবভাবে ভাবনা করত নিরাবরণ আকাশেই স্বীয় স্বরূপে বিস্তীর্ণ দৃশ্যাকারে দর্শন করেন এবং যতক্ষণ না আবার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ নিজকে যেন অন্যপ্রকার দেখিয়া থাকেন। ২১-২৬

দ্বাদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন! অদ্য তুমি আমাকে যে ভাবে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, অন্য এক পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার শিষ্যরূপে ঠিক এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলে। অন্য এক কল্পে তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং আমিও বশিষ্ঠ হইয়াছিলাম। সংসারে নির্ব্বেদ পাইয়া তুমি মৎসকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। এক বনমধ্যে তোমাতে আমাতে গুরু-শিষ্যরূপে এই প্রকার বাক্যালাপ হইয়াছিল। তৎকালে সেই বনে গুরুরূপে আমি উত্তর দিয়াছিলাম এবং তুমি আমার উদার শিষ্যরূপে সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলে। ১-৩

শিষ্য বলিয়াছিল,—হে ভগবন্! আমার এই মহৎ সন্দেহ আপনি দূর করুন। কোন্ কোন্ পদার্থ এই মহাকল্পে ধ্বংস হয় এবং কোন্ কোন্ পদার্থই বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না? ৪

গুরু বলিয়াছিলেন,—হে পুত্র! স্বপ্ন দেখিবার পর সুষুপ্ত অবস্থা হইলে স্বপ্নদৃষ্ট নগর যেরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুই তাহার অবশেষ থাকে না, তদ্রূপ এই দৃশ্যমান দৃশ্যও মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়, কিছুই সত্তা থাকে না। পৃথিবী, পর্ব্বত, দশদিক্,

ক্রিয়া, কাল এ সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র ভূতই লুপ্ত হয়, অধিক কি, এই আকাশও অবশিষ্ট থাকে না। মহাপ্রলয়ে এই সমুদয় দৃশ্যপ্রপঞ্চের ভোক্তারই যখন অভাব হয়, তখন এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কি প্রকারে থাকা সম্ভব? সকল কারণের কারণ সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বর-ইন্দ্রাদির মহাপ্রলয়ে নাম পর্য্যন্ত থাকে না; চিৎ-পদার্থের ক্ষয় নাই, সেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেই অক্ষয় চিৎপদার্থের বিবর্ত্তরূপে তখন মাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান, এইরূপ অনুভূত হয়; স্বীয় অধ্যস্ত সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অনুভবনিবন্ধন চিদাত্মারই অবশেষ অবশ্যই তখন স্বীকার্য্য; যেহেতু, তিনিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন যদি বলা যায়, তবে প্রলয় যে ঘটিল, ইহার সাক্ষী হয় কে? সাক্ষি-শূন্য প্রলয় তো সম্ভব নয়। ৫-৯

শিষ্য বলিয়াছিল, অসতের সত্তা এবং সতের অসত্তা তো কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং এই যে বিশাল বিরাজমান জগৎ, তাহা কোথায় যায়? ১০

গুরু বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! অসতের সত্তা এবং সতের অসত্তা সম্ভব নহে, ইহা স্থির; কিন্তু তুমি যাহাকে সৎ বলিয়া অনুভব করিতেছ, সেই জগৎ তো সৎ নহে; কেন না, ইহার ধ্বংস দৃষ্ট হয়। হে রাম! প্রকৃতপক্ষে যাহা কখনই নাই, ঈদৃশ অভাবরূপী পদার্থ কিছুই নাই। অতএব তাহার আবার ধ্বংস কি হইবে? মরীচিকা-বারির অস্তিত্ব কোথায় এবং দিবায় চন্দ্রই বা কোথায়? প্রকৃত কেশকলাপ আকাশে আছে কি? ভ্রান্তিজনিত অনুভূতিই বা কোথায় সত্য হইয়াছে? এই সমুদয় দৃশ্যই অসত্য, স্বপ্নসময়ে যেরূপ নগরদর্শন ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ অলীক, সুতরাং ইহার বিনাশ কিরূপে সম্ভব? জাগ্রৎকালে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী যেরূপ কিছুই বিদ্যমান থাকে না, এবং স্বপ্নসময়েও যেরূপ জাগ্রৎকালের কিছুই থাকে না, তদ্রূপ এই সমুদয় দৃশ্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শান্তরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ কোথাও কিছুই বিদ্যমান নাই। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে স্বপ্ননগরী যেরূপ কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝা যায় না, তদ্রূপ এই জাগতিক দৃশ্য শান্ত হইলে কোথায় তিরোহিত হয়, বুঝা সম্ভব নহে। ১১-১৬

শিষ্য বলিয়াছিল, হে ভগবন্! দৃশ্যেরই যখন সত্তা নাই, তখন কোন্ পদার্থ দৃশ্যাকারে কিছুক্ষণ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞানলাভ হইলে উহা সেই প্রকারে কি নিমিত্ত প্রতিভাত হয় না? এই যে নিখিল দৃশ্য, ইহা কোন্ পদার্থের রূপ,—বিস্তীর্ণ চিদাকাশের কিম্বা অপর কোন পদার্থের? ১৭

গুরু বলিয়াছিলেন, হে পুত্রক! শুক্তি-রজতবৎ স্বচ্ছ চিদাকাশের স্ফুরণই এই জগৎ, তদ্ব্যতীত জগৎ-নামধেয় অন্য কোন বস্তুই নাই। এই অসীম চিদ্‌গগনের নির্ম্মলরূপ নিজ স্বভাব পরিহার না করিয়াই এইরূপে যে প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে, সেই প্রতিভাসই হইতেছে এ সৃষ্টি, এবং সেই প্রতিভাসের

অভাবই প্রলয় নামে কথিত হইয়া থাকে। অবয়বীর মূর্ত্তি যেরূপ অবয়বভেদে বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ স্ফুরণ এবং স্ফুরণজনিত সৃষ্টিও ক্ষয়রূপী আকাশে চিদ্রূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাসিত হয়। তুমি যদি নির্ম্মল সরোবরে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তোমার প্রতিবিম্ব ও তুমি যেরূপ অস্বতন্ত্র, সরসী-প্রবেশের পূর্ব্বে যেরূপ একই ছিলে, তখনও সেইরূপ অপৃথক্ই থাক, এবং পরেও অপৃথক্ থাকিবে, নির্ম্মলস্বরূপ সেই ব্রহ্মও তদ্রূপ সৃষ্টিসময় কিম্বা প্রলয়ে সর্ব্বকালেই ক্ষয় ও উদয়বর্জ্জিতভাবে একইরূপে বিদ্যমান। ১৮-২১। একমাত্র নিদ্রা যেরূপ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় বিরাজমান, তদ্রূপ সৃষ্টি অথবা প্রলয়সময়ে সেই অব্যয় চিন্মূর্ত্তি ব্রহ্মই একমাত্র বিদ্যমান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিকালে স্বপ্নদৃষ্ট জগতের যেরূপ অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ আমাদিগের অজ্ঞান অবস্থায় দৃশ্যমান এই জগৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না। বাধপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ আকাশে পরিণত হইলে অন্যত্র যে তাহার সত্তা থাকে না, জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবে তাহা বোধগম্য করিতে আমরা অসমর্থ। অপরের জীবাকাশে আমাদিগের স্বপ্নজগতের অবস্থান সম্ভব নহে। কেন না, আমাদিগের বাসনাপূর্ণ জগৎ আমাদিগের চিদাকাশেই থাকা সম্ভব; অন্যত্র থাকিবার সম্ভাবনা কি? আমাদিগের অজ্ঞান অবস্থায় অনুভূয়মান জগৎ আমাদিগের জ্ঞানসময়ে অন্যের চিদাকাশে যদি প্রবিষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তির জ্ঞানকালে বিশুদ্ধ চিদাকাশ স্ফুরিত হয় না, এই প্রকার কল্পনার আবশ্যক হয়; এই যে কল্পনা, ইহার কি প্রমাণ আছে? ২২-২৫

শিষ্য বলিয়াছিল, যদিও এই প্রকারে আমাদিগের চিদাকাশগত বিষয় পর পর প্রতিভাত হয় না, তথাপি আমার মনে হয়, স্বপ্নদর্শনকারী ব্যতীত অপর জাগ্রৎ ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যজ্ঞানযুক্ত হয়, তেমনই অন্যস্থানে প্রলয়সময়েও অপর ব্যক্তিতে জগৎ প্রভৃতি দৃশ্যজ্ঞান অবশ্যই আছে। ২৬

গুরু বলিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অবশ্য সত্য; কিন্তু এই জগৎ চিতির অস্বরূপ, তাই সকলের নিকট উহা একই প্রকার নহে। যেরূপে চিৎস্বরূপ প্রতিভাত হয়, চিদধ্যস্ত জগৎ সেই প্রকারে প্রতিভাত না হইলেও যেরূপে চিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা দ্বারাই জগৎ-স্বরূপ প্রতিভাত হয় না, এই নিমিত্ত উহা কিছুই নহে; শুধু তাহাই নহে, উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কোনরূপেই উহা সৎ নহে; ফল কথা, উহা মাত্র চিদাকাশেরই বিকাশ, উহা সৎ কিম্বা অসৎ বলিয়া মনে হয় না। জগতের অস্তিত্ব যদি চিদাকাশরূপে অঙ্গীকার করা যায়, তবে এই জগৎ সর্ব্বসময়ে সর্ব্বরূপে বিরাজমান দৃশ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু জগৎস্বরূপে চিদাকাশ কুত্রাপি বিরাজমান নহে। সেই

ব্রহ্ম সৎ ও অসদ্রূপী, এই নিমিত্ত জগৎও সৎ ও অসদ্রূপী, চিদাকাশ অবিনশ্বর, এই হেতু চিদাকাশময় জগৎও অবিনশ্বর। ২৭-৩০। সচ্চিদাকাশই সৃষ্টি-প্রলয়রূপী, যত দিন উহা পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তত দিনই উহা দুঃখের হেতু হইয়া থাকে এবং যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন উহা পরমা শান্তিতে পরিণত হয়। তত্ত্বদর্শীর সকাশে ইহা সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাকারে বিরাজমান এবং অজ্ঞ ব্যক্তি কখনই উহা বর্ত্তমান বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। এই দেব চিদাকাশই ঘট, পট, শৈল, সরিৎ, বিবর, তৃণ, অনল, অস্তি, নাস্তি, শূন্য, ক্রিয়া, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, ভাব, অভাব, জন্ম, মৃত্যু, সম্পদ্, বিপদ্, শুভ এবং অশুভ কর্ম্মরজ্জুরূপে বিরাজমান। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা এই চিদাকাশ নহে; কিন্তু এই দেব চিদাকাশ আদি, মধ্য, অন্ত, অতীত, বর্ত্তমান, অন্তর ও বাহির সকল স্থানেই এই প্রকারে বিরাজিত হইলেও তিনি কোথাও বিরাজমান নহেন। ৩১-৩৬

হে রাম! ব্রহ্মভাবে দেখিলে স্বপ্নসময়ে সম্বিৎ যেরূপ নগরাকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বময় ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপে সকল স্থানেই বিরাজমান বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন। ইহাই যদি হয়, তবে এক তৃণই কর্ত্তা, ভোক্তা এবং বিভু হইতে সমর্থ, ঘট, পট, দর্পণ, পর্ব্বত ও মনুষ্য ইহাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বেশ্বর হওয়া সম্ভবপর। বেশী বলিব কি, প্রত্যেক পদার্থই ঐ ত্রিবিধ হইতে পারে; কেন না, সকল বস্তুই অনাদিনিধন অসীম ধাতা ব্রহ্মস্বরূপ। বিভু পরব্রহ্ম নিজ বিভুতাপ্রযুক্ত ঘট-পটাদি বস্তুরূপে প্রভাসিত হইতেছেন। ব্রহ্মের ঐ বিভুতা-শক্তি আছে বলিয়াই ক্ষয় এবং উদয়ের প্রতিভান হয়। যাঁহারা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য বস্তু অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে ঐ বাহ্য বস্তুই কর্ত্তা ও ভোক্তা। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, একমাত্র বিজ্ঞানই বিদ্যমান, তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা। ৩৭-৪৩

শূন্যবাদীদিগের মত এই যে, কর্ত্তা বা ভোক্তা কেহই নাই। পাশুপত-মতাবলম্বীরা কোন অনির্দ্দিষ্টনামা ঈশ্বরকে কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ফল কথা, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদে সকলই সম্ভবপর, উহাতে আবার বিধি-নিষেধের সম্ভাবনা কি থাকিতে পারে এবং কি-ই বা সম্ভব নহে? চিদাকাশ স্বীয় বিশুদ্ধ আত্মাতে সেই সেই বাসনাবশতঃ দৃশ্যভাবের প্রকাশ করিয়া স্বয়ংই দৃষ্টরূপে স্বীয় স্বরূপকে জগদাকারে দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অনাময়রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ। ৪৪-৪৫

হে রাম! নিখিল প্রাণীর নিজ নিজ অনুভবগম্য বস্তুদৃষ্টি এবং বিধি-নিষেধরূপ দৃষ্টি তাহাদিগের স্ব স্ব সঙ্কল্প, ভাবনা, বাসনা এবং কামনানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া

থাকে, এই নিমিত্ত সেই সকল তাহারা সত্য বলিয়া অনুভব করে, কিন্তু অন্যের নিকট সে-সকল প্রতীয়মান না হওয়ায় শশশৃঙ্গবৎ অলীক বলিয়া মনে হয়; কেন না, প্রত্যগাত্মা যে প্রকার অনুভূত হইয়া থাকে, সেই প্রকারই জগদাকার ধারণ করেন। হে রাঘব! পুরাকল্পে আমার শিষ্যরূপে তুমি মৎসকাশে ইহা শুনিয়াছিলে; কিন্তু তৎকালে ইহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সেই নিমিত্ত তুমি আবার আজ অন্য জগতের ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছ এবং মৎসকাশে পুনরায় সেই প্রশ্ন করিতেছ। এখন সংসাররূপ রাত্রির তমসানাশকারী চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ আমার এই উপদেশাবলী শুনিয়াছ; এখন তুমি অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া পরমানন্দস্বরূপ অভ্যুদয় লাভ করিয়া স্বচ্ছ জ্ঞানতুল্য হইয়াছ, অতএব অধুনা তুমি যথোচিত কর্ম্মসমূহ পালন করিতে থাক। অর্থাৎ রাজ্য-শাসন প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম তোমার অবশ্য করণীয়, তাহাই করিয়া যাও। হে বৎস! তুমি সকল দৃশ্য বস্তু হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল স্বভাব-প্রকাশশালী সর্ব্বজয়ী সেই পরমাত্মায় অবস্থিত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন শান্ত আকাশকোষবৎ মনোরম এবং আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-পালন করিতে থাক। ৪৬-৫০

ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের বাক্য শেষ হইলে আকাশদেশে সুধাময় জলদবৎ সুরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং সেই সভায় সুধাবর্ষণের ন্যায় পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। সেই পুষ্পবর্ষণের ফলে চতুর্দ্দিক্ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। যখন আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতেছিল, তখন মনে হইল, যেন পুণ্যলক্ষ্মী এই উৎসব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ কিঞ্জল্ক সদৃশ অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া বায়ু-তাড়িত শ্বেত কেশররূপ মাল্য পরিহিত হইয়া স্তূপীকৃত পুষ্পক্ষরিত মধু দ্বারা তৃপ্তিলাভ করত নভোমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। আরও মনে হইল, যেন প্রলয়রূপ বানর কর্ত্তৃক প্রকম্পিত কোষরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে ভ্রষ্ট প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেব দ্বারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দুন্দুভিধ্বনিচ্ছলে কিঞ্জল্ক সদৃশ জীমূতমন্দ্রের সহিত সেই পুষ্পবর্ষণ তুষারবৎ মনোহর পুষ্পসমূহে সমগ্র সভাগৃহ ঢাকিয়া দিল। দর্শকবৃন্দ সেই পুষ্পবর্ষণ দেখিয়া

পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ক্রমশঃ সেই পুষ্পবর্ষণ বন্ধ হইল। সভার দৃশ্য বড়ই মনোরম ; এক সু-উচ্চ আসনে বশিষ্ঠদেব আসীন, তাঁহার সম্মুখে ঋষিবৃন্দ, তৎসম্মুখে দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি, তাহার পর মন্ত্রী এবং সামন্তবৃন্দ, এই প্রকারে অন্যান্য সকলে উপবিষ্ট। সভ্যগণ সকলেই সেই স্বর্গীয় পুষ্প লইয়া বশিষ্ঠদেবের পদে পুষ্পাঞ্জলি দান এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশোক ও দুঃখশূন্য হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সেই স্বর্গীয় পুষ্পের শীতলতা এবং সদ্‌গন্ধ প্রভৃতি গুণ দ্বারা তাঁহাদের রোগ-ক্ষুধাতৃষ্ণা-জনিত কষ্ট দূর হইল এবং বশিষ্ঠদেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশবলে জনম-মরণাদি দুঃখ দূরীভূত হইয়া গেল। ১-৫

তখন দশরথ বলিলেন,—অহো! আজ আমি বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। শরৎকালে মেঘমালা যেরূপ পর্ব্বতোপরি বিশ্রাম লাভ করে, তদ্রূপ আজ আমি সংসাররূপ সুবিশাল অরণ্য হইতে বিশ্রামলাভে সমর্থ হইলাম। আমি এত কাল এই দীর্ঘারণ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম ; আজ আমি অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম-নিচয়ের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি, সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়াছি। আপদের সীমা যে কতদূর, তাহাও আমার আর অবিদিত নাই এবং এখন আবার জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে আমার অধিগত হওয়ায় সেই পরমপদে বিশ্রাম-লাভে সমর্থ হইলাম। ধ্যানপ্রভাবে কল্পিত অপর গগনে বিহার প্রভৃতি অনুভবরূপ ভ্রম, ধারণাপ্রভাবে সর্ব্ববিধ পদার্থের আধার সেই ব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া দেহত্যাগ, সঙ্কল্পপ্রভাবে নগর রচনা, স্বপ্নাবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডদর্শন করত কষ্টানুভব, শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, স্বপ্নাবস্থায় নিজ মৃত্যুদর্শন, বায়ু ও স্পন্দের একত্ব সম্পাদন, জল ও দ্রব পদার্থের ঐক্যসাধন, ইন্দ্রজালবলে পুরীদর্শন, গন্ধর্ব্ব-নগর দর্শন, মায়াবশে জলময় স্থান দর্শন, দ্বি-চন্দ্রভ্রান্তি, মত্তাবস্থায় অবিবেকবশতঃ পুরীস্পন্দানুভব, অকারণে ভূমিকম্প দর্শন, গগনে কেশকলাপ দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বানুভবগম্য বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার দৃশ্যবুদ্ধি আপনি মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন। ৬-১৩

শ্রীরাম বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ভবদীয় অনুগ্রহে আমার সকল মোহই দূরীভূত হইয়াছে। আমি সেই পরমপদ লাভ করিয়াছি। এখন আমার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হওয়ায় আমি সেই সত্য ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইয়াছি। আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে, আমি ব্রহ্মস্বভাবে বিরাজমান হইয়া নিরাবরণ বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছি। অঙ্গে অমৃতসেক হইলে যেরূপ সুখোদয় হয়, ভবদীয় সুমধুর বাক্যামৃতও তদ্রূপ সুখাবহ। যদিচ আমি কৃতকৃত্য এবং শান্ত, তথাপি বারবার আপনার সুমধুর উপদেশ-সুধা স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় অত্যধিক আনন্দিত হইতেছি। আমার এখন কার্য্য করাতে কিম্বা না করাতেও

কোনরূপ আবশ্যক নাই, কিন্তু ব্যবহার অবস্থায় পূর্ব্বেও যেরূপ ছিলাম, এখনও তদ্রূপ আছি, বিগতজ্বর হইয়া তদবস্থায়ই অধুনা আমি বিরাজমান। ১৪-১৭। ভবদীয় উপদেশপ্রভাবে যে প্রকার বিশ্রামের উপায় আমি পাইয়াছি, এই উপায় কুত্রাপি পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিম্বা এতদ্‌ব্যতীত অন্য উপায়ই বা কি থাকিতে পারে? আশ্চর্য্য, আমি আজ নিরন্তর বিশ্রাম-সুখের অসীম স্থান পাইয়াছি। অহো! এই জনন-মরণাদি নানারূপ অনর্থযুক্ত সংসারে জীবগণ কি কষ্ট না পাইয়া থাকে! আমার কাছে এখন শত্রু, মিত্র, সুজন, দুর্জ্জন প্রভৃতি কিছুই নাই। এখন আমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, সেই আত্মচৈতন্যকে যত দিন অবগত হইতে না পারা যায়, তত দিন তিনি দুঃখদায়ী জগদ্রূপে অনুভূত হন। আত্মচৈতন্য এখন আমার কাছে সুজ্ঞেয় হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আমি শান্ত এবং সর্ব্বসুন্দররূপে উপলব্ধি করিতেছি। হে ঋষিবর! ভবদনুগ্রহ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এই আত্মচৈতন্য অবগত হইতে সমর্থ হয়? নৌকা কিম্বা সেতু ভিন্ন বালক কি প্রকারে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে? ১৮-২০

লক্ষ্মণ বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের উপদেশসমূহ শুনিয়া আজ আমার জন্মজন্মান্তরের সকল সন্দেহ দূর হইল, শত জন্মের পুণ্যপুঞ্জ আজ আমি এক সময়ে প্রাপ্ত হইলাম। আজ আমি নিজ অন্তঃকরণে বিচারশক্তি উপলব্ধি করিয়াছি। আজ আপনার উপদেশবলে প্রবুদ্ধ হইয়া আমার অন্তঃকরণ এরূপ শান্ত এবং স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে, মনে হইতেছে, যেন আমার হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। হে ভগবন্! ভবদীয় উপদেশবলে সেই মূর্ত্ত পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইহাতেও মানববৃন্দ মহদ্‌ব্যক্তির সেবা না করিয়া রাগ, দ্বেষ, মৃত্যু, দুঃখ দ্বারা নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। ২১-২২

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অহো! আজ আমাদিগের কি সৌভাগ্য! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের মুখ-বিগলিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিয়া মহাপুণ্য সঞ্চিত হইল। মনে হইতেছে, আজ আমরা সহস্র গঙ্গায় স্নান করিলাম। ২৩

শ্রীরাম বলিলেন,—অদ্য আমি সম্পদ্, বিপদ্, শাস্ত্র, সদুপদেশ এবং দেশ কালাদির শেষসীমা প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৪

নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! পৃথিবীতে, সুরলোকে, অধিক কি, ব্রহ্মলোকেও যাহা কখন শ্রবণ করি নাই, আজ আপনার মুখে সেই তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া আমার দুই কর্ণ অতীব পবিত্রতা লাভ করিল। ২৫

লক্ষ্মণ বলিলেন,—হে মুনে! আজ আমাদের হৃদয়স্থ এবং বহিঃস্থ এই দুই প্রকার তমোনাশ করিয়া আপনি যেন অস্মৎসকাশে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া আছেন। ২৬

শত্রুঘ্ন বলিলেন, হে ভগবন্! আজ আমি সেই পরমপদ লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সুখস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। ২৭

দশরথ বলিলেন, আমাদিগের বহু জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে আজ এই মুনীশ্বর বশিষ্ঠদেব মোক্ষশাস্ত্র উপদেশ দিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়া দিলেন। ২৮

বাল্মীকি বলিলেন, মহারাজ দশরথ ও অন্যান্য সভ্যগণ এই সকল কথা বলিলে পর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অতীব পূত এই বাক্য-সকল বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি যাহা বলি, তুমি এখন তাহাই কর। হে রঘুকুলচন্দ্র! ইতিহাস-কথার পরিসমাপ্তি ঘটিলে ব্রাহ্মণ-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং তুমি এখন ব্রাহ্মণবর্গের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের বাসনা পূরণ কর। ব্রাহ্মণ-পূজা করিলে অক্ষয় ফল-লাভ হইবে। মুক্তি-কথা সমাপ্ত হইবার পর যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র, তাহারও নিজ সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্য, ইহাই নিয়ম। আপনি যখন সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি, তখন আপনার তো সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা করা বিধেয়। ২৯-৩২

ঋষিবর বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহারাজ দশরথ তখনই দূত প্রেরণ করিয়া দশ হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ মথুরা, সৌরাষ্ট্র ও গৌড়দেশে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কুলশ্রেষ্ঠ দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে পূজা করত আনাইয়া ভোজন করাইলেন। যে ব্যক্তি অতীব জ্ঞানী আর যে ব্যক্তি অজ্ঞান—এই দ্বিবিধ ব্রাহ্মণকেই তিনি ভোজন করাইয়া এবং দক্ষিণা দিয়া পূজা করিলেন। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা দেব-বৃন্দের এবং বহুপ্রকার মণি-মাণিক্যাদি দ্বারা সমাগত রাজন্যসমূহের সন্তোষ-বিধান করিলেন এবং মন্ত্রিবর্গ, ভৃত্যসমূহ, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, কৃপণ প্রভৃতি সকল লোককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিসাধন করিলেন। সেই দিন মহারাজ দশরথ সুহৃদ্‌গণের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৭

সুমেরু পর্ব্বত সদৃশ পরমশোভাসম্পন্ন সেই মহানগরী অযোধ্যার মণি-মাণিক্য-খচিত রাজভবনের প্রতি গৃহে প্রমোদমত্তা বিলাসিনী রমণীগণ নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল; কোন স্থানে বিবিধ রত্নালঙ্কারভূষিতা সুন্দরীগণ মুরলী, বাঁশী, মুরজ, মাদল প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। নৃত্যপরায়ণ রমণীবৃন্দ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে বিক্ষিপ্ত কর-চালনা দ্বারা শূন্যে পল্লবসমূহের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং তাহাদের উচ্ছ্বসিত হাস্যে দন্তপংক্তি বিকসিত হওয়ায় চন্দ্রজ্যোতিকেও যেন লজ্জা দিতে লাগিল। যখন বীররসের অভিনয় হইতেছিল, তখন অভিনেতারা প্রমত্ততার, করুণরসের সময় আদ্র[illegible]াভিভূত

কম্পিতকণ্ঠ এবং শৃঙ্গাররসের সময় ধীরভাবে পদসঞ্চালন করিতে লাগিল। অভিনয়-সময়ে নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর জন্য কোন কোন অভিনেতার ফুলের মালা হইতে গগনবিচ্যুত নক্ষত্রনিকরবৎ পুষ্পসকল তাহাদের দেহে পড়িতে থাকায় তদ্দ্বারা তাহারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কাহারও বা নৃত্যবেগবশতঃ হার বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বারিধারাবৎ মুক্তাসমূহ মাটীতে ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই ছিন্নহারের সূত্রে তাহাদিগের পদস্খলন হইল। ৩৮-৪৩

সুন্দরী নর্ত্তকীরা নৃত্যসময়ে বিলোল হাব-ভাব এবং বহুবিধ অলঙ্কারসৌন্দর্য্য দ্বারা যেন মূর্ত্ত মদনকে সেই সভাস্থানে উপস্থিত করিয়া দিল। সুরাপায়ীরা প্রমত্তাবস্থায় বিবিধ ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল। ভোজনেচ্ছুকগণ নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর ভোজ্য ও পেয়ে তৃপ্তিলাভ করিল এবং নানারূপ বস্ত্র পরিয়া সন্তুষ্ট হইল। সেই মহোৎসবে গৃহের ভিত্তিসকল শুভ্রবর্ণ, পুষ্পমাল্যভূষিত এবং সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বোপরি শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-লাবণ্যপ্রভাবে যেন চন্দ্র-কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নানারূপ বর্ণসমন্বিত বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া পরিচারক ও পরিচারিকাগণ সানন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নর্ত্তকীরা নিজ নিজ দেহে যক্ষকর্দ্দম (কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী এবং কক্কোল-মিশ্রিত চন্দন) লেপন করিয়া সভাচত্বরে নৃত্য করত পরম শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া মহারাজ দশরথের সংসাররূপ অমারাত্রির অবসান ঘটিল; এই উৎসব উপলক্ষে মুক্তহস্ত হইয়া দান ও ভোগ্য-দ্রব্য বিতরণ করিয়া পরম আনন্দের সহিত সাত দিন তিনি অতিবাহিত করিলেন। ৪৪-৪৯

চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন, হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ! হে আমার শিষ্যাগ্রগণ্য! এই প্রকারে রাম প্রভৃতি সকলে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া নিঃশোক হইয়াছিলেন। তুমিও সেইপ্রকার পূর্ণব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া প্রশান্তবুদ্ধি জীবন্মুক্তরূপে শঙ্কাহীনহৃদয়ে যথাভিলষিত স্থানে বাস করিতে থাক। হে নিষ্পাপ! যাহারা প্রগাঢ় মোহনিমগ্ন, তাহারাও রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ দ্বারা বিষয়াদিতে আসক্তিশূন্য হইলে কখনই মোহগ্রস্ত

হয় না। রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজকুমারগণ এবং দশরথ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এই উপায়েই মহাসত্ত্ব এবং জীবন্মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১-৪

হে পুত্র ভরদ্বাজ! তুমি স্বয়ংই মুক্তবুদ্ধি হইতে পারিয়াছ, আবার আজ এই মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণের ফলে আরও বিশিষ্টরূপে মুক্তিলাভ করিলে। এই পরম পবিত্র মোক্ষশাস্ত্র যে শ্রবণ করে, সে পূর্ণব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে, অধিক কি, বালকও তত্ত্বজ্ঞানী হইতে সমর্থ হয়, আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব। হে সাধো! বশিষ্ঠদেবের উপদেশপ্রভাবে মহাপ্রভাবসম্পন্ন রঘুবংশধররা যে প্রকারে সেই পবিত্র পরমপদ লাভ করিয়া বীতশোক হইয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ সেই পদলাভ করিয়া গতশোক হইতে সমর্থ হইবে। রঘুবংশীয়েরা বশিষ্ঠদেবের সঙ্গলাভের ফলে যেরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুধী ব্যক্তিরাও তদ্রূপ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অপ্রমত্তভাবে তাঁহাদিগের সেবা এবং তত্তৎসকাশে অবস্থান করত জ্ঞান-উপদেশ দ্বারা পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। রমণী যত দিন বালিকা থাকে, তত দিন যেরূপ ক্রীড়াতে আসক্ত থাকায় অরসিকা থাকে, পরে যৌবনকালে রসিকা হইয়া স্বামীর সহিত একরসযুক্তা হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞের অন্তঃকরণে আকাঙ্ক্ষারূপ রজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তিরূপ গ্রন্থিসমূহ এই মোক্ষশাস্ত্রালোচনার ফলে পূর্ণানন্দরসে লীন হইয়া যায়। যে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীরা এই সুমহৎ মোক্ষশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইতে সমর্থ হন, এই সংসারে তাঁহাদিগকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিয়া ফল কি? ৫-১০

হে বৎস! অশেষশাস্ত্রজ্ঞ যে সকল সাধু ব্যক্তি গুরুপরম্পরানুক্রমে এই মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অন্যের নিকট উপদেশ দিয়া প্রচার করিবেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন, আর কখনই তাঁহাদের জন্ম হইবে না। গুরুপরম্পরানুক্রমে যদি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা না হয়, তবে ইহার দ্বারা কোন ফলই লাভ হইবে না। আর যে সকল ব্যক্তি ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যদি অভিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বা লিখাইয়া অথবা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিয়া লোকসমাজে ইহার বক্তা কিম্বা ব্যাখ্যাতা রাখিয়া প্রচার করিবে, তাহারা যদি কামনাবশে ঐরূপ করে, তবে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি কামনাহীন হইয়া ঐরূপ করে, তাহা হইলে দুইবার জীবন্মুক্তরূপে জন্মিয়া তৃতীয়বার পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবে। ১১-১৩

পুরাকালে অচিন্ত্যরূপ ভগবান্ বিরিঞ্চি এই মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং বিচার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কখনই মিথ্যা

হইতে পারে না। বিরিঞ্চি বলিয়াছিলেন, সত্যবাক্ বাল্মীকি, বশিষ্ঠ এবং আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শাস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি পাঠান্তে সযত্নে উত্তম গৃহ, ঈপ্সিত অন্ন-পানাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগের অভিলষিত, অসমর্থ হইলে স্বীয় সামার্থ্যানুসারে দক্ষিণা দিবেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে এই সৎকার্য্য যিনি করিবেন, তিনি অবশ্যই এই শাস্ত্রোক্ত ফল লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে বৎস! নানাবিধ উপাখ্যান-সমন্বিত, দৃষ্টান্ত ও যুক্তিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপক এই মোক্ষশাস্ত্র তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্যই বর্ণন করিলাম। এই শাস্ত্র শ্রবণের ফলে তুমি জীবন্মুক্তরূপে মাত্র লোকহিতৈষণার নিমিত্ত জ্ঞান ও তপঃফল-যুক্ত জন্মান্তরীণ সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ ক্ষয়রহিত জ্ঞানবিভূতি অর্জ্জন করিয়া এখন কিছুকাল দেহধারণ কর, তাহার পর অন্তিমকালে পূর্ণানন্দ লাভ করিয়া মুক্ত হও। ১৪-১৭

পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম সর্গ

বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্র প্রভৃতির সকাশে যে মনোহর মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, মহামুনি অগস্ত্য সুতীক্ষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই মোক্ষশাস্ত্র আমি আপনাকে বলিলাম। যদি আপনি এই উপদেশ অনুসারে তত্ত্বমার্গ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সেই পরমপদ লাভ করিবেন। ১

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহদৃষ্টিপ্রভাবে জীবগণের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়, সেই অনুগ্রহদৃষ্টি যখন আপনি আমার উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমি ভবসমুদ্র পার হইয়াছি। ২

দেবদূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া রাজা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, হে দেবদূত! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার কল্যাণ হউক। সাধু ব্যক্তিরা যে বলেন, মাত্র সাতটি বাক্যেই বন্ধুত্ব হয়, আজ আপনি তাহাই প্রমাণ করিলেন। এইবার আপনি দেবরাজ-সদনে প্রস্থান করুন। আপনার কল্যাণ হউক। এই মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণের ফলে আজ আমি পরম সুখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই শ্রুত বিষয়ের ভাবনা করিতে করিতে বিজ্বর হইয়া আমি এই স্থানে বাস করিব।

হে ভদ্রে! রাজসকাশে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং রাজার বিনয় প্রভৃতি গুণাবলী দেখিয়া আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনই এইরূপ জ্ঞানসার শুনি নাই। ভাগ্যবশে সৎসঙ্গের ফলে ইহা শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই জন্য আমার মনে হইতেছে যে, আমি অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তদনন্তর আমি মহর্ষি বাল্মীকির নিকট বিদায়-সম্ভাষণ সম্পন্ন করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। হে অনঘে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সকলই আপনাকে বলিয়াছি। এখন আপনি আদেশ করুন, আমি দেবরাজগৃহে প্রস্থান করি। ৩-৮

অপ্সরা অর্থাৎ সুরুচি বলিলেন,—হে মহাভাগ দেবদূত! আপনাকে আমি নমস্কার করি। ভবৎসকাশে এই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান-কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত, চরিতার্থ এবং গতশোক হইতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আমি বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করিব। আপনার কল্যাণ হউক, আপনি ইচ্ছামত দেবরাজসকাশে গমন করুন। ৯-১০

অগ্নিবেশ্য বলিলেন,—তাহার পর শ্রেষ্ঠতমা সুরুচি উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং হিমগিরির ঊর্দ্ধস্থিত সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে পুত্র! তুমি বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিয়াছ তো? মুক্তির হেতু জ্ঞান অথবা কর্ম্ম অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই, তাহা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ আচরণ করিতে পার। ১১-১২

কারুণ্য বলিলেন, আমি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া এখন মৎসকাশে অতীত বিষয়ের স্মরণ ও বর্ত্তমান বিষয়ের দর্শন, জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নসময়ে দৃষ্ট ঘটনার স্মরণ এবং বন্ধ্যার পুত্রদর্শনের ন্যায় মনে হইতেছে। এই স্থিতিশীল সংসার এখন আমার নিকট মরুস্থ মরীচিকা-বারিবৎ অনুভূত হইতেছে। এখন কর্ম্ম করা অথবা না-করা এই দুইয়েরই কোন আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। অদ্যাবধি আমি রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় নিরিচ্ছ হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিতে থাকিব। স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করিবার কি আবশ্যক আছে? ১৩-১৪

অগস্তি বলিলেন, অগ্নিবেশ্যের কৃতী পুত্র কারুণ্য এই কথা বলিয়া যথাসময়ে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহ করিয়া যাইতে লাগিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ! যে কর্ম্ম দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, সেই কর্ম্মে সংসার-বন্ধন ঘটে, এই প্রকার সংশয় অবলম্বন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যাহারা এই সন্দেহ করে, তাহারা স্বার্থচ্যুত হয়, সন্দেহযুক্ত লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্তির

সকাশে সাংসারিক তাবৎবিষয়ের একত্বসম্পাদক জ্ঞান-উপদেশ শ্রবণ করিয়া, সুতীক্ষ্ণ সেই মুনিবর অগস্তিকে সবিনয়ে কিছু নিবেদন করিলেন। ১৫-১৭

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন, হে মহাভাগ! আমার এখন অজ্ঞান ও তন্নিমিত্তক কার্য্য ধ্বংস হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে দীপালোকের সহায়তাতেই যেরূপ নট ও নর্ত্তকীবৃন্দের অভিনয়াদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অন্ধকারে কিছুই হওয়া সম্ভব নহে, তদ্রূপ যে সর্ব্বসাক্ষী নিত্যপ্রকাশ ক্রিয়াবর্জ্জিত পরমাত্মাতে আশ্রয় গ্রহণ করত সকল ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, স্বর্ণই যেরূপ কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ বারিতে তরঙ্গ আবর্ত্ত প্রভৃতির স্ফূরণের ন্যায় যাহা হইতে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ স্ফুরিত হইতেছে, সেই পরমাত্মাই এই সমগ্র বিশ্ব; কোন কিছুরই তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, সকলই সেই পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণরূপেই বিরাজমান। অদ্যাবধি আমি ভবদীয় উপদেশানুসারে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসকল করিয়া যাইব; কেন না, সাধুগণের বাক্য লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে ভগবন্! ভবৎপ্রসাদে তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার অধিগত হইয়াছে। আমি মৃত্তিকাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি। এমন কি কর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা শিষ্য গুরুর ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে? ১৮-২২। বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা আত্মনিবেদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারাই গুরু-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। এই নিমিত্ত আমি ভবৎসকাশে বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা আত্মনিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। হে স্বামিন্! আপনার কৃপায় আমি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পূর্ণরূপে বিরাজমান। আজ আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। যাঁহাকে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' এই বাক্য দ্বারা অধিকারী মুক্তাত্মা সাধুগণ হস্তগত অপরোক্ষ পদার্থস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই চিদানন্দৈকরস পরব্রহ্মকে প্রণাম করি। যিনি ব্রহ্মানন্দ, পরমসুখদ, জ্ঞানমূর্ত্তি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্বাতীত, আকাশতুল্য, সর্ব্বসাক্ষিভূত, ভাবাতীত, ত্রিগুণরহিত, সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের চরণে আমরা বারংবার প্রণিপাত করি। ২৩-২৬

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত।

শ্রীরামচরণার্পিতমস্তু।

সম্পূর্ণ